শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

হিরণ্ময়ং পুরুষং রুক্মবর্ণং প্রভুং মহান্তং
ভগবদ্ধর্মাংশং ।
সানন্দলীলারসভোগতৃষ্ণং চৈতন্যরূপং
গুরুমাশ্রয়েম ॥

দেবরাজ কমলাসন শঙ্করনারদ শুক শনকাদিকর্ত্তৃক নিরন্তর নিষেব্যমান
শ্রীমচ্চরণ কমল যুগলস্য তমো মোহ মহামোহ তামি
স্রান্ধতামিস্ররূপ পঞ্চ ক্লেশসন্তপ্ত
সকল ভুবনোদ্ধারণ পরম
করুণা পারাবারস্য সমাশ্রয় বহি ও ভগবত্তত্ত্বামৃতসার সুধানিধি নিরবধি
নিজ সংকীর্ত্তন রসাবেশ নরজং স্মরদর্পাদি বিজয়ী নিজ কান্তি পীযুষ
ধারাসার সন্তর্পিত সকল ভক্তজন নয়ন চকোরস্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণ
চৈতন্য দেবস্য পরম মধুর চরিত্রাবলী বর্ণিতঃ
শ্রীবেদব্যাসাবতার পরম মহানুভাব শ্রীবৃন্দাবন দাস
ঠাকুর কর্ত্তৃক গ্রন্থিত

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকারের অনুমত্যনুসারে

শ্রীরামপুর

জ্ঞানারুণোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল ॥

শকাব্দা ১৭৭৬

প্রথমখণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলাচরণ, নিত্যানন্দ মাহাত্ম্য, সূত্রবর্ণন । ১—৭

(দ্বিতীয় অধ্যায় ।) অবতার প্রয়োজন, ভক্তগণের অবতার, নবদ্বীপ বর্ণনা, অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা, চৈতন্যচন্দ্রাবির্ভাব ॥ ৭—১৪

(তৃতীয় অধ্যায় ।) কোষ্ঠীগণন ॥ ১৪—১৬

(চতুর্থ অধ্যায় ।) বাল্যচরিত্র, তৈর্থিক বিপ্রের অন্নভোজন ॥ ১৬—২৫

(পঞ্চম অধ্যায় ।) বিদ্যারম্ভ ॥ ২৫—২৯

(ষষ্ঠ অধ্যায় ।) বিশ্বরূপ সন্ন্যাস, পিতা মাতার অধ্যয়ন বারণ । ২৯—৩

(সপ্তম অধ্যায় ।) মিশ্রচন্দ্রের সপ্ন ও বিজয় ॥ ৩৫—৪১

(অষ্টম অধ্যায় ।) নিত্যানন্দের বাল্যলীলা ও তীর্থ যাত্রা কথন ॥ ৪১—৪৮

(নবম অধ্যায় ।) বিদ্যাবিলাস, মহাপ্রভুর বিবাহ ও উৎসবারম্ভ ॥ ৪৮—৫৫

(দশম অধ্যায় ।) শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিচার লীলা ও নগর ভ্রমণ ॥ ৫৫—৬৪

(একাদশ অধ্যায় ।) দিগ্বিজয়ী উদ্ধার ॥ ৬৪—৭০

(দ্বাদশ অধ্যায় ।) বঙ্গদেশ বিলাস ॥ ৭০—৭৬

(ত্রয়োদশ অধ্যায় ।) তিলক ধারণোপদেশ, দ্বিতীয় বিবাহ উদ্যোগ ॥ ৭৬-৮৩

(চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।) ভক্তগণের বিষাদ, হরিদাসঠাকুরের মহিমা প্রসঙ্গ ॥ ৮৩-৯২

(পঞ্চদশ অধ্যায় ।) গৌরচন্দ্রের গয়াভূমি গমন ॥ ৯২—৯৭

মধ্যমখণ্ড ॥

(প্রথম অধ্যায় ।) মহাপ্রভুর গয়াহইতে প্রত্যাগমন ও ভক্তগণসঙ্গে মিলন, মহাপ্রভুর ভক্তগণ সঙ্গে রহস্য কথা, বৈষ্ণবগণ সমীপে শ্রীমান পণ্ডিতের কথা, শুক্লাম্বর গৃহে গৌরাঙ্গের আগমন, শ্রীশচীমাতার প্রতি মহাপ্রভু সিদ্ধান্ত কহেন, পড়ুয়াসঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন, সংকীর্ত্তন আরম্ভ ॥ ১—১৩

(দ্বিতীয় অধ্যায় ।) ভক্তগণের অদ্বৈত স্থানে আগমন ও তাঁহার স্বপ্নাখ্যান, অদ্বৈত গৃহে মহাপ্রভুর গমন, অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর পূজা করেন, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া স্তুতি করেন, মহাপ্রভু নারায়ণীকে প্রেম দেন ॥ ১৩—২৩

(তৃতীয় অধ্যায় ।) মুরারি গুপ্ত প্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া স্তুতি করেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিত্যানন্দ স্মরণ, শ্রীনিত্যানন্দাখ্যান ॥ ২৪—২৯

(চতুর্থ অধ্যায় । শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্র বর্ণন ॥ ২৯—৩২

সূচীপত্র।

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাস পূজা প্রসঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গের বলরামভাব ॥ ৩২—৩৭

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীঅদ্বৈতের আগমন, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য মহাপ্রভুকে পূজা করেন ॥ ৩৭—৪২

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীবিদ্যানিধির মিলন প্রসঙ্গ, শ্রীবিদ্যানিধির সঙ্গে গদাধরের মিলন, শ্রীবিদ্যা নিধির প্রেম, পণ্ডিত গোস্বামির দীক্ষা ॥ ৪২—৪৭

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীশচীমাতার স্বপ্ন, মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ করেন, প্রভুসঙ্গে নিত্যান ন্দের ভোজন লীলা, সংকীর্ত্তনারম্ভে প্রভুর আজ্ঞা, চল্লিশ পদ ॥ ৪৭—৫৭

নবম অধ্যায়।

শ্রীবাসগৃহে প্রভুর অভিষেক প্রসঙ্গ, প্রভুর ভক্ত দত্ত দ্রব্য ভোজন, শ্রীধরের আখ্যান, শ্রীধর প্রভুর মহা প্রকাশ দর্শন করেন ॥ ৪৬-৫৭

দশম অধ্যায়।

শ্রীমহাপ্রভুর রামচন্দ্রাবেশে মুরারিগুপ্তের মাহাত্ম্যবর্ণন, প্রভু শ্রীহরিদাসের মাহা ত্ম্য কথন, প্রভু অদ্বৈতের মনোবৃত্তি প্রকাশ, শ্রীমুকুন্দের প্রতি প্রভুর দণ্ড ॥ ৬৪-৭৪

(একাদশ অধ্যায়।) শ্রীনিত্যানন্দ চরিত্র ॥ ৭৪—৭৭

দ্বাদশ অধ্যায়।

নিত্যানন্দ চরিত্র স্বাদন ॥ ৭৭—৭৯

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞা, শ্রীনিত্যানন্দ হরিদাসের জীবপ্রতি শিক্ষা, জগাই মাধাই উদ্ধারের বৃত্তান্ত ॥ ৭৯—৯১

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

জগাই মাধাই উদ্ধার দেখিয়া দেবগণের আনন্দ ও নৃত্যাদি ॥ ৯১—৯৩

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জগাই মাধাইর ভক্তি, মাধাই নিত্যানন্দ প্রভুকে স্তুতি করেন। ৯৩—৯৬

ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীবাসের শাশুড়ীর উপাখ্যান, অদ্বৈত আচার্য্যের প্রভুর প্রেম কলহ, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারির আখ্যান। ৯৭—১০১

সপ্তদশ অধ্যায়।

অদ্বৈতের প্রতি প্রভুর দণ্ড। ১০১—১০৫

সূচীপত্র।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

লক্ষ্মীভাবে নৃত্য প্রসঙ্গে ভক্তগণের প্রতি প্রভুর আজ্ঞা, প্রথম প্রহরে শ্রীমাহাপ্রভুর রুক্মিনী ভাবাবেশ, দ্বিতীয় প্রহরের নাট্য, আদ্যাশক্তি বে প্রভুর রঙ্গস্থলে প্রবেশ, মহা লক্ষ্মীভাবে খট্টায় উপবেশন, শ্রীমহালক্ষ্মী ভাবে নিশি অবশান। ১০৫—১১২

ঊনবিংশতি অধ্যায়।

শ্রীমহাপ্রভুর নিত্যানন্দের সঙ্গে নগর ভ্রমণ, মদ্যপ সন্ন্যাসীর উপাখ্যা ব্যাখ্যা শুনি প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে দণ্ড করেন। ১১২—১২০

বিংশতি অধ্যায়।

মুরারি গুপ্তের প্রতি প্রভুর শিক্ষা দানাদি লীলা। ১২১—১২৫

একোবিংশতি অধ্যায়।

দেবানন্দ পণ্ডিতের আখ্যান। ১২৬—১২৮

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন ও প্রেম দান। ১২৮—১৩৩

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

ব্রহ্মচারী উপাখ্যান, কাজির উদ্ধারের উপাখ্যানাদি। ১৩৩—১৪৯

চতুর্বিংশতি অধ্যায়।

শ্রীঅদ্বৈতার্য্যের বিশ্বরূপ দর্শনোপাখ্যান। ১৪৯—১৫২

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

মহাপ্রভুর স্নান লীলা, শ্রীবাসপুত্রের পরলোকোপাখ্যান, শ্রীশুক্লাম্ব রীর অন্ন মহাপ্রভুর ভোজন, শ্রীবিজয়দাস প্রতি প্রভুর বৈভব প্রদর্শ গোপীভাবাবেশ ও শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান প্রসঙ্গ। ১৫৩—১৬১

ষড় বিংশতি অধ্যায়।

ভক্তগণকে প্রভুর শান্তনা করণ, শ্রীশচীমাতার ক্রন্দন, মাতাপ্রতি ম গোপ্য কথা, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসে প্রয়ান, ভক্তগণের বিষাদ, নগরীয় বিষাদ, শ্রীকেশব ভারতীর সঙ্গে মিলন, শ্রীশিখার অন্তর্ধ্যান, শ্রীমহাপ্রভুর স মধ্যখণ্ড সমাপ্তি। ১৬১—১৬৮

শেষখণ্ড॥

প্রথম অধ্যায়।

সূচীপত্র।

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য প্রতি নবদ্বীপে যাইবার আজ্ঞা, ভক্তগণের ক্রন্দন, মহাপ্রভুর পশ্চিমাভিমুখে গমন, নীলাচলে গমন ব্যায়ে পুনঃ পূর্ব্বাভিমুখে গমন, প্রভুর গঙ্গাস্নান ও স্তব করণ, প্রভুর নিত্যানন্দ প্রতি আজ্ঞা, নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে গমন, শ্রীমহাপ্রভুর অদ্বৈত আচার্য্যগৃহে গমন, প্রভুর ঐশ্বর্য্যবেশ, প্রভুর ভোজন লীলা॥ ১—৯

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীমহাপ্রভুর নীলাচল গমনার্থে ভক্তগণের অনুমতি গ্রহণ ও গমন, নিত্যানন্দ গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণের পরীক্ষা গ্রহণ, অম্বুলিঙ্গ শিবের উপাখ্যান, রামচন্দ্র খানসঙ্গে মিলন, শ্রীমহাপ্রভুর ভিক্ষাটন, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড ভঙ্গ করেন, শ্রীভুবনেশ্বর শিবের উপাখ্যান, শ্রীমহাপ্রভুর নীলাচল প্রবেশ ও জগন্নাথ দর্শনাদি ॥ ১০—২৪

তৃতীয় অধ্যায়।

মহাপ্রভুর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত কথোপকথন, আত্মারাম শ্লোক ব্যাখ্যা, শ্রীমহাপ্রভুর ষড়ভূজ মূর্ত্তি ধারণ, শ্রীপরমানন্দ পুরী প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে মিলনাদি, পুরী গোসাঞীর কূপের উপাখ্যান, প্রভুর গৌড়দেশে গমনাদি ॥ ২৪—৪১

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীমহাপ্রভুর অদ্বৈত মন্দিরে গমন, শ্রীঅচ্যুতানন্দের উপাখ্যান, গৌরাঙ্গ দেখিয়া অদ্বৈত গৃহে পরমানন্দ, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর তিথি আরাধনার উপাখ্যান ॥ ৪১—৫৬

পঞ্চম অধ্যায়।

কুমারহট্টে শ্রীবাস মন্দিরে লীলা, পাণিহাটী গ্রামে শ্রীরাঘবানন্দ পণ্ডিতের গৃহে গমন, শ্রীবরাহ নগরে প্রভুর গমন, পুনঃ নীলাচলে গমন, মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রেরণ করেন ॥ —৫৬—৮৩

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা বর্ণন। ৮৩—৯৩

সপ্তম অধ্যায়।

অদ্বৈত গৃহে মহাপ্রভুর ভোজন, শচী মাতার কুশল জিজ্ঞাসা, কেশব ভারতীর উপাখ্যান, শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তনারম্ভ, শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতি দণ্ড, ভৃগুমুনির উপাখ্যান ॥ —৯৩—১০৫

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীমহাপ্রভুর অদ্বৈতাচার্য্য সঙ্গে কৌতুক, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ইষ্টমন্ত্র উপাখ্যান, শ্রীমহাপ্রভুর প্রেমাবেশ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আগমন, অন্ত্যখণ্ড সমাপ্ত ॥ ১০৫—১১১

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং।

প্রণমাম্যহং।

অথ আদিখণ্ড শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থারম্ভ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ।

অজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ, সঙ্কির্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ, বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

নমস্ত্রিকাল সত্যায় জগন্নাথসুতায় চ। সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায়তে নমঃ॥ ২॥ মুরারি গুপ্তস্য শ্লোকঃ॥ অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিছিন্নৌ সদীশ্বরৌ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ দ্বৌভ্রাতরৌ ভজে॥ ৩॥ সজয়তি বিশুদ্ধ বিক্রমঃ কণকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ। বরজানু বিলম্বি ষড়্‌ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ॥ ৪॥ জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা॥ জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশ মূর্ত্তির্জয়তি জয়তি নিত্যং তস্য সর্ব্ব প্রিয়াণাং॥ ৫। আদ্যেবন্দো শ্রীচৈতন্য গোষ্ঠীর চরণে। অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড পরণামে॥ তবে বন্দো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর। নবদ্বীপে অবতার নাম বিশ্বম্ভর॥ আমার ভক্তের পূজা আমাহৈতে বড়। সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দঢ়॥ তথাহি॥ শ্রীভগবদ্বাক্যং। আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং। মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥ ৬॥ এতেক করিল আগে ভক্তের বন্দন। অতএব আছে কার্য্যসিদ্ধের লক্ষণ॥ ইস্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ রায়। চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে যাহার কৃপায়॥ তবে বন্দ সহস্র বদন বলরাম। যাহার শ্রীমুখে যশো ভাণ্ডারের স্থান॥ মহারত্ন থুইয়ে যেন মহাপ্রিয় স্থানে। যশরত্ন ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত বদনে॥ অতএব আগে বলরামের স্তবন। করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য কীর্ত্তন॥ সহস্রেক ফণাধর প্রভু বলরাম। যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম॥ হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর। চৈতন্য চন্দ্রের প্রিয় মুখ্য মহাবীর॥ ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর। নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার॥ তাঁহার চরিত্র যেই জন শুনে গায়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তানে পরম সহায়॥ মহাপ্রীতি হয় তারে মহেশ পার্ব্বতী। জিহ্বায়ে স্ফুরয়ে তার শুদ্ধ সরস্বতী॥ পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা। সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হঞা॥ পঞ্চম স্কন্ধের এই ভাগবত কথা। সর্ব্ব বৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম গাথা॥ তাঁর রাসক্রীড়া কথা পরম উদার। বৃন্দাবনে গোপী সঙ্গে

করিলা বিহার ॥ দুইমাস বসন্ত মাধবী মধুনামে। হলাউধ রাসক্রীড়া কহেন পুরা . ণে ॥ সে সকল শ্লোক এই শুন ভাগবতে। শ্রীশুকে কহেন শুনে রাজা পরীক্ষিতে ॥

স্কন্ধে ॥ দ্বৌমাসৌ তত্র চা বাৎসীন্মধুমাধব মেবচ। রামঃক্ষ পাসু ভগবান গোপীনাং রতি মাবহন্ ॥ ৭ ॥ পূর্ণচন্দ্র কলামৃষ্টে কৌমুদী গন্ধ বায়ুনা। যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥ উপগীয়মান গন্ধর্বৈর্বনি তা শোভিমণ্ডলে। রেমে করেণু যূথেশো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ ॥ নেদু র্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা। গন্ধর্ব্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্য্যৈ রীড়িরে তদা ॥ ৮ ॥ যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন। তারাও রামের রাসে করেন স্তবন ॥ যার রাসে দেবে আসি পুষ্পবৃষ্টি করে। দেবে জানে ভেদ নাহি কৃষ্ণ হলধরে ॥ চারি বেদ গুপ্ত ধন রামের চরিত্র। আমি কি বলিব সর্ব্ব পুরাণে বিদিত ॥ মূর্খ দোষে কেহ কহে নাদেখে পুরাণ। বলরাম রাসক্রীড়া করে অপ্রমাণ ॥ এক ঠাঞি দুই ভাই গোপীকা সমাজে। করিলেন রাসক্রীড়া বৃন্দাবন মাঝে ॥ তথাহি শ্রীদশ মে ॥ কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুত বিক্রমঃ। বিজহ্রতুর্ব্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাং ॥ উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈ র্বদ্ধ সৌহৃদৈঃ। স্বালঙ্কৃতানু লিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বনমালিনৌ ॥ ৯ ॥ নিশামুখ মানয়ন্তা বুদিতোডুপ তারকং। মল্লিকা গন্ধমত্তালি জুষ্টং কুমুদ বায়ুনা ॥ যগ্মতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃ শ্রবণ মঙ্গলং। তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডল মূর্চ্ছিতং ॥ ১০ ॥ ভাগবত শুনি যার রামে নাহি প্রীত। বিষ্ণু বৈষ্ণবের পথে সে জন বর্জ্জিত ॥ ভাগবত না মানে যে সে যবন সম। তার শাস্তা আছে জন্মে২ প্রভু যম ॥ এবে কেহো কেহো নপুংশক বেশে নাচে। কহে বলরামের রাস কোন শাস্ত্রে আছে ॥ কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেও নাহি মানে। এক অর্থ অন্য অর্থ করিয়া বাখানে ॥ চৈতন্য চন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই। তাঁর স্থানে অপরাধে মরে সর্ব্ব ঠাঞি ॥ মূর্ত্তি ভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস। সে সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ ॥ সখা ভাই ব্যজন শয়ন আবাহন। গৃহ ছত্র বস্ত্র যত ভুষণ আসন ॥ আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে। যারে অনুগ্রহ করেন জানে সেই জনে ॥ তথাহি ॥ অনন্ত সংহিতায়াং ধরণি শেষ সম্বাদে ॥ নিবাস শয্যাসন পাদুকাং শুকোপ ধান বর্ষাতপ বারণাদিভিঃ। শরীর ভেদৈ স্তবশেষ তাংগতৈর্যথোচিতং শেষ ইতীরিতো জনৈঃ ॥ ১১ ॥ অনন্তের অংশ সে গরুড় মহাবলী। লীলায়ে বহেন কৃষ্ণ হই কুতুহলি ॥ কি ব্রহ্মা কি শিব কি সন কাদি কুমার। ব্যাস শুক নারদাদি ভক্ত নাম যার ॥ সবার পূজিত শ্রীঅনন্ত মহা শয়। সহস্র বদন প্রভু ভক্তি রসময় ॥ আদি দেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব। মহি মায় অন্ত ইহা না জানেন সব ॥ সেসব শুনিলে এবে শুন ঠাঙ্গরাল। আত্ম তন্ত্রে যেন মতে বসেন পাতাল ॥ শ্রীনারদ গোসাঞি তম্বরু করি সঙ্গে। যে যশ গায়ে

ন ব্রহ্মাস্থানে শ্লোক বন্ধে॥ তথাহি। উৎপত্তি স্থিতি লয় হেতবোস্য কল্পাঃ সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়ান্ যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেক মাত্মন্নানা ধাৎ কথমুহ বেদ তস্য বর্ত্ম॥ যন্নাম শ্রুত মনুকীর্ত্তয়েদকস্মাদার্ত্তো বা যদি প্রতিতঃপ্রলম্ভনাদ্বা। হন্ত্যংঘঃ সপদিনৃণা মশেষ মন্যং কংশেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ॥ মূর্দ্ধন্যর্পিত মনুবৎ সহস্র মূর্দ্ধ্নো ভূগোলং সগিরিসরিৎ সমুদ্রসত্বং। আনন্ত্যা দবি মিত বিক্রমস্য ভূম্নঃ কোবীর্য্যা ন্যপি গণয়েৎ সহস্র জিহ্বঃ॥ এবং প্রভাবো ভগবাননন্তো দুরন্তবীর্য্যো রুগুণানুভাবঃ। মূলেরসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো যোলীলয়াক্ষ্মং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি॥ ১২॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সত্বাতি যত গুণ। যার দৃষ্টিপাতে হয় যায় পুনঃ পুনঃ॥ অদ্বিতীয় রূপ সত্য অনাদি মহত্ব। তথাপি অনন্ত হয়ে কে বুঝে মহত্ব॥ শুদ্ধসত্ব মূর্ত্তি প্রভু ধরে করুণায়। যে বিগ্রহে সভার প্রকাশ সুলীলায়॥ যাহার তরঙ্গ শিখি সিংহ মহাবলী। নিজ জন মনোরঞ্জে হই কুতুহলি॥ যে শ্রীঅনন্ত নামের শ্রবণ কীর্ত্তনে। যে তে মত কেনে নাই বলে যে তে জনে॥ অশেষ জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেই ক্ষণে। অতএব বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে॥ শেষ বহি সংসারের গতি নাহি আর। অনন্তের নামে সর্ব্ব জীবের উদ্ধার॥ অনন্ত পৃথিবীগিরি সমুদ্র সহিতে। যে প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে॥ সহস্রফণার এক ফণে বিন্দু যেন। অনন্ত ধরয়ে নাজানেন আছে হেন॥ সহস্র বদনে কৃষ্ণ যশ নিরন্তর। গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর॥ গায়ে গুণ অনন্ত যশের নাহি অন্ত। জয়ভঙ্গ কারুনাহি দুহেঁ বলবন্ত॥ অদ্যাপিহ শেষ দেব সহস্র শ্রীমুখে। গায়েন চৈতন্য যশ অন্ত নাহি দেখে॥ নাগ বলিয়া চলিযায় সিন্ধুতরিবারে। যশের সিন্ধু নাদেয় কুল অধিক অধিক বাড়ে॥ কি আরে রামিগোপালে বাদ লাগিয়াছে। ব্রহ্ম রুদ্র সুর সিদ্ধ আনন্দে দেখিছে॥ তথাহি শ্রীভাগবতে॥ নান্তং বিদা ম্যহমমী মুনয়োগ্রজাস্তে মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতো বরেয়ে। গায়ন্ গুণান্ দশ শতানন আদিদেবঃ শেষোধুনাপি সমবস্যতি নাস্যপারং॥ ১২॥ পালন নিমিত্ত হেতু প্রভু রসাতলে। আছে মহাশক্তিধর নিজ কুতুহলে॥ ব্রহ্মার সভায় গিয়া নারদ আপনে। এই গুণ গায়েন তম্বুর বীণা সনে॥ ব্রহ্মাদি বিহ্বল এই যশের শ্রবণে। ইহা গাই নারদ পূজিত সর্ব্বস্থানে॥ কহিলাম এই কিছু অনন্ত প্রভাব। হেন প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ॥ সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥ বৈষ্ণব চরণে মোর এই মনস্কাম। জন্মেং ভজি যেন প্রভু বলরাম॥ দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যে হেন নাম ভেদ। এই মত নিত্যানন্দ প্রভু বলদেব॥ অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে। চৈতন্য চরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে॥ চৈতন্য চরিত স্ফুরে শেষের কৃপায়। যশের ভাণ্ডার বৈসে শেষের জিহ্বায়॥ অতএব যশময়

বিগ্রহ অনন্ত। গাইল তাঁহার কিছু পাদ পদ্ম দ্বন্দ্ব। চৈতন্যচন্দ্রের পূর্ণ শ্রবণ চরিত্র। ভক্ত প্রসাদে স্ফুরে জানিহ নিশ্চিত॥ বেদ গুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে। তাহা লিখি যাহা শুনি ভক্তগণ স্থানে॥ চৈতন্য চরিত আদি অন্ত নাহি দেখি। তাঁহার কৃপায় যে বোলায় তাহা লিখি॥ কাষ্ঠের পুত্তলি যেন কুহকে নাচায়। এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নম স্কার। ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥ মন দিয়া শুন ভাই শ্রীচৈতন্য কথা। ভক্ত স্থানে যে যে লীলা কৈল যথা তথা॥ ত্রিবিধ চৈতন্য লীলা আনন্দের ধাম। আদ্য খণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড নাম॥ আদ্যখণ্ডে প্রধানত্বে বিদ্যার বিলাস। মধ্য খণ্ডে করিলেন কীর্ত্তন প্রকাশ॥ শেষ খণ্ডে সন্যাসীরূপে নীলাচলে স্থিতি। নি ত্যানন্দ স্থানে সমর্পিয়া গৌড় ক্ষিতি॥ নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর। বসু দেব প্রায় তিঁহ স্বধর্ম্মেতৎপর॥ তাঁর পত্নী শচী নাম মহা পতিব্রতা। দ্বিতীয় দেবকী যেন সেই জগন্মাতা॥ তাঁর গর্ব্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণচৈ তন্য নাম সংসার ভূষণ॥ আদি খণ্ডে ফাল্গুণী পূর্ণিমা শুভক্ষণে। অবতীর্ণ হৈলা প্রভু নিশায়ে গ্রহণে॥ হরিনাম মঙ্গল উঠিল চতুর্দ্দিগে। জন্মিলা ঈশ্বর সংকীর্ত্তন করি আগে॥ আদিখণ্ডে শিশুরূপে অনেক প্রকাশ। পিতা মাতা প্রতি দেখা ইলা গুপ্তবাস॥ আদিখণ্ডে ধ্বজ ব্রজাঙ্কুশাদি পতাকা। গৃহমধ্যে অপূর্ব্ব দেখিল পিতা, মাতা॥ আদ্যখণ্ডে প্রভুরে হরিয়াছিল চোরে। চোর ভ্রমাইয়া প্রভু আইলেন ঘরে॥ আদিখণ্ডে জগদীশ হিরণ্যের ঘরে। নৈবেদ্য খাইলা প্রভু শ্রীহরি বা সরে॥ আদ্যখণ্ডে শিশুছলে করিয়া ক্রন্দন। বোলাইলা সর্ব্বমুখে হরি সংকী র্ত্তন॥ আদ্যখণ্ডে লোকবর্জ্য হাঁড়ির আসনে। বসিয়া মায়েরে তত্ত্ব কহিলা আপ নে॥ আদ্যখণ্ডে গৌরাঙ্গের চাঞ্চল্য অপার। শিশুগণ সঙ্গে যেন গোকুল বি হার॥ আদ্যখণ্ডে করিলেন আরম্ভ পড়িতে। অল্পে অধ্যাপক হৈলা সকল শা স্ত্রেতে॥ আদ্যখণ্ডে জগন্নাথ মিশ্র পরলোক। বিশ্বরূপ সন্যাস শচীর দুই শোক॥ আদ্যখণ্ডে বিদ্যা বিলাসের মহারম্ভ। পাষণ্ডে দেখয়ে যেন যম মূর্ত্তিমন্ত॥ আদ্য খণ্ডে সকল পড়ুয়াগণ মেলি। জাহ্নবীর তরঙ্গে নির্ভয় জল কেলি॥ আদ্যখণ্ডে গৌরাঙ্গের সর্ব্বশাস্ত্রে জয়। ত্রিভুবনে হেন নাহি যে সম্মুখে হয়॥ আদিখণ্ডে বঙ্গদেশে প্রভুর গমন। প্রাচ্যভূমি তীর্থ হৈল পাই শ্রীচরণ॥ আদিখণ্ডে পূর্ব্ব পরিগ্রহের বিজয়। শেষে রাজপণ্ডিতের কন্যা পরিণয়। আদ্যখণ্ডে বায়ুদেহে মান্দ্য করি ছল। প্রকাশিলা প্রেম ভক্তি বিকার সকল॥ আদ্যখণ্ডে সকল ভ ক্তেরে শান্তি দিয়া। আপনে ভ্রমেণ মহা পণ্ডিত হইয়া॥ আদ্যখণ্ডে দিব্য পরিধান দিব্যসুখ। আনন্দে ভাসেন শচী দেখি পুত্রমুখ॥ আদ্যখণ্ডে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ী জয়। শেষে তার করিলেন সর্ব্ব বন্ধ ক্ষয়। আদিখণ্ডে সকল ভক্তেরে মোহ

দিয়া। সেইখানে বুলে প্রভু সবারে ভাণ্ডিয়া॥ আদ্যখণ্ডে গয়া গেলা বিশ্বম্ভর রায়। ঈশ্বর পুরিরে কৃপা করিলা তথায়॥ আদ্যখণ্ডে আছে কত অনন্ত বিলাস। কিছু শেষে বর্ণিবেন মহামুনি ব্যাস॥ বাল্য লীলা আদি করি যাবত প্রকাশ। গয়ার অবধি আদি খণ্ডের বিলাস॥ মধ্যখণ্ডে বিদিত হইয়া গৌর সিংহ। চিনিলেন যত সব চরণের ভৃঙ্গ॥ মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতাদি শ্রীবাসের ঘরে। ব্যক্ত হৈলা বসি বিষ্ণু খট্টার উপরে॥ মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ সঙ্গে দরশন। একঠাঞি দুই ভাই করিলা কীর্ত্তন॥ মধ্যখণ্ডে ষড়ভুজ দেখিলা নিত্যানন্দ। মধ্যখণ্ডে অদ্বৈত দেখিল বিশ্বঅঙ্গ॥ নিত্যানন্দ ব্যাস পূজা করিল মধ্যখণ্ডে। যে প্রভুরে নিন্দে দুষ্ট পাপীষ্ঠ পাষণ্ডে॥ মধ্যখণ্ডে হলধর হৈলা গৌরচন্দ্র। হস্তে হলমূষল দেখিলা নিত্যানন্দ॥ মধ্যখণ্ডে দুই অতি পাতকী মোচন। জগাই মাধাই নাম বিখ্যাত ভুবন॥ মধ্যখণ্ডে রাম কৃষ্ণ চৈতন্য নিতাই। শ্যাম শুক্লরূপ দেখিলেন শচী আই॥ মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের মহা পরকাশ। সাত প্রহরিয়া ভাব ঐশ্বর্য্যবিলাস॥ সেই দিন অমায়া যে কহিলেন কথা। যে যে সেবকের জন্ম হৈল যথা২॥ মধ্যখণ্ডে বৈকুণ্ঠের নাথ নারায়ণ। নগরে২ কৈল আপনে কীর্ত্তন॥ মধ্যখণ্ডে ভাঙ্গিল কাজির ঘর দ্বার। নিজশক্তি প্রকাশিয়া কীর্ত্তনঅপার॥ পলাইল কাজিপ্রভু গৌরাঙ্গের ডরে। স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন করে নগরে নগরে॥ মধ্যখণ্ডে গৌরচন্দ্র বরাহ হইয়া। নিজতত্ত্ব মুরারিকে কহিলা গর্জ্জিয়া॥ মধ্যখণ্ডে মুরারির স্কন্ধে আরোহণ। চতুর্ভুজ হৈয়া কৈলা অঙ্গনে ভ্রমণ॥ মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বর তণ্ডুল ভোজন। মধ্যখণ্ডে নানা কাছ হৈলা নারায়ণ॥ মধ্যখণ্ডে গৌরচন্দ্র রুক্মিনীর বেশে। নাচিলেন স্তন পিলসব নিজ দাসে॥ মধ্যখণ্ডে মুকুন্দের দণ্ড সঙ্গ দোষে। শেষে অনুগ্রহ কৈল পরম সন্তোষে॥ মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু নিশায়ে কীর্ত্তন। বৎসরেক নবদ্বীপে কৈল অনুক্ষণ॥ মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ অদ্বৈত কৌতুক। অজ্ঞজনে বুঝেবেন কলহ স্বরূপ॥ মধ্যখণ্ডে জননীর লক্ষে ভগবান। বৈষ্ণবাপরাধ করাইলা সাবধান॥ মধ্যখণ্ডে সকল বৈষ্ণব জনে জনে। সবেবর পাইলেন করিয়া স্তবনে॥ মধ্যখণ্ডে প্রসাদ পাইল হরিদাস। শ্রীধরের জলপান কারুণ্য বিলাস॥ মধ্যখণ্ডে সকল বৈষ্ণব করি সঙ্গে। প্রতিদিন জাহ্নবীতে জলকেলি রঙ্গে॥ মধ্যখণ্ডে গৌরচন্দ্রনিত্যানন্দ সঙ্গে। অদ্বৈতের গৃহে গিয়াছিলা কোন রঙ্গে॥ মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতেরে করি বহু দণ্ড। শেষে বড় অনুগ্রহ হইল প্রচণ্ড॥ মধ্য খণ্ডে চৈতন্য নিতাই কৃষ্ণ রাম। জানিলা মুরারি গুপ্ত মহা ভাগ্যবান॥ মধ্যখণ্ডে দুই প্রভু চৈতন্য নিতাই। নাচিলেন শ্রীবাসঅঙ্গনে একঠাঞি॥ মধ্যখণ্ডে শ্রীবাসের মৃতপুত্র মুখে। জীবতত্ত্ব কহাইয়া ঘুচাইল দুঃখে॥ চৈতন্যের অনুগ্রহে শ্রীবাস পণ্ডিত। পাসরিল পুত্রশোক সভারে বিদিত॥ মধ্যখণ্ডে গঙ্গায় পড়িলা ক্রুদ্ধ হঞা। নিত্যানন্দ হরিদাস আনিল তুলিয়া॥

মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের অবশেষ পাত্র। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ নারায়ণী পাইল মাত্র॥ মধ্য খণ্ডে সর্ব্বজীব উদ্ধার কারণে। সন্ন্যাস করিতে প্রভু করিলা গমনে॥ কীর্ত্তন করিয়া আদি অবধি সন্ন্যাস। এই হৈতে কহি মধ্যখণ্ডের বিলাস॥ মধ্যখণ্ডে আছে কত কোটী২ লীলা। বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সকল খেলা॥ শেষখণ্ডে বিশ্বম্ভর করিলা সন্ন্যাস। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম তবে পরকাশ॥ শেষখণ্ডে শুনি প্রভুর শিখার মণ্ডন। বিস্তর করিলা প্রভু অদ্বৈত ক্রন্দন॥ শেষখণ্ডে শচী দুঃখ অকথ্য কথন। চৈতন্য প্রভাবে সবে রহিল জীবন॥ শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড। ভাঙ্গিলেন বলরাম পরম প্রচণ্ড॥ শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গিয়া লীলাচলে। আপনারে লুকাই রহিলা কুতুহলে॥ সার্ব্বভৌম প্রতি আগে করি পরিহাস। শেষে সার্ব্বভৌমেরে ষড়্‌ভুজ পরকাশ॥ শেষখণ্ডে প্রতাপ রুদ্রের পরিত্রাণ। কাশীমিশ্রের গৃহে করিলেন অবস্থান॥ দামোদর স্বরূপ পরমানন্দ পুরী। শেষ খণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী॥ শেষ খণ্ডে প্রভু পুনঃ গেলা গৌড়দেশে। মথুরা দেখিব করি আনন্দ বিশেষে॥ আসিয়া রহিলা বিদ্যা বাচস্পতির ঘরে। তবে প্রভু আইলেন কুলিয়া নগরে॥ অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গেলা দেখিবারে। শেষখণ্ডে সর্ব্ব জীব পাইল উদ্ধারে॥ শেষখণ্ডে মধুপুরী দেখিতে চলিলা। কতোদূর গিয়া পুনঃ নিবর্ত্ত হইলা॥ শেষখণ্ডে পুনঃ আইলেন লীলাচলে। নিরবধি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ কুতুহলে॥ গৌড় দেশে নিত্যানন্দ স্বরূপ পাঠাইয়া। রহিলেন লীলাচলে কতো জনা লঞা॥ শেষখণ্ডে রথের সম্মুখে ভক্ত সঙ্গে। আপনে করিলা নৃত্য আপনার রঙ্গে॥ শেষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌর রায়॥ ঝারিখণ্ড দিয়া পুনঃ গেলা মথুরায়॥ শেষখণ্ডে রামানন্দ রায়ের উদ্ধার। শেষখণ্ডে মথুরায় অনেক বিহার॥ শেষখণ্ডে শ্রীগৌর সুন্দর মহাশয়। দবীর খাসেরে প্রভু দিলা পরিচয়॥ প্রভুচিনি দুই ভাইর বন্ধ বিমোচন। শেষে নাম থুইলেন রূপ সনাতন॥ শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী। না পাইল দেখা যতনিন্দুক সন্ন্যাসী॥ শেষখণ্ডে পুনঃ লীলাচলে আগমন। অহর্নিশি করিলেন হরি সংকীর্ত্তন॥ শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ কথোক দিবস। করিলেন পৃথিবীর পর্য্যাটন রস॥ অনন্ত চরিত্র কেহো বুঝিতে না পারে। চরণে নুপূর সর্ব্ব মথুরা বিহরে। শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ পানিহাটি গ্রামে। চৈতন্য আজ্ঞায় ভক্তি করিলেন দানে॥ শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ মহামল্ল রায়॥ বালকাদি উদ্ধারিলা পরম কৃপায়॥ শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর। লীলাচলে বাস অষ্টবিংশতি বৎসর॥ শেষখণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস। বিস্তারিয়া বর্ণিবেন আছে বেদব্যাস॥ যেতেমতে গৌরচন্দ্রের গাইতে মহিমা। নিত্যানন্দের প্রীতিবড় তার নাহি সীমা॥ ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ। দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ॥ এই যে সূত্র কহিনু সংক্ষেপ বরিয়া। তিন খণ্ড আরম্ভিব

ইহাই গাইয়া॥ আদ্যখণ্ডে কথা ভাই শুন একচিত্তে। শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হৈলা যেন মতে॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি শ্রীআদিখণ্ডে সূত্রবর্ণনং নামঃ প্রথমোধ্যায়ঃ॥ * ॥ জয়২ মহাপ্রভু শ্রীগৌর সুন্দর। জয় জগন্নাথ পুত্র মহামহেশ্বর॥ জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন। জয়২ অদ্বৈতাদি ভক্তের শরণ॥ ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥ পুনঃ ভক্তসঙ্গে প্রভু পদে নমস্কার। স্ফুরুক জিহ্বায়ে গৌরচন্দ্র অবতার॥ জয়২ শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র। জয় জয় শ্রীসেবা বিগ্রহ নিত্যানন্দ॥ অবিজ্ঞাত দুই ভাই আর যত ভক্ত। তথাপি কৃপায় তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত॥ ব্রহ্মাদির স্ফুর্ত্তি হয় কৃষ্ণের কৃপায়। সর্ব্বশাস্ত্রে বেদে ভাগবতে এই গায়॥ তাথাহি শ্রীভাগবতে॥ প্রচোদিতা যেন পুরাসরস্বতী বিতন্বতা যস্যসতীং স্মৃতীং হৃদি। স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ সমেঋষীণা মৃষভঃ প্রসীদতাং॥ * ॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হইতে। তথাপিও শক্তি নাহি কিছুই দেখিতে॥ তবে যবে সর্ব্বভাবে লইলা শরণ। তবে প্রভু কৃপায়ে দিলেন দরশন॥ তবে কৃষ্ণ কৃপায়ে স্ফুরিলা সরস্বতী। তবে সে জানিলা সব অবতার স্থিতি॥ হেন কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্জ্ঞেয় অবতার। তাঁর শক্তি বিনা কার শক্তি জানিবার॥ অচিন্ত্য অগম্য কৃষ্ণ অবতার লীলা। সেই ব্রহ্মা ভাগবতে আপনি বলিলা॥ * ॥ তথাহি দশম স্কন্ধে॥ কোবেত্তিভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতী র্ভবত স্ত্রিলোক্যাং। ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং॥ * ॥ কোন হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার। কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার॥ অথাপি শ্রীগীতায়ে শ্রীভাগবতে কয়। তাহা লিখি যেনিমিত্ত অবতার হয়॥ * ॥ তথাহি শ্রীগীতায়াং॥ যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥ তত্রৈব॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে॥ * ॥ ধর্ম্ম পরাভব হয় যেখনে যেখনে। অধর্ম্মের প্রবলতা বাড়ে দিনেং॥ সাধুজন রক্ষা দুষ্ট বিনাশ কারণে। ব্রহ্মাদি প্রভুর পায় করে নিবেদনে॥ তবে প্রভু যুগ ধর্ম্ম স্থাপন করিতে। সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে॥ কলিযুগে ধর্ম্ম হরি নাম সংকীর্ত্তন। তদর্থেই অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন। এই কহে ভাগবতে সর্ব্বতত্ত্ব সার। কীর্ত্তন নিমিত্তে গৌরচন্দ্র অবতার॥ তথাহি একাদশস্কন্ধে॥ ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরং। নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথাশৃণু॥ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈ র্যজন্তিহি সুমেধসঃ॥ *

কলিযুগে সর্ব্বধর্ম্ম হরিসংকীর্ত্তন। সব প্রকাশিলেন চৈতন্য নারায়ণ॥ কলিযুগে সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম পালিবারে। অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্বপরি করে॥ প্রভুর আজ্ঞায়

আগে সর্ব্বপরি করে। জন্ম লভিলেন সবে মানুষ ভিতরে॥ কি অনন্ত কি শিব বিরিঞ্চি ঋষিগণ। যত অবতারের পার্ষদ আপ্তগণ॥ ভাগবত রূপে জন্ম হইল সভার। কৃষ্ণ সে জানেন যাঁর অংশে জন্ম যার॥ কার জন্ম নবদ্বীপে কেহো চাটিগ্রামে। কেহো রাঢ়ে উড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে॥ নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ। নবদ্বীপে আসি হৈল সভার মিলন॥ নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার। অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার॥ নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই। যথা অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে। কোনো মহাপ্রিয় বসে জন্ম অন্যস্থানে॥ শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত। শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত॥ ভবরোগ বৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার। শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার॥ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান। শ্রীচৈতন্য বল্লভদত্ত শ্রীবাসুদেব নাম॥ চাটিগ্রামে হইলা ইহা সভার প্রকাশ। বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥ রাঢ়দেশে এক ঢাকা নামে আছে গ্রাম। তহিঁ অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান॥ হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ। মূলে সর্ব্বপিতা তানে করি পিতাব্যাজ॥ কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব ধাম। রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম॥ মহাজয় জয়ধ্বনি পুষ্প বরিষণ। সঙ্গোপে দেবতাগণ কৈলেন তখন॥ সেই দিন হৈতে রাঢ় মণ্ডল সকল। পুনঃপুনঃ বাড়িতে লাগিলা সুমঙ্গল॥ তিরোতে পরমানন্দ পুরীর প্রকাশ। নীলাচলে যার সঙ্গে একত্র বিলাস॥ গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে। বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন শোচ্য দেশেতে॥ আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে। সঙ্গের পার্ষদ কেনে জন্মায়েন দূরে॥ যেযে দেশে গঙ্গা হরি নাম বিবর্জ্জিত। যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত॥ সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া। সঙ্গের পার্ষদ জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া॥ সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য অবতার। আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন স্বীকার॥ শোচ্যদেশে শোচ্যকুলে আপনা সমান। জন্মাইয়া বৈষ্ণব সভারে করে ত্রাণ॥ যে কুলে যে দেশেতে বৈষ্ণব অবতার। তাহার প্রতাপে লক্ষ যোজন নিস্তার॥ যে স্থানে বৈষ্ণব জন করেন বিজয়। সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়॥ অতএব সর্ব্বদেশে নিজভক্তগণ। অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য নারায়ণ॥ নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ। নবদ্বীপে আসি সভে হইলা মিলন॥ নবদ্বীপে হইবপ্রভুর অবতার। অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার॥ নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই। যাহে অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥ অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা। সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥ নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে। এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥ ত্রিবিধ বৈষয়ে একো জাতি লক্ষ২। সরস্বতী প্রসাদে সভাই মহাদক্ষ॥ সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে। বালকেও

ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥ নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়। নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায়। অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়। লক্ষকোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥ রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে। ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥ কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার। প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে। দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজন। পাতুলী করয়ে কেহো দিয়া বহুধন॥ ধন নষ্টকরে পুত্র কন্যার বিবায়। এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥ যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব। তারাও না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥ শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এইমাত্র করে। শোতার সহিতে যম পাশে ডুবিমরে। নাবাখানে যুগ ধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন। দোষ বহি গুণ কেহো নাকরে কথন॥ যেবাসব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী। তাস ভার মুখেও নাহিক হরি ধ্বনি॥ অতিবড় সুকৃতি যে স্নানের সময়। গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥ গীতা ভাগবতে যে যে জনে বা পড়ায়। ভক্তির ব্যখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥ এইমত বিষ্ণুমায়ায় মোহিত সংসার। দেখি ভক্তসব দুঃখ ভাবেন অপার॥ কেমতে এসব জীব পাইবে উদ্ধার। বিষম বিষয় সুখে মজিল সংসার॥ বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম। নিরবধি বিদ্যাকুল করণ ব্যাখ্যান॥ স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ। কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান কৃষ্ণের কথন॥ সভে মিলি জগতেরে করে আশীর্ব্বাদ। শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র করু সভারে প্রসাদ॥ সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। অদ্বৈত আচার্য্য নাম সর্ব্বলোক ধন্য॥ জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর। কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর॥ ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার। সর্ব্বত্র বাখানে কৃষ্ণপদ ভক্তিসার॥ তুলসীমুঞ্জরীর সহিত গঙ্গাজলে। নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহাকুতুহলে॥ হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে। সেধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥ যেপ্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া কৃষ্ণনাথ। ভক্তিবশে আপনেসে হইলা সাক্ষাৎ॥ অতএব অদ্বৈতবৈষ্ণব অগ্রগণ্য। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যার ভক্তিযোগ ধন্য॥ এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়। ভক্তিযোগ শূন্য লোক দেখি দুঃখপায়॥ সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে। কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণ ভক্তি কারে নাহি বাসে॥ বাসুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে। মদ্যমাংস দিয়া কেহো যক্ষপূজা করে॥ নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কুতুহলে। না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে॥ কৃষ্ণে শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ। বিশেষে অদ্বৈত বড় পায় মনে দুঃখ॥ স্বভাবে অদ্বৈত বড় করুণা হৃদয়। জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥ মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার। তবে হয় এসকল জীবের উদ্ধার॥ তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞি। বৈকুণ্ঠ বল্লভ যদি দেখাঙ এথাই॥ আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাত করিয়া। নাচিব গাইব সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া॥

নিরবধি এইমত কষ্প করিয়া। সেবেন শ্রীকৃষ্ণপদ একচিত্ত হঞা॥ অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার। সেই প্রভু কহিয়া আছেন বারবার॥ সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস। যাহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য বিলাস॥ সর্ব্ব কাল চারি ভাই গায়ে কৃষ্ণনাম। ত্রিকালে করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান॥ নিগূঢ়ে অনেক আরো বসে নদীয়ায়। পূর্ব্বে সভে জন্মিলেন ঈশ্বর আজ্ঞায়॥ শ্রীচন্দ্রশেখর জগদীশ গোপীনাথ। শ্রীমান শ্রীগরুড় শ্রীমুরারি গঙ্গাদাস॥ একত্র বলিতে হয় পুস্তক অপার। কথার প্রস্তাবে নাম জানিবা সভার॥ সভেই স্বধর্ম্ম পর সভেই উদার। কৃষ্ণভক্তি বহি কেহো না জানয়ে আর। সভে করে সভারে বান্ধব ব্যবহার। কেহ না জানেন সব নিজ অবতার॥ বিষ্ণুভক্তি শূন্য হৈল সকল সংসার। অন্তরে দ হয়ে বড় চিত্ত সভাকার॥ কৃষ্ণ কথা শুনিবেক নাহি কোন জন। আপনা আপনি সব করেন কীর্ত্তন॥ দুই চারি দণ্ড থাকি অদ্বৈত সভায়। কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে সভার দুঃখ যায়। দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ। আলপের স্থানে নাহি করেন ক্রন্দন॥ সকল বৈষ্ণব মেলি আপনে অদ্বৈতে। পাপী মাত্রে কেহোকারে নারে বুঝাইতে॥ দুঃখ ভাবি অদ্বৈত করেন উপবাস। সকল বৈষ্ণবগণ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥ কেনবা কৃষ্ণের নৃত্য কেনবা ক্রন্দন। কারেবা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্ত্তন॥ কিছু নাহি জানে লোক ধন পুত্র রসে। সকল পাষণ্ড মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥ চারি ভাই শ্রীবাস মেলিয়া নিজ ঘরে। নিশায়ে শ্রীহরি নাম গায় উচ্চস্বরে॥ শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ। এ ব্রাহ্মণে করিবেক গ্রামের উচ্ছাদ॥ মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার। এআখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥ কেহো বোলে এবাহ্মণ এগ্রাম হইতে। ঘরভাঙ্গি ঘুচাইয়া পেলাইমু সোতে॥ অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল। এব্রাহ্মণ ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল॥ এই মতে বোলে পাপ পাষণ্ডীরগণ। শুনি কৃষ্ণ বলি কান্দে ভাগবতগণ॥ শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নিহেন জ্বলে। দিগম্বর হই সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে বোলে॥ শুনি শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর। করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন গোচর॥ সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আসিয়া। বুঝাইব প্রেমভক্তি তোমা সভা লঞা॥ যবে নাহি পাব তবে এই দেহহৈতে। প্রকাশিয়া চারিভুজ চক্র লইমু হাতে॥ পাষণ্ডী কাটিয়া করিমু কন্ধ নাশ। তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর মুঞিঃ তাঁর দাস॥ এই মত অদ্বৈত বলেন অনুক্ষণ। সঙ্কল্প করিয়া পূজে শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥ ভক্ত সব নিরবধি একচিত্ত হৈয়া। পূজেন শ্রীকৃষ্ণ পদ ক্রন্দন করিয়া॥ সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমেণ ভাগবতগণ। কোথাও না শুনি ভক্তি যোগের লক্ষণ॥ কেহো দুঃখে চাহে নিজ শরীর ছাড়িতে। কেহো কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে॥ অন্ন ভালমতে কার না রুচয় মুখে। জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে॥ ছাড়িলেন ভক্তগণ সর্ব্ব উপভোগ। অবতরিবারে কৃষ্ণ করিলা উদ্যোগ॥ ঈশ্বর আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত ধাম।

রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম॥ মাঘমাসে শুক্লাত্রয়োদশী শুভদিনে। পদ্মাবতী গর্ব্ভে এক ঢাকা নামে গ্রামে॥ হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ। মূলে সর্ব্ব পিতা তাঁরে করি পিতা ব্যাজ॥ কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা ত্রাণ বলরাম। অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম॥ মহা জয়জয় ধ্বনি পুষ্পবরিষণ। সঙ্গোপে দেবতাগণ করিলা তখন॥ সেই দিন হইতে রাঢ়মণ্ডল সকল। পুনঃপুন বাড়িতে লাগিলা সুমঙ্গল॥ যে প্রভু পতিতজন নিস্তার করিতে। অবধূত বেশ ধরি ভ্রমিলা জগতে॥ অনন্তের প্রকাশ হইল হেন মতে। এবে শুন কৃষ্ণ অবতরিলা যেমতে॥ নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর। বসুদেব প্রায় তেঁহো স্বধর্ম্মে তৎপর॥ উদার চরিত্র সেই ব্রাহ্মণের সীমা। হেন নাহি যাহাদিয়া করিব উপমা॥ কিকস্যপ দশরথ কিবা বসুনন্দ সর্ব্বময় তত্ত্ব জগন্নাথ মিশ্রচন্দ্র॥ তাঁরপত্নী সচীনাম মহাপতিব্রতা। মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তা সেই জগন্মাতা॥ বহুকন্যা পুত্রের হইল তিরভাব। সবে একপুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ॥ বিশ্বরূপ মূর্ত্তি যেন সাক্ষাৎ মদন। দেখি হরষিত হয় ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ॥ জন্ম হৈতে বিশ্বরূপ হৈলা বিরক্তি। অল্পেতেই সকল শাস্ত্রেতে হৈল স্মৃতি॥ বিষ্ণুধর্ম্ম শূন্য হৈল সকল সংসার। প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥ ধর্ম্ম তিরোভাব হৈলে প্রভু অবতরে। ভক্তসব দুঃখপায় জানিলা অন্তরে॥ তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান। শচী জগন্নাথ দেহে হৈলা অধিষ্ঠান॥ জয় জয়ধ্বনি হৈল অনন্ত বদনে। স্বপ্ন প্রায় জগন্নাথ মিশ্র শচী শুনে॥ মহাতেজ মূর্ত্তি হইলেন দুই জন। তথাপিও লিখিতে না পারে অন্যজন॥ অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া। ব্রহ্মা শিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া॥ অতি মহা বেদগোপ্য এসকল কথা। ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা॥ ভক্তি করি ব্রহ্মাদি দেবের শুন স্তুতি। যে গোপ্য শ্রবণে হয় কৃষ্ণে রতি মতি॥ জয়২ মহাপ্রভু জনক সভার। জয়২ সংকীর্ত্তন হেতু অবতার॥ জয়২ বেদধর্ম্ম সাধু বিপ্রপাল। জয়২ অভক্ত বিনাশ মহাকাল॥ জয়২ সর্ব্ব সত্যময় কলেবর। জয়২ ইচ্ছাময় মহা মহেশ্বর॥ যে তুমি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাস। সে তুমি শ্রীশচীগর্ব্ভে করিলা প্রকাশ॥ তোমার ইচ্ছা বুঝিবে কেবা তার পাত্র। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় তোমার লীলামাত্র॥ সকল সংসার যার ইচ্ছায়ে সংহরে। সে কি কংস রাবণ বধিতে বাক্যে নারে॥ তথাপিও দশরথ বসুদেব ঘরে। অবতীর্ণ হইয়া বধহ তা সভারে॥ এতেকে বলিতে পারে তোমার করণ। আপনে সে জান তুমি আপনারি মন॥ তোমার আজ্ঞায় এক সেবক তোমার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার॥ তথাপিও তুমি সে আপনে অবতরি। সর্ব্ব ধর্ম্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি॥ সত্যযুগে তুমি প্রভু শুক্লবর্ণ ধরি। তপ ধর্ম্ম বুঝহ আপনে ধর্ম্ম করি॥ কৃষ্ণাজিন দণ্ড কমুণ্ডলজটাধারী। ধর্ম্মস্থাপ ব্রহ্মচারী রূপে অবতরি॥ ত্রেতাযুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ। হই যজ্ঞ পুরুষ বুঝাও যজ্ঞধর্ম্ম॥ শ্রু

ক শ্রুপ হস্তে যজ্ঞে আপনে করিয়া। সভারে লয়াও যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া॥ দিব্য মেঘ শ্যাম বর্ণ হইয়া দ্বাপরে। পূজা ধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে॥ পীতবাস শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি। পূজা কর মহারাজ রূপে অবতারি॥ কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ। বুঝাইবে বেদগোপ্য সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম॥ কতেকবা তোমার কর্ম্ম অনন্ত প্রকার। কার শক্তি আছে তাহা সংখ্যা করিবার॥ মৎস্য রূপে তুমি জল প্রলয় বিহার। কূর্ম্ম রূপে তুমি সর্ব্ব জীবের আধার॥ হয়গ্রীব রূপে কর বেদের উদ্ধার। আদি দৈত্য দুই মধুকৈটভ সংহার॥ শ্রীবরাহ রূপে কর পৃথিবী উদ্ধার। নরসিংহে রূপে কর হিরণ্য বিদার॥ বলি ছল অপূর্ব্ব বামন রূপ হই। পরশুরাম রূপে কর নিঃক্ষত্রিয় মহী॥ রামচন্দ্র রূপে কর রাবণ সংহার। হলধর রূপে কর অনন্ত বিহার॥ বৌদ্ধ রূপে দয়া ধর্ম্ম করহ প্রকাশ। কল্কি রূপে কর ম্লেচ্ছ গণের বিনাশ॥ ধন্বন্তরি রূপে কর অমৃত প্রদান। হংস রূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্ব জ্ঞান॥ শ্রীনারদ রূপে বীণা ধরি কর গান। ব্যাস রূপে কর নিজ তত্ত্বের ব্যাখ্যান সর্ব্ব লীলা লাবন্য বৈদগ্ধী করি সঙ্গে। কৃষ্ণরূপে গোকুলে বিহর তুমি রঙ্গে॥ এই অবতারে ভাগবত রূপ ধরি। কীর্ত্তন করিবা সর্ব্ব শক্তি পরচারি॥ হরি সংকীর্ত্তনে পূর্ণ হৈব সংসার। ঘরে২ হৈব প্রেম ভক্তির প্রচার॥ কি হইব পৃথিবীর আনন্দ প্রকাশ। তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়া সর্ব্বদাস॥ যে তোমার পাদপদ্ম ধ্যানে নৃত্য করে। তাসভার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে॥ পদতলে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল। দৃষ্টি মাত্রে দশদিগ হয় সুনির্ম্মল॥ বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ননাশ। হেন যশ হেন নৃত্য হেন তাঁর দাস॥ তথাহি পদ্মপুরাণে॥ পদ্ভ্যাং ভূমের্দ্দিশো দৃগ্ভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলংদিবঃ। বহুধোৎসার্য্যতেরাজন্ কৃষ্ণ ভক্তস্য নৃত্যতঃ॥ সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাত হইয়া। করিবা কীর্ত্তন প্রেমভক্ত গোষ্ঠীলঞা। এমহিমা প্রভুর বলিবে কার শক্তি। তুমি বোলাইবে বেদগোপ্য বিষ্ণু ভক্তি॥ মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি। আমি সব যে নিমিত্তে অভিলাষ করি॥ জগতের প্রভু দিবা তুমি হেন ধন। তোমার কৃপায় মাত্র পাবে যে সে জন॥ যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্ব যজ্ঞপূর্ণ। সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ॥ এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয়। যেন আমাসভার দেখিতে ভাগ্য হয়। এতদিনে গঙ্গার পূরিল মনোরথ। তুমি ক্রীড়া করিবা যে চির অভিমত॥ যে তোমারে যোগেশ্বর সব দেখে ধ্যানে। সে তুমি বিদিত হৈলা নবদ্বীপ গ্রামে॥ নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার। শচী জগন্নাথ গৃহে যথা অবতার॥ এই মত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে। গুপ্তেরহি ঈশ্বরের করেন স্তবনে॥ শচীগর্ভে বৈসে সর্ব্ব ভুবনের বাস। ফাল্গুণ পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল। সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল॥ সংকীর্ত্তন সহিতে প্রভুর অব

তার। গ্রহণের ছলে তাহা করিলা প্রচার ॥ ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কায়। চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায় ॥ সর্ব্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ। উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরি কীর্ত্তন ॥ অনন্ত অর্ব্বুদলোক গঙ্গাস্নানে যায়। হরিবোল হরি বোল বলি সভে ধায় ॥ হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব্বনদীয়ায়। ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায় ॥ অপূর্ব্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ। সভে বলে নিরন্তর হউক গ্রহণ। সভেবলে আজিবড় বাসি যে উল্লাস। হেন বুঝি কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ। গঙ্গাস্নানে চলিলা সকল ভক্তগণ। নিরবধি চতুর্দ্দিগে হরিসংকীর্ত্তন ॥ কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জ্জন। সভে হরি২ বোলে দেখিয়া গ্রহণ ॥ হরিবোল২ এই সবে শুনি। সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিলেক হরিধনি ॥ চতুর্দ্দিগে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ। জয় শব্দ দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ ॥ হেনই সময়ে সর্ব্ব জগত জীবন। অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ধানশ্রীঃ ॥ রাহুকরলইন্দু, প্রকাশ নামসিন্ধু, কলি মর্দ্দন বাহ্মেবানা। পহুঁভেল পরকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ, জয়জয় পড়িল ঘোষণা ॥ হোমাই দেখত গৌরচন্দ্র। নদীয়ার লোক, শোক সব নাশন, দিনে২ বাঢয়ে আনন্দ। ধ্রু ॥ দুন্দুভি বাজে, শতশঙ্খ বাজে, বাজে বেণু বিশান। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, মোর প্রভুর সানন্দ, বৃন্দাবন দাস রসগান ॥ * ॥ জিনয়া রবিকর, শ্রীঅঙ্গ সুন্দর, নয়নে হেরই না পারি। আরত লোচন, ঈষত বঙ্কিম, উপমা নাহিক বিচারি ॥ আজু বিজয়ে গৌরাঙ্গ, অবনি মণ্ডলে, চৌদিগে শুনিয়ে উল্লাস। এক হরিধ্বনি, আব্রহ্ম ভরি শুনি, গৌরাঙ্গচাঁদের পরকাশ ॥ চন্দনে উজ্জ্বল শ্রীবক্ষ পরিসর, দোলনি তৈচ্ছেবনমাল। চাদসুশীতল, শ্রীমুখমণ্ডল, আজানু বাহু বিশাল ॥ দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্যধন্য, জয় জয় উঠয়ে নাদ। কোই নাচত, কোই গায়ত, কলি হইলা হরিষ বিষাদ ॥ চারিবেদ শির, মুকুট চৈতন্য, পরম মূঢ় নাহি জানে। শ্রীচৈতন্য নিতাই ঠাকুর বৃন্দাবন, দাস রসগানে ॥ * ॥ পঠমঞ্জরী রাগঃ ॥ প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র। দিনে২ বাড়য়ে আনন্দ ॥ রূপকোটি মদন জিনিয়া। হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া ॥ অতি সুমধুর মুখ আঁখি। মহারাজ চিহ্ন সব দেখি ॥ শ্রীচরণে ধ্বজবজ্র শোভে। সব মহারাজ চিহ্ন সব দেখি ॥ শ্রীচরণে ধ্বজবজ্র শোভে। সব অঙ্গে জগমন লোভে ॥ দূরগেল সকল আপদ। ব্যক্ত হৈলা সভার সম্পদ ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান। বৃন্দাবন দাস রসগান ॥ * ॥ মঙ্গল নটরাগঃ ॥ চৈতন্য অবতার শুনিয়া দেবগণ সকল উঠিল মঙ্গলরে। সকল তাপহর শ্রীমুখচন্দ্র দেখি আনন্দে হইলা বিহ্বলরে ॥ অনন্ত ব্রহ্মা শিব আদিকরি যতদেব সভেই নর রূপ ধরিরে। গায়েন হরি হরি গ্রহণ ছলকরি লখিতে কেহ নাহি পারিরে ॥ দশ দিগে ধায় লোক নদীয়ায় বলিয়া উচ্চ হরি হরিরে। মানুষ দেবেমেলি একুঠাঞি করেকেলি আনন্দে নবদ্বীপ পুরীরে ॥ শচীর অঙ্গনে সকল দেবগণে প্রণাম হইয়া

পড়িলারে। গ্রহণঅন্ধকারে লখিতে কেহনারে দুর্জ্জেয়চৈতন্য খেলারে॥ কেহপড়ে স্তুতি কারহাতে ছাতি কেহো চামর ঢুলায়রে। পরমহরিষে কেহ পুষ্পবরিষে কেহ আনন্দে নাচে গায়রে॥ সকল ভক্ত সঙ্গে করি আইলা গৌরহরি পাষণ্ডী কিছুই না জানেরে। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মোরাপ্রভু আনন্দকন্দ বৃন্দাবন দাস রস গানেরে মঙ্গলরাগ। দুন্দুভি ডিণ্ডিমী মহরি জয়ধ্বনি গায় মধুর বিশালরে। বেদের অ গোচর আজুভেটব বিলম্বে নাহি আর কাজরে। আনন্দে ইন্দ্রপুর মঙ্গল কো লাহল সাজসাজ বলি সাজরে। বহুপুণ্য ভাগ্যে চৈতন্য প্রকাশ পায়ন নবদ্বীপ মা ঝারে॥ অন্যোন্যে আলিঙ্গন চুম্বন ঘনেঘন লাজ কেহ নাহি মানরে। নদীয়ার পু রন্দর জনম উল্লাসে ভর আপনপর নাহি জানেরে॥ ঐ ছল কৌতুকে আইলা নব দ্বীপে চৌদিগে শুনি হরি নামরে। পাইবা সেবারস বিহ্বল পরকাশ চৈতন্য জয় জয় গানরে॥ দেখিয়া শচীগৃহ গৌরাঙ্গ সুন্দরে একত্রয়েছে কোটি চান্দরে। মা নুষ রূপধরি গ্রহণ ছল করি বোলয়ে উচ্চ হরিনামরে: সকল শক্তি সঙ্গে আইলা গৌরাঙ্গচন্দ্র পাষণ্ডী কিছুই নাজানেরে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু ভাল বৃ ন্দাবন দাস রসগানরে॥ ইতি শ্রীআদিখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র জন্মবর্ণনং দ্বতীয়োহ ধ্যায়ঃ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥ হেনমতে প্রভু হইলেন অবতার। আগে হরিসংকীর্ত্তন ক রিয়া প্রচার॥ চতুর্দ্দিগে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া। গঙ্গাস্নানে হরিবলি যায়েন ধাইয়া॥ যার মুখে এজন্মেও নাহি হরিনাম। সেহো হরি বলি ধায় করি গঙ্গাস্না ন॥ দশদিগ পূর্ণ হৈল উঠি হরিধ্বনি। অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণি॥ শচী জগন্নাথ দেখি পুত্রের শ্রীমুখ। দুইজন হইলেন আনন্দ স্বরূপ॥ কি বুদ্ধি করিব ইহা কিছুই নাস্ফুরে। আস্তেব্যস্তে নারীগণ জয়কার পুরে॥ ধাইয়া আইলা সব যত আপ্তগণ। আনন্দ হইলা জগন্নাথের ভবন॥ শচীর জনক চক্রবর্ত্তী নীল ম্বর। প্রতিলগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর॥ মহারাজ লক্ষণ সকল লগ্নে কয়। রূপ দেখি চক্রবর্ত্তী হইলা বিস্ময়॥ বিপ্ররাজা হইবেক গৌড়ে হেন আছে। বিপ্রবলে সেই রাজা জানিবতা পাছে॥ মহা জ্যোতিষ বিপ্রবর সভার অগ্রেতে। লগ্ন অনু রূপ কর্ম্ম লাগিলা কহিতে॥ লগ্নে যত দেখি এই বালক মহিমা। রাজা হেন বাক্য তার দিতে নারি সীমা॥ বৃহস্পতি জিনিয়া হইব বিদ্যাবান। অল্পে হইবেন সর্ব্ব শাস্ত্রের বিধান॥ সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন। প্রভুর ভবিষ্য কর্ম্ম করয়ে কথন॥ বিপ্র বলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ। ইহাহৈতে সর্ব্বধর্ম্ম হইব স্থাপন॥ ইহাহৈতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার। এশিশু করিব সব জগত উদ্ধার॥ ব্রহ্মা শিব শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ। ইহাহৈতে তাহা পাইবেক সর্ব্বজন॥ সর্ব্বভূত দয়ালু নির্ব্বেদ দরশনে। সর্ব্ব জগতের প্রীতি হইব ইহানে॥ অন্যের কিদায় বিষ্ণুদ্রো হি যে যবন। তাহারাও এশিশুর ভজিব চরণ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কীর্ত্তি গাইব ইহান।

আদি বৃদ্ধ এশিশুরে করিব প্রণাম॥ ভাগবত ধর্ম্মময় ইহান শরীর। দেব দ্বিজ গুরু পিতৃ মাতৃ ভক্তিধীর॥ বিষ্ণু যেন অবতরি লওয়ায়েন ধর্ম্ম। সেই মত এশিশু করিব সর্ব্ব কর্ম্ম॥ লগ্নে যত কহে শুভ মঙ্গল ইহান। কার শক্তি আছে তাহা করিতে ব্যাখ্যান॥ ধন্য তুমি মিশ্র পুরন্দর ভাগ্যবান। এনন্দন যার তারে বহুত প্রণাম॥ হেন কোষ্ঠী গণিয়াও আমি ভাগ্যবান। শ্রীবিশ্বম্ভর নাম হইব ইহান॥ ইহারে বলিব লোক নবদ্বীপ চন্দ্র। এবালক জানিহ কেবল পরানন্দ॥ হেনরসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ। অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস॥ শুনি জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের আখ্যান। আনন্দেবিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান। কিছু নাহি সুদরিদ্র তথাপি আনন্দে। বিপ্রের চরণ ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে। সেহ বিপ্র কান্দে জগন্নাথ পায়ে ধরি। আনন্দে সকল গণ বলে হরিহরি॥ দিব্যকোষ্ঠী শুনিয়াত বান্ধব সকল॥ জয়জয় দিয়া তবে করেন মঙ্গল॥ ততক্ষণে আইল সকল বাদ্যকার॥ মৃদঙ্গ সানাঞি বংশী বাজায় অপার॥ দেবস্ত্রী নরস্ত্রী যে নাপারি চিনিতে। দেব নরে একত্র হইলা ভালমতে॥ দেবমাতা সব হাতে ধান্য দূর্ব্বালঞা। হাসি দেন প্রভুশিরে চিরায়ু বলিয়া॥ চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ। অতএব চিরায়ু বলিয়া হৈল হাস॥ অপূর্ব্ব সুন্দরী সব শচীদেবী দেখে। বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে কার না আইসে মুখে॥ শচীর চরণধূলী লয়ে দেবীগণ। আনন্দে শচীরমুখে না আইসে বচন॥ কিবা সে আনন্দ হৈল জগন্নাথ ঘরে। বেদে অনন্তে তাহা বর্ণিতে না পারে॥ লোকে দেখে শচীগৃহে সর্ব্ব নদীয়ায়। যেআনন্দ হৈল তাহা কহনে না যায়॥ নগর চত্বর আর কিবা গঙ্গাতীরে॥ নিরবধি সর্ব্বলোক হরিধ্বনি করে॥ জন্মযাত্রা মহোৎসব নিশায়ে গ্রহণে। আনন্দ করেন কেহ মর্ম্ম নাহি জানে॥ চৈতন্যের জন্ম যাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণীমা। ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধনা॥ পরম পবিত্র তিথি ভক্তি স্বরূপিণী। যহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥ নিত্যানন্দ জন্ম মাঘ শুক্ল ত্রয়োদশী॥ গৌরচন্দ্র অবতার ফাল্গুণ পৌর্ণমাসী॥ সর্ব্ব যাত্রা মঙ্গল এদুই পুণ্যতিথি। সর্ব্ব শুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥ এতেকে এদুই তিথি করিলে সেবন। কৃষ্ণ ভক্তি হয় খণ্ডে অবিদ্যা বন্ধন॥ ঈশ্বরের জন্মতিথি যেহেন পবিত্র। সেইমত বৈষ্ণবের তিথির চরিত্র॥ গৌরচন্দ্র আবির্ভাব শুনে যেইজনে। কভু দুঃখ না হয় তার জন্মে বা মরণে॥ শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি ফল ধরে। জন্মেং চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে॥ আদিখণ্ড কথা বড় শুনিতে সুন্দর। যহি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর॥ এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ। আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥ চৈতন্যের কথা আদি অন্ত নাহি দেখি। তাহার কৃপায় যে বোলায় তাহা লিখি॥ ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্র পদে নমস্কার। ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দপহুঁজান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে

গান॥ ইতি শ্রীআদিখণ্ডে শ্রীগৌরচন্দ্রস্য কোষ্ঠীগণনং তৃতীয়োঽধ্যায়॥ * ॥ জয়২ কমল নয়ন গৌরচন্দ্র। জয়২ তোমার প্রেমের ভক্ত বৃন্দ॥ হেন কৃপাদৃষ্টি প্রভু কর অমায়ায়। অহর্নিশ চিত্ত যেন বলয়ে তোমায়॥ হেনমতে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র। শচীগৃহে দিনে দিনে বাড়য়ে আনন্দ॥ পুত্রের শ্রীমুখ দেখি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ। আনন্দসাগরে দোঁহে ভাষে অনুক্ষণ॥ ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান। হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম॥ যত আপ্ত বর্গ আছে সর্ব্ব পরি করে। অহর্নিশ থাকি সভে বালক আবরে॥ বিষ্ণু রক্ষা পড়ে কেহো দেবী রক্ষা পড়ে। মন্ত্র পড়ি ঘর কেহো চারিদিগে বেড়ে॥ তাবত কান্দেন প্রভু কমল লোচন। হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ॥ পরম সঙ্কেত এই সভে বুঝিলেন। কান্দিলেই হরিনাম সভেই লয়েন॥ সর্ব্বলোকে আবরিয়া থাকে সর্ব্বক্ষণ। কৌতুক করয়ে যে রসিক দেবগণ॥ কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সান্ধায়। ছায়া দেখি সভে বলে এই চোর জায়॥ নৃসিংহ নৃসিংহ কেহো২ করে ধ্বনি। অপরাজিতার স্তোত্র কার মুখে শুনি॥ নানামন্ত্রে দশদিগ কেহ বন্ধ করে। উঠিল পরম কোলাহল শচীঘরে॥ প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব যায়। সভে বলে এইমতে আসিয়া পলায়॥ কেহ বলে ধর২ এই চোর যায়। নৃসিংহ২ কেহো ডাকয়ে সদায়॥ কোন ওঝা বলে আজি এড়াইলি ভাল। নাহি জানিশ নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল॥ সেই খানে থাকি দেব হাসে অলক্ষিতে। পরিপূর্ণ হইলা মাসেক হেনমতে॥ বালক উত্থান পর্ব্বে যত নারীগণ। শচীসঙ্গে গঙ্গাস্নানে করিলা গমন॥ বাদ্যগীত কোলাহলে করি গঙ্গাস্নান। আগে গঙ্গা পূজি তবে গেলা ষষ্ঠীর স্থান॥ যথাবিধি পূজিল সব দেবের চরণ। আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ॥ খই কলা তৈল সিন্দূর গুয়াপান। সভারে দিলেন আনি করিয়া সম্মান॥ বালকেরে আশীসিয়া সর্ব্বনারীগণ। চলিলেন গৃহে বন্দি আইর চরণ॥ হেনমতে বৈসে প্রভু আপন লীলায়। কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥ করাইতে চাহে প্রভু আপন কীর্ত্তন। এতদর্থে করে প্রভু শয়নে রোদন॥ যতো২ প্রবোধ করয়ে নারীগণ। প্রভু পুনঃপুন করি করয়ে রোদন॥ হরি২ বলে যদি ডাকে সর্ব্বজনে। তবে প্রভু হাসি চায় শ্রীচন্দ্রবদনে॥ জানিয়া প্রভুর চিত্ত সর্ব্বগণ মেলি। সদাই বলেন হরি দিয়া করতালী॥ আনন্দে করয়ে সভে হরিসংকীর্ত্তন। হরিনামে পূর্ণ হৈল শচীর ভবন॥ এই মতে প্রভু বৈসে জগন্নাথ ঘরে। গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে॥ যে সময়ে কেহো জন না থাকয়ে ঘরে। যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিথারে॥ বিথারিয়া সকল ফেলায় চারি ভিতে। সর্ব্বঘর ভরে তৈল দুগ্ধ ঘোল ঘৃতে॥ জননী আইসে হেন জানিয়া আপনে। শয়নে আছেন প্রভু করেন রোদনে॥ হরি২ বলিয়া শান্ত্বনা করে মায়। ঘরে দেখে সর্ব্বদ্রব্য গড়াগড়ি যায়॥ কে

কেলিল সর্ব্বগৃহে ধান্য চালু মুদ্গ। ভাণ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গাদধি দুগ্ধ॥ সবে চারিমাসের বালক আছে ঘরে। কেফেলিল হেন কেহ লখিতে না পারে॥ সর্ব্ব পরিজন আসি মিলিল তথায়। মনুষ্যের চিহ্নমাত্র কেহো নাহি পায়॥ কেহো বলে দানব আসিয়াছিল ঘরে। রক্ষা লাগি শিশুরে নারিল লংঘিবারে। শিশু লংঘিবারে না পাঞা ক্রোধ মনে। অপচয় করি পলাইল কোন খানে॥ মিশ্র জগন্নাথ দেখি চিত্তে বড় ধন্দ। দৈবে অপচয় দেখি না বলিল মন্দ॥ দৈবে অ পচয় দেখি দুই জনে চাহে। বালক দেখিয়া কোন দুঃখ নাহি রহে॥ এইমত প্রতিদিন করেন কৌতুক। নামকরণের কাল হইল সমুখ॥ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আদি বিদ্যাবান॥ সর্ব্ব বন্ধুগণের হইল উপস্থান। মিলিলা বিস্তর আসি পতিব্রতা গণ। লক্ষ্মীপ্রায় দীপ্তসভে সিন্দূরে ভূষণ॥ নাম থুইবার সভে করেন বিচার। স্ত্রী গণ বোলয়ে এক অন্যেবোলে আর॥ ইহার অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাঞি। শে যে যে জন্ময়ে তারনাম সে নিমাঞি॥ বোলেন বিদ্বানসব করিয়া বিচার। একনাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার॥ এশিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্বদেশেদেশে। দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥ জগত হইল সুস্থ ইহার জনমে। পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিল নারায়ণে॥ অতএব ইহার নাম শ্রীবিশ্বম্ভর। কুলদ্বিপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহার॥ নিমাঞিয়ে বলিলেন পতিব্রতাগণ। সেইনাম দ্বিতীয় ডাকিব সর্ব্বজন॥ সর্ব্ব শু ভক্ষণ নামকরণ সময়। গীতা ভাগবত বেদ ব্রাহ্মণ পড়য়॥ দেবগণ নরগণে এ কত্র মঙ্গল। হরিধ্বনি শঙ্খ ঘণ্টা বাজায় সকল॥ ধান্য পুথি কড়ি স্বর্ণ রজতাদি যত। ধরিতে আনিয়া সভে কৈলা উপনীত॥ জগন্নাথ বোলে শুন বাপ বিশ্ব ম্ভর। যাহা চিত্তে লয় তাহা ধরহ সত্বর॥ সকল ছাড়িয়া প্রভু শচীর নন্দন। ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥ পতিব্রতাগণে জয়দেয় চারিভিত। সভেই বলেন বড় হইব পণ্ডিত। সভে বলে শিশু বড় হইব বৈষ্ণব। অল্পে সকল শা স্ত্রের জানিব অনুভব॥ যেদিগে হাসিয়া প্রভু চান বিশ্বম্ভর। আনন্দে সিঞ্চিত হয় তার কলেবর॥ যে করয়ে কোলে সে এড়িতে নাহি জানে। বেদের দুর্ল্লভ কোলে করে নারীগণে॥ প্রভু যেই কান্দে সেইক্ষণে নারীগণ। হাথে তালিদিয়া করে হরি সংকীর্ত্তন॥ শুনিয়া নাচেন প্রভু কোলের উপরে। বিশেষ সকল নারী হরিধ্বনি করে॥ নিরবধি সভার বদনে হরিনাম। ছলে বোলায়েন প্রভু হেন ইচ্ছা তান। তান ইচ্ছাবিনু কোন কর্ম্ম সিদ্ধ নহে। বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কহে॥ এইমতে করাইয়া নিজ সংকীর্ত্তন। দিনে২ বাড়ে প্রভু শ্রীশচী নন্দন॥ জানু গতি চলে প্রভু পরম সুন্দর। কটিতে কিঙ্কিনী বাজে অতি মনো হর॥ পরম নির্ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গনে বিহরে। কি বা অগ্নি সর্প যাহা দেখে তাহা ধরে॥ এক দিন এক সর্প বাড়িতে বেড়ায়। ধরিলেন সর্প প্রভু বালক লীলায়॥

কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিলা বেড়িয়া। ঠাকুর থাকিলা সর্পউপরে সুতিয়া॥ অস্তেব্যস্তে সভে দেখি হায় হায় করে। সুতিয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে॥ গরুড়ং করি ডাকে সর্ব্বজন। পিতা মাতঃ আদি ভয়ে কান্দে সর্ব্বজন॥ চলিলা অনন্ত শুনি সভার ক্রন্দন। পুনঃ ধরিবারে যান শ্রীশচীনন্দন॥ ধরিয়া আনিয়া সভে করিলেন কোলে। চিরজিবী হও করি নারীগণ বোলে॥ কেহো রক্ষা বান্ধে কেহো পড়ে স্তুতিবাণী। কেহো বিষ্ণু পাদোদক অঙ্গে দেন আনি॥ কেহো বলে বালকের পুনঃজন্ম হৈল। কেহ বলে জাতিসর্প তেঞিনা লংঘিল॥ হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সভারে চাহিয়া। পুন বলে জাঙসভে আনিল ধরিয়া॥ ভক্তি করি এসকল বেদগোপ্য শুনে। সংসার ভুজঙ্গ তারে না করে লংঘনে॥ এই মত দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন। হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গন ভ্রমণ॥ জিনিয়া কন্দর্প কোটি সর্ব্বাঙ্গের রূপ। চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে মুখ॥ সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ। কমল নয়ন যেন গোপালের বেশ॥ আজানু লম্বিত ভুজ অরুণ অধর। সকল লক্ষণ যুক্ত বক্ষ পরিসর॥ সহজে অরুণ গৌর দেহ মনোহর। বিশেষে অঙ্গুলি কর চরণ সুন্দর॥ বালক স্বভাবে প্রভু যবে চলি যায়। রক্ত পড়ে হেন দেখি মায়ে ত্রাস পায়॥ দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত। নির্দ্ধন তথাপি দোঁহে মহা আনন্দিত॥ কানাকানি করে দোঁহে নির্জ্জনে বসিয়া। কোন মহাপুরুষ বা জন্মিল আসিয়া॥ হেন বুঝি সংসার দুঃখের হৈল অন্ত। জন্মিল আমার ঘরে হেন গুণবন্ত॥ এমত শিশুর রীত কোথাও না শুনি। নিরবধি নাচে হাসে শুনি হরিধ্বনি॥ তাবত ক্রন্দন করে প্রবোধ না মানে। বড় হরি হরিধ্বনি যাবত না শুনে॥ উষঃকাল হইতেঁ সকল নারীগণ। বালক বেড়িয়া সভে করেন কীর্ত্তন॥ হরি বলি নারীগণ দেয় করতালি। নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতূহলী॥ গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় ধূষর। হাসি উঠে জননীর কোলের উপর॥ হেন অঙ্গ ভঙ্গীকরি নাচে গৌরচন্দ্র। দেখিয়া সভার হয় অতুল আনন্দ॥ হেন মতে শিশু ভাবে হরি সংকীর্ত্তন। করায়েন প্রভু নাহি বুঝে কোন জন॥ নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘর বাহিরে। পরম চঞ্চল কেহ ধরিতে না পারে॥ একেশ্বর বাড়ির বাহিরে প্রভু যায়। খই কলা সন্দেশ যাহাদেখে তাহা চায়॥ দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম মোহন। যে জন না চিনে সেহ দেয় ততক্ষণ॥ সভেই সন্দেশ কলা দেয়েন প্রভুরে। পাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে॥ যে সকল স্ত্রীগণেতে গায় হরি নাম। তাসভারে আনি প্রভু করেন প্রদান॥ বালকের বুদ্ধি দেখি হাসে সর্ব্বজন। হাতে তালিদিয়া হরি বোলে অনুক্ষণ। কি বিহানে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রি সন্ধ্যায়। নিরবধি বাড়ির বাহিরে প্রভু যায়॥ নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে। প্রতি দিন আপনে কৌতুকে চুরি করে॥ কারো ঘরে দুগ্ধপিয়ে কারো ভাত খায়। হাঁড়ি ভাঙ্গে যায় ঘরে কিছুই না পায়॥ যার ঘরে

শিশু থাকে তাহারে কান্দায়। কেহো দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায়॥ দৈবযোগে কেহো যদি পারে ধরিবারে। তবে তার পায়ে ধরি করে পরিহারে॥ এবার ছাড়হ মোরে না আসিব আর। আর যবে চুরিকরো দোহাই তোমার॥ দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি সভাই বিস্মিত। রুষ্ট নহে কেহো সভে করেন পিরিত॥ নিজ পুত্র হইতেও সভে স্নেহকরে। দরশন মাত্রে সর্ব্বচিত্তবিত্ত হরে॥ এইমত রঙ্গকরে বৈকুণ্ঠের রায়। স্থির নহে একঠাঞি বুলয়ে সদায়॥ এক দিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে। যুক্তি করে কার শিশু বেড়ায় নগরে॥ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখে দিব্য অলঙ্কার। দুই চোরে হরিবার চিন্তে পরকার॥ বাপ২ বলি একচোরে কৈল কোলে। এতক্ষণ কোথা ছিলা আরচোর বলে॥ ঝাটঘরে আইস বাপ বলে দুই চোরে। হাসি কহে প্রভু চলচল যাই ঘরে॥ অস্তেব্যস্তে দুইচোরে কোলেকরি ধায়। লোকে বলে যার শিশু সেই লঞাযায়॥ অর্ব্বুদ২ লোক কে কাহারে চিনে। মহা তুষ্ট চোর অলঙ্কার দরশনে॥ কেহো ভাবে মনে মুঞি নিমু তাড় বালা। এই মত দুই চোরে খায় মনঃকলা॥ দুই চোর চলি যায় নিজ মর্ম্ম স্থানে। স্কন্ধের উপরে হাসি যায় নারায়ণে॥ এক চোর প্রভুর সন্দেশ দেয় করে। আর চোর বলে এই আইলাম ঘরে॥ এই মত ভাণ্ডিয়া অনেক দূর যায়। এথা যত জনসব চাহিয়া বেড়ায়॥ কেহো বোলে আইস আইস বিশ্বম্ভর। কেহো ডাকে নিমাঞি করিয়া উচ্চস্বর॥ পরম আকুল হইলেন সর্ব্বজন। জলবিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন॥ সভে সর্ব্বভাবে গেলা কৃষ্ণের শরণ। প্রভুলঞা যায় চোর আপন ভবন॥ বৈষ্ণবী মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে। জগন্নাথের ঘর আইল নিজ ঘর জ্ঞানে॥ চোর দেখে আইলাম নিজ জন্মস্থানে। অলঙ্কার হরিতে হইলা সাবধানে॥ চোর বলে নাম বাপ আইলাম ঘর। প্রভু বোলে হয় হয় নামাও সত্বর॥ যেখানে সকল গণে মিশ্র জগন্নাথ। বিষাদ ভাবেন সভে মাথে দিয়া হাত॥ মায়ামুগ্ধ চোর ঠাকুরেরে সেই স্থানে। স্কন্ধেহৈতে নামাইল নিজ ঘর জ্ঞানে॥ নাম্বিলেই মাত্র প্রভু গেলা পিতৃকোলে। মহানন্দ করি সভে হরি হরি বোলে॥ সভার হইল অনির্ব্বচনীয় রঙ্গ। প্রাণ আসি দেহের হইল যেন সঙ্গ॥ আপনার ঘর নহে দেখে দুই চোরে॥ কোথা আসিয়াছি কিছু চিনিতে না পারে॥ গণ্ডগোলে কেকাহারে অবধান করে। চারিদিগে চাহি চোর পালাইল ডরে॥ পরম অদ্ভুত দুই চোর মনে গুণে। চোর বলে ভেল্কিবা দিলেক কোন জনে॥ চণ্ডী রাখিলেন আজি দুই চোর বোলে। সুস্থহৈয়া দুইচোর কোলাকোলি করে॥ পরমার্থে দুই চোর মহাভাগ্যবান। নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান। এথা সর্ব্বগণ শেষে করিল বিচার। কে আনিল দেখি বস্ত্র শিরে বান্ধি তার॥ কেহো বোলে দেখিলাম লোক দুইজন। শিশু রাখি কোনদিগে করিল গমন॥ আমি আনিয়াছি কোন জন নাহি

বোলে। অদ্ভুত দেখিয়া সভে পড়িলেন ভোলে॥ সভে জিজ্ঞাসেন বাপ কহত নিমাঞি। কে তোমারে আনিল পাইয়া কোনঠাঞি॥ প্রভু বোলে আমি গিয়া ছিলাম গঙ্গাতীরে। পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে॥ তবে দুইজন আমা কোলেত করিয়া। কোন পথে এই খানে থুইল আনিয়া॥ সভে বলে মিথ্যা কভু নহে সত্যবাণী। দৈবেরাখে শিশুবুদ্ধি অনাথ আপনি॥ এইমত বিচার করেন সর্ব্বজনে।॥ বিষ্ণুমায়া মোহে কেহো তত্ত্ব নাহি জানে॥ এইমত রঙ্গকরে বৈকুণ্ঠের রায়। কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥ বেদগোপ্য এসব আখ্যান যে বা শুনে। তার দৃঢ় ভক্তি হয় চৈতন্য চরণে॥ হেনমতে আছে প্রভু জগন্নাথ ঘরে। অলক্ষিতে বহুবিধ স্বপ্রকাশ করে॥ এক দিন ডাকিবোলে মিশ্রপুরন্দর। আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর॥ বাপের বচন শুনি ধাঞা ঘরে যায়। রুণুঝুনু করিতে নূপুর বাজে পায়॥ মিশ্রবলে কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি। চতুর্দ্দিগে চাহে দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥ আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর। কোথায় হইল বাদ্য নূপুর মধুর॥ কি অদ্ভুত দুইজনে মনে মনে গুণে। বচন না স্ফুরে দুইজনের বদনে॥ পুথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে। আর অদভুত দেখে গৃহের মাঝাতে॥ সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পতাকাদি ভিন্নভিন্ন॥ আনন্দিত দোহেঁ দেখি অপূর্ব্ব চরণ। দোহেঁ হৈলা পুলকিত সজল নয়ন॥ পাদপদ্ম দেখি দোহেঁ করে নমস্কার। দোহে বলে নিস্তারিনু জন্মনাহি আর॥ মিশ্র বলে শুন বিশ্বরূপের জননি। ঘৃত পরমান্ন গিয়া রান্ধহ আপনি॥ ঘরে যে আছেন দামোদর শালগ্রাম। পঞ্চগব্যে সকালে করাব তানে স্নান॥ বুঝিলাম তিহোঁঘরে বুলেন আপনি। অতএব শুনিলাম নূপুরের ধ্বনি॥ এইমত দুইজন পরম হরিষে। শাল গ্রাম পূজাকরে প্রভু মনে হাসে॥ আর এক কথা শুন পরম অদ্ভুত। যে রঙ্গ করিলা প্রভু জগন্নাথসুত॥ পরম সুকৃতি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ পর্য্যাটন॥ ষড়াক্ষর গোপাল মন্ত্রের উপাসন। গোপালের নৈবেদ্য বিনে না করে ভোজন॥ দৈব ভাগ্যযোগে তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে। আসিয়া মিললা বিপ্র প্রভুর বাড়িতে॥ কণ্ঠে বালি গোপাল ভূষণ শালগ্রাম। পরম ব্রহ্মণ্যতেজ অতি অনুপাম॥ নিরবধি মুখে বিপ্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে। অন্তরে গোবিন্দ রস দুই চক্ষুঢুলে॥ দেখি জগন্নাথ মিশ্র তেজ সে তাহার। সম্ভ্রমে উঠিয়া করিলেন নম স্কার॥ অতিথি ব্যবহার ধর্ম্ম যেন মত হয়। সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয়॥ আপনে করিলা তার পাদ প্রক্ষালন। বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন॥ সুস্থ হই যদি বসিলেন বিপ্রবর। তবে তারে মিশ্র জিজ্ঞাসিলা কোথা ঘর॥ বিপ্রবলেন আমি উদাসীন দেশান্তরী। চিত্তের বিক্ষেপে মাত্র পর্য্যাটন করি। প্রণতি করিয়া মিশ্র বলেন বচন। জগতের ভাগ্যে সে তোমার পর্য্যাটন॥ বিশেষ আমার

আজি পরম সৌভাগ্য। আজ্ঞাদেহ রন্ধনের কার গিয়া কার্য্য॥ বিপ্র বলে কর মিশ্র যেইচ্ছা তোমার। হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার॥ রন্ধনের স্থান উপ স্করি ভালমতে। দিলেন সকল সজ্জ রন্ধন করিতে॥ সন্তোষে ব্রাহ্মণ বর করিয়া রন্ধন। বসিলেন কৃষ্ণের করিতে নিবেদন॥ সর্ব্বভূত অন্তর্যামি শ্রীশচী নন্দন। মনে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন॥ ধ্যান মাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর। স স্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর॥ ধূলায় ধূষর সর্ব্ব অঙ্গ দিগম্বর। অরুণ নয়ন কর চরণ সুন্দর॥ হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইলেন করে। এক গ্রাস খাইলেন দেখে বি প্রবরে॥ হায়২ করি ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে। অন্নছুচি করিলেক অবোধ বালিকে॥ আসিয়া দেখেন জগন্নাথ মিশ্রবর। ভাত খাই হাসে প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর॥ ক্রোধে মিশ্র ধাইয়া যায়েন মারিবারে। সংভ্রমে উঠিয়া বিপ্র ধরিলেন করে॥ বিপ্র বলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্য্য। কোনজ্ঞান বালকে মারিয়া কিবা কার্য্য॥ ভালমন্দ জ্ঞান যার থাকে মারি তারে। আমার শপথ যদি মারহ উহারে। দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে। মাথা নাহি তোলে মিশ্র বচন না স্ফুরে॥ বিপ্র বলে মিশ্র দুঃখনা ভাবিহ মনে। যে দিনে যে হবে তাহা ঈশ্বর সে জানে॥ ফলমুল আদি গৃহে যে থাকে তোমার। আনি দেহ আজি তাঁহা করিব আহার॥ মিশ্র বলে মোরে যদি থাকে ভৃত্য জ্ঞান। আরবার পাক কর করিদেও স্থান॥ গৃহে আছে রন্ধনের সকল সম্ভার। পুন পাক কর তবে সন্তোষ আমার॥ বলিতে লাগিলা সব বন্ধুবর্গগণ। আমাসভা চাহ তবে করহ রন্ধন॥ বিপ্র বলে যেই ইচ্ছা তোমা সভাকার। করিব রন্ধন সর্ব্ব থায় পুনর্ব্বার॥ হরিষ হইলা সভে বিপ্রের বচনে। স্থান উপস্করিলেন সভে তত ক্ষণে॥ রন্ধনের সজ্জ আনি দিলেন তুরিতে। চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে॥ সভেই বলেন শিশু পরম চঞ্চল। আরবার পাছে নষ্ট করয়ে সকল॥ রন্ধন ভোজন বিপ্র করেন যাবত। আবরণ করি শিশু রাখহ তাবত॥ তবে শচীদেবী পুত্র কোলেত করিয়া। চলিলেন আরবাড়ি প্রভুরে লইয়া॥ সব নারীগণ বলে কেনরে নিমাঞি। এমত করিয়া কি বিপ্রের অন্ন খাই॥ হাসিয়া বলেন প্রভু শ্রীচন্দ্র বদনে। আমার কি দোষ বিপ্র ডাকিল আপনে॥ সভেই বলেন অহে নিমাঞি ঢাঙ্গাতি। কি করিবে এবে সে তোমার গেল জাতি॥ কোথাকার ব্রাহ্মণ কোনকুলে কেবা চিনে। তার ভাত খাইলে জাতি রহিল কেমনে॥ হাসিয়া ক হেন প্রভু আমিসে গোআল। ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই চিরকাল॥ ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়। এত বলি হাসিয়া সভারে প্রভু চায়॥ ছলে নিজ তত্ত্ব প্রভু করেন ব্যাখ্যান। তথাপি না বুঝে কেহ হেন মায়া তান॥ সভেই হাসেন শুনি প্রভুর বচন। বক্ষহৈতে এড়িতে কাহার নাহি মন॥ হাসিয়া যায়েন প্রভু যে জনার কোলে। সেই জন আনন্দ সাগর মাঝে ভোলে॥ সেই বিপ্র পুন

র্ব্বার করিয়া রন্ধন। লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদন॥ ধ্যানে বালগোপাল ভাবেন বিপ্রবর। জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর॥ মোহিয়া সকল জনে অতি অলক্ষিতে। আইলেন বিপ্র স্থানে হাসিতে হাসিতে॥ অলক্ষিতে একমুষ্টি অন্ন লঞা করে। খাইয়া চলিলা প্রভু দেখে বিপ্রবরে॥ হায়২ করিয়া উঠিল বিপ্র বর। ঠাকুর খাইয়া ভাত দিলা একরড়॥ সংভ্রমে আসিয়া মিশ্র হাথেবাড়িলঞা। ক্রোধে ঠাকুরেরে লৈয়া যায় খেদাড়িয়া। মহাভয়ে প্রভু পলাইলা এক ঘরে। ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি তর্জ্জগর্জ্জ করে॥ মিশ্র বলে আজি দেখ করোঁ তোর কার্য্য। তোরমতে পরম অবোধ আমি আর্য্য॥ হেন মহাচোর শিশু কারঘরে আছে। এতবলি ক্রোধে মিশ্র ধায় প্রভুপাছে॥ সভে ধরিবেন যত্ন করিয়া মিশ্রেরে। মিশ্র বলে এড় আজি মারিব উহারে॥ সভেই বলেন মিশ্র তুমিত উদার। ইহারে মারিয়া কোন সাধুত্ব তোমার॥ ভালমন্দ জ্ঞান নাহি উহার শরীরে। পরম অবোধ সে এমন শিশুমারে॥ মারিলেই কোন বা শিখিব হেননয়। স্বভাবেই শিশুর চঞ্চল মতি হয়॥ অস্তে ব্যস্তে আসি সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ। মিশ্রের ধরিয়া হাথে বলেন বচন॥ বালকের নাহি দোষ শুন মিশ্র রায়। যেদিনে যেহবে তাহা হইবারে চায়॥ আজি কৃষ্ণ অন্ন নাহি লিখিব আমারে। সবে এই নর্ম্মকথা কহিল তোমারে॥ দুঃখে জগন্নাথ মিশ্র নাহি তোলে মুখ। মাথা হেট করিয়া ভাবেন মহাদুখ॥ হেনই সময়ে বিশ্বরূপ ভগবান। সেই স্থানে আইলেন জ্যোতির্ম্ময় ধাম॥ সর্ব্ব অঙ্গ নিরূপম লাবন্যের সীমা। চতুর্দ্দশ ভুবনেও নাহিক উপমা॥ স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত। মূর্ত্তিভেদে আপনে জন্মিলা নিত্যানন্দ॥ শর্ব্ব শাস্ত্র অর্থসহ স্ফুরয়ে জিহ্বায়। কৃষ্ণ ভক্তি ব্যাখ্যামাত্র করেন সদায়॥ দেখিয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তৈর্থিক ব্রাহ্মণ। মুগ্ধহৈয়া একদৃষ্টে চাহে ঘনেঘন॥ বিপ্র বলে কার পুত্র এই মহাশয়। সভেই বলেন এই মিশ্রের তনয়॥ শুনিয়া সন্তোষে বিপ্র কৈল আলিঙ্গন। ধন্যপিতামাতা যার এহেন নন্দন॥ বিপ্রেরে করিলা বিশ্বরূপ নমস্কার। বসিয়া কহেন কথা অমৃতের ধার॥ শুভদিন তার মহাভাগ্যের উদয়। তুমি হেন অতিথি যাহার গৃহে হয়॥ জগতে শোধিতে সেতোমার পর্য্যাটন। আত্মানন্দে পূর্ণ হই করহ ভ্রমণ॥ ভাগ্যবড় হেন তুমি অতিথি আমার। অভাগ্য বা কি কহিব উপাস তোমার॥ তুমি উপবাস করি থাক যার ঘরে। সর্ব্বথা তাহার অমঙ্গল ফল ধরে॥ হরিষ পাইনু বড় তোমার দর্শনে। বিষাদ হইনু এবে এসব শ্রবণে॥ বিপ্র বলে কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে। ফলমুল কিছু আজি করিব ভোজনে॥ বন বাসী আমি অন্ন কোথায়ে বা পাই। প্রায় আমি বনে মাত্র ফল মূল খাই॥ কদাচিত কোনদিন সেবা পাই অন্ন। সেহো যদি অনাশক্ত্যে হয় উপসন্ন॥ যেসন্তোষ পাইলাম তোমার দর্শনে। তাহাতেই কোটি কোটি করিল ভোজনে॥ ফলমূল নৈবেদ্য

যেকিছু থাকে ঘরে। তাহা আনগিয়া আজি করিব আহারে ॥ উত্তর না করে কিছু মিশ্র জগন্নাথ। দুঃখ ভাবে মিশ্র শিরে দিয়া দুই হাথ ॥ বিশ্বরূপ বলেন কহিতে বাসিভয়। সহজে করুণা সিন্ধু তুমি দয়াময় ॥ পরদুঃখে কাতর স্বভাবে সাধুজন। পরের আনন্দ সোবাঢায় অনুক্ষণ ॥ এতেকে আপনে যদি নিরালম্ব হৈয়া। কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর রন্ধন করিয়া ॥ তবে আজি আমার গোষ্ঠীর যত দুঃখ। সকল ঘুচয়ে পাই মহানন্দ সুখ ॥ বিপ্রবলে রন্ধন করিল দুইবার। তথাপিও কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার ॥ তেঞি বুঝিলাম আজি নাহিক লিখন। কৃষ্ণ ইচ্ছা নাহি কেন করহ যতন ॥ কোটিভক্ষ দ্রব্য যদি থাকে নিজ ঘরে। কৃষ্ণ আজ্ঞা বিনা তাহা খাইতে না পারে ॥ যেদিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়। কোটিযত্ন করহ তথাপি সিদ্ধ নয় ॥ নিশাও প্রহরডের দুইও বাজায়। ইহাতে কি আর পাক করিতে জুয়ায় ॥ অতএব আজি যত্ন না করিহ আর ॥ ফলমূল কিছুমাত্র করিব আহার ॥ বিশ্বরূপ বলেন নাহিক কিছু দোষ। তুমি পাক করিলে সে সভার সন্তোষ ॥ এতবলি বিশ্বরূপ ধরিলা চরণ। সাধিতে লাগিলা সভে করিতে রন্ধন ॥ সে বিশ্বরূপে দেখিয়া মোহিত বিপ্রবর। করিব রন্ধন বিপ্র বলিলা উত্তর ॥ সন্তোষে ভেই হরি বলিতে লাগিলা। স্থানউপস্কার পুন করি শীঘ্র দিলা ॥ অস্তেব্যস্তে স্থান উপস্করি সর্ব্বজন। রন্ধনের সামগ্রী আনিদিলা সেইক্ষণ ॥ চলিলেন বিপ্রবর করিতে রন্ধন। শিশু আবরিয়া সে রহিল সর্ব্বজন ॥ পলাইয়া ঠাকুর আছিলা যেই ঘরে। মিশ্র বসিলেন তার মাঝার দুয়ারে ॥ সভেই বলেন রান্ধ বাহির দুয়ার। বাহির হইতে যেন নাহি পায় আর ॥ মিশ্রবলে ভালং এইযুক্তি হয়। বান্ধিয়া দুয়ার সভে বাহিরে আছয় ॥ ঘরে থাকি স্ত্রীগণ বলেন চিন্তা নাঞি। নিদ্রা গেল কিছু আর নাজানে নিমাঞি ॥ এইমতে শিশু আবরিয়া সর্ব্বজন। বিপ্রের হইল কতক্ষণেতে রন্ধন ॥ অন্ন উপস্কার করি সুকৃতি ব্রাহ্মণ। ধ্যানে বসি কৃষ্ণেরে করিলা নিবেদন। জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচী নন্দন ॥ চিত্তে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন। নিদ্রাগেল সর্ব্বজন ঈশ্বর ইচ্ছায়। মোহিলেন সভেই অচেষ্ট নিদ্রাযায় ॥ যেস্থানে করয়ে বিপ্র অন্ন নিবেদন। আইলেন সেইস্থানে শ্রীশচীনন্দন ॥ বালক দেখিয়া বিপ্র করে হায় হায়। সভে নিদ্রাযায় কেহ শুনিতে নাপায় ॥ প্রভু বোলে ওহে বিপ্র তুমিত উদার। তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার ॥ মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান। রহিতে না পারি আমি আসি তোমাস্থান ॥ আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি। অতএব তোমারে দিলাম দেখা আমি ॥ সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত। শঙ্খচক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজ রূপ ॥ একহস্তে নবনীত আর হস্তে খায়। আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥ শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণি হার। সর্ব্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার ॥ নবগুঞ্জা বেড়ি শিখি

পুচ্ছ শোভে শিরে। চন্দ্রমুখে অরুণ অধর শোভাকরে॥ হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন ক মল। বৈজয়ন্তি মালা দোলে মকর কুণ্ডল॥ চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন নূপুর। নখ মণা কিরণে তিমির গেল দূর॥ অপূর্ব্ব কদম্ব বৃক্ষ দেখে সেইক্ষণে। বৃন্দাবন দেখে না দকরে পিকগণে॥ গোপ গোপী গাবীগণ চতুর্দ্দিগে দেখে। যত ধ্যান করে তত দেখে পরতেকে॥ অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখি সুকৃতি ব্রাহ্মণ। আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখ ন॥ করুণা সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর। শ্রীহস্ত দিলেন তার অঙ্গের উপর॥ শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র পাইলা চেতন। আনন্দে হইলা জড় না স্ফুরে বচন॥ পুনঃ পুন মূর্চ্ছা বি প্রঃ যায় ভুমিতলে। পুনউঠে পুনপড়ে মহাকুতুহলে॥ কম্পস্বেদ পুলকে শরীর স্থির নহে। নয়নের জল যেন গঙ্গাধারা বহে॥ ক্ষণেকে ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ। কার তে লাগিলা উচ্চ করিয়া ক্রন্দন॥ দেখিয়া বিপ্রের আর্ত্তি শ্রীগৌর সুন্দর। হাসিয়া বিপ্রেরে বিছু করিলা উত্তর॥ প্রভু কহে শুন শুন ওহে বিপ্রবর। অনেক জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর॥ নিরবধি ভাব তুমি আমারে দেখিতে। অতএব আমি দেখা দিলাম তোমাতে॥ আর জন্মে নন্দগৃহে এইরূপে আমি। দেখা দিলাম তোমারে না স্মর তাহা তুমি॥ যবে আমি অবতীর্ণ হইলাম গোকুলে। সেহ জন্মে তুমি তির্থ কর কুতুহলে॥ দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দ ঘরে। এইমত অন্ন তুমি নিবেদ আ মারে॥ তাহাতেও এইমত করিয়া কৌতুক। খাইতোর অন্ন দেখাইল এইরূপ॥ এতেক আমার তুমি জন্মেজন্মে দাস। দাসবিনা অন্য মোর না দেখে প্রকাশ॥ ক হিলাম তোমারে সকল গোপ্যকথা। কার স্থানে ইহা না কহিবা যথা তথা॥ যাব ত থাকয়ে মোর এই অবতার। তাবত কহিলে কারে করিমু সংহার॥ করাইমু স র্ব্বদেশে কীর্ত্তন প্রচার। ঘরেং হবে মোর যশের প্রচার॥ ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তি যো গ বাঞ্ছাকরে। তাহা বিলাইব সব প্রতিঘরে ঘরে। কতদিন থাকি তুমি অনেক দে খিবা। এসব আখ্যান তুমি কারেনা কহিবা॥ হেনমতে ব্রাহ্মণেরে শ্রীগৌর সুন্দর। কৃপাকরি আশ্বাসীয়া গেলানীজ ঘর॥ পূর্ব্ববৎ হইয়া রহিলা শীশু ভাবে। যোগনী দা প্রভাবে সে কেহনাহি জাগে॥ অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখি সেই বিপ্রবর। আনন্দে পূ র্ণিত হৈল সব কলেবর॥ সর্ব্ব অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন। কান্দিতেং বিপ্র ক রিল ভোজন॥ নাচে গায় হাসে বিপ্র বরয়ে হুঙ্কার। জয় বাল গোপাল বোলয়ে বার বার॥ বিপ্রের হুঙ্কারে সভে পাইলা চেতন। আপনা সম্বরি বিপ্র করে আচ মন॥ নির্ব্বিঘ্নেতে ভোজন করিল বিপ্রবর। দেখি সভে সন্তোষ পাইল বহু তর॥ সভারে কহিতে মনে চিন্তেন ব্রাহ্মণ। ঈশ্বর চিনিয়া সভে পাউক মোচন॥ ব্রহ্মা শিব যাহার নিমিত্ত কাম্য করে। হেন প্রভু অবতরি আছে বিপ্র ঘরে॥ সে প্রভু রে লোক সব করে শিশু জ্ঞান। কথা কহোঁ সভেই পাউক পরিত্রাণ॥ প্রভু করিয়াছে নিবারণ সেই ভয়। আজ্ঞা ভঙ্গ হয় বিপ্র কাহারে না কয়॥ চিনিয়া ঈ

১৪৭।০।৩।২ ২৭/৩/১৯৯০

শ্বর বিপ্র সেই নবদ্বীপে। রহিলেন গুপ্ত ভাবে ঈশ্বর সমীপে॥ ভিক্ষা করি বিপ্র বর প্রতি স্থানে স্থানে। ঈশ্বরেরে আসিয়া দেখেন প্রতি দিনে॥ বেদগোপ্য এ সকল মহা চিত্র কথা। ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে সর্ব্বথা॥ আদিখণ্ড কথা যেন অমৃত শ্রবণ। জহি শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ॥ সর্ব্বলোক চূড়ামণি বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। লক্ষ্মীকান্ত সীতাকান্ত শ্রীগৌর সুন্দর॥ ত্রেতাযুগে হইয়া যেশ্রীরাম লক্ষ্মণ। নানা মত লীলা করি বধিলা রাবণ॥ হইয়া দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ। নানা মত করিলেন ভুভার খণ্ডন॥ অনন্ত মুকুন্দ যারে সর্ব্ববেদে কয়। শ্রীচৈতন্য নিত্যা নন্দ সেই সুনিশ্চয়॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহুজান। বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥ ইতি শ্রীআদিখণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ *। ৪। *॥ হেন মতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ গোপাল। হাথে খড়ি দিবার হইল আসি কাল॥ শুভ দিনে শুভ ক্ষণে মিশ্র পুরন্দর। হাথে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর॥ কিছু শেষে মিলিয়া সক ল বন্ধু জন। কর্ণবেদ করাইলা শ্রীচূড়াকরণ॥ দৃষ্টিমাত্র সকলঅক্ষর লিখিযায়। পর ম বিস্মিত হৈয়া সর্ব্বগণে চায়॥ দিন দুই তিনে শিখিলেন বার ফলা। নিরন্তর লি খেন কৃষ্ণের নামমালা॥ রাম কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি বনমালী। অহর্নিশি লিখেন পড়েন কুতূহলী॥ শিশুগণ সঙ্গে পড়ে বৈকুণ্ঠের রায়। পরম সুকৃতি সভে দেখে নদীয়ায়॥ কি মাধুরি করি প্রভু ক খ গ ঘ বোলে। তাহা শুনিতেই জীব মাত্র সব ভোলে॥ অদ্ভুত করেন ক্রীড়া শ্রীগৌর সুন্দর। যখন যে চাহে সেই পরম দুষ্কর॥ আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষি তাহা চায়। না পাইলে কান্দিয়া ভুতলে গ ড়িযায়॥ ক্ষণে চাহে আকাশের চন্দ্র তারাগণ॥ হস্ত পদ আছাড়িয়া করয়ে ক্র ন্দন॥ সভেই শান্তনা করে করি নিজ কোলে। স্থির নহে বিশ্বম্ভর দেহ দেহ বোলে॥ সবে মাত্র আছে এক মহা প্রতিকার। হরি নাম শুনিলে না কান্দে প্রভু আর॥ হাতে তালি দিয়া সভে বোলে হরি২। তখন সুস্থির হয় চাঞ্চল্য পা সরি॥ বালকের প্রতি সভে বোলে হরিনাম। জগন্নাথ গৃহ হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥ এক দিন সভে হরি বোলে অনুক্ষণ। তথাপিও প্রভু পুন করয়ে রোদন॥ সভে ই বলেন শুন বাপরে নিমাঞি। ভাল করি নাচ এই হরি নাম গাই॥ না শুনে বচন কার করয়ে ক্রন্দন। সভেই বলেন বাপ কান্দ কি কারণ॥ সভে বলে কহ বাপ কি ইচ্ছা তোমার। সেই দ্রব্য আনি দিব না কান্দহ আর॥ প্রভু বোলে যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহ। তবে ঝাঁট দুই ব্রাহ্মণের ঘর যাহ॥ জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত। এই দুই স্থানে মোর আছে অভিমত॥ একাদশী উপবাস আজি সে দোঁহার। বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার॥ সে সব নৈবেদ্য যদি খাই বারে পাঙ। তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ॥ অসম্ভব্য শুনিয়া জননী করে খেদ। হেন কথা কহে যেই নহে লোকবেদ॥ সভেই হাসেন শুনে শিশুর বচন। সভে বলে দিব বাপ সম্বর ক্রন্দন॥ পরম বৈষ্ণব সেই বিপ্র দুই জন।

জগন্নাথ মিশ্র সহ অভেদ জীবন ॥ শুনিয়া শিশুর বাক্য বিপ্র দুই জন। সন্তোষে পূর্ণিত হৈল কায় বাক্য মন ॥ দুই বিপ্র বলে বড় অদ্ভুত কাহিনী। শিশুর এমত-বুদ্ধি কভু নাহি শুনি ॥ কেমতে জানিল আজি শ্রীহরি বাসর। কেমতে বা জানিল নৈবেদ্য বহু তর ॥ বুঝিলাম এ শিশু পরম রূপবান। অতএব এদেহে গোপাল অধিষ্ঠান ॥ এশিশুর দেহে ক্রিড়া করে নারায়ণ ॥ হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন ॥ মনে ভাবি দুই বিপ্র সর্ব্ব উপহার। আনিয়াদিলেন করি হরিষ অপার ॥ দুই বিপ্র বোলে বাপ খাও উপহার। সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হইল আমার ॥ কৃষ্ণ কৃপা হইলে এমত বুদ্ধি হয়। দাসবিনা অন্যের এ বুদ্ধি কভু নয় ॥ ভক্তি বিন চৈতন্য গোসাঞিও নাহি জানি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার লোমকূপে গণি ॥ হেন প্রভু বিপ্র শিশু রূপে ক্রীড়া করে। চক্ষু ভরি দেখে জন্ম জন্মের কিঙ্করে ॥ শন্তোষ হইলা পাই সব উপহার। অল্প২ কিছু প্রভু খাইল সভার ॥ হরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায়। ঘুচিল সকল বায়ু ঈশ্বর ইচ্ছায় ॥ হরি২ হরিষে বলয়ে সর্ব্বগণে। খায় আর নাচে প্রভু আপন কীর্ত্তনে ॥ কথোপেলে ভূমিতে কথোক কার গায়। এই মত লীলা করে ত্রিদশের রায় ॥ যে প্রভুরে সর্ব্ব বেদে পুরাণে বাখানে। হেন প্রভু খেলে শচী দেবীর অঙ্গনে ॥ ডুবিলা চাঞ্চল্য রসে প্রভু বিশ্বম্ভর। সংহতি চাপল্য যত বিপ্রের কোঙর ॥ সভার সহিতে গিয়া পড়ে নানা স্থানে। ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন জনে ॥ অন্য শিশু দেখিলে যে করে কুতূহল। সেহো পরিহাস করে বাজায়ে কোন্দল ॥ প্রভুর বালক সব জিনে প্রভু বলে। অন্য শিশুগণ যত সব হারিচলে ॥ ধূলায় ধূষর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। লিখিন কালির বিন্দু শোভে মনোহর ॥ পড়িয়া শুনিয়া সব শিশুগণ সঙ্গে। গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলয়ে সভে রঙ্গে ॥ মজিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতুহলী। শিশুগণ সঙ্গে করে জল পেলাপেলি ॥ নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে। অসংখ্যাত লোক এক ঘাটে স্নান করে কতেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী। না জানি কতেক শিশু মিলে তথা আসি ॥ সভারে লইরা প্রভু গঙ্গায় সাঁতরে। ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে ॥ জল ক্রীড়া করে গৌরসুন্দর শরীর। সভার গায়েতে লাগে চরণের নীর ॥ সভে মানা করে তবু নিষেধ নামানে। ধরিতেও কেহ নাহি পারে একস্থানে ॥ পুনঃপুন সভারে করায় গঙ্গাস্নান। কারে ছোঁয়ে কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান ॥ না পাইয়া আগে প্রভুর সব দ্বিজগণ। সভে চলিলেন প্রভুর জনকের স্থান ॥ শুন২ অহে মিশ্র পরম বান্ধব। তোমার পুত্রের অপন্যায় শুন সব ॥ ভাল মতে না পারি করিতে গঙ্গাস্নান। কেহো বলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোরি ধ্যান ॥ আরো বলে কারে ধ্যান কর এই দেখ। কলিযুগে মুঞি নারায়ণ পরতেক ॥ কেহো বলে মোর শিব লিঙ্গ করে চুরি। কেহো বলে মোর লঞা পলায় উত্তরি ॥ কেহো বলে পুষ্প দুর্ব্বা নৈবেদ্য চন্দন। বিষ্ণু পুজিবার সজ্জ বিষ্ণুর আসন ॥ আমি করিস্নান এথা বৈসে

সে আসনে। সব খাই পরি তবে করে পলায়নে॥ আরো বলে তুমি কেনে দুঃখ ভাবে মনে। যার লাগি কৈলে সেই খাইল আপনে॥ কেহো বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নাম্বিয়া। ডুবদিয়া লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া॥ কেহো বলে আমার না রহে সাজি ধুতি। কেহো বলে আমার চোরায় গীতা পুথি॥ কেহো বলে পুত্র অতি বালক আমার। কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥ কেহো বলে মোর পিঠদিয়া কান্ধে চড়ে। মুঞিরে মহেশ বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥ কেহো বলে বৈসে মোর পূজার আসনে। নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে॥ স্নান করি উঠিলেই বালুকা দেয় অঙ্গে। যতেক চপল শিশু সব তার সঙ্গে॥ স্ত্রী বাসে পুরুষ বাস করয়ে বদল। পরিবার বেলা সভে লজ্জায়ে বিকল॥ পরম বান্ধব তুমি মিশ্র গজন্নাথ। নিতি এই মত করে কহিল তোমাত॥ দুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে। দেহবা তাহার ভাল থাকিব কেমতে॥ হেনকালে আইলেন যতেক বালিকা। কোপ মনে আইলা সভে শচীদেবী যথা॥ শচী সম্বোধিয়া সভে বলেন বচন। শুন ঠাকুরাণী নিজ পুত্রের করণ॥ বসন করয়ে চুরি বলে অতি মন্দ। উত্তর করিলে জল দেয় করে দন্দ॥ ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল॥ ছড়াইয়া পেলে বল করিয়া সকল॥ স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে। যতেক চপল শিশু সব তার সঙ্গে॥ অলক্ষিতে আসি কর্ণে বলে বড় বোল। কেহো বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল॥ ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে। কেহো বলে মোরে চাহে বিবা করিবারে॥ প্রতি দিন এই মত করে ব্যবহার। তোমার নিমাঞি কিবা রাজার কুমার॥ পুরুবে শুনিল যেন নন্দের কুমার। সেই মত তোমার পুত্রের ব্যবহার॥ দুঃখে মাত্র বাপেরে বলিব যেই দিনে। ততক্ষণ কন্দল হইবে তোমা সনে॥ নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল। নদীয়ায় হেন কর্ম্ম নহিবেক ভাল॥ শুনিয়া হাসেন মহা প্রভুর জননী। সভা কোলে করিয়া কহেন প্রিয় বাণী॥ নিমাঞি আইলে আজি এড়িব বান্ধিয়া। আর যেন উপদ্র না করে কভু গিয়া॥ শচীর চরণ ধূলী লঞা সভে শিরে। সভে চলিলেন গঙ্গাস্নান করিবারে॥ যতেক চাঞ্চল্য প্রভু করে যার সনে। পরমার্থে সভার সন্তোষ হয় মনে॥ কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র স্থানে। শুনি মিশ্র তর্জ্জে গর্জ্জে স দন্ত বচনে॥ নিরবধি অব্যবহার করে যে সভার। ভালমতে গঙ্গাস্নান না দেয় করিবার॥ এই ঝাঁট যাঙ তার শাস্তি করিবারে। সভে রাখিলেন কেহ রাখিতে না পারে॥ ক্রোধ করি যখন চলিলা মিশ্রবর। জানিলা গৌরাঙ্গ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর॥ গঙ্গাজলে কেলি করে গৌরাঙ্গ সুন্দর। সর্ব্ব বালকের মধ্যে অতি মনোহর॥ কুমারিকাগণ বলে শুন বিশ্বম্ভর। মিশ্র আইলেন এই পলাহ সত্বর॥ শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে। পলাইল ব্রাহ্মণ কুমারী সব ডরে॥ সভারে শিখান প্রভু মিশ্রে কহিবার। স্নানে নাহি আইলেন তোমার কুমার॥ সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া

শুনিয়া। আমরাও আছি এই তাহার লাগিয়া ॥ শিখাইয়া প্রভু আর পথে গেলা ঘর। গঙ্গা ঘাটে আসিয়া মিলিলা মিশ্রবর ॥ আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারিদিগে চায়। শিশুগণ মধ্যে পুত্র দেখিতে না পায় ॥ মিশ্র জিজ্ঞাসেন বিশ্বম্ভর কতিগেলা। শিশুগণ বলে তিঁহো স্নানে না আইলা ॥ সেইমতে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া। স ভেই আছিযে তার অপেক্ষা করিয়া ॥ চারিদিগে ধায় মিশ্র হাথে ছড়ি লঞা। তর্জ্জন গর্জ্জন করে লাগ না পাইয়া ॥ কৌতুকে যাহারা নিবেদন কৈলা গিয়া। সেই সব মিশ্রে পুন বোলয়ে হাসিয়া ॥ ভয় পাই বিশ্বম্ভর পলাইল ঘরে। ঘরে চল তুমি কিছু বল পাছে তারে ॥ আর বার যদি আসি চঞ্চলতা করে।; আমরাই ধরিদিব তোমার গোচরে ॥ কৌতুকে সে কথা কহিলাম তোমা স্থানে। তোমা সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে ॥ সে হেন নন্দন যার গৃহ মাঝে থাকে। কি ক রিব ক্ষুধা তৃষা ভোক রোগ শোকে ॥ তুমিসে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ। তার মহাভাগ্য যার এহেন নন্দন ॥ কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে। তবু তারে থুইবাও হৃদয় উপরে ॥ জন্মে২ কৃষ্ণ ভক্ত এই সবজন। এসব উত্তম বুদ্ধি ইহার কারণ ॥ অতএব প্রভু নিজ সেবক সহিতে। নানা ক্রীড়া করে কেহ না পারে চিনিতে ॥ মিশ্র বলে সেহ পুত্র তোমা সভাকার। যদি অপরাধ লহ শপথ আমার ॥ তাসভার সনে মিশ্র করি কোলাকোলি। গৃহে চলিলেন মিশ্র হঞা কুতূহলী ॥ আর পথে ঘরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর। হাথেতে মোহন পুঁথি যেন শশধর ॥ লিখন কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গ। চম্পকে লাগিল যেন চারিদিগে ভৃঙ্গ ॥ জননী বলিয়া প্রভু লাগিলা ডাকিতে। তৈল দেহ যাব এবে স্নান সে করিতে ॥ পু ত্রের বচন শুনি শচী আনন্দিত। কিছু নাহি দেখে অঙ্গে স্নানের চরিত ॥ তৈল দিয়া শচী মাতা মনে মনে গুণে। বালিকারা কি বলিল কিবা দ্বিজগণে ॥ লি খনের কালি আছে এই সব অঙ্গে। সেই বস্ত্র পরিধান সেই পুথি সঙ্গে ॥ ক্ষ ণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর। মিশ্র দেখি কোলে উঠিলেন বিশ্বম্ভর ॥ সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহ্য নাহি জানে। আনন্দে পূর্ণিত হৈলা পুত্র দরশনে ॥ মিশ্র দেখে সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ব্যাপিত। স্নান চিহ্ন না দেখিয়া হইলা বিস্মিত ॥ মিশ্র বোলে বিশ্বম্ভর কি বুদ্ধি তোমার। লোকেরে না দেহ কেন স্নান করিবার ॥ বিষ্ণু পূজার সজ্জ কেন কর অপহার। বিষ্ণু করি যাও ভয় নাহিক তোমার ॥ প্রভু বোলে আজি আমি নাহি যাই স্নানে। আমার সঙ্গে যত শিশু গেল আগুআনে ॥ সকল লোকের তারা করে অনাচার। না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার ॥ সত্য তবে করিব সভার অনাচার। সেই বিষ্ণু জানে দোষ নাহিক আমার ॥ এতব লি হাসি প্রভু যায় গঙ্গাস্নানে। পুন সেই মিলিলেন সব শিশুগণে ॥ বিশ্বম্ভরে দেখি সভে আলিঙ্গন করি। হাসয়ে সকল শিশু দেখিয়া চাতুরী ॥ সভেই প্রসংশে ভাল নিমাঞি চতুর। ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রচুর ॥ জল কেলি করে প্রভু

সর্ব্ব শিশু সনে। এথা শচী জগন্নাথ মনে মনে গুণে॥ যেহ কহিলেক কথা সেহ মিথ্যা নহে। তবে কেনে স্নান চিহ্ন কিছু নাহি দেহে॥ সেই যত অঙ্গে ধূলা সেই মত বেশ। সেই পুঁথি সেই বস্ত্র সেই মত কেশ॥ এবুঝি মানুষ নহে শ্রীবিশ্বম্ভর। মায়া রূপে কৃষ্ণ বা জন্মিলা মোর ঘর॥ কোন মহা পুরুষ বা কিছুই না জানি। হেন মনে চিন্তিতে আইলা দ্বিজমণি॥ পুত্র দরশনানন্দে ঘুচিল বিচার। স্নেহে পূর্ণ হৈলা দোঁহে কিছু নাহি আর॥ যে দুই প্রহর প্রভু যায় পড়িবারে। সেই দুই যুগ যায় এমত দোঁহারে॥ কোটি কল্পে কোটিমুখে বেদে যদি কয়। তবু এদোঁহার ভাগ্য নাহি সমুচ্চয়॥ শচী জগন্নাথ পায়ে বহু নমস্কার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ পুত্ররূপ যার॥ এইমত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়। বুঝিতে না পারে কেহ তাঁহান মায়ায়॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহুঁ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পাদযুগে গান॥ ইতি শ্রীআদি খণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

জয়২ মহা মহেশ্বর গৌরচন্দ্র। জয়২ বিশ্বম্ভর প্রিয় ভক্ত বৃন্দ॥ জয় জগন্নাথ শচীপুত্র সর্ব্বপ্রাণ। কৃপাদৃষ্টে কর প্রভু সর্ব্বজীব ত্রাণ॥ হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌর সুন্দর। বাল্য লীলাছলে করে প্রকাশ বিস্তর॥ নিরন্তর চপলতা করে শিশুসনে। মায়ে শিক্ষাইলেও প্রবোধ নাহি মানে॥ শিক্ষাইলে হয় আর দ্বিগুণ চঞ্চল। গৃহে যতপায় তাহা ভাঙ্গয়ে সকল॥ ভয়ে আর কিছুনা বোলয়ে বাপ মায়। স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ খেলায় লীলায়॥ আদিখণ্ড কথা যেন অমৃত শ্রবণ। জহি শিশু রূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ॥ পিতা মাতা কাহারে না করে প্রভু ভয়। বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয়॥ প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান। আজন্ম বিরক্ত সর্ব্ব গুণের নিধান॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে সকলে বাখানে বিষ্ণু ভক্তি। খণ্ডিতে তাহার ব্যাখ্যা নাহি কার শক্তি॥ শ্রবণ বদন মনে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণে। কৃষ্ণ ভক্তিবিনা আর নাবোলে না শুনে॥ অনুজের দেখি অতি বিলক্ষণরীত। বিশ্বরূপ মনে গুণে হইয়া বিস্মিত॥ এবালক কভুনহে প্রাকৃত ছাওয়াল। রূপে আচরণে যেন শ্রীবাল গোপাল॥ যত অমানুষি কর্ম্ম নিরবধি করে। এবুঝি খেলেন কৃষ্ণ ইহান শরীরে॥ এইমত চিন্তে বিশ্বরূপ মহাশয়। কাহারে না ভাঙ্গে কথা স্বকর্ম্ম করয়॥ নিরবধি থাকে সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ পূজারঙ্গে॥ জগত প্রমত্ত ধনপুত্র মিথ্যারসে। দেখিলে বৈষ্ণবমাত্র করে উপহাসে॥ আর্জ্জা তর্জ্জা পড়েসব বৈষ্ণব দেখিয়া। যতি সতি তপস্বীও যাইব মরিয়া। তারে বলি সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে। দশবিশ জন যার আগে পাছেনড়ে॥ এত যে গোসাঞিঃ ভাবে করয়ে ক্রন্দন। তবুত দারিদ্র দুঃখ না হয় খণ্ডন॥ ঘনং হরি হরি বলি ছাড়ে ডাক। ক্রুদ্ধহবে গোসাঞিঃ সে পড়িবে বিপাক॥ এইমত বলে কৃষ্ণভক্তি শূন্য জন। শুনি মহাদুঃখ পায় ভাগবতগণ॥ কোথাও না শুনে কেহ কৃষ্ণের কীর্ত্তন। দগ্ধদেখে সকল সংসার অনুক্ষণ॥ দুঃখ বড় পায় বিশ্ব

ৰূপ ভগবান। না শুনে অভীষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রের আখ্যান॥ গীতা ভাগবত যে যেজনে বা পড়ায়। কৃষ্ণ ভক্তি ব্যাখ্যাকার না আইসে জিহ্বায়॥ কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে। ভক্তিহেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে॥ অদ্বৈত আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ। জীবের কুমতি দেখি করয়ে ক্রন্দন॥ দুঃখে বিশ্বৰূপ প্রভু গুণে মনে মনে। না দেখিব লোক মুখ চলিবাঙ বনে॥ উষঃকালে বিশ্বৰূপ করি গঙ্গাস্নান। অদ্বৈত সভায় আসি হয় উপস্থান॥ সর্ব্বশাস্ত্রে বাখানয়ে কৃষ্ণভক্তি সার। শুনিয়া অদ্বৈত সুখে করয়ে হুঙ্কার॥ পূজাছাড়ি বিশ্বৰূপে ধরি করে কোলে॥ আনন্দে বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে॥ কৃষ্ণানন্দ ভক্তগণ করে সিংহনাদ। কার চিত্তে আর নাহি স্ফুরয়ে বিষাদ॥ বিশ্বৰূপ ছাড়ি কেহ নাহি যায় ঘরে। বিশ্বৰূপ না আইসে আপন মন্দিরে॥ রন্ধন করিয়া শচী বোলে বিশ্বম্ভরে। তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে॥ মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত সভায়। প্রভু আইসেন জ্যেষ্ঠ নিবার ছলায়॥ আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণব মণ্ডল। অন্যোন্যে করে কৃষ্ণ কথার মঙ্গল॥ আপন প্রস্তাপ শুনি শ্রীগৌরসুন্দর। সভারে করেন শুভদৃষ্টি মনোহর॥ প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবন্যের সীমা। কোটিচন্দ্র নহে এক নখের উপমা॥ দিগম্বর সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূষর। হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করয়ে উত্তর॥ ভোজনে আইস ভাই ডাকয়ে জননী। অগ্রজ বসনধরি চলয়ে আপনি॥ দেখি সে মোহন ৰূপ সর্ব্ব ভক্তগণ। চকিত হইয়া সভে করে নিরীক্ষণ॥ সমাধির প্রায় হই চাহে ভক্তগণে। কৃষ্ণের কথন কারু না আইসে বদনে॥ প্রভু দেখি ভক্তমোহ স্বভাবেই হয়। বিনি অনুভবেও দাসের চিত্তনয়॥ প্রভুও আপন ভক্তের চিত্ত হরে। একথা বুঝিতে অন্যজন নাহি পারে॥ এরহস্য বিদিত করিলা ভাগবতে। পরিক্ষীত শুনিলেন শুকদেব হৈতে॥ প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান। শুক পরিক্ষীতের সংবাদ অনুপম॥ এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে। শিশু সঙ্গে গৃহে২ ক্রীড়া করি বুলে॥ জন্মহৈতে প্রভুরে সকল গোপীগণে। নিজপুত্র হইতেও স্নেহ করে মনে॥ যদ্যপি ঈশ্বর বুদ্ধে না জানে কৃষ্ণেরে। স্বভাবেই পুত্রহৈতে বড়স্নেহ করে॥ শুনিয়া বিস্মিত বড় রাজা পরিক্ষীত। শুকস্থানে জিজ্ঞাসেন হই পুলকিত॥ পরম অদ্ভুত কথা কহিলে গোসাঞি। ত্রিভুবনে এমত কোথাও শুনি নাই॥ নিজপুত্র হৈতে পরতনয় কৃষ্ণেরে। কহদেখি সেহহইল কেমন প্রকারে। শ্রীশুকে কহেন শুন রাজ পরীক্ষিত। পরমাত্মা সর্ব্বদেহে বল্লব বিদিত॥ আত্মা বিনে বিফল সে যত বন্ধুগণ॥ গৃহে হৈতে বাহির করয়ে ততক্ষণ॥ অতএব পরমাত্মা সভার জীবন। সেই পরমাত্মা এই শ্রীনন্দনন্দন॥ অতএব পরমাত্মা সভার কারণে। কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে॥ এহোকথা ভক্তপ্রতি অন্যপ্রতি নয়। অন্যথা জগতে কেনে স্নেহ না করয়॥ কংসাদির আত্মা কৃষ্ণ তবে হিংসে কেনে। পূর্ব্বে অপরাধ আছে তাঁহার কারণে॥ সহজে শর্করা মিষ্ট সর্ব্বজনে জানে। কেহ তিক্ত বাসে জিহ্বা দোষের

কারণে ॥ জিহ্বা রসে দোষ শর্করার দোষ নাঞি। এই মত সর্ব্ব মিষ্ট চৈতন্য গোঁ সাঞি ॥ সেই নবদ্বীপেত দেখিল সর্ব্বজনে। তথাপিহ কেহ না জানিল ভক্ত বিনে ॥ ভক্তের চিত্ত প্রভু হরে সর্ব্বথায়। বিহরয়ে নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায় ॥ মোহিয়া স ভার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর। অগ্রজ লইয়া চলিলেন নিজঘর ॥ মনে২ চিন্তয়ে অদ্বৈত মহাশয়। প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয় ॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রতি কহিলা অ দ্বৈত। কোন বস্তু এ বালক না জানি নিশ্চিত ॥ প্রসংশিতে লাগিলেন সর্ব্ব ভক্ত গণ। অপূর্ব্ব শিশুর রূপ লাবন্য কথন ॥ নামে মাত্র চলিলেন বিশ্বরূপ ঘরে। পুন আইলেন শীঘ্র অদ্বৈত মন্দিরে ॥ না ভাব সংসার সুখ বিশ্বরূপ মনে। নির বধি থাকে কৃষ্ণ আনন্দ কীর্ত্তনে ॥ গৃহে আইলেও গৃহ ব্যভার না করে। নিরবধি থাকে বিষ্ণু গৃহের ভিতরে ॥ বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতা মাতা। শুনি বিশ্ব রূপ বড় পায় মনে ব্যথা ॥ ছাড়িব সংসার বিশ্বরূপ মনে ভাবে। চলিবাঙ বনে মাত্র এই মনে জাগে ॥ ঈশ্বরের চিত্ত বিত্ত ঈশ্বর সে জানে। বিস্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কত দিনে ॥ জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য। চলিলা অনন্ত পথে বৈষ্ণবাগ্র গণ্য ॥ চলিলেন যদি বিস্বরূপ মহাশয় ॥ শচী জগন্নাথ দগ্ধ হইলা হৃদয় ॥ গো ষ্ঠীসহ ক্রন্দন করয়ে ঊর্দ্ধ রায়। ভাইর বিরহে মূর্চ্ছাগেলা গৌর রায় ॥ সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি। হইল ক্রন্দন ময় জগন্নাথপুরী ॥ বিশ্বরূপ সন্ন্যাস শুনিয়া ভক্তগণ। অদ্বৈতাদি সভে বহু করিলা ক্রন্দন ॥ উত্তম মধ্যম যে শুনিল নদীয়ায়। হেন নাহি যে শুনিয়া দুঃখ নাহি পায় ॥ জগন্নাথ শচীর বিদীর্ণ হয় বুক। নিরন্তর ডাকে বিস্বরূপ বিস্বরূপ ॥ পুত্র শোকে মিশ্রচন্দ্র হইলা বিহ্বল। প্রবোধ করয়ে বন্ধু বান্ধব সকল ॥ স্থির হও মিশ্র কেন দুঃখ ভাব মনে। সর্ব্ব গোষ্ঠী উদ্ধা রিল সেই মহা জনে ॥ গোষ্ঠীতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস। ত্রিকোটি কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস ॥ হেন কর্ম্ম করিলেন নন্দন তোমার। সফল হইল বিদ্যা সকল তাহার ॥ আনন্দ বিশেষ আরো করিতে জুয়ায়। এত বলি সকলে ধরয়ে হাতে পায় ॥ এই কুল ভুষণ তোমার বিস্বম্ভর। এই পুত্র তোমার হইবে বংশধর ॥ ইহা হইতে সর্ব্ব দুঃখ ঘুচিবে তোমার। কোটি পুত্রে কি করিবে এ পুত্র যাহার ॥ এই মতে সভে বুঝায়েন বন্ধুগণ। তথাপি মিশ্রের দুঃখ না হয় খণ্ডন ॥ যেতেমতে ধৈর্য্য করে মিশ্র মহাশয়। বিস্বরূপ গুণ স্মরি ধৈর্য্য পাশরয়। মিশ্র বলে এই পুত্র রহিবেক ঘরে। ইহাতে প্রত্যয় মোর না হয় অন্তরে ॥ দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র নি লেন কৃষ্ণ সে। যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা হইল সেইসে ॥ স্বতন্ত্র জীবের তিলার্দ্ধেক শক্তি নাঞি। দেহেন্দ্রিয় কৃষ্ণ সমর্পিল তোমা ঠাঞি ॥ এই মতে জ্ঞানযোগে মিশ্র মহা ধীর। অল্পে২ চিত্ত বিত্ত করিলেন স্থির ॥ হেন মতে বিস্বরূপ হইলা বাহির। নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর। যে শুনয়ে বিস্বরূপ প্রভুর সন্ন্যাস। কৃষ্ণ ভক্তি হয় তার ছিণ্ডে কর্ম্ম পাশ ॥ বিশ্বরূপ সন্ন্যাস শুনিয়া ভক্তগণ। হরিষ বিষাদ সভে

ভাবে অনুক্ষণ ॥ যেবাছিল স্থান কৃষ্ণ কথা কহিবার। তাহা কৃষ্ণ হরিলেন আমা সভাকার ॥ আমরাও না রহিব চলিবাঙ বনে। এ পাপীষ্ঠ লোক মুখ না দেখি যে খানে॥ পাষণ্ডীর বাক্য জ্বালা সহিব বা কত। নিরন্তর অসৎপথে সব লোক রত ॥ কৃষ্ণ হেন নাম নাহি শুনি কার মুখে। সকল সংসার ডুবি মরে মিথ্যা সুখে॥ বুঝাইলে কেহ কৃষ্ণ নাম নাহি লয়। উলটিয়া আরো উপহাস সে করয় ॥ কৃষ্ণ ভক্তি তোমার হইল কোন সুখ। মাগিয়া সে খাও আরো বাঢে যত দুঃখ॥ যোগ্যনহে এসব লোকের সনে বাস। বনে চলিবাঙ বলি সভে ছাড়ে শ্বাস ॥ প্রবোধেন সভারে অদ্বৈত মহাশয়। পাইবা পরমানন্দ সভাই নিশ্চয় ॥ এবে মুঞি বড় বাস হৃদয়ে উল্লাস। হেন বুঝি কৃষ্ণচন্দ্র হইলা প্রকাশ॥ সভে কৃষ্ণ গাইবে সে পরম হরিষে। এথাই দেখিবে কৃষ্ণ কথোক দিবসে॥ তোমাসভা লঞা হৈব কৃষ্ণের বিলাস। তবে সে অদ্বৈত হও শুদ্ধ কৃষ্ণদাস॥ কদাচিত যাহা পায় শুক বা প্রহ্লাদ। তোসভার ভৃত্যেতে পাইবে সে প্রসাদ॥ শুনি অদ্বৈতের অতি অমৃত বচন। পরানন্দে হরি বলে সব ভক্তগণ॥ হরি বলি ভক্তগণ করয়ে হুঙ্কার। শুদ্ধময় চিত্ত বিত্ত হইল সভার ॥ শিশু সঙ্গে ক্রীড়া করে শ্রীগৌর সুন্দর। হরিধ্বনি শুনি যায় বাড়ির ভিতর ॥ কি কার্য্যে আইলা বাপ বলে ভক্তগণে। প্রভু বলে তোমরা ডাকিলে মোরে কেনে॥ এত বলি প্রভু শিশু সঙ্গে ধাঞা যায়। তথাপি না চিনে কেহো তাহান মায়ায়॥ যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির। তদবধি প্রভু চিত্তে হইলা সুস্থির ॥ নিরবধি থাকে পিতা মাতার সমীপে। দুঃখ পাসরায় সুখে জননী জনকে॥ খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে। তিলার্দ্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে॥ এক বার যে সূত্রে পড়িয়া প্রভু যায়। আর বার উলটিয়া সভারে ঠেকায়॥ দেখিয়া অপূর্ব্ব বুদ্ধি সভেই প্রসংশে। সভে বলে ধন্য পিতা মাতা হেন বংশে॥ সন্তোষে কহেন সভে জগন্নাথ স্থানে। তুমিত কৃতার্থ মিশ্র এহেন নন্দনে॥ এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে। বৃহস্পতি জিনিয়া হইব বিদ্যাবানে॥ শুনিলেই সর্ব্ব অর্থ আপনে বাখানে। তার ফাকি বাখানিতে নারে কোন জনে॥ শুনিয়া পুত্রের গুণ জননী হরিষ। মিশ্র পুন চিত্তে বড় হয় বিমরিষ॥ শচীপ্রতি বলে জগন্নাথ মিশ্রবর। এই পুত্র নারহিব সংসার ভিতর॥ এইমত বিশ্বরূপ পড়ি সর্ব্ব শাস্ত্র। জানিল সংসার সত্য নহে তিলমাত্র॥ সর্ব্বশাস্ত্র মর্ম্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর। অনিত্য সংসার হৈতে হইলা বাহির॥ এই যদি সর্ব্ব শাস্ত্রে হৈবে গুণবান। ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পয়ান॥ এই পুত্র সবে দুই জনের জীবন। ইহা না দেখিলে দুই জনের মরণ॥ অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাঞি। মূর্খ হৈয়া ঘরে মোর রহুক নিমাঞি॥ শচীবোলে মূর্খ হৈলে জীবেক কেমনে। মূর্খরে কন্যাও নাহি দিবে কোন জনে॥ মিশ্রবোলে তমিত অবোধ বিপ্রসুতা। হর্ত্তা কর্ত্তা পিতা কৃষ্ণ সভার রক্ষিতা॥ জগত পোষণ করে জগতের নাথ। পণ্ডিতে পোষয়ে কেবা কহিল তো

মাত॥ কিবা মূর্খ কি পণ্ডিত যাহার যেখানে। কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ সে হৈবে আপনে॥ কুল বিদ্যা আদি উপলক্ষণ সকল। সভারে পোষয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্ব বল॥ সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমাত। পড়িয়াও আমার ঘরেতে নাহি ভাত॥ ভাল মতে বর্ণ উচ্চারিতে যেবা নারে। সহস পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে॥ অতএব বিদ্যা আদি না করে পোষণ। কৃষ্ণ সে সভার করে পোষণ পালন॥ *॥ তথাহি॥ অনয়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনং। অনারাধিত গোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ॥ *॥ অনায়াসে মরণ জীবন দুঃখ বিনে। কৃষ্ণ সেবিলে সে হয় নহে বিদ্যা ধনে॥ কৃষ্ণ কৃপাবিনে নহে দুঃখের মোচন। থাকিলে বা বিদ্যা কুল কোটি কোটি ধন॥ যার গৃহে আছয়ে সকল উপভোগ। তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন এক রোগ॥ কিছু বিলসিতে নারে দুঃখে পুড়ি মরে। যার নাহি তাহাহৈতে দুঃখি বলি তারে॥ এতেকে সে জানিহ থাকিলে কিছু নয়। যারে যেন কৃষ্ণ আজ্ঞা সেই সত্য হয়॥ এতেকে না কর চিন্তা পুত্র প্রতি তুমি। কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র কহিলাম আমি॥ যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার। তাবত তিলেক চিন্তা নাহিক উহার॥ আমার সভারে কৃষ্ণ আছেন রক্ষিতা। কিবা চিন্তা তুমি যার মাতা পতিব্রতা॥ পড়িয়া নাহিক কার্য্য বলিল তোমারে। মূর্খহউ পুত্র মোর রহু মাত্র ঘরে॥ এত বলি পুত্রেরে ডাকিল বিপ্রবর। পুত্রে বোলে শুন বাপ আমার উত্তর॥ আজিহৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার। ইহাতে অন্যথা কর শপথ আমার॥ যে তোমার ইচ্ছা বাপ তাহা দিব আমি। গৃহে বসি পরম মঙ্গলে থাক তুমি॥ এত বলি মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর। পড়িতে না পায় প্রভু চিন্তয়ে অন্তর॥ নিত্য ধর্ম্ম সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। না লংঘে জনক বাক্য পড়িতে না যায়॥ অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যারস ভঙ্গে। পুন প্রভু উদ্ধত হইলা শিশুসঙ্গে॥ কিবা নিজ ঘরে প্রভু কিবা পর ঘরে। যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে অপচয় করে॥ নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে। সর্ব্বরাত্রি শিশুসঙ্গে নানা ক্রীড়া করে॥ কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ দুই শিশু মেলি। বৃষ প্রায় হইয়া চলয়ে কুতূহলী॥ যার বাড়ি কলাবন দেখি থাকে দিনে। রাত্রি হৈলে বৃষ হৈয়া ভাঙ্গয়ে আপনে॥ গরু জ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে হায় হায়। জাগিলে গৃহস্থ শিশু সংহতি পলায়॥ কারো ঘরে দ্বারদিয়া বান্ধয়ে বাহিরে। লগীগুর্ব্বি গৃহস্থ করিতে নাহি পারে॥ কেবা জন দুয়ার করয়ে হায়হায়। ডাকিলা গৃহস্থ প্রভু উঠিয়া পালায়॥ এই মত রাত্রিদিনে ত্রিদশের রায়। শিশুগণ সঙ্গে ক্রীড়াকরে সর্ব্বথায়॥ এতেক চাঞ্চল্য করে প্রভু বিশ্বম্ভর। তথাপিও মিশ্র কিছু না করে উত্তর॥ এক দিন মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর। পড়িতে না পায় প্রভু ক্রোধিত অন্তর॥ বিষ্ণু নৈবেদ্যের যত বর্জ্য হাণ্ডিগণ। বসিলেন প্রভু হাঁড়ি করিয়া আসন॥ এবড় নিগুঢ় কথা শুন এক মনে। কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধ হয় ইহার শ্রবণে॥ বর্জ্য হাঁড়িগণ সব করি সিংহাসন।

তথি বসি হাসে গৌরসুন্দর বদন ॥ লাগিল হাঁড়ির কালি সব গৌর অঙ্গে। কনক পুতলি যেন হাসে বহু রঙ্গে ॥ শিশুগণ জানাইল গিয়া শচী স্থানে। নিমাঞিও বসিয়া আছে হাঁড়ির আসনে ॥ মায়ে আসি দেখিয়া করয়ে হায় হায়। এস্থানেতে বাপ বসিয়ারে কি যুয়ায় ॥ বর্জ্য হাঁড়ি ইহাসব পরশিলে স্নান। এতদিনে তোমার কি না জন্মিল জ্ঞান ॥ প্রভু বোলে তোরা মোরে না দিশ পড়িতে। ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিবে কেমতে ॥ মূর্খ আমি না জানিয়ে ভালমন্দ স্থান। সর্ব্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় জ্ঞান ॥ এত বলি হাসে বর্জ্য হাঁড়ির আসনে। দত্তাত্রয় ভাব প্রভু হইলা তখনে ॥ মায়ে বোলে তুমি যে বসিলে মন্দ স্থানে। এবে তুমি পবিত্র বা হইবে কেমনে ॥ প্রভু বোলে মাতা তুমি বড় শিশু মতি। অপবিত্র স্থানে মোর কভু নহে স্থিতি ॥ যথা মোর স্থিতি সেই সর্ব্ব তীর্থ স্থান। গঙ্গা আদি সর্ব্ব তীর্থ তহি অধিষ্ঠান ॥ আমার সে কাল্পনিক শুচি বা অশুচি। শ্রেস্টারে কি দোষ আছে মনে ভাব বুঝি ॥ লোক বেদরীতে যদি অশুদ্ধ বা হয়। আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধ তারয় ॥ এসব হাঁড়িতে মূলে নাহিক দূষণ। তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি করিলা রন্ধন ॥ বিষ্ণুর রন্ধন হাঁড়ি কভু দুষ্টনয়। এ হাঁড়ি পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয় ॥ এতেকে আমার বাস নহে মন্দ স্থানে। সভার শুদ্ধিতা মোর পরশ কারণে ॥ বাল্য ভাবে সর্ব্বতত্ত্ব কহি প্রভু হাসে। তথাপি না বুঝে কেহো তার মায়া বশে ॥ সভেই হাসেন শুনি শিশুর বচন। স্নান আসি কর শচী বলেন বচন ॥ না আইসে প্রভু সেই খানে বসি হাসে। শচী বোলে ঝাট আইস বাপে জানে পাছে ॥ প্রভু বোলে যদি মোরে না দেহ পড়িতে। তবেমুঞিও নাহিজাঙ কহিল তোমাতে ॥ সভেই ভৎসেন ঠাকুরের জননীরে। সভে বোলে কেন নাহি দেহ পড়িবারে ॥ যত্ন করি কেহ নিজ পুত্ত্রেরে পড়ায়। কত ভাগ্যে পড়িতে আপনে শিশু চায় ॥ কোন শত্রু হেন বুদ্ধি দিলা বা তোমারে। ঘরে মূর্খ করি পুত্ত্র রাখিবার তরে ॥ ইহাতে শিশুর দোষ তিলাৰ্দ্ধেকো নাঞিও। সভেই বলেন বাপ আইস নিমাঞি ॥ আজি হৈতে তুমি যদি না পাও পড়িতে। তবে অপচয় তুমি কর ভাল মতে ॥ না আইসে প্রভু সেই খানে বসি হাসে। সুকৃতি সকল সুখ সিন্ধু মাঝে ভাসে ॥ আপনে ধরিয়া শিশু আনিলা জননী। হাসে গৌরচন্দ্র যেন ইন্দ্র নীলমণি ॥ তত্ত্ব কহিলেন প্রভু দত্তাত্রয় ভাবে। না বুঝিল কেহ বিষ্ণু মায়ার প্রভাবে ॥ স্নান করাইল লঞা শচী পুণ্যবতী। হেন কালে আইলেন মিশ্র মহামতি ॥ মিশ্র স্থানে কহিলেন শচী সব কথা। পড়িতে না পায় পুত্ত্র মনে ভাবে ব্যথা ॥ সভেই বলেন মিশ্র তুমিত উদার। কার বোলে পুত্ত্র নাহি দেহ পড়িবার ॥ যে করিবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়। চিন্তা পরিহরি দেহ পড়িতে নির্ভয় ॥ ভাগ্যসে বালকে চাহে আপনে পড়িতে। ভালদিনে যজ্ঞসূত্র দেহ ভাল মতে ॥ মিশ্র বোলে তোমারা পরম বন্ধুগণ। তোমরা যে বল সেই আমার বচন ॥ অ

লৌকিক দেখিয়া শিশুর সব কর্ম্ম। বিস্ময় ভাবেন কেহো নাহি জানে মর্ম্ম॥ মধ্যে২ কোন জন বড় ভাগ্যবানে। পূর্ব্বে কহি রাখিয়াছে জগন্নাথ স্থানে॥ প্রাকৃত বালক কভু এ বালক নহে। যত্নকরি এ বালক রাখিহ হৃদয়ে॥ নিরবধি গুপ্ত ভাবে প্রভু কেলি করে। বৈকুণ্ঠ নায়ক দ্বিজ অঙ্গনে বিহরে॥ পড়িতে পাইলা প্রভু বাপের আদেশ। হইলেন মহা প্রভু আনন্দ বিশেষ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ পহু জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি শ্রীআদিখণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।*।৬।*॥ জয়২ কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর। জয় জগন্নাথ শচী গৃহে শশোধর॥ জয় জয় নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ। জয়২ সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের নিধান॥ ভক্তগোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয়২। শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তিলভ্য হয়॥ হেন মতে মহা প্রভু জগন্নাথ ঘরে। নিগুঢ়ে আছেন কেহো চিনিতে না পারে॥ বাল্য ক্রীড়া নাম যত হয় পৃথিবীতে। সকল খেলায় প্রভু কে পারে কহিতে॥ বেদ দ্বারে ব্যক্ত হৈবে সকল পুরাণে। কিছু শেষে জানিব সকল ভাগ্যবানে॥ এই মতে গৌর চন্দ্র বাল্য রসে ভোলা। যজ্ঞোপবিতের কাল আসিয়া মিলিলা॥ যজ্ঞসূত্র পুত্রেরে দিবারে মিশ্রবর। বন্ধুবর্গ ডাকিয়া আনিলা নিজ ঘর॥ পরম হরিষে সভে আসিয়া মিলিলা। যার যেন যোগ্য কার্য্য করিতে লাগিলা॥ স্ত্রীগণেতে জয় দিয়া কৃষ্ণ গুণ গায়। নটগণে মৃদঙ্গ সানাঞি বংশী বায়॥ বিপ্রগণে বেদ পড়ে ভাটে কায়বার। শচী গৃহে হইল আনন্দ অবতার॥ যজ্ঞসূত্র ধরিলেন শ্রীগৌর সুন্দর। শুভযোগসকল আইলশচী ঘর॥ শুভমাস শুভদিন শুভক্ষণ করি। ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ শোভিল শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র মনোহর। সূক্ষ্মরূপে শেষে বা বেঢিলা কলেবর॥ হইলা বামন রূপ প্রভু গৌরচন্দ্র। দেখিতে সভার বাড়ে পরম আনন্দ॥ অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্যতেজে দেখি সর্ব্বগণে। নর জ্ঞান আর কেহো নাহি করে মনে॥ হাতে দণ্ড কান্ধে ঝুলি শ্রীগৌর সুন্দর। ভিক্ষা করে প্রভু সব সেবকের ঘর॥যার যথা শক্তি ভিক্ষা সভাই সন্তোষে। প্রভুর ঝুলিতে দিয়া নারীগণ হাসে॥ দ্বিজপত্নী রূপধরি ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী। যত পতিব্রতা মুনিবর্গের গৃহিণী॥ শ্রীবামন রূপ প্রভুর দেখিয়া সন্তোষে। সভেই ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া২ হাসে॥ প্রভুও করেন শ্রীবামন রূপ লীলা। জীবের উদ্ধার লাগি এসকল খেলা॥ জয়২ শ্রীবামন রূপ গৌরচন্দ্র। দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥ যে শুনে প্রভুর যজ্ঞসূত্রের গ্রহণ। সে পায় চৈতন্যচন্দ্র চরণে শরণ॥ হেন মতে বৈকুণ্ঠ নায়ক শচী ঘরে। বেদের নিগুঢ় লীলারস ক্রীড়া করে॥ ঘরে সর্ব্ব শাস্ত্রের বুঝিয়া সমীহিত। গোষ্ঠী মাঝে পড়িতে প্রভুর হৈলা চিত॥ নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক শিরোমণি। গঙ্গাদাস পণ্ডিত যে হেন সান্দীপণি॥ ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববীত। তাঁরঠাঞি পড়িতে প্রভুর সমীহিত॥ বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর। পুত্র সঙ্গে গেলা গঙ্গাদাস বিপ্রঘর॥ মিশ্র দেখি গঙ্গাদাস সংভ্রমেউঠিলা॥ আলিঙ্গন করি এক

আসনে বসিলা॥ মিশ্র বোলে পুত্র আমি দিল তোমা স্থানে। পড়াইবা শুনাই বা সকল আপনে॥ গঙ্গাদাস বলে বড় ভাগ্য সে আমার। পড়াইমু যত শক্তি আছয়ে আমার॥ শিষ্য দেখি পরম আনন্দ গঙ্গাদাস। পুত্র প্রায় করিয়া রাখিল নিজ পাশ॥ যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেণ। সকৃৎ শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন॥ গুরুর সকল ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন। পুনর্ব্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন॥ সহস্র২ শিষ্য পড়ে যত জন॥ হেন কার শক্তি নাহি দিবারে দূষণ॥ দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত। সর্ব্বশিষ্য শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত॥ যতপড়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে। সভাকারে ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে॥ শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীকমলাকান্ত নাম। কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান॥ সভারে চালেন প্রভু ফাকি জিজ্ঞাসিয়া। শিশুজ্ঞানে কেহ কিছু না বোলে হাসিয়া॥ এই মত প্রতিদিন পড়িয়া শুনিয়া। গঙ্গাস্নানে যান নিজ বয়স্য লইয়া॥ পড়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপ পুরে। পড়িয়া মধ্যাহ্নে সভে গঙ্গাস্নান করে॥ একো অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ। অন্যান্যে কলহ করেন অনুক্ষণ॥ প্রথম বয়স প্রভুর স্বভাব চঞ্চল। পড়ুয়াগণের সহ করয়ে কুন্দল॥ কেহোবলে তোর গুরু কিবা বুদ্ধি তার। কেহ বলে এই দেখ আমি শিষ্য যার॥ এইমত অল্পে২ হয় গালাগালি। তবে জল ফেলাফেলি তবে দেয় বালি॥ তবে হয় মারামারি যে যাহারে পারে। কর্দ্দম ফেলিয়া কারো গায়ে কেহ মারে॥ রাজার দোহাই দিয়া কেহো কারে ধরে। মারিয়া পলায় কেহ গঙ্গার ওপারে॥ এত হুড়াহুড়ি করে পড়ুয়া সকল। কাদা বালিময় সব হয় গঙ্গাজল॥ জল ভরিবারে নাহি পারে নারীগণ। না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মণ সজ্জন॥ পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়। এই মত প্রভু প্রতি ঘাটে ঘাটে যায়॥ প্রতি ঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই। ঠাকুর কলহ করে প্রতিঠাঞি২॥ প্রতি ঘাটে যায় প্রভু গঙ্গায়ে সাঁতারি। একো ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি॥ যত২ প্রামাণিক পড়য়ারগণ। তারা বলে কলহ করহ কি কারণ॥ জিজ্ঞাসা করহ বুঝি কার কোন বুদ্ধি। বৃত্তি পাঁজি টীকার কে জানে দেখি শুদ্ধি॥ প্রভু বোলে ভাল ভাল এই কথা হয়। জিজ্ঞাসুক আমারে যাহার চিত্তে লয়॥ কেহ বলে এতকেনে কর অহঙ্কার। প্রভু বোলে জিজ্ঞাসহ যে চিত্তে তোমার॥ ধাতু সূত্র বাখানহ বলেসে পড়য়া। প্রভু কহে বাখানি যে শুন মনদিয়া॥ সর্ব্ব শক্তি সমন্বিত প্রভু ভগবান। করিলেন সূত্র ব্যাখ্যা যে হয় প্রমান॥ ব্যাখ্যা শুনি সভে বলে প্রশংসা বচন। প্রভু বোলে এবে শুন করিযে খণ্ডন॥ যত বাখানিল তাহা দূষিল সকল। প্রভু বোলে স্থাপ এবে কার আছে বল॥ চমৎকার সভেই চিন্তেন মনেমন। প্রভু বোলে শুন ত্রবে কবিত্র স্থাপন॥ পুনহেন ব্যাখ্যা করিলেন গৌরচন্দ্র। সর্ব্ব মতে সুন্দর কোথাও নাহি মন্দ॥ যত সব প্রমাণিক পড়ুয়ারগণ। সন্তোষে সভেই করিলেন আলিঙ্গন॥ পড়ুয়া সকল বোলে আজি ঘরে

যাও। কালি যে জিজ্ঞাসি তাহা বলিবারে চাও॥ এই মত প্রতি দিন জাহ্নবীর জলে। বৈকুণ্ঠ নায়ক বিদ্যা রসে খেলা খেলে॥ এই ক্রীড়া লাগিয়া সর্ব্বজ্ঞ বৃহস্পতি। শিষ্য সহ নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি॥ জলক্রীড়া করে প্রভু শিশুগণ সঙ্গে। ক্ষণে২ গঙ্গার ওপার হয় রঙ্গে। বহু মনোরথ পূর্ব্বে আছিল গঙ্গার। যমুনায় দেখি কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার॥ কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য। নিরবধি গঙ্গা এই করেন শালাঘ্য॥ যদ্যপিও গঙ্গা অজভবাদি বন্দিতা। তথাপিও যমুনার পদসে বাঞ্ছিতা॥ বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর। জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর॥ করি বহুবিধ ক্রীড়া জাহ্নবীর জলে। গৃহে আইলেন গৌরচন্দ্র কুতূহলে॥ যথাবিধি করি প্রভু শ্রীবিষ্ণুপূজন। তুলসীরে জলদিয়া করেন ভোজন॥ ভোজন করিয়া মাত্র প্রভু সেই ক্ষণে। পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জ্জনে॥ আপনে করেন প্রভু সুত্রের টিপনি। ভুলিলা পুস্তক রসে সর্ব্ব দেব মণি॥ দেখিয়া আনন্দে ভাষে মিশ্র মহাশয়। হরিষেতে রাত্রিদিন কিছু নাজানয়॥ দেখিতে২ জগন্নাথ পুত্র মুখ। তিলে২ পায় অনির্ব্বচনীয় সুখ॥ যেমতে পুত্রের রূপ মিশ্র করে পান। স্বশরীরে সাযুজ্য হইল কিবা তান॥ সাযুজ্যাবা কোন উপাধিক সুখ তানে। সাযুজ্যাদি সুখ মিশ্র তুচ্ছ করি মানে॥ জগন্নাথমিশ্র পায় বহুনমস্কার। অনন্তব্রহ্মাণ্ড নাথ পুত্ররূপ যার॥ এইমত মিশ্রচন্দ্র দেখিতে পুত্রেরে। নিরবধি ভাষে বিপ্র আনন্দ সাগরে॥ কামদেব জিনিয়া প্রভু সেরূপবান। প্রতি অঙ্গে অঙ্গের লাবন্য অনুপাম॥ ইহা দেখি মিশ্রচন্দ্র চিন্তেন অন্তরে। ডাকিনী দানবে পাছে পুত্রে বলকরে॥ ভয়ে মিশ্র পুত্র সমর্পয়ে কৃষ্ণস্থানে। হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র আড়ে থাকি শুনে॥ মিশ্র বোলে কৃষ্ণ তুমি রক্ষিতা সভার। পুত্র প্রতি শুভদৃষ্টি করিবে আমার॥ যে তোমার চরণ কমল স্মৃতি করে। কভু বিঘ্ন না আইসে তাহার মন্দিরে॥ তোমার স্মরণ হীন যো যেপাপ স্থান। তথায়ে ডাকিনী ভূত প্রেত অধিষ্ঠান॥ তথাহি॥ ন যত্র শ্রবণ দীনিরক্ষো ঘানি স্বকর্ম্মসু। কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতু ধান্যশ্চ তত্রহি॥ আমি তোর দাস প্রভু যতেক আমার। রাখিবা আপনে তুমি সকল তোমার॥ অতএব যত আছে বিঘ্নবা সঙ্কট। না আসুক প্রভু মোর পুত্রের নিকট॥ এইমত নিরবধি মিশ্র জগন্নাথ। একচিত্তে বরমাগে তুলি দুই হাত॥ দৈবে একদিন স্বপ্নে দেখে মিশ্রবর। হরিষ বিষাদ বড় হইলা অন্তর॥ স্বপ্ন দেখি স্তবপড়ি দণ্ডবত করে। হে গোবিন্দ নিমাঞিঃ রহুক মোর ঘরে॥ সবে এক বর কৃষ্ণ মাগোঁ তোর ঠাঞি। গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি॥ শচী জিজ্ঞাসয়ে বড় হইয়া বিস্মিত। এসকল বর কেনে মাগ আচম্বিত॥ মিশ্র বলে আজি আমি দেখিনু স্বপন। নিমাঞি করিয়াছে যেন শিখার মণ্ডন॥ অদ্ভুত সন্ন্যাসী বেশ কহনে নাযায়। হাসে নাচে কান্দে কৃষ্ণ বলিয়া সদায়॥ অদ্বৈত আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ। নিয়াঞি

বেড়িয়া সভে করেন কীর্ত্তন ॥ কখন নিমাঞি বৈসে বিষ্ণুর খট্টায়। চরণ তুলি য়াদেয় সভার মাথায় ॥ চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ সহস্র বদন। সভেই গায়েন জয় শ্রীশচী নন্দন ॥ মহাভয়ে চতুর্দ্দিগে সভে স্তুতি করে। দেখিয়া আমার মুখে বাক্য নাহি স্ফুরে ॥ কতক্ষণে দেখি কোটি কোটি লোক লইয়া। নিমাই বুলেন প্রতি নগরে নাচিয়া ॥ লক্ষকোটি লোক নিমাঞির পাছে ধায়। ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া সভে হরি ধ্বনি গায়। চতুর্দ্দিগে শুনি মাত্র নিমাঞির স্তুতি। নীলাচলে যায় সর্ব্ব ভক্তের সংহতি ॥ এই স্বপ্ন দেখি চিন্তা পাঙ সর্ব্বথায়। বিরক্ত হইয়া পাছে পুত্র বাহি রায় ॥ শচী বলে স্বপ্ন তুমি দেখিলা গোঁসাঞি। চিন্তা নাহি কর ঘরে রহিবে নি মাঞি ॥ পুঁথি ছাড়ি নিমাঞি নাজানে কোনকর্ম্ম। বিদ্যারস তাহার হৈয়াছে স র্ব্ব ধর্ম্ম ॥ এইমত পরম উদার দুইজন। নানা কথা কহে পুত্র স্নেহের কারণ ॥ হেনমতে কতদিন থাকি মিশ্রবর। অন্তর্ধান হৈলা নিত্য শুদ্ধ কলেবর ॥ মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর। দশরথ বিজয়ে যেহেন রঘুবর ॥ দুর্ণিবার শ্রীগৌর চন্দ্রের আকর্ষণ। অতএব রক্ষা হৈল শচীর জীবন ॥ দুঃখ বড় এসকল বিস্তারি কহিতে। দুঃখমাত্র অতএব কহিল সংক্ষেপে ॥ হেনমতে জননীর সঙ্গে গৌর হরি। আছেন নিগূঢ় রূপে আপনা সম্বরি ॥ পিতৃহীন বালক দেখিয়া শচী আই। সেইপুত্র সেবা বহি আর কার্য্য নাই ॥ দণ্ডেক না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র। মূ চ্ছা পায় আই দুই চক্ষে হঞা অন্ধ ॥ প্রভুও মায়েরে প্রীতি করে নিরন্তর। প্র বোধেন তানে বলি আশ্বাষ উত্তর ॥ শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি। সকল তোমার আছে যদি আছি আমি ॥ ব্রহ্মা মহেশ্বরের যে দুর্ল্লভ লোকে বলে। তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিব হেলে ॥ শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ। দেহ স্মৃতিমাত্র নাহি থাকে কিসে দুখ ॥ যার স্ফুর্ত্তি মাত্রে সর্ব্ব পূর্ণ হয় কাম। সেপ্রভু যাহার পুত্র রূপ বিদ্যমান ॥ তাহার কেমতে দুঃখ রহিব শরীরে। আ নন্দ স্বরূপ করিলেন জননীরে ॥ হেনমতে নবদ্বীপে বিপ্র শিশু রূপে। আছেন বৈকণ্ঠনাথ স্বানুভাব সুখে ॥ ঘরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রকাশ। আজ্ঞাযেন ম হামহেশ্বরের বিলাস ॥ কিথাকুক নাথাকুক নাহিক বিচার। কহিলেই নাপাইলে রক্ষা নাহি আর ॥ ঘরদ্বার সকল ভাঙ্গেন সেইক্ষণে। আপনার অপচয় তাহা নাহি জানে ॥ তথাপিও শচী যে চাহেন সেইক্ষণে। নানা যত্নে দেন পুত্র স্নেহে র কারণে ॥ একদিন প্রভু চলিলেন গঙ্গাস্নানে। তৈল আমলকি চাহিলেন মা য়ের স্থানে ॥ দিব্য মালা সুগন্ধি চন্দন দেহ মোরে। গঙ্গাস্নান করি চাঁহো বিষ্ণু পূজিবারে ॥ জননী কহেন বাপ শুন মনদিয়া। ক্ষণেক অপেক্ষা কর মালা আনি গিয়া ॥ আনি গিয়া যেইমাত্র শুনিল বচন। ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচীর নন্দন ॥ এখনে যাইবা তুমি মালা আনিবারে। এতবলি প্রবেশিলা ঘরের ভিতরে ॥ যতেক আছিল গঙ্গাজলের কলস। আগে সব ভাঙ্গিলেন হই ক্রোধবশ ॥ তৈল ঘৃত

লবণ আছিল যাতেযাতে। সর্ব্বচূর্ণ করিলেন ঠেঙ্গা লই হাতে॥ ছোট বড ঘরে যত ছিল ঘট নাম। সব ভাঙ্গিলেন ইচ্ছাময় ভগবান॥ গড়াগড়ি যায় ঘরে তৈল ঘৃত দুগ্ধ। তণ্ডুল কাপাশ ধান্য লোণ বড়ি মুদ্গ॥ যতেক অ ছিল সিকা টানিয়া টানিয়া। ক্রোধাবেশে ফেলে প্রভু ছিণ্ডিয়া২॥ বস্ত্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে। খানি২ করি চিরি ফেলে দুইকরে॥ সবভাঙ্গি আর যদি নাহি অবশেষ। তবে শেষে গৃহ প্রতি হৈল ক্রোধাবেশে॥ দোহাতিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপরে। হেনজন নাহি যে নিষেধ কেহ করে॥ ঘরদ্বার ভাঙ্গি শেষে বৃক্ষেরে দেখিয়া। তাহার উপরে ঠেঙ্গা পাড়ে দোহাতিয়া। তথাপিও ক্রোধাবেশে ক্ষমা নাহি হয়। শেষে পৃথিবীতে ঠেঙ্গা নাহি সমুচ্চয়॥ গৃহের একান্তে আই সশঙ্কত হৈয়া। মহা ভয়ে আছেন যে হেন লুকাইয়া॥ ধর্ম্ম সংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম সনাতন॥ জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন॥ এতাদৃশ ক্রোধাবেশে আছেন ব্যাপিয়া। তথাপিও জননীরে নামারিল গিয়া॥ সকল ভাঙ্গিয়া শেষে আসিয়া অঙ্গনে। গাড়াগড়ি যাইতে লাগিলা ক্রোধ মনে॥ শ্রীকনক অঙ্গ হৈল বালুকা বেষ্ঠিত। সেই হৈল মহা শোভা অকথ্য রচিত॥ কতক্ষণে মহাপ্রভু গড়াগড়ি দিয়া। স্থির হই রহি লেন শয়ন করিয়া॥ সেইমতে দৃষ্টি কৈলা যোগ নিদ্রা প্রতি। পৃথিবীতে সুতি আছে বৈকণ্ঠের পতি॥ অনন্তের শ্রীবিগ্রহে যাহার শয়ন। লক্ষ্মী যার পাদপদ্ম সেবে অনুক্ষণ॥ চারিবেদে যে প্রভুরে করে অন্বেষণে। সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গনে॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার লোমকূপে ভাসে। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করয়ে যার দাসে॥ ব্রহ্মা শিব আদি মত্ত যারগুণধ্যানে। হেন প্রভু নিদ্রা যায় শচীর অঙ্গনে॥ এইমত মহাপ্রভু স্বানুভাব রসে। নিদ্রাযায় দেখি সর্ব্বদেবে কান্দে হাসে॥ কতক্ষণে শচী দেবী মালা আনাইয়া। বিষ্ণু পূজিবার সজ্জা প্রত্যক্ষ করিয়া॥ ধীরে২ পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হস্ত দিয়া। ধূলা ঝাড়ি তুলিতে লাগিল মাতা গিয়া॥ উঠ২ বাপ মোর হের মালা ধর। আপন ইচ্ছায় গিয়া বিষ্ণু পূজা কর॥ ভাল হৈল যতবাপ ফেলিলা ভাঙ্গিয়া। জাউক সকল তোমার নিছনি লইয়া॥ জননীর বাক্য শুনি শ্রীগৌর সুন্দর। চলিলা করিতে স্নান লজ্জিত অন্তর॥ এথা শচী সর্ব্ব গৃহ করি উপস্কার। রন্ধনের উদযোগ লাগি লা করিবার॥ যদ্যপিও প্রভুএত করে অপচয়। তথাপি শচীর চিত্তে দুঃখ নাহি হয়॥ কৃষ্ণের চাপল্য যেন অশেষ প্রকারে। যশোদা যে সহিলেন গোকুল নগরে॥ এইমত গৌরাঙ্গের যত চাঞ্চল্যতা। সহিলেন অনুক্ষণ শচীজ গন্মাতা॥ ঈশ্বরের ক্রীড়াজানি কহিতে কতেক। এইমত চঞ্চলতা করেন যতেক॥ সকল সহেন আই কায় বাক্যমনে। হইলেন আই যেনপৃথিবী আপনে॥ কতক্ষণে মহাপ্রভু করি গঙ্গাস্নান। গৃহে আইলেন ক্রীড়াময় ভগবান॥ বিষ্ণুপূজা করি তুলসীরে জল দিয়া। ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥ ভোজন করিয়া প্রভু

হৈলা হৃষ্টমন। হাসিয়া করেন প্রভু তাম্বুল চর্ব্বণ॥ ধীরে২ তবে আই বলিতে ল গিলা। এত অপচয় বাপ কিকার্য্যে করিলা॥ ঘরদ্বার দ্রব্য যত সকল তোমার। অপচয় তোমার সে কিদায় আমার॥ পড়িবারে তুমি এবে এখনি যাইবা। ঘরেত সম্বল নাহি কালি কি খাইবা॥ হাসে প্রভু জননীর শুনিয়া বচন। প্রভুবোলে কৃষ্ণপোষ্যা করিবে পালন॥ এতবলি পুস্তক লইয়া প্রভুকরে। সরস্বতী পতি চলিলেন পড়িবারে॥ কতক্ষণে বিদ্যারস করি আস্বাদন। জাহ্নবীর তীরে আইলা শচীর নন্দন॥ কতক্ষণ থাকি প্রভু জাহ্নবীরতীরে। তবে পুন আইলেন আপন মন্দিরে॥ জননীরে ডাকদিয়া আনিয়া নিভৃতে। দিব্য স্বর্ণ তোলা দুই দিল তানহাতে॥ দেখ মাতা কৃষ্ণ এই দিলেন সম্বল। ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করহ সকল॥ এতবলি মহাপ্রভু চলিলা শয়নে। পরম বিস্মিত আই মনে২ গুণে॥ কোথাহৈতে সুবর্ণ আনয়ে বারবার। পাছে কোনপ্রমাদ ঘটায় জানিঅরি॥ যেইমাত্র সম্বল সঙ্কোচ হয় ঘরে। সেই এই মত সোনা আনে বারে২॥ কিবা ধার করে কিবা কোন সিদ্ধিজানে। কোনরূপে কার সোণা আনেবা কেমনে॥ মহা অকৈতব আই পরম উদার। ভাঙ্গাইতে দিতেও ডরায় বারবার॥ দশঠাঞি পাঁচঠাঞি দেখাইয়া আগে। লোকে দেখাইয়া আই ভাঙ্গায়েন তবে॥ হেনমতে মহাপ্রভু সর্ব্ব সিদ্ধেশ্বর। গুপ্তভাবে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥ নাছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণ। পড়েন গোষ্ঠিতে যেন প্রত্যক্ষ মদন॥ ললাটে শোভয়ে ঊর্দ্ধ তিলক সুন্দর। শিরে শ্রীচাঁচর কেশ সর্ব্ব মনোহর॥ স্কন্ধে উপবীত ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত। হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন দিব্যদন্ত॥কিবাসে অদ্ভুত দুই কমল নয়ন। কিবা সেই অপরূপ ত্রিকচ্ছ বসন॥ যেই দেখে সেই একদৃষ্টে রূপচায়॥ হেননাহি ধন্যধন্য বলিয়ে না যায়॥ হেন সে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর। শুনিয়া গুরুর হয় সন্তোষ প্রচুর॥ সকল সভার মধ্যে আপনে ধরিয়া। বসায়েন গুরুসর্ব্বপ্রধান করিয়া॥ গুরুবোলে বাপ তুমি মনদিয়া পড়। ভট্টাচার্য্য হৈবা তুমি বলিলাম দঢ়॥ প্রভু বোলে তুমি আশীর্ব্বাদ কর যারে। ভট্টাচার্য্য পদ কোন দুর্ল্লভ তাহারে॥ যাহারে যে জিজ্ঞাসেন শ্রীগৌরসুন্দর। হেন নাহি পড়ুয়া যে দিবেক উত্তর॥ আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন। শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন॥ কেহো যদি কোন রূপে না পারে স্থাপিতে। তবে সেই ব্যাখ্যা প্রভু করেন সুরীতে॥ কিবা স্নানে কিভোজনে কিবা পর্য্যাটনে। নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে। এই মতে আছেন ঠাকুর বিদ্যা রসে। প্রকাশ না করে জগতের দীন দোষে॥ হরি ভক্তি শূন্য হৈল সকল সংসার। অসৎ সঙ্গ অসৎ পথ বহি নাহি আর॥ নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে। দেখ গৃহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে॥ মিথ্যা সুখে দেখি সব লোকের আচার। যে বৈষ্ণবগণ দুঃখিত অপার॥ কৃষ্ণবলি সর্ব্বগণে করেন ক্রন্দন। এসব জীবেরে কৃপা কর নারায়ণ॥ হেন দেহ পাইয়া কৃষ্ণেতে নাহি মতি। কতকাল গিয়া আর ভুঞ্জিবে

দুর্গতি॥ যে নর শরীরলাগি দেবে কাম্য করে। তাহা ব্যর্থ যায় ব্যর্থ সুখের বিহারে॥ কৃষ্ণ যাত্রা মহোৎসব পর্ব্ব নাহি করে। বিবাহাদি কর্ম্মলাগি শ্রম করি মরে॥ তোমার সে জীবে কৃষ্ণ তুমিসে রক্ষিতা। কি বলিব আমরা তুমিত সর্ব্ব পিতা॥ এইমত ভক্তগণ সভার কুশল। চিন্তেন গায়েন কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল॥ বিদ্যারস করে গৌরচন্দ্র ভগবান। এখনে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি আদিখণ্ডে মিশ্রচন্দ্র পরলোক সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥ জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কৃপাসিন্ধু। জয়২ নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু॥ জয়াদ্বৈত চন্দ্রের জীবন ধন প্রাণ। জয় শ্রীনিবাস গদাধরের নিধান॥ জয় জগন্নাথ শচীপুত্র বিশ্বম্ভর। জয়২ ভক্তবৃন্দ প্রিয় অনুচর॥ পূর্ব্বে প্রভু শ্রীঅনন্ত কৃষ্ণের আজ্ঞায়। রাঢ়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন লীলায়॥ হাড়ো ওঝা নামে পিতা মাতা পদ্মাবতী। একচাকানামে গ্রাম গৌড়েশ্বর যথি॥ শিশু হইতে সুবুদ্ধি সুস্থির গুণবান। জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্যের ধাম॥ সেই হৈতে রাঢ়ে হইল সর্ব্ব সুমঙ্গল। দুর্ভিক্ষ দরিদ্র দোষ খণ্ডিল সকল॥ যে দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র। রাঢ়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি হইল হুঙ্কার। মূর্চ্ছাগত হৈল যেন সকল সংসার॥ কতলোক বলিলেক হইল বজ্রপাত। কতলোক মানিলেক পরম উৎপাত॥ কতলোকে বলিলেক জানিল কারণ। গৌড়েশ্বর গোসাঞির হইল গর্জ্জন॥ এইমত সর্ব্বলোক নানা কথা গায়। নিত্যানন্দে কেহো নাহি চিনিল মায়ায়॥ হেনমতে আপনা লুকাঞা নিত্যানন্দ। শিশুগণ সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ॥ শিশুগণ সঙ্গে নিত্যানন্দ ক্রীড়া করে। শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফুরে॥ দেবসভা করেন মিলিয়া শিশুগণ। পৃথিবীর রূপে কেহো করে নিবেদন॥ তবে পৃথ্বী লঞা সভে নদী তীরে যায়। শিশুগণ মেলি স্তুতি করে উর্দ্ধরায়॥ কোনো শিশু লুকাইয়া উর্দ্ধ করি বোলে। জন্মিবাঙ আমি গিয়া মথুরা গোকুলে॥ কোন দিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া। বসুদেব দেবকীর করায়েন বিয়া॥ বন্দি ঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে। কৃষ্ণ জন্ম করায়েন কেহ নাহি জাগে॥ গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে। মহামায়া দিলা লঞা ভাণ্ডিলা কংসেরে॥ কোনো শিশু সাজায়েন পূতনার রূপে। কেহো স্তনপান করে উঠি তার বুকে॥ কোন দিন শিশুসঙ্গে নল খড়ি দিয়া। শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া॥ নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে। অলক্ষিতে শিশুসঙ্গে গিয়া চুরি করে॥ তাঁরে ছাড়ি শিশুগণ নাহি যায় ঘরে। রাত্রিদিন নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে॥ যাহার বালক তারা কিছু নাহি বোলে। সভে স্নেহ করিয়া রাখেন লঞা কোলে॥ সভে বলে নাহি দেখি হেনমত খেলা। কেমতে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা॥ কোনদিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ। জলে যায় লইয়া সংহতি শিশুগণ॥ ঝাঁপদিয়া পড়ে কেহো অ

চেষ্ট হইয়া। চৈতন্য করায় পাছে আপনি আসিয়া॥ কোন দিন তাল বনে শিশু সঙ্গে গিয়া। শিশু সঙ্গে তাল খায় ধেনুকে মারিয়া॥ শিশু সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা ক্রীড়া করে। বক অঘবৎস করিয়া তাহা মারে॥ বিকালে আইসে ঘর গোষ্ঠীর সহিতে। শিশুগণ দল শৃঙ্গ বাইতে বাইতে॥ কোন দিন করে গোবর্দ্ধন ধরলীলা। বৃন্দাবন রচি কোন দিন করে খেলা॥ কোন দিন করে গোপীর বসন হরণ। কোন দিন করে যজ্ঞপত্নী দরশন॥ কোন শিশু নারদ কাছায় দাড়ি দিয়া। কংস স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া॥ কোন দিন কোন শিশু অক্রূরের বেশে। লঞা যায় রামকৃষ্ণ কংসের আদেশে॥ আপনে যে গোপী ভাবে করেন ক্রন্দন। নদী বহে হেন যেন দেখে শিশুগণ॥ বিষ্ণু মায়া মোহে কেহো লখিতে না পারে। নিত্যানন্দ সঙ্গে সব বালক বিহরে॥ মধুপুরি রচিয়া ভ্রমেণ শিশু সঙ্গে। কেহ হয় মালী কেহ মালা পরে রঙ্গে॥ কুব্জাবেশ করি গন্ধ পরে কারো স্থানে। ধনুক করিয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জ্জনে॥ কুবলয় চানুর মুষ্টিক মল্ল মারি। কংস করি কাহারো পাড়য়ে চুলে ধরি॥ কংস বধ করিয়া চলয়ে শিশু সঙ্গে। সর্ব্ব লোক দেখি হাসে বালকের রঙ্গে॥ এই মত যত যত অবতার লীলা। সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা॥ কোন দিন নিত্যানন্দ হইয়া বামন। বলি রাজা করি চলে তাহার ভবন॥ বৃদ্ধকাছে শুক্ররূপে কেহো মানা করে। ভিক্ষা লই শেষে প্রভু চড়ে বলি শিরে॥ কোন দিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে। বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে॥ ভেরাণ্ডার গাছ কাটি ফেলায়েন জলে। শিশুগণ মেলি জয় রঘুনাথ বলে॥ শ্রীলক্ষ্মণ রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে। ধনু ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে॥ আরে রে বানরা মোর প্রভু দুঃখ পায়। প্রাণ না লইব যদি তবে ঝাট আয়॥ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ। নারীগণ লৈয়া বেটা ভুমি কর সুখ॥ কোনো দিন ক্রুদ্ধ হয়ে পরশুরামেরে। মোর দোষ নাহি বিপ্র পলাহ সত্বরে॥ লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেই রূপ। বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক॥ পঞ্চ বানরের রূপে বলে শিশুগণ। বার্ত্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হইয়া লক্ষ্মণ॥ কে তোরা বানর সব বুল এই বনে। আমি রঘুনাথভৃত্য বল মোর স্থানে॥ তাঁরা বলে আমরা বালির ভয়ে বুলি। দেখাও শ্রীরামচন্দ্র লই পদধূলী॥ তাসভারে সঙ্গে করি আইলা লইয়া। শ্রীরাম চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া॥ ইন্দ্রজিত বধলীলা কোন দিন করে। কোন দিন আপনে লক্ষ্মণভাবে হারে॥ বিভীষণ করিয়া আনেন রাম স্থানে। লঙ্কেশ্বর অভিষেক করেন তাহানে॥ কোন শিশু বলে এই আইনু রাবণ। শক্তিশেল হানি এই সম্বর লক্ষ্মণ॥ এত বলি পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া। লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িল ঢলিয়া॥ মূর্চ্ছিত হইলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে। জাগায়েন শিশু সব তবু নাহি জাগে॥ পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে। কান্দয়ে সকল শিশু হাত দিয়া শিরে॥ শুনি পিতামাতা ধাই আইলা সত্বরে। দেখয়ে পুত্রের

ধাতু নাহিক শরীরে॥ মূর্চ্ছিত হইয়া দোহে পড়িলা ভূমিত। দেখি সর্ব্ব লোক আসি হইলা বিস্মিত॥ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন শিশুগণ। কেহ২ বুঝিলেন ভাবের কারণ॥ পূর্ব্বে দশরথ ভাবে এক নটবর। রাম বনবাসী শুনি তেজে কলেবর॥ কেহ বলে কাছ কাছিয়াছে যে ছাওয়াল। হনুমান ঔষধি দিলে হইবেক ভাল॥ পূর্ব্বে প্রভু শিখাইয়া ছিলেন সভারে। পড়িলে তোমরা বেড়ি কান্দিহ আমারে॥ ক্ষণেক বিলম্বে পাঠাইয়া হনুমান। নাকে দিলে ঔষধি আসিবে মোর প্রাণ॥ নিজ ভাবে প্রভু মাত্র হৈলা অচেতন। দেখি বড় বিকল হইলা শিশুগণ॥ ছন্ন হইলেন সভে শিক্ষা নাহি স্ফুরে। উঠ ভাই বলি মাত্র কান্দে উচ্চস্বরে॥ লোক মুখে শুনি কথা হইল স্মরণ। হনুমান কাছে শিশু চলিল তখন॥ আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে। ফল মূল দিয়া হনুমানেরে আশংষে॥ রহ বাপ ধন্য কর আমার আশ্রম। বড় ভাগ্যে আসি মিলে তোমা হেনজন॥ হনুমান বলে কার্য্য গৌরবে চলিব। আসিবারে চাহি রহিবারে না পারিব॥ শুনিয়াছ রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ॥ শক্তিশেলে তাঁরে মূর্চ্ছা করিল রাবণ॥ অতএব যাব আমি গন্ধমাদন। ঔষধি আনিলে রহে তাহার জীবন॥ তপস্বী বলয়ে যদি যাইবা নিশ্চয়। স্নান করি কিছু খাই করহ বিজয়॥ নিত্যানন্দ শিক্ষাতে বালক কথা কয়। বিস্মিত হইয়া সর্ব্ব লোকে রহি চায়॥ তপস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্নানে। কুম্ভীরের বেশ শিশু ধরে ততক্ষণে॥ অগাধ জলেতে যায় চরণ ধরিয়া। হনুমান শিশু তোলে কুম্ভীর টানিয়া॥ কতক্ষণ যুদ্ধ করি জিনিয়া কুম্ভীর। আসি দেখে হনুমান আর মহা বীর॥ আর এক শিশু ধরি রাক্ষসের কাছ। হনুমানে খাইবারে যায় তার পাছ॥ কুম্ভীর জিনিলে মোরে জিনিবা কেমনে। তোমা খাই এবে কেবা জীয়াবে লক্ষ্মণে॥ হনুমান বলে তোর রাবণ কুক্কুর। তারে নাহি বস্তুজ্ঞান তুঞি পাপী দূর॥ এইমত দুইজনে হয় গালাগালি। শেষে হয় চুলাচুলি তবে কিলাকিলী॥ কতক্ষণে সে কৌতুকে জিনিয়া রাক্ষসে। গন্ধমাদনে আসি হইলা প্রবেশে॥ তহিঁ গন্ধর্ব্বের বেশ ধরি শিশুগণ। তাসভার সঙ্গে যুদ্ধ হয়ে কতক্ষণ কৌতুকে গন্ধর্ব্ব জিনি থাকে কতক্ষণ। শিরে করি আইলেন গন্ধমাদন॥ আর এক শিশু তহি বৈদ্যরূপ ধরি। ঔষধি দিলেক নাকে শ্রীরাম সঙরি॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উঠিলা তখনে। দেখি মাতা পিতা লোক হাসে সর্ব্বজনে॥ কোলে করিলেন গিয়া হাড়াই পণ্ডিত। সকল বালক হইলেন হরষিত॥ সভে বোলে বাপ ইহা কোথায় শিখিলা। হাসি বোলে প্রভু মোর এসকল খেলা॥ প্রথম বয়স প্রভু অতি সুকুমার। কোলে হৈতে কারোচিত্তে নাহি এড়িবার॥ সর্ব্ব লোক পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে। চিনিতে না পারে কেহ বিষ্ণুমায়া বসে॥ হেন মতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ। কৃষ্ণলীলা বিনা আর না করে আনন্দ॥ পিতা মাতা গৃহ ছাড়ি সর্ব্ব শিশুগণ। নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে সর্ব্বক্ষণ॥ সে সব

শিশুর পায়ে বহু নমস্কার। নিত্যানন্দ সঙ্গে যার একত্র বিহার ॥ এইমত ক্রীড়া করে নিত্যানন্দ রায়। শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা বহি নাহি ভায় ॥ অনন্তের লীলা কেবা পারে কহিবারে। তাহান কৃপায় যেনমত স্ফুরে যারে ॥ হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে। নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে ॥ তীর্থ যাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর। তবে শেষে আইলেন চৈতন্য গোচর ॥ নিত্যানন্দ তীর্থ যাত্রা শুন আদিখণ্ডে। যে প্রভুরে নিন্দে দুষ্ট পাপীষ্ঠ পাষণ্ডে ॥ যে প্রভু করিল সর্ব্ব জগত উদ্ধার। করুণা সমুদ্র যাহা বহি নাহি আর ॥ যাহার কৃপায় জানি চৈত ন্যের তত্ব। যে প্রভুর দ্বারে ব্যক্ত চৈতন্য মহত্ব ॥ শুন শ্রীচৈতন্য প্রিয়তমের কথন। যেমতে করিলা তীর্থ মণ্ডলী ভ্রমণ ॥ প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর। তবে বৈদ্যনাথ বনে গেলা একেশ্বর ॥ গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব রাজধানী। যহিঁ ধারা বহে গঙ্গা উত্তর বাহিনী ॥ গঙ্গা দেখি বড় সুখি নিত্যানন্দ রায়। স্নান করে পান করে আর্ত্তি নাহি যায় ॥ প্রয়াগে করিয়া মাঘমাসে প্রাতস্নান। তবে মথুরায় গেলা পূর্ব্বজন্ম স্থান ॥ যমুনা বিশ্রাম ঘাটে করি জলকেলি। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ভ্রমেণ কুতূহলী। বৃন্দাবন আদি যত দ্বাদশাদি বন। একে২ প্রভু সব ক রেন ভ্রমণ ॥ গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া। বিস্তর রোদন প্রভু করিলা ব সিয়া ॥ তবে প্রভু মদনগোপাল নমস্করি। চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী ॥ ভক্তস্থান দেখি প্রভু করেন ক্রন্দন। না বুঝে তৈর্থিক ভক্তি শূন্যের কারণ ॥ বল রাম কীর্ত্তি দেখি হস্তিনা নগরে। ত্রাহি হলধর বলি নমস্কার করে ॥ তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ। সমুদ্রে করিয়া স্নান হইলা আনন্দ ॥ সিন্ধুপুর গেলা যথা কপিলের স্থান। মৎস্য তীর্থে মৎস্যকে করিলা অন্নদান ॥ শিবকা ঞ্চি বিষ্ণুকাঞ্চি গেলা নিত্যানন্দ। দেখি হাসে দুইজনে মহামত্ত দ্বন্দ ॥ কুরুক্ষে ত্র পৃথুদক বিন্দু সরোবর। প্রভাসে গেলেন সুদর্শন তীর্থবর ॥ ত্রিতক্তক মহা তীর্থ গেলেন বিশালা। তবে ব্রহ্মতীর্থ চক্র তীর্থেরে চলিলা॥ প্রতিস্রোতা গেলা প্রভু প্রাচি সরস্বতী। নৈমিসারণ্যে তবে গেলা মহামতি ॥ তবে গেলা নিত্যা নন্দ অযোধ্যানগর। রামজন্ম ভূমি দেখি কান্দিলা বিস্তর ॥ তবে গেলা গুহক চণ্ডাল রাজ্য যথা। মহা মূর্চ্ছা নিন্ত্যানন্দ পাইলেন তথা ॥ গুহক চণ্ডালে মাত্র করিলা স্মরণ। তিনদিন আনন্দে আছিলা অচেতন ॥ যে যে বনে আছিলা ঠাকুর রামচন্দ্র। দেখিয়া বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন্দ ॥ তবে গেলা সরজু কৌশিকী করি স্নান। তবে গেলা পুলহ আশ্রম পুণ্যস্থান ॥ গোমতি গণ্ডকী শৈলে তীর্থে স্নান করি। তবে গেলা মহেন্দ্র পর্ব্বত চূড়াপরি ॥ পরশুরামেরে তথা করি নম স্কার। তবে গেলা গঙ্গা জন্ম ভূমি হরিদ্বার ॥ পম্পা ভীমরথি গেলা সপ্ত গোদাব রী বেণ্ তীর্থে পিপাসায় মজ্জন আচরি ॥ কার্ত্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতী। শ্রীপর্ব্বত গেলা যথা মহেশ পার্ব্বতী ॥ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী রূপে মহেশ পার্ব্বতী।

সেই শ্রীপর্ব্বতে দোহে করেন বসতি ॥ নিজ ইষ্টদেব চলিলেন দুইজনে। অব
ধৌত রূপে করে তীর্থ পর্য্যটনে ॥ পরম সন্তোষে দোঁহে অতিথী দেখিয়া। পাক
করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া ॥ পরম আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে। হাসি নি
ত্যানন্দ দোঁহাকারে নমস্কারে ॥ কি অন্তর কথা হৈল কৃষ্ণ সে জানেন। তবে
নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন ॥ দেখিয়া বৈকণ্ঠনাথ কামকোষ্ঠী পুরী। কাঞ্চী
পুরী দেখি পুন গেলেন কাবেরী। তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্যস্থান। তবে
করিলেন হরি ক্ষেত্রেরে পয়ান ॥ ঋষভ পর্ব্বত গেলা দক্ষিণ মথুরা। কৃতমালা
তাম্রপর্ণী যমুনা উত্তরা ॥ মলয় পর্ব্বত গেলা অগস্ত্য আলয়। তাহারাও হৃষ্ট
হৈলা দেখি মহাশয় ॥ তাসভার আদর লইয়া নিত্যানন্দ। বদরিকাশ্রম গেলা
পরম আনন্দ ॥ কতদিন নর নারায়ণের আশ্রমে। আছিলেন নিত্যানন্দ পরম
নির্জ্জনে ॥ তবে নন্দীগ্রাম গেলা ব্যাসের আলয়। ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহা
শয় ॥ সাক্ষাত হইয়া ব্যাস অতিথী করিলা। প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড প্রণত হইলা ॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন। দেখিলেন প্রভু বসিয়াছে বৌদ্ধগণ ॥ জি
জ্ঞাসেন প্রভু কেহ উত্তর না করে। ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু নাথি মারিলেন শিরে ॥ পলা
ইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া২। বন ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া ॥ তবে প্রভু আই
লেন কন্যকা নগর। দুর্গাদেবী দেখি গেলা দক্ষিণ সাগর ॥ তবে নিত্যানন্দ গে
লা শ্রীঅনন্ত পরে। তবে গেলা পঞ্চ অপ্সরার সরোবরে ॥ গোকর্ণাখ্য গেলা
প্রভু শিবের মন্দিরে। কুলাচল ত্রিগর্ত্তকে বুলে ঘরে ঘরে ॥ দ্বৈপায়নী আর্য্য
দেখি নিত্যানন্দ রায়। নির্ব্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণী তাপী ভ্রমেণ লীলায় ॥ রেবা মহেশ্বরী
পুরী মল্লতীর্থ গেলা। সুপাবক দিয়া প্রভু প্রতির্চ্চি চলিলা ॥ এইমত অভয় পর
মানন্দ রায়। ভ্রমে নিত্যানন্দ ভয় নাহিক কোথায় ॥ নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর
অবশ। ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে কেবুঝে সে রস ॥ এইমত নিত্যানন্দ প্রভু ভ্রমে
বন। দৈবে মাধবেন্দ্র সহ হইল মিলন ॥ মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর। প্রে
মময় যত সব সঙ্গে অনুচর ॥ কৃষ্ণ রস বিনা আর নাহিক আহার। মাধবেন্দ্র
পুরী দেহে কৃষ্ণের বিকার ॥ যার শিষ্য মহাশয় আচার্য্য গোসাঞি। কি কহিব
আর তাঁর প্রেমের বড়াঞি ॥ মাধব পুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ। ততক্ষণে
প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ ॥ নিত্যানন্দ দেখিমাত্র শ্রীমাধব পুরী। পড়িলা মূ
র্চ্ছিত হঞা আপনা পাসরি ॥ ভক্তিবসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার। শ্রীগৌরচন্দ্র
কহিয়াছেন বারবার ॥ দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন দোহাঁর দর্শনে। কান্দয়ে ঈশ্বর পুরী
আদি শিষ্যগণে ॥ ক্ষণেকে হইলা বাহ্য দৃষ্টি দুইজনে। অন্যান্যে গলাধরি করেন ক্র
ন্দনে ॥ বালুগড়ি যায় দুই প্রভু প্রেমরসে। হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ প্রেমের আবেশে ॥
প্রেমনদী বহে দুইজনের নয়নে। পৃথিবী হইল ষিক্ত ধন্য হেন মানে। কম্প অশ্রু
পুলক ভাবের অন্ত নাঞি। দুইদেহে বিহারয়ে চৈতন্য গোসাঞি ॥ নিত্যানন্দ কহে

যত তীর্থ করিলাম। সম্যক তাহার ফল আজি পাইলাম ॥ নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ। এপ্রেম দেখিয়া ধন্য আমার জীবন ॥ মাধবেন্দ্র পুরী নিত্যানন্দ করি কোলে। উত্তর নাস্ফুরে রুদ্ধকণ্ঠ প্রেমজলে ॥ হেন প্রীত পাইলেন মাধবেন্দ্রপুরী। বক্ষে হৈতে নিত্যানন্দ বাহির না করি ॥ ঈশ্বর পুরী ব্রহ্মানন্দ পুরী আদি যত। সর্ব্ব শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত ॥ সভে যত মহাজন সম্ভাষা করেন। কৃষ্ণ প্রেম কাহার শরীরে না দেখেন ॥ সভেই পায়েন দুঃখ জন সম্ভাষিয়া। অতএব বনে সভে ভ্রমেণ দেখিয়া ॥ অন্যোন্যে সে সবদুঃখের হৈল নাশ। অন্যোন্যে দেখি কৃষ্ণ প্রেমের প্রকাশ ॥ কত দিন নিত্যানন্দ বাধবেন্দ্র সঙ্গে। ভ্রমেণ শ্রীকৃষ্ণ কথা পরানন্দ রঙ্গে ॥ মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত কথন। মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন ॥ অহর্নিশি কৃষ্ণ প্রেমে মদ্যপের প্রায়। হাসে কান্দে হৈ হৈ করয়ে হায় হায় ॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দের রসে। ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্ট অট্ট হাসে ॥ দোহাঁর অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ। নিরবধি হরি বলি করয়ে কীর্ত্তন ॥ রাত্রি দিন কেহ নাহি জানে প্রেম রসে। কতকাল যায় কেহ ক্ষণ নাহি বাসে ॥ মাধবেন্দ্র সঙ্গে যত হইল আখ্যান। কে জানয়ে তাহা কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ ॥ মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ ছাড়িতে না পারে। নিরবধি নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে ॥ মাধবেন্দ্র বলে প্রেম না দেখিল কোথা। সেই মোর সর্ব্বতীর্থ হেন প্রেম যথা ॥ জানিলোঁ কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি। নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি ॥ যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়। সেই স্থান সর্ব্ব তীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠ ময় ॥ নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে। অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে ॥ নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে। ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥ এই মত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ প্রতি। অহর্নিশি বলেন করেন রতি মতি ॥ মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়। গুরু বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥ এইমত অন্যোন্যে দুই মহামতি। কৃষ্ণ প্রেমে না জানেন কোথা দিবা রাতি ॥ কত দিন মাধবেন্দ্র সঙ্গে নিত্যানন্দ। থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ ॥ মাধবেন্দ চলিলা সরজু দেখিবারে। কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ দেহ নাহি স্মরে। অতএব জীবনের রক্ষা সে বিরহে। বাহ্য থাকিলে সে কি বিরহে প্রাণ রহে ॥ নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র দুই দরশন। যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ হেন মতে নিত্যানন্দ ভ্রমে প্রেম রসে। সেতুবন্ধে আইলেন কতেক দিবসে ॥ ধনু তীর্থে স্নান করি গেলা রামেশ্বর। তবে আইলেন প্রভু বিজয়া নগর ॥ মায়াপুরী অবন্তি দেখিয়া গোদাবরী। আইলেন জিওড় নৃসিংহ দেবপুরী ॥ ত্রিমল্ল দেখিয়া কূর্ম্মনাথ পুণ্য স্থান। শেষে নীলাচল চন্দ্র দেখিতে পয়ান ॥ আইলেন নীলাচল চন্দ্রের নগরে। ধ্বজ দেখি মাত্র মূর্চ্ছা হইলা শরীরে ॥ দেখিলেন চতুর্ব্যূহ রূপ জগন্নাথ। প্রকট পরমানন্দ সুভদ্রাদি সাথ ॥ দেখিমাত্র হইলেন আনন্দে মূর্চ্ছিত। পুনঃ বাহ্য

হয় পুনঃ পড়ে পৃথিবীত ॥ কম্পস্বেদ পুলকাশ্রু আছাড় হুঙ্কার। কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার ॥ এইমত কত দিন থাকি নীলাচলে। গঙ্গাসাগর দেখিবারে চলে কুতূহলে ॥ তানতীর্থ যাত্রা সব কে পারে কহিতে। কিছু লিখি লাম মাত্র তান কৃপা হৈতে ॥ এইমত তীর্থ ভ্রমি নিত্যানন্দ রায়। পুনর্ব্বার আ সিয়া মিলিলা মথুরায় ॥ নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি। কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবা রাতি ॥ আহার নাহিক কদাচিত দুগ্ধপান। সেহ অজাচিত যদি কেহ করে দান। নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্ত ভাবে। ইহা নিত্যানন্দ স্বরূ পের মনে যাগে ॥ আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিব যবে। আমি গিয়া করিমু আ পন সেবা তবে ॥ এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায়। মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপ নাহি যায় ॥ নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে। শিশু সঙ্গ বৃন্দাবনে ধূলা খেলা খেলে ॥ যদ্যপিও নিত্যানন্দ ধরে সর্ব্ব শক্তি। তথাপিও কারে নাহি দেন কৃষ্ণ ভক্তি ॥ যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিব প্রকাশ। তাঁর আজ্ঞা লৈয়া ভক্তি করিব বি লাস ॥ কেহ কিছু না করে চৈতন্য আজ্ঞা বিনে। ইহাতে অল্পতা নাহি মানে ভক্তগণে ॥ কি অনন্ত কিবা শিব অজাদি দেবতা। চৈতন্যআজ্ঞায় কর্ত্তা হর্ত্তা পালইতা ॥ ইহাতে যে পাপীগণ মনে দুঃখ পায়। বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্বথায় ॥ সাক্ষাতেই দেখ সভে এই ত্রিভুবনে। নিত্যানন্দ দ্বারায় পাইল প্রেম ধনে ॥ চৈতন্যের আদি ভক্ত নিত্যানন্দ রায়। চৈতন্যের যশ বৈশে যাহার জি হ্বায় ॥ অহর্নিশি চৈতন্যের কথা প্রভু কয়। তাঁরে ভজিলে সে চৈতন্যেতে ভক্তি হয় ॥ আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায়। চৈতন্য মহিমা স্ফুরে যাহার কৃপায় ॥ চৈতন্য কৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি। নিত্যানন্দ জানিলে আপদ নহি কতি ॥ সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চা ন্দেরে ॥ কেহ বলে নিত্যানন্দ যেন বলরাম। কেহো বলে চৈতন্যের বড় প্রিয় ধাম ॥ কিবা যোগী নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী। যার যেন মত ইচ্ছা না বোল য়ে কেনি ॥ যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে। তথাপি সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে ॥ এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে নাথি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥ কোন চৈতন্যের লোকে নিত্যানন্দ প্রতি। মন্দ বলে হেন দেখ সে কেবল স্তুতি ॥ নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল। তবে যে কলহ দেখসব কুতু হল ॥ ইথে এক জনের হইয়া পক্ষযে। অন্যজনে নিন্দা করে ক্ষয় যায় সে ॥ নিত্যা নন্দ স্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায়। তান পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পায় ॥ হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ। দেখিব বেষ্ঠিত চতুর্দ্দিগে ভক্ত বৃন্দ ॥ সর্ব্বভাবে স্বামি যেন হয় নিত্যানন্দ। তান হৈয়া যেন ভজি প্রভু গৌরচন্দ্র ॥ নিত্যানন্দ স্ব রূপের স্থানে ভাগবত। জন্মে২ পড়িবাঙ এই অভিমত ॥ জয়২ জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র। দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ॥ তথাপিও এই কৃপা কর মহাশ

য়। তোমাতে তাহাতে যেন চিত্তবিত্তরয়॥ তোমার পরম ভক্ত নিত্যানন্দ রায়। বিনা তুমি দিলে তাঁরে কেহ নাহি পায়॥ বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমে নিত্যানন্দ। যাবত প্রকাশ না করয়ে গৌরচন্দ্র। নিত্যানিন্দ স্বরূপের তীর্থ পর্য্যাটন। যেই ইহা শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান। ইতি আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ বাল্যলীলা তীর্থযাত্রা কথনং অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥ জয়২ শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর। জয় নিত্যানন্দ প্রিয় নিত্য কলেবর॥ জয় শ্রীগোবিন্দ দ্বারপালকের নাথ। জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥ জয়২ জগন্নাথপুত্র দ্বিজ রাজ। জয় হউ তোর যত ভকত সমাঝ॥ জয়২ কৃপা সিন্ধু কমল লোচন। হেন কৃপা কর তোর যশে রহু মন॥ আদিখণ্ডে শুন ভাই চৈতন্যের কথা। বিদ্যা রসে বিলাস প্রভু করিলেন যথা॥ হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌর সুন্দর। রাত্রি দিন বিদ্যারসে নাহি অবসর॥ উষাকালে সন্ধ্যা করি ত্রিদশের নাথ। পড়িতে চলেন সর্ব্বশিষ্য করি সাথ॥ আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায়। পক্ষ প্রতি পক্ষ প্রভু করেন সদায়॥ প্রভু স্থানে পুঁথি নাহি চিন্তয়ে যেজন। তাহারে সে প্রভু কদর্থেন অনুক্ষণ॥ আসিয়া বৈসেন প্রভু পুঁথি চিন্তাইতে। যার যতগণ লৈয়া বৈসে চারিভিতে॥ নাচিন্তে মুরারি গুপ্ত পুঁথি প্রভু স্থানে। অতএব তাঁরে কদর্থেন অনুক্ষণে॥ যোগপট্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন। বৈসেন সভার মধ্যে করি বীরাসন॥ চন্দনের শোভে ঊর্দ্ধ তিলক সুভাতি। মকুতা গঞ্জয়ে শ্রীদশনের জ্যোতি॥ গৌরাঙ্গ সুন্দর বেশ মদনমোহন। ষোড়শ বৎসর প্রভু প্রথম যৌবন॥ বৃহস্পতি জিনিয়া পাণ্ডিত্য পরকাশ। স্বতন্ত্রযে পুথি চিন্তে তানে করে হাস॥ প্রভু বোলে ইথে আছে কোন বড় জন। আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন॥ সন্ধি কার্য্য না জানিয়া কোন কোন জনা। আপনে চিন্তয়ে পুঁথি প্রবোধে আপনা॥ অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়। যেবা জানে তার ঠাঞি পুঁথি না চিন্তয়॥ শুনযে মুরারি গুপ্ত আটোপ টঙ্কার। না বোলয়ে কিছু কার্য্য করে আপনার॥ তথাপিও প্রভু তানে চালেন সদায়। সেবক দেখিয়া বড় সুখি দ্বিজরায়॥ প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়। লতা পাতাদিয়া গিয়া রোগী কর দঢ়॥ ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি। কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥ মনেং চিন্ত তুমি কি বুঝিবে ইহা। ঘরে যাহ তুমি রোগা দঢ় কর গিয়া। রুদ্র অংশ মুরারি পরম খরতর। তথাপি নহিল ক্রোধ দেখি বিশ্বম্ভর॥ প্রত্যুত্তর দিলে কেনে বড়ত ঠাকুর। সভারেই চাল দেখি সগর্ব্ব প্রচুর॥ সূত্রবৃত্তি পাজি টিকা যে সূত্র দুস্কর। আমা জিজ্ঞাসিযা কিবা নাপাও উত্তর॥ বিনা জিজ্ঞাসিয়া বল কি বুঝিষ তুঞি। ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি কিবা লিব মুঞি॥ প্রভুবোলে ব্যাখ্যাকর আজি যে পড়িলা। ব্যাখ্যা করে গুপ্ত প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা॥ গুপ্তবলে এক অর্থ প্রভুবোলে আর। প্রভুভৃত্যে কেহকারে নারে জিনিবার॥ প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম পণ্ডিত। মুরারির

ব্যাখ্যা শুনি প্রভু হরষিত॥ সন্তোষে দিলেন তার অঙ্গে পদ্মহস্ত। মুরারির দেহ হৈল আনন্দ সমস্ত॥ চিন্তয়ে মুরারি গুপ্ত আপন হৃদয়। প্রাকৃত মনুষ্য কভু পুরুষ নয়॥ এতাদৃশ পাণ্ডিত্য কি মানুষের হয়। হস্তস্পর্শে দেহহৈল পরানন্দময়॥ চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লজ্জানাঞি। এমত সুবুদ্ধি সর্ব্ব নবদ্বীপে নাঞি সন্তোষিত হইয়া বলেন বৈদ্যবর। চিন্তিব তোমারি স্থানে শুন বিশ্বম্ভর॥ ঠাকুর সেবকে এইমত করি রঙ্গ। গঙ্গাস্নানে চলিলেন লৈয়া সব সঙ্গ॥ গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা প্রভু ঘরে। এইমত বিদ্যারসে ঈশ্বর বিহরে॥ মুকুন্দ সঞ্জয় বড় মহাভাগ্যবান। যাহার মন্দিরে বিদ্যা বিলাসের স্থান॥ তাহান পুত্রেরে প্রভু আপনে পড়ায়। তাহারাও প্রভু প্রতি ভক্ত সর্ব্বথায়॥ বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে তার ঘরে। চতুর্দ্দিগে বিস্তর পড়ুয়া তার ধরে॥ গোষ্ঠী করি তাহাঞি পড়ান দ্বিজরাজ। সেই স্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ॥ কত রূপে ব্যাখাকরে কতবা খণ্ডন। অধ্যাপক প্রতি সে আক্ষেপ সর্ব্বক্ষণ॥ প্রভু কহে সন্ধিকার্য্য নাহিক যাহার। কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥ হেন জন দেখি ফাকি বুঝুক আমার। তবে জানি ভট্ট মিশ্র পদবী সভার॥ এই মত বৈকুণ্ঠ নায়ক বিদ্যারসে। ক্রীড়া করে চিনিতে না পারে কোনো দাসে॥ কিছু মাত্র দেখি আই পুত্রের যৌবন। বিবাহের কার্য্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ। দৈবে সেই নবদ্বীপে এক সুব্রাহ্মণ। বল্লভ আচার্য্য নাম জনকের সম॥ তার কন্যা আছে যেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী। নিরবধি বিপ্র তান চিন্তে যোগ্য পতি॥ দৈবে লক্ষ্মী এক দিন গেলা গঙ্গাস্নানে। গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেই খানে॥ নিজ লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র। লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভু পদদ্বন্দ্ব॥ হেন মতে দোঁহে দোহাঁ চিনি ঘর গেলা। কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা॥ ঈশ্বর ইচ্ছায় বিপ্র বনমালী নাম। সেই দিন গেলা তিহোঁ শচী দেবী স্থান॥ নমস্করি আইরে বসিলা দ্বিজবর। আসন দিলেন আই করিয়া আদর॥ আইরে বলেন তবে বনমালী আচার্য্য। পুত্র বিবাহের কেন না চিন্তহ কার্য্য॥ বল্লভ আচার্য্য কুলেশীলে সদাচারে। নির্দ্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে॥ তান কন্যা লক্ষ্মী প্রায় রূপে শীলে মানে। সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে॥ আই বোলে পিতৃহীন বালক আমার। জীউক পড়ুক আগে তবে কার্য্য আর॥ শচীর বচনে বিপ্র রস না পাইয়া। চলিলেন বিপ্র কিছু দুঃখিত হইয়া॥ দৈবে পথে দেখা হৈল গৌরচন্দ্র সঙ্গে। তানে দেখি আলিঙ্গন কৈল প্রভু রঙ্গে॥ প্রভু বোলে কহ গিয়াছিলে কোন ভিতে। বিপ্র বলে তোমার জননী সম্ভাষিতে॥ তোমারি বিবাহ লাগি বলিলাম তানে। না জানি শুনিয়া শ্রদ্ধা না করিলা কেনে॥ শুনি তার বচন ঈশ্বর মৌন হৈলা। হাসি তারে সম্ভাষিয়া মন্দিরে আইলা॥ জননীরে হাসিয়া বলেন সেইক্ষণে। আচার্য্যের

সম্ভাষা ভাল না করিলা কেনে ॥ পুত্রের ইঙ্গীত পাই শচী হরষিতা। আরদিনে বিপ্রে আনি কহিলেন কথা ॥ শচী বোলে বাপ কালি যে কহিলা তুমি। শীঘ্র তাহা করহ বলিল এই আমি ॥ আইর চরণ ধূলী লইলা ব্রাহ্মণ। সেইক্ষণে চলিলেন বল্লভ ভবন ॥ বল্লভ আচার্য্য দেখি সংভ্রমে তাহানে। বহু মান্য করি বসাইলেন আসনে ॥ আচর্য্য বলেন শুন আমার বচন। কন্যা বিবাহের এবে কর সুলগণ ॥ মিশ্র পুরন্দর পুত্র নাম বিশ্বম্ভর। পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের সাগর ॥ তোমার কন্যার যোগ্য সেই মহাশয়। কহিলাম কর যদি চিত্তে হেন লয় ॥ শুনিয়া বল্লভাচার্য্য বলেন হরিষে। সেহেন কন্যার পতি মিলি ভাগ্যবশে কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হয়েন আমারে। অথবা কমলা গৌরী সন্তুষ্ট কন্যারে ॥ তবে সে সে হেন আসি মিলিবে জামাতা। অবিলম্বে তুমি ইহা করহ সর্ব্বথা ॥ সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই। আমি সে নির্ধন কিছু দিতে শক্তি নাঞি ॥ কন্যা মাত্র দিবপঞ্চ হরিতকী দিয়া। এই আ জ্ঞা সবে তুমি আনিবে মাগিয়া ॥ বল্লভাচার্যোর বাক্য শুনিয়া আচার্য্য। সন্তোষে আইলা সিদ্ধিকরি সব কার্য্য ॥ সিদ্ধি কথা আসিয়া কহিলা আই স্থানে। সকল হইল কার্য্য কর শুভক্ষণে ॥ আপ্তগণ শুনি সভে হরষিত হৈলা। সভেই উদযোগ আসি করিতে লাগিলা ॥ অধিবাস লগ্ন করিলেন শুভদিনে। নৃত্যগীত নানাবাদ্য গায়ে নটগণে ॥ চতুর্দ্দিগে বিপ্রগণ করে বেদধ্বনি। মধ্যে চন্দ্র সম বসিলেন দ্বিজমণি ॥ ঈশ্বরেরে গন্ধমালা দিয়া শুভক্ষণে। অধিবাস করিলেন আপ্তবর্গ গণে ॥ দিব্যগন্ধ চন্দন তাম্বুল মালা দিয়া। ব্রাহ্মণগণেরে তুষিলেন হৃষ্ট হৈয়া ॥ বল্লভ আচার্য্য আসি যথাবিধি রূপে। অধিবাস করাইয়া গেলেন কৌতুকে ॥ প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করি স্নান দান। পিতৃগণে পূজিলেন করিয়া সম্মান ॥ নৃত্যগীতে বাদ্যে মহা উঠিল মঙ্গল। চতুর্দ্দিগে লেহ দেহ শুনি কোলাহল ॥ কতবা মিলিলা আসি পতিব্রতাগণ। কতেক বা ইষ্ট মিত্র ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥ খই কলা সিন্দুর তাম্বুল তৈল দিয়া। স্ত্রীগণেরে আই তুষিলেন হর্ষপাঞা ॥ দেবগণ দেব বধূগণ নর রূপে। প্রভুর বিবাহে আসিয়াছেন কৌতুকে ॥ বল্লভ আচার্য্য এইমত বিধিক্রমে। করিলেন দেব পিতৃকার্য্য হর্ষ মনে ॥ তবে প্রভু শুভক্ষণে গোধলী সময়ে। যাত্রা করি আইলেন আচার্য্য আলয়ে ॥ প্রভু আইলেন মাত্র আচার্য্য গোষ্ঠী সনে। আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈলা সভে মনে ॥ সংভ্রমে আসন দিয়া যথাবিধি রূপে। জামাতারে বরিলেন পরম কৌতুকে ॥ তবে সর্ব্ব অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত। লক্ষ্মীকন্যা আনিলেন প্রভুর সমীপ ॥ হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে লাগিলা করিতে। তুলিলেন প্রভুরে ধরিয়া পৃথ্বী হৈতে ॥ তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষীণ করি সাতবার। জোড়হস্তে রহিলেন করি নমস্কার ॥ তবে শেষে হইল পুষ্প ফেলাফেলী। লক্ষ্মী নারায়ণ দোঁহে মহা কুতূহলী ॥ দিব্যমালা দিয়া লক্ষ্মী

প্রভুর চরণে। নমস্করি করিলেন আত্ম সমর্পণে॥ সর্ব্বদিগে মহাজয় জয় হরি ধ্বনি। উঠিল পরমানন্দ আর নাহি শুনি॥ হেন মতে শ্রীমুখ চন্দ্রিকা করি রসে। বসিলেন প্রভু লক্ষ্মী করি বামপাশে॥ প্রথম বয়স প্রভুর জিনিয়া মদন। বামপাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ॥ কি শোভা কি সুখ সে হইল বিপ্র ঘরে। কোন জন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে॥ তবে শেষে বল্লভ করিতে কন্যাদান। বসিলেন যে হেন ভীষ্মক বিদ্যমান॥ যে চরণে পাদ্য দিয়া শঙ্কর ব্রহ্মার। জগত সৃজিতে শক্তি হইল সভার॥ হেন পাদ পদ্মে পাদ্য দিয়া বিপ্রবর। বস্ত্র মাল্য চন্দনে ভূষিত কলেবর॥ যথাবিধি রূপে কন্যা করি সমর্পণ। আনন্দসাগরে মগ্ন হইল ব্রাহ্মণ॥ তবে যত কিছু কুল ব্যবহার আছে। পতিব্রতাগণে তাহা করিলেন পাছে॥ সে রাত্রি তথায় রহি তবে আর দিনে। গৃহে আইলেন মহাপ্রভু লক্ষ্মী সনে॥ লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু চড়িয়া দোলায়। আইসেন দেখিতে সকল লোক ধায়॥ গন্ধমাল্য অলঙ্কার মুকুট চন্দন। কজ্জলে উজ্জ্বল হৈলা লক্ষ্মী নারায়ণ॥ সর্ব্বলোক দেখি মাত্র ধন্য ধন্য বলে। বিশেষে স্ত্রীগণ অতি পড়িলেন ভোলে॥ কত কাল বধি ভগবতী হর গৌরী। নিষ্কপটে সেবিলেন কত ভক্তি করি॥ অল্পভাগ্যে কন্যার কি হেন স্বামি মিলে। এই হরগৌরী হেন বুঝি কেহ বলে॥ কেহো বলে ইন্দ্রশচী রতি বা মদন। কোন নারী বলে লই লক্ষ্মী নারায়ণ॥ কোনো নারী গণ বলে যেন সীতা রাম। দোলাপরি শোভিয়াছে অতি অনুপাম॥ এইমতে নানারূপে বলে নারীগণ। শুভদৃষ্টে সভা দেখে লক্ষ্মী নারায়ণ॥ হেন মতে নৃত্য গীতে বাদ্য কোলাহলে। নিজ গৃহে আইলেন প্রভু সন্ধ্যাকালে॥ তবে শচী দেবী বিপ্র পত্নীগণ লৈয়া। পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হৃষ্ট হৈয়া॥ বিপ্র আদি যত জাতি নট বাজনীয়া। সভারে তুষিলা ধন বস্ত্র বাক্যদিয়া॥ যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ পুণ্য কথা। তাহার সংসার বন্ধ না হয় সর্ব্বথা॥ প্রভু পাশে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান। শচী গৃহে হইল পরম জ্যোতিধাম॥ নিরবধি দেখে শচী কি ঘর বাহিরে। পরম অদ্ভুত জ্যোতি লখিতে না পারে॥ কখন পুত্রের পাশে দেখে অগ্নিশিখা। উল টিয়া চাহিতে না পায় আর দেখা॥ কমল পুষ্পের গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে পায়। পরম বিস্মিত আই চিন্তয়ে সদায়॥ আই চিন্তে বুঝিলাম কারণ ইহার। এ কন্যায় অধি ষ্ঠান আছে কমলার॥ অতএব জ্যোতি দেখি পদ্মগন্ধ পাই। পূর্ব্বপ্রায় এবে আর দারিদ্র দুঃখ নাই॥ এইলক্ষ্মী বধূ আসি গৃহ প্রবেশিলে। কোথা হৈতে না জানি আসিয়া সব মিলে॥ এইমত আই নানা মনঃকথা কয়। ব্যক্ত হইয়াও প্র ভু ব্যক্ত নাহি হয়॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি আছে কার। কিরূপে কখন কোন কালে বা বিহার॥ ঈশ্বরে সে আপনারে না জানয়ে যবে। লক্ষ্মীও জানি তে শক্তি না ধরেণ তবে॥ এইসব শাস্ত্রে বেদে পুরাণে বাখানে। তান কৃপা

হয় যারে সেই তাঁরে জানে ॥ এইমতে গুপ্ত ভাবে আছে দ্বিজরাজ। অধ্যয়ন বিনা আর নাহি কোন কাজ ॥ জিনিয়া কন্দর্প কোটি রূপ মনোহর। প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য সুন্দর ॥ আজানু লম্বিত ভুজ কমল নয়ান। অধরে তাম্বূল দিব্য বাস পরিধান ॥ সর্ব্বদায় পরিহাস মূর্ত্তি বিদ্যাবলে। সহস্র পড়ুয়া সঙ্গে যবে প্রভু চলে ॥ সব নবদ্বীপে ভ্রমে ত্রিভুবন পতি। পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সর স্বতী ॥ নবদ্বীপে হেন নাই পণ্ডিতের নাম। যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর আখ্যা ন ॥ সবে এক গঙ্গাদাস মহাভাগ্যবান। যার ঠাঞি করে প্রভু বিদ্যার আদান সকল সংসারে দেখি বলে ধন্য ধন্য। এ নন্দন যাহার তাহার কোন দৈন্য ॥ য তেক প্রকৃতি দেখে মদন সমান। পাষণ্ডী দেখয়ে যেন যম বিদ্যমান ॥ পণ্ডিত সকল দেখে যেন বৃহস্পতি। এইমত দেখে সভে যার যেন মতি ॥ দেখি বিশ্বম্ভর রূপ সকল বৈষ্ণব ॥ হরিষ বিষাদ মনে ভাবে নিরন্তর ॥ হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণ রস। কিকরিবে বিদ্যায় হইলে কাল বশ ॥ মোহিত বৈষ্ণব সব প্রভুর মায়ায়। দেখিয়াও তবু কেহ দেখিতে নাপায় ॥ সাক্ষাতেও প্রভু দেখি কেহোং বলে। কিকার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা ভোলে ॥ শুনিয়া হাসয়ে প্রভু সেব কে বাক্য। প্রভু বোলে তোমরা শিক্ষাও মোর ভাগ্য ॥ হেনমতে প্রভু গোঙা য়েন বিদারসে। সেবকে চিনিতে নারে অন্যজন কিসে ॥ চতুর্দ্দিগ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায় ॥ নবদ্বীপে পড়িলেসে বিদ্যারস পায় ॥ চাটীগ্রাম নিবাসিও অনে ক তথায়। পড়েন বৈষ্ণব সব মহা সুখ পায় ॥ সভেই জন্মিয়াছেন প্রভুর আজ্ঞা য়। সভেই বিরক্ত কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বথায় ॥ অন্যোন্যে মিলি সভে পড়িয়া শুনিয়া। ক রেন গোবিন্দ চর্চ্চা নিভৃতে বসিয়া ॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত। মুকু ন্দের গানে দ্রবে সকল মহান্ত ॥ বিকাল হইলে আসি ভাগবতগণ। অদ্বৈত স ভায় আসি করেন মিলন ॥ যেই মাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত। হেন নাহি জা নি কে পড়য়ে কোন ভীত ॥ কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নৃত্য করে। গড়া গড়ি যায় কেহ বস্ত্র না সম্বরে ॥ হুহুঙ্কার করে কেহ মালসাট মারে। কেহ গিয়া মুকুন্দের দুইপায়ে ধরে ॥ এইমতে উঠয়ে পরমানন্দ সুখ। নাজানে বৈষ্ণব সব আর কোন দুঃখ ॥ প্রভুও মুকুন্দ প্রতি বড় সুখি মনে। দেখিলেই মুকুন্দেরে ধ রেন আপনে ॥ প্রভু জিজ্ঞাসেন ফাকি বাখানে মুকুন্দ। প্রভু বোলে কিছু নহে বড় লাগে দ্বন্দ ॥ মুকুন্দ পণ্ডিত বড় প্রভুর প্রভাবে ॥ পক্ষ প্রতিপক্ষকরি প্রভু সঙ্গে লাগে ॥ এইমত প্রভু নিজ সেবক চিনিয়া। জিজ্ঞাসেন ফাকি সভে যান পলাইয়া ॥ শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাকি জিজ্ঞাসেন। মিথ্যা বাক্য ব্যয় ভয়ে সভে পলায়েন ॥ সহজে বিরক্ত সভে শ্রীকৃষ্ণের রসে। কৃষ্ণব্যাখ্যা বিনা তার কিছুই না বাসে ॥ দেখিলেই প্রভু মাত্র ফাঁকিসে জিজ্ঞাসে। প্রবোধিতে নারে কেহ পলায়েন

শেষে ॥ যদি কেহ দেখে প্রভু আইসেন দূরে। সভে পলায়েন ফাকি জিজ্ঞাসের ডরে ॥ কৃষ্ণ কথা শুনিতে সে সভে ভালবাসে। ফাকিবিনা প্রভু কৃষ্ণ কথা না জি জ্ঞাসে ॥ রাজ পথে প্রভু আইসেন একদিন। পড়ুয়ার সঙ্গে মহা উদ্ধতের চিন। মুকুন্দ যায়েন গঙ্গাস্নান করিবারে। প্রভু দেখি আড়ে পলাইলা কত দূরে ॥ দে খি প্রভু জিজ্ঞাসেন পড়ুয়ার স্থানে। এবেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে ॥ প ড়ুয়া সকলে বলে নাজানি পণ্ডিত। আর কোন কার্য্যে বা চলিলা কোন ভীত ॥ প্রভু বোলে জানিলাম যে লাগি পলায়। বহির্ম্মুখ সম্ভাষা করিতে না জুয়ায় ॥ এবেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র। পাঁজিবৃত্তি টীকা আমি বাখানি যে মাত্র ॥ আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন। অতএব আমাদেখি করে পলায়ন ॥ সন্তো যে পাড়েন গালী প্রভু মুকুন্দেরে। ব্যপদেশে প্রকাশ করেন আপনারে ॥ প্রভু বো লে আরে বেটা কত দিন থাক। পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক ॥ হাসি বলে প্রভু আগে পড়ো কত দিন। তবেসে দেখিবে মোর বৈষ্ণবের চিন ॥ এমন বৈষ্ণব মুঞি হইমু সংসারে। অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে ॥ শুন ভাই সব এই আমার বচন। বৈষ্ণব হইব মুঞি সর্ব্ব বিলক্ষণ ॥ আমারে দেখিয়া যে যে সকলে পলায়। তাহারাও যেন মোরগুণ কীর্ত্তি গায় ॥ এতেক বলিয়া প্রভু চ লিলা হাসিতে। ঘরে গেলা নিজ শিষ্যগণের সহিতে ॥ এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়। কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায় ॥ হেন মতে ভক্তগণ নবদ্বীপে বৈসে। সকল নদীয়া মত্তধন পুত্র রসে ॥ শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস। কেহ বলে যত পেট ভরিবার আশ ॥ কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার। উদ্ধতের প্রায়নৃত্য কোন ব্যবহার ॥ কেহো বলে কতরূপ পড়িলোঁ ভাগবত। নাচিব কান্দিব হেন না দেখিলোঁ পথ ॥ শ্রীবাস পণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া। নিদ্রানাহি যাই ভাই ভোজন করিয়া ॥ ধীরে২ কৃষ্ণ বলিলে কি পুণ্য নহে। নাচিনে গাইলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে ॥ এইমত যত পাপ পাষণ্ডীরগণ। দেখিলে বৈষ্ণবে মাত্র করে সংকথন ॥ শুনিয়া বৈষ্ণব সব মহাদুঃখ পায়। কৃষ্ণবলি সভেই কান্দেন উচ্চরায় ॥ কতদিনে এসব দুঃখের হইব নাশ। জগতেরে কৃষ্ণচন্দ্র করহ প্রকাশ সকল বৈষ্ণব মেলি অদ্বৈতের স্থানে। পাষণ্ডীর বচন করেন নিবেদনে ॥ শুনিয়া অদ্বৈত হয় ক্রোধ অবতার। সংহারিমু সকল বলি করয়ে হুঙ্কার ॥ আসিতে ছে এই মোর প্রভু চক্রধর। দেখিবা কি হয় এই নদীয়া ভিতর ॥ করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন গোচর। তবেসে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥ আর দিনকত গিয়া থাক ভাইসব। এথাই পাইবা সভে কৃষ্ণ অনুভব ॥ অদ্বৈতের বাক্যে সব ভাগ বতগণ। দুঃখ পাসরিয়া সব করেন কীর্ত্তন। উঠিল কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল। অদ্বৈত সহিত সভে হইলা বিহ্বল। পাষণ্ডীর বাক্য জ্বালা সব গেল দূর। এই

মত আনন্দিত নবদ্বীপ পুর॥ অধ্যয়ন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়। নিরবধি জন
নীর আনন্দ বাঢ়ায়॥ হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী। আইলেন অতি অল
ক্ষিত বেশ ধরি॥ কৃষ্ণরসে পরম বিহ্বল মহাশয়। একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি
দয়াময়॥ তান বেশে তারে কেহ চিনিতে নাপারে। দৈবে গিয়া উঠিলেন অ
দ্বৈত মন্দিরে॥ যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া। সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কো
চিত হইয়া॥ বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবেরে না লুকায়। পুনপুন অদ্বৈত তাহান
পানে চায়॥ অদ্বৈত বলেন বাপ তুমি কোনজন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসি তুমি হেন লয়
মন॥ বলেন ঈশ্বরপুরি আমি শূদ্রাধম। দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ॥
বুঝিয়া মুকুন্দ এক কৃষ্ণের চরিত। গাইতে লাগিলা অতি প্রেমের সহিত। যেই
মাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীত। পড়িলা ঈশ্বরপুরী ঢলী পৃথিবীত॥ নয়নেরজলে
অন্ত নাহিক তাহান। পুনঃপুন বাড়ে প্রেম ধারার প্রয়ান॥ আস্তেব্যস্তে অদ্বৈত
ধরিয়া কৈলা কোলে। সিঞ্চিত হইল অঙ্গ নয়নের জলে॥ সম্বরণ নহে প্রেম
পুনঃপুনঃ বাড়ে। সন্তোষে মুকুন্দ উচ্চকরি শ্লোক পড়ে॥ দেখিয়া বৈষ্ণব সব প্রে
মের বিকার। অতুল আনন্দ মনে জন্মিল সভার॥ পাছে সভে জানিলেন শ্রীঈ
শ্বর পুরী। প্রেম দেখি সভেই সঙরে হরি২॥ এইমত ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ পুরে।
অলক্ষিতে বুলেন চিনিতে কেহ নারে॥ দৈবে একদিন প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর। পড়া
ইয়া আইসেন আপনার ঘর॥ পথে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী সনে। ভৃত্য দেখি
প্রভু নমস্করিলা আপনে॥ অতি অনির্ব্বচনীয় ঠাকুর সুন্দর। সর্ব্বমতে সর্ব্ব বিল
ক্ষণ গুণধর॥ যদ্যপিও তানমর্ম্ম কেহ নাহি জানে। তথাপি সাধ্বস হই দেখে
সর্ব্বজনে॥ চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর। সিদ্ধ পুরুষের প্রায় পরম গম্ভীর॥
জিজ্ঞাসেন তোমার কিনাম বিপ্রবর। কিপুথি পড়াও পড় কোন স্থানে ঘর॥ শে
ষে সভে বলিলেন নিমাঞি পণ্ডিত। তুমি সেই বলিয়া বড় হইলা হর্ষিত॥ ভিক্ষা
নিমন্ত্রণ প্রভু করিলা তাহানে। মহাদরে গৃহে লই চলিলা আপনে॥ কৃষ্ণের
নৈবেদ্য আই করিলেন গিয়া। ভিক্ষা করি বিষ্ণু গৃহে বসিলা আসিয়া॥ কৃষ্ণে
র প্রস্তাব তবে করিতে লাগিলা। কহিতে কৃষ্ণের কথা বিহ্বল হইলা॥ দেখিয়া
প্রেমের ধারা প্রভুর সন্তোষ। না প্রকাশে আপনা লোকের দিন দোষ॥ মাস
কত গোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে। রহিলা ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ পুরে॥ স
ভে বড় উল্লাসিত দেখিতে তাহানে। প্রভুও দেখিতে নিত্য চলেন আপনে॥ গদা
ধর পণ্ডিতের দেখি প্রেমজল। বড় প্রীত বাসে তানে বৈষ্ণব সকল॥ শিশুহৈতে
সংসারে বিরক্ত বড় মনে। ঈশ্বরপুরীও স্নেহ করেন তাহানে॥ গদাধর পণ্ডি
তের আপনার কৃত। পুথি পড়ায়েন নাম কৃষ্ণলীলামৃত॥ পড়াইয়া পড়িয়া
ঠাকুর সন্ধ্যাকালে। ঈশ্বরপুরীরে নিত্য নমস্করি চলে॥ প্রভু দেখি শ্রীঈশ্বর

পুরী হরষিত। প্রভু হেন না জানেন তবু বড় প্রীত॥ হাসিয়া বলেন তুমি পরম পণ্ডিত। আমি পুথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত॥ সকল কহিবা কথা থাকে কোন দোষ। ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ॥ প্রভু বোলে ভক্ত বাক্য কৃষ্ণের ব র্ণন। ইহাতে যে দেখে দোষ পাপী সেই জন॥ ভক্তের কবিত্ব যে তেমতে কেনে নহে। সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়ে॥ মূর্খো বদতি বিষ্ণায় বিষ্ণুবে ব লেধীর। দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ বীর॥ তথাহি॥ মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীর বদতি বিষ্ণবে। উভয়োস্তু সমংপুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥ *॥ ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ। ভক্তের বর্ণন মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥ অতএব তোমার সে প্রেমের বর্ণন। ইহাতে দোষিবে কোন সাহাসিক জন॥ শুনিয়া ঈশ্বরপুরী প্র ভুর উত্তর। অমৃতে সিঞ্চিত হৈল তান কলেবর॥ পুন হাসি বলিলা তোমার দোষ নাঞি। অবশ্য বলিবা দোষ থাকে যেই ঠাঞি॥ এইমত প্রতিদিন প্রভু তান সঙ্গে। বিচার করেন দুই চারিদণ্ড রঙ্গে॥ এক দিনপ্রভু তান কবিত্ব শুনিয়া। হাসি দুষিলেন ধাতু না লাগে বলিয়া॥ প্রভু বোলে এধাতু আত্মনি পদনয়। বলিয়া চলিলা প্রভু আপন আলয়॥ ঈশ্বরপুরীও সর্ব্ব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত। বিদ্যারস বি চারেও বড় হরষিত॥ প্রভু গেলে সেই ধাতু করেন বিচার। সিদ্ধান্ত কল্পেন তহিঁ অশেষ প্রকার॥ সেই ধাতু করেন আত্মনে পদী নাম। আর দিন প্রভু গেলে করেন ব্যাখ্যান॥ যে ধাতু পরস্মৈপদি বলি গেলা তুমি। তাহা এই সাধিল আ ত্মনে পদী আমি॥ ব্যাখ্যান শুনিয়া প্রভু পরম সন্তোষ। ভৃত্য জয় লাগি আর না দিল কোন দোষ॥ সর্ব্ব কাল প্রভু বাড়ায়েন ভৃত্য জয়। এ তান স্বভাব সকল বেদে কয়॥ এইমত কতদিন বিদ্যারস রঙ্গে। আছিলা ঈশ্বরপুরী গৌর চন্দ্র সঙ্গে॥ ভক্তিরসে চঞ্চল একত্র নহে স্থিতি। পর্য্যটনে চলিলা পবিত্র করি ক্ষিতি॥ যে শুনয়ে ঈশ্বরপুরীর পুণ্যকথা। তার বাস হয় কৃষ্ণ পাদপদ্ম যথা॥ যত প্রেম মাধবেন্দ্র পুরীর শরীরে। সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বরপুরীরে॥ পাইয়া গু রুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদে। ভ্রমেণ ঈশ্বরপুরী অতি নির্ব্বিরোধে॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি শ্রীআদিখণ্ডে নব মোঽধ্যায়ঃ॥ *।৯। জয়২ মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। জয়হউ প্রভুর যতেক অ নুচর॥ হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর। পুস্তক লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর॥ যত অধ্যাপক প্রভু চালেন সভারে। প্রবোধিতে শক্তি কোন জন নাহি ধরে॥ ব্যা করণ শাস্ত্র সবে বিদ্যার আদান। ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণজ্ঞান॥ স্বানুভা বানন্দে করেন নগর ভ্রমণ॥ সংহতি পরম ভাগ্যবন্ত শিষ্যগণ। দৈবে পথে মুকু ন্দের সঙ্গে দরশন॥ হস্তে ধরি প্রভু তারে বলেন বচন॥ আমারে দেখিয়া তুমি কি কার্য্য পলাও। আজি আমা প্রবোধিয়া বিনা তুমি যাও॥ মনে ভাবে মুকুন্দ এবে

জিনিব কেমনে। ইহার অভ্যাস মাত্র সবে ব্যাকরণে॥ ঠেকাইমু আজি জিজ্ঞাসিয়া অলঙ্কার। মোর সনে গর্ব্ব যেন না করেন আর॥ লাগিল জিজ্ঞাসা মুকুন্দের প্রভু সনে। প্রভু খণ্ডে যত অর্থ মুকুন্দ বাখানে॥ মুকুন্দ বলেন ব্যাকরণ শিশু শাস্ত্র। বালকেতে ইহার বিচার করে মাত্র॥ অলঙ্কার বিচার করিব তোমা সনে। প্রভু কহে বুঝ তোমার যেবা লয় মনে॥ বিষম২ যত কবিত্ব প্রচার। পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে অলঙ্কার॥ সর্ব্ব শক্তি ময় গৌরচন্দ্র অবতার। খণ্ড২ করি দোষে সব অলঙ্কার॥ মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন। হাসিয়া২ প্রভু বসেন বচন॥ আজি ঘরে গিয়া ভাল মতে পুঁথি চাহ। কালি বুঝিবাঙ ঝাট আসিবারে চাহ॥ চলিলা মুকুন্দ লই চরণের ধূলী। মনে২ চিন্তয়ে মুকুন্দ কুতূহলী॥ মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য আছে কোথা। হেন শাস্ত্র নাহিক অভ্যাষ নাহি যথা॥ এমন সুবুদ্ধি কৃষ্ণ ভক্ত হয় যবে। তিলেক ইহার সঙ্গ নাছাড়ি যে তবে॥ এইমতে বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। ভ্রমিতে দেখেন আর দিনে গদাধর॥ হাসি দুই হাথে প্রভু রাখিল ধরিয়া। ন্যায় পড় তুমি আমাযাও প্রবোধিয়া॥ জিজ্ঞাসহ গদাধর বলয়ে বচন। প্রভু বোলে কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ॥ শাস্ত্র অর্থ যেন গদাধর বাখানিলা। প্রভু বোলে ব্যাখ্যা না করিতে জানিলা॥ গদাধর বোলে অত্যান্তিক দুঃখ নাশ। ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ॥ নানারূপে দোষে প্রভু রসস্বতী পতি। হেন নাহি তার্কিক যে তাহা করে স্থিতি॥ হেন জন নাহি যে প্রভুর সনে বোলে। গদাধর ভাবে আজি বর্ত্তি পলাইলে॥ প্রভু বোলে গদাধর আজি যাহ ঘর। কালি বুঝিবাঙ তুমি আসিহ সত্বর॥ নমস্করি গদাধর চলিলেন ঘরে। ঠাকুর ভ্রমেণ সর্ব্ব নগরে২॥ পরম পাণ্ডিত্য জ্ঞান হইল সভার। সভেই করেন দেখি সংভ্রম অপার॥ বিকালে ঠাকুর সর্ব্ব পড়ুয়ার সঙ্গে। গঙ্গাতীরে আসিয়া বসেন মহারঙ্গে। সিন্ধু সুতা সেবিত প্রভুর কলেবর। ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর চতুর্দ্দিগে বেঢ়িয়া বৈসেন শিষ্যগণ। মধ্যে শাস্ত্র বাখানেন শ্রীশচী নন্দন॥ বৈষ্ণব সকল যথা সন্ধ্যাকাল হৈলে। আসিয়া বৈসেন গঙ্গাতীরে কুতূহলে॥ দূরে থাকি প্রভুর ব্যাখ্যান সভে শুনে। হরিষ বিষাদ সভে ভাবে মনে মনে॥ কেহ বোলে হেনরূপ হেন বিদ্যা যার। নাভজিলে কৃষ্ণ কিছু নহে উপকার॥ সভেই বলেন ভাই উহানে দেখিয়া। ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়া॥ কেহো বলে দেখা পাইলে না দেন এড়িয়া। মহা দানী প্রায় যেন রাখেন বান্ধিয়া॥ কেহ বলে ব্রাহ্মণের শক্তি অমানুষী। কোন মহা পুরুষ বা হয়ে হেন বাসী॥ যদ্যপিও নিরন্তর বাখানেন ফাঁকি। তথাপি সন্তোষ বড় পাঙ ইহা দেখি॥ মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য দেখিনাঞি। কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই॥ অন্যোন্য সভেই সাধেন সভা প্রতি। সভে বলে উহান হউক কৃষ্ণেরতি॥ দণ্ডবত

হই সভে পড়িলা গঙ্গারে। সর্ব্ব ভাগবত মেলি আশীর্ব্বাদ করে॥ হেন কর কৃষ্ণ জগন্নাথের নন্দন। তোর রসে মত্ত হই ছাড়ি অন্য মন॥ নিরবধি প্রেম ভাবে ভজুক তোমারে। হেন সঙ্গ কৃষ্ণ দেহ আমা সভাকারে॥ অন্তর্যামি প্রভু চিত্ত জানেন সভার। শ্রীবাসাদি দেখিলেই করে নমস্কার॥ ভক্ত আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়। ভক্ত আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে রতি হয়॥ কেহ২ সাক্ষাতেই প্রভু দেখি বলে। কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা ভোলে॥ কেহ বলে হের শুন নিমাঞিঃ পণ্ডিত। বিদ্যায় কি কায কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত॥ পড়ে কেনে লোক কৃষ্ণ ভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥ হাসি বোলে প্রভু বড় ভাগ্য সে আমার। তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণ ভজিবার॥ তুমি সব যারে কর শুভানুসন্ধান। মোর চিত্তে হেন লয় সেই ভাগ্যবান॥ কতোদিন পড়াইয়া মোর চিত্তে আছে। চলিব বুঝিয়া ভাল বৈষ্ণবের কাছে॥ এত বলি হাসে প্রভু সেবকের সনে। প্রভুর মায়ায় কেহ প্রভু নাহি চিনে॥ এইমত ঠাকুর সভার চিত্ত হরে। হেন নাহি যেজনে অপেক্ষা নাহি করে॥ এইমত ক্ষণে প্রভু বৈসে গঙ্গা তীরে। কখন ভ্রমেণ প্রতি নগরে নগরে॥ প্রভু দেখিলেই মাত্র নগরীয়াগণ। পরম আদর করি বন্দেন চরণ॥ নারীগণ দেখি বলে এইবা মদন। স্ত্রীলোকে পাউক জন্মে জন্মে হেনধন॥ পণ্ডিতে দেখয়ে বৃহস্পতির সমান। বৃদ্ধ আসি পাদ পদ্মে করয়ে প্রণাম॥ যোগীগণে দেখে যেন সিদ্ধ কলেবর। দুষ্ট জন দেখে যেন মহা ভয়ঙ্কর। দিবসেক প্রভু যারে করেন সম্ভাষ। বন্দি পায় হয় যেন পরে প্রেম ফাঁস॥ বিদ্যারসে করে প্রভু যত অহঙ্কার। শুনিলে তথাপি প্রীত করেন অপার॥ যবনেও প্রভু দেখি করে বড় প্রীত। সর্ব্বভূত কৃপালুতা প্রভুর চরিত॥ পড়ায় বৈকুণ্ঠনাথ নবদ্বীপ পুরে। মুকুন্দ সঞ্জয় ভাগ্যবন্তের মন্দিরে॥ পক্ষ প্রতিপক্ষ সূত্র খণ্ডন স্থাপন। বাখানে অশেষ রূপ শচীর নন্দন॥ গোষ্ঠীসহ মুকুন্দ সঞ্জয় ভাগ্যবান। ভাসয়ে আনন্দে মর্ম্ম না জানয়ে আন॥ বিদ্যাজয় করিয়া ঠাকুর যায় ঘরে॥ বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥ এক দিন মহাবায়ু মান্দ্য করি ছল। প্রকাশেন প্রেম ভক্তি বিকার সকল॥ আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে। গড়াগড়ি যায় হাসি ঘর ভাঙ্গিফেলে॥ হুঙ্কার গর্জ্জন করে মালসাট মারে। সম্মুখে দেখয়ে যারে তাহারেই মারে॥ ক্ষণে২ সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়। হেন মূর্চ্ছা হয় লোকে দেখি পায় ভয়॥ শুনিলেন বন্ধুগণ বায়ুর বিকার। ধাইয়া আসিয়া সভে করে প্রতিকার॥ বুদ্ধিমন্ত খান আর মুকুন্দ সঞ্জয়। গোষ্ঠীসহ আইলেন প্রভুর আলয়॥ বিষ্ণুতৈল নারায়ণতৈল দেন শিরে। সভে করে প্রতিকার যার যেন স্ফুরে॥ আপন ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম্ম করে। সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে॥ সর্ব্বঅঙ্গে কম্প প্রভু করে আস্ফালন। হুঙ্কার শুনিতে ভয় পায় সর্ব্বজন॥

প্রভু বোলে মুঞি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর। মুঞি বিশ্বধরোঁ মোর নাম বিশ্বম্ভর॥ মুঞি সেই মোরেত না চিনে কোন জনে। এতবলি নড়দেই ধরে সর্ব্বজনে॥ আপনা প্রকাশ প্রভু করে বায়ুছলে। তথাপি না বুঝে কেহ তান মায়া বলে॥ কেহ বলে দানব হইল অধিষ্ঠান। কেহ বলে হেন বুঝি ডাকিনীর কাম॥ কেহ বলে সদাই করয়ে বাক্য ব্যয়। অতএব হৈল বায়ু জানিহ নিশ্চয়॥ এইমত সর্ব্ব জন করেন বিচার। বিষ্ণু মায়া মোহে তত্ত্ব না জানিয়া তার॥ বহুবিধ পাক তৈল সভে দেন শিরে। তৈলদ্রোণে থুই তৈল দেন কলেবরে॥ তৈলদ্রোণে ভাসে প্রভু হাসে খলখল॥ সত্য যেন মহাবায়ু করিয়াছে বল॥ এইমত আপন ইচ্ছায় লীলা করি। স্বভাব হইলা প্রভু বায়ু পরিহরি॥ সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ হরিধ্বনি। কে কাহারে বস্ত্র দেয় হেন নাহি জানি॥ সর্ব্বলোকে শুনিয়া হইলা হরষিত। সভে বলে জীউ জীউ এহেন পণ্ডিত॥ এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়। কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥ প্রভুরে দেখিয়া সব বৈষ্ণবেরগণ। সভে বলে ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ॥ ক্ষণেক নাহিক বাপ অনিত্য শরীর। তোমারে কে শিখাইব তুমি মহাধীর॥ হাসি প্রভু সভারে করিয়া নমস্কার। পড়াইতে চলে শিষ্য সংহতি অপার॥ মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে। পড়ায়েন প্রভু চণ্ডিমণ্ডপ ভিতরে॥ পরম সুগন্ধি পাকতৈল প্রভু শিরে। কোন পুণ্যবন্ত দেয় প্রভু ব্যাখ্যা করে॥ চতুর্দ্দিগে মহা পুণ্যবন্ত শিষ্যগণ। মাঝে প্রভু ব্যাখ্যাকরে জগতজীবন সে শোভার মহিমাত কহিতে না পারি। উপমা বা দিব কোন না দেখি বিচারি॥ হেন বুঝি যেন সনকাদি শিষ্যগণ। নারায়ণ বেড়ি বৈসে বদরিকাশ্রম॥ তাহা সভা লৈয়া যেন সে প্রভু পড়ায়। হেন বুঝি সেই লীলা করে গৌররায়॥ সেই বদরিকাশ্রম বাসী নারায়ণ। নিশ্চয় জানিহ এই শচীর নন্দন॥ অতএব শিষ্য সঙ্গে সেই লীলা করে। বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥ পড়াইয়া প্রভু দুই প্রহর হইলে। তবে শিষ্যগণ লৈয়া গঙ্গাস্নানে চলে॥ গঙ্গাজলে বিহার করিয়া কতক্ষণ। গৃহে আসি করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পূজন॥ তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি। ভোজনে বসিলা গিয়া বলি হরি হরি॥ লক্ষ্মী দেন অন্ন খান বৈকুণ্ঠের পতি। নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী॥ ভোজন অন্তরে করি তাম্বুল চর্ব্বণ। শয়ন করেন লক্ষ্মী সেবেন চরণ॥ কতক্ষণ যোগ নিদ্রা প্রতি দৃষ্টি দিয়া। পুনঃ প্রভু চলিলেন পুস্তক লইয়া॥ নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস। সভার সহিতে করে হাসিয়া সম্ভাষ॥ যদ্যপি প্রভুর কেহ তত্ত্ব নাহি জানে। তথাপি সাধ্বস করে দেখি সর্ব্বজনে॥ নগর ভ্রমণ করে শচীর নন্দন। দেবের দুর্ল্লভ বস্তু দেখে সর্ব্বজন॥ উঠিলেন প্রভু তন্ত্রবায়ের নগরে। দেখিয়া সংভ্রমে তন্ত্রবায় নমস্করে॥ ভাল বস্ত্র আন প্রভু বলয়ে বচন। তন্ত্রবায় বস্ত্র আনিলেন সেইক্ষণ॥ প্রভু বোলে এবস্ত্রের কি-

মূল্য লইবা। তন্তুবায় বলে তুমি আপনে যে দিবা॥ মূল্য করি বোলে প্রভু এবে কড়ি নাই। তাঁতি বলে দশে পাঁচে দিবা যে গোসাঞি॥ বস্ত্র লৈয়া পর তুমি পরম সন্তোষে। পাছে তুমি কড়ি মোরে দিও সমাবেশে॥ তন্তুবায় প্রতি প্রভু শুভ দৃষ্টি করি। উঠিলেন গিয়া প্রভু গোআলের পুরী॥ বসিলেন মহাপ্রভু গোপের দুয়ারে। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে প্রভু পরিহাস করে॥ প্রভু বোলে আরে বেটা দধি দুগ্ধ আন। আজি তোর ঘরের লইব মহা দান॥ গোপবৃন্দ দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন॥ সংভ্রমে দিলেন আনি উত্তম আসন॥ প্রভু সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস। মামা মামা বলি সভে করেন সম্ভাষ॥ কেহ বলে চল মামা ভাত খাই গিয়া। কোন গোপ কান্ধে করি যায় ঘরে লৈয়া॥ কেহ বলে আমার ঘরের যত ভাত। পূর্ব্বে যে খাইলে মনে নাহিক তোমাত॥ সরস্বতী সত্য কহে গোপ নাহি জানে। হাসে মহা প্রভু গোপগণের বচনে॥ দুগ্ধ ঘৃত সর দধি সুন্দর নবনী। সন্তোষে প্রভুরে সব গোপে দেয় আনি॥ গোআল কুলের প্রভু প্রসন্ন হইয়া। গন্ধবণিকের ঘরে উঠিলেন গিয়া॥ সংভ্রমে বণিক করে চরণ বন্দন। প্রভু বোলে আরে ভাই ভাল গন্ধ আন॥ দিব্যগন্ধ বণিক আনিল ততক্ষণ। কিমূল্য লইবা বোলে শ্রীশচীনন্দন॥ বণিক বলয়ে তুমি জান মহাশয়। তোমা স্থানে মূল্য কি বলিতে যুক্ত হয়॥ আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহত ঠাকুর। কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর॥ ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে॥ তবে দিও মূল্য যেতোমার চিত্তেপড়ে॥ এতবলি আপনে প্রভুর সর্ব্ব অঙ্গে। গন্ধদেয় বণিক না জানি কোনরঙ্গে॥ সর্ব্বভূত হৃদয়ে আকর্ষে সর্ব্ব মন। সেরূপ দেখিয়া মুগ্ধনহে কোনজন॥ বণিকেরে অনুগ্রহ করি বিশ্বম্ভর। উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকার ঘর॥ পরম অদ্ভুতরূপ দেখি মালাকার। সাদরে আসন দিয়া করে পুরস্কার॥ প্রভুবোলে ভালমালা দেহ মালাকার॥ কড়িপাতি নাগেকিছু নাহিক আমার॥ সিদ্ধ পুরুষের প্রায় দেখি মালাকার। মালী বলে কিছুদায় নাহিক তোমার॥ এতবলি মালা দিল প্রভুর শ্রীঅঙ্গে। হাসে মহাপ্রভু সর্ব্ব পড়ুয়ার সঙ্গে মালাকর প্রতি প্রভু শুভ দৃষ্টি করি। উঠিলা তাম্বুলি ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ তাম্বুলী দেখয়ে রূপ মদনমোহন। চরণের ধূলি লই দিলেন আসন॥ তাম্বুলী কহয়ে বড় ভাগ্য সে আমার। কোন ভাগ্য তুমি আমা ছারের দুয়ার॥ এত বলি আপনেই পরম সন্তোষে। দিলেন তাম্বুল আনি প্রভু দেখি হাসে॥ প্রভু বোলে কড়ি বিনা কেনে গুয়া দিলা। তাম্বূলি কহয়ে চিত্তে হেনই লইলা॥ হাসে প্রভু তাম্বূলীর শুনিয়া বচন। পরম সন্তোষে করে তাম্বুল চর্ব্বণ॥ দিব্য পর্ণ কর্পূরাদি যত অনুকূল। শ্রদ্ধা করি দিল তার নাহি নিল মূল॥ তাম্বূলীরে অনুগ্রহ করি গৌর রায়। হাসিয়া২ সর্ব্ব নগরে বেড়ায়॥ মধুপুরী প্রায় যেন নবদ্বীপ পুরী। একজাতি লক্ষ লক্ষ কহিতে না পারি॥ প্রভুর বিহার লাগি পূর্ব্বেই বি

ধাতা। সকল সংপূর্ণ করি থুইলেন তথা ॥ পূর্ব্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ। সেই লীলা করে এবে শচীর নন্দন ॥ তবে প্রভু গেলা শঙ্খ বার্ণকের দ্বারে। দেখি শঙ্খবার্ণক সম্ভ্রমে নমস্কারে ॥ প্রভু বোলে দিব্য শঙ্খ আন দেখি ভাই। কে মতে বা নিব শঙ্খ কপর্দ্দক নাই ॥ দিব্য শঙ্খ শাখারি আনিয়া সেই ক্ষণে ॥ প্রভুর শ্রীহস্তে দিয়া বলে প্রীতমনে ॥ শঙ্খ লই ঘরে তুমি চলহ গোসাঞি। পাছে কড়ি দিহ না দিলেও দায় নাঞি ॥ তুষ্ট হইলা প্রভু শঙ্খবর্ণিক বচনে। চলিলেন হাসি শুভ দৃষ্টি করি তানে ॥ এইমত নবদ্বীপে যত নগরীয়া। সভার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া ॥ সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও নাগরিকগণ। গায়েন চৈতন্য নিত্যানন্দের চরণ ॥ নিজ ইচ্ছাময় গৌরচন্দ্র ভগবান। সর্ব্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়ান ॥ দেখিয়া প্রভুর তেজ সেই সর্ব্বজ্ঞান। বিনয় সম্ভ্রম করি করিলা প্রণাম ॥ প্রভু বোলে তুমি সর্ব্ব জান ভালে শুনি। বল দেখি আর জন্মে কে আছিলাম আমি ॥ ভাল বলি সুকৃতি সর্ব্বজ্ঞ চিন্তে মনে। জপিতে গোপাল মূর্ত্তি দেখে সে ইক্ষণে ॥ শঙ্খচক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজ শ্যাম। শ্রীবৎস কৌস্তভ অঙ্গে মহাজ্যোতির্ধাম ॥ নিশাভাগে দেখে অবতীর্ণ বন্দি ঘরে। পিতা মাতা দেখয়ে সমুখে স্তুতি করে ॥ সেইক্ষণে দেখে পিতা পুত্র লইয়া কোলে। সেই রাত্রে থুইলেন আনিয়া গোকুলে ॥ পুন দেখে মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে। কটিতে কিঙ্কিণী নবনীত দুই করে ॥ নিজ ইষ্টমন্ত্র যাহা চিন্তে অনুক্ষণ। সর্ব্বজ্ঞ দেখয়ে সেই সকল লক্ষণ ॥ পুন দেখে ত্রিভঙ্গিম মুরলী বদন। চতুর্দ্দিগে যন্ত্র গীত গায় গোপীগণ ॥ দেখিয়া অদ্ভুত চক্ষু মেলি সর্ব্বজান। প্রভুরে চাহিয়া পুনঃ পুন করে ধ্যান ॥ সর্ব্বজ্ঞ কহয়ে প্রভু শ্রীবাল গোপাল। কে আছিল এই বিপ্র দেখাও সকাল ॥ তবে দেখ ধনুর্দ্ধর দুর্ব্বাদলশ্যাম। বীরাসনে প্রভুরে দেখয়ে সর্ব্বজান ॥ পুন দেখে প্রভুরে প্রলয় জল মাঝে। অদ্ভুত বরাহ মূর্ত্তি দন্তে পৃথ্বী সাজে ॥ পুন দেখে প্রভুরে নৃসিংহ অবতার। মহাউগ্র রূপ ভক্ত বৎসল অপার ॥ পুন দেখে প্রভুরে বামনরূপধারী। বলি যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়া করি ॥ পুন দেখে মৎস্য রূপে প্রলয়ের জলে। করিতে আছেন জল ক্রীড়া কুতূহলে ॥ সুকৃতি সর্ব্বজ্ঞ পুন দেখয়ে প্রভুরে। মত্ত হলধর রূপ শ্রীমুষল করে ॥ পুন দেখে জগন্নাথ মূর্ত্তি সর্ব্বজান। মধ্যে শোতে সুভদ্রা দক্ষিণে বলরাম ॥ এইমত ঈশ্বর তত্ত্ব দেখি সর্ব্বজান। তথাপি না বুঝে কিছু হেন মায়া তান ॥ চিন্তয়ে সর্ব্বজ্ঞ মনে হইয়া বিস্মিত। হেন বুঝি এব্রাহ্মণ মহামন্ত্র বিত ॥ অথবা দেবতা কোন আসিয়া কৌতুকে। পরীক্ষিতে আমারে বা ছলে বিপ্ররূপে ॥ অমানুষী তেজ দেখি বিপ্রের শরীরে। সর্ব্বজ্ঞ করিয়া কিবা কদর্থে আমারে ॥ এতেক চিন্তিতে প্রভু বলিল হাসিয়া। কে আমি কি দেখ কেন কহনা ভাঙ্গিয়া ॥ সর্ব্বজ্ঞ বলয়ে তুমি চলহ এখনে। বিকালে বুঝি-

ব মন্ত্র জপি ভাল মনে॥ ভাল২ বলি প্রভু হাসিয়া চলিলা। তবে প্রভু শ্রীধরের মন্দিরে আইলা॥ শ্রীধরেরে বড় প্রভু সন্তুষ্ট অন্তরে। নানা ছল করি প্রভু আই সে তার ঘরে॥ বাক কাব্য পরিহাস শ্রীঅধরের সঙ্গে। দুই চারি দণ্ড করি চলে প্রভু রঙ্গে॥ প্রভু দেখি শ্রীধর হইলা নমস্কার। শ্রদ্ধা করি আসন দিলেন বসিবার॥ পরম সুশান্ত শ্রীধরের ব্যবসায়। প্রভু বিহরেণ যেন উদ্ধতের প্রায়॥ প্রভু বোলে শ্রীধর তুমি যেই অনক্ষণ। হরি২ বল তবে দুঃখ কিকারণ॥ লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি। অন্নবস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥ শ্রীঅধর বলেন উপবাসত না করি। ছোট হউক বড় হউক বস্ত্র দেখ পরি॥ প্রভু বোলে দেখিলাম গাঁঠ দশ ঠাঞি। ঘরে বল এই দেখিতেছি খড় নাই॥ দেখ এই চণ্ডী বিষ হরিরে পূজিয়া। কেনে ঘরে খায় পরে বসন গরিয়া॥ শ্রীধর বলেন বিপ্র কহিলা উত্তম। তথাপি সভার কাল যায় এক সম॥ রত্ন ঘরে থাকে যার দিব্য খায় পরে। পশু পক্ষ থাকে দেখ বৃক্ষের উপরে॥ কাল পুন সভার সমান হইয়া যায়। সভে নিজ কর্ম্মে ভুঞ্জে ঈশ্বর ইচ্ছায়॥ প্রভু বোলে তোমার বিস্তর আছে ধন। তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন॥ তাহা আমি বিদিত করিব কত দিনে। তবে তুমি দেখি লোক ভাণ্ডাও কেমনে॥ শ্রীধর বলেন ঘরে চলহ পণ্ডিত। তোমায় আমায় দ্বন্দ না হয় উচিত॥ প্রভু বোলে আমি তোমা না ছাড়ি এমনে। কি আমারে দিবা তাহা বল এইক্ষণে॥ শ্রীধর বলেন আমি খোলা বেচি খাই। ইহাতে কি দিব তাহা বলহ গোসাঞি॥ প্রভু বোলে যে তোমার পোঁতা ধন আছে। সে থাকুক এখনে পাইব তাহা পাছে॥ এবে কলা থোড় পাত দেহ কড়ি বিনে। দিলে আমি কন্দল না করি তোমা সনে॥ মনে ভাবে শ্রীধর উদ্ধত বিপ্র বড়। কোন দিন আমারে কিলায় পাছে দড়॥ মারিলেও ব্রাহ্মণের কি করিতে পারি। কড়ি বিনা প্রতিদিন দিবারেও নারি॥ তথাপিও বলে ছলে যে লয় ব্রাহ্মণে। সে আমার ভাগ্য বটে দিব প্রতি দিনে॥ চিন্তিয়া শ্রীধর বলে শুনহ গোসাঞি। কড়িপাতি কিছুই তোমার দায় নাঞি॥ থোড় কলা খোলা পাত দিব এই মেনে। সর্ব্বদায় কন্দল না কর আমা সনে॥ প্রভু বোলে ভাল২ আর দ্বন্দ নাঞি। সবে থোড় কলাপাত ভাল যেন পাই॥ তাহার খোলায় নিত্য করেন ভোজন। যার থোড় কলামূলা হয় শ্রীব্যঞ্জন॥ শ্রীধরের গাছে যেই লাউ ধরে চালে। তাহা খায় প্রভু দুগ্ধ মরিচের ঝালে॥ প্রভু বোলে আমারে কি বা সহ শ্রীধর। তাহা কহিলেই আমি চলি যাই ঘর॥ শ্রীধর বলেন তুমি বিপ্র বিষ্ণু অংশ। প্রভু বোলে না জানিলা আমি গোপ বংশ॥ তুমি আমা দেখ যেন ব্রাহ্মণ ছাওয়াল। আমি আপনারে বাসি যেহেন গোপাল॥ হাসেন শ্রীধর শুনি প্রভুর বচন। না চিনিল নিজ প্রভু মায়ার কারণ॥ প্রভু বোলে শ্রীধর তোমারে

কহি তত্ত্ব। আমা হৈতে হয় তোর গঙ্গার মহত্ত্ব॥ শ্রীধর বলেন ওহে পণ্ডিত নিমাঞি। গঙ্গা করিয়াও কি তোমার ভয় নাই॥ বয়েস বাড়িলে লোক কোথা স্থির হয়। তোমার চাঞ্চল্য আর দ্বিগুণ বাড়য়॥ এইমত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি। আইলেন নিজ গৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ বিষ্ণু দ্বারে বসিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর। চলিলা পড়ুয়াবর্গ যার যথা ঘর॥ দেখি প্রভু পৌর্ণমাসী চান্দের উদয়। বৃন্দাবন চন্দ্র ভাব হইল হৃদয়॥ অপূর্ব্ব মুরলী ধ্বনি লাগিলা করিতে। আই বিনা কেহ আর না পায় শুনিতে॥ ত্রিভুবন মোহন মুরলী শুনি আই। আনন্দমগণে মূর্চ্ছা গেলা সেই ঠাঞি॥ ক্ষণেকে চৈতন্য পাই স্থির করি মন। অপূর্ব্ব মুরলী ধ্বনি করেন শ্রবণ॥ যেখানে বসিয়াছেন গৌরাঙ্গ সুন্দর। সেই দিগে শুনেন মুরলী মনোহর॥ অদ্ভুত শুনিয়া আই আইলা বাহিরে। দেখে পুত্র বসিয়াছে বিষ্ণুর দুয়ারে॥ আর নাহি পায়েন শুনিতে বংশীনাদ। পুত্রের হৃদয়ে দেখে আকাশের চাঁদ॥ পুত্র বক্ষে দেখে চন্দ্রমণ্ডল সাক্ষাতে। বিস্মিত হইয়া আই চাহে চারি ভিতে॥ গৃহে আই বসি গিয়া লাগিলা চিন্তিতে। কি হেতু নিশ্চয় কিছু না পারে বুঝিতে॥ কত এইমত ভাগ্যবতী শচী আই। যত দেখে প্রকাশ তাহার অন্ত নাঞি॥ কোনদিন নিশাভাগে শচী আই শুনে। গীতবাদ্য যন্ত্র বায় কত শত জনে॥ বহু বিধ মুখবাদ্য নৃত্য পদতাল। যেন মহা রাসক্রীড়া শুনেন বিশাল॥ কোন দিন দেখে সর্ব্ব বাড়ি ঘরদ্বার। জ্যোতির্ম্ময় বহি কিছু না দেখয়ে আর॥ কোনদিনে দেখে অতি দিব্য নারীগণ। লক্ষ্মী প্রায় সভে হস্তে পদ্ম বিভূষণ॥ কোন দিন দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ। দেখি পুন আর নাহি পায় দরশন॥ আইর এসব দৃষ্টি কিছু চিত্র নহে। বিষ্ণুভক্তি স্বরূপিনী যারে বেদে কহে॥ আই যারে সকৃত করেন দৃষ্টি পাতে। সেই হয় অধিকারী এসব দেখিতে॥ হেনমতে শ্রীগৌর সুন্দর বনমালী। আছে গূঢ়রূপে নিজানন্দে কুতূহলী॥ যদ্যপি আপনা প্রভু এতেক প্রকাশে। তথাপিও চিনিতে না পারে কোন দাসে॥ হেন সে উদ্ধত প্রভু করেন কৌতুকে। তেমত ঔদ্ধত্য আর নাহি নবদ্বীপে॥ যখনে যেরূপে লীলা করেন ঈশ্বর। সেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তার নাহিক সোসর॥ যুদ্ধলীলা প্রতি ইচ্ছা উপজে যখন। অস্ত্রশিক্ষা বীর আর না থাকে তেমন॥ কামলীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়। লক্ষার্ব্বুদ বনিতা যে করেন বিজয়॥ ধন বিলসিতে বা যখন ইচ্ছা হয়। প্রজার ঘরেতে হয় নিধি কোটিময়॥ এমন উদ্ধত গৌরচন্দ্র যে এখনে। এই প্রভু বিরক্ত ধর্ম্ম লভিলা যখনে॥ সে বিরক্ত ভক্তির কণা নাহি ত্রিভুবনে। অন্যে কি সম্ভবে তাহা ব্যক্ত সর্ব্বজনে॥ এমত ঈশ্বরের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। সবে সেবকেরে হারে সে তাহান ধর্ম্ম॥ একদিন প্রভু আইসেন রাজ পথে। সাত পাঁচ পড়ুয়া প্রভুর চরি ভিতে॥ ব্যবহারে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান। অঙ্গে পীত বস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান॥ অধরে তাম্বুল কোটিচন্দ্র শ্রীবদন।

লোকে বলে মূর্ত্তিমন্ত এইবা মদন॥ ললাটে তিলক ঊর্দ্ধ পুস্তক শ্রীকরে। দৃষ্টি মাত্রে পদ্মনেত্রে সর্ব্ব পাপ হরে॥ স্বভাব চঞ্চল পড়ুয়ার বর্গ সঙ্গে। বাহু দোলাইয়া প্রভু আইসেন রঙ্গে॥ দৈবে পথে আইসেন পণ্ডিত শ্রীবাস। প্রভু দেখি মাত্র তান হৈল মহা হাস॥ তানে দেখি প্রভু করিলেন নমস্কার। চিরজীবি হও ব লে শ্রীবাস উদার॥ হাসিয়া শ্রীবাস বলে কহ দেখি শুনি। কোথা চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি॥ কৃষ্ণ না ভজিয়া কাল কিকার্য্য গোঙাও। রাত্রি দিন নিরবধি কেনেবা পড়াও॥ পড়ে কেন লোক কৃষ্ণ ভক্তি জানিবারে॥ সে যদি ন হিল তবে বিদ্যায় কি করে॥ এতেকে সর্ব্বদা ব্যর্থ না গোঙাও কাল। পড়িলা ত এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল॥ হাসি বোলে মহাপ্রভু শুনহ পণ্ডিত। তোমার কৃপায় তাহা হইব নিশ্চিত॥ এত বলি মহাপ্রভু হাসিয়া চলিলা। গঙ্গাতীরে আসি শিষ্য সহিতে বসিলা॥ গঙ্গাতীরে বসিলেন শ্রীশচী নন্দন। চতুর্দ্দিগে ব সিলেন সব শিষ্যগণ॥ কোটি মুখে সেত শোভা না পারি কহিতে। উপমাও তার নাহি দেখি ত্রিজগতে॥ চন্দ্র তারাগণ বা বলিব তাহা নহে। সকলঙ্ক তার কলাক্ষয় বৃদ্ধি হয়ে॥ সর্ব্বকাল পরিপূর্ণ এ প্রভুর কলা। নিষ্কলঙ্ক তেঞি সে উপমা দূর গেলা॥ বৃহস্পতি উপমাও দিতে না জুয়ায়। তিহোঁ একপক্ষ দেবগণের সহায়॥ এপ্রভু সভার পক্ষ সহায় সভার। অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ইহার॥ কাম দেব উপমা বা দিব সেহ নহে। তিহোঁ চিত্তে জাগিলে চিত্তের ক্ষোভ হয়ে॥ এ প্রভু জাগিলে চিত্তে সর্ব্ববন্ধ ক্ষয়। পরম নির্ম্মল চিত্ত সুপ্রসন্ন হয়॥ এইমত সকল দৃষ্টান্ত যোগ্য নয়। সবে এক উপমা আমার চিত্তে লয়॥ কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দ কুমার। গোপবৃন্দ মধ্যে যেন করিলা বিহার॥ সেই গোপবৃন্দ লই সেই কৃষ্ণচন্দ্র। বুঝি দ্বিজরূপে গঙ্গাতীরে করে রঙ্গ॥ গঙ্গাতীরে যে যেজন দেখে প্রভুর মুখ। সেই পায় অতি অনির্ব্বচনীয় সুখ॥ দেখিয়া প্রভুর তেজ অতি বিলক্ষণ। গঙ্গাতীরে কানাকানী করে সর্ব্ব জন॥ কেহ বলে এত তেজ মনুষ্যের নয়। কেহ বলে এ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু অংশ হয়॥ কেহ বলে বিপ্র রাজা হইবেক গৌড়ে। সেই বুঝি এই হেন কখন না নড়ে॥ রাজ শ্রীরাজ চিহ্ন দেখিয়ে সকল। এইমত বলে যার যত বুদ্ধি বল॥ অধ্যাপক প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া। ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গা সমীপে বসিয়া॥ হয় ব্যাখ্যা নয় করে নয় করে হয়। সকল খণ্ডিয়া শেষে সকল স্থাপয়॥ প্রভু বলে তারে আমি কহি যে পণ্ডিত। এক বার ব্যাখ্যা করে আমার সমীপ॥ সেই ব্যাখ্যা যদি বাখানিয়ে আরবার। আমা প্রবোধিবে হেন দেখি শক্তি কার॥ এইমত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্কার। সর্ব্ব গর্ব্ব চূর্ণ হয় শুনিয়া সভার॥ কতবা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই। কতবা মণ্ডলী হই পড়ে ঠাঞি ঠাঞি॥ প্রতি দিন দশ বিশ ব্রাহ্মণ কুমার। আ

সিয়া প্রভুর পায় করে নমস্কার ॥ পণ্ডিত আমারা পড়িবাঙ তোমা স্থানে। কিছু জানি হেনকৃপা করিবা আপনে ॥ ভাল২ হাসি প্রভু বলেন বচন। এইমত প্রতি দিন বাঢে শিষ্যগণ ॥ গঙ্গাতীরে শিষ্য সঙ্গে মণ্ডলী করিয়া। বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি আছেন বসিয়া ॥ চতুর্দ্দিগে দেখে সব ভাগ্যবন্ত লোক। সর্ব্ব নবদ্বীপে প্রভুর প্রভাব আলোক ॥ সে আনন্দ যেযে ভাগ্যবন্ত দেখিলেক। কোন জন আছে তার ভাগ্য বলিবেক ॥ সে আনন্দ দেখিলেক যে সুকৃতি জন। তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন ॥ হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখনে। হইলাঙ বঞ্চিত সে সুখ দরশনে ॥ তথাপিও এই কৃপা কর গৌরচন্দ্র। সেই লীলা স্ফুর্ত্তি মোর হউ অন্তস্কন্দ ॥ সপার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা যথা। লীলা কর মুঞি যেন ভৃত্য হঙ তথা ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহু জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান। ইতি শ্রীআদিখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গ নগর ভ্রমণং দশমোঽধ্যায় ॥ * ॥ ১০ ॥ জয়২ দ্বিজকুল চন্দ্র গৌরচন্দ্র। জয়২ ভক্তগোষ্ঠী হৃদয়আনন্দ ॥ জয়২ দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ। জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥ জয় অধ্যাপক শিরোরত্ন বিপ্ররাজ। জয়২ চৈতন্যের ভকত সমাঝ ॥ হেন মতে বিদ্যারসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ। বৈসেন সভার করি বিদ্যাগর্ব্ব পাত ॥ যদ্যপিও নবদ্বীপে পণ্ডিত সমাঝ। কোটার্ব্বুদ অধ্যাপক নানা শাস্ত্র সাজ ॥ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তি মিশ্র আচার্য্য। অধ্যাপনা বিনা আর নাহি কোন কার্য্য ॥ যদ্যপিও স্বতন্ত্র সকল শাস্ত্রে জই। শাস্ত্রচর্চ্চা হৈলে ব্রহ্মারেও নাহি সই ॥ প্রভু যত নিরবধি আক্ষেপ করেন। পরস্পর সাক্ষাতেও সভেই শুনেন ॥ তথাপিও হেন জন নাহি প্রভু প্রতি। দ্বিরুক্তি করিতে কার নাহিক শকতি ॥ হেন সে সাধ্বস জন্মে প্রভুরে দেখিয়া। সভেই জায়েন এক দিগে নম্র হৈয়া ॥ যদি বা কাহারে প্রভু করেন সন্তাষ। সেই জন হয় যেন অতিবড় দাস ॥ প্রভুর পাণ্ডিত্য বুদ্ধি সর্ব্বকাল হৈতে। সভেই জানেন সর্ব্বকালে ভালমতে ॥ কোনরূপে কেহো প্রবোধিতে নাহি পারে। ইহাও সভার চিত্তে জাগয়ে অন্তরে ॥ প্রভু দেখি সভাকার জন্মে যে সাধ্বস। স্বভাবেই প্রভু দেখি সভে হয় বশ ॥ তথাপিও হেন তান মায়ার বড়াঞি। বুঝিবারে পারে তারে হেন জন নাঞি ॥ তেহোঁ যদি না করেন আপনা বিদিত। তবে তানে কেহ নাহি জানে কদাচিত ॥ তেঞি পুন নিত্য সুপ্রসন্ন সর্ব্বৰীত। তাহান মায়ায় পুন সভে বিমোহিত ॥ হেন মতে সভারে মোহিয়া গৌরচন্দ্র। বিদ্যারসে নবদ্বীপে করে প্রভু রঙ্গ ॥ হেনকালে তথা এক মহাদিগ্বিজয়ী। আইল পরম অহঙ্কার যুক্ত হই ॥ সরস্বতী মন্ত্রের একান্ত উপাসক ॥ মন্ত্র জপি সরস্বতী করিলেন বশ ॥ বিষ্ণু ভক্তি স্বরূপিণী বিষ্ণুবক্ষস্থিতা। মূর্ত্তি ভেদে রামা সরস্বতী জগন্মাতা। ভাগ্য বশে ব্রাহ্মণের প্রত্যক্ষ হইলা। ত্রিভুবন দিগিজয়ী করি বর

দিলা ॥ যার দৃষ্টিপাতে মাত্রে হয় বিষ্ণু ভক্তি। দিগ্বিজয়ী বর বা তাহান কোন শক্তি ॥ পাই সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরদান। সংসার জিনিয়া বিষ্ণু বুলে স্থানে স্থান ॥ সর্ব্ব শাস্ত্র জিহ্বায় আইসে নিরন্তর। হেন নাহি জগতে যে দিবেক উত্তর ॥ যার কথা মাত্র নাহি বুঝে অন্যজনে। দিগ্বিজয়ী হই বুলে সর্ব্ব স্থানে স্থানে ॥ শুনি লেক বড নবদ্বীপের মহিমা। পণ্ডিত সমাজ যত তার নাহি সীমা ॥ পরম সমৃদ্ধ অশ্ব গজযুক্ত হই। সভাজিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী ॥ প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি পণ্ডিত সভায়। মহা ধ্বনি উপজিল সর্ব্ব নদীয়ায় ॥ সর্ব্বরাজ্য দেশ জিনি জয় পত্রী লই। নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী ॥ সরস্বতীর বরপুত্র শুনি সর্ব্ব জনে। পণ্ডিত সভার বড চিন্তা হইল মনে ॥ জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থান। সভা জিনি নবদ্বীপ জগতে বাখান ॥ হেন স্থান দিগ্বিজয়ী যাইব জিনিয়া। সংসারে প্রতিষ্ঠা হবে ঘুষিবে শুনিয়া ॥ যুঝিতে বা কার শক্তি আছে তার সনে। সরস্বতী বর যারে দিলেন আপনে ॥ সরস্বতী বক্তা যার জিহ্বায় আপনে। মনুষ্য কি বাদে কভু পারে তার সনে ॥ সহস্রং মহামহা ভট্টাচার্য্য। সভে এই চিন্তেন ছাড়িয়া সর্ব্ব কার্য্য ॥ চতুর্দ্দিগে সভেই করেন কোলাহল। বুঝিবাও এই বার যত বিদ্যাবল ॥ এসব বৃত্তান্ত যত পড়ুয়ার গণে। কহিলেন নিজ গুরু গৌরাঙ্গের স্থানে ॥ এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বস করি। সর্ব্বত্র জিনিয়া বুলে জয় পত্রী ধরি ॥ হস্তি ঘোডা দোলা লোক অনেক সংহতি। সংপ্রতি আসিয়া হইল নবদ্বীপে স্থিতি ॥ নবদ্বীপে আপনার প্রতিদন্দ্বি চায়। নহে জয় পত্রী মাগে সকল সভায় ॥ শুনি শিষ্যগণের বচন গৌরমণি। হাসিয়া কহিতে লাগিলেন তত্ত্ব বাণী ॥ শুন ভাই সব এই কহি তত্ত্ব কথা। অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা ॥ যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার। অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার ॥ ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন। নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ ॥ হৈহয় নহুষ বান্ নরক রাবণ। মহা দিগ্বিজয়ী শুনিয়াছ যেযে জন ॥ বুঝি দেখ কারগর্ব্ব চূর্ণ নাহি হয়। সর্ব্বদা ঈশ্বর অহঙ্কার না সহয় ॥ এতেকে তাহার যত বিদ্যা অহঙ্কার। দেখিবে এথাই সব হইব সংহার ॥ এত বলি হাসি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে। সন্ধ্যা কালে গঙ্গাতরে চলিলেন রঙ্গে ॥ গঙ্গা জলস্পর্শ করি গঙ্গা নমস্করি। বসিলেন গঙ্গাতীরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্বশিষ্যগণ। বসিলেন চতুর্দ্দিগে পরম শোভন ॥ ধর্ম্ম কথা শাস্ত্র কথা অশেষ কৌতুকে। গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন প্রভু সুখে ॥ কাহাকে না কহি মনে ভাবেন ঈশ্বরে। দিগ্বিজয়ী জিনিবাও কেমন প্রকারে ॥ এবিপ্রের হইয়াছে মহা অহঙ্কার। জগতে আমার সম দ্বন্দ্বীনাহি আর ॥ সভামধ্যে যদি জয় করিয়ে ইহারে। মৃত্যুতুল্য হইবেক সংসার ভিতরে ॥ লাঘব বিপ্রের করিবেক সর্ব্ব লোকে। লুটিবেক সর্ব্বস্ব বিপ্র মরিবেক শোকে ॥ দুঃখনা পাইবে বিপ্র গর্ব্ব হৈবে

ক্ষয়। বিরলেসে করিবাঙ দিগ্বিজয়ী জয় ॥ এইমত চিন্তিতে ঈশ্বর সেই ক্ষণে। দিগ্বি জয়ী নিশায়ে আইলা সেইখানে ॥ পরমনির্ম্মল নিশাপূর্ণ চন্দ্রবতি। কিবা শোভা হ ইয়া আছেন ভাগিরথী ॥ ধানশীরাগঃ ॥ শিষ্য শঙ্গে গঙ্গাতীরে আছেন ঈশ্বর। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ সর্ব্বমনোহর ॥ হাস্যযুক্ত শ্রীচন্দ্রবদন অনুক্ষণ। নিরন্তর দিব্যদৃষ্ট দুই শ্রী নয়ন॥ মুক্তাজিনি শ্রীদশন অরুণ অধর। দয়াময় সুকোমল সর্ব্ব কলেবর ॥ সুবলিত শ্রীমস্তক শ্রীকাঁচরকেশ। সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ বিলক্ষণ বেশ ॥ সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ সুন্দ র হৃদয়। যজ্ঞসূত্ররূপে তহি অনন্ত বিজয় ॥ শ্রীললাটে ঊর্দ্ধ সুতিলক মনোহর। আ জানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর ॥ যোগ পট্টছান্দ বস্ত্র করিয়া বন্ধন। বাম উরুমাঝে থুই দক্ষিণ চরণ ॥ করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান। হয় নয় করে নয়করেন প্রমাণ ॥ অনেকমণ্ডলী হই সর্ব্ব শিষ্যগণ। চতুর্দ্দিগে বসিয়া আছেন সুশোভন ॥ অ পূর্ব্ব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী সুবিস্মিত। মনেভাবে এইবুঝি নিমাঞিঃ পণ্ডিত। অলক্ষিতে সেইস্থানে থাকি দিগ্বিজয়ী। প্রভুর সৌন্দর্য্য চাহে একদৃষ্টে রই ॥ শিষ্যস্থানে জিজ্ঞা সিল কি নাম ইহার। শিষ্য বলে নিমাঞিঃ পণ্ডিত খ্যাতি যার ॥ তবে গঙ্গানমস্করি সেই বিপ্রবর। আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর ॥ তারে দেখি প্রভুকিছু ঈষৎ হা সিয়া॥ বসিতে বলিলা অতি আদর করিয়া ॥ পরম নিঃশঙ্ক দিগ্বিজয়ী বুদ্ধি যার। তবুপ্রভু দেখিয়া সাধ্বস হৈল তার ॥ ঈশ্বর স্বভাব শক্তি এইমত হয়। দেখি তেই মাত্র তার সাধ্বস জন্ময় ॥ সাত পাচ কথা প্রভু কহি বিপ্র সঙ্গে। জিজ্ঞাসি তে তাঁরে কিছু আরম্ভিলা রঙ্গে ॥ প্রভু কহে তোমার কবিত্বের নাহি সীমা। হেন নাহি যাহা তুমি না কর বর্ণনা ॥ গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন। শুনিয়া সভার হউক পাপ বিমোচন ॥ শুনি সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন। সেইক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন ॥ দ্রুত যে লাগিলা বিপ্র করিতে বর্ণনা। কত রূপে বলে তার কে করিবে সীমা ॥ শত মেঘে শুনি যেন করয়ে গর্জ্জন। এইমত কবিত্বের আ শ্চর্য্য পঠন ॥ জিহ্বায় আপনে সরস্বতী অধিষ্ঠান। যে বোলয়ে সেই হয় অত্যন্ত প্রমাণ ॥ মনুষ্যের সাধ্য তাহা বুঝিবেক কে। হেন বিদ্যাবন্ত নাহি দুষিবেক যে ॥ সহস্র২ যত প্রভুর শিষ্যগণ। অবাক হইলা সভে শুনিয়া বর্ণন ॥ রাম২ অদ্ভুত স্মরেন শিষ্যগণ। মনুষ্যের এমত কি স্ফুরয়ে কখন ॥ জগতে অদ্ভুত যত শব্দ অলঙ্কার। সেই বই কবিত্বের বর্ণন নাহি আর ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ হয় যেযে জন। হেন শব্দ তাহয়াও বুঝিতে বিষম ॥ এইমত প্রহর ক্ষণেক দিগ্বিজয়ী। পড়ে দ্রুত বর্ণনা তথাপি অন্ত নাই ॥ পড়ি যদি দিগ্বিজয়ী হৈলা অবসর। তবে হাসি বলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ॥ তোমারে যে শব্দের গ্রন্থন অভিপ্রায়। তুমি বিনে বুঝা ইলে বুঝন না যায় ॥ এতেক আপনে কিছু করহ ব্যাখ্যান। যে শব্দে যে বল তুমি সেই সুপ্রমাণ ॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব মনোহর। ব্যাখ্যা করিবারে লা

গিলেন বিপ্রবর ॥ ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেইক্ষণে। দুষিলেন আদি মধ্যে অন্ত্য তিন স্থানে ॥ প্রভু বোলে এ সকল শব্দ অলঙ্কার। শাস্ত্র মতে শুদ্ধ হৈলে হয় সারাসার ॥ তুমি বা দিয়াছ কোন অভিপ্রায় করি। বল দেখি কহিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ এত বড় সরস্বতী পুত্র দিগ্বিজয়ী। সিদ্ধান্ত নাস্ফুরে কিছু বুদ্ধি গেল কই ॥ সাত পাঁচ বলে বিপ্র প্রবোধিতে নারে। যেই বলে তাহা দোষে গৌরাঙ্গ সুন্দরে ॥ সকল প্রতিভা পলাইল কোন স্থানে। আপনে না বুঝে বিপ্র কি বলে আপনে ॥ প্রভু বোলে এথাকুক পড় কিছু আর। পড়িতেও পূর্ব্ব মত শক্তি নাহি আর ॥ কোন চিত্র তাহার সম্মোহ প্রভু স্থানে। বেদেও পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে ॥ আপনে অনন্ত চতুর্ম্মুখ পঞ্চানন। যা সভার দৃষ্টে হয় অনন্ত ভুবন ॥ তাহানাও পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে। কোন চিত্র সে বিপ্রের মোহ প্রভু স্থানে ॥ লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত যোগমায়া। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোহে যা সভার ছায়া ॥ তাহারা পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে। অতএব পাছে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে ॥ বেদ কর্ত্তা সব মোহ পায় যার স্থানে। কোন চিত্র দিগ্বিজয়ী মোহ বা তাহানে ॥ মনুষ্যে এসব কার্য্য অসম্ভব্য বড়। তেঞিঃ বলি তাঁর কার্য্য সকলেই দড় ॥ মূলে যত কিছু কর্ম্ম করেন ঈশ্বরে। সকল নিস্তার হেতু দুঃখিত জীবেরে ॥ দিগ্বিজয়ী যদি পরাভবে প্রবেশিলা। শিষ্যগণ হাসিবারে উদ্যত হইলা ॥ সভারেই প্রভু করিলেন নিবারণ। বিপ্র প্রতি বলিলেন মধুর বচন ॥ আজি চল তুমি শুভ কর বাসা প্রতি। কালি বিচারিব সব তোমার সংহতি ॥ তুমিও হইলা শ্রান্ত অনেক পড়িয়া। নিশাও অনেক যায় শুই থাক গিয়া। এইমত প্রভুর কোমল ব্যবসায় ॥ যাহারে জিনেন সেহো দুঃখ নাহি পায়। সেই নবদ্বীপে যত অধ্যাপক আছে ॥ জিনিয়াও সভারে তোষেণ প্রভু পাছে ॥ চল আজি ঘরে গিয়া বসি পুঁথি চাহ। কালি জিজ্ঞাসিব তাহা বলিবারে চাহ ॥ জিনিয়াও কারো না করেন তেজ ভঙ্গ। সভেই পায়েন প্রীত হেন তান রঙ্গ ॥ অতএব নবদ্বীপে যতেক পণ্ডিত। সভার প্রভুরে অতি মনে বড় প্রীত ॥ শিষ্যগণ সহিতে চলিলা প্রভু ঘর। দিগ্বিজয়ী বড় হৈলা লজ্জিত অন্তর ॥ দুঃখিত হইয়া বিপ্র চিন্তে মনে মনে। সরস্বতী বর মোরে দিলেন আপনে ॥ ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংশা দর্শন। বৈশেষিক বেদান্তে নিপুণ যত জন ॥ হেন জন না দেখিল সংসার ভিতরে। জিনিতে কি দায় মোর সনে কক্ষা করে ॥ শিশু শাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায়ে ব্রাহ্মণ। সেহ মোরে জিনে হেন বিধির ঘটন ॥ সরস্বতীর বর অন্যথা দেখি হয়। এতবড় চিত্তে মোর লাগিল সংশয় ॥ দেবী স্থানে মোর বা জন্মিল কোন দোষ। অতএব হৈল মোর প্রতি কিছু রোষ ॥ অবশ্য ইহার আজি বুঝিব কারণ। এত বলি মন্ত্র জপে বসিলা ব্রাহ্মণ ॥ মন্ত্রজপি দুঃখে বিপ্র শয়ন করিলা। স্বপ্নে সর

স্বতী বিপ্র সম্মুখে আইলা ॥ কৃপা দৃষ্টে ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণের প্রতি। কহিতে লা
গিলা অতি গোপ্য সরস্বতী॥ সরস্বতী বলেন শুনহ বিপ্রবর। বেদগোপ্য কহি
এই তোমার গোচর ॥ কারু স্থানে যদি ভাঙ্গ এসকল কথা। তবে তুমি শীঘ্র হৈবা
অল্পায়ু সর্ব্বথা ॥ যার ঠাঞিঃ তোমার হইল পরাজয়। অনন্ত ব্রাহ্মাণ্ড নাথ সেই
সুনিশ্চয় ॥ আমিযার পাদপদ্মে নিরন্তরদাসী। সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জাবাসি ॥
তথাহি ॥ বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতু মীক্ষা পথে মুয়া। বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহ
মিতি তুর্দ্ধিয়াঃ ॥ অমিসে বলিয়া বিপ্র তোমার জিহ্বায়। তাঁহান সম্মুখে শক্তি নাহয়
আমায় ॥ আমার কি দায় শেষ দেব ভগবান। সহস্র জিহ্বায় বেদ যে করে ব্যা
খ্যান ॥ অজ ভব আদি যার উপাসনা করে। হেন শেষ মোহ মানে যাহার গোচরে ॥
পর ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ অখণ্ড অব্যয়। পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সভার হৃদয় ॥ ভক্তি
জ্ঞান বিদ্যা শুভ অশুভাদি যত। দৃশ্যাদৃশ্য তোমারে বা কহিবাঙ কত ॥ সকল
প্রবর্ত্ত হয় যার যাহা হৈতে। সেই প্রভু বিপ্ররূপ দেখিলা সাক্ষাতে ॥ আব্রহ্মা
দি যত দেখ সুখ দুঃখ পায়। সকল জানিহ বিপ্র উহান আজ্ঞায় ॥ মৎস্য কূর্ম্ম
আদি যত শুন অবতার। এই প্রভু বিনা বিপ্র কিছু নাহি আর ॥ ওহি সে বরা
হরূপে ক্ষিতি স্থাপইতা। ওহি নরসিংহরূপে প্রহ্লাদ রক্ষিতা ॥ ওহি সে বামন
রূপে বলির জীবন। যার পাদ পদ্ম হইতে গঙ্গার জনম ॥ ওহি সে হইলা অব
তীর্ণ অযোধ্যায়। বধিল রাবণ দুষ্ট অশেষ লীলায় ॥ উহানে সে বসুদেব নন্দ
পুত্র বলি। এবে বিপ্র পুত্র বিদ্যারসে কুতুহলী ॥ বেদে কি জানিতে পারে
উহার অবতার। জানাইলে জানেন অন্যথা শক্তি কার ॥ যত কিছু মন্ত্র তুমি
জপিলে আমার। দিগ্বিজয়ী পদ ফল হইল তোমার ॥ মন্ত্রের যে ফল তাহা
এবে সে পাইলা। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ সাক্ষাতে দেখিলা ॥ চল শীঘ্র বিপ্র তুমি
উহান চরণে। দেহ গেহ সমর্পণ করহ উহানে ॥ স্বপ্নে হেন না মানিহ এসব
বচন। মন্ত্র বসে কহিলাম বেদ সংগোপন ॥ এত কহি সরস্বতী হৈলা অন্তর্দ্ধান
জাগিলেন বিপ্রবর মহা ভাগ্যবান ॥ জাগিয়াই বিপ্রবর তবে সেইক্ষণে ॥ চলিলেন
অতি উষঃকালে প্রভু স্থানে॥ প্রভুরে আসিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ হৈলা। প্রভুও বিপ্রেরে
কোলে করিয়া তুলিলা ॥ প্রভু বোলে কেনে ভাই একি ব্যবহার। বিপ্র বলে কৃপাদৃ
ষ্টি যে হেন তোমার ॥ প্রভু বোলে দিগ্বিজয়ী হইয়া আপনে। তবে তুমি আমারে
এমত কর কেনে ॥ দিগ্বিজয়ী বলেন শুনহ বিপ্ররাজ। তোমা ভজিলে সে সিদ্ধ
হয় সর্ব্ব কাজ ॥ কলিযুগে বিপ্ররূপে তুমি নারায়ণ। তোমারে চিনিতে শক্তি
ধরে কোন জন ॥ তখনি আমার চিত্তে জন্মিল সংশয়। তুমি জিজ্ঞাসিলে মোর
বাক্য না স্ফুরয় ॥ তুমিসে অগর্ব্ব সর্ব্বঈশ্বর বেদে কয়। তাহা সত্য দেখিল অন্য
থা কভু নয় ॥ তিনবার আমারে করিলে পরাভব। তথাপি আমার তুমি রাখি

লে গৌরব॥ এই কি ঈশ্বর শক্তি বিনে অন্য হয়। অতএব তুমি নারায়ণ সু নিশ্চয়॥ গৌড় তিরহুত দিল্লী কাশি আদি করি। গুজরাত লাহুর দেশ বিষ্ণু কাঞ্চি পুরী॥ হেলঙ্গ তৈলঙ্গ উড্র দেশ আদি কত। পণ্ডিতের সমাজ জগতে অ্যাছে যত॥ দুষিবে আমার বাক্য সে থাকুক দূরে। বুঝিতেই কোন জন শক্তি নাহি ধরে॥ হেন আমি তোমা স্থানে সিদ্ধান্ত করিতে। নাপারিনু সব বুদ্ধি গেল কোন ভিতে॥ এহো কর্ম্ম তোমার আশ্চর্য্য কিছু নহে। সরস্বতী পতি তুমি সেই দেবী কহে॥ বড় শুভলগ্নে আইলাম নবদ্বীপে। তোমা দেখিলাম তরিলাম ভব কূপে॥ অবিদ্যা বাসনা বন্ধে মোহিত হইয়া। বেড়াঙ পাসরি তত্ব আপনা বঞ্চিয়া॥ দৈবভাগ্য পাইলাম তোমার দর্শনে। এবে শুভদৃষ্টি মোরে করহ আপনে॥ পর উপকার ধর্ম্ম স্বভাব তোমার। তোমা বিনে সংসারে দয়াল নাহি আর॥ হেন উপদেশ মোরে কর মহাশয়। আর যেন দুর্ব্বাসনা মোর চিত্তে নয়॥ এইমত কাকুর্ব্বাদ অনেক করিয়া। স্তুতিকরে দিগ্বিজয়ী অতি নম্র হৈয়া॥ শুনিয়া বিপ্রের কাকু শ্রীগৌরসুন্দর। হাসিয়া তাহারে কিছু করিলা উত্তর॥ শুন বিপ্রবর তুমি মহাভাগ্যবান। সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান॥ দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে। ঈশ্বর ভজিবে মাত্র বেদে এই কহে॥ মনদিয়া বুঝ দেহ ছাড়িয়া চলিলে। ধনবিদ্যা কি করিবে আপনি মরিলে॥ এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি। করেন ঈশ্বর সেবা দৃঢ় চিত্ত করি॥ এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল। শ্রীকৃষ্ণ চরণ গিয়া ভজহ সকাল॥ যাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয়। তাবত সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়॥ সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি মনোবৃত্তি রয়॥ মহা উপদেশ এই কহিল তোমারে। সবে বিষ্ণু ভক্তি সত্য সকল সংসারে॥ এত কহি মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া। আলিঙ্গন করিলেন বিপ্রেরে ধরিয়া॥ পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন। বিপ্রের হইল সব বন্ধন বিমোচন॥ প্রভু বলেন বিপ্রসব দম্ভ পরিহরি। ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্ব্বভূতে দয়াকরি॥ যেকিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী। সে সকল কিছু না কহিবা কাহাপ্রতি॥ বেদ গুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু ক্ষয়। পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয়॥ পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সেই বিপ্রবর। প্রভুরে করিয়া দণ্ডপ্রণাম বিস্তর॥ পুনঃপুন পাদপদ্ম করিয়া বন্দন। মহা কৃত কৃত্য হই চলিলা ব্রাহ্মণ॥ প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি বিরক্ত বিজ্ঞান। সেইক্ষণে বিপ্রদেহে হৈল অধিষ্ঠান॥ কোথাগেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ী দম্ভ। তৃণহৈতে অধিক হইলা বিপ্রনম্র॥ হস্তি ঘোড়া দোলা ধন যতেক সম্ভার। পাত্রসাত করিয়া সর্ব্ব স্ব আপনার॥ চলিলেন দিগ্বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ। হেন মত শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের রঙ্গ॥ তাহান কৃপার স্বভাব এইধর্ম্ম। রাজ্যপদ ছাড়িকরে ভিক্ষুকের কর্ম্ম॥ কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবিরখাস। রাজ্যপদ ছাড়িযার অরণ্যে বিলাস॥ যে বিভব নি

মিত্ত জগতে কাম্যকরে। পাইয়াও কৃষ্ণদাস তাহা পরিহরে ॥ তাবত রাজ্যাদি পদ সুখ করি মানে। ভক্তি সুখ মহিমা যাবত নাহি জানে ॥ রাজ্যাদি সুখের কথা সে থাকুক দূরে। মোক্ষসুখ অল্পমানে কৃষ্ণ অনুচরে ॥ ঈশ্বরের শুভদৃষ্ট বিনে কিছু নহে। অতএব ঈশ্বর ভজন বেদে কহে ॥ হেনমতে দিগ্বিজয়ী পাইলা মোচন। হেন গৌরসুন্দরের অদ্ভুত কথন ॥ দিগ্বিজয়ী জিনিলেন শ্রীগৌরসুন্দরে। শুনিলেন ইহা সব নবদ্বীপ পুরে ॥ সকল লোকের হৈল মহাশ্চর্য্য জ্ঞান। নিমাঞি পণ্ডিত হয় বড় বিদ্যাবান ॥ দিগ্বিজয়ী হারিয়া চলিল যারঠাঞি। এতবড় পণ্ডিত আর কোথা শুনিনাঞি ॥ সার্থক করেন গর্ব্ব নিমাঞি পণ্ডিত। এবে সে তাহান বিদ্যা হইল বিদিত ॥ কেহ বলে এব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পড়ে। ভট্টাচার্য্য হয় তবে কখন নানড়ে ॥ কেহ২ বলে ভাই মেলি সর্ব্বজনে। বাদীসিংহ বলিয়া পদবী দিব তানে ॥ হেন সে তাহান অতি মায়ার বড়াঞি। এত দেখিয়াও জানিবারে শক্তিনাঞি ॥ এইমত সর্ব্ব নবদ্বীপে সর্ব্বজনে। প্রভুর সৎকীর্ত্তি সভে ঘোষে সর্ব্বক্ষণে। নবদ্বীপ বাসীর চরণে নমস্কার। এসকল লীলা দেখিবারে শক্তি যার ॥ যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ী জয়। কোথাও তাহার পরাভব নাহি হয় ॥ বিদ্যারস গৌরাঙ্গের অতি মনোহর। ইহা যেই শুনে হয় তাঁর অনুচর ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দজান। বৃন্দাবন দাসতছু পদযুগে গান ॥ ইতি আদিখণ্ডে দিগ্বিজয়ী উদ্ধারো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

জয়২ মহাপ্রভু শ্রীগৌর সুন্দর। জয় নিত্যানন্দ প্রিয় নিত্য কলেবর ॥ জয়২ শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রের জীবন। জয় শ্রীপরমানন্দ পুরী প্রাণধন ॥ জয়২ সর্ব্ববৈষ্ণবের ধন প্রাণ। কৃপাদৃষ্টে করপ্রভু সর্ব্বজীবত্রাণ ॥ আদিখণ্ড কথা ভাই শুন একমনে। বিপ্ররূপে কৃষ্ণ বিহরিলেন যেমনে ॥ হেনমতে বৈকুণ্ঠ নায়ক সর্ব্বক্ষণ। বিদ্যার সে বিহরেণ লঞা শিষ্যগণ ॥ সর্ব্বনবদ্বীপ প্রতি নগরে নগরে। শিষ্যগণ সঙ্গে বিদ্যা রসে ক্রীড়াকরে ॥ সর্ব্বনবদ্বীপে সর্ব্বলোকেহৈল ধ্বনি। নিমাঞি পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি ॥ বড়২ বিষয়ী সকল দোলাহৈতে। নাম্বিয়া করেন নমস্কার ভালমতে ॥ প্রভুদেখিমাত্র জন্মে সভার সাধ্বস। নবদ্বীপে হেন নাহি যে নাহয় বশ ॥ নবদ্বীপে যাঁরাযত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে। ভোজ্যবস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভুঘরে ॥ প্রভুও পরম ব্যায়ী ঈশ্বর ব্যবহার। দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার ॥ দুঃখিত দেখিলে প্রভু বড় দয়াকরে। অন্নবস্ত্র কপর্দ্দক দেন তার ঘরে ॥ নিরবধি অতিথী আইসে প্রভুঘরে যার যেন যোগ্য প্রভুদেন সভাকারে ॥ কোন দিন সন্ন্যাসী আইসে দশবিষ। সভা নিমন্ত্রেণ প্রভু হইয়া হরিষ ॥ সেইক্ষণে কহি পাঠায়েন জননীরে। কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে ॥ ঘরে কিছু নাহি আই চিন্তে মনে২। কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইবে কেমনে ॥ চিন্তিতেই হেন নাহি জানি কোন জনে। সকল সম্ভার আনি দেয়

সেইক্ষণে॥ তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরমসন্তোষে। রান্ধেন বিবিধ তবে প্রভু আসি বৈসে॥ সন্ন্যাসীগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া। তুষ্টকরি পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া॥ এইমত যতেক অতিথী আসি হয়। সভারেই সন্তুষ্ট করেন মহাশয়॥ গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিক্ষায়েন ধর্ম্ম। অতিথার সেবা গৃহস্থের মূলকর্ম্ম॥ গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথী না করে। পশু পক্ষ হইতেও অধম বলিতারে॥ যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট দোষে। সেহো তৃণজল ভুমি দিবেক সন্তোষে॥ তথাহি॥ তৃণানি ভুমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চসুনৃতা। এতান্যপি সতাং গৃহে নচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥ * ॥ সত্য বাক্য কহিবেক করি পরিহার। তথাপি আতিথ্য শূন্য না হয় তাহর॥ অকৈতবে চিত্ত সুখে যার যেন শক্তি। তাহা করিলেই বলি অতিথের ভক্তি॥ অতএব অতিথেরে আপনে ঈশ্বরে। জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম সাদরে সেই সবে অতিথ পরম ভাগ্যবান। লক্ষ্মী নারায়ণ যারে করে অন্ন দান॥ যার অন্নে ব্রহ্মাদির আশা অনুক্ষণ। হেন সে অদ্ভুত তাহা খায় কোন জন॥ কেহ২ ইতিমধ্যে কহে অন্য কথা। সে অন্নের যোগ্য অন্য না হয় সর্ব্বথা॥ ব্রহ্মা শিব শুক ব্যাস নারদাদি করি। সুর সিদ্ধ করি যত স্বচ্ছন্দ আচরি॥ লক্ষ্মী নারায়ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপে। জানি সভে আইসেন ভিক্ষুকের রূপে॥ অন্যথা সেস্থানে যাইবার শক্তি কার। ব্রহ্মাদিক বিনা সে কি অন্য পায় আর॥ কেহ বলে দুঃখিত তারিতে অবতার। সর্ব্ব মতে দুঃখিতের করেন উদ্ধার॥ ব্রহ্মা আদি দেবতার অঙ্গ প্রতি অঙ্গ। সর্ব্বথা তাহারা ঈশ্বরের নিত্য সঙ্গ॥ তথাপি প্রতিজ্ঞা তাঁর এই অবতারে। ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দিব সকল জীবেরে॥ অতএব দুঃখিতেরে ঈশ্বর আপনে। নিজ গৃহে অন্ন দেন নিস্তার কারণে॥ একেশ্বরী লক্ষ্মী দেবী করেন রন্ধন। তথাপিও পরম আনন্দযুক্ত মন॥ লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী দণ্ডে২ আনন্দ বিশেষ বাড়ে অতি॥ উষঃ কাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহ কর্ম্ম। আপনে করেন সব এই তান ধর্ম্ম॥ দেব গৃহে করেন যত স্বস্তিক মণ্ডলী। শঙ্খচক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী॥ গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপ সুবাসিত জল। ঈশ্বর পূজার সজ্জা করেন সকল॥ নিরবধি তুলসীর করেন সেবন। ততোধিক শচীর সেবনে তান মন॥ লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌর সুন্দর। মুখে কিছু না বলেন সন্তোষ অন্তর॥ কোন দিন লই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ। বসিয়া থাকেন পদ্মমূলে অনুক্ষণ॥ অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্র পদতলে। মহা জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি পঞ্চ শিখা জলে॥ কোন দিন পদ্মগন্ধ পাই শচী আই। ঘর দ্বার সর্ব্বত্র ব্যাপিত অন্ত নাঞি॥ হেন মতে লক্ষ্মী নারায়ণ নবদ্বীপে। কেহ নাহি চিনেন আছেন গূঢ় রূপে॥ তবে কত দিনে ইচ্ছাময় ভগবান। বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান। তবে প্রভু জননীরে বলিলেন বাণী। কতদিন প্রবাস করিব মাতা আমি॥ লক্ষ্মী প্রতি

কহিলেন শ্রীগৌর সুন্দর। আইর সেবন নিত্য করিবা নিরন্তর॥ তবে কতো দিনে আপ্তবর্গ শিষ্য লৈয়া। চলিলেন বঙ্গদেশে হরষিত হৈয়া॥ যেযে জন দেখে প্রভু চলিয়া যাইতে। সেই আর দৃষ্টি নাহি পারে ফিরাইতে॥ স্ত্রীলোকে দেখিয়া বলে হেন পুত্র যার। ধন্য তার জন্ম তার পায়ে নমস্কার॥ যেবা ভাগ্যবতী হেন পাইলেন পতী। স্ত্রীজন্ম সার্থক করিলেন সেই সতী॥ এইমত পথে যত দেখে স্ত্রী পুরুষে। পুনঃপুন সভে ব্যাখ্যা করেন সন্তোষে॥ বেদেও করেন কাম্য যে প্রভু দেখিতে। যে তেজ নহেন প্রভু দেখে কৃপা হইতে॥ হেনমতে শ্রীগৌর সুন্দর ধিরে ধিরে। কতদিনে আইলেন পদ্মাবতী তীরে॥ পদ্মাবতী নদীর তরঙ্গ শোভা অতি। উত্তম পুলিন যেন উপবন তথি॥ দেখি পদ্মাবতী প্রভু মহা কুতূহলে। গণসহ স্নান করিলেন সেই জলে॥ ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে। যোগ্য হৈলা সর্ব্ব লোক পবিত্র করিতে॥ পদ্মাবতী নদীবড় দেখিতে সুন্দর। তরঙ্গ পুলিন শ্রোত অতি মনোহর॥ পদ্মাবতী দেখি প্রভু পরম হরিষে। সেই স্থানে রহিলেন তার ভাগ্য বসে॥ যেন ক্রীড়া করিলেন জাহ্নবীর জলে। শিষ্যগণ সহিত পরম কুতূহলে॥ সেই ভাগ্য এবে পাইলেন পদ্মাবতী। প্রতিদিন প্রভু জল ক্রীড়া করে তথি॥ বঙ্গদেশে মহাপ্রভু করিলা প্রবেশ। অদ্যাপিও সেই ভাগ্য ধন্য বঙ্গদেশ॥ পদ্মাবতী তীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র। শুনি সর্ব্বলোক বড় হইল আনন্দ॥ নির্মাঞি পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি। আসিয়া আছেন সর্ব্বদিগে হইল ধ্বনি॥ ভাগ্যবন্ত যত আছে সকল ব্রাহ্মণ। উপায়ণ হস্তে আইসেন বহু জন॥ সভে হাসি প্রভুরে করিয়া নমস্কার। বলিতে লাগিলা অতি করি পরিহার॥ আমরা সভার অতি ভাগ্যোদয় হৈতে। তোমার বিজয় আসি হৈল এদেশেতে॥ অর্থ বৃত্তি লই সর্ব্ব গোষ্ঠীর সহিতে। যার স্থানে নবদ্বীপে যাইব পড়িতে॥ হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে। আনিয়া দিলেন আমাসভার গোচরে॥ মূর্ত্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি অবতার। তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর॥ বৃহস্পতি দৃষ্টান্ত তোরার যোগ্য নহে। ঈশ্বরের অংশ তুমি হেন মনেলয়ে॥ অন্যথা ঈশ্বর বিনে এমত পাণ্ডিত্য। অন্যের না হয় কভু লয়ে চিত্ত বিত্ত॥ সবে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে। বিদ্যাদান কর কিছু আমা সভাকারে॥ উদ্দেশে আমরা সব তোমার টিপ্পনি। লইপড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি॥ সাক্ষাতেহো শিষ্যকর আমা সভাকারে। থাকুক তোমার কীর্ত্তি সকল সংসারে॥ হাসিপ্রভু সভাপ্রতি করিয়া আশ্বাস। কতোদিন বঙ্গদেশে করিলা বিলাস॥ সেইভাগ্যে অদ্যাপিও সর্ব্ব বঙ্গদেশে। শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী পুরুষে॥ মধ্যে২ মাত্র কত পাপীগণ গিয়া। লোক নষ্টকরে আপনারে লওয়াইয়া॥ উদর ভরণ লাগি পাপীষ্ঠ সকলে। রঘুনাথ করি আপনারে কেহো

বলে॥ কোনো পাপীগণ ছাড়ি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন। আপনারে গাওয়ায় করিয়া নারায়ণ॥ দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার। কোন লাজে আপনারে গাওয়ায় সেচ্ছার॥ রাঢ়ে আর এক মহাব্রহ্মদৈত্য আছে। অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাছ মাত্র কাছে॥ সে পাপীষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল। অতএব তারে সভে বলেন সিয়াল॥ শ্রীচৈতন্য চন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর। যে অধমে বলে সে ইচ্ছার শোচ্যতর॥ দুই বাহু তুলি এইবলি সত্য করি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ যার নাম স্মরণে সমস্ত বন্ধ ক্ষয়। যার দাস স্মরণেও সর্ব্বত্র বিজয়॥ সকল ভুবনে দেখ যার যশ গায়। বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভুর পায়॥ হেন মতে শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ গৌরচন্দ্র॥ বিদ্যারসে করে প্রভু বঙ্গে পরানন্দ॥ মহাবিদ্যা গোষ্ঠ প্রভু করিলেন বঙ্গে। পদ্মাবতী দেখি প্রভু ভুলিলেন রঙ্গে॥ সহস্রং শিষ্য হইল তথাই। হেন নাহি জানি কে পড়য়ে কোনঠাঞি॥ শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া। নিমাঞি পণ্ডিত স্থানে পড়িবাঙ গিয়া॥ হেন কৃপাদৃষ্টে প্রভু করেন ব্যাখ্যান। দুই মাসে সভেই হয়েন বিদ্যাবান॥ কতশত শতজন পদবী লইয়া। ঘরে যায় আর কত আইসে শুনিয়া॥ এইমত বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের পতি। বিদ্যারসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি॥ এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে। অন্তরে দুঃখিতা দেবী কাহারে না কহে॥ নিরবধি করে দেবী আইর সেবন। প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন॥ নামের সে মাত্র অন্ন পরিগ্রহ করে॥ ঈশ্বর বিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে॥ একেশ্বরী সব রাত্রী করেন ক্রন্দন। চিত্তে স্বাস্থ্য নাহিক পায়েন অনুক্ষণ॥ ঈশ্বর বিচ্ছেদ লক্ষ্মী নাপারি সহিতে। ইচ্ছাকরিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে॥ নিজ প্রকৃতি দেহ রাখি পৃথিবীতে। চলিলেন প্রভু পাশে অতি অলক্ষিতে॥ প্রভু পাদপদ্ম লক্ষ্মী করিয়া হৃদয়। ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয়॥ এখানে শচীর দুঃখ না পারি কহিতে। কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে ক্রন্দন শুনিতে॥ এ সকল দুঃখ কথা না পারি বর্ণিতে। অতএব কিছু কহিলাম সূত্রমতে॥ আপ্তগণ শুনি বড় হইল দুঃখিত। সভে আসি কর্ম্ম করিলেন যথোচিত॥ ঈশ্বর থাকিয়া কত দিন বঙ্গ দেশে। আসিতে হইল ইচ্ছা নিজ গৃহবাসে॥ তবে প্রভু গৃহে আসিবেন হেন শুনি। যার যেন শক্তি তেন ধন দিলা আনি॥ সুবর্ণ রজত জলপাত্র দিব্যাসন। সুরঙ্গ কম্বল ভোট সুন্দর বসন॥ উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে। সভেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে॥ প্রভুও সভার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করি। পরিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ সন্তোষে সভার স্থানে হইয়া বিদায়। নিজগৃহে চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥ অনেক পড়ুয়া সব প্রভুর সহিতে। চলিলেন প্রভু স্থানে তথাই পড়িতে॥ হেনই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ। অতিসারগ্রাহি নাম মিশ্র তপন॥ সাধ্য সাধন তত্ব নিরূপিতে নারে। হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞাসিবে তারে॥ নিজ

ইষ্ট মন্ত্র সদা জপে রাত্রি দিনে। সোয়াস্ত্য নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে॥ ভা বিতে চিন্তেতে একদিন রাত্রি শেষে। সুস্বপ্ন দেখিল বিপ্র নিজ ভাগ্যবশে॥ স ম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান। ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র আখ্যান॥ শুনহ অহে বিপ্র পরম সুধীর। চিন্তা না করিহ আর মন কর স্থির॥ নিমাঞিও পণ্ডিত পাশ করহ গমন। তিহোঁ কহিবেন তোমার সাধ্য সাধন॥ মনুষ্য নহেন তিহোঁ নর নারায়ণ। নররূপ লীলা তাঁর জগত কারণ॥ বেদ গোপ্য এসকল না কহি বে কারে। কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম জন্মান্তরে॥ অন্তর্দ্ধান হৈলা দেব ব্রাহ্মণ জাগিলা। সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিলা॥ অহোভাগ্য মানি পুনঃ চেতন পাইয়া। সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া॥ বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌর সুন্দ র। শিষ্যগণ সহিত পরম মনোহর॥ আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে॥ যোড় হস্তে দাণ্ডাইল সভার সদনে॥ বিপ্র বলে আমি অতি দীন হীন জন। কৃপা দৃষ্টে কর মোর সংসার মোচন॥ সাধ্য সাধন তত্ত্ব কিছুই না জানি। কৃপা করি আমা প্রতি কহিবা আপনি॥ বিষয় আদি সুখ মোর চিত্তে নাহি লয়। কিসে যু ড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময়॥ প্রভু বোলে বিপ্র তোমার ভাগ্যের কি কথা। কৃষ্ণ ভজি বারে চাহ সেই সে সর্ব্বথা॥ ঈশ্বর ভজন অতি দুর্গম অপার। যুগ ধর্ম্ম স্থাপিয়া ছে করি পরচার॥ চারি যুগে চারি ধর্ম্ম রাখি ক্ষিতিতলে। স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ স্থানে চলে॥ তথাহি॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুস্কৃতাং ধর্ম্ম সংস্থা পনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ তথাহি আসন বর্ণ স্ত্রায়োহ্যস্য গৃহতোনু যুগং তনু। শুক্লোরক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ *॥ কলি যুগ ধর্ম্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন। চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥ তথাহি॥ সত্যে ধ্যায়তে বি ষ্ণু স্ত্রেতায়া যযতেমখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥ *॥ অত এব কলি যুগে নাম যজ্ঞ সার। আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥ রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে। তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥ শুন মিশ্র কলি যুগে নাহি তপ যজ্ঞ। যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥ অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া। কুটিলাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥ সাধ্য সাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল। হরি নাম সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥ তথাহি॥ হরের্ণাম২ হরের্ণা মৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা॥ অথ মহামন্ত্র॥ হরে কৃ ষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম২ হরে হরে॥ *॥ এই শ্লোক নামাবলি হয় মহামন্ত্র। শোল নাম বত্রিশ অক্ষর এইতন্ত্র॥ সাধিতে সাধি তে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য সাধন তত্ত্ব জনিবা সেতবে॥ প্রভুর শ্রীমুখে শিক্ষা শুনি দ্বিজবর। পুনঃপুনঃ প্রণাম করয়ে বহুতর॥ মিশ্র কহে আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি। প্রভু কহে তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী॥ তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন।

কহিব সকল তত্ত্ব সাধ্য সাধন॥ এতবলি প্রভু তারে দিলা আলিঙ্গন। প্রেমে পুলকিত অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ॥ পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন। পরমানন্দ সুখ পাইল ব্রাহ্মণ তখন॥ বিদায় সময় প্রভুর চরণে ধরিয়া। সুস্বপ্ন বৃত্তান্ত কহে গোপনে বসিয়া॥ শুনি প্রভু কহে সত্য যে হয় উচিত। আর কারো না কহিবা এসব চরিত॥ পুন নিষেধিল প্রভু সযত্ন করিয়া। হাসিয়া উঠিলা শুভক্ষণ লগ্ন পাঞা॥ হেন মতে প্রভু বঙ্গদেশ ধন্য করি। নিজ গৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ ব্যবহারে অর্থ বৃত্তি অনেক লইয়া। সন্ধ্যা কালে নিজ গৃহে উত্তরিলা গিয়া॥ দণ্ডবৎ কৈলা প্রভু জননী চরণে। অর্থবৃত্তি সকল দিলেন তাঁর স্থানে॥ সেইক্ষণে প্রভু শিষ্য গণের সহিতে: চলিলেন শীঘ্র গঙ্গা মজ্জন করিতে॥ সেইক্ষণে গেলা আই করিতে রন্ধন। অন্তরে দুঃখিতা আছে সর্ব্বপরিজন॥ শিক্ষাগুরু প্রভু সর্ব্ব গণের সহিতে। গঙ্গারে হইলা দণ্ডবৎ ভাল মতে॥ কতক্ষণে জাহ্নবীতে করি জল খেলা। স্নান করি গঙ্গাদেখি গৃহেতে আইলা॥ তবে প্রভু যথোচিত নিত্য কর্ম্ম করি। ভোজনে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ সন্তোষে বৈকুণ্ঠনাথ ভোজন করিয়া। বিষ্ণুগৃহে দ্বারে প্রভু বসিলা আসিয়া॥ তবে আপ্তবর্গ আইলেন সম্ভাষিতে। সভেই বেঢ়িয়া বসিলেন চারিভিতে॥ সভার সহিতে প্রভু হাস্য কথা রঙ্গে। কহিলা যেমতে প্রভু আছিলেন বঙ্গে॥ বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া। বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥ দুঃখরস হইবেক জানি আপ্তগণ। লক্ষ্মীর বিজয় কেহ না করে কথন॥ কতোক্ষণ থাকিয়া সকল আপ্তগণ। বিদায় হইয়া গেলা আপন ভবন॥ বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল চর্ব্বণ। নানাহাস্য পরিহাস্য করেন কথন॥ শচী দেবী অন্তরে দুঃখিতা হই ঘরে। কাছে নাহি আইসেন পুত্রের গোচরে॥ আপনি চলিলা প্রভু জননী সমুখে। দুঃখিত বদন প্রভু জননীরে দেখে॥ জননীরে বলে প্রভু মধুর বচন। দুঃখিত তোমারে মাতা দেখি কি কারণ॥ কুশলে আইনু আমি দূরদেশ হৈতে। কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভালমতে॥ আর তোমা দেখি অতি দুঃখিতা বদন। সত্য কহ দেখি মাতা ইহার কারণ॥ শুনিয়া পুত্রের বাক্য আই অধোমুখে। কান্দে মাত্র উত্তর না করে কিছু দুঃখে॥ প্রভু বোলে মাতা জানিলাম সে সকল। তোমার বধূর কিছু হবে অমঙ্গল॥ তবে সভে কহিলেন শুনহ পণ্ডিত। তোমার ব্রাহ্মণী গঙ্গা পাইলা নিশ্চিত॥ পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। ক্ষণেক রহিলা কিছু হেট মাথা করি॥ প্রিয়ার বিরহ দুঃখ করিয়া স্বীকার। স্তব্ধ হই রহিলেন সর্ব্ব বেদসার। লোকানুকরণ দুঃখ ক্ষণেক করিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু ধৈর্য্যচিত্ত হৈয়া॥ তথাহি॥ কস্তকে পাত পুত্রাদ্যা মোহ এবহি কেবলং॥ *॥ প্রভু বোলে মাতা দুঃখ ভাব কি কারণ। ভবিতব্য যে আছে তা খণ্ডিবে কেমন॥ এইমত কাল

গতি কেহো কারু নয়। অতএব সংসার অনিত্য বেদে কয় ॥ ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার। সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর ॥ অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়। সেই সে হইল আর কি কার্য্য দুঃখ তায় ॥ স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি। তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী ॥ এইমতে প্রভু জননীরে প্রবোধিয়া। রহিলেন নিজ কৃত্যে আপ্তগণ লৈয়া ॥ শুনিয়া প্রভুর অতি অমৃত বচন। সভার হইল সর্ব্বদুঃখ বিমোচন ॥ হেন মতে বৈকুণ্ঠ নায়ক গৌরহরি। কৌতুকে আছেন বিদ্যারসে ক্রীড়া করি ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ইতি আদিখণ্ডে বঙ্গদেশ বিলাসো দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১২ ॥ * ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের তিলকধারণ উপদেশ।

জয়২ গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ ॥ ভক্তগোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তিলভ্য হয় ॥ হেনমতে মহা প্রভু বিদ্যার আবেশে। আছে গুঢরূপে কারো না করে প্রকাশে ॥ সন্ধ্যা বন্দনাদি প্রভু করি উষঃকালে। নমস্করি জননীরে পড়াইতে চলে ॥ অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ সঞ্জয়। পুরুষোত্তম দাস হেন যাহার তনয় ॥ প্রতি দিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়। পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয় ॥ চণ্ডী গৃহে গিয়া প্রভু বৈসেন প্রথমে। তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে ॥ ইতিমধ্যে কদাচিত কেহ কোন দিনে। কপালে তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে ॥ ধর্ম্মসনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্ব ধর্ম্ম। লোক রক্ষা লাগি প্রভু না লংঘেন কর্ম্ম। হেন লজ্জা তাহারে দেয়েন সেই ক্ষণে। সে আর না আইসে কভু সন্ধ্যা করি বিনে ॥ প্রভু বোলে কেনে ভাই কপালে তোমার। তিলক না দেখি কেন কিযুক্তি ইহার ॥ তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে। সে কপাল শ্মশান সদৃশ বেদে বলে ॥ বুঝিলাম আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা। আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা ॥ চল সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার। সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পড়িবার ॥ এইমত প্রভুর যতেক শিষ্যগণ। সভেই অত্যন্ত নিজ বর্ম্ম পরায়ণ ॥ এতেক উদ্ধত প্রভু করেন কৌতুকে। হেন নাহি যারে না চালেন নানারূপে ॥ সবে পরস্ত্রী প্রতি নাহি পরিহাস। স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন একপাশ ॥ বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া। কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া ॥ ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বলে হয় হয়। তুমি কোন দেশি তাহা কহত নিশ্চয় ॥ পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার। বল দেখি শ্রীহট্টে জন্ম

না হয় কাহার ॥ আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়। তবে ঢোল কর কারে অন্য দুঃখ পায় ॥ যত ততবলে প্রভু প্রবোধ না মানে। নানা মতে কদর্থেন সে দেশী বচনে ॥ তাবৎ চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর। যাবত তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর ॥ মহাক্রোধে কেহ লই যায় খেদাড়িয়া। লাগালি না পায় যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ॥ কেহ বা ধরিয়া কোঁচা সিকদার স্থানে। লৈয়া যায় মহাক্রোধে করিয়া দেয়ানে ॥ তবে শেষে আসিয়া প্রভুর শিষ্যগণে। সমঞ্জস করিয়া চলেন সেই ক্ষণে ॥ কোন দিন থাকি কোন বাঙ্গালের আড়ে। বাওয়াস ভাঙ্গিয়া তার পলা য়েন রড়ে ॥ এইমত চাপল্য করেন সভাসনে। সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে ॥ স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণ না করিলেন বিদিত সংসারে ॥ অত এব যত মহামহিম সকলে। গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে ॥ যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে। তথাপিও স্বভাবেসে গায় বুধগণে ॥ হেন মতে শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয় মন্দিরে। বিদ্যারসে শ্রীবৈকুণ্ঠ নায়ক বিহরে ॥ চতুর্দ্দিগে শোভে শিষ্যগ ণের মণ্ডলী। মধ্যে পড়ায়েন প্রভু মহাকুতহলী ॥ বিষ্ণুতৈল শিরে দিতে আছে কোন দাসে। অশেষ প্রকারে ব্যাখ্যা করেন হরিষে ॥ উষঃ কাল হৈতে দুই প্রহর অবধি। পড়াইয়া গঙ্গাস্নানে চলে গুণনিধি ॥ নিশার অর্দ্ধেক এইমত প্রতি দিনে। পড়ায়েন চিন্তায়েন সভারে আপনে ॥ অতএব প্রভুর স্থানে বর্ষেক পড়িয়া। পণ্ডিত হয়েন সভে সিদ্ধান্ত জানিয়া ॥ হেন মতে বিদ্যারসে আছেন ঈশ্বর। বিবা হের কার্য্য শচী চিন্তেন অন্তর ॥ সর্ব্ব নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে। পুত্রের সদৃশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে ॥ সেই নবদ্বীপে বৈসে মহাভাগ্যবান। দয়াশীল স্ব ভাব শ্রীসনাতন নাম ॥ অকৈতব পরম উদার বিষ্ণু ভক্ত। অতিথী সেবন উপ কারে অনুরক্ত ॥ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মহা বংশজাত। পদবী রাজ পণ্ডিত স র্ব্বত্র বিখ্যাত ॥ ব্যবহারে পরম ভাগ্যবন্ত একজন। অনায়াসে অনেকের করে ন পালন ॥ তান কন্যা আছেন পরম সুচরিতা। মুর্ত্তিবতী লক্ষ্মী প্রায় সেই জগ ন্মাতা ॥ শচী দেবী তাঁরে দেখিলেন যেইক্ষণে। সেই কন্যা পুত্রযোগ্য বুঝিলেন মনে ॥ শিশু হৈতে দুই তিন বার গঙ্গাস্নান। পিতৃ মাতৃ বিষ্ণু ভক্তি বহি নাহি আন ॥ আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে দিনে। নম্রহই নমস্কার করেন আপনে ॥ আইও করেন মহাপ্রীতে আশীর্ব্বাদ। যোগ্য পতি কৃষ্ণ তোমার করুণ প্রসাদ ॥ গঙ্গা স্থানে আই মনে করেন কামনা। একন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা ॥ রাজ পণ্ডিতের ইচ্ছা সর্ব্ব গোষ্ঠীসনে। প্রভুরে করিতে কন্যা দান নিজ মনে ॥ দৈবে শচী কাশীনাথ মিশ্রে ডাকি আনি। বলিলেন তারে বাপ শুন এক বাণী ॥ রাজ পণ্ডিতেরে কহ ইচ্ছা থাকে তান। আমার পুত্রেরে তিহো করুণ কন্যা দান কাশীনাথ পণ্ডিত চলিলা সেইক্ষণে। দুর্গা কৃষ্ণ বলি রাজ পণ্ডিত ভবনে ॥ কা

শীনাথে দেখি রাজ পণ্ডিত আপনে। বসিতে আসন আনি দিলেন সংভ্রমে ॥ পর ম গৌরব বিধি করি যথোচিত। কি কার্য্যে আইলা জিজ্ঞাসিলেন পণ্ডিত ॥ কাশী নাথ বলেন আছয়ে এক কথা। চিত্তে যদি লয় তবে করহ সর্ব্বথা ॥ বিশ্বম্ভর পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা। দান কর এ সম্বন্ধ উচিত বিহিতা ॥ তোমার কন্যা র যোগ্য সেই দিব্য পতি। তাহান উচিত পত্নী এই মহাসতী ॥ যেন কৃষ্ণ রুক্মি নীয়ে অন্যোন্যে উচিত। এইমত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাঞি পণ্ডিত ॥ শুনি বিপ্রপত্নী আদি আপ্তবর্গ সহে। লাগিলা করিতে যুক্তি বুঝি কে কি কহে ॥ সভে বলি লেন আর কি কার্য্য বিচারে। সর্ব্বথা এ কর্ম্ম গিয়া করহ সত্বরে ॥ তবে রাজ পণ্ডিত হইয়া হর্ষমতি। বলিলেন কাশীনাথ পণ্ডিতের প্রতি ॥ বিশ্বম্ভর পণ্ডিতেরে দিব কন্যা দান। করিব সর্ব্বথা বিপ্র ইথে নাহি আন ॥ ভাগ্য থাকে যদি সর্ব্ব বং শের আমার। তবে হেন সুসম্বন্ধ হইব কন্যার ॥ চল তুমি তথা যাই কহ সর্ব্ব কথা। আমি পুন দঢাইনু করিব সর্ব্বথা ॥ শুনিয়া সন্তোষে কাশীনাথ মিশ্রবর। সকল কহিলা আসি শচীর গোচর ॥ কার্য্য সিদ্ধ শুনি আই সন্তোষ পাইলা। সকল উদ্‌যোগ শচী করিতে লাগিলা ॥ প্রভুর বিবাহ শুনি সর্ব্ব শিষ্যগণ। সভেই হইলা অতি পরমানন্দ মন ॥ প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত মহাশয়। মোর ভার এবিবাহে যত লাগে ব্যয় ॥ মুকুন্দ সঞ্জয় বলে শুন সখা ভাই। তোমার সকল ভারমোর কিছু নাই ॥ বুদ্ধিমন্ত খান বলে শুন সর্ব্ব ভাই। বামনীয়া মত কিছু এবিবাহে নাঞি ॥ এবিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন। রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন ॥ তবে সভে মেলি শুভ দিনে শুভক্ষণে। অধিবাস লগ্ন করিলেন হর্ষমনে ॥ বড়২ চন্দ্রাতপ সব টানাই য়া। চতুর্দ্দিগে রুপিলেন কদলি আনিয়া ॥ পূর্ণ ঘট দীপ ধান্য দধি আম্রসার। যতে ক মঙ্গল দ্রব্য আছয়ে প্রচার ॥ সকল একত্র আনি করি সমুচ্চয়। সর্ব্ব ভূমি করি লেন আলিপনা ময় ॥ যতেক বৈষ্ণব আর যতেক ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপে আছয়ে যতেক সুসজ্জন ॥ সভারেই নিমন্ত্রণ করিলা সকালে। অধিবাস গুয়াপান লই যে বিকালে ॥ অপরাহ্ন কাল মাত্র হইল আসিয়া। বাদ্য আসি করিতে লাগিল বাজনিয়া ॥ মৃদঙ্গ সানাই জয়ঢাক করতাল। নানাবিধ বাদ্যধ্বনি উঠিল বিশাল ॥ ভাটগণে করিতে লাগিলা রায়বার। পতিব্রতাগণে করে জয়জয়কার ॥ বি প্রগণে করিতে লাগিলা বেদধ্বনি। মধ্যে আসি বসিলেন দ্বিজেন্দ্র কুলমণি ॥ চ তুর্দ্দিগে বসিলেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী। সভেই হইলা চিত্তে মহা কুতুহলী ॥ তবে গন্ধ চন্দন তাম্বূল দিব্য মালা। ব্রাহ্মণগণেরে সভে দিবারে লাগিলা ॥ শিরে মালা সর্ব্ব অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে। এক বাটা তাম্বূল সে দেন একজনে ॥ বিপ্র কুল নদীয়া বিপ্রের অন্ত নাঞি। কত যায় কত আইসে অবধি না পাই ॥ ইতি মধ্যে লোভিষ্ট অনেক জন আছে। একবার লৈয়া পুন আর বেশ কাছে ॥ আ

রবার আসি মহা লোকের গহনে। চন্দন গুবাক মালা নিয়া নিয়া চলে॥ সভেই আনন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে। প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে॥ স ভারে তাম্বূল মালা দেহ তিনবার। চিন্তা নাহি ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার॥ এক বার নিয়া যেযে লয় আরবার। এই আজ্ঞা তাহারে করিলেন প্রতিকার॥ পাছে কেহ চিনিয়া বিপ্রেরে মন্দ বলে। পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্যাসে করিলে॥ বিপ্র প্রতি প্রভুর চিত্তের এই কথা। তিনবার দিলে পূর্ণ হইবে সর্ব্বথা॥ তিনবার পাইয়া সভার হর্ষমন। শাঠ্য করি আর নাহি লয় কোন জন॥ এইমত মালা চন্দন গুবাক পান। হইল অনন্ত মর্ম্ম কেহ নাহি জান॥ মনুষ্য পাইল যত সে থাকুক দূরে। ভূমেতে পড়িল নত দিতে মনুষ্যেরে॥ সেই যদি প্রাকৃত লোকের ঘরে হয়। তাহাতেই ভাল পাঁচ বিবাহ নির্ব্বাহয়॥ সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস। সভে বলে ধন্য২ ধন্য অধিবাস॥ লক্ষেশ্বর দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে। হেন অধিবাস নাহি করে কার বাপে॥ এমত চন্দন মালা দিব্য গুয়াপান। অকাতরে কেহ কভু নাহি করে দান॥ তবে রাজ পণ্ডিত আনন্দ চিত্ত হইয়া। আইলেন অধিবাস সামগ্রী লইয়া॥ বিপ্রবর্গ আপ্তবর্গ করি নিজ সঙ্গে। বহুবিধ বাদ্য নৃত্য গীত মহা রঙ্গে। বেদবিধি পূর্ব্বকে পরম হর্ষমনে। ঈশ্বরেরে গন্ধ স্পর্শ কৈলা শুভক্ষণে॥ ততক্ষণে মহা জয় জয় হরিধ্বনি। করিতে লাগিলা সভে মহা স্তুতি বাণী॥ পতিব্রতা গণে দেয় জয়জয়কার। বাদ্য গীতে হৈল মহানন্দ অবতার॥ হেনমতে করি অধিবাস শুভকাজ। গৃহে চলিলেন সনাতন মিশ্ররাজ॥ এইমতে গিয়া ঈশ্বরের আপ্তগণে। লক্ষ্মীরে করিলা অধিবাস শুভক্ষণে॥ আর যত লোকে কিছু লোকাচার বলে। দোহারাই করিলেন মহা কুতুহলে॥ তবে প্রভু সুপ্রভাতে করি গঙ্গাস্নান। আগে বিষ্ণু পূজি গৌরচন্দ্র ভগবান॥ তবে শেষে সর্ব্ব আপ্তগণের সহিতে। বসিলেন নান্দীমুখ কর্ম্মাদি করিতে॥ বাদ্য নৃত্যগীতে হৈল মহা কোলাহল। চতুর্দ্দিগে জয়জয় উঠিল মঙ্গল॥ পূর্ণ ঘট ধান্য দধি দীপ আম্রসার। স্থাপিলেন ঘরে দ্বারে অঙ্গনে অপার॥ চতুর্দ্দিগে নানাবর্ণে উড়য়ে পতাকা। কদলীকরুবী বান্ধিবেন আম্রপাতা॥ তবে আই পতিব্রতা গণ লই সঙ্গে। লোকাচার করিতে লাগিলা মহা রঙ্গে॥ আগে গঙ্গাপূজিয়া পরম হর্ষমনে। তবে বাদ্য বাজনে গেলেন ষষ্ঠীস্থানে॥ ষষ্ঠী পূজি তবে বন্ধু দুয়ারে দুয়ারে। লোকাচার করিয়া আইলা নিজ ঘরে॥ তবে খইকলা তৈল তাম্বূল সিন্দুরে। দিয়া২ পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে॥ ঈশ্বর ইচ্ছায় দ্রব্য হৈল অসংখ্যাত। শচীও সভারে দেন বারপাঁচ সাত॥ তৈলে স্নান করিলেন সর্ব্ব নারীগণ। হেন নাহি পরিপূর্ণ নহিল যেজন॥ এইমত মহানন্দ লক্ষ্মীর ভবনে। লক্ষ্মীর জননী হর্ষ করিলেন মনে॥ শ্রীরাজ পণ্ডিত মহা মনের উল্লাসে। সর্ব্বস্ব

নিক্ষেপ করি পরানন্দে ভাযে॥ সর্ব্ববিধি কর্ম্ম করি শ্রীগৌর সুন্দর। বসিলেন খানিক হইয়া অবসর॥ তবে সর্ব্ব ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য বস্ত্র দিয়া। করিলেন সন্তোষ পরম নম্র হইয়া॥ যেযে মত পাত্র যার যোগ্য যেন দান। সেইমত করিলেন সভার সম্মান॥ মহাপ্রীতে আশীর্ব্বাদ করি বিপ্রগণ। গৃহে চলিলেন সভে করিতে ভোজন॥ পরাহ্ণ বেলা আসি লাগিল হইতে। প্রভুর সভাই বেশ লাগিলা করিতে॥ চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রীঅঙ্গ। মধ্যে২ সর্ব্বত্র দিলেন তথি গন্ধ॥ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন। তথি মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন॥ অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির উপর। সুগন্ধি মালায় পূর্ণ হৈল কলেবর॥ দিব্য সূক্ষ্ম পীতবস্ত্র ত্রিকচ্ছ বিধানে। পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়নে॥ ধান্য দূর্ব্বা সূত্র করে করিয়া বন্ধন। ধরিতে দিলেন স্বর্ণ মঞ্জরী দর্পণ॥ সুবর্ণ কুণ্ডল দুই শ্রুতিমূলে সাজে। নবরত্ন হার বান্ধিলেন বাহু মাঝে॥ এইমত যেযে শোভা করে যেযে অঙ্গে। সকল ঘটনা সভে করিলেন রঙ্গে॥ ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখি যত নর নারী। মুগ্ধ হইলেন সভে আপনা পাসরি॥ প্রহরেক বেলা আছে হেনই সময়। সভেই বলেন শুভ করহ বিজয়॥ প্রহরেক সর্ব্ব নবদ্বীপে বেড়াইয়া। কন্যা ঘরে যাইবেন গোধূলি করিয়া॥ তবে দিব্য দোলা সাজি বুদ্ধিমন্ত খান। হরিষে আনিয়া করিলেন বিদ্যমান॥ বাদ্য গীত উঠিল পরম কোলাহল। বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি সুমঙ্গল॥ ভাটগণে লাগিল পড়িতে কায়বার। সর্ব্বদিগে হইল আনন্দ অবতার॥ তবে প্রভু জননীরে প্রদক্ষিণ করি। বিপ্রগণে নমস্করি বহুমান্য করি॥ দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়। সর্ব্বদিগে উঠিল মঙ্গল জয়জয়॥ নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার। শুভধ্বনি বিনা কোন দিগে নাহি আর॥ প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গাতীরে। পূর্ণচন্দ্র ধরিলেন শিরের উপরে॥ সহস্র২ দীপ লাগিল জ্বলিতে। নানাবিধ বাদ্য সব লাগিল করিতে॥ আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খাঁর। চলিলা দোসারি হই যত পাটোয়ার॥ নানা বর্ণে পতাকা চলিলা তার পাছে। বিদূষক সকল চলিলা নানা কাছে॥ নর্ত্তকবা না জানি কতেক সম্প্রদায়। পরম উল্লাসে দিব্য নৃত্যকরি যায়॥ জয়ঢাক বীরঢাক মৃদঙ্গ কাহাল। দামামা দগড় শঙ্খ বংশী করতাল॥ বরগোঁ সিঙ্গা পঞ্চশব্দী বেণু বাজে যত। কে লিখিব বাদ্যভাণ্ড বাজি যায় কত॥ সহস্রেক শিশু বাদ্যভাণ্ডের ভিতরে। রঙ্গে নাচি যায় দেখি হাসেন ঈশ্বরে॥ সে মহা কৌতুক দেখি শিশুর কিদায়। জ্ঞানবান সভে লজ্জা ছাড়ি নাচি যায়॥ প্রথমে আসিয়া গঙ্গাতীরে কতক্ষণ। করিলেন নৃত্যগীত আনন্দ বাজন॥ তবে পুষ্প বৃষ্টি করি গঙ্গা নমস্করি। ভ্রমেণ কৌতুকে সর্ব্ব নবদ্বীপ পুরী॥ দেখি অতি অমানুষি বিবাহ সম্ভার। সর্ব্বলোক চিত্তে মহা পায় চমৎকার॥ বড়২ বিভা দে

খিয়াছি লোকে বলে। এমন সংঘট্ট নাহি দেখি কোন কালে॥ এইমত স্ত্রী পুরু ষে প্রভুরে দেখিয়া। আনন্দে ভাসয়ে সব সুকৃতি নদীয়া॥ যার ঘরে রূপবতী কন্যা আছে ভাল। সেই সভে বিমরিষ করে সর্ব্ব কাল॥ হেন বরে কন্যা নাহি পারিলাম দিতে। আপনার ভাগ্য নাহি হইবে কেমতে॥ নবদ্বীপ বাসীর চর ণে নমস্কার। এসব আনন্দ দেখিবার শক্তি যার॥ এইমত রঙ্গে প্রভু নগরে ন গরে। ভ্রমেণ কৌতুকে সর্ব্ব নবদ্বীপ পুরে॥ গোধূলী সময় আসি প্রবেশ হইতে। আইলেন রাজ পণ্ডিতের মন্দিরেতে॥ মহা জয় জয়কার হইল লাগিতে। তুই বাদ্যভাণ্ড বাদে লাগিল বাজিতে॥ পরমসংভ্রমে রাজপণ্ডিত আসিয়া। দোলা হৈতে কোলে করি বসাইল লৈয়া॥ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন সন্তোষে আপনে। জ মাতা দেখিয়া হর্ষে দেহ নাহি জানে॥ তবে বরণের সজ্জ সামগ্রী লইয়া। জামাতা বরিতে বিপ্র বসিলা আসিয়া॥ পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী বস্ত্র অলঙ্কার। যথাবিধি দিয়া কৈল বরণ ব্যভার॥ তবে তান পত্নী নারীগণের সহিতে। মঙ্গলবিধান আসি লা গিলা করিতে॥ ধান্য দুর্ব্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে। আরতি করিলা অতিম নের কৌতুকে॥ খই কড়ি ফেলি করিলেন জয়কার। এইমত যত কিছু করি লোকা চার॥ তবে সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া আনিলেন সভেই ধরি য়া॥ তবে হর্ষে প্রভুর সকল আপ্তগণে। প্রভুরেও তুলিলেন ধরিয়া আসনে॥ তবে মধ্যে অন্তঃ পট ধরি লোকাচারে। সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে॥ তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সাতবার। রহিলেন সম্মুখে করিয়া নমস্কার॥ তবে পুষ্পফেলা ফেলি লাগিল হইতে। তুই বাদ্যভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে॥ চতুর্দ্দিগে স্ত্রী পুরুষে করে জয়ধ্বনি। আনন্দ আসিয়া অবতরিলা আপনি॥ তবে লক্ষ্মী জগন্মা তা প্রভুর চরণে। মালা দিয়া করিলেন আত্ম সমর্পণে॥ তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈ ষৎ হাসিয়া। লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া॥ তবে লক্ষ্মী নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলী। করিতে লাগিলা মহা হই কুতূহলী॥ ব্রহ্মাদি দেবতা সব অলক্ষি ত রূপে। পুষ্পবৃষ্টি লাগিলেন করিতে সমীপে॥ আনন্দ বিবাদ লক্ষ্মীগণে প্রভু গণে। উচ্চ করি বর কন্যা তোলে হর্ষমনে॥ ক্ষণে জিনে প্রভুগণ ক্ষণে লক্ষ্মীগণে। হাসি২ প্রভুরে বলায় সর্ব্ব জনে॥ ঈষৎ হাসিলা প্রভু সুন্দর শ্রীমু খে। দেখি সর্ব্ব লোক ভাসে পরানন্দ সুখে॥ সহস্র২ মহা তাম্রদীপ জ্বলে। কর্ণে কিছু নাহি শুনি বাদ্য কোলাহলে॥ মুখচন্দ্রে কার মহাবাদ্য জয়ধ্বনি। স কল ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিলেক হেন শুনি॥ হেনমতে শ্রীমুখ চন্দ্রিকা করিরঙ্গে। বসিলেন শ্রীগৌর সুন্দর লক্ষ্মীসঙ্গে॥ তবে রাজপণ্ডিত পরম হর্ষমনে। বসিলেন করি বারে কন্যা সম্প্রদানে॥ পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী যথা বিধিমতে। ক্রিয়া করি লা গিলেন সঙ্কল্প করিতে॥ বিষ্ণুপ্রীতে কাম্য করি শ্রীলক্ষ্মীর পিতা। প্রভুর শ্রী

হস্তে সমর্পিলেন দুহিতা॥ তবে দিব্য ধেনু ভূমি শয্যা দাসী দাস। অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস॥ লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বাম পাশে। হোম কর্ম্ম করিতে লাগিল তবে শেষে॥ বেদাচার লোকাচার যত কিছু আছে। সব করি বর কন্যা তবে নিলা পাছে॥ ভোজন করিয়া শুভ রাত্রি সুমঙ্গলে। লক্ষ্মী কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতুহলে॥ সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে। যে সুখ হইল তাহা কে পারে কহিতে॥ নগ্নজিত জনক ভীষ্মক জাম্বুবন্ত। পূর্ব্বে তারা যেহেন হইল ভাগ্যবন্ত॥ সেই ভাগ্য এবে গোষ্ঠীসহ সনাতন। পাইলেন পূর্ব্ব বিষ্ণু সেবার কারণ তবে রাত্রি প্রভাতে যে ছিল লোকাচার। সকল করিলা সর্ব্ব ভুবনের সার॥ অপরাহ্নে গৃহে আসিবার হৈল কাল। বাদ্য নৃত্য গীত হৈতে লাগিল বিশাল॥ তবে জয় জয় ধ্বনি লাগিল হইতে। নারীগণে জয়কার লাগিলেন দিতে॥ বিপ্রগণে আশীর্ব্বাদ লাগিল করিতে। যাত্রা যোগ্য শ্লোক সভে লাগিলা পড়িতে॥ ঢাক পড়া সানাঞি বরগাঁ করতাল। অন্যোন্যে বাদ করি বাজায়ে বিশাল॥ তবে প্রভু নমস্করি সর্ব্ব মান্যগণে। লক্ষ্মী সঙ্গে দোলায়ে করিলা আরোহণে॥ হরি২ বলি সভে করি জয় ধ্বনি। চলিলেন নিজ গৃহে দ্বিজ কুলমণি॥ পথে যত লোক দেখে চলিয়া আসিতে। ধন্য২ সভেই প্রসংশে ভালমতে॥ স্ত্রীগণে দেখিয়া বলে এই ভাগ্যবতী। কত জন্ম সেবিলেন কমলা পার্ব্বতী॥ কেহ বলে বুঝি হেন এই হর গৌরী। কেহ বলে হেন জানি কমলা শ্রীহরি॥ কেহ বলে এই দুই কামদেব রতি। কেহ বলে ইন্দ্র শচী হেন লয় মতি॥ কেহ বলে হেন বুঝি রামচন্দ্র সীতা। এইমত বলে সর্ব্ব সুকৃতি বনিতা॥ হেন ভাগ্য স্ত্রীপুরুষ সব নদীয়ার। এসব সম্পত্তি দেখিবার শক্তি যার॥ লক্ষ্মী নারায়ণের মঙ্গল দৃষ্টিপাতে। সুখময় সর্ব্বলোক হৈল নবদ্বীপে॥ নৃত্য গীত বাদ্য পুষ্প বর্ষিতে বর্ষিতে। পরম আনন্দে আইলেন সর্ব্ব পথে॥ তবে শুভক্ষণে প্রভু সকল মঙ্গলে। আইলেন গৃহে লক্ষ্মী কৃষ্ণ কুতুহলে॥ তবে আই পতিব্রতাগণ সঙ্গে লৈয়া। পুত্র বধূ গৃহে আনিলেন হৃষ্ট হৈয়া॥ গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী নারায়ণ। জয় ধ্বনিময় হৈল সকল ভুবন॥ কি আনন্দ হইল সে অকথ্য কথন। সে মহিমা কোন জনে করিবে বর্ণন॥ যাহার শ্রীমূর্ত্তি মাত্র দেখিলে নয়ানে। সর্ব্বপাপে মুক্ত যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ স্থানে॥ সে প্রভুর বিবাহ লোক দেখ যে সাক্ষাতে। তেঞি তাঁর নাম দয়াময় দীন নাথে॥ তবে যত নট ভাট ভিক্ষুক সভেরে। তুষিলেন বস্ত্র ধনে বচন প্রকারে॥ বিপ্রগণে আপ্তগণে সভারে প্রত্যক্ষে। আপনে ঈশ্বর বস্ত্র দিলেন সভাকে॥ বুদ্ধিমন্ত খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন। তাঁহার আনন্দ অতি অকথ্য কথন॥ এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ। আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ॥ দণ্ডেকে এসব লীলা যত হইয়াছে। শতবর্ষে তাহা কে বর্ণিব হেন আছে॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা ধরি

শিরে। সূত্র মাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে ॥ এসব ঈশ্বরলীলা যে পড়ে যে শুনে। সে অবশ্য বিহরয়ে গৌরচন্দ্র মনে॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহু জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ইতি আদি খণ্ডে দ্বিতীয় বিবাহ বর্ণনং ত্রিয়োদশোঽধ্যায় ॥ * ॥ ১৩ ॥ * ॥

ভক্তগণের বিষাদ ॥

জয়২ দীনবন্ধু শ্রীগৌর সুন্দর। জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত সভার ঈশ্বর ॥ জয় জয় ভক্ত রক্ষা হেতু অবতার। জয় সর্ব্ব কাল সত্য কীর্ত্তন বিহার ॥ ভক্ত গোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ আদিখণ্ড কথা অতি অমৃতের ধার। যহি সর্ব্ব গৌরাঙ্গের মোহন বিহার ॥ হেন মতে বৈকুণ্ঠ নায়ক নবদ্বীপে। গৃহস্থ হইয়া পড়ায়েন বিপ্ররূপে ॥ প্রেম ভক্তি প্রকাশ নিমিত্ত অবতার। তাহা কিছু না করেন ইচ্ছাসে তাঁহার ॥ অতি পরমার্থ শূন্য সকল সংসার। তুচ্ছ রস বিষয়ে সে আদর সভার ॥ গীতা ভাগবত বা পড়ায় যে যেজন। তাহারা না বলে না বলায় সংকীর্ত্তন ॥ হাতে তালি দিয়া সে সকল ভক্তগণ। আপনাআপনি মেলি করেন কীর্ত্তন ॥ তাহাতেও উপহাস করয়ে সভারে। ইহারা কি কার্য্যে ডাকছাড়ে উচ্চস্বরে ॥ আমি ব্রহ্ম আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন। দাস প্রভু ভেদ বা করয়ে কিকারণ ॥ সংসারি সকল বুলে মাগিয়া খাইতে। ডাকিয়া বোলয়ে হরি লোকে জানাইতে ॥ এগুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া। এইযুক্তি করে সব নদীয়া মেলিয়া ॥ শুনিয়া পায়েন দুঃখ সর্ব্ব ভক্তগণ। সম্ভাষা করেন হেন নাহি কোন জন ॥ শূন্য দেখি ভক্তগণ সকল সংসার। হা কৃষ্ণ বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার ॥ হেনকালে তথা আইলেন হরি দাস। শুদ্ধ বিষ্ণু ভক্তি যার বিগ্রহ প্রকাশ ॥ এবে শুন হরি দাস ঠাকুরের কথা। যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা ॥ বূড়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস। সেভাগ্যে সেসব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ ॥ কতোদিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে। আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তিপুরে ॥ পাইয়া তাহার সঙ্গ আচার্য্য গোসাঞি। হুঙ্কার করেন আনন্দের অন্ত নাই ॥ হরিদাস ঠাকুরো অদ্বৈত দেব সঙ্গে। ভাসেন গোবিন্দ রস সমুদ্র তরঙ্গে ॥ নিরবধি হরিদাস গঙ্গাতীরে তীরে। ভ্রমেণ কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চৈস্বরে ॥ বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য। কৃষ্ণ নামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য ॥ ক্ষণেক গোবিন্দ নামে নাহিক বিরতি। ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয়ে নানা মতি ॥ কখন করেন নিত্য আপনা আপনি। কখন করেন মত্ত সিংহ প্রায় ধ্বনি ॥ কখন বা উচ্চ

স্বরে করেন রোদন। অট্ট অট্ট মহাহাস্য হাসেন কখন॥ কখন গর্জ্জন অতি হুঙ্কার করিয়া। কখন মূর্চ্ছিত হই থাকেন পড়িয়া॥ ক্ষণে অলৌকিক শব্দ ডাকেন বলিয়া। ক্ষণে তাই বাখানেন উত্তম করিয়া॥ অশ্রুপাত রোমহর্ষ হাস্য মূর্চ্ছা ঘর্ম্ম। কৃষ্ণ ভক্তি বিকারের যত আছে মর্ম্ম॥ প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে। সকল আসিয়া তান শ্রীবিগ্রহে মিলে॥ হেন সে আনন্দ ধারা তিতে সর্ব্ব অঙ্গ। অতি পাষণ্ডীও দেখি পায় মহারঙ্গ॥ কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলি। ব্রহ্মা শিব দেখিয়া হয়েন কুতূহলী॥ ফুলিয়া গ্রামের যত ব্রাহ্মণ সকল। সভেই তাহানে দেখি হয়েন বিহ্বল॥ সভার তাহানে বড় হইল বিশ্বাস। ফুলিয়ায় রহিলেন প্রভু হরিদাস॥ গঙ্গাস্নান করি নিরবধি হরিনাম। উচ্চকরি লইয়া বুলেন সর্ব্বস্থান॥ কাজি গিয়া মুল্লুকের অধিপতি স্থানে। কহিলেক তাহান সকল বিবরণে॥ যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার। ভালমতে তারে আনি করহ বিচার॥ পাপীর বচন শুনি সেহ পাপমতি। ধরিয়া আনিল তানে অতি শীঘ্রগতি॥ কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়। যবনের কিদায় কালের নাহি ভয়॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া চলিলা সেইক্ষণে। মলুক পতির আগে দল দরশনে॥ হরিদাস ঠাকুরের শুনি আগমন। হরিষ বিষাদ হৈল যত সুসজ্জন॥ বড় বড় লোক যত আছে বন্দি ঘরে। তাঁরা সব হৃষ্ট হৈলা শুনিয়া অন্তরে॥ পরম বৈষ্ণব হরিদাস মহাশয়। তাঁরে দেখি বন্দি দুঃখ পাইবেক ক্ষয়॥ রক্ষক লোকেরে সভে সাধন করিয়া। রহিলেন বন্দিগণ একদৃষ্টে হৈয়া॥ আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ান। সর্ব্ব মনোহর মুখ চন্দ্রের সমান॥ ভক্তি করি সভে করিলেন নমস্কার। সভার হইল কৃষ্ণ ভক্তির বিকার॥ তাসভার ভক্তিভাব দেখি হরিদাস। বন্দি সব দেখিয়া হইলা কৃপা হাস॥ থাকহ এখন আছহ যেনরূপে। গুপ্ত আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে॥ না বুঝিয়া তাহান সে দুর্জ্জ্ঞেয় বচন। বন্দি সব হৈলা কিছু বিষাদিত মন॥ তবে পাছে কৃপাযুক্ত হই হরিদাস। গুপ্ত আশীর্ব্বাদ কহে করিয়া প্রকাশ॥ আমি তোমা সভাকারে কৈল আশীর্ব্বাদ। তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ॥ মন্দ আশীর্ব্বাদ আমি কখন না করি। মনদিয়া সভে ইহা বুঝহ বিচারি॥ এবে কৃষ্ণ প্রীতি তোমা সভাকার মন। যেন আছে এইমত থাকু সর্ব্বক্ষণ॥ এবে নিত্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের চিন্তন। সভে মেলি করিতে আছহ অনুক্ষণ॥ এবে হিংসা নাহি কিছু প্রজার পীড়ন। কৃষ্ণবলি কাকুর্ব্বাদ করহ চিন্তন॥ আরবার গিয়া সে বিষয়ে প্রবর্ত্তিলে। সভে ইহা পাষরিবে গেলে দুষ্টমেলে॥ সেই সব অপরাধ হব পুনর্ব্বার। বিষয়ের ধর্ম্ম এই শুন কথা সার॥ বন্দি থাক হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি। বিষয় পাসর অহর্নিশ বল হরি॥ ছলে করিলাম আমি এই আশীর্ব্বাদ। তিলার্দ্ধেক না

ভাবিহ তোমারা বিষাদ॥ সর্ব্ব জীব দয়া প্রতি দর্শন আমার। কৃষ্ণ ভক্তি দৃঢ় হউ তোমার সভার॥ চিন্তা নাহি দিন দুই তিনের ভিতরে। বন্ধন ঘুচিব এই কহিল তোমারে॥ বিষয়েতে থাক কিবা থাক যথা তথা। এই বুদ্ধি কভু না পাসরিহ সর্ব্বথা॥ বন্দিসকলেরে করি শুভানুসন্ধান। আইলেন মলুকের অধিপতি স্থান॥ অতি মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান। পরম গৌরবে বসিবারে দিল স্থান॥ আপনে জিজ্ঞাসে তানে মলুকের পতি। কেন ভাই তোমার কিরূপ দেখি মতি॥ কত ভাগ্যে তুমি দেখ হইয়াছ যবন। তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন॥ আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত। তাহা তুমি ছাড় হই মহা বংশজাত॥ জাতি ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার। পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার॥ না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার। সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা উচ্চার॥ শুনি মায়া মোহিতের বাক্য হরিদাস। অহো বিষ্ণুমায়া বলি হৈলা কিছু হাস॥ বলিতে লাগিলা তবে মধুর উত্তর। শুন বাপ সভারেই একই ঈশ্বর॥ নামমাত্র ভেদ কহে হিন্দুরে যবনে। পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥ একশুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়। পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সভার হৃদয়॥ সেইপ্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন। সেইমত কর্ম্মকরে সকল ভুবন॥ সেপ্রভুর নামগুণ সকল জগতে। বোলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্রমতে॥ ঈশ্বরে সে আপনি সভার ভাবলয়। হিংসা করিলেও তাহার হিংসা হয়॥ এতেক যে আমার সে ঈশ্বর যে হেন। লওয়াইয়া আছে চিত্তে করি আমি তেন॥ হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ। আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥ হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম্ম। আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি কর্ম্ম॥ মহাশয় এবে তুমি করহ বিচার। যদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার॥ হরিদাস ঠাকুরের সুসত্যবচন। শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন॥ সবে এককাজী পাপী মলুকপতিরে। বলিতে লাগিলা শাস্তি করহ উহারে॥ এই দুষ্ট আর দুষ্ট করিব অনেক। যবন কুলের অমহিমা আনিবেক॥ এতেক ইহার শাস্তি কর ভালমতে। নহেবা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে॥ পুনবলে মলুকের পতি আরে ভাই। আপনার শাস্ত্রবল তবে চিন্তানাই॥ অন্যথা করিব শাস্ত সবকাজীগণে। বলিনাম পাছে আর লঘুহৈবা কেনে॥ হরিদাস বলেন যে কারণ ঈশ্বরে। তাহা বহি আর কেহ করিতে না পারে॥ অপরাধ অনুরূপ যার যেন ফল। ঈশ্বরে সেকরে ইহা জানিহ কেবল॥ খণ্ড২ হই দেহ যায় যদি প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥ শুনিয়া তাহার বাক্য মলুকের পতি। জিজ্ঞাসে এবে কি করিবা ইহা প্রতি কাজীবলে বাইস বাজারে বেড়িমারি। প্রাণলহ আর কিছু বিচার না করি॥ বাইস বাজারে মারিলেই যদি জীয়ে। তবে জানি জ্ঞানীসব সাচাকথা কহে॥ পাইক স

তারে ডাকি তর্জ্জকরি কহে। এমত মারিবে যেন প্রাণ নাহি রহে॥ যবন হইয়া যেন হিন্দুয়ানি করে। প্রাণান্ত হইলে সেহো সেপাপেতে তরে॥ পাপীর বচনে সেহ পাপী আজ্ঞা দিল। দুষ্টগণ আসি হরি দাসেরে ধরিল॥ বাজারে২ সববেঢ়ি দুষ্টগণে। মারেণ নির্জীব করি মহ ক্রোধ মনে॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ করেন হরিদাস। নামানন্দে দেহে দুঃখ না হয় প্রকাশ॥ দেখি হরিদাস দেহ অত্যন্ত প্রহার। সুজন সকল দুঃখ ভাবেন অপার। কেহোবলে উর্চ্ছিষ্ট হইব সর্ব্বরাজ্য। সে নিমিত্তে করে সুজনের হেনকার্য্য॥ রাজা উজিরেরে কেহ সাপে ক্রোধমনে। মারামারি করি তেও উঠে কোন জনে॥ কেহ গিয়া যবনগণের পায়ে ধরে। কিছু দিব অল্প করি মারহ উহারে॥ তথাপিহ দয়ানাহি জন্মে পাপীগণে। বাজারে২ মারে মহা ক্রোধ মনে॥ কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে। অল্প দুঃখ নাহি জন্মে এতেক প্রহারে॥ অসুর প্রহারে যেন প্রহ্লাদ বিগ্রহে। কোন দুঃখ না জন্মিল সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥ এইমত যবনের অশেষ প্রহারে। দুঃখনা জন্মায় হরিদাস ঠাকুরেরে॥ হরিদাস স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা। ছিণ্ডে সেইক্ষণে হরি দাসের কি কথা॥ সবে যে সকল পাপীগণ তাঁরে মারে। তার লাগি দুঃখমাত্র ভাবেন অন্তরে॥ দৃঢ় করি মারে তারা প্রাণ লইবারে। মনস্ফুর্ত্তি নাহি হরিদাস ঠাকুরেরে॥ বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে। মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এমারণে॥ দুই তিন বাজারে মারিলে লোকমরে। বাইস বাজারে মারিলাম যে ইহারে॥ মরেওনা আর দেখি হাসে ক্ষণেক্ষণে। এপুরুষ পীরবা সভেই ভাবে মনে॥ যবনসকল বলে অহে হরিদাস। তোমা হৈতে আমা সভার হইবেক নাশ॥ এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার। কাজী প্রাণ লইবেক আমা সভাকার॥ হাসিয়া বলেন হরিদাস মহাশয়। আমি জীলে তোমা সভার মন্দ যদি হয়॥ তবে এই মরি আমি দেখ বিদ্যমানে। এতবলি আবিষ্ট হইয়া করে ধ্যানে॥ সর্ব্বশক্তি সমন্বিত প্রভু হরিদাস। হইলেন আবিষ্ট কোথাহ নাহিশ্বাস॥ দেখিয়া যবনগণ বিস্ময় হইলা। মলুকপতির দ্বারে লইয় ফেলিলা॥ মাটিলঞা দেহ বলে মলুকের পতি। কাজীবলে তবেত পাইবে ভালগতি॥ বড়হই যেন করিলেক নীচ কর্ম্ম। অতএব ইহারে জুয়ায় সেই ধর্ম্ম॥ মাটিদিলে পরলোকে হইবেক ভাল। গাঙ্গেফেল যেন দুঃখপায় চিরকাল॥ কাজীর বচনেসব ধরিয়া যবনে। গাঙ্গে ফেলাইতে সভে তোলে গিয়া তানে॥ গাঙ্গে নিতে তোলে যদি যবনসকল। বসিলেন হরিদাস হইয়া নিশ্চল॥ ধ্যানানন্দে বসিলেন ঠাকুর হরিদাস। বিশ্বম্ভর দেহে আসি হইলা প্রকাশ॥ বিশ্বম্ভর অধিষ্ঠান হইল শরীরে। কার শক্তি আছে হরি দাসে নাড়িবারে॥ মহাবলবন্ত সব চতুর্দ্দিগে ঠেলে। মহাস্তম্ভ প্রায় প্রভু আছয়ে নিশ্চলে॥ কৃষ্ণানন্দ সুধাসিন্ধু মধ্যে হরিদাস। মগ্ন হৈয়াছেন বাহ্য নাহিক প্রকাশ॥ কিবা অন্ত

রীক্ষে কিবা পৃথিবী গঙ্গায়। না জানেন হরিদাস আছেন কোথায়॥ প্রহ্লাদের যেহেন স্মরণ কৃষ্ণভক্তি। সেইমত হরিদাস ঠাকুরের শক্তি॥ হরিদাস ঠাকুরের কিছু চিত্র নহে। নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহার হৃদয়ে॥ রাক্ষসের বন্ধন যেহেন হনূমান। ইচ্ছাকরি লইলেন বান্ধার সম্মান॥ এইমত হরিদাসের যবন প্রহারে। জগতের শিক্ষালাগি করিলা স্বীকারে॥ অশেষ দুর্গতি হয় যদি যায় প্রাণ। তথাপিও বদনে না ছাড়ে হরিনাম॥ অন্যথা গোবিন্দ হেন রক্ষক থাকিতে। কার শক্তি আছে হরি দাসেরে লংঘিতে॥ হরিনাম স্মরণেতে এদুঃখ সর্ব্বথা। খণ্ডে সেইক্ষণে হরিদাসের কি কথা। সত্য২ হরিদাস জগত ঈশ্বর। চৈতন্য চন্দ্রের মহামুখ্য অনুচর॥ হেনমতে হরিদাস ভাবেন গঙ্গাতে। ক্ষেণেকে হইল বাহ্য ঈশ্বর ইচ্ছাতে॥ চৈতন্য পাইয়া হরিদাস মহাশয়। তিরে আসি উঠিলেন পরানন্দ ময়॥ দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি সকল যবন। সভার খণ্ডিল হিংসা ভাল হৈলমন॥ পীরজ্ঞান করি সভে কৈল নমস্কার। সকল যবনগণ পাইল নিস্তার॥ কতক্ষণে বাহ্য পাইলেন হরিদাস। মল্লুকপতিরে চাহি হৈলকৃপাহাস॥ সংভ্রমে মল্লুকপতি জুড়ি দুইকর। বলিতে লাগিলা কিছু বিনয় উত্তর॥ সত্য২ জানিলাম তুমি মহাপীর। একজ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির॥ যোগী জ্ঞানী সবমাত্র মুখে জানি বোলে। তুমিসে পাইলা সিদ্ধি মহাকুতূহলে॥ তোমারে দেখিতে মুঞি আনিনু এথারে। সব দোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে॥ সকল তোমার সম শত্রু মিত্র নাই। তোমা চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাই॥ চল তুমি শুভ কর আপন ইচ্ছায়। গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন গোফায়॥ আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা। যে তোমার ইচ্ছা তুমি করহ সর্ব্বথা॥ হরি দাস ঠাকুরের চরণ দেখিলে। উত্তমের কি দায় যবন দেখি ভুলে॥ এত ক্রোধে আনিলেক মারিবার তরে। পীরজ্ঞান করি আর পায়ে পাছে ধরে॥ যবনেরে কৃপাদৃষ্টি করিয়া প্রকাশ। ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর হরিদাস॥ উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে। আইলেন হরি দাস ব্রাহ্মণ সভাতে॥ হরি দাসে দেখিয়া ফুলিয়ার বিপ্রগণ। সভেই হইলা অতি পরানন্দ মন॥ হরিধ্বনি বিপ্রগণ লাগিল করিতে। হরি দাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে॥ অনন্ত অর্ব্বুদ হরি দাসের বিকার। অশ্রু কম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার॥ আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে। দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ মহানন্দে ভাসে॥ স্থিরহই ক্ষণেক বসিলা হরিদাস। বিপ্রগণ বসিলেন বেঢ়ি চারি পাশ॥ হরিদাস বলেন শুনহ বিপ্রগণ। দুঃখ নাভাবিহ কিছু আমার কারণ॥ প্রভুর নিন্দা আমি যে শুনিল অপার। তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার॥ ভাল হৈল ইথে বড় পাইনু সন্তোষ। অল্প শাস্তি করি ক্ষমিলেন বড় দোষ॥ কুম্ভিপাক হয় বিষ্ণুনন্দন শ্রবণে। তাহা আমি বিস্তর শুনিল পাপকাণে॥ যোগ্য শাস্তি করিলেন

ঈশ্বর তাহার। হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার ॥ হেনমতে হরি দাস বিপ্র গণ সঙ্গে। নির্ভয়ে করেন হরি সংকীর্ত্তন রঙ্গে ॥ তাহারে যে দুঃখদিল যেসব যবনে। সবংশে উচ্ছিষ্ট তারা হৈল কতোদিনে ॥ তবে হরিদাস গঙ্গাতীরে গোফা করি। থাকেন নিরহে অহর্নিশি কৃষ্ণ স্মরি ॥ তিনলক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ। গো: ফা হৈল তান যেন বৈকুণ্ঠ ভবন ॥ মহানাগ বৈসে সেই গোফার ভিতরে। তার জ্বালা প্রাণী মাত্র সহিতে না পারে ॥ হরি দাস ঠাকুরের সম্ভাষা করিতে। যতে ক আইসে কেহ না পারে রহিতে ॥ পরম বিষের জ্বালা সভেই পায়েন। হরি দাস পুনঃ ইহা কিছু না জানেন ॥ বসিয়া করেন যুক্তি সর্ব্ব বিপ্রগণে। হরি দাস আশ্রমে এতেক জ্বালা কেনে ॥ সেই ফুলিয়ায় বৈসে মহা বৈদ্যগণ। তারা আসি জানিলেক সর্পের কারণ ॥ বৈদ্য বলিলেক এই গোফার তলায়। মহা এক নাগ আছে তাহার জ্বালায় ॥ রহিতে না পারে কেহো বলিল নিশ্চয়। হরি দাস সত্বরে চ লহ অন্যাশ্রয় ॥ সর্পের সহিত বাস কভু যুক্তি নয়। অন্য স্থানে তুমি আসি ক রহ আশ্রয় ॥ হরি দাস বলেন অনেক দিন আছি। কোন জ্বালা রিষ্ট এগো ফায় নাহি বাসী ॥ সবে দুঃখ তোমরা যে না পার রহিতে। এতেক চলিব কালি আমি যে সে ভিতে ॥ সত্য যদি ইহাতে থাকেন মহাশয়। তিহোঁ যদি কালি না ছাড়েন এ আলয়। তবে আমি কালি ছাড়ি যাইব সর্ব্বথা। চিন্তা নাহি তো মরা বলহ কৃষ্ণ কথা ॥ এই মত কৃষ্ণ কথা মঙ্গল কীর্ত্তনে। থাকিতে অদ্ভুত অতি হৈল সেইক্ষণে ॥ হরি দাস ছাড়িবেন শুনিয়া বচন। মহানাগ স্থান ছাড়িলেন সেইক্ষণ ॥ গর্ত্ত হৈতে উঠি সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে। সভেই দেখেন চলিলেন অন্যদে শে ॥ পরমঅদ্ভুত সর্প মহা ভয়ঙ্কর। পীত শুক্ল রক্তবর্ণ মহা তেজধর ॥ মহামণি জ্বলিতেছে মস্তক উপরে। দেখি ভয়ে বিপ্রগণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরে ॥ সর্প সে চলিল স্থানে জ্বালা নাহি আর। বিপ্রগণ হইলেন সন্তোষ অপার ॥ দেখি হরি দাস ঠা কুরের মহা শক্তি। বিপ্রগণে জন্মিল বিশেষে তাতে ভক্তি। হরি দাস ঠাকুরের এ কোন প্রতাপ। যার বাক্য মাত্র স্থান ছাড়িলেক সাপ ॥ যার দৃষ্টি মাত্র ছাড়ে অবিদ্যা বন্ধন। কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরি দাসের বচন ॥ আর এক শুন তান অদ্ভু ত আখ্যান। নাগরাজে যে মহিমা কহিল তাহান ॥ এক দিন এক বড় লোকের ম ন্দিরে। সর্পকৃত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে ॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা গীত তার মন্ত্র ঘোরে। ডঙ্ক বেঢি সভেই গায়েন উচ্চস্বরে ॥ দৈবগতি তথাই গেলেন হরি দাস। ডঙ্ক নৃত্য দেখেন হইয়া একপাশ ॥ মনুষ্য শরীরে নাগ রাজ মন্ত্রবলে। অধিষ্ঠান হ ইয়া নাচেন কুতূহলে ॥ কালিদহে করিলেন যে নাট্য ঈশ্বরে। সেই গীত গায়েন কারুণ্য রূপস্বরে ॥ শুনি নিজ প্রভুর মহিমা হরি দাস। পড়িলা মূর্চ্ছিত হই কোথা নাহি শ্বাস ॥ ক্ষণেক চেতন পাই করিয়া হুঙ্কার। আনন্দে লাগিলা নৃত্য ক

রতে অপার॥ হরি দাস ঠাকুরের আবেশ দেখিয়া। এক ভিত হই ডঙ্ক রহিলেন গিয়া॥ গড়াগড়ি যায়েন ঠাকুর হরি দাস। অদ্ভুত পুলক অশ্রুকম্পের প্রকাশ॥ রোদন করেন হরিদাস মহাশয়। শুনিয়া প্রভুর গুণ হৈলা প্রেমময়॥ হরিদাস বেড়ি সভে গায়েন হরিষে। যোড় হস্তে রহি ডঙ্ক দেখে এক পাশে॥ ক্ষণেকে রহিল হরিদাসের আবেশ। সভেই হইলা অতি আনন্দ বিশেষ॥ যেখানে পড়য়ে তার চরণের ধূলী। সভেই লেপেন অঙ্গে হই কুতুহলী॥ আর এক ঢঙ্গবিপ্র থাকে সেইখানে। মুঞি নাচিবাঙ আজি গুণে মনেমনে॥ বুঝিলাম নাচিলেই অবোধ বর্ব্বরে। অল্প মনুষ্যেরেও পরম ভক্তি করে॥ এতবলি সেইক্ষণে আছাড় খাইয়া। পড়িলাযে হেন মহা অচেষ্ট হইয়া॥ যেইমাত্র পড়িল ডঙ্কের নৃত্যস্থানে। মারিতে লাগিলা ডঙ্ক মহাক্রোধ মনে॥ আশেপাশে ঘাড়ে মুড়ে বেতের প্রহার। নির্ঘাত মারয়ে ডঙ্ক রক্ষানাহি আর॥ বেতের প্রহারে বিপ্র জর্জ্জর হইয়া। বাপ২ বলি ত্রাসে গেল পলাইয়া॥ তবে ডঙ্ক নিজ সুখে নাচিলা বিস্তর। সভার জন্মিল বড় বিস্ময় অন্তর॥ যোড়হস্তে সভে জিজ্ঞাসেন ডঙ্কস্থানে। কহদেখি এবিপ্রেরে মারিলেবা কেনে॥ হরিদাস নাচিতেবা যোড়হস্ত কেনে। ভাঙ্গিয়া এসব কথা কহিবে আপনে॥ তবে সেই ডঙ্ক মুখে বিষ্ণুভক্ত নাগ। কহিতে লাগিলা হরিদাসের প্রভাব॥ তোমরা যে জিজ্ঞাসিলে এবড় রহস্য। যদ্যপি অকথ্য তবু কহিব অবশ্য॥ হরিদাস ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ। তোমরা যেভক্তি বড় করিলে বিশেষ॥ তাহা দেখি ওব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া। পড়িল মাশ্চর্য্য বুদ্ধ্যে আছাড় খাইয়া॥ আমার যেনৃত্য সুখভঙ্গ করিবারে। আহার্য্য মাশ্চর্য্য কোনজন শক্তিধরে॥ হরিদাস সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করিবারে। অতএব শাস্তি আমি করিল উহারে॥ বড়লোক করিসব জানুক আমারে। আপনারে প্রবর্ত্তাই ধর্ম্ম কর্ম্মকরে॥ এসকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই। অকৈতব হইলেসে কৃষ্ণ ভক্তিপাই॥ এইযে দেখিলে নাচিলেন হরিদাস। ওনৃত্য দেখিলে সর্ব্ববন্ধ হয়নাশ॥ হরিদাস নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে। ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নৃত্য দরশনে॥ উহান সে যোগ্য পদ হরিদাস নাম। নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র হৃদয়ে উহান॥ সর্ব্বভূত বৎসল সভার উপকারী। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি জন্ম অবতরি॥ উহিঁসে নিরপরাধ বিষ্ণু বৈষ্ণবেতে। স্বপ্নেও উহান দৃষ্টী নাযায় বিপথে॥ তিলার্দ্ধ উহান সঙ্গ যেজীবের হয়। সেঅবশ্য পায় কৃষ্ণ পাদ পদ্মাশ্রয়॥ ব্রহ্মাশিব হরিদাস হেন ভক্ত সঙ্গ। নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥ জাতিকুল সব নিরর্থক বুঝাইতে। জন্মিলেন নীচকুলে ঈশ্বর আজ্ঞাতে॥ অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়। তথাপি সেইসে পূজ্য সর্ব্ববেদে কয়॥ উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে। কুলে তার কিকরিবে নরকেতে মজে॥ এইসব বেদবাক্য সাক্ষি দেখাইতে। জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥ প্রহ্লাদ যেহেন

দৈত্য কপি হনূমান। এইমত হরিদাস নীচজাতি নাম॥ হরিদাস স্পর্শ বাঞ্ছা ক রে দেবগণ। গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥ স্পর্শের কিদায় দেখিলেই হ রিদাস। ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্মফাঁস॥ হরিদাস আশ্রয় করিবে যেইজনে। তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধনে॥ শতবর্ষ শতমুখে উহান মহিমা। কহিলেও না পারিবে করিবারে সীমা॥ ভাগ্যবন্ত তোমরা সেতোমাসভাহৈতে। উহাঁর মহিমা কিছু আইল মুখেতে॥ সকৃত যে বলিবেক হরিদাস নাম। সত্য২ সেহ যাইবেক কৃষ্ণধাম॥ এতবলি মৌন হইলেন নাগরাজ। তুষ্ট হইলেন শুনি সজ্জন সমাজ হেন হহিদাস ঠাকুরের অনুভাব। কহিয়া আছেন পূর্ব্বে শ্রীবৈষ্ণব নাগ॥ সভার পরম প্রীতি হরিদাস প্রতি। নাগ মুখে শুনিয়া বিশেষ হৈল অতি॥ হেন মতে বৈসেন ঠাকুর হরিদাস। গৌরচন্দ্র না করেন ভক্তির প্রকাশ॥ সর্ব্বদিগে বিষ্ণু ভক্তিশূন্য সর্ব্বজন। উদ্দেশ না জানে কেহ কেমন কীর্ত্তন॥ কোথাও নাহিক বিষ্ণু ভক্তির প্রকাশ। বৈষ্ণবেরে সভাই করয়ে উপহাস॥ আপনা আপনি সব সাধু গণ মেলি। গায়েন শ্রীকৃষ্ণ নাম দিয়া করতালী॥ তাহাতেও দুষ্টগণ মহা ক্রোধ করে। পাষণ্ড পাষণ্ড মেলি বলিয়াই মরে॥ এবামন গুলা রাজ্য করিবেক নাশ। ইহা সভা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥ এবামণ গুলাসব মাগিয়া খাইতে। ভাবক কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে॥ গোসাঞির শয়ন বরিষা চারিমাস। ইহাতে কি জুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক॥ নিদ্রাভঙ্গ হৈলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি। দুর্ভি ক্ষ করিব দেশে আর রক্ষা নাই॥ কেহ বলে একাদশী নিশি জাগরণ। করিব গোবিন্দ নাম করি উচ্চারণ॥ কেহ বলে যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে। তবে এগু লারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥ প্রতি দিন উচ্চ করি বড় করি ডাকে। একারণে মহাদুঃখ পাবে সর্ব্বলোকে॥ মহাদুঃখ পায়েন শুনিয়া ভক্তগণ। তথাপি না ছা ছে কেহ হরি সংকীর্ত্তন॥ ভক্তিযোগে লোকের দেখিয়া অনাদর। হরিদাস দুঃখ বড় পায়েন অন্তর॥ তথাপিও হরিদাস উচ্চস্বর করি। বলেন প্রভুর সংকীর্ত্তন মুখ ভরি॥ ইহাতেও অত্যন্ত দুঃখিত পাপিগণ। না পারে শুনিতে উচ্চ হরিসং কীর্ত্তন॥ হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন। হরিদাসে দেখি ক্রোধে বলয়ে ব চন॥ অহে হরিদাস একি ব্যবহার তোমার। ডাকিয়া যে নাম লহ কিহেতু ই হার॥ মনে২ জপিবা সে এই ধর্ম্ম হয়। ডাকিয়া লইতে নাম কোন শাস্ত্রে কয়॥ কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া করিতে। এইত পণ্ডিত সভা বুঝাহ ইহাতে॥ হরিদাস বলেন ইহার যত তত্ত্ব। তোমরাসে জান হরিনামের মহত্ত্ব॥ তোমরা সভের মুখে শুনিয়া সে আমি। বলিতেছি বলিবাও যেবা কিছু জানি॥ উচ্চকরি বলিলে শত গুণ পুণ্য হয়। দোষত না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়॥ তথাহি॥ উচ্চৈঃ শতগুণম্ভবেদিতি। *। বিপ্র বলে উচ্চ নাম করিসে উচ্চার॥ শতগুণ ফ

ল হয় কিহেতু ইহার ॥ হরিদাস বলেন শুনহ মহাশয়। যে তত্ত্ব ইহার বেদে ভাগবতে কয় ॥ সর্ব্বশাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে। লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দ সুখে ॥ শুন বিপ্র সকৃত শুনিলে কৃষ্ণনাম। পশু পক্ষ কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম ॥ তথাহি ॥ দ্বাদশস্কন্ধে সুদর্শন বচনং ॥ যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেবচ। সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয় স্তস্যস্পর্শঃ পদাহিতে ॥ * ॥ পক্ষ কীট পশুআদি বলিতে না পারে। শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে ॥ জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে। উচ্চ সংকীর্ত্তনে সব উপকার করে ॥ অতএবউচ্চকরি কীর্ত্তন করিলে। শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে ॥ তথাহি নারদীয়ে প্রহ্লাদ বাক্যং জপতো হরিনামানি শ্রবণে শতগুণাধিকঃ। আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জ্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতিচ ॥ জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ সংকীর্ত্তনকারি। শতগুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি ॥ শুন বিপ্র মনদিয়া ইহার কারণ। জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ ॥ উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ সংকীর্ত্তন। জন্তুমাত্র শুনিলেই পায় বিমোচন ॥ জিহ্বা পাইয়াও নরবিনে সর্ব্বপ্রাণী। না পারে বলিতে কৃষ্ণ নাম হেন ধ্বনি ॥ ব্যর্থজন্ম ইহার নিস্তার যাহা হৈতে। বল দেখি কোন দোষ সেকর্ম্ম করিতে ॥ কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ। কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন ॥ দুইতেকে বড় বটে বুঝহ আপনে। এই অভিপ্রায় গুণ উর্চ্চ সংকীর্ত্তনে ॥ সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের বচন। বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা দুর্ব্বচন ॥ দরশনকর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস। কালে২ বেদপথ হবে দেখি নাশ ॥ যুগশেষে শূদ্রে বেদ করিবে বাখানে। এখানেই তাহা দেখি শেষে আর কেনে ॥ এইরূপ আপনারে প্রকট করিয়া। ঘরে২ ভালভোগ খাইস বুলিয়া ॥ যে ব্যাখ্যা করিলি তুঞি এযদি না লাগে। তবে তোর নাককাটি কহ সবা আগে ॥ শুনি বিপ্রাধমের বচন হরিদাস। হরি বলি ঈষৎ হইল কিছু হাস ॥ প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া। চলিলেন উচ্চকরি কীর্ত্তন করিয়া ॥ যেবা পাপী সভাসদ সেহ পাপমতি। উচিত উত্তর কিছু না করিলা তথি ॥ এসকল রাক্ষস ব্রাহ্মণ নাম মাত্র। এইসব জন যমযাতনার পাত্র ॥ কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্রঘরে। জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে ॥ তাথাহি বরাহ পুরাণে। রাক্ষসা কলিমাশ্রিত্য যায়ন্তে ব্রহ্ম যোনিষু। উৎপদ্য ব্রাহ্মণ কুলে বাধন্তে শ্রোতৃয়ান্ কুলান্ ॥ * ॥ এসব বিপ্রের স্পর্শ কথা নমস্কার। ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বদা নিষেধ করিবার ॥ তথাহি পদ্মপুরাণে। সুদর্শন প্রতি মহেশ বাক্যং ॥ কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যেহ্যবৈষ্ণবাঃ। তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শ প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ ॥ * ॥ ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়। তবে তার আলাপনে পুণ্যযায় ক্ষয় ॥ সেবিপ্রাধমের কথোদিবস থাকিয়া বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া ॥ হরিদাস ঠাকুরেরে বলিলেক যেন। কৃষ্ণ সে তাহার শাস্তি করিলেন তেন ॥ বিষয়ে মগ্ন জগত দেখিয়া হরিদাস। হাকৃষ্ণ ব

লিয়া সদা ছাড়েন নিশ্বাস॥ কথোদিনে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছাকরি। আইলেন হরিদাস নবদ্বীপ পুরী॥ হরিদাসে দেখিয়া সকল ভক্তগণ। সভে হইলেন অতি পরানন্দমন॥ আচার্য্য গোসাঞি হরিদাসেরে পাইয়া। রাখিলেন প্রাণহৈতে অধিক করিয়া॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রীতি হরিদাস প্রতি। হরিদাস সভারে করেন ভক্তি অতি॥ পাষণ্ডী সকল যত দেয় বাক্য জ্বালা। অন্যোন্যে সব তাহা কহিতে লাগিলা॥ গীতা ভাগবত লই সর্ব্ব ভক্তগণ। অন্যোন্যেতে বিচারে থাকেন সর্ব্বক্ষণ॥ যেজনে পড়য়ে শুনে এসব আখ্যান। তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র ভগবান শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহুজান। বৃন্দাবন দাসতছু পদযুগে গান॥ ইতি আদিখণ্ডে শ্রীহরিদাস মহিমা প্রসঙ্গ চতুর্দ্দশো হধ্যায়ঃ॥ * ॥ ১৪ ॥ * ॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের গয়াভূমিতে গমন॥

জয়২ শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর। জয় নিত্যানন্দ প্রিয়নিত্য কলেবর॥ জয়২ সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধনপ্রাণ। কৃপাদৃষ্টে করপ্রভু সর্ব্বজীব ত্রাণ॥ আদিখণ্ড কথা ভাই শুন সাবধানে। শ্রীগৌরসুন্দর গয়া চলিলা যেমনে॥ হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ। অধ্যাপক শিরোমণি জগতের তাত॥ চতুর্দ্দিগে পাষণ্ড বাড়য়ে গুরুতর। ভক্তিযোগ নাম হৈল শুনিতে দুষ্কর॥ মিথ্যারসে দেখি অতি লোকের আদর। ভক্তসব দুঃখ বড় ভাবেন অন্তর॥ প্রভুসে আবিষ্ট হৈয়াছেন অধ্যয়নে। ভক্তসব দুঃখ পায় দেখেন আপনে॥ নিরবধি বৈষ্ণব সভেরে দুষ্টগণে। নিন্দা করি বুলেতাই শুনেন আপনে॥ চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্ম প্রকাশ করিতে। ভাবিলেন আগে গিয়া আসি গয়াহৈতে॥ ইচ্ছাময় শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান। গয়াভূমি দেখিতে হইল ইচ্ছা তান॥ শাস্ত্র বিধিমত শ্রাদ্ধ কর্ম্মাদি করিয়া। যাত্রা করি চলিলা অনেক শিষ্য লঞা॥ জননীর আজ্ঞালই মহা হর্ষমনে। চলিলেন মহাপ্রভু গয়া দরশনে॥ সর্ব্বদেশ গ্রাম করি পুণ্যতীর্থময়। শ্রীচরণ হৈল গয়া দেখিতে বিজয়॥ ধর্ম্মকথা বাকবাক্যে পরিহাস রসে। মন্দারে আইলা প্রভু কতোক দিবসে॥ দেখিয়া মন্দারে মধুসূদন তথায়। ভ্রমিলেন সকল পর্ব্বত স্বলীলায়॥ এই মত কতোপথ আসিতে২। আরদিনে জ্বর প্রকাশিলেন দেহেতে॥ প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। লোক শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর॥ মধ্যপথে জ্বর প্রকাশিলেন ঈশ্বরে। শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্তরে॥ পথে রহি করিলেন বহু প্রতিকার। তথাপি না ছাড়ে জ্বর যেন ইচ্ছা তাঁর॥ তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে। সর্ব্বদুঃখ খণ্ডে বিপ্র পাদোদক পানে॥ বিপ্র পা

দোদকের মহিমা বুঝাইতে। পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে॥ বিপ্র পাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর। সেইক্ষণে সুস্থহৈলা আর নাহি জ্বর॥ ঈশ্বরে সে করে বিপ্র পাদোদক পান। এতান স্বভাব বেদ পুরাণ প্রমাণ॥ তথাহি শ্রীগীতায়াং। যেযথা মাংপ্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং॥ *॥ যে তাঁহার দাস্যপদ ভাবে নিরন্তর। তাহার অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর॥ অতএব নাম তাঁর ভকতবৎসল। আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভক্তবল॥ সর্ব্বত্র রক্ষক হেন প্রভুর চরণ। বল দেখি কেমতে ছাড়িব ভক্তগণ॥ হেনমতে করি প্রভু জ্বরের বিনাশ। পুন পুনাতীর্থে আসি হইলা প্রকাশ॥ স্নান করি পিতৃদেব করিয়া অর্চ্চন। গয়াতে প্রবিষ্ট হৈলা শ্রীশচীনন্দন॥ গয়াতীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া। নমস্করিলেন প্রভু শ্রীকরযুড়িয়া॥ ব্রহ্মকুণ্ডে আসি প্রভু করিলেন স্নান। যথোচিত কৈলা পিতৃদেবের সম্মান॥ তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে। পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে॥ বিপ্রগণ বেড়ি আছেন শ্রীচরণ স্থান। শ্রীচরণে মালা য়েন দেউল প্রমাণ॥ গন্ধপুষ্প ধূপদীপ বস্ত্র অলঙ্কার। কত পড়িয়াছে লেখাযোখা নাহি তার॥ চতুর্দ্দিগে দিব্যরূপ ধরি বিপ্রগণ। করিতেছে পাদপদ্ম প্রভাব বর্ণন॥ কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যেচরণ। যেচরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন॥ বলিশিরে আবির্ভাব হৈল যেচরণ। সেই এইদেখ যত ভাগ্যবন্তজন॥ তিলার্দ্ধেক যেচরণ ধ্যান কৈলে মাত্র। যম তার না হয়েন অধিকার পাত্র॥ যোগেশ্বর সভের দুর্ল্লভ যেচরণ। সেই এইদেখ সব ভাগ্যবন্তজন॥ যেচরণে ভাগীরথী হইলা প্রকাশ। নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যার দাস॥ অনন্ত শয্যায় অতিপ্রিয় যেচরণ। সেই এইদেখ যত ভাগ্যবন্তজন॥ চরণ প্রভাব শুনি বিপ্রগণ মুখে। আবিষ্ট হইলা প্রভু নিজানন্দ সুখে॥ অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম নয়নে। রোমহর্ষ কম্পহৈল চরণ দর্শনে॥ সর্ব্ব জগতের ভাগ্য প্রভু গৌরচন্দ্র। প্রেমভক্তি প্রকাশের করিলা আরম্ভ॥ অবিচ্ছিন্ন গঙ্গাবহে প্রভুর নয়নে। পরম অদ্ভুত সব দেখে বিপ্রগণে॥ দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে। আইলেন ঈশ্বর ইচ্ছায় সেইস্থানে॥ ঈশ্বরপুরীরে দেখি শ্রীগৌরসুন্দর। নমস্করিলেন বড় করিয়া আদর। ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্ররে দেখিয়া। আলিঙ্গন করিলেন মহাহর্ষ হঞা॥ দোহাঁর বিগ্রহ দোহাঁকার প্রেমজলে। সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ কুতুহলে॥ প্রভু বোলে গয়া যাত্রা সফল আমার। যত ক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার॥ তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ। সেও যারে পিণ্ডদেয় তরে সেইজন॥ তোমা দেখিলেইমাত্র কোটি পিতৃগণ। সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন॥ অতএব তীর্থ নহে তোমারসমান। তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥ সংসার সমুদ্র হৈতে উদ্ধারো আমারে। এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥ কৃষ্ণপাদ পদ্মের অমৃত রস পান। আ

মারে করাও তুমি এই চাহি দান॥ বলেন ঈশ্বরপুরী শুনহ পণ্ডিত। তুমিত ঈশ্বর অংশ জানিনু নিশ্চিত॥ যে তোমার পাণ্ডিত্য যে চরিত্র তোমার। এহ কি ঈশ্বর অংশ বহি হয় আর॥ যেন আমি শুভ স্বপ্ন আজি দেখিলাম। সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাম॥ সত্য কহি পণ্ডিত তোমার দরশনে। পরম আনন্দ সুখ পাই সর্ব্বক্ষণে॥ যদবধি তোমায় দেখিয়াছি নদিয়ায়। তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায়॥ সত্য এই কহি ইথে কিছু অন্য নাই। কৃষ্ণদরশন সুখ তোমা দেখি পাই॥ শুনি প্রিয় ঈশ্বরপুরীর সত্য বাক্য। হাসিয়া বলেন প্রভু তোমার বড় ভাগ্য॥ এইমত কতো আর কৌতুক সম্ভাষ। যত হৈল তাহা বর্ণিবেন বেদ ব্যাস॥ তবে প্রভু তান স্থানে অনুমতি লইয়া। তীর্থ শ্রাদ্ধ করিবারে বসিলা আসিয়া॥ ফল্গু তীর্থে করি বালুকার পিণ্ডদান। তবে গেলা গিরি শৃঙ্গে প্রেত গয়া স্থান॥ প্রেত গয়ায় শ্রাদ্ধ করি শ্রীশচীনন্দন। দক্ষিণায়ে বাক্যে তুষিলেন বিপ্রগণ॥ তবেত উদ্ধারি পিতৃগণ সন্তর্পিয়া। দক্ষিণ মানসে চলিলেন হর্ষ হঞা॥ তবে চলিলেন প্রভু শ্রীরাম গয়ায়। রাম অবতারে শ্রাদ্ধ করিলা যথায়॥ এই অবতারে সেই স্থানে শ্রাদ্ধ করি। তবে যুধিষ্ঠিরগয়া গেলা গৌরহরি॥ পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির পিণ্ড দিলেন যথায়। সেই প্রীতে তথা শ্রাদ্ধ কৈলা গৌর রায়॥ চতুর্দ্দিগে প্রভুরে বেড়িয়া বিপ্রগণ। পড়ায়েন বেদ বাক্য বিধি আচরণ॥ শ্রাদ্ধ করি প্রভু পিণ্ড ফেলে যেই জলে। গয়ালি ব্রাহ্মণ সব ধরি ধরি গেলে॥ দখিয়া হাসেন প্রভু শ্রীশচী নন্দন। সে সব বিপ্রের যত খণ্ডিল বন্ধন॥ উত্তম মানসে প্রভু পিণ্ডদান করি। ভীম গয়া করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ শিব গয়া ব্রহ্ম গয়া আদি যত আছে। সব করি ষোড়শ গয়ায় গেলা পাছে॥ ষোড়শ গয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া। সভারে দিলেন পিণ্ড কৃপাযুক্ত হৈয়া॥ তবে মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে করি স্নান। গয়াশীরে আসিয়া করিল পিণ্ডদান॥ দিব্যমাল্য চন্দন শ্রীহস্তে প্রভু লৈয়া। বিষ্ণুপদচিহ্ন পূজিলেন হৃষ্ট হৈয়া॥ এইমত সর্ব্ব স্থানে শ্রাদ্ধাদ করিয়া। বাসায়ে চলিলা বিপ্রগণে সন্তোষিয়া॥ তবে মহাপ্রভু কতক্ষণে সুস্থ হৈয়া। রন্ধন করিতে প্রভু বসিলা আসিয়া॥ রন্ধন সম্পূর্ণ হৈল হেনই সময়। আইলেন শ্রীঈশ্বরপুরী মহাশয়॥ প্রেমযোগে কৃষ্ণ নাম বলিতে বলিতে। আইলেন মত্ত প্রায় ঢূলিতে ঢুলিতে॥ রন্ধন এড়িয়া প্রভু পরম সংভ্রমে। নম করি তাঁরে বসাইলেন আসনে॥ হাসিয়া বলেন পুরী শুনহ পণ্ডিত। ভালত সময় হইলাম উপনীত॥ প্রভু বোলে যবে হৈল ভাগ্যের উদয়। এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহাশয়॥ হাসিয়া বলেন পুরী তুমি কি খাইবা। প্রভু বোলে আমি পুন রন্ধন করিবা॥ পুরী বলে কি কার্য্য করিয়া আর পাক। যে অন্ন আছয়ে তাহা কর দুই ভাগ॥ হাসিয়া বলেন প্রভু যদি আমা চাহ। যে অন্ন হৈয়াছে

তাহা সব তুমি খাহ॥ তিলার্দ্ধেকে আর অন্ন রান্ধিবাঙ আমি। না কর সঙ্কোচ কিছু ভিক্ষাকর তুমি॥ তবে প্রভু আপনার অন্ন তাঁরে দিয়া। আর অন্ন রান্ধিতে লাগিলা হৃষ্ট হইয়া॥ হেন কৃপা প্রভুর ঈশ্বরপুরী প্রতি। পুরীর নাহিক কৃষ্ণ ছাড়া অন্য মতি॥ শ্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরিবেশন। পরানন্দ সুখে পুরী করেন ভোজন॥ সেইক্ষণে গয়াদেবী অতি অলক্ষিতে। প্রভুর নিমিত্তে অন্ন রান্ধিলে ত্বরিতে॥ তবে প্রভু আগে তাঁরে ভিক্ষা করাইয়া। আপনেও ভোজন করিল হর্ষ হৈয়া॥ ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে প্রভুর ভোজন। ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণ প্রেম ধন॥ তবে প্রভু ঈশ্বরপুরীর সর্ব্বঅঙ্গে। আপনে শ্রীহস্তে লেপিলেন দিব্য গন্ধে॥ যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীরে। তাহা বর্ণিবারে কোন জন শক্তি ধরে॥ আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান। দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান॥ প্রভু বোলে কুমারহট্টেরে নমস্কার। শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার॥ কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে। আর শব্দ কিছু নাই ঈশ্বরপুরী বিনে॥ সেই স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি। লইলেন বহির্ব্বাস বান্ধি এক ঝুলি॥ প্রভু বোলে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান। এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ। হেনই ঈশ্বরের প্রীতি ঈশ্বর পুরীরে। ভক্তেরে বাড়াতে প্রভু সেই শক্তি ধরে॥ প্রভু বোলে গয়া করিবারে আইলাম। সার্থক হইল ঈশ্বরপুরী দেখিলাম॥ আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী স্থানে। মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে॥ পূরী বোলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন কথা। প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা॥ তবে তান স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ। করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ॥ তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে। প্রভু বোলে দেহ আমি দিলাম তোমারে॥ হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে। যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বর পুরী। প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষেধরি॥ দোঁহার নয়ন জলে দোঁহার শরীর সিঞ্চিত হইলা প্রেমে কিছু নাহি স্থির॥ হেনমতে ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি। কতোদিন গয়ায় রহিলা গৌরহরি॥ আত্ম প্রকাশের আসি হইল সময়। দিনে২ বাড়ে প্রেম ভক্তির বিজয়॥ এক দিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে। নিজ ইষ্ট মন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে॥ ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু প্রেম প্রকাশিয়া। কান্দিতে লাগিলা অতি উচ্চ করিয়া॥ কৃষ্ণরে বাপরে প্রাণ জীবন শ্রীহরি। কোনদিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥ পাইনু ঈশ্বর মোর কোনদিগে গেলা। শ্লোক পড়িপড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥ প্রেম ভক্তি রসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর। সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূষর॥ আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চস্বরে। ভাসে প্রভু নিজ ভক্তি বিরহ সাগরে॥ যে প্রভু আছিল অতি পরম গভীর। সে প্রভু হইলা প্রেমে আপনে অস্থির॥ কোথাগেলে বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া আমারে। গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন

উচ্চস্বরে ॥ তবে কতোক্ষণে আসি সব সঙ্গীগণে। সুস্থ করিলেন ধরি অনেক য তনে ॥ প্রভু বোলে তোমারা সকলে যাহ ঘরে। মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে ॥ মথুরা দেখিতে আমি চলিব সর্ব্বথা। প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা ॥ নানারূপে সর্ব্ব শিষ্যগণে প্রবোধিয়া। স্থির করি রাখিলেন সভাই মিলি য়া ॥ ভক্তিরসে মগ্ন হই বৈকুণ্ঠের পতি। চিত্তেস্বাস্থ্য না পায়েন আছেন বা কতি ॥ কাহারে না বলি প্রভু কতো রাত্রিশেষে। মধুপুরী চলিলেন প্রেমের আবেশে ॥ কৃষ্ণরে বাপরে মোর পাইব কোথায়। এইমত বলিয়া যায়েন গৌর রায় ॥ কতো দূর যাইতে শুনেন দিব্যবাণী। এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি ॥ যাইবার কাল আছে যাইবা তখনে। নবদ্বীপে নিজগৃহে চলহ এখনে ॥ তুমি বৈকুণ্ঠের নাথ লোক নিস্তারিতে। অবতীর্ণ হইয়াছ সভার সহিতে ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় করিবা কীর্ত্তন। জগতেরে বিলাইবে প্রেম ভক্তি ধন ॥ ব্রহ্মা শিব সনকাদি যেরসে বি হ্বল। মহাপ্রভু অনন্ত গায়েন যে মঙ্গল ॥ তাহা তুমি জগতেরে দিবার কারণে। অবতীর্ণ হইয়াছ জানহ আপনে ॥ সেবক আমরা তবু চাহি কহিবারে। অত এব কহিলাম তোমার গোচরে ॥ আপনার বিধাতা আপনে তুমি প্রভু। তোমা র যে ইচ্ছা সে লংঘন নহে কভু ॥ অতএব মহাপ্রভু চল তুমি ঘরে। বিলম্বে দে খিবা আসি মথুরানগরে ॥ শুনিয়া আকাশবাণী শ্রীগৌর সুন্দর। নিবর্ত্ত হইলা প্রভু হরিষ অন্তর ॥ বাসায়ে আসিয়া সর্ব্ব শিষ্যের সহিতে। নিজগৃহে চলিলেন ভক্তি প্রকাশিতে ॥ নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়। দিনে২ বাড়ে প্রেম ভক্তির উদয় ॥ আদিখণ্ডে কথা পরিপূর্ণ এই হৈতে। মধ্যখণ্ড কথা এবে শুন ভালমতে ॥ যেবা শুনে ঈশ্বরের গয়ার বিজয়। গৌরচন্দ্র প্রভু তারে মিলিব হৃদয় ॥ শ্রীচৈত ন্যচন্দ্র যারে হইব সদয়। তাহারে এসব ধন মিলিব নিশ্চয় ॥ কৃষ্ণ যশ শুনিলে সে কৃষ্ণসঙ্গ পাই। ঈশ্বরের সঙ্গতার কভু ত্যাগ নাই ॥ অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে। চৈতন্য চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥ তাহান কৃপায় লিখি চৈত ন্যের কথা। স্বতন্ত্র ইহাতে শক্তি নাহিক সর্ব্বথা ॥ কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে না চায় ॥ এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়। চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি জানি ॥ যেতে মতে চৈতন্যের যশসে বাখানি ॥ পক্ষ যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়। যত দূর শক্তি ততদূর উড়িযায় ॥ এইমত চৈতন্য কথার অন্ত নাই। যার যত শক্তি কৃপা সভে তত গাই ॥ তথাহি ॥ নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ স্তথা সমং বিষ্ণু গতিং বিপশ্চিতঃ। সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার। ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চান্দেরে ॥ আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। এবড় ভরসা মনে ধরি নিরন্তর ॥ কেহ বলে প্রভু নিত্যানন্দ বলরাম। কেহ বলে চৈতন্যের মহা প্রেমা

ধাম॥ কেহ বলে মহাতেজিয়ান অধিকারী। কেহ বলে কোন রূপ বুঝিতে না পারি॥ কিবা যোগী নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী। যার যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥ যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে। তথাপি সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে॥ এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে নাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥ জয়২ নিত্যানন্দ চৈতন্য জীবন। তোমার চরণ মোর হউক শরণ॥ তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র গাঙ। জন্ম২ যেন তোমা সংহতি বেড়াঙ॥ শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি ফল ধরে। জন্ম জন্ম চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে॥ যে শুনয়ে আদিখণ্ডে চৈতন্যের কথা। তাহারে শ্রীগৌরচন্দ্র মিলয়ে সর্ব্বথা॥ ঈশ্বর পুরির স্থানে হইয়া বিদায়। গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥ শুনি সর্ব্ব নবদ্বীপ হৈল আনন্দিত। প্রাণ আসি দেহে যেন হৈল উপনীত॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দজান। বৃন্দা বন দাসতছু পদযুগে গান॥ ইতি আদিখণ্ডে গয়াভূমি গমনং পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ *॥ আদিখণ্ড কথাং দিব্যাং যে শৃণ্বন্তি মহাত্মনঃ। সর্ব্বাপরাধ নির্মুক্তা স্তেভবন্তি সুনি শ্চিতং॥ যে পঠন্তি মহাত্মানো বিনিখন্তি পরাদরং। প্রলয়েপিচ তেষাং বৈত্তিষ্ঠ ত্যেষা হরেঃ স্মৃতিঃ॥ জন্মাবধি গয়াভূমি গমনেষৎ কথোদয়ং। তৎকথ্যন্তে বিজ্ঞজনে নাদিখণ্ডস্য লক্ষণং॥ ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ড সংপূর্ণং। *। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥ *॥

অথ মধ্যখণ্ড।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রোজয়তি। অথ মধ্যখণ্ডং॥ আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ। বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ বন্দে জগৎ প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥ * ॥ জয় গৌরচন্দ্র ধর্ম্মসেতু মহাধীর। জয় সংকীর্ত্তনময় সুন্দর শরীর॥ জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ। জয় গদাধর অদ্বৈতের প্রেমধাম॥ জয় শ্রীজগদানন্দ প্রিয় অতিশয়। জয় বক্রেশ্বর কাশীশ্বরের হৃদয়॥ জয়২ শ্রীবাসাদি প্রিয় বন্ধুনাথ। জীবপ্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত॥ মধ্যখণ্ড কথা ভাই অমৃতের খণ্ড। যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড॥ মধ্য খণ্ড কথা ভাই শুন এক চিত্তে। সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল যেন মতে॥ গয়াকরি আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর। পরিপূর্ণ ধ্বনি হৈল নদীয়া নগর॥ ধাইলেন সবে যত আপ্তবর্গ আছে। কেহ আগে কেহ মাঝে কেহ অতি পাছে॥ যথাযোগ্য করি প্রভু সভারে সম্ভাষ। বিশ্বম্ভরে দেখি সভে হইলা উল্লাস॥ আগুবাড়ি সবে আনিলেন নিজঘরে। তীর্থ কথা সভারে কহেন বিশ্বম্ভরে॥ প্রভু বোলে তোমাসবাকার আশীর্ব্বাদে। গয়াভূমি দেখিয়া আইনু নির্ব্বিরোধে॥ পরম সুনর্ম্ম হই প্রভু কথা কয়। সবে তুষ্ট হৈলা দেখি প্রভুর বিনয়॥ শিরে হাত দিয়া কেহ চিরঞ্জীবী করে। সর্ব্ব অঙ্গে হাত দিয়া কেহ মন্ত্রপড়ে॥ কেহ বক্ষে হাত দিয়া করে আশীর্ব্বাদ। গোবিন্দ শীতলানন্দ করুণ প্রসাদ॥ হইলা আনন্দময় শচী ভাগ্যবতী। পুত্র দেখি হরিষে না জানে আছে কতী॥ লক্ষ্মীর জনককুলে আনন্দ উঠিল। পতিমুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল॥ সকল বৈষ্ণবগণ হরিষ হইলা। দেখিতেও সেইক্ষণে কেহ কেহ আইলা॥ সবাকারে করি প্রভু বিনয় সম্ভাষ। বিদায় দিলেন সভে গেলা নিজবাস॥ বিষ্ণুভক্ত গুটিদুই চারি প্রভু লইয়া। রহস্য কথা কহিবারে বসিলেন গিয়া॥ প্রভু বোলে বন্ধু সব কহি শুন কথা। কৃষ্ণের অপূর্ব্ব যে দেখিনু যথা তথা॥ গয়ার ভিতরেমাত্র করিনু প্রবেশ। প্রথমেই শুনিলাম মঙ্গল বিশেষ॥ সহস্র২ বিপ্র পড়ে বেদধ্বনি। দেখ২ বিষ্ণু পাদোদক তীর্থ খানি॥ পূর্ব্বে কৃষ্ণ যবে কৈলা গয়া আগমন। সেই স্থানে রহি প্রভু ধুইলা চরণ॥ যার পাদোদক লাগি গঙ্গার মহত্ব। শিরে ধরি শিব জানে পাদোদক তত্ব॥ সে চরণ উদক প্রভাবে সেইস্থান। জগতে হইল পাদোদকতীর্থ নাম॥ পাদপদ্ম তীর্থের লইতে প্রভু নাম। অঝরে ঝরয়ে দুই কমল নয়ান॥ শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর। কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥ ভরিল পুষ্পের বন মহাপ্রেম

জলে। মহাশ্বাস ছাড়ি প্রভু কৃষ্ণ২ বোলে॥ পুলকে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর। স্থির নহে প্রভু কম্পভাবে থরথর॥ শ্রীমান পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ। দেখেন অপূর্ব্ব কৃষ্ণ প্রেমের লক্ষণ॥ চতুর্দ্দিগে নয়নে বহয়ে অশ্রুধার। গঙ্গা যেন আসিয়া করিলা অবতার॥ মনে২ সবেই চিন্তেন চমৎকার। এমন ইহারে কভু নাদেখিযে আর॥ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে। কি বিভব পথে বা হইল দরশনে॥ বাহ্য দৃষ্টি প্রভুর হইল কতোক্ষণে। শেষে প্রভু সম্ভাষা করিলা সভাসনে॥ প্রভু কহে বন্ধু সব আজি ঘরে যাহ। কালি যথা বলি তথা আসিবারে চাহ॥ তোমা সভা সহিত নিভৃত এক স্থানে। মোর দুঃখসকল করিব নিবেদনে॥ কালি সবে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘরে। তুমি আর সদাশিব আসিবা সত্বরে॥ সময় করিয়া সভায় করিলা বিদায়। যথা কার্য্যে রহিলেন বিশ্বম্ভর রায়॥ নিরবধি কৃষ্ণাবেশে প্রভুর শরীরে। মহা বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে॥ বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত্র। তথাপিও পুত্র দেখি মহাআনন্দিত। কৃষ্ণ২ বলি প্রভু করয়ে ক্রন্দন। আই দেখে অশ্রু জলে ভরিল অঙ্গন॥ কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলয়ে ঠাকুর বলিতে২ প্রেম বাড়য়ে প্রচুর॥ কিছু নাহি বুঝে আই কোন বা কারণ। করযোড়ে গেলা আই গোবিন্দ শরণ॥ আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস॥ প্রেমবৃষ্টি করিতে প্রভুর শুভারম্ভ। গানধ্বনি য়ায় যথা ভাগবতবৃন্দ যে সব বৈষ্ণব গেলা প্রভুর দর্শনে। সম্ভাষা করিলা প্রভু তাহা সভাসনে॥ কালি শুক্লাম্বর গৃহে মিলিবা আসিয়া। মোর দুঃখ নিবেদিব নিভৃতে বসিয়া॥ হরিষে পূর্ণিত হৈলা শ্রীমানপণ্ডিত। দেখিয়া অদ্ভুত প্রেম মহাহরষিত॥ যথা কৃত্য করি উষঃকালে সাজি লঞা। চলিলা তুলিতে পুষ্প হরষিত হৈয়া॥ একঝাড় কুন্দ আছে শ্রীবাস মন্দিরে। কুন্দরূপে কিবা কল্পতরু অবতরে। যতেক বৈষ্ণব তোলে তুলিতে না পারে। অক্ষয় অব্যয় ফুল সর্ব্বকাল ধরে॥ প্রাতঃকালে উঠিয়া সকল ভক্তগণ। পুষ্প তুলিবারে সভার একত্র মিলন॥ সবেই তোলেন পুষ্প কৃষ্ণ কথা রসে। গদাধর গোপীনাথ রামাঞি শ্রীবাসে॥ হেনই সময়ে আসি শ্রীমান পণ্ডিত। হাসিতে২ আসি হৈলা উপনীত। সভেই বলেন আজি বড় দেখি হাস্য। শ্রীমান কহেন আছে কারণ অবশ্য॥ কহ দেখি বলে সব ভাগবতগণ। শ্রীমান পণ্ডিত বলে শুনহ কারণ॥ পরম অদ্ভুত কথা মহা অসম্ভব। নিমাঞি পণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব॥ গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে। শুনি আমি সম্ভাষিতে গেলাম বিকালে॥ পরম বিরক্তরূপ সকল সম্ভাষ। তিলার্দ্ধেক উদ্ধতের নাহিক প্রকাশ॥ নিভৃতে কহিতে লাগিলেন কৃষ্ণ কথা। যেযেস্থানে অপূর্ব্ব দেখিল যথা যথা॥ পাদপদ্ম তীর্থের লইতে মাত্র নাম। নয়নের জলে পূর্ণ হৈল সর্ব্বস্থান॥ সর্ব্বঅঙ্গে মহাকম্প পুলকে পূর্ণিত। হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র প

ড়িয়া ভূমিত ॥ সর্ব্ব অঙ্গে ধাতু নাহি হইলা মূর্চ্ছিত। কতোক্ষণে বাহ্য দৃষ্টি হ ইলা চকিত॥ শেষে কৃষ্ণ বলিয়া যে কান্দিতে লাগিলা। হেন বুঝি গঙ্গাদেবী আসিয়া মিলিলা॥ যে ভক্তি দেখিল আমি তাহার নয়নে। তাহারে মনুষ্য বুদ্ধি নহে আর মনে॥ সবে এই কথা কহিলেন বাহ্য হৈলে। শুক্লাম্বর ঘরে কালি মি লিবে সকালে॥ তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি। তোমা সভা স্থানে দুঃখ কহিব গুহারি॥ পরম মঙ্গল এই কহিলাম কথা॥ অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সর্ব্বথা শ্রীমান বচন শুনি সর্ব্ব ভক্তগণ। হরি বলি মহাধ্বনি করিলা তখন॥ প্রথমেই ব লিলেন শ্রীবাস উদার। গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা সভাকার॥ তথাহি॥ গোত্রা নুবর্দ্ধতা মিতি॥ * ॥ আনন্দে করেন সবে কৃষ্ণ সংকথন। উঠিল মধুরধ্বনি কৃষ্ণের কীর্ত্তন॥ তথাস্তু তথাস্তু বলে ভাগবতগণ। সভেই ভজুক কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ॥ তেন মতে পুষ্প তুলি ভাগবতগণ। পূজা করিবারে সবে করিলা গমন॥ শ্রীমানপণ্ডিত চলিলেন গঙ্গাতীরে। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী তাহার মন্দিরে॥ শুনিয়া এসব কথা প্রভু গদাধর। শুক্লাম্বর গৃহপ্রতি চলিলা সত্বর॥ কি আখ্যা ন কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া। থাকিলেন শুক্লাম্বর গৃহে লুকাইয়া। সদাশিব মু রারি শ্রীমান শুক্লাম্বর। মিলিলা সকল যত প্রেম অনুচর॥ হেনই সময়ে বিশ্ব ম্ভর দ্বিজরাজ। আসিয়া মিলিলা যথা বৈষ্ণব সমাজ॥ পরম আদরে সবে করেন সম্ভাষ। প্রভুর নাহিক বাহ্য দৃষ্টির প্রকাশ॥ দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণ। পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভক্তির লক্ষণ॥ পাইনু ঈশ্বর মোর কোনদিগে গেলা। এত বলি স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা॥ ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে। কৃষ্ণ কোথা বলিয়া পড়িলা মুক্ত কেশে॥ প্রভু পড়িলেন মাত্র হা কৃষ্ণ বলিয়া। ভক্ত সব পড়িলেন ঢলিয়া২॥ কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর। কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥ কৃষ্ণরে প্রভুরে মোর কোনদিগে গেলা। এতবলি প্রভু পুনঃ ভূমিতে পড়িলা। কৃষ্ণপ্রেমে কান্দে প্রভু শচীর নন্দন। প্রেমময় হৈল শুক্লাম্বরের ভবন। চতুর্দ্দিগে বেড়ি কান্দে ভাগবতগণ। উঠিল মঙ্গল কৃষ্ণ প্রে মের ক্রন্দন॥ আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীঅঙ্গে। নাজানে ঠাকুর কিছু নিজ প্রেম রঙ্গে॥ স্থির হই ক্ষণেকে বসিলা বিশ্বম্ভর। তথাপি আনন্দধারা বহে নি রন্তর॥ প্রভু বোলে কোন জন গৃহের ভিতর। ব্রহ্মচারী বলেন তোমার গদা ধর॥ হেট মাথা করিয়া কান্দেন গদাধর। দেখিয়া সন্তোষ বড় প্রভু বিশ্বম্ভর॥ প্রভু বোলে গদাধর তুমি সে সুকৃতি। শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়মতি॥ আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা রসে। পাইনু অমূল্য নিধি গেল দীন দোষে॥ এ ত বলি ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর। ধূলায় লোটায় সর্ব্বসেব্য কলেবর॥ পুনঃ২ হয় বাহ্য পনঃ২ পড়ে। দৈবে রক্ষাপায় না̣ মুখ সে আছাড়ে॥ মিলিতে না পারে দুই

চক্ষু প্রেম জলে। সবে মাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ শ্রীবদনে বলে ॥ ধরিয়া সভার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাই সব বল নিরন্তর। প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে ভক্তগণ। কারো মুখে আর কিছু নাস্ফুরে বচন। প্রভু বোলে মোর দুঃখ করহ খণ্ডন আনি দেহ মোরে নন্দগোপের নন্দন ॥ এতবলি স্বাস ছাড়ি পুনঃ পুনঃ কান্দে। লোটায় ভূমিতে কেশ তাহা নাহি বান্দে। এইমত সর্ব্বদিন গেল ক্ষণপ্রায়। কথঞ্চিত সভা প্রতি হইলা বিদায় ॥ গদাধর সদাশিব শ্রীমান পণ্ডিত। শুক্লাম্বর আদি সবে হইলা বিস্মিত ॥ যে যে দেখিলেন প্রেম সভাই অবাক্য। অপূর্ব্ব দেখিয়া দেহে কারো নাহি বাহ্য ॥ বৈষ্ণব সমাজে সবে আইলা হরিষে। আনুপূর্ব্ব কহিলেন অশেষ বিশেষে ॥ শুনিয়া সকল মহাভাগবতগণ। হরি২ বলি সবে করেন ক্রন্দন ॥ শুনিয়া অপূর্ব্ব প্রেম সবেই বিস্মিত। কেহ বলে ঈশ্বর বা হইলা বিদিত ॥ কেহ বলে নিমাঞি পণ্ডিত ভাল হৈলে। পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পার হেলে ॥ কেহ বলে ইহোঁ হবেন শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য। সর্ব্বথা সন্দেহ আছে জানিবা রহস্য ॥ কেহ বলে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ হৈতে। কিবা দেখিলেন কৃষ্ণ প্রকাশ গয়াতে ॥ এই মত আনন্দে সকল ভক্তগণ। নানা জনে নানা মত কহেন কথন ॥ সবে মেলি লাগিলা করিতে আশীর্ব্বাদ। হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ ॥ আনন্দে লাগিলা সবে করিতে কীর্ত্তন। কেহ হাসে গায় কেহ করয়ে নর্ত্তন ॥ হেনমতে ভক্তগণ আছেন হরিষে। ঠাকুর আবিষ্ট হৈয়া আছেন স্ববাসে ॥ কথঞ্চিত বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর। চলিলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ঘর ॥ গুরুর করিলা প্রভু চরণ বন্দন। সম্ভ্রমে উঠিয়া গুরু কৈলা আলিঙ্গন ॥ গুরু বোলে বাপ ধন্য তোমার জীবন। পিতৃকুল মাতৃমকুল কৈলা বিমোচন। তোমার পড়ুয়া সব তোমার অবধি। পুথি কেহ নাহি মেলে ব্রহ্মা বলে যদি ॥ এখন আইলা তুমি সভার প্রকাশ। কালি হৈতে পড়াইবা আজি যাহ বাস ॥ গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর। চতুর্দ্দিগে পড়ুয়া বেষ্টিত শশোধর ॥ আইলেন শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়ের ঘরে। আসিয়া বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ ভিতরে ॥ গোষ্ঠীসহ মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্ত। যে হইল আনন্দ তাহার নাহি অন্ত ॥ পুরুষোত্তম সঞ্জয়েরে প্রভু কৈল কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তার প্রেমানন্দ জলে ॥ জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ। পরম আনন্দ হৈল মুকুন্দ ভবন ॥ শুভ দৃষ্টিপাত প্রভু করি সভাকারে। আইলেন মহাপ্রভু আপন মন্দিরে ॥ বসিলা আসিয়া বিষ্ণু গৃহের দুয়ারে। প্রীত করি বিদায় দিলেন সভাকারে। যে যে জন আইসে প্রভুরে সম্ভাষিতে। প্রভুর চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে ॥ পূর্ব্ব বিদ্যা ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন। পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥ পুত্রের চরিত্র আই কিছুই না বুঝে। পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা বিষ্ণু পূজে ॥ স্বামি নিলা ধন নিলা যত পুত্রগণ। অবশিষ্ট সবে মাত্র আছে এক জন ॥ অনাথিনী

মোরে কৃষ্ণ দেহ এই বর। সুস্থ হৈয়া ঘরে মোরে রহু বিশ্বম্ভর॥ লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়। দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥ নিরবধি শ্লোক পড়ি করয়ে রোদন। কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ॥ কখন২ যেবা হুঙ্কার ক রয়। ডরে পলায়েন লক্ষ্মী শচী পায় ভয়॥ নিদ্রা নাহিক প্রভুর কৃষ্ণানন্দ রসে। বি রহে না পায় স্বাস্থ্য উঠে পড়ে বৈসে॥ ভিন্ন লোক দেখিলে করেন সম্বরণ। উ ষঃকালে গঙ্গাস্নানে করয়ে গমন॥ আইলেন মাত্র প্রভু করি গঙ্গাস্নান। পড়ুয়া বর্গের আসি হৈল উপস্থান॥ কৃষ্ণবিনা ঠাকুরের না আইসে বদনে। পড়ুয়া স কল ইহা কিছুই না জানে॥ অনুরোধে প্রভু বসিলেন পড়াইতে। পড়ুয়া সভার স্থানে প্রকাশ করিতে॥ হরি বলি পুথি মেলিলেন শিষ্যগণে। শুনিয়া আনন্দ হ ইলা শচীর নন্দনে॥ বাহ্য নাহি প্রভুর শুনিয়া হরিধ্বনি। শুভদৃষ্টি সভারে করিলা দ্বিজমণি॥ অবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান। সূত্রবৃত্তি টীকায়ে সকলে হরি নাম॥ প্রভু বলে সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম। সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণবহি না বলয়ে আন॥ হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর। অজভব আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর॥ কৃষ্ণের চর ণ ছাড়ি যে আর বাখানে। বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য কথনে॥ আগম বেদান্ত আ দি যত দরশন। সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণপদ ভক্তিধন॥ মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়। ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে ধায়॥ করুণা সাগর কৃষ্ণ জগত জীব ন। সেবক বৎসল নন্দগোপের নন্দন॥ হেন কৃষ্ণ নামে যার নাহি রতি মতি। প ড়িয়াও সর্ব্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি॥ দরিদ্র অধমে যদি লয় কৃষ্ণ নাম। সর্ব্ব দোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥ এইমত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ পায়॥ কৃষ্ণের ভজন চাড়িযে শাস্ত্র বাখানে। সে অধমে কভু শা স্ত্র মর্ম্ম নাহি জানে॥ শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে। গর্দ্দভের প্রায় মা ত্র শাস্ত্র বহি মরে॥ পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে। কৃষ্ণ মহা মহোৎস ব বঞ্চিত তাহারে॥ পুতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তি দান। হেন প্রভু ছাড়ি লো ক করে অন্য ধ্যান॥ অঘাসুর হেন পাপী যে কৈল মোচন। কোন সুখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্ত্তন॥ যে কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিত্র। না বোলে দুঃখিত জীব তাঁহার মহত্ব॥ যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল। তাহা ছাড়ি নৃত্য গীত করে অমঙ্গল॥ অজামিল নিস্তারিল যে কৃষ্ণের নামে। ধন কুল বিদ্যামদে ত হা নাহি জানে॥ শুন ভাই সব সত্য আমার বচন। ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ পাদপদ্ম ধন॥ যে চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ। যে চরণ ভজিয়া শঙ্কর শুদ্ধ দাস॥ যে চরণ হইতে জাহ্নবী পরকাশ। হেন পাদপদ্মে ভাই সবে কর আশ॥ দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে। খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে॥ পরংব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দ মুর্ত্তিময়। যে শব্দেতে যে বাখানে সেই সত্য হয়॥ মোহিত পড়ুয়া

সব শুনে একমনে। প্রভুও বিহ্বল হৈয়া আপনা বাখানে॥ সহজেই শব্দ মাত্র কৃষ্ণ সত্য কহে। ঈশ্বরে যে বাখানিব কিছু চিত্র নহে॥ ক্ষণেক হইলা বাহ্য দৃষ্ট বিশ্বম্ভর। সলজ্জিত হৈয়া কিছু কহয়ে উত্তর॥ আজি আমি কোনরূপে সূত্র বাখানিল। পড়ুয়া সকল বলে কিছু না বুঝিল॥ যত কিছু শব্দে বাখানহ কৃষ্ণমাত্র। বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥ হাসি বলে বিশ্বম্ভর শুন সব ভাই। পুথি বান্ধ আজি চল গঙ্গাস্নানে যাই॥ বান্ধিলা পুস্তক সবে প্রভুর বচনে। গঙ্গাস্নানে চলিলেন বিশ্বম্ভর সনে॥ গঙ্গাজলে কেলি করে প্রভু বিশ্বম্ভর। সমুদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ শশোধর॥ গঙ্গাজলে কেলি করে বিশ্বম্ভর রায়। পরম সুকৃতি সব দেখে নদীয়ায়॥ ব্রহ্মাদির অভিলাষ যেরূপ দেখিতে। হেন প্রভু বিপ্র রূপে খেলে পৃথিবীতে। গঙ্গা ঘাটে স্নান করে যে সকল জন। সভাই চাহেন গৌর চন্দ্রের বদন॥ অন্যোন্যে সর্ব্বজন কহেন কথন। ধন্য পীতা মাতা যার এহেন নন্দন॥ গঙ্গার বাড়িল প্রভু পরশে উল্লাষ। আনন্দে করেন দেবী তরঙ্গ প্রকাশ তরঙ্গের ছলে জল পরশে জাহ্নবী। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার পদযুগে সেবি॥ চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া প্রভুরে জহ্নুসুতা। তরঙ্গের ছলে জল দেন অলক্ষিতা॥ দেবে মাত্র এসব লীলার মর্ম্ম জানে। কিছু শেষে ব্যক্ত হইবে সকল পুরাণে॥ স্নান করি গৃহে আইলেন বিশ্বম্ভর। চলিলা পড়ুয়া বর্গ যার যথা ঘর॥ বস্ত্র পরিবর্ত্ত করি ধুইলা চরণ। তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন॥ যথা বিধি করি প্রভু গোবিন্দ পূজন। আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন॥ তুলসীর মুঞ্জরী সহিত দিব্য অন্ন। মায়ে আনি সম্মুখে করিলা উপসন্ন॥ বিশ্বক্‌ সেনের প্রভু করি নিবেদন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ করয়ে ভোজন সম্মুখে বসিলা শচী জগতের মাতা। ঘরের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা॥ মায়ে বলে বাপ আজি কি পুঁথি পড়িলা। কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা॥ প্রভু বোলে আজি পড়িলাম কৃষ্ণ নাম। সত্য কৃষ্ণ চরণ কমল গুণধাম॥ সত্য কৃষ্ণনাম গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন। সত্য২ কৃষ্ণের সেবক যেই জন॥ সেইশাস্ত্র সত্য কৃষ্ণ ভক্তি কহে যায়। অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥ * ॥ তথাহি ॥ জয়মুনি ভারতে॥ যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণেবা হরিভক্তির্নদৃশ্যতে। নশ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্মাস্বয়ং বদেৎ। * ।চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণবলে। বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে॥ কপিলের ভাবে প্রভু জননীর স্থানে। যে কহিল তাহি প্রভু কহয়ে এখানে॥ শুন২ মাতা কৃষ্ণভক্তির প্রভাব। সর্ব্বভাবে কর মাতা কৃষ্ণে অনুরাগ॥ কৃষ্ণসেবকের মাতা নাহি কভু নাশ। কালচক্র ডরায়েন দেখি কৃষ্ণদাস॥ গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মবা মরণে। কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই নাজানে॥ জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহি পাতকির জন্মজন্ম তাপ॥ চিত্ত দিয়া শুন মাতা জীবের যে গতি। না ভজিলে কৃষ্ণ পায় যতেক দুর্গতি॥ মরিয়া২ পুনঃ পায়

গর্ব্ভবাস। সব অঙ্গে হয় পূর্ব্ব পাপের প্রকাশ ॥ কটু অম্ললবন জননী যত খায়। অঙ্গে গিয়া বাজে তাতে মহামোহ পায় ॥ মাংসময় অঙ্গ সব কৃমিবেড়ি খায়। ঘু চাইতে নাহি শক্তি মরয়ে জ্বালায় ॥ নড়িতে না পারে তপ্তপঞ্জরের মাঝে। তবে প্রাণ রহে তার ভবিতব্য কাজে ॥ কোন অতি পাতকীর জন্ম নাহি হয়। গর্ব্ভে২ হয় পুন উৎপত্তি প্রলয় ॥ শুন শুন মাতা জীবতত্ত্বের সংস্থান। সাত মাসে জীবের গর্ব্ভেতে হয় জ্ঞান ॥ তখনে স্মরিয়া করেন অনুতাপ। স্তুতি করে কৃষ্ণের ছাড়িয়া ঘন শ্বাস ॥ রক্ষ কৃষ্ণ জগত জীবন প্রাণনাথ। তোমা বিনা এই দুঃখ নিবে দিব কাত ॥ যে করয়ে বন্ধ প্রভু ছাড়ায় সেই সে। সহজ মূর্খেরে প্রভু মায়া কর কিসে ॥ মিথ্যা ধন পুত্র রসে বঞ্চিনু জনম। না ভজিলাম তোমার দুই অমূল্য চরণ ॥ যে স্ত্রীপুত্র পোষিলাম অশেষ বিধর্ম্মে। কোথাবা সে সব গেল মোর এই কর্ম্মে ॥ এখন এদুঃখে মোরে কে করিবে পার। তুমি সে এখন বন্ধু করহ উদ্ধার ॥ এতেকে জানিনু সত্য তোমার চরণ। রক্ষ কৃষ্ণ প্রভু তোর লইনু শরণ ॥ তুমি হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়া। ডুবিনু অসত জলে প্রমত্ত হইয়া ॥ উচিত তাহার এই যোগ্য শাস্তি হয়। এবে প্রভু মোরে কৃপাকর মহাশয় ॥ এই কৃপা কর যেন তোমা না পাসরি। যে খানে সেখানে কেনে জন্মিয়া না মরি ॥ যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার। যথা নাহি বৈষ্ণবগণের অবতার ॥ যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাঞিঃ। ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই ॥ * ॥ তথাহি শ্রীভাগবতে ॥ নযত্র বৈকুণ্ঠ কথা সুধাপগা নসাধবোভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ। নযত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ সুরেশলোকোহপিসবৈ নসেব্যতাং ॥ গর্ব্ভবাস দুঃখ প্রভু এই মোর ভাল। যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল ॥ তোর পাদপদ্মে স্মরণ নাহি যথা। হেন কৃপাকর কৃষ্ণ নাফেলিবা তথা ॥ এইমত দুঃখ প্রভু কোটি কোটি জন্ম। পাইনু বিস্তর প্রভু সব মোর কর্ম্ম ॥ সেদুঃখ বিপদ মোর রহু বার বার। যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব্ব বেদসার ॥ হেন কর কৃষ্ণ তোর দাস্য পদ দিয়া। চরণে রাখহ দাসী নন্দন করিয়া ॥ বারেক করহ প্রভু এদুঃখের পার। তোমা বহি প্রভু তবে না ভজিব আর ॥ এইমতে গর্ব্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ। তাহা ভালবাসে কৃষ্ণস্মৃতির কারণ ॥ স্তবের প্রভাবে গর্ব্ভে দুঃখ নাহি পায়। কালে পড়ে পৃথিবীতে আপন ইচ্ছায় ॥ শুন২ মাতা জীব তত্ত্বের সংস্থান। ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান ॥ মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে ক্ষণে কান্দে হাসে ॥ কহিতে না পারে দুঃখসাগরেতে ভাসে ॥ কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়। কৃষ্ণ না ভজিলে কত মত দুঃখ পায় ॥ কতদিন কালবসে হয় বুদ্ধি জ্ঞান। ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ সেই ভাগ্যবান ॥ অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ দুষ্ট কর্ম্ম করে। পুন সেইমত জন্ম পাপে ডুবি মরে ॥ * ॥ তথাহি ॥ সদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ সিশ্নোদর কৃতোদ্যমৈ। আস্থিতো

রমতেযস্তু রেকবিংশতি পূর্ব্ববৎ ॥ অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনং। অনারাধিত গোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ ॥ * ॥ অনায়াসে মরণ জীবন দুঃখ বিনে। কৃষ্ণ ভজিলে সে যায় কৃষ্ণের চরণে ॥ তথাহি ॥ সদ্যসদ্ভিঃ পূর্ব্ববৎ ॥ * ॥ এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু সঙ্গ করি। মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা মুখে বল হরি ॥ ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়। সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন পরহিংসা যায়। কপিলের ভাবে প্রভু মায়েরে শিখায়। শুনিতে সে বাক্য শচী আনন্দে মিলায় ॥ কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে। কৃষ্ণ বিনা আর কিছু নাআইসে বদনে ॥ আপ্ত মুখে একথা শুনিয়া ভক্তগণ। সর্ব্বগণ বিতর্ক ভাবেন অনুক্ষণ ॥ কিবা কৃষ্ণ প্রকাশ হইলা সে শরীরে। কিবা সাধুসঙ্গে কিবা পূর্ব্ব সংস্কারে ॥ এইমতে মনে সবে করেন বিচার। সুখময় চিত্তবিত্ত হইলা সভার ॥ খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ পাষণ্ডি বিনাশ। মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হইলা প্রকাশ ॥ বৈষ্ণব আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। কৃষ্ণ ময় জগত দেখেন নিরন্তর ॥ অহর্নিশি শুনে শুনায়েন কৃষ্ণ নাম। বদনে বলয়ে কৃষ্ণচন্দ্র অবিরাম ॥ যে প্রভু আছিলা ভোলা মহাবিদ্যা রসে। এবে কৃষ্ণ বিনা আর কিছু নাহি বাসে। পড়ুয়ারবর্গ সব অতি উষঃকালে। পড়িবার নিমিত্ত আসিয়া সবে মিলে ॥ পড়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিদশের রায়। কৃষ্ণ কথা বিনা কিছু নাআইসে জিহ্বায় ॥ সিদ্ধোবর্ণ সমাম্নায় বলে শিষ্যগণ। প্রভু বোলে সর্ব্ববর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ ॥ শিষ্য বলে বর্ণসিদ্ধ হইলে কেমনে। প্রভু বোলে কৃষ্ণ দৃষ্টিপাতের কারণে ॥ শিষ্য বলে পণ্ডিত উচিত ব্যাখ্যা কর। প্রভু বোলে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মর। কৃষ্ণের ভজন কহি সম্যক আম্নায়। আদি মধ্য অন্ত্যে কৃষ্ণ ভজন বুঝায় ॥ শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা হাসে শিষ্যগণ। কেহ বলে হেন বুঝি বায়ুর কারণ ॥ শিষ্যগণ বলে কর কেমত ব্যাখ্যান। প্রভু বোলে যেন হয় শাস্ত্র পরমাণ ॥ প্রভু কহে যদি নাহি বুঝহ এখনে। বিকালে সকল বুঝাইব ভালমনে ॥ আমিহ বিরলে গিয়া বসি পুথি চাই। বিকালে সভাই যেন হই একঠাঞি ॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব শিষ্যগণ। কৌতুকে পুস্তক বান্ধি করিলা গমন ॥ সর্ব্বশিষ্য গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে। কহিলেন যত সব ঠাকুর বাখানে ॥ এবে যত বাখানেন নিমাঞি পণ্ডিত। শব্দ সঙ্গে বাখানেন কৃষ্ণের চরিত ॥ গয়া হৈতে যাবত আসিয়াছেন ঘরে। কৃষ্ণ বিনে আর ব্যাখ্যা কিছুই না স্ফুরে ॥ সর্ব্বদা বলেন কৃষ্ণ পুলকিত অঙ্গ। ক্ষণে হাসে হুঙ্কার করয়ে বহু রঙ্গ ॥ প্রতি সূত্রে শব্দ অর্থে একত্র করিয়া। প্রতিদিন কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেন বসিয়া ॥ এবে তাঁর বুঝিবারে নাপারি চরিত। কি করিব আমি সব বলহ পণ্ডিত ॥ উপাধ্যায়ে শিরোমনি বিপ্র গঙ্গাদাস ॥ শুনিয়া সভার বাক্য উপজিল হাস ॥ ওঝা বোলে ঘরে যাও আসিহ সকালে। আজি আমি শিখাইব তাহারে বিকালে ॥ ভালমতে করি যেন পড়ায়েন পুথি। আসিহ বি

কালে আজি তাহার সংহতি॥ পরম হরিষে সবে বাসায় চলিলা। বিশ্বম্ভর সঙ্গে সবে বিকালে আইলা॥ গুরুর চরণ ধূলি প্রভু নৈল শিরে। বিদ্যালাভ হউক গুরু আশীর্ব্বাদ করে॥ গুরু বলে বাপ বিশ্বম্ভর শুন বাক্য॥ ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন অল্প নহে ভাগ্য॥ মাতামহ যার চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর। বাপ যার জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর॥ উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার। তুমিও পরম যোগ্য ব্যাখ্যাত টীকার॥ অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়। বাপ মাতামহ কি তোমরি ভক্ত নয়॥ ইহা জানি ভালমতে কর অধ্যয়ন। অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ॥ ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কেমনে। ইহা জানি কৃষ্ণবল কর অধ্যয়নে॥ ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও। ব্যতিরিক্ত অর্থ কর মোর মাথা খাও॥ প্রভু বোলে তোমার দুই চরণ প্রসাদে। নবদ্বীপে কেহ মোরে না পারে বিবাদে॥ আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন। নবদ্বীপে তাহা স্থাপিবেক কোন জন॥ নগরে বসিয়া এই পড়াইব গিয়া। দেখি কার শক্তি আছে দুষুক আসিয়া॥ হরিষ হইলা গুরু শুনিয়া বচন। চলিলা গুরুর করি চরণ বন্দন॥ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চরণে নমস্কার। বেদপতি সরস্বতি পতি শিষ্য যার॥ আর কিবা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সাধ্য। যার শিষ্য চতুর্দ্দশ ভুবন আরাধ্য॥ চলিলা পড়ুয়া সঙ্গে প্রভু বিশ্বম্ভর। তারাকে বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশোধর॥ বসিলেন আসি নগরিয়ার দুয়ারে। যাহার চরণ লক্ষ্মী হৃদয়েতে ধরে॥ যোগ পট্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন। সূত্রের করয়ে প্রভু খণ্ডন স্থাপন॥ প্রভু বোলে সন্ধিকার্য্য জ্ঞান নাহি যার। কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥ শব্দ জ্ঞান নাহি যার সে তর্ক বাখানে। আমারেত প্রবোধিতে নারে কোন জনে॥ যে আমি খণ্ডন করি যে করি স্থাপন। দেখি তাহা অন্যথা করুক কোন জন॥ এইমত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্কার। প্রত্যুত্তর করিবেক শক্তি আছে কার॥ গঙ্গা দেখিবারে যত অধ্যাপক যায়। শুনিয়া সভার অহঙ্কার চূর্ণ হয়॥ কার শক্তি আছে বিশ্বম্ভরের সমীপে। সিদ্ধান্ত দিবে কহেন আছে নবদ্বীপে॥ এইমত আবেশে বাখানে বিশ্বম্ভর। চারি দণ্ড রাত্রি তবু নাহি অবসর॥ দৈবে আর এক নগরিয়ার দুয়ারে। এক মহাভাগ্যবান আছে বিপ্রবরে॥ রত্নগর্ব্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তার নাম। প্রভুর পিতার সঙ্গে জন্ম এক গ্রাম॥ তিনপুত্র তার কৃষ্ণ পদে মকরন্দ। কৃষ্ণানন্দ জীব যদুনাথ কবিশচন্দ্র॥ ভাগবতে পরম সাদর বিপ্রবর। সুস্বরে পড়য়ে শ্লোক বিহ্বল অন্তর॥ * ॥ তথাহি দশমস্কন্ধে॥ শ্যামং হিরণ্য পরিধিং বনমাল্য বর্হধাতু প্রবাল নটবেষমনুব্রতাংশে। বিন্যস্তহস্ত মিতরেণ ধুনানমব্জং কর্ণোৎপলালক কপোলমুখাব্জহাসং॥ * ॥ ভক্তিযোগে শ্লোক পড়ে পরম আবেশে। প্রভুর কর্ণেতে আসি হইল প্রবেশে॥ ভক্তির লক্ষণ মাত্র শুনিল থাকিয়া। সেই ক্ষণে পড়িলেন মূর্চ্ছিত হইয়া॥ সকল পড়ুয়াবর্গ বি

স্মিত হইলা। ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য দৃষ্টিরে আইলা॥ বাহ্য পাই বোল বোল বোলে বিশ্বম্ভর। গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণীর উপর॥ বোল২ বোলে প্রভু পড়ে বিপ্রবর। উঠিল সমুদ্র কৃষ্ণ সুখ মনোহর॥ লোচনের জলে হৈল পৃথিবী সিঞ্চিত অশ্রুকম্প পুলকাদি ভাবের উদিত॥ দেখিয়া প্রভুর ভাব পরম আনন্দ। পড়ে শ্লোক শ্লোকি বিপ্র করিয়া প্রবন্ধ॥ দেখিয়া তাহার ভক্তি যোগের পঠন। তুষ্ট হই প্রভু তারে দিলা আলিঙ্গন॥ পাইয়া বৈকুণ্ঠেনায়কের আলিঙ্গন। প্রেমে মত্ত রত্নগর্ভ হইলা তখন॥ প্রভুর চরণ ধরি রত্নগর্ভ কান্দে। বন্দি হইলেন বিপ্র চৈতন্যের ফান্দে॥ পুনঃ পুনঃ পড়ে শ্লোক প্রেমযুক্ত হৈয়া। বোল২ বোলে প্রভু হুঙ্কার করিয়া॥ দেখিয়া সভার হৈল অপরূপ জ্ঞান। নগরিয়া দেখি সভে করে পরণাম॥ না পড়িহ আর বলিলেন গদাধর। সভে বেড়ি বসিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর॥ ক্ষণেক হইল বাহ্য দৃষ্টি গৌর রায়। কি বল কি বল তবু জিজ্ঞাসে সভায়॥ প্রভু বোলে কি চাঞ্চল্য করিলাম আমি। পড়ুয়া সকল বলে কৃত কৃত্য তুমি॥ কি বলিতে পারি আমা সভার শকতি। আপ্তগুণে নিবারিল নাকরিহ স্তুতি॥ বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর আপনা সম্বরে। সর্ব্বগণে চলিলেন গঙ্গা দেখিবারে॥ গোষ্ঠীর সহিত বসিলেন গঙ্গাতীরে। গঙ্গা নমস্করি গঙ্গাজল নিলা শিরে॥ যমুনার তীরে যেন লৈয়া গোপীগণ। লীলা করিলেন প্রভু নন্দের নন্দন॥ সেইমত শচীর নন্দন গঙ্গাতীরে। ভকত সংহতি কৃষ্ণপ্রসঙ্গে বিহরে॥ কতক্ষণে সভারে বিদায় দিল ঘরে। বিশ্বম্ভর চলিলেন আপন মন্দিরে॥ ভোজন করিয়া সর্ব্ব ভুবনের নাথ। যোগ নিদ্রা প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত॥ পোহাইল নিশী সব পড়ুয়ারগণ। আসিয়া মিলিলা পুথি করিতে চিন্তন॥ ঠাকুর আইলা ঝাট করি গঙ্গাস্নান। বসিয়া করয়ে প্রভু পুস্তক ব্যাখ্যান॥ প্রভুর নাস্ফুরে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আন। শব্দমাত্র কৃষ্ণভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান॥ পড়ুয়া সকল বলে ধাতু সংজ্ঞাকার॥ প্রভু বলেন কৃষ্ণ শক্তি ধাতুর প্রচার॥ ধাতু সূত্র বাখানিয়ে শুন সর্ব্বজন। দেখি কার শক্তি আছে করুক খণ্ডন॥ যত দেখ রাজা প্রজা দিব্য কলেবর। অনেক শোভিত গন্ধ চন্দনে সুন্দর॥ যম লক্ষ্মী যাহার বচনে লোকে কয়। ধাতু গেলে শুন তার যে অবস্থা হয়॥ কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া। কেহ হয় ভস্ম কারো এড়েন গাড়িয়া॥ সর্ব্বদেহে ধাতু গেলে বসে কৃষ্ণ শক্তি॥ তাহারে সে করি স্নেহ তাহারে সে ভক্তি॥ বিদ্যামদে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা। হয় নয় ভাই সব বুঝ মন দিয়া॥ এবে যারে নমস্কার করি মান্য জ্ঞান। ধাতু গেলে তারে পরশিলে করি স্নান॥ যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহাসুখে। ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেয় মুখে॥ ধাতুসংজ্ঞা কৃষ্ণভক্তি বল্লব সভার। দেখি কে তুষুক আসি শক্তি আছে কার॥ এমন পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি। হেন কৃষ্ণে ভাই

সব কর দৃঢ়ভক্তি॥ বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম। অহর্নিশী শ্রীকৃষ্ণ চরণ কর ধ্যান॥ যাহার চরণে দুর্ব্বাদল দিলে মাত্র। কভু নহে যম তার অধিকারে পাত্র॥ অঘবক পূতনারে যে কৈল মোচন। ভজহ সেই নন্দনন্দের চরণ॥ পুত্র বুদ্ধে অজামিল যাহার স্মরণে। চলিলা বৈকুণ্ঠে ভজ সে কৃষ্ণ চরণে॥ যাহার চরণ সে বিশিব দিগম্বর। যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥ যে চরণ মহিমা অনন্ত গুণগায়। দন্তে তৃণ করি ভজ হেন কৃষ্ণপায়॥ যাবৎ আছয়ে জীব দেহে আছে প্রাণ। তাবৎ করহ হরি পাদপদ্ম ধ্যান॥ হরি মাতা হরি পিতা হরি প্রাণধোন। চরণে ধরিয়া বলি কৃষ্ণে দেহ মন॥ দাস্য ভাবে কহ প্রভু আপন মহিমা। হইল প্রভুর তুষ্ট তবু নাহি সীমা॥ মোহিত পড়ুয়া সব মনেমনে গুণে। বিরুক্তি করিতে কার না আইসে বদনে॥ সে সব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন সেকি অন্য হয়॥ কথোক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর। চাহিয়া সভার মুখ লজ্জিত অন্তর॥ প্রভু বোলে ধাতু সূত্র বাখানিল কেন। পড়ুয়া সকল বলে ধাতু সূত্র যেন॥ যে শব্দে যে অর্থ তুমি করিলে ব্যাখ্যান। কারবাপে তাহা করিবারে পারে আন॥ যতেক বাখান তুমি সব সত্য হয়। সবেযে উদ্দেশে পড়ি তার অর্থ নয়॥ প্রভু বলে কহদেখি আমারে সকল। বায়ুবা আমারে আসি বরিয়াছে বল॥ সূত্র রূপে কোন বৃত্তি করিয়ে বাখান। শিষ্যবর্গে বলে সবে এক হরি নাম॥ সূত্র বৃত্তি টীকা যে বাখান কৃষ্ণ মাত্র। বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥ ভক্তির শ্রবণে যে তোমার আসি হয়। তাহাতে তোমারে কভু নরজ্ঞান নয়॥ প্রভু বোলে কোনরূপ দেখহ আমার। পড়ুয়া সকলে বলে যত চমৎকার॥ যে কম্প যে অশ্রু যেবা পুলক তোমার। আমরাত কোথাও কভু নাহি দেখি আর॥ কালি তুমি পুথিযবে চিন্তহ নগরে। তখন পড়িল শ্লোক এক বিপ্রবরে॥ ভাগবত শ্লোক শুনি হইলা মূর্চ্ছিত। সর্ব্বাঙ্গে নাহিক ধাতু আমারা বিস্মিত॥ চৈতন্য পাইয়া পুন যে কৈলে ক্রন্দন। গঙ্গার আসিয়া যেন হৈল আগমন॥ শেষে আসি কম্প যেবা হইল তোমার। শতজন সমর্থ না হয় ধরিবার॥ আপাদ মস্তক হৈল পুলকে উন্নত। নানা ঘর্ম্ম ধূলায় ব্যাপিত গৌর মূর্ত্ত॥ অপূর্ব্ব ভাবের দশা দেখি সর্ব্বজন। সভেই বলেন এপুরুষ নারায়ণ॥ কেহ বলে ব্যাস শুক নাদর প্রহ্লাদ। তাহা সভার সমযোগ্য এমন প্রসাদ॥ সভে মেলি ধারলেন করিয়া শকতি। ক্ষণেক তোমার আসি বাহ্য হৈল স্থিতি॥ এসব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না জান। আর কথা কহি কিছু চিত্ত দিয়া শুন॥ দিনদশ ধরি যত করহ ব্যাখ্যান। সর্ব্ব শব্দে কৃষ্ণ ভক্তি আর কৃষ্ণ নাম॥ দশদিনাবধি আজি পাঠ বাদ যায়। কহিতে তোমারে মোরা বড় বাসি ভয়॥ শব্দের অশেষ অর্থ তোমার গোচর। হাসিতে বাখান তাহা

কে দিবে উত্তর ॥ তুমিযে বাখান সেই হয়েত উচিত। সত্য কৃষ্ণ সকল শাস্ত্রের সমীহিত ॥ অধ্যায়ন উক্তি সে সকল শাস্ত্র সার। তবে যে না লই দোষ আমাস ভাকার ॥ মূলে যে বাখান তুমি জ্ঞাতব্য সেই সে। তাহাতে না লয় চিত্ত নিজ কর্ম্ম দোষে ॥ পড়ুয়ার বাক্যে তুষ্ট হইলা ঠাকুর। কহিতে লাগিলা কৃপা করিয়া প্রচুর ॥ প্রভু বোলে ভাই সব কহিলা সুসত্য। আমার এসব কথা অন্যত্র অকথ্য ॥ কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়। সবে দেখো তাই ভাই বলো সর্ব্বথায় ॥ যত শুনি শ্রবণে সকল কৃষ্ণ নাম। সকল জগতে দেখোঁ গোবিন্দের ধাম ॥ তোমা সভা স্থানে মোর এই পরিহার। আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার। তোমা সভা কার যার স্থানে চিত্ত লয়। সে স্থানে পড়হ আমি দিলাম বিদায় ॥ কৃষ্ণ বিনে আমার না আইসে বাক্য আর। সত্য আমি কহিলাম চিত্ত আপনার ॥ এই বোল মহাপ্রভু সভারে কহিয়া। দিলেন পুস্তকে ডোর অতি হৃষ্ট হৈয়া ॥ শিষ্যগণ বলেন করিয়া নমস্কার। আমরাও করিলাম সংকল্প তোমার ॥ তোমার স্থানেতে যে পড়িলাম আমি সব। আর স্থানে গ্রন্থ কি করিব অনুভব ॥ গুরুর বিচ্ছেদে দুঃখে সর্ব্ব শিষ্যগণ। কহিতে লাগিলা সভে করিয়া ক্রন্দন ॥ তোমার মুখেতে শুনিলাম ব্যাখ্যান। জন্মেং হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান ॥ কার স্থনে গিয়া আর কিবা পড়িবাঙ। সেই ভাল তোমাহৈতে যত জানিলাম ॥ এত বলি প্রভুরে করিয়া হাত যোড়। পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর ॥ হরি বলি শিষ্যগণ করিলেন ধ্বনি। সভা কোলে করিয়া কান্দেন দ্বিজমণি ॥ শিষ্যগণ ক্রন্দন করেন অধোমুখে। ডুবিলেন শিষ্যগণ পরানন্দ সুখে ॥ রুদ্ধকণ্ঠ হইলেন সর্ব্ব শিষ্যগণ। আশীর্ব্বাদ করে প্রভু শচীর নন্দন ॥ দিবসেকে যদি আমি হই কৃষ্ণ দাস। তবে সিদ্ধ হউ তোসভার অভিলাষ ॥ তোমরা সকলে লও কৃষ্ণের শরণ। কৃষ্ণ নামে পূর্ণহউ সভার বদন ॥ নিরবধি জিহ্বাগ্রেতে লহ কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণহউ তোমা সভাকার ধন প্রাণ ॥ যে পড়িলে সেই ভাল আর কার্য্য নাই। সভে মেলি কৃষ্ণ ভজিবাঙ একঠাঞি ॥ কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সভার। তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার ॥ প্রভুর অমৃত বাক্য শুনি শিষ্যগণ। পরানন্দ ময় হইলেন ততক্ষণ ॥ সে সব শিষ্যের পায়ে মোর নমস্কার। চৈতন্যের শিষ্যত্বে হইল ভাগ্য যার ॥ সেসব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন সেকি অন্য হয় ॥ সেবিদ্যার বিলাস দেখিল যে যে জন। তারে দেখিলেও ঘুচে সংসার বন্ধন ॥ হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখনে। হইলাম বঞ্চিত সে সুখ দরশনে ॥ তথাপিও এই কৃপা কর মহাশয়। সে বিদ্যা বিলাস মোর রহুক হৃদয় ॥ পড়িলেন নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়। অদ্যাপিও চিহ্ন আছে সর্ব্ব নদীয়ায় ॥ চৈতন্য লীলার আদি অবধি না হয়। আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র বেদে কয় ॥ এই হৈতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বি

লাস। আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন প্রকাশ॥ চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া কান্দেন শিষ্য গণ। সদয় হইয়া প্রভু বলেন বচন॥ পড়িলাম শুনিলাম যত দিন ধরি। কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি॥ শিষ্যগণ বলেন কেমন সংকীর্ত্তন। আপনে শিক্ষায় প্রভু শচীর নন্দন॥ হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন॥ দিশা শিক্ষায়েন প্রভু হাতে তালি দিয়া। আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥ আপনে কীর্ত্তননাথ করয়ে কীর্ত্তন। চৌদিগে বেড়িয়া গায় সর্ব্ব শিষ্যগণ॥ আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ প্রেমরসে। গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায়ে আবেশে॥ বোল২ বলি প্রভু চতুর্দ্দিগে পড়ে। পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে॥ গণ্ডগোল শুনি সব নদীয়া নগরে। ধাইয়া আইসে সভে প্রভুর মন্দিরে॥ নিকটে২ যত বৈষ্ণবের ঘর। কীর্ত্তন শুনিয়া সবে আইলা সত্বর॥ প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ। পরম অপূর্ব্ব সবে ভাবে মনেমন॥ পরম সন্তোষ সভে হইলা অন্তরে। এবে সংকীর্ত্তন হৈল নদীয়ানগরে॥ এমত দুর্ল্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে। নয়ন সফল হয় যে ভক্তি দেখিতে॥ যত ঔদ্ধত্যের সীমা এই বিশ্বম্ভর। প্রেম দেখিলাম নারদাদির দুষ্কর॥ হেন উদ্ধতের যদি এভক্তি হইল। তবে বুঝি আমা সভার দুঃখ নিবারিল॥ ক্ষণেকে হইলা বাহ্য বিশ্বম্ভর রায়। তবু প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলয়ে সদায়॥ বাহ্য হইলেও অন্য কথা নাহি কয়। সর্ব্ব বৈষ্ণবের গলা ধরিয়া কান্দয়॥ সভে মেলি ঠাকুরেরে স্থির করাইয়া। চলিলা বৈষ্ণবগণ মহানন্দ হৈয়া॥ কোন২ পড়ুয়া সকল প্রভুর সঙ্গে। উদাসীন পথ লইলেন মহারঙ্গে॥ আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ। সকল ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দজান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি মধ্যখণ্ডে সংকীর্ত্তনারম্ভ প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ারম্ভ॥

রাগ ঃ।

জয়২ জগত মঙ্গল গৌরচন্দ্র। দানদেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥ ভক্তগোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয়জয়। শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তিলভ্য হয়॥ ঠাকুরের প্রেমদেখি সর্ব্বভক্তগণ। পরম বিস্মিত হৈল সভাকার মন॥ পরম সন্তোষে সভে অদ্বৈতের স্থানে। সভে কহিলেন যত হৈল দরশনে॥ ভক্তিযোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল। অবতরিয়াছে প্রভু জানেন সকল॥ তথাপি অদ্বৈত তত্ব বুঝনে না যায়। সেই ক্ষণে প্রকাশিয়া তখনি লুকায়॥ শুনিয়া অদ্বৈত বড় হরিষ হইলা। পরম আবিষ্ট হই কহিতে লাগিলা॥ মোর আজিকার কথা শুন ভাইসব। নিশিতে দেখিল

আজি কিছু অনুভব ॥ গীতা পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া। থাকিলাম দুঃখ ভাবি উপাস করিয়া ॥ কথোক রাত্রেতে মোরে বলে একজন। উঠহ আচার্য্য ঝাট করহ ভোজন ॥ এই পাঠ এই অর্থ কহিল তোমারে। উঠিয়া ভোজন কর পূজহ আমারে আরকেনে দুঃখ ভাব পাইলা সকল। যেলাগি সংকল্প কৈলা সে হৈল সফল ॥ যত উপবাস কৈলে যত আরাধন। যতেক করিলা কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন॥ যা আনিতে ভুজতুলি প্রতিজ্ঞা করিলা। সে প্রভু তোমার আসি বিদিত হইলা॥ সর্ব্বদেশে হই বেক কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন। ঘরে২ নগরে২ অনুক্ষণ॥ ব্রহ্মার দুর্লভ ভক্তি যতেক যতেক। তোমার প্রসাদে সর্ব্বলোক দেখিবেক ॥ এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব। নৃত্যগীত সংকীর্ত্তনে মজিবেক সব ॥ ভোজন করহ তুমি আমার বিদায়। আর বার আসিবাঙ ভোজন বেলায় ॥ চক্ষুমেলি চাহি দেখি এই বিশ্বম্ভর। দেখিতে২ মাত্র হইলা অন্তর ॥ কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে। কোন রূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে ॥ উহার অগ্রজ পূর্ব্ব বিশ্বরূপ নাম। আমার সঙ্গে গীতা আসি করিত ব্যাখ্যান ॥ এই শিশু পরম মধুর রূপবান। ভাইকে ডাকিতে আইসেন মোর স্থান ॥ চিত্ত বিত্ত হবে শিশু সুন্দর দেখিয়া। আশীর্ব্বাদ করোঁ ভক্তি হউক বলিয়া ॥ আভিজাত্য আছে বড় মানুষের পুত্র। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তাহার দৌহিত্র আপনেও সর্ব্ব গুণে উত্তম পাণ্ডিত। উহার কৃষ্ণেতে ভক্তি হইতে উচিত ॥ বড় সুখী হইলাম একথা শুনিয়া। আশীর্ব্বাদ কর সভে তথাস্তু বলিয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হউক সভারে। কৃষ্ণনামে মত্তহউ সকল সংসারে ॥ যদি সত্য বস্তু হয় তবে এই খানে। সভে আসিবেন এই বামনার স্থানে ॥ আনন্দে অদ্বৈত করে পরম হুঙ্কার। সকল বৈষ্ণব করে জয় জয় কার ॥ হরি২ বলি ডাকে বদন সভার। উঠিল কীর্ত্তন রূপ কৃষ্ণ অবতার ॥ কেহ বলে নিমাঞি পণ্ডিত ভাল হৈলে। সংকীর্ত্তন করি সভে মহাকুতূহলে ॥ আচার্য্যেরে প্রণতি করিয়া ভক্তগণ। আনন্দে চলিলা করি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ॥ প্রভু সঙ্গে যাহার যাহার দেখা হয়। পরম আদরে সভে রহি সম্ভাষয় ॥ প্রাতঃকালে প্রভু যবে চলে গঙ্গাস্নানে। বৈষ্ণব সভার সঙ্গে হয় দরশনে ॥ শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্করে। প্রীতি হঞা ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে ॥ তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে। মুখে কৃষ্ণ বল কৃষ্ণ শুনহ শ্রবণে ॥ কৃষ্ণ ভজিলে সে বাপ সব সত্য হয়। না ভজিলে কৃষ্ণরূপ বিদ্যা কিছু নয় ॥ কৃষ্ণ সে জগতপিতা কৃষ্ণ সে জীবন। দৃঢ়করি ভজবাপ কৃষ্ণের চরণ ॥ আশীর্ব্বাদ শুনিয়া প্রভুও বড় সুখ। সভারে চাহেন প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ ॥ তোমরাসে কহ সত্য করি আশীর্ব্বাদ। তোমরা বা অন্য কেন করিবে প্রসাদ ॥ তোমারা সে পার কৃষ্ণ ভজন দিবারে। দাসে সেবিলে সে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে ॥ তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণু ধর্ম্ম। তেঞি বুঝি আমার উত্তম আছে কর্ম্ম ॥ তোমাসভা সেবিলে

সে কৃষ্ণ ভক্তি পাই। এতবলি কারুপায়ে ধরে সেইঠাঞি॥ নিঙাড়য়ে বস্ত্রকারু করিয়া যতনে। ধুতি বস্ত্র তুলি কারুদেনত আপনে॥ কুশ গঙ্গামৃত্তিকা কাহার দেন করে। সাজি বহি কোন দিন চলে কার ঘরে॥ সকল বৈষ্ণবগণ হায় হায় করে। কি কর২ তবু করে বিশ্বম্ভরে॥ এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর। আপন দাসের হয় আপনে কিঙ্কর॥ কোন কর্ম্ম সেবকের কৃষ্ণ নাহি করে। সেবকের লাগি নিজ ধর্ম্ম পরিহরে॥ সেবব সুহৃদ কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে। এতেক কৃষ্ণের কেহ দ্বেষ্য যোগ্য নহে॥ তাহা পরিহরে কৃষ্ণ সেবক কারণে। তার সাক্ষী দুর্য্যোধন বংশের মরণে॥ কৃষ্ণের করয়ে সেবা ভক্তের স্বভাব। ভক্তলাগি কৃষ্ণের সকল অনুরাগ॥ কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিবসে। তারশাক্ষী সত্যভামা দ্বারকা নিবাসে॥ সেই প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর বিশ্বম্ভর। গূঢ়রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥ চিনিতে না পারে কেহ প্রভু আপনার। যা সবার লাগিয়া হইলা অবতার॥ কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ। সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস॥ সভারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে। বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥ ধুতিবঁহে সাজিবহে লজ্জা নাহি করে। সংভ্রমে বৈষ্ণবগণ হাতে আসি ধরে॥ দেখি বিশ্বম্ভরের বিনয় ভক্তগণ। অকৈতবে আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বজন॥ ভজ কৃষ্ণ স্মর কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণহউ তোমার জীবন ধন প্রাণ॥ বলহ২ কৃষ্ণ হও কৃষ্ণদাস। তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ হউন প্রকাশ॥ কৃষ্ণ বহি আর নাহি স্ফুরুক তোমার। তোমা হৈতে দুঃখ যাউ আমা সবাকার॥ যে অধম লোক সব কীর্ত্তনেরে হাসে। তোমা হৈতে তাহারা ডুবুক কৃষ্ণ রসে॥ যেন তুমি শাস্ত্রেসব জিনিলে সংসার। তেন কৃষ্ণ ভক্তিকর পাষণ্ডি সংহার॥ তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল। সুখে কৃষ্ণবলি নাচি হইয়া বিহ্বল॥ হস্তস্পর্শি প্রভুর অঙ্গেতে ভক্তগণ। আশীর্দ্দাদ করে দুঃখ করি নিবেদন॥ এই নবদ্বীপে বাপ যত অধ্যাপক। কৃষ্ণ ভক্তি বাখানিতে সভে হয় বক॥ কি সন্ন্যাসী কি তপস্বী কিবা গৃহী যত। বড়২ এই নবদ্বীপে আছে কত॥ কেহ না বাখানে বাপ কৃষ্ণের কীর্ত্তন। দেখিলেই পরিহাস করে সর্ব্বজন॥ যতেক পাপিষ্ঠ শ্রোতা সেই বাক্য ধরে। তৃণজ্ঞান কেহ আমা সভারে না করে॥ সন্তাপে পোড়য়ে বাপ দেহ সবাকার। কোথাও না শুনি কৃষ্ণ কীর্ত্তন সঞ্চার॥ এখানে প্রসন্ন কৃষ্ণ হইল সভারে। এপথে প্রবিষ্ট করি দিলেন তোমারে॥ তোমা হৈতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয়। মনেতে আমরা ইহা জানিল নিশ্চয়॥ চিরঞ্জিবী হও তুমি লহ কৃষ্ণনাম। তোমা হৈতে ব্যক্ত হউ কৃষ্ণগুণগ্রাম॥ ভক্ত আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়। ভক্ত আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥ শুনিয়া ভক্তের দুঃখ প্রভু বিশ্বম্ভর। প্রকাশ হইতে চিত্ত হইল সত্বর॥

প্রভু কহে তুমি সব কৃষ্ণের দয়িত। তোমরা যেকহ সেই হইব নিশ্চিত॥ ধন্য মোর জীবন তোমরা বল ভাল। তোমরা রাখিলে গরাসিতে নারে কাল॥ কোনছার হয় পাপ পাষণ্ডীরগণ। সুখে গিয়া কর কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তন॥ ভক্তদুঃখ কভু প্রভু সহিতে না পারে। ভক্তলাগি কৃষ্ণের যতেক অবতারে॥ সেবক বলিয়া মোরে সভেই জানিবা। এইবর কভুমোরে নাহি পাসরিবা॥ ইহাবলি পদধুলি লয় বিশ্বম্ভর। আশীর্ব্বাদ সভেই করেন বহুতর॥ গঙ্গাস্নান করিয়া সকলে গেলা ঘর। প্রভু চলিলেন তবে হাসিয়া অন্তর॥ আপন ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর। পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ হইল প্রচুর॥ সংহারিব সব বলি করয়ে হুঙ্কার। মুঞিসেই মুঞিসেই বোলে বারে বার॥ ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে ক্ষণে মূর্চ্ছাপায়। লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়॥ এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব আবেশ। শচী না বুঝয়ে কিছু ব্যাধি কি বিশেষ॥ পুত্র বিনে শচী কিছু নাহি জানে আর। সভারে কহেন বিশ্বম্ভরের ব্যবহার॥ বিধাতাযে স্বামি নিলে নিলে পুত্রগণ। অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন॥ তাহার কেমন রীত বুঝন নাযায়। ক্ষণেহাসে ক্ষণেকান্দে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥ আপনা আপনি কহে মনে২ কথা। ক্ষণেবলে ছিণ্ডো ছিণ্ডো পাষণ্ডীর মাথা॥ ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালেচড়ে। নামিলে নয়ন দুই ভুমিতলে পড়ে॥ দন্ত কড়মড়ি করে মালসাট মারে। গড়াগড়ি যায় কিছু বচন নাস্ফুরে॥ নাহি দেখে শুনে লোক কৃষ্ণের বিকার। বায়ুজ্ঞান করিসভে বলে বান্ধিবার॥ পাষণ্ডী দেখিয়া পভু খেদাড়িয়া যায়। বায়ু জ্ঞান করি লোক হাসিয়া পলায়॥ অস্তেব্যস্তে সকলে শচীর ঠাঞি গিয়া। লোকে বলে পূর্ব্ববায়ু জন্মিল আসিয়া॥ কেহ বলে তুমিত অবোধ ঠাকুরাণী। আর বা ইহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসহ কেনি॥ পুরুষের বায়ু আসি জন্মিল শরীরে। দুইপায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে॥ খাইবারে দেহ তারে নারিকেলের জল। যাবৎ উর্দ্ধ বায়ু না করিবে বল॥ কেহ বলে ইথে অল্পঔষধে কি করে। শিবাঘৃত প্রয়োগে সেএ বায়ু নিস্তরে॥ পাকতৈল শিরেদিয়া করাহ সে স্নান। যাবৎ প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান॥ পরম উদার শচী জগতের মাতা। যারমুখে যেইশুনে কহে সেই কথা॥ চিন্তায় ব্যাকুল শচী কিছুই না জানে। গোবিন্দ শরণ গেলা কায়বাক্য মনে॥ শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবের সভাকার স্থান। লোকদ্বারে শচী করিলেন নিবেদন॥ একদিন গেলা তথি শ্রীবাস পণ্ডিত। উঠি নমস্কার প্রভু কৈলা সাবহিত॥ ভক্ত দেখি প্রভুর বাড়িল ভক্তিভাব। লোমহর্ষ অশ্রুপাত কম্প অনুরাগ॥ তুলসিরে আছিলা করিতে প্রদক্ষিণ। ভক্তদেখি প্রভু মূর্চ্ছা পাইল ততক্ষণ॥ বাহ্যপাই কতোক্ষণে লাগিলা কান্দিতে। মহাকম্প প্রভু স্থির নাপারে হইতে॥ অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গুণে। মায়া ভক্তিযোগ বাই বলে কোনজনে॥ বাহ্য পাই প্র

ভু বলে পণ্ডিতের স্থানে। কি বুঝ পণ্ডিত তুমি আমার বিধানে॥ কেহ বলে মহা
বাই বান্ধিবার তরে। পণ্ডিত তোমার চিত্তে কিলয় আমারে॥ হাসি বলে শ্রীবা
স পণ্ডিত ভাল বাই। তোমার যেমত বাই আমি তাহা চাহি। মহাভক্তি যোগ
দেখি তোমার শরীরে। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥ এতেক শুনিল যবে
শ্রীবাসের মুখে। শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈলা মহাসুখে॥ সকলে বলয়ে বাই আ
সংশিলে তুমি। আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাম আমি॥ যদি তুমি বাই হেন বলি
তা আমারে। তবে আজি প্রবেশিতাম গঙ্গার ভিতরে॥ শ্রীবাস বলেন যে তো
মার ভক্তিযোগ। ব্রহ্মা শিব সনকাদি বাঞ্ছয়ে এলোভ॥ সভেমেলি একঠাঞি
করিব কীর্ত্তন। যেতে কেনে না বোলয়ে পাষণ্ডীর গণ॥ শচী প্রতি শ্রীনিবাস ব
লিলা বচন। চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন॥ বায়ু নহে কৃষ্ণভক্তি বলিল তো
মারে। ইহা নাকি অন্যজন বুঝিবারে পারে॥ ভিন্নজন স্থানে কিছু কথা না কহি
বা। অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা॥ এতেক কহিয়া শ্রীনিবাস গেলা ঘর। বা
য়ু জ্ঞান দূরহৈল শচীর অন্তর॥ তথাপিও অন্তরদুঃখিতা শচী হয়। বাহিরায় পুত্র
পাছে এইমনে ভয়॥ এইমতে আছে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়। কেতারে জানিতে পারে
যদি নাজানায়॥ একদিন প্রভু গদাধর করি সঙ্গে। মনেতে হইল বড় কৌতুকের
রঙ্গে॥ অদ্বৈত সাভায় গেলা প্রভু দুইজন। দেখিলা অদ্বৈত করে তুলসী সেচন
দুইভুজ আস্ফালিয়া বোলে হরি হরি। ক্ষণেকান্দে ক্ষণেহাসে আপনা পাসরি॥
মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার। ক্রোধদেখি যেন মহারুদ্র অবতার॥ অদ্বৈত দে
খিবা মাত্র প্রভুবিশ্বম্ভর। পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবী উপর॥ ভক্তিযোগ প্রভাবে
অদ্বৈত মহাবল। এই মোর প্রাণনাথ জানিলা সকল॥ কোথাযাবে চোরা আ
জি বলে মনেমনে। এতদিন চুরিকরি বুল এইখানে॥ অদ্বৈতের ঠাঞি তোর না
লাগে চোরাই। চোরের উপরে চুরি করিব এথাই॥ চুরির সময় এই বুঝিয়া আ
পনে। সর্ব্ব পূজার সজ্জ লই নামিলা তখনে॥ পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী লই সেই
ঠাঞি॥ চৈতন্য চরণ পূজে আচার্য্য গোসাঞি॥ গন্ধ পুষ্প ধূপদীপ চরণ উপ
রি। পুনঃপুন শ্লোক পড়ে নমস্কার করি॥ তথাহি॥ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো
ব্রাহ্মণহিতায়চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমোঃ॥ পুনঃপুন শ্লোকপড়ি
পড়য়ে চরণে। চিনিয়া আপন প্রভু করয়ে ক্রন্দনে॥ পাখালিল দুই পদ নয়নের
জলে। যোড় হস্ত করি দাণ্ডাইলা পদতলে॥ হাসি বলে গদাধর জিহ্বা কামড়ায়॥
বালকেরে গোসাঞি হেন করিতে না জুয়ায়॥ হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে।
গদাধর বালক জানিবা কতো দিনে॥ চিত্তে বড় বিস্ময় হইলা গদাধর। হেন
বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর॥ কথোক্ষণে বিশ্বম্ভর প্রকাশিয়া বাহ্য। দেখেন আ
বেশ ময় অদ্বৈত আচার্য্য॥ আপনারে লুকাইতে প্রভু বিশ্বম্ভর। অদ্বৈতেরে স্ত

তিকরে যুড়ি দুই কর ॥ নমস্কার করি তাঁর পদধূলি লয়। আপনার দেহ প্রভু তারে নিবেদয় ॥ অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়। তোমার সে আমি হেন জানিহ নিশ্চয় ॥ ধন্য হইলাম আজি দেখিয়া তোমারে। তবকৃপা বিনা কারো কৃষ্ণ নাহি স্ফুরে ॥ তুমিসে করিতে পার ভববন্ধ নাশ। তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সতত প্রকাশ ॥ ভক্তে বাঢ়াইতে সে ঠাকুর ভাল জানে। যেন করে ভক্ত তেন করয়ে আপনে ॥ মনে ভাবে শ্রীঅদ্বৈত কি করিবা তুমি। চোরের উপরে আগে চোরাঞাছি আমি ॥ হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর। সভা হৈতে তুমি মোর বড় বিশ্বম্ভর ॥ কৃষ্ণ কথা কৌতুকে থাকিব এইঠাঞি। নিরন্তর তোমা যেন দেখিবারে পাই ॥ সর্ব্ববৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে। তোমার সহিত কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতে ॥ অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম হরিষে। স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজবাসে ॥ জানিলা অদ্বৈত হৈল প্রভুর প্রকাশ। পরীক্ষিতে চলিলেন শান্তিপুর বাস ॥ সত্য যদি প্রভু হয় আমি হই দাস। তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজপাশ ॥ অদ্বৈতর চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার। যার শক্তি কারণে চৈতন্য অবতার ॥ এসব কথায় যার নাহিক প্রতীত। অদ্বৈতের সেবা তার নিস্ফল নিশ্চিত ॥ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতি দিনে দিনে। সংকীর্ত্তন করে সর্ব্ববৈষ্ণবের সনে ॥ সবেবড় আনন্দিত দেখি বিশ্বম্ভর। লখিতে নাপারে কেহ আপন ঈশ্বর ॥ সর্ব্ব বিলক্ষণ ভাব পরম আবেশ। দেখিয়া সভার চিত্তে সন্দেহ বিশেষ ॥ যখন প্রভুর হয় আনন্দ আবেশ। কি কহিব তাহা সব জানে প্রভু শেষ ॥ শতেক জনেও কম্প ধরিবারে নারে। নয়নে বহয়ে শতশত নদীধারে ॥ কনক পনস যেন পুলকিত অঙ্গ। ক্ষণে২ অট্ট২ হাসে বহুরঙ্গ ॥ ক্ষণে হয় আনন্দে মূর্চ্ছিত প্রহরেক। বাহ্য হৈলে না বালেন কৃষ্ণ ব্যতিরেক ॥ হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে। তাঁর অনুগ্রহে তান ভক্তগণ তরে ॥ সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণেক্ষণে হয়। ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীত ময় ॥ অপূর্ব্ব দেখিয়া সব ভাগবতগণে। নর জ্ঞান আর কেহ না করয়ে মনে ॥ কেহ বলে এপুরুষ অংশ অবতার। কেহ বলে এশরীরে কৃষ্ণের বিহার ॥ কেহ বলে শুক বা প্রহ্লাদ বা নারদ। কেহ বলে হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ ॥ যত সব ভাগবত বর্গের গৃহিণী। তাহারা বলয়ে কৃষ্ণ জন্মিলা আপনি ॥ কেহ বলে হেন বুঝি প্রভু অবতার। এইমত মনে সবে করেন বিচার ॥ বাহ্য হৈলে ঠাকুর সভার গলা ধরি। যে ক্রন্দন করে তাহা কহিতে না পারি ॥ কোথা গেলে পাইব সে মুরলী বদন। বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস করয়ে ক্রন্দন ॥ স্থির হই প্রভু সব আপ্তগণ স্থানে। প্রভু বলে মোর দুঃখ করি নিবেদনে ॥ প্রভু বলে আমার দুঃখের অন্ত নাঞি। পাইয়াও হারাইনু জীবনকানাঞি ॥ সভার সন্তোষহৈল রহস্য শুনিতে। শ্রদ্ধাকরি সভে বসিলেন চারিভিতে ॥ প্রভু বলে কানাঞির নাটশালা গ্রাম। গয়াহৈতে আসিতে

দেখিনু সেইস্থান॥ তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর। নবগুঞ্জা সহিত কুন্তল ম নোহর॥ নীলস্তম্ভ জিনি ভুজরত্ন অলঙ্কার। শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহা র॥ কি কহিব সে পীতপট্ট পরিধান। মকরকুণ্ডল শোভে কমল নয়ান॥ আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে। আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোনভিতে॥ কি রূপে কহেন কথা শ্রীগৌর সুন্দর। তাঁর কৃপা বিনা কেবা বুঝিবেক পর॥ কহি তেং মূর্চ্ছা গেলা বিশ্বম্ভর। পড়িলা হা কৃষ্ণবলি পৃথিবী উপর॥ আথে ব্যথে ধরি সভে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি। স্থির করি ঝাড়িলেন শ্রীঅঙ্গের ধূলি॥ স্থির হইলেও প্রভু স্থির নাহি হয়। কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দয়॥ ক্ষণেকে হইলা স্থির শ্রীগৌর সুন্দর। স্বভাবে হইলা অতি নর্ম্ম কলেবর॥ পরম সন্তোষ চিত্ত হইল সভার। শুনিয়া প্রভুর ভক্তি কথার প্রচার॥ সভে বলে আমরা সভের বড় পুণ্য। তুমি হেন সঙ্গে সভে হইলাম ধন্য॥ তুমি সঙ্গ যার তার বৈকুণ্ঠে কি করে। তি লেকে তোমার সঙ্গে ভক্তি ফল ধরে॥ অনুপাল্য তোমার আমরা সবজন। সভার নায়ক হই করহ কীর্ত্তন॥ পাষণ্ডীর বাক্যে দগ্ধ শরীর সকল। তোমার যে প্রে মজলে করহ শীতল॥ সন্তোষে সভার প্রতি করিয়া আশ্বাস। চলিলেন মত্তসিংহ প্রায় নিজ বাস॥ গৃহে আইলেও নাহি ব্যবহার প্রস্তাব। নিরন্তর আনন্দ আ বেশ আবির্ভাব॥ কতবা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে। চরণের গঙ্গা কিবা আইলা ব দনে॥ কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ মাত্র প্রভু বলে। আর কেহ কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসি লে॥ যে বৈষ্ণবে ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে। তাহারেই জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণ কোন স্থানে॥ বলিয়া ক্রন্দন প্রভু করে অতিশয়। যে জানে যেমত সেই মত প্রবো ধয়॥ এক দিন তাম্বুল লইয়া গদাধর। হরিষে আইলা তিহোঁ প্রভুর গোচর॥ গদাধরে দেখি প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা। কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা॥ সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব্ব হৃদয় বিদরে। কি বলিব প্রভুরে বচন নাহি স্ফুরে॥ সং ভ্রমে বলেন গদাধর মহাশয়। নিরবধি আছেন কৃষ্ণ তোমার হৃদয়॥ হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ বচন শুনিয়া। আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখদিয়া॥ অস্তেব্যস্তে গদা ধর দুই হস্ত ধরি। নানামতে প্রবোধি রাখিলা স্থির করি॥ এই আসিবেন কৃষ্ণ স্থিরহও খানি। গদাধর বলে আই দেখয়ে আপনি॥ বড় তুষ্ট হৈলা আই গদা ধর প্রতি। এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি দেখি কতি॥ মুঞি ভয়ে নাহি পারোঁ সম্মুখ হইতে। শিশু হই কেন প্রবোধিল ভালমতে॥ আই বোলে বাপ তুমি সর্ব্বদা থাকিবা। ছাড়িয়া উহান সঙ্গ কোথা না যাইবা॥ অদ্ভুত প্রভুর প্রেমযোগ দেখি আই। পুত্র হেন জ্ঞান আর মনে কিছু নাই॥ মনে ভাবে আই এপুরুষ নর নহে। মনুষ্যের নয়নে কি এতধারা বহে॥ নাহি জানি আসিয়াছেন কোন মহাশয়। ভয় পাই প্রভুর সম্মুখ নাহি হয়॥ সর্ব্ব ভক্তগণ সন্ধ্যাসময় হইলে। আসিয়া প্র

ভুর গৃহে অল্পে২ মিলে ॥ ভক্তিযোগ সহিতে যে সব শ্লোক হয়। পড়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ মহাশয় ॥ পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধ্বনি। শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি ॥ বোল২ বলি প্রভু লাগিয়া গর্জ্জিতে। চতুর্দ্দিগে পড়ে কেহ নাপারে ধরিতে ॥ শ্বাস হাস কম্প স্বেদ পুলক গর্জ্জন। একবারে সর্ব্বভাব দিলা দরশন ॥ অপূর্ব্ব দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ ॥ ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ ॥ সর্ব্বনিশা যায় যেন মুহূর্ত্তেক প্রায়। প্রভাতেবা কথঞ্চিৎ প্রভু বাহ্য পায় ॥ এইমত নিজগৃহে শ্রীশচীনন্দন। নিরবধি নিশিদিশি করেন কীর্ত্তন ॥ আরম্ভিলা মহা প্রভু কীর্ত্তন প্রকাশ। সকল ভক্তের দুঃখ হয় দেখি নাশ ॥ বোল২ বলি নাচে শ্রীশচীনন্দন। ঘন২ পাষণ্ডীর হয় জাগরণ ॥ নিদ্রাসুখ ভঙ্গে বহির্ম্মুখ ক্রুদ্ধ হয়। যাঁর যনমত ইচ্ছা বলিয়া মরয় ॥ কেহ বলে এগুলার হইল কি বাই। কেহ বলে রাত্রে নিদ্রা যাইতে নাপাই ॥ কেহবলে গোসাঞি রুষিব এইডাকে। এগুলার সর্ব্বনাশ হৈবে এই পাকে ॥ কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার। পরম উদ্ধতপনা কোন ব্যবহার ॥ কেহ বলে কিসের কীর্ত্তন কেবা জানে। এতপাক করে এই শ্রীবাস ব্রাহ্মণে ॥ মাগিয়া খাইয়া বুলে এরা চারিভাই। হরি বলি ডাক ছাড়ে যেন মহাবাই ॥ মনে২ বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়। বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয় ॥ কেহ বলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ। শ্রীবাসের জন্যে হৈল দেশের উচ্ছাদ ॥ আজি মুঞি দেয়ানে শুনিল সব কথা। রাজার আজ্ঞায় দুইলাও আইসে এথা ॥ শুনিলেন নদীয়ায় কীর্ত্তন বিশেষ। ধরি আনিবারে হৈল রাজার আদেশ ॥ যে সে দিগে পলাইবে শ্রীবাস পণ্ডিত। আমা সভা লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত ॥ তখনি বলিনু মুঞি হইয়া মুখর। শ্রীবাসের ঘরফেলি গঙ্গার ভিতর ॥ তখন না কৈলে ইহা পরিহাস জ্ঞানে। সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে ॥ কেহ বলে আমরা সভের কিবা দায়। শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব যে আসিয়া চায় ॥ এইমত কথা হৈল নগরে নগরে। রাজনৌকা আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে ॥ বৈষ্ণব সমাজ বড় পরম উদার। যেই কথা শুনে সেই প্রতীত সভার ॥ যবনের রাজ্য দেখি মনে হৈল ভয়। জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয় ॥ প্রভু অবতীর্ণ নাহি জানে ভক্তগণ। জানাইতে আরম্ভিলা শ্রীশচীনন্দন ॥ নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর ॥ সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন। অরুণ অধর শোভে কমল লোচন ॥ চাঁচর চিকুর শোভে পূর্ণচন্দ্র মুখ। স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহর রূপ ॥ দিব্যবস্ত্র পরিধান অধরে তাম্বুল। কৌতুকে গেলেন প্রভু ভাগিরথী কুল ॥ সুকৃতি যতেক তারা দেখিতে হরিষ। যতেক পাষণ্ডী তারা করে বিমরিষ ॥ এত ভয় শুনিয়াও ভয় নাহি পায়। রাজার কুমার হেন নগরে বেড়ায় ॥ আর জন বলে ভাই বুঝিলাম থাক। যত দেখ হের সব পালাবার পাক ॥ নির্ভয়ে

চাহেন চারিদিগে বিশ্বম্ভর। গঙ্গার সুন্দর স্রোত পুলিন সুন্দর॥ গাভী একযূথ দেখে পুলিনেতে চরে। হম্বারব করি আইসে জল খাইবারে॥ ঊর্দ্ধ পুচ্ছ করি কেহো চতুর্দ্দিগে চায়। কেহো যুঝে কেহো শুয়ে কেহো জল খায়॥ দেখিয়া গর্জয়ে প্রভু করয়ে হুঙ্কার। মুঞি সেই মুঞি সেই বোলে বারে বার॥ এইমতে ধাঞা আইলা শ্রীবাসের ঘরে। কি করিস শ্রীবাসিয়া বোলে অহঙ্কারে॥ নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে। পুনঃ পুনঃ নাথি মারে তাহার দুয়ারে॥ কাহারে পূজিস করিস কাহারে ধেয়ান। ধ্যানে যারে দেখিস তারে দেখ বিদ্যমান॥ জলন্ত অনল যেন শ্রীবাস পণ্ডিত। হইল সমাধি ভঙ্গ চাহে চারিভিত॥ দেখে বীরাসনে বসিয়াছে বিশ্বম্ভর। চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধর॥ গর্জ্জিতে আছয়ে যেন মত্তসিংহসার। বাম কক্ষে তালিদিয়া করয়ে হুঙ্কার॥ দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস শরীরে। স্তব্ধ হৈলা শ্রীনিবাস কিছুই নাস্ফুরে॥ ডাকিয়া বোলয়ে প্রভু আরেরে শ্রীবাস। এতদিন না জানিস আমার প্রকাশ॥ তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে নাড়ার হুঙ্কারে। ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইনু সব পরিবারে॥ নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া। শান্তিপুর গেল নাড়া আমারে এড়িয়া॥ সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব। তোর কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব॥ প্রভুরে দেখিয়া প্রেমে কাঁপয়ে শ্রীবাস। ঘুচিলা অন্তর ভয় পাইয়া আশ্বাস॥ হরিষে পূর্ণিত হৈল সব কলেবর। দাণ্ডাইয়া স্তুতি করে যুড়ি দুই কর॥ সহজে পণ্ডিত বড় মহাভাগবত। আজ্ঞা পাঞা স্তুতি করে যেন অভিমত॥ ভাগবতে আছে ব্রহ্ম মোহে পদ্যগন। সেই শ্লোক পড়ি স্তুতি করেন প্রথম। তথাহি শ্রীদশমস্কন্ধে। নৌমিড্যতে ভ্রবপুষেত ডিদম্বরায় গুঞ্জাবতং সপরিপিঞ্ছল সন্মুখায়। বন্য স্রজে কবল বেত্রবিসাণ বেণুলক্ষ্মশ্রীয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গ যায়। *। বিশ্বম্ভর চরণে আমার নমস্কার। নবঘন পীতাম্বর বসন যাহার॥ শচীর নন্দন পায়ে মোর নমস্কার। নব গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভুষণ যাহার॥ গঙ্গাদাসশিষ্য পদে মোর নমস্কার। বনমালা করে দধি ওদন যাহার॥ জগন্নাথ পুত্র পদে মোর নমস্কার। কোটি চন্দ্র জিনি রূপ বদন যাহার॥ সিঙ্গাবেত্র বেণু চিহ্ন ভুষণ যাহার। সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥ চারি বেদে যারে ঘোষে নন্দের কুমার। সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥ ব্রহ্ম স্তবে স্তুতি করে প্রভুর চরণে। স্বচ্ছন্দে বলয়ে যত আইসে বদনে॥ তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি যজ্ঞেশ্বর। তোমার চরণোদকে গঙ্গাতীর্থবর॥ জানকীবল্লভ তুমি তুমি নরসিংহ। অজ ভব আদি তোর চরণের ভৃঙ্গ। তুমি সে বেদান্ত বেদ তুমি নারায়ণ। তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন॥ তুমি হয়গ্রীব তুমি জগতজীবন। তুমি নীলাচলচন্দ্র সভার কারণ॥ তোমার মায়ায় কার নাহি হয় ভঙ্গ। কমলা না জানে যার সনে এক সঙ্গ॥ সঙ্গী সখা ভাই সর্ব্বমতে সেবে যে॥ হেন প্রভু মোহমানে অন্য জ

ন কে ॥ মিথ্যা গৃহবাসে মোরে পাড়িয়াছ ভালে। তোমা না ভজিয়ে মোর জন্মগেল হেলে ॥ নানা মায়া করি তুমি আমারে বঞ্চিলা। সাক্ষি ধৃতি আদি করি আমার বহিলা ॥ তাতে মোর ভয় নাহি শুন প্রাণনাথ। তুমি হেন প্রভু মোরে হইলা সাক্ষাৎ ॥ আজি মোর সকল দুঃখের হৈল নাশ। আজি মোর দিবস হইল পর কাশ ॥ আজি মোর জন্ম কর্ম্ম সকল সফল। আজি মোর উদয় সকল সুমঙ্গল আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার। আজি সে বসতি ধন্য হৈল নদীয়ার ॥ আজি মোর নয়ন ভাগ্যের নাহি সীমা। তাহা দেখি যাহার চরণ সেবে রামা ॥ বলিতে আ বিষ্ট হৈল পণ্ডিত শ্রীবাস। ঊর্দ্ধ বাহু করি কান্দে ছাড়ি ঘনশ্বাস ॥ গড়াগড়ি যায় ভাগ্যবন্ত শ্রীনিবাস। দেখিতে অপূর্ব্ব গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥ কি অদ্ভুত সুখ হৈল শ্রীনিবাস শরীরে। ডুবিলেন বিপ্রবর আনন্দ সাগরে ॥ হাসিয়া শুনয়ে প্রভু শ্রীবাসের স্তুতি। সদয় হইয়া বোলে শ্রীবাসের প্রতি ॥ স্ত্রী পুত্র বালক যত তোমার বাড়ির। দেখুন আমার রূপ করহ বাহির ॥ সস্ত্রীক হ ইয়া পূজ চরণ আমার। বর মাগ যেন ইচ্ছা মনেতে তোমার ॥ প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা শ্রীবাস পণ্ডিত। সর্ব্ব পরিকর সহ আইলা ত্বরিত ॥ বিষ্ণু পূজা নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল। সকল প্রভুর পদে সাক্ষাতেই দিল ॥ গন্ধ পুষ্প ধূপদীপে পূজি শ্রীচরণ। সস্ত্রীক হইয়া বিপ্র করয়ে ক্রন্দন ॥ ভাইপত্নী দাসদাসী সকল লইয়া। শ্রীবাস করয়ে কাকু চরণে পড়িয়া ॥ শ্রীনিবাস প্রিয়কারী প্রভু বি শ্বম্ভর। চরণ দিলেন সর্ব্বশিরের উপর ॥ অলক্ষিতে বুলে প্রভু সবার হৃদয়ে। হা সি বলে মোহে চিত্ত হউক সভায়ে ॥ হুঙ্কার গর্জ্জন করে প্রভু বিশ্বম্ভর। শ্রীনিবা স প্রবোধিয়া বোলেন উত্তর ॥ অয়ে শ্রীনিবাস কিছু মনে ভয় পাও। শুনি তো মাধরিতে আইসে রাজনাও ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত জীববসে। সভার প্রের ক আমি আপনার বশে ॥ মুঞিযদি বোলাঙ সেই রাজার শরীরে। তবেসে বলি ব সেহ ধরিবার তরে ॥ যদিবা এমন নহে স্বতন্ত্র হইয়া। ধরিবারে বলে তবেমুঞি চাঙ ইহা ॥ মুঞি গিয়া সর্ব্ব আগে নৌকাতে চড়িমু। এইমত গিয়া রাজা গোচর হই মু ॥ মোরে দেখি রাজাকি রহিব নৃপাসনে। বিহ্বল করিয়া না পাড়িমু সেইখানে ॥ য দিবাএমত নহে স্বতন্ত্র হইয়া। জিজ্ঞাসিবে তবে মোরে মুঞি চাহোঁ ইহা ॥ নতুবা এ মত নহে জিজ্ঞাসিব মোরে। সেহমোর অভীষ্ট কহিয়ে শুন তোরে ॥ শুন২ অ রে রাজা সত্যমিথ্যা জান। যতেক মলনা কাজী সবতোর আন ॥ হস্তিঘোড়া পশু পক্ষ যত তোর আছে। সকল আনহ রাজা আপনার কাছে ॥ এবেহেন আজ্ঞাক র সকল কাজিরে। আপনার শাস্ত্রকহি কান্দাউ সভারে ॥ নাপারিল তারা যদি এতেক করিতে। তবেসে আপনা ব্যক্ত করিমু রাজাতে ॥ সংকীর্ত্তন মানা করি স এগুলার বোলে। যত তার শক্তি এই দেখিলি সকলে ॥ মোরশক্তি দেখএই নয়ন

ভরিয়া। এতবলি মত্তহস্তি আনিব ধরিয়া॥ হস্তিঘোড়া মৃগ পক্ষ একত্র করিয়া। সেইখানে কান্দাইমু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া॥ রাজার যতেক গণ রাজার সহিতে। সভা কান্দাইমু কৃষ্ণ বলি ভালমতে॥ ইহাতেবা অপ্রত্যয় বাস তুমি মনে। সাক্ষাৎ কার করোঁ দেখ আপন নয়নে॥ সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি। শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নাম নারায়ণী॥ অদ্যাপিহ বৈষ্ণব মণ্ডলে যার ধনি। চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী॥ সর্ব্বভূত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ চান্দ। আজ্ঞা কৈল নারায়ণী কৃষ্ণ বলি কান্দ॥ চারি বৎসরের সেই উন্মত চরিত। হা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে নাহিক সম্বিত॥ অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে। পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে॥ হাসিয়া২ বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর। এখনে তোমার সব ঘুচিল কি ডর॥ মহাবক্তা শ্রীনিবাস সর্ব্বতত্ত্ব জানে। আস্ফালিয়া দুই বাহু বলে প্রভু স্থানে॥ কালরূপি তোমার বিগ্রহ ভগবানে। যখন সকল সৃষ্টিসংহার আপনে॥ তখন না করোঁ ভয় তোর নাম বলে। এখন কিসের ভয় তুমি মোর ঘরে॥ বলিয়া আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত শ্রীবাস। গোষ্ঠীর সহিত দেখে প্রভুর প্রকাশ॥ চারি বেদে যারে দেখিবারে অভিলাষ। তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী দাস॥ কি বলিবে শ্রীবাসের উদার চরিত্র। তাহার চরণ ধূলি সংসার পবিত্র॥ কৃষ্ণ অবতার যেন বসুদেব ঘরে। যতেক বিহার সব নন্দের মন্দিরে॥ জগন্নাথ ঘরে হৈল এই অবতার। শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহে সকল বিহার॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় পণ্ডিত শ্রীবাস। তান বাড়ি গেলে মাত্র সভার উল্লাস॥ অনুভাবে যারে স্তুতি করে বেদ মুখে। শ্রীবাসের দাস দাসী তারে দেখে সুখে॥ এতেকে বৈষ্ণব সেবাপরম উপায়। অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব কৃপায়॥ শ্রীবাসেরে আজ্ঞা কৈল প্রভু বিশ্বম্ভর। না কহ এসব কথা কাহারো গোচর॥ বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর লজ্জিত অন্তর। আশ্বাসিয়া শ্রীবাসের গেলা নিজ ঘর॥ সুখ ময় হৈলা তবে শ্রীবাস পণ্ডিত। পত্নীবধূ দাসদাসী সভার সহিত॥ শ্রীবাস করিলা স্তুতি দেখিয়া প্রকাশ। ইহা যেই শুনে সেই হয় কৃষ্ণ দাস॥ অন্তর্যামি রূপ বলরাম ভগবান। আজ্ঞা কৈল চৈতন্যের গাইতে আখ্যান॥ বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম। জন্ম২ প্রভু মোর হউক বলরাম॥ নরসিংহ যদুসিংহ যেন নাম ভেদ। এইমত নিত্যানন্দ প্রভু বলদেব॥ চৈতন্য চন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই। এবে অবধূত চন্দ্র করি যারে গাই॥ মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিত্তে। বৎসরেক কীর্ত্তন করিল যেন মতে॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ্র পহুজান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি মধ্যখণ্ডে বায়ুছন্দে প্রেমভক্তি প্রকাশ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ॥ * ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ॥

জয়২ সর্ব্ব প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর। জয় নিত্যানন্দ গদাধরের ঈশ্বর॥ জয়২ অদ্বৈতাদি ভক্তের অধীন। ভক্তি দান দেহ প্রভু উদ্ধারহ দীন॥ এইমত নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। ভক্তি সুখে ভাসে লই সর্ব্ব পরিকর॥ প্রাণ হেন সকল সেবক আপনার। কৃষ্ণ বলি কান্দে গলাধরিয়া সভার॥ দেখিয়া প্রভুর প্রেম সর্ব্ব দাস গণ। চতুর্দ্দিগে প্রভু বেড়ি করয়ে ক্রন্দন॥ আছুক দাসের কার্য্য সে প্রেম দেখিতে। শুষ্ককাষ্ঠ পাষাণ মিলায় যে ভূমিতে॥ ছাড়ি ধন পুত্র গৃহ সর্ব্ব ভক্তগণ। অহর্নিশি প্রভু সঙ্গে করেন কীর্ত্তন॥ হইলেন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ ভক্তিময়। যখন যেরূপ দেখে সেইমত হয়॥ দাস্যভাবে যবে প্রভু করয়ে রোদন। হইল প্রভুর দুই গঙ্গা আগমন॥ যবে হাসে তবে প্রভু প্রহরেক হাসে। মূর্চ্ছিত হইলে প্রহরেক নাহি শ্বাসে॥ ক্ষণে হয় স্বানুভাব দম্ভকরি বৈসে। মুঞি সেই২ বলি বলি হাসে॥ কোথাগেল নাঢ়াবুড়া যে আনিল মোরে। বিলাইমু ভক্তিরস প্রতি ঘরে ঘরে॥ সেইক্ষণে কৃষ্ণরে বাপরে বলি কান্দে। আপনার কেশ আপনার পায়ে বান্ধে॥ অক্রূর জানের শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া। ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হঞা॥ হইলেন মহাপ্রভু যেহেন অক্রূর। সেইমতে কথা কহে বাহ্য গেল দূর॥ মথুরায়ে চল নন্দ রামকৃষ্ণ লঞা। ধনুর্ম্ময় মহা মহোৎসব দেখি গিয়া॥ এইমত নানাভাবে নানা কথা কয়। দেখিয়া বৈষ্ণবসব আনন্দে ভাসয়॥ একদিন বরাহ ভাবের শ্লোক শুনি। গর্জ্জিয়া মুরারি ঘরে চলিলা আপনি॥ অন্তরে মুরারি গুপ্ত প্রতি বড় প্রেম। হনুমান প্রতি প্রভু রামচন্দ্র যেন॥ মুরারির ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন। সংভ্রমে করিল গুপ্ত চরণ বন্দন॥ শূকর২ বলি প্রভু ঘরে যায়। স্তম্ভিত মুরারি গুপ্ত এইমত চায়॥ বিষ্ণু গৃহে প্রবিষ্ট হইল বিশ্বম্ভর। সম্মুখে দেখেন জল ভাজন সুন্দর॥ বরাহ আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে। স্বানুভাবে মহাপ্রভু তুলিলা দশনে॥ গর্জ্জে যজ্ঞ বরাহ প্রকাশে খুরচারি। প্রভু বোলে মোর স্তুতি বলহ মুরারি॥ স্তব্ধহৈলা মুরারি অপূর্ব্ব দরশনে। কি বলিব মুরারি না আইসে বদনে॥ প্রভু বোলে বোল বোল কিছু ভয় নাঞি। এতদিন না জানিস মুঞি এই ঠাঞি॥ কান্দিয়া মুরারি কহে করিয়া বিনতি। তুমিসে জানহ প্রভু তোমার যে স্তুতি॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার এক ফণে ধরে। সহস্র বদন হইয়াও স্তুতি করে॥ তবু নাহি পায় অন্ত সেই প্রভু কহে। তোমার স্তবেতে আর কে সমর্থ হয়ে॥ যে বেদের মত করে সকল সংসার॥ সেই বেদে সর্ব্বতত্ত্ব না জানে

তোমার॥ যত দেখি শুন প্রভু অনন্ত ভুবন। তোমার লোমকূপে গিয়া মিশায়ে তখন॥ হেন সদানন্দ তুমি যে কর যখনে। বল দেখি বেদে তাহা জানিবে কেমনে॥ অতএব তুমিসে তোমারে জান মাত্র। তুমি জানাইলে জানে তোমার কৃপা পাত্র॥ তোমার স্তুতি যে মোর কোন অধিকার। এত বলি কান্দে গুপ্ত করে নমস্কার॥ গুপ্ত বাক্যে তুষ্ট হৈলা বরাহ ঈশ্বর। বেদ প্রতি ক্রোধ করি বলয়ে উত্তর॥ হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন। বেদে মোর এইমত করে বিড়ম্বন॥ কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥ বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে। সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ তাহা নাহি জানে সর্ব্ব যজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র। অজভব আদি গায়ে যাহার চরিত্র॥ পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে। তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥ শুনরে মুরারি গুপ্ত কহয়ে শূকর। বেদ গুহ্য কহি এই তোমার গোচর॥ আদি যজ্ঞ বরাহ সকল বেদ সার। আমিসে করিল পূর্ব্বে পৃথিবী উদ্ধার॥ সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার। ভক্ত জন রাখি দুষ্ট করিব সংহার॥ সেবকের দ্রোহি মুঞি সহিতে না পারো। পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহার॥ পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া। মিথ্যা নাহি কহোঁ গুপ্ত শুন মন দিয়া॥ যেকালে করিনু মুঞি পৃথিবী উদ্ধার। রহিল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার॥ হইল নরক নামে পুত্র মহাবল। আপনে পুত্রের ধর্ম্ম করিনু সকল॥ মহারাজা আইলেন আমার নন্দন। দেব দ্বিজ গুরু ভক্তি করেন পালন॥ দৈব দোষে তাহার হইল দুষ্ট সঙ্গ। বাণের সংসর্গ হৈল ভক্ত দ্রোহ রঙ্গ॥ সেবকের হিংসা মুঞি না পারোঁ সহিতে। কাটিনু আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥ জনমে২ তুমি সেবিয়াছ মোরে। এতেকে সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে॥ শুনিয়া মুরারি গুপ্ত প্রভুর বচন। বিহ্বল হইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন॥ মুরারি সহিতে গৌরচন্দ্র জয় জয়। জয় যজ্ঞ বরাহ সেবক রক্ষাময়॥ এইমত সর্ব্ব সেবকের ঘরে ঘরে। কৃপায়ে ঠাকুর জানায়েন আপনারে॥ চিনিয়া সকল ভৃত্য প্রভু আপনার। পরানন্দ ময় চিত্ত হইল সভার॥ পাষণ্ডীরে আর কেহ ভয় নাহি করে। হাটে ঘাটে সভে কৃষ্ণ গায় উচ্চস্বরে॥ প্রভু সঙ্গে মিলিয়া সকল ভক্তগণ। মহানন্দে অহর্নিশি করয়ে কীর্ত্তন॥ মিলিলা সকল ভক্ত বহি নিত্যানন্দ। ভাই নাদেখিয়া বড় দুঃখি গৌরচন্দ্র॥ নিরান্তর নিত্যানন্দ স্মরে গৌরচন্দ্র। জানিলেন অনন্ত ঈশ্বর নিত্যানন্দ॥ প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান। সূত্র রূপে জন্ম কর্ম্ম কহি কিছু তান॥ রাঢ় দেশে এক চাকা নামে আছে গ্রাম। যহিঁ জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান॥ মৌড়েশ্বর নামে দেব আছে কথোদূরে। যারে পুজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে॥ সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত। মহা বিরক্তের প্রায় দয়ালু চরিত॥ তার পত্নী পদ্মাবতী নাম পতিব্রতা

পরম বৈষ্ণবী শক্তি সেই জগন্মাতা॥ পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি॥ সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ রায়। সর্ব্ব সুলক্ষণ দেখি নয়ান জুড়ায়॥ তান বাল্যলীলা আদি খণ্ডেতে বিস্তার। এথায় কহিলে হয় গ্রন্থ বহুতর॥ এইমত কতোদিন নিত্যানন্দ রায়। হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায়॥ গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন। না ছাড়ে জননী তাত দুঃখের কারণ॥ তিলমাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা। যুগ প্রায় হেন বাসে ততোধিক পিতা॥ তিলমাত্র নিত্যানন্দ পুত্রেরে ছাড়িয়া। কোথাও হাড়াইওঝা নাযায় চলিয়া॥ কিবা কৃষিকর্ম্মে কিবা যজমান ঘরে। কিবা হাটে কিবা ঘাটে যত কর্ম্ম করে॥ পাছে২ যদি নিত্যানন্দ চলি যায়। তিলার্দ্ধে শতেক বার উলটিয়া চায়॥ ধরিয়া২ পুনঃ আলিঙ্গন করে। ননীর পুতলী যেন মীলায়ে শরীরে॥ এইমত পুত্র সঙ্গে বুলে সর্ব্ব ঠাঞি। প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ শরীর হাড়াই॥ অন্তর্যামি নিত্যানন্দ সব ইহা জানে। পিতৃসুখ ধর্ম্ম পালিয়াছে পিতাসনে॥ দৈবে এক দিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর। আইলেন নিত্যানন্দ জনকের ঘর॥ নিত্যানন্দ পিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া। রাখিলেন পরম আনন্দযুক্ত হঞা॥ সর্ব্ব রাত্রি নিত্যানন্দ পিতা তান সঙ্গে। আছিলেন কৃষ্ণকথা কথন আনন্দে॥ গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা উষঃকালে। নিত্যানন্দ পিতা প্রতি ন্যাসীবর বলে॥ ন্যাসী বলে এক ভিক্ষা আছয়ে আমার। নিত্যানন্দ পিতা বলে যে ইচ্ছা তোমার॥ ন্যাসী বলে করিবাঙ তীর্থ পর্য্যাটন। সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ॥ এইযে সকল জ্যেষ্ঠ নন্দন তোমার। কতোদিন লাগি দেহ সংহতি আমার॥ প্রাণ অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে। সর্ব্বতীর্থ দেখিবেন বিবিধ বিধানে॥ শুনি সন্ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ বিপ্রবর। মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর॥ প্রাণভিক্ষা করিলেক আমার সন্ন্যাসী। নাদিলেও সর্ব্বনাশ হয় হেনবাসী॥ ভিক্ষুকেরে পূর্ব্ব মহাপুরুষ সকল। প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল॥ রামচন্দ্র পুত্র দশরথের জীবন। পূর্ব্ব বিশ্বামিত্র তানে করিল যাচন॥ যদ্যপিহ রামবিনে রাজা নাহি জীয়ে। তথাপি দিলেন এই পুরাণেই কহে॥ সেইসে বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে। এধর্ম্ম সঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষ আমারে॥ দৈবে সেই বস্তু কেনে নহিব সেমতি। অন্যথা লক্ষ্মণ যার গৃহেতে উৎপত্তি॥ ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাহ্মণীর স্থানে। আনুপূর্ব্ব কহিলেন সব বিবরণে॥ শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা গজন্মাতা। তোমার যেইচ্ছা প্রভু সেই মোর কথা॥ আইলা সন্ন্যাসি স্থানে নিত্যানন্দ পিতা। ন্যাসিরে দিলেন পুত্র নওইয়া মাথা॥ নিত্যানন্দ সঙ্গে চলিলেন ন্যাসিবর। হেনমতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর॥ নিত্যানন্দ গেলা মাত্র হাড়াই পণ্ডিত। ভুমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মূর্চ্ছিত॥ সে বিলাপ ক্রন্দন কহিব কোনজনে। বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে॥ ভক্তি রসে

জড় প্রায় হইলা বিহ্বল। লোকে বলে হাড়োওঝা হইল পাগল॥ তিনমাস না করিলা অন্নের গ্রহণ। চৈতন্য প্রভাবে সবে রহিল জীবন॥ প্রভুকেনে ছাড়ে যার হেন অনুরাগ। বিষ্ণু বৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য প্রভাব॥ স্বামিহীন দেবহূতি জননী ছাড়িয়া। চলিলা কপিল প্রভু নিরপেক্ষ হঞা॥ ব্যাসহেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি শুক। চলিলা উলটি নাহি চাহিলেন মুখ॥ শচীহেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী। চলিলেন নিরপেক্ষ হঞা ন্যাসীমণি॥ পরমার্থে এইত্যাগে ত্যাগ কভু নহে এসকল কথাবুঝে কোন মহাশয়ে॥ এসকল লীলা জীব উদ্ধার কারণে। মহাকাষ্ঠ দ্রবে যেন ইহার শ্রবণে॥ যেন পিতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে। নির্ভরে শুনিয়া তাহা কান্দয়ে যবনে॥ হেনমতে গৃহছাড়ি নিত্যানন্দ রায়। স্বানুভাবানন্দে তীর্থ করিয়া বেড়ায়॥ গয়া কাশী প্রয়াগ মথুরা দ্বারাবতী। নরনারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি বৌদ্ধালয় গিয়া গেলা ব্যাসের আলয়। রঙ্গনাথ সেতুবন্ধ গেলেন মলয়॥ তবে অনন্তের পুরী গেলা মহাশয়। ভ্রমেণ নির্জ্জনবনে পরম নির্ভয়॥ গোমতী গণ্ডকী গেল সরযু কাবেরী। অযোধ্যা দণ্ডকারণ্য বুলেন বিহরি॥ ত্রিমল্ল বেঙ্কটনাথ সপ্তগোদাবরী। মহেশের স্থান গেলা কন্যকা নগরী॥ রেমামাহেশ্বতী মল্লতীর্থ হরিদ্বার। যাঁহি পূর্ব্ব অবতার হইল গঙ্গার॥ এইমত সর্ব্ব তীর্থ নিত্যানন্দরায়। সব দেখি পুন আইলেন মথুরায়॥ চিনিতেনা পারে কেহ অনন্তের ধাম। হুঙ্কার করেন দেখি পূর্ব্ব রহ স্থান॥ নিরবধি বাল্যভাব আননাহি স্ফুরে। ধূলাখেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে॥ আহারেও চেষ্টা নাহি করয়ে কোথায়। বাল্য ভাবে বৃন্দাবনে গড়াগড়ি যায়॥ কেহ নাহি বুঝে তান চরিত্র উদার। কৃষ্ণরস বিনে অন্য না করে আহার॥ কদাচিত কোন দিন করে দুগ্ধপান। সেহো যদি অযাচিত কেহ করে দান॥ এই মতে বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ। নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র॥ নিরন্তর সংকীর্ত্তন পরম আনন্দ। দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ॥ নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ। যে অবধি লাগি করে বৃন্দাবনে বাস॥ জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপ পুরে। আসিয়া বসিলেন নন্দন আচার্য্যের ঘরে। নন্দন আচার্য্য মহাভাগবতোত্তম। দেখি মহাতেজ রাশী যেন সূর্য্যসম॥ মহা অবধূতবেশ প্রকাণ্ডশরীর। নিরবধি গতিস্খলে দেখি মহাধীর॥ অহর্নিশ বদনে বলয়ে কৃষ্ণ নাম। ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম॥ নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার। মহামত্ত যেন বলরাম অবতার॥ কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন মনোহর। জগত জীবন হাস্য সুরঙ্গ অধর॥ মুকুতা জিনিয়া কিবা দশনের দ্যুতি। আয়ত অরুণ দুই লোচনের ভাঁতি॥ আজানু লম্বিত ভুজ সুপিবর বক্ষ। চলিতে কমল বড় পদযুগ দক্ষ॥ পরম কৃপায় করে সভারে সম্ভাষ। শুনিলে শ্রীমুখ বাক্য কর্ম্মবন্ধ নাশ॥ আইলা নদীয়া পুরে নিত্যানন্দ রায়। সকল ভবনে জয়২ ধ্বনি গায়॥ সে মহিমা বলে হেন

কে আছে প্রচণ্ড। যে প্রভু ভাঙ্গিল গৌরসুন্দরের দণ্ড॥ বনিক অধম মূর্খ যে করি
ল পার। ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম নৈলে যার॥ পাইয়া নন্দানাচার্য্য হরষিত হঞা।
রাখিলেন নিজ ঘরে ভিক্ষা করাইয়া॥ নবদ্বীপে নিত্যানন্দ চন্দ্র আগমন। ইহা
যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥ নিত্যানন্দ আগমন জানি বিশ্বম্ভর। অনন্ত হ
রিষ প্রভু হইলা অন্তর॥ পূর্ব্বে ব্যপদেশে সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে। ব্যঞ্জিয়া আছেন
কেহো মর্ম্ম নাহি জানে॥ আরে ভাই সব দুই তিনের ভিতরে। কোনো মহাপু
রুষেক আসিব এথারে॥ দৈবে সেই দিন বিষ্ণু পূজি বিশ্বম্ভর। সত্বরে মিলিলা
যথা বৈষ্ণব সকল॥ সভাকার স্থানে প্রভু কহয়ে আপনে। আজি আমি অপরূপ
দেখিল স্বপনে॥ তাল ধ্বজ এক রথ সংসারের সার। আসিয়া রহিল রথ আম র
দুয়ার॥ তার মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর। মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে গতি নহে
স্থির॥ বেত্র বান্ধা এক কালা কুম্ভ বামহাথে। নীলবস্ত্র পরীধান নীলবস্ত্র মাথে।
বাম শ্রুতি মূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র। হলধর বেশ তান বুঝিয়ে চরিত্র॥ এই বাড়ি
নিমাঞি পণ্ডিতের হয় হয়। দশবার বিশবার এই কথা কয়॥ মহা অবধূত বেশ
পরম প্রচণ্ড। আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড॥ দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাম
আমি। জিজ্ঞাসিল আমি কোন মহাজন তুমি॥ হাসিয়া আমারে বোলে এই ভাই
হয়। তোমার আমার কালি হবে পরিচয়॥ হরিষ বাড়িল শুনি তাহার বচন।
আপনারে বাসোঁ মুঞি যেন সেই সম॥ কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর। হলধর
ভাবে প্রভু গর্জ্জয়ে প্রচুর॥ মদ আন২ বলি প্রভু ডাকে। হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই
কর্ণ ফাটে॥ শ্রীবাস পণ্ডিত কহে শুনহ গোসাঞি। যে মদিরা চাহ তুমি সে তো
মার ঠাঞি॥ তুমি যারে বিলাও সেই সে তাহা পায়। কম্পিত সকলগণ দূরে র
হি চায়॥ মনে২ চিন্তে সব বৈষ্ণবেরগণ। অবশ্য ইহার কিছু আছয়ে কারণ॥
আর্জ্জা তর্জ্জা পড়ে প্রভু অরুণ নয়ন। হাসিয়া দোলায় অঙ্গ যেন সঙ্কর্ষণ॥ ক্ষণে
কে হইলা প্রভু স্বভাব চরিত্র। স্বপ্ন অর্থ স্বভাবে বাখানে রাম মাত্র॥ হেন বুঝি
মোর চিত্তে লয় এক কথা। কোনো মহাপুরুষেক আসিয়াছে এথা। পূর্ব্বে আমি
বলিয়াছোঁ তোসভার স্থানে। কোন মহাজন সঙ্গে হৈব দরশনে॥ চল হরি
দাস চল শ্রীবাস পণ্ডিত। চাহ গিয়া দেখকে আইসে কোন ভীত॥ দুই মহাভাগ
বত প্রভুর আদেশে। সর্ব্ব নবদ্বীপে চাহি বুলয়ে হরিষে॥ চাহিতে২ কথা কহে
দুইজনে। এবুঝি আইলা কেবা প্রভু সঙ্কর্ষণে॥ আনন্দে বিহ্বল দুই চাহিয়া বেড়া
য়। তিলার্দ্ধেক উদ্দেশ কোথায় নাহি পায়॥ সকল নদীয়া তিন প্রহর চাহিয়া
আইলা প্রভুর স্থানে কাহো না দেখিয়া॥ নিবেদিল দোঁহে আসি প্রভুর চরণে।
উপাধিক কোথাও নহিল দরশনে॥ কি সন্ন্যাসী কি বৈষ্ণব কিবা জ্ঞানী স্থূল। পা
ষণ্ডীর ঘর আদি দেখিল সকল॥ চাহিলাম সর্ব্ব নবদ্বীপ যার নাম। সবে না চা

ছিল প্রভু গিয়া অন্য গ্রাম॥ দুহাঁর বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র। ছলে বুঝা ইল বড় গূঢ় নিত্যানন্দ॥ এই অবতারে কেহ গৌরচন্দ্র গায়। নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পলায়॥ পূজয়ে গোবিন্দ যেন নামানে শঙ্কর। এইপাকে অনেক যাইবে যমঘর॥ বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। চৈতন্য দেখায় যারে সে দে খিতে পারে॥ না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ। পাইয়াও কৃষ্ণভক্তি হয়ে তার বাধ॥ সর্ব্বথা শ্রীবাস আদি তাঁর তত্ত্ব জানে। না হইল দেখা কোন কৌতুক কারণে॥ ক্ষণেকে ঠাকুর বোলে ঈষৎ হাসিয়া। আইস আমার সঙ্গে সভে দেখি গিয়া॥ উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব্ব ভক্তগণ। জয় কৃষ্ণ বলি সভে করিলা গমন॥ সভা লঞা প্রভু নন্দন আচার্য্যের ঘর। জানিয়া উঠিল গিয়া শ্রীগৌর সুন্দর॥ ব সিয়াছে এক মহা পুরুষ রতন। সভে দেখিলেন যেন কোটি সূর্য্যোপম॥ অলক্ষিত আবেশ বুঝন নাহি যায়। ধ্যান সুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়॥ মহা ভক্তি যোগ প্রভু দেখিয়া তাহার। গণ সহে বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার॥ সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্বগণ দাড়া ইয়া। কেহ কিছু না বলেন রহিল চাহিয়া॥ সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। চিনিলেন নিত্যানন্দ প্রাণের ঈশ্বর॥ কেদার রাগঃ॥ বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যেন মদন সমান দিব্য গন্ধমাল্য দিব্য বাস পরিধান॥ কে হয় কনক দ্যুতি সে দেহের আগে। সে বদন দেখিতে চান্দের সাধ লাগে॥ সেদন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার দাম। সে কেশ বন্ধন দেখি না রহে গেয়ান॥ দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন। আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান॥ সে আজানু দুই ভুজ হৃদয় সুপীন। তঁহি শোভে সূক্ষ্ম যজ্ঞ সূত্র অতি ক্ষীণ॥ ললাটে বিচিত্র ঊর্দ্ধ তিলক সুন্দর। আভরণ বিনা সর্ব্ব অঙ্গ মনোহর॥ কেবা হয় কোটি মণি সে মুখে চাহিতে। সে হাস্য দেখিতে কিবা করিব অমৃতে॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহুজান। বৃন্দাবন দাস তছু প দযুগে গান॥ ইতি মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ দর্শনং তৃতীয়োঽধ্যায়॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ॥

নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর। চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর॥ হরি ষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়। এক দৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর রূপ চায়॥ রসনা লী হেন যেন দরশন পান। ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায়ে ঘ্রাণ॥ এইমত নিত্যান ন্দ হইলা স্তম্ভিত। না বোলে না করে কিছু সভেই বিস্মিত॥ বুঝিলেন সর্ব্বপ্রাণ নাথ গৌর রায়। নিত্যানন্দ জানাইতে সৃজিল উপায়॥ ইঙ্গীতে শ্রীবাস প্রতি ব লিলেন ঠাঁরে ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিবারে॥ প্রভুর ইঙ্গীত বুঝি শ্রীবা

স পণ্ডিত। কৃষ্ণধ্যান এক শ্লোক পড়িলা ত্বরিত॥ তথাহি শ্রীভাগবতে॥ বর্হা পীড়ং নটবর বপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং বিভ্রদ্বাসঃ কনক কপিসং বৈজয়ন্তীঞ্চমালাং। রন্ধ্রান্‌বেণোরধর সুধয়া পূরয়ন্‌ গোপবৃন্দৈ র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীত কীর্ত্তিঃ॥ শুনি মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক উচ্চারণ। পড়িল মূর্চ্ছিত হঞা নাহিক চেতন॥ আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়॥ পড়২ শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায়॥ শ্লোক শুনি কতোক্ষণে হইলা চেতন। তবে প্রভু লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ পুনঃ পুন শ্লোক শুনি বাড়য়ে উন্মাদ। ব্রহ্মাণ্ড ভেদন হৈল শুনি সিংহনাদ অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পড়য়ে আছাড়। সভে মনে ভাবে কিবা চূর্ণ হৈল হাড়॥ অন্যের কি দায় বৈষ্ণবের লাগে ভয়। রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ সভে সঙরয়॥ গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে। কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে॥ বিশ্বম্ভর রূপ চাহি ছাড়ে ঘন শ্বাস। অন্তর আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে মহা হাস॥ ক্ষণে নৃত্য ক্ষণে গান ক্ষণে বাহু তাল। ক্ষণে জোড়ে জোড়ে লম্ফ দেই দেখি ভাল॥ দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ উন্মাদ আনন্দ। সকল বৈষ্ণব সহ কান্দে গৌরচন্দ্র॥ পুনঃপুন বাড়ে সুখ অতি অনিবার। ধরেন সভেই কেহ নারে ধরিবার॥ ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ণব সকলে। বিশ্বম্ভর করিলেন আপনার কোলে॥ বিশ্বম্ভর কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ। সমর্পিয়া প্রাণ তাঁরে হইলা নিস্পন্দ॥ যার প্রাণ তাঁরে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া। আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া॥ ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেম জলে। শক্তি হত লক্ষ্মণ যে হেন রাম কোলে॥ প্রেমভক্তি বাণে মূর্চ্ছ্গেলা নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ কোলে করি কান্দে গৌরচন্দ্র॥ কিআনন্দ বিরহ হইল সর্ব্বগণে। পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥ গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ স্নেহের যে সীমা। শ্রীরাম লক্ষ্মণ বহি নাহিক উপমা॥ বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কতোক্ষণে। হরি বলি জয় ধ্বনি করে ভক্তগণে॥ নিত্যানন্দ কোলে করি আছে বিশ্বম্ভর। বিপরীত দেখি মনে হাসে গদাধর॥ যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর। আজি তার গর্ব্বচূর্ণ কোলের ভিতর॥ নিত্যানন্দ প্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর। নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর॥ নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ। নিত্যানন্দ ময় হৈল সভাকার মন॥ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি। কেহ কিছু না বোলয়ে ঝরে মাত্র আঁখি॥ দোহে দোঁহা দেখি বড় বিবশ হইলা। দোহার নয়ন জলে পৃথিবী ভাসিলা॥ বিশ্বম্ভর বোলে শুভদিবস আমার। দেখিলাম ভক্তিযোগ চারি বেদ সার॥ একম্প এঅশ্রু এগর্জ্জন হুহুঙ্কার। এহোকি ঈশ্বর বহি শক্তি হয়ে কার॥ সকৃত এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে। তাহারেও কৃষ্ণ নাহি ছাড়ে কোন কালে॥ বুঝিলাম ঈশ্বরের তুমি পূর্ণশক্তি। তোমা ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি॥ তুমি কর চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র। অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র॥ তোমা লখিবেক হেন আছে কোন জন। মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণ

প্রেমভক্তি ধন ॥ তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়। কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নয়॥ বুঝিলাম কৃষ্ণ মোর করিব উদ্ধারে। তোমাহেন সঙ্গ আনি দিলেন আমারে॥ মহাভাগ্য দেখিলাম তোমার চরণ। তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ প্রেম ধন॥ আবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। নিত্যানন্দে স্তুতি করে নাহি অবসর॥ নিত্যানন্দ চৈতন্যের অনেক আলাপ। সব কথা ঠারে ঠোরে নাহিক প্রকাশ॥ প্রভু বোলে জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয়। কোনদিক হইতে শুভ করিলে বিজয়॥ শিশু মতি নিত্যানন্দ পরম বিহ্বল। বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল॥ এই প্রভু অবতীর্ণ জানিলেন মর্ম্ম। কর যোড় করি বোলে হই অতি নর্ম্ম॥ প্রভু করে স্তুতি শুনি লজ্জিত হইয়া। ব্যপদেশে সব কথা কহেন ভাঙ্গিয়া॥ নিত্যানন্দ বোলে তীর্থ করিল অনেক। দেখিল কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক॥ স্থান মাত্র দেখি কৃষ্ণ দেখিতে না পাই। জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল লোক ঠাঞি॥ সিংহাসন সবকেনে দেখি আচ্ছাদিত। কহ ভাই সব কৃষ্ণ গেলা কোন ভীত॥ তারা বলে কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে। গয়া করি গিয়াছেন কতোক দিবসে॥ নদীয়ায়ে শুনি বড় হরি সংকীর্ত্তন। কেহো বলে এথায়ে জন্মিলা নারায়ণ॥ পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়। শুনিয়া আইনু মুঞি পাতকী এথায়॥ প্রভু বোলে আমরা সকল ভাগ্যবান। তুমি হেন ভক্তের হইল উপস্থান॥ আজি কৃতকৃত্য হেন মানিল আমরা। দেখিলাম তোমার আনন্দ বারীধারা॥ হাসিয়া মুরারি বলে হেমরা তোমরা। ইহাত না বুঝি কিছু আমরা সভারা॥ শ্রীবাস বলয়ে উহা আমরা কি বুঝি। মাধব শঙ্কর যেন দোঁহে দুহুঁ পূজি॥ গদাধর বলে ভাল বলিলা পণ্ডিত। সেই বুঝি যেন রাম লক্ষ্মণ চরিত॥ কেহ বলে দুইজন যেন দুই কাম। কেহ বলে দইজন যেন কৃষ্ণ রাম॥ কেহ বলে আমি কিছু বিশেষ না জানি। কৃষ্ণ কোলে যেন শেষ আইলা আপনি॥ কেহ বলে দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন। সেইমত দেখিলাম স্নেহ পরিপূর্ণ॥ কেহবলে দুইজন বড় পরিচয়। কিছুই নাবুঝি সব ঠারেঠোরে কয়॥ এইমত হরিষে সকল ভক্তগণ। নিত্যানন্দ দরশনে করেন কথন॥ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দুই দরশন। ইহার শ্রবণে হয় বন্ধবিমোচন॥ সঙ্গীসখা ভাই ছত্র শয়ন বাহন। নিত্যানন্দ বহি অন্য নহে কোন জন॥ নানারূপে সেবে প্রভু আপন ইচ্ছায়। যারে দেন অধিকার সেই তাহা পায়॥ আদি দেব মহা যোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব। মহিমার অন্ত ইহা না জানেন সব॥ না জানিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ। পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয়ে তার বাধ॥ চৈতন্যের প্রিয় দেহ নিত্যানন্দ রাম। হউ মোর প্রাণনাথ এই মনস্কাম॥ তাহান প্রসাদে হৈল চৈতন্যেসে মতি। তাহাঁর আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্তুতি॥ রঘুনাথ যদুনাথ যেন নাম ভেদ। এইমত নিত্যানন্দ প্রভু বলদেব॥ সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে। যে

ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চান্দেরে ॥ যেবা গায় এই কথা হইয়া তৎপর। সগো ষ্ঠীরে বর দাতা তারে বিশ্বম্ভর ॥ জগতে দুর্লভ বড় বিশ্বম্ভর নাম। সেই প্রভু চৈতন্য সভার ধন প্রণ ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহুজান। বৃন্দবন দাস তছু পদ যুগে গান ॥ ইতি মধ্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ মিলনং নাম চতুর্থোঽধ্যায় ॥

পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভ।

জয়২ শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর। জয়২ নিত্যানন্দ অনন্ত ঈশ্বর ॥ হেন মতে নিত্যানন্দ সঙ্গে কুতূহলে। কৃষ্ণ কথা রসে সভে হইলা বিহ্বলে ॥ সভে মহাভাগবত পরম উদার। কৃষ্ণ রসে মত্ত সভে করেন হুঙ্কার ॥ হাসে প্রভু নত্যানন্দ চারিদিগে দেখি। বহয়ে আনন্দ ধারা সভাকার আঁখি ॥ দেখিয়া আনন্দ মহামত্ত বিশ্বম্ভর ॥ নিত্যানন্দ প্রতি কিছু করিলা উত্তর ॥ শুন২ নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি। ব্যাস পূজা তোমার হইব কোন ঠাঞি ॥ কালি হৈব পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন। আ পনে বুঝিয়া বল যথা লয় মন ॥ নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গীত। হাতে ধরি আনিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত ॥ হাসি বোলে নিত্যানন্দ শুন বিশ্বম্ভর। ব্যাস পূজা এই মোর বামনার ঘর ॥ শ্রীবাসের প্রতি বলে প্রভু বিশ্বম্ভর। বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর ॥ শ্রীবাস বলেন প্রভু কিছু নাহি ভার। তোমার প্রসাদে সর্ব্ব ঘরেই আমার ॥ বস্ত্র মুদ্রা যজ্ঞ সূত্র ঘৃত গুয়া পান। বিধি যোগ্য যত সজ্জ সব বিদ্যমান ॥ পদ্ধতি পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব। কালি মহাভাগ্য ব্যাস পূজন দে খিব ॥ প্রতী হঞা মহাপ্রভু শ্রীবাসেরে বোলে। হরি হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব সকলে ॥ বিশ্বম্ভর বোলে শুন শ্রীপাদ গোসাঞি। শুভ কর সভে পণ্ডিতের ঘর যাই ॥ আ নন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে। সেইক্ষণে আজ্ঞা লই করিলা গমনে ॥ সর্ব্বগণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর। রামকৃষ্ণ বেড়ি যেন গোকুল কিঙ্কর ॥ প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাস মন্দিরে। বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সভার শরীরে ॥ কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়। আপ্তগণ বিনা আর যাইতে না পায় ॥ কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিল ঠাকুর। উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি বাহগেল দুর ॥ ব্যাস পূজা অধিবাস উল্লাস কীর্ত্তন দুই প্রভু নাচে গায় বেড়ি ভক্তগণ ॥ চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই। দোহে দোহা ধ্যান করি নাচে*এক ঠাঞি ॥ হুঙ্কার করয়ে কেহো কেহোবা গর্জ্জন। কেহে৷ মূর্চ্ছা যায় কেহো করয়ে ক্রন্দন ॥ কম্পস্বেদ পুলকে আনন্দে মূর্চ্ছা যত। ঈশ্বরের বিকার কহিতে জানি কত ॥ স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুই জন। ক্ষণে কোলা কোলি করি করয়ে ক্রন্দন ॥ দোহাঁর চরণ দোহেঁ ধরিবারে চাহে। পরম চতুর

দোহে কেহ নাহি পায়ে॥ পরম আনন্দে দোহে গড়াগড়ি যায়। আপনা না জানে দোহেঁ আপন লীলায়॥ বাহ্য দূর হইল বসন নাহি রহে। ধরয়ে বৈষ্ণবগণ ধরণ না যায়ে॥ যে ধরয়ে ত্রিভুবন কে ধরিবে তারে। মহামত্ত দুই প্রভু কীর্ত্তন বিহরে॥ বোল২ বলি ডাকে শ্রীগৌর সুন্দর। সিঞ্চিত আনন্দ জলে সর্ব্ব কলেবর॥ চিরদিনে নিত্যানন্দ পাই অভিলাষে। বাহ্য নাহি আনন্দ সাগর মাঝে ভাসে॥ বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি মনোহর। নিজশির লাগেগিয়া চরণ উপর॥ টলমল ভূমি নিত্যানন্দ পদতলে। ভূমিকম্প হেন মানে বৈষ্ণবসকলে॥ এইমত আনন্দে নাচেন দুইনাথ। সেউল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কাত॥ নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর। বলরাম ভাবে উঠে খট্টার উপর॥ মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম ভাবে। মদ আন মদ আন বলি ঘন ডাকে॥ নিত্যানন্দ প্রতি বোলে শ্রীগৌর সুন্দর। ঝাট মোরে দেহ হল মুষল সত্বর॥ পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু নিত্যানন্দ। করে দিলা করপাতি নিলা গৌরচন্দ্র॥ করে দেখে কেহো আর কিছুই না দেখে। কেহবা দেখিল হলমুষল প্রত্যেকে॥ যারে কৃপা করে সেই ঠাকুর সে জানে। দেখিলেও শক্তি নাহি কহিতে কথনে॥ এসব নিগুঢ় কথা কেহ মাত্র জানে। নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই সবজন স্থানে॥ নিত্যানন্দ স্থানে হল মুষল লইয়া। বারুণী২ প্রভু বোলে মত্তহঞা। কারো বুদ্ধি নাহিস্ফুরে না বুঝি উপায়॥ অন্যোন্যে সভার বদন সভে চায়॥ যুকতি করয়ে সভে মনেতে ভাবিয়া॥ ঘট ভরি গঙ্গাজল সভে দিল লঞা। সর্ব্বজনে দেইজল প্রভু করে পান। সত্য যেন কদম্বরী পীয়ে হেন জ্ঞান॥ চতুর্দ্দিগে রামস্তুতি পড়ে ভক্তগণ। নাঢ়া২ নাঢ়া পভু বোলে অনুক্ষণ॥ সঘনে ঢুলায়ে শির নাঢ়া নাঢ়া বোলে। নাঢ়ার সন্দর্ভ কেহো না বুঝে সকলে॥ সভেই বলেন প্রভু নাঢ়াবল কারে। প্রভুবোলে আইলাম যাহার হুঙ্কারে॥ অদ্বৈত আচার্য্যবলি কথা কহি যার। সেই নাঢ়া লাগি মোর এই অবতার॥ মোহরে আনিয়া নাঢ়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া। নিশ্চিন্তে থাকিল গিয়া হরিদাস লঞা॥ সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার। ঘরে ঘরে কীর্ত্তন করিব পরচার বিদ্যাধন কুলজ্ঞান তপস্যার মদে। মোর ভক্ত স্থানে যার আছে অপরাধে॥ সে অধম সভারে না দিব প্রেমযোগ। নাগরিক প্রতি দিনু ব্রহ্মাদির ভোগ॥ শুনিয়া আনন্দে ভাসে সর্ব্ব ভক্তগণ। ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন॥ কিচাঞ্চল্য করিলাম প্রভু জিজ্ঞাশয়। ভক্তগণ বলে কিছু উপাধিক্য নয়॥ সভারে করেন প্রভু প্রেম আলিঙ্গন। অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্বজন॥ হাসে সব ভক্তগণ প্রভুর কথায়। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায়॥ সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ। প্রেমরসে বিহ্বল হইয়া প্রভু শেষ॥ ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে দিগম্বর। বাল্যভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব্ব কলেবর॥ কোথাবা থাকিল দণ্ডকোথা কমণ্ডুল।

কোথাবা বসন গেল নাহি আদি মূল ॥ চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহাধীর। আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির ॥ চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ সবে মানে। নিত্যানন্দ মত্ত সিংহ আর নাহি জানে ॥ স্থিরহও কালি পূজিবারে চাহব্যাস। স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজবাস ॥ ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে। নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাস মন্দিরে ॥ কতোরাত্র্যে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া। নিজদণ্ড কমুণ্ডল ফেলিলা ভাঙ্গিয়া ॥ কেবুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অগম্য। কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ কমুণ্ডল দণ্ড প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই পণ্ডিত। ভাঙ্গা দণ্ড কমুণ্ডল দেখিয়া বিস্মিত ॥ পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে। শ্রীবাস বলেন যাহ ঠাকুরের স্থানে ॥ রামাইর মুখে শুনি আইলা ঠাকুর। বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর ॥ দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া। করিলেন গঙ্গাস্নান নিত্যানন্দ লৈয়া ॥ শ্রীবাসাদি সভাই চলিলা গঙ্গাস্নানে। দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায়ে আপনে ॥ চঞ্চল সে নিত্যানন্দ না মানে বচন। তবে একবার প্রভু করয়ে মজ্জন ॥ কুম্ভীর দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়। গদাধর শ্রীনিবাস করে হায় হায় ॥ সাঁতারে গঙ্গার মাঝে নির্ভয় শরীর। চৈতন্যের বাক্যেমাত্র কিছু হয় স্থির ॥ নিত্যানন্দ প্রতি ডাকি বলে বিশ্বম্ভর। ব্যাস পূজা আজি ঝাট করহ সত্বর ॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে। স্নান করি গৃহে আইলেন প্রভু সনে ॥ আসিয়া মিলিলা সব ভাগবতগণ। নিরবধি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিতে কীর্ত্তন ॥ শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাস পূজার আচার্য্য। চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সবকার্য্য ॥ মধুর২ সভে করেন কীর্ত্তন। শ্রীবাস মন্দির হৈল বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞাতা সেই ঠাকুর পণ্ডিত। করিলা সকল কার্য্য বিধি যে বোধিত ॥ দিব্য গন্ধ সহিত সুন্দর বনমালা। নিত্যানন্দ হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা ॥ শুন২ নিত্যানন্দ এই মালাধর। বচন পড়িয়া বেদব্যাস নমস্কার ॥ শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা। ব্যাস তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব অভীষ্ট পাইবা ॥ যত শুনে নিত্যানন্দ করে হয় হয়। কিসের বচন পাঠ প্রবোধ না লয় ॥ কিবোল যে ধীরে২ বুঝন না যায়। মালা হাতে করি পুনঃ চারিদিগে চায় ॥ প্রভুরে ডাকিয়া বোলে শ্রীবাস উদার। না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার ॥ শ্রীবাসের বাক্য শুনি শ্রীগৌর সুন্দর। ধাইয়া সমুখে প্রভু আইলা সত্বর ॥ প্রভু বোলে নিত্যানন্দ শুনহ বচন। মালাদিয়া কর ঝাট ব্যাসের পূজন ॥ দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর। মালা তুলি দিলা তাঁর মস্তক উপর ॥ চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল। ছয় ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল ॥ শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শ্রীহল মূষল। দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলা নিতাই বিহ্বল ॥ ষড়্‌ভুজ দেখিয়া মূর্চ্ছা পাইলা নিতাই। পড়িলা পৃথিবী তলে ধাতু মাত্র নাই ॥ ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ। রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ করেন স্মরণ ॥ হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন। কক্ষে তালি দেয় ঘন বিশাল গর্জ্জন ॥ মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ ষ

ড়্ভুজ দেখিয়া। আপনে চৈতন্য তোলে গায়ে হাত দিয়া॥ উঠ২ নিত্যানন্দ স্থির কর চিত। সংকীর্ত্তন শুনযে তোমার সমীহিত॥ যে কীর্ত্তন নিমিত্ত করিলা অবতার। সে তোমার সিদ্ধ হৈল কিবা চাহ আর॥ তোমার সে প্রেম ভক্তি তুমি ভক্তিময়। বিনা তুমি দিলে কার ভক্তি নাহি হয়॥ আপনা সম্বরি উঠ নিজ জন চাহ। যাহারে তোমার ইচ্ছা তাহারে বিলাহ॥ তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে। ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে॥ পাইলা চৈতন্য প্রভু প্রভুর বচনে। হইলা আনন্দ ময় ষড়্ভুজ দর্শনে॥ যে অনন্ত হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র। সেই প্রভু অবিস্ময় জান নিত্যানন্দ॥ ছয় ভুজ দৃষ্টি তানে কোন অদভুত। অবতার অনুরূপ এসব কৌতুক॥ রঘুনাথ প্রভু যেন পিণ্ডদান কৈল। প্রত্যক্ষ হইয়া আসি দশরথ নিল॥ সে যদি অদ্ভুত হয়ে এতবে অদ্ভুত। নিশ্চয় যে এসকল কৃষ্ণের কৌতুক॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের স্বভাব সর্ব্বথা। তিলার্দ্ধেক দাস্যভাব না হয় অন্যথা॥ লক্ষ্মণের স্বভাব যে হেন অনুক্ষণ। সীতার বল্লভ দাস্য মন প্রাণধন॥ এইমত নিত্যানন্দ স্বরূপের মন। চৈতন্য চন্দ্রের দাস্যে প্রীত অনুক্ষণ॥ যদ্যপিও অনন্ত ঈশ্বর নিরাশ্রয়। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের হেতু জগন্ময়॥ সর্ব্ব সৃষ্টি যে সময়ে তিরোভাব হয়। তখন অনন্তরূপ সর্ব্ববেদে কয়॥ তথাপিও শ্রীঅনন্তদেবের স্বভাব। নিরবধি প্রেম দাস্যভাবে অনুরাগ॥ যুগে২ প্রতি অবতারে অবতারে। স্বভাব তাহার দাস্য বুঝহ বিচারে॥ শ্রীলক্ষ্মণ অবতারে অনুজ হইয়া। নিরবধি সেবেন অনন্ত দাস হঞা॥ অন্ন জল নিদ্রাছাড়ি শ্রীরাম চরণ। সেবিয়াও আকাঙ্ক্ষা না পূরে কোন ক্ষণ॥ জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম অবতারে॥ দাস্য ভাব কভু না ছাড়িলেন অন্তরে॥ স্বামি করি শব্দ সে বলেন কৃষ্ণ প্রতি। ভক্তি বিনা কখন না হয় অন্য মতি॥ ইহাতে যে বলরাম নিত্যানন্দ প্রতি। ভক্ত জ্ঞানে হেলা করে সেই মুঢ়মতি॥ সেবা বিগ্রহ প্রতি অনাদর যার॥ বিষ্ণু স্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার॥ তথাহি॥ অজগুলক্ষ্মণং মন্ত্রং রামচন্দ্র জপেৎ ভুযঃ। তস্য কার্য্যং নসিদ্ধ্যেত কল্পকোটি শতৈরপি। ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দ্য যদ্যপি কমলা। তভু তাঁর স্বভাব চরণ সে রাখেলা। সর্ব্বশক্তি সমন্বিত শেষ ভগবান। তথাপি স্বভাব ধর্ম্ম সেবা সে তাহান॥ অতএব তাহাঁর যে স্বভাব কহিতে। সন্তোষ পায়েন প্রভু সকলইহতে॥ ঈশ্বরের স্বভাব কেবল ভক্তি বশ। বিশেষ প্রভুর সুখ শুনিতে এ যশ॥ স্বভাব কহিতে বিষ্ণু বৈষ্ণবের প্রীত। অতএব বেদে কহে স্বভাব চরিত॥ বিষ্ণু বৈষ্ণবের তত্ত্ব যে কহে পুরাণে। তাহার মহিমা অন্য জন নাহি জানে॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের একবাক্য মন। চৈতন্য ঈশ্বর মুঞি তান একজন॥ অহর্নিশ শ্রীমুখেতে নাহি অন্য কথা। মুঞি তান মোর সেই ঈশ্বর সর্ব্বথা॥ চৈতন্যের সঙ্গে যে আমারে স্তুতি করে। সেই সে মোহর ভৃত্য পাইবেক মোরে॥ আপনে কহিয়াছেন

ষড়ভুজ দর্শন। তান প্রীতে কহি তান এসব কথন॥ পরমার্থে নিত্যানন্দ তাহান হৃদয়ে। দোহেঁ দোহাঁ দেখিতে আছেন সুনিশ্চয়ে॥ তথাপিহ অবতার অনুরূপ খেলা। করেন ঈশ্বর সেবা কে বুঝে তান লীলা॥ মুখে যে স্বীকার প্রভু করয়ে আপনে। তাহাগায় বর্ণবেদে ভাগবত পুরাণে॥ যে কর্ম্ম করয়ে প্রভু সেই হয় বেদ। তাহাগায় সর্ব্ব বেদে ছাড়ি সর্ব্বভেদ॥ ভক্তিযোগ বিনা ইহা বুঝন না যায়। জানে কথো জন গৌরচন্দ্রের কৃপায়॥ নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল। তবে যে কলহ দেখ সবকুতুহল॥ ইহা না বুঝিয়া কোনো কোনো বুদ্ধিনাশ। একবন্দে আর নিন্দে যাইবেক নাশ॥ তথাহি নারদীয়ে॥ অভ্যর্চ্চয়িত্বা প্রতিমা সুবিষ্ণুংনিন্দন্ জনে সর্ব্বগতং তমেব। অভ্যর্চ্চ পাদৌহি দ্বিজস্য মূর্দ্ধ্নি প্রহৃত বাজ্ঞো নরকং প্রয়াতি॥ বৈষ্ণব হিংসার কার্য্য সে থাকুকদূরে। সহজ জীবের যে অধমে পীড়া করে॥ পূজিয়াত বিষ্ণু সে পূজার দ্রোহকরে। পূজাও নিষ্ফল তার আর দুঃখে মরে॥ সর্ব্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু না জানিয়া। বিষ্ণু পূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া॥ এক হস্তে যেন বিপ্রচরণ পাখালে। আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায়ে কপালে॥ এসব জনের কি কুশল কোন ক্ষণে। হইয়াছে হইবেক বুঝ ভাবি মনে॥ যত পাপ হয় প্রজা জনের হিংসনে। তার শত গুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দনে॥ শ্রদ্ধাকরি মূর্ত্তি পূজে ভক্ত না আদরে। মূর্খনীচ পতিতেরে দয়ানাহি করে॥ এক অবতার ভজে না ভজয়ে আর। কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ভেদ ব্যবহার॥ বলরাম শিবপ্রতি প্রীতি নাহি করে। ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এসব জনেরে॥ তথাহি॥ অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। নতদ্ভক্তে ষুচান্যেষু সভক্তঃ প্রাকৃত স্মৃতঃ॥ প্রসঙ্গে কহিল ভক্তাধমের লক্ষণ। পূর্ণ হৈল নিত্যানন্দ ষড়ভুজদর্শন॥ এই নিত্যানন্দের ষড়ভুজদরশন ইহা যে শুনয়ে তার বন্ধ বিমোচন॥ বাহ্যপাই নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন। মহানদী বহে দুই কমল নয়ন॥ সভাপ্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন। পূর্ণ হৈল ব্যাস পূজা করহ কীর্ত্তন॥ পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সভে আনন্দিত। চৌদিগে উঠিল কৃষ্ণ ধ্বনি আচম্বিত॥ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র নাচে একঠাঞি। মহামত্ত দুইজন কার বাহ্য নাই॥ সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল। ব্যাস পূজা মহোৎসব মহাকুতূহল॥ কোহো নাচে কোহোগায় কোহো গড়ি যায়। সভেই চরণ ধরে যে যাহার পায়॥ চৈতন্য প্রভুর মাত জগতের আই। নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই॥ বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ দেখেন যখনে। দুইজন মোর পুত্র বাসে হেনমনে॥ ব্যাসপূজা মহোৎসব পরম উদার। অনন্ত প্রভু সে ইহাপারে বর্ণিবার॥ সূত্র করি কহি কিছু চৈতন্য চরিত। যেতেমতে কৃষ্ণ গাইলে সে হয় হিত॥ দিন অবশেষ হৈল ব্যাস পূজার রঙ্গে। নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর সঙ্গে॥ পরম আনন্দে মত্ত ভাগবতগণ। হাঁ কৃষ্ণ বলিয়াসভে করেন ক্রন্দন॥ এইমত নৃত্যভক্তি যোগ প্রকাশিয়া। স্থির হৈলা বিশ্ব

ম্ভুর সর্ব্বগণ লঞা॥ ঠাকুর পণ্ডিত প্রতি বোলে বিশ্বম্ভর। ব্যাসের নৈবেদ্য সব আ নহ সত্বর॥ ততক্ষণে আনিলেন সর্ব্বউপহার। আপনেই প্রভুহস্তে দিলেন সভার॥ প্রভুর হস্তেরদ্রব্য পাই ততক্ষণ॥ আনন্দে ভোজনকরে ভাগবতগণ॥ যতেক আছি ল সেই বাড়ির ভিতরে। সভারে ডাকিয়া প্রভু দিল নিজকরে॥ ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য হেনমানে। তাহাখায় বৈষ্ণবের দাসদাসীগণে॥ এসব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে। এতেক শ্রীবাসভাগ্য কেবলিতে পারে॥ এইমত নানাদিনে নানা সেকৌতুকে নবদ্বীপে হয় নাহি জানে সর্ব্ব লোকে॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র পহুজান॥ বৃন্দা বন দাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি মধ্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ ব্যাস পূজা পঞ্চমোহ ধ্যায়॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ॥

জয়২ জগত জীবন গৌরচন্দ্র। দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ দ্বন্দ্ব॥ জয়২ শ্রীশ চীনন্দন বিশ্বম্ভর॥ জয়২ জয় গৌরচন্দ্রের কিঙ্কর। জয় শ্রীপরমানন্দ পুরীর জীবন জয় দামোদর স্বরূপের প্রাণধোন॥ জয় রূপ সোনাতন প্রিয় মহাশয়। জয় জগ দীশ গোপীনাথের হৃদয়॥ জয়২ দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ। জীব প্রতি কর প্র ভু শুভদৃষ্টিপাত॥ হেনমতে নিত্যানন্দ সঙ্গে গৌরচন্দ্র। ভক্তগণ লৈয়া করে সংকীর্ত্তন রঙ্গ। এখনে শুনহ অদ্বৈতের আগমন॥ মধ্যখণ্ডে যেমতে হইল দরশ ন॥ একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর আবেশে। রামাইরে আজ্ঞা করিলেন পূর্ণ রসে॥ চলহ রামাই তুমি অদ্বৈতের বাস। তার স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ॥ যার লাগি করিলে বিস্তর আরাধন। যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন॥ যার লাগি করিলে বিস্তর উপবাস। সে প্রভু তোমার আসি হইলা প্রকাশ॥ ভক্তিযোগ বি লাইতে তান আগমন। আপনে আসিয়া ঝাট কর বিবর্ত্তন॥ নির্জনে কহিয় নি ত্যানন্দ আগমন। যে কিছু দেখিলে তানে কহিয় কথন॥ আমার পূজার সব উ পহার লঞা। ঝাট আসিবারে বোলো সস্ত্রীক হইয়া॥ শ্রীবাস অনুজ রাম আজ্ঞা শিরে করি। সেইক্ষণে চলিলা সঙরি হরি হরি॥ আনন্দে বিহ্বল পথ না জানে রামাই। শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা লই গেলা সেই ঠাঞি॥ আচার্য্যেরে নমস্করি রামাই পণ্ডিত। কহিতে না পারে কথা আনন্দে পূর্ণিত॥ সর্ব্বজ্ঞ অদ্বৈত ভক্তিযোগের প্রভাবে। আইল প্রভুর আজ্ঞা জানিয়াছে আগে॥ রামাই দেখিয়া হাসি বলেন বচন। বুঝি আজ্ঞা হৈল আমা নিবার কারণ॥ করজোড় করি বলে রামাই পণ্ডিত সকল জানিয়া আছ চলহ ত্বরিত॥ আনন্দে বিহ্বল হঞা আচার্য্য গোসাঞি। হেন

নাহি জানয়ে আছয়ে কোন ঠাঞি॥ কে বুঝয়ে অদ্বৈতের চরিত্র গহন। জানিয়াও নানামত করয়ে কথন॥ কোথা বা গোসাঞি আইলা মানুষ ভিতরে। কোন শাস্ত্রে বলে নদীয়ায় অবতারে॥ মোর শক্তি অধ্যাত্ম বৈরাগ্য জ্ঞান মোর। সকল জানয়ে শ্রীনিবাস ভাই তোর॥ অদ্বৈতের চরিত্র রামাই ভাল জানে। উত্তর না করে কিছু হাসেন মনে মনে॥ এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ। সুকৃতির ভাল দুষ্কৃতির কার্য্যবাদ॥ পুন বোলে কহ কহ রামাই পণ্ডিত। কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত॥ বুঝিলেন আচার্য্য হইলা শান্তচিত। তখন কান্দিয়া কহে রামাই পণ্ডিত॥ যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন। যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস। সেই প্রভু তোমার আসি হইলা প্রকাশ॥ ভক্তি যোগ বিলাইতে তান আগমন। তোমার সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্ত্তন॥ যড়ঙ্গ পূজার বিধি যোগ্য সজ্জ লঞা। প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের হৈল আগমন। প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তোমার জীবন॥ তুমি সে তাহানে জান মুঞি কি বলিব। ভাগ্য থাকে মোর তবে একত্র দেখিব॥ রামাইর মুখে যবে এতেক শুনিলা। তখনে তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা॥ কান্দিয়া হইলা মূর্চ্ছ আনন্দ সহিত। দেখিয়া সকলগণ হইলা বিস্মিত॥ ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য করয়ে হুঙ্কার আনিলোঁ২ বলি প্রভু আপনার॥ মোরলাগি প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া। এত বলি কান্দে পুনঃ ভূমিতে পড়িয়া॥ অদ্বৈত গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা। প্রভুর প্রকাশ শুনি কান্দে আনন্দিতা॥ অদ্বৈতের তনয় অচ্যুতানন্দনাম। পরম বালক সেহো কান্দে অবিরাম॥ কান্দেন অদ্বৈত পত্নী পুত্রের সহিতে। অনুচর সববোঁ়ে কান্দে চারিভিতে॥ কেবা কোনদিগে কান্দে নারি পরাপর। কৃষ্ণপ্রেম ময় হৈল অদ্বৈতের ঘর॥ স্থিরহয় অদ্বৈত হইন্তে নারেস্থির। ভাবাবেশে নিরবধি দোলায় শরীর॥ রামাঞিরে বলে প্রভু কি বলিলা মোরে। রামাই বলেন ঝাট চলিবার তরে॥ অদ্বৈত বলয়ে শুন রামাই পণ্ডিত। মোর প্রভু হয় তবে মোহর প্রতীত॥ আপন ঐশ্বর্য্য যদি আমারে দেখায়। শ্রীচরণ তুলিদেয় মোহর মাথায়॥ তবে সে জানিমু মোর হয়ে প্রাণনাথ। সত্য২ সত্য এই কহিল তোমাত॥ রামাই বলেযে প্রভু মুঞি কি বলিব। যদিমোর ভাগ্যথাকে নয়নে দেখিব॥ যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে তাঁহার। তোমার নিমিত্ত প্রভুর এই অবতার॥ হইলা অদ্বৈত তুষ্ট রামের বচনে। শুভযাত্রা উদযোগ করিলা ততক্ষণে॥ পত্নীরে বলিলা ঝাট হও সাবধান। লইয়া পূজার সজ্জ চল আগুয়ান॥ পতিব্রতা সেই চৈতনেরে তত্ত্বজানে। গন্ধপুষ্প ধুপ বস্ত্র অশেষ বিধানে॥ ক্ষীর দধি সুলবনী কর্পূর তাম্বুল। লইয়া চলিলা সব যত অনুকূল॥ সপত্নীকে চলিলা অদ্বৈত মহাপ্রভু। রামেরে নিষেধে

ইহা না কহিবা কভু॥ না আইলা আচার্য্য তুমি বলিবা বচন। দেখোঁ প্রভু মোরে তবে কি করে তখন॥ গুপ্তে থাকোঁ মুঞি নন্দন আচার্য্যের ঘরে। না আইল বলি তুমি কহিবা গোচরে॥ সভার হৃদয়ে বৈসে প্রভু বিশ্বম্ভর। অদ্বৈত সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর॥ আচার্য্যের আগমন জানিয়া আপনে। ঠাকুর পণ্ডিত গৃহে চলিলা তখনে॥ প্রায় যত চৈতন্যের নিজ ভক্তগণ। প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিলা তখন॥ আবেশিত চিত্ত প্রভুর সভেই বুঝিয়া। সশঙ্কে আছেন সভে নিরব হইয়া॥ হুঙ্কার করিয়া প্রভু ত্রিদশের রায়। উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায়॥ নাঢ়া আইসে নাঢ়া আইসে বোলে বার বার। নাঢ়া চাহে মোর ঠাকুরালি দেখিবার॥ নিত্যানন্দ জানে সব প্রভুর ইঙ্গীত। বুঝিয়া মস্তকে ছত্র ধরিল ত্বরিত॥ গদাধর বুঝি দেই কর্পূর তাম্বূল। সর্ব্বজনে করে সেবা যেন অনুকূল॥ কেহো পড়ে স্তুতি কেহো কোন সেবাকরে। হেনই সময়ে আসি রামাই গোচরে॥ নাহি কহিতেই প্রভু বোলে রামাইরে। মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইল তোরে॥ নাঢ়া আইসে বলি প্রভু মস্তক ঢুলায়। জানিয়াও নাঢ়া মোরে চালয়ে সদায়॥ এথাই রহিলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে। মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইল তোরে॥ আনগিয়া শীঘ্র তুমি এথাই তাহানে। প্রসন্ন শ্রীমুখ আমি বলিল আপনে॥ আনন্দে চলিলা পুনঃ রামাই পণ্ডিত। সকল অদ্বৈত স্থানে কহিলা বিদিত॥ শুনিয়া আনন্দে ভাষে অদ্বৈত আচার্য্য। আইলা প্রভুর স্থানে সিদ্ধ হৈল কার্য্য॥ দূরে হৈতে দণ্ডবৎ করিতে২। সস্ত্রীকে আইসে স্তব পঢ়িতে২॥ পাইয়া নির্ভয় পদ হইলা সম্মুখে। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অপরূপ রূপ দেখে॥ দেখেন কন্দর্পকোটি লাবণ্য সুন্দর। জ্যোতির্ম্ময়কনক সকল কলেবর॥ প্রসন্ন বদনকোটি চন্দ্রের ঠাকুর। অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর॥ দুইবাহু কোটি কনকের স্তম্ভ যিনি। তথিরত্ন অভরণ রত্নের খিচনি॥ শ্রীবৎস কৌস্তভ মহামণি শোভে বক্ষে। মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তীর মালা দেখে॥ কোটি মহাসূর্য্য যিনি তেজনাহি অন্ত। পাদ পদ্মে রমাছত্র ধরয়ে অনন্ত॥ কিবা নখ কবামণি নাপারি চিনিতে। ত্রভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে॥ কিবা প্রভু কিবাগণ কিবা অলঙ্কার। জ্যোতির্ম্ময় বহি কিছু নাহি দেখে আর॥ দেখে পড়িয়াছে চারিপঞ্চ ছয়মুখ। মহাভয়ে স্তুতি করে নারদাদি শুক॥ মকর বাহন রথ এক বরাঙ্গনা। দণ্ড পরণামে আছে যেন গঙ্গাসমা॥ তবে দেখে স্তুতি করে সহস্র বদন। চারিদিগে দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ॥ উলটিয়া চাহে নিজ চরণের তলে। সহস্র২ দেব পড়ি কৃষ্ণ বলে॥ যেপূজার সময়ে যেদেব পূজাকরে। তাহিদেখে চারিদিগে চরণের তলে॥ দেখিয়া সম্ভ্রমে দণ্ড পরণাম ছাড়ি। উঠিলা অদ্বৈত অদভুত দেখি বড়ি॥ দেখে সপ্ত ফণাধর মহা নাগগণ। উর্দ্ধবাহু স্তুতিকরে তুলিসব ফণ॥ অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্যরথ। গজহংস অশ্বে নিরোধিল বায়ুপথ॥ কো

টি নাগবধূ সব সজল নয়নে। কৃষ্ণ বলি স্তুতিকরে দেখে বিদ্যমানে॥ ক্ষিতি অন্ত রীক্ষ স্থান নাহি অপকাশে। দেখে পড়িয়াছে মহাঋষীগণ পাশে॥ মহাঠাকুরাল দেখি পাইল বিভ্রম। পতি পত্নী কিছু বলিবারে নাহি ক্ষম॥ পরম সদয় অতি প্রভু বিশ্বম্ভর। চাহিয়া অদ্বৈত প্রতি করিলা উত্তর॥ তোমার সকল্প লাগি অব তীর্ণ আমি॥ বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি॥ সুতিয়া আছিনু ক্ষীর সাগর ভিতরে। নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর তোমার হুঙ্কারে॥ দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি রহিতে। আমারে আনিলে সবজীব উদ্ধারিতে॥ যতেক দেখিলে চতুর্দ্দিগে মোর গণ। সভার হইল জন্ম তোমার কারণ॥ যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে। তোমাহৈতে তাহা দেখিবেক সর্ব্বজনে॥ রাম কিরি রাগঃ॥ এতেক প্রশ্রয় বাক্য প্রভুর শুনিয়া। উর্দ্ধবাহুকরি কান্দে সস্ত্রীক হইয়া॥ আজি সে সফল মোর দিন পর কাশ। আজি সে সফল কৈনু যত অভিলাষ॥ আজি মোর জন্মদেহ সকল সফল সাক্ষাতে দেখিনু তোর চরণ যুগল॥ ঘোষেমাত্র চারিবেদে যারে নাহি দেখে। হেন তুমি মোরলাগি হৈলা পরতেকে॥ মোর কিছু শক্তি নাহি তোমার করুণা তোমাবহি জীব উদ্ধারিব কোন জনা॥ বলিতে২ প্রেমে ভাসেন আচার্য্য। প্রভু বোলে আমার পূজার কর কার্য্য॥ পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম হরিষে। চৈতন্য চরণ পূজে অশেষ বিশেষে॥ প্রথমে চরণ ধুই সুবাসিত জলে। শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে॥ চন্দনে ডুবাঞা দিল তুলসীমুঞ্জরী। অর্ঘের সহিত দিল চরণ উপরি॥ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ পঞ্চ উপচার। পূজা করে প্রেম জলে বহে মহাধার॥ পঞ্চ শিখা জালি পুন করে বন্ধাপনা। শেষে জয়২ ধ্বনি করয়ে ঘোষণা॥ করিয়া চরণ পূজা ষোড়াশাপচারে। আরবার বস্ত্র দিলা মাল্য অলঙ্কারে॥ শাস্ত্র দৃষ্টে পূজা করি পটল বিধানে। এই শ্লোক পড়ি করে দণ্ড পরনামে॥ তথাহি॥ নমো ব্রহ্মণ দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায়চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ এইশ্লোক পড়ি আগে নমস্কার করি। শেষে স্তুতি করে নানা শাস্ত্র অনুসারি॥ জয়২ সর্ব্ব প্রাণ নাথ বিশ্বম্ভর। জয় জয় গৌর চন্দ্র করুণা সাগর॥ জয়২ ভকতবচন সত্যকারী। জয়২ মহাপ্রভু মহা অবতারি॥ জয়২ সিন্ধুসুতা রূপ মনোরম॥ জয়২ শ্রীবৎস কৌস্তুভ ভূষণ॥ জয় জয় হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ। জয়২ নিজভক্তি গ্রহণ বিলাস॥ জয়২ মহাপ্রভু অনন্ত শয়ন। জয়২ জয় সর্ব্ব জীবের শরণ॥ তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ। তুমি মৎস্য তুমি কূর্ম্ম তুমি সনাতন॥ তুমি সে বরাহ প্রভু তুমিসে বামন। তুমি কর যুগে২ দেবের পালন॥ তুমি রক্ষ কুল হন্তা জানকী জীবন। তুমি গুহ বরদাতা অহল্যা মোচন॥ তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার। হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম যার॥ সর্ব্বদেব চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ। তুমি সে ভোজন কর লীলাচল মাঝ॥ তোমারে সে চারি বেদে

বুলে অন্বেষিয়া। তুমি এথা আসি রহিয়াছ লুকাইয়া॥ লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাবীর। ভক্ত জনে ধরি তোমা করয়ে বাহির॥ সংকীর্ত্তন আরম্ভে তোমার অবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বহি নাহি আর॥ এই তোর দুইখানি চরণ কমল ইহার সে রসে গৌরী শঙ্কর বিহ্বল॥ এই সে চরণ রমা সেবে একমনে। ইহ রসে যশগায় সহস্র বদনে॥ এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ইহার যশগায়॥ সত্য লোক আক্রমিল এই সে চরণে। বলিশির ধন্য হৈল ইহার স্পর্শনে॥ এই সে চরণ হৈতে গঙ্গা অবতার। শঙ্কর ধরিল শিরে মহাবেগ যার॥ কোটি বৃহস্পতি জিনি অদ্বৈতের বুদ্ধি। ভালমতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি॥ বর্ণিতে চরণ ভাসে নয়নের জলে। পড়িলা দীর্ঘল হঞা চরণের তলে॥ সর্ব্ব ভুত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত মাথায়॥ চরণ অর্পণ শিরে করিল যখন। জয়২ মহাধ্বনি হইল তখন॥ অপূর্ব্ব দেখিয়া সভে হইলা বিহ্বল। হরি হরি বলি সভে করে কোলাহল॥ গাড়াগড়ী যায় কেহো মালসাট মারে। কারো গলাধরি কেহো কান্দে উচ্চস্বরে॥ সস্ত্রীকে অদ্বৈত্য হৈলা পূর্ণ মনোরথ। পাইয়া চরণ শিরে পূর্ব্ব অভিমত॥ অদ্বৈতেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর। আরে নাড়া আমার কীর্ত্তনে নৃত্য কর॥ পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা আচার্য্য গোসাঞি। নানা ভক্তিযোগে নৃত্য করে সেই ঠাঞি॥ উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি অতিমনোহর। নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর॥ ক্ষণে বা বিশাল নাচে ক্ষণে বা মধুর। ক্ষণে বা দশনে তৃণ করয়ে প্রচুর॥ ক্ষণে ঘরে উঠে ক্ষণে পড়ি গড়িযায়। ক্ষণে ঘনশ্বাস বহে ক্ষণে মূর্চ্ছাপায়॥ যে কীর্ত্তন যখন শুনয়ে সেই হয়। এক ভাবে স্থির নহে আনন্দে নাচয়॥ অবশেষে আসি সবে রহে দাস্য ভাব। বুঝন না যায় সেই অচিন্ত্য প্রভাব॥ ধাইয়া২ যায় ঠাকুরের পাশে। নিত্যানন্দ দেখিয়া তর্জ্জটি করি হাসে॥ হাসে বোলে ভাল হৈল আইলা নিতাই। এতদিন তোমার নাগালি নাহি পাই॥ যাইবে কোথায় আজি এড়িমু বান্ধিয়া। ক্ষণে বোলে প্রভু ক্ষণে বোলে মাতালিয়া॥ অদ্বৈত চরিত্র হাসে নিত্যানন্দ রায়। একমূর্ত্তি দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায়॥ পূর্ব্বে বলিয়াছি নিত্যানন্দ নানারূপে। চৈতন্যের সেবা করে অশেষ কৌতুকে॥ কোন রূপে কহে কোনরূপে করে ধ্যান। কোনোরূপে ছত্রশয্যা কোনোরূপে জ্ঞান॥ নিত্যানন্দঅদ্বৈত অভেদ করি জান। এই অবতারে জানে যত ভাগ্যবান॥ যে কিছু কলহ লীলা দেখহ দোহাঁর। সে সব অচিন্ত্য রঙ্গ ঈশ্বর ব্যভার॥ অদ্বৈতের নৃত্য দেখে বৈষ্ণব সকল। আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলা কেবল॥ হইল প্রভুর আজ্ঞা রহিবার তরে। ততক্ষণে রহিলেন আজ্ঞা করি শিরে॥ আপন গলার মালা অদ্বৈতেরে দিয়া। বরমাগ বরমাগ বোলয়ে হাসিয়া॥ শুনিয়া অদ্বৈত কিছু না করে উত্তর। মাগ২ পুনঃপুন বোলে বিশ্বম্ভর॥ অদ্বৈত বলয়ে আর কি মাগিব বর

যে বর চাহিনু তাহা পাইনু সকল ॥ তোমারে সাক্ষাৎ করি আপনে নাচিনু। চিত্তের অভীষ্ট যত সকল পাইনু ॥ কি চাহিব আর কিবা শেষে আছে আর। সাক্ষাৎ দেখিনু প্রভু তোর অবতার ॥ কি চাহিব কিবা নাহি জানত আপনে। কিবা নাহিদেহ তুমি দ্রব্য দরশনে ॥ মথা ঢুলাইয়া প্রভু বোলে বিশ্বম্ভর। তোমার নিমিত্তে মুঞি হইনু গোচর ॥ ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার। মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার ॥ ব্রহ্মা শিব নারদাদি যারে তপ করে। হেন ভক্তি বিলাইমু বলিনু তোমারে ॥ অদ্বৈত বলয়ে যদি ভক্তি বিলাইবা। স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥ বিদ্যাধন কুল আদি তপস্যার মদে। তোর ভক্ত তোর ভক্তি যেযে জন বাধে ॥ সে পাপিষ্ট সব দেখি মরুক পুড়িয়া। আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ লৈয়া ॥ অদ্বৈতের বাক্য শুনি করয়ে হুঙ্কার। প্রভু বোলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার ॥ এসব বাক্যের সাক্ষী সকল সংসার। মূর্খ নীচ প্রতি কৃপা হইল তাহার ॥ চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণ গানে। ভট্ট মিশ্র চক্রবর্ত্তি সবে নিন্দাজানে ॥ গ্রন্থ পড়ি মুণ্ড মুণ্ডি কারো বুদ্ধি নাশ। নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥ অদ্বৈতের বোলে প্রেম পাইল জগতে। এ সকল কথা কহি মধ্যখণ্ড হৈতে ॥ চৈতন্যেতে অদ্বৈতেতে যত হৈল কথা। সকল জানেন সরস্বতী জগন্মাতা ॥ সেই ভগবতী সর্ব্ব জনের জিহ্বায়। অনন্ত হইয়া চৈতন্যের যশগায় ॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার। ইথে অপরাধ কিছু নাহউ আমার ॥ সস্ত্রীকে আনন্দ হৈলা আচার্য্য গোসাঞি। অভিমত পাই রহিলেন সেইঠাঞি ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহুজান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ইতি মধ্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত মিলনং ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় আরম্ভ ॥

জয়২ শ্রীগৌর সুন্দর সর্ব্বপ্রাণ। জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতের প্রেমধাম ॥ জয় শ্রীজগদানন্দ শ্রীগর্ভ জীবন। জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রাণধোন ॥ জয় জগদীশ গোপীনাথের ঈশ্বর। জয় হউক যত গৌর চন্দ্র অনুচর ॥ হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গে করয়ে সদায় ॥ অদ্বৈত লইয়া সব বৈষ্ণবমণ্ডল মহা নৃত্যগীত করে কৃষ্ণ কোলাহল ॥ নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে। নিরন্তর বাল্যভাব আর নাহি স্ফুরে ॥ আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়। পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায় ॥ এবে শুন শ্রীবিদ্যানিধির আগমন। পুণ্ডরীকনাম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ॥ প্রাচ্য ভূমি চাটিগ্রাম ধন্য করিবারে। তথা তাঁরে অবতীর্ণ

করিলা ঈশ্বরে ॥ নবদ্বীপে হইলেন ঈশ্বর প্রকাশ। বিদ্যানিধি না দেখিয়া ছাড়েন নিশ্বাস ॥ নৃত্য করি উঠিয়া বসিলা গৌর রায়। পুণ্ডরীক বাপ বলি কান্দে উচ্চ রায় ॥ পুণ্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে। কবে মো দেখিব তোমা আরে বাপরে ॥ হেন চৈতন্যের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি। হেন সব ভক্ত প্রকাশিল গৌর নিধি ॥ প্রভু যে কীর্ত্তন করে তান নাম লঞা। ভক্ত সব কেহ কিছু না বুঝেন ইহা ॥ সভে বোলে পুণ্ডরীক বোলেন কৃষ্ণরে। বিদ্যানিধি নাম শুনি সভেই বিচারে ॥ কোনো প্রিয় ভক্ত ইহা সভে বুঝিলেন। বাহ্যহৈলে প্রভু স্থানে সভে বলিলেন ॥ কোন ভক্ত লাগি প্রভু করহ ক্রন্দন। সত্য আমাসভা প্রতি কহত কথন ॥ আমরা সভের ভাগ্য হউ তানে জানি। তান জন্ম কর্ম্মকোথা কহ প্রভু শুনি ॥ প্রভু বোলে তোমরা সকল ভাগ্যবান। শুনিতে হইল ইৎসা তাহান আখ্যান ॥ পরম অদ্ভুত তান সকল চরিত্র। তান নাম শ্রবণেও সংসার পবিত্র ॥ বিষয়ীর প্রায় তান সব পরিচ্ছেদ। চিনিতে না পারে কেহো তেহোঁযে বৈষ্ণব ॥ চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পণ্ডিত। পরম সাচার সর্ব্বলোকে অপেক্ষিত ॥ কৃষ্ণভক্তি সিন্ধু মাঝে ভাষে নিরন্তর। অশ্রুকম্প পুলকে বেষ্টিত কলেবর ॥ গঙ্গাস্নান না করয়ে পাদ স্পর্শ ভয়ে। গঙ্গার দর্শন করে নিশার সময়ে ॥ গঙ্গায়ে যে সবলোক করে অ নাচার। কল্লোল দন্তধাবন কেশ সংস্কার ॥ এ সকল দেখিলে পায়েন মনে ব্যথা। এতেক দেখেন গঙ্গা নিশায়ে সর্ব্বথা ॥ বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান। দে বার্চ্চন পূর্ব্বে করে গঙ্গাজল পান ॥ তবে যে করেন পূজা আদি নিত্য কর্ম্ম। ইহা সর্ব্ব পণ্ডিতেরে বুঝায়েন ধর্ম্ম ॥ চাটিগ্রামে আছেন এথাও বাড়িআছে। আসি বেন সংপ্রতি দেখিবা কিছু পাছে ॥ তানে ঝাট কেহো চিনিবারে না পারিবা। দেখিলে বিষয়ী জ্ঞান মাত্র সে করিবা ॥ তানে না দেখিয়া আমি স্বাস্থ্য নাহি পাই। সভে তানে আকর্ষিয়া আনহ এথাই ॥ কহি তান কথা প্রভু আবিষ্ট হই লা। পুণ্ডরীক বাপ বলি কান্দিতে লাগিলা ॥ মহা উচ্চস্বরে প্রভু রোদন করেন। তাহান ভক্তির তত্ত্ব তেহোঁ যে জানেন ॥ ভক্ত তত্ত্ব চৈতন্য গোসাঞি মাত্র জানে। সেই ভক্ত জানে যারে কহেন আপনে। ঈশ্বরের আকর্ষণ হৈল তাঁর প্রতি। নবদ্বী পে আসিতে তাহান হৈল মতি ॥ অনেক সেবক সঙ্গে অনেক সম্ভার। অনেক ব্রাহ্মণ সঙ্গে শিষ্য ভক্ত যার ॥ আসিয়া রহিলা নবদ্বীপে গূঢ়রূপে। পরম ভো গীর প্রায় সর্ব্ব লোক দেখে ॥ বৈষ্ণব সমাজ ইহা কেহো নাহি জানে। সবে মাত্র মুকুন্দ জানিলা সেইক্ষণে ॥ মুকুন্দ তাহান তত্ত্ব বিশেষত জানে। এক সঙ্গে মুকু ন্দের জন্ম চাটিগ্রামে ॥ বিদ্যানিধি আগমন জানিয়া গোসাঞি। যে হইল আনন্দ তাহাঁর অন্তনাঞি ॥ কোনো বৈষ্ণবেরে প্রভু না কহে ভাঙ্গিয়া। পুণ্ডরীকো আছেন বিষয়ী প্রায় হৈয়া ॥ যত কিছু তান প্রেম ভক্তির মহত্ব। মুকুন্দ জানেন আর

বাসুদেব দত্ত॥ মুকুন্দের বড় প্রিয় হয় গদাধর। একান্ত মুকুন্দ তান সঙ্গে অনুচর॥ যথাকার যে বার্ত্তা কহেন আসি সব। আজি এথা আইলা এক অদ্ভুত বৈষ্ণব॥ গদাধর পণ্ডিত শুনহ সাবধানে। বৈষ্ণব দেখিতে যে বাঞ্ছহ তুমি মনে॥ অদ্ভুত বৈষ্ণব আজি দেখাব তোমারে। সেবক করিয়া যেন সঙরে আমারে॥ শুনি গদাধর বড় আনন্দ হইলা। সেইক্ষণে কৃষ্ণ বলি দেখিতে চলিলা॥ বসিয়া আছেন বিদ্যানিধি মহাশয়। সমুখে হইল গদাধরের বিজয়॥ গদাধর পণ্ডিত করিলা নমস্কার। বসাইলা আসনে তানে করি পুরস্কার॥ জিজ্ঞাসিলা বিদ্যানিধি মুকুন্দের স্থানে। কিবা নাম ইহাঁর থাকেন কোন গ্রামে॥ বিষ্ণু ভক্তি তেজময় দেখি কলেবর। আকৃতি প্রকৃতি দুই পরম সুন্দর॥ মুকুন্দ বলেন শ্রীগদাধর নাম। শিশু হৈতে সংসার বিরক্ত ভাগ্যবান॥ মাধব মিশ্রের পুত্র কহি ব্যবহারে। সকল বৈষ্ণব প্রীত বাসেন ইহারে॥ ভক্তি পথে রত সঙ্গ ভক্তের সহিতে। শুনিয়া তোমার নাম আইলা দেখিতে॥ শুনি বিদ্যানিধি বড় সন্তোষিত হৈলা। পরম গৌরবে সম্ভাষিবারে লাগিলা॥ বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়। রাজপুত্র যেন করিয়াছেন বিজয়॥ দিব্য খট্টা হিঙ্গুলে পিত্তলে শোভাকরে। দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥ তহি দিব্যশয্যা শোভে অতি সূক্ষ্মবাসে। পট্টনেত বালিস শোভয়ে চারি পাশে॥ বড়ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচসাত। দিব্য পিতলের বাটা পাকাপান তাত॥ দিব্য আলবাটী দুই শোভে দুইপাশে। পানখায় গদাধর দেখি দেখি হাসে॥ দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুইজনে। বাতাস করিতে আছে দেহে সর্ব্বক্ষণে॥ চন্দনের উর্দ্ধ পুণ্ড তিলক কপালে। গন্ধের সহিত তাথি ফাগুবিন্দু মিলে॥ কি কহিব সেবা কেশভারের সংস্কার। দিব্যগন্ধ আমলকি বহি নাহি আর॥ ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন সমান। যে নাচিনে তার হয় রাজপুত্র জ্ঞান সমুখে বিচিত্র একদোলা সাহেবানা। বিষয়ীর প্রায় যেন সকল শোভনা॥ দেখিয়া বিষয়ী রূপ দেব গদাধর। সন্দেহ বিশেষ কিছু হইল অন্তর॥ আজন্ম বিরক্ত গদাধর মহাশয়। বিদ্যানিধি প্রতি কিছু হইল সংশয়॥ ভালত বৈষ্ণবসব বিষয়ীর বেশ। দিব্যভোগ দিব্যবাস দিব্যগন্ধ কেশ॥ শুনিয়াত ভাল ভক্তি আছিল ইহানে। দেখিয়াত ভক্তি সেই গেল দূর মনে॥ বুঝি গদাধর চিত্ত শ্রীমুকুন্দানন্দ। বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিলা আরম্ভ॥ কৃষ্ণের প্রসাদে গদাধর অগোচর। কিছু নাহি অব্যক্ত যেহন মায়াধর॥ মুকুন্দ সুস্বর বড় কৃষ্ণের গায়ন। পড়িলেন শ্লোক ভক্তি মহিমা বর্ণন॥ রাক্ষসী পূতনা শিশু খাইতে নির্দ্দয়া। ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লঞা॥ তাহানেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে। না ভজে অবুধ জীব হেন দয়ালুরে॥ তথাহি শ্রীদশমস্কন্ধে॥ অহোব কীয়ং স্তন কালকূটং জিঘাংশয়া পায় যদপ্যসাধ্বী। লেভেগতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোন্যং কংবাদয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ পূতনা

লোকবালঘ্নি রাক্ষসী রুধিরাশনা। জিঘাংসয়াপি হরয়েস্তনং দত্বাপসদ্গতিং॥ শুনিলেন মাত্র ভক্তিযোগের বর্ণন। বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ নয়নে অপূর্ব্ববহে শ্রীআনন্দ ধারা। যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতারা॥ অশ্রুকম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার। এক কালে হইল সভার অবতার॥ বোলং বলি মহা লাগিলা গর্জ্জিতে। স্থির হৈতে না পারিলা পড়িলা ভূমিতে॥ নাথি আছাড়ের ঘায়ে যতেক শস্তার॥ ভাঙ্গিল সকল রক্ষা নাহি কার আর॥ কোথাগেল দিব্যবাটা দিব্য গুয়াপান। কোথাগেল ঝারি যাতে করে জল পান॥ কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে। প্রেমাবেশে দিব্য বস্ত্র চিরে দুই হাতে। কোথাগেল সেবা দিব্য কেশের সংস্কার॥ ধূলায় লোটায় করে ক্রন্দন অপার॥ শ্রীকৃষ্ণঠাকুর মোর কৃষ্ণ মোর প্রাণ। মোরে সে করিলে কাষ্ঠ পাষাণ সমান॥ অনুতাপ করিয়া কান্দেন উচ্চস্বরে। মুঞিসে বঞ্চিত হৈনু হেন অবতারে। মহা গড়াগড়ি দিয়া পড়য়ে আছাড়। সভে মনে ভাবে যেন চূর্ণ হৈল হাড়॥ হেন সে হয়েন কম্প ভাবের বিকারে। দশ জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥ বস্ত্রশয্যা ঝারী বাটী সকল সম্ভার। পদাঘাতে সব গেল কিছু নাহি আর॥ সেবক সকল যে করিল সম্বরণ। সকলে রহিল গিয়া ব্যবহার ধন॥ এইমত কতোক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া। আনন্দে মূর্চ্ছিত হই থাকিলা পড়িয়া॥ তিলমাত্র ধাতু নাহি সকল শরীরে। ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দ সাগরে দেখি গদাধর মহা হইলা বিস্মিত। তখনে সে মনে মহা হইল চিন্তিত॥ হেন মহাশয়ে মুঞি অবিজ্ঞা করিনু। কোন বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইনু॥ মুকুন্দেরে পরম সন্তোষে করি কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গতান প্রেমানন্দ জলে॥ মুকুন্দ আমার তুমি কৈলে বন্ধুকার্য্য। দেখাইলে ভক্তি বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য॥ এমত বৈষ্ণব কি আছেনে ত্রিভুবনে। ত্রিলোক পবিত্র হয় ভক্তি দরশনে॥ আজি আমি এড়াইনু পরম সঙ্কট। সেহোষে কারণ তুমি আছিলা নিকট॥ বিষয়ীর পরিচ্ছেদ দেখিয়া উহান। বিষয়ী বৈষ্ণব মোর চিত্তে হৈল জ্ঞান॥ বুঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয়। প্রকাশিলা পুণ্ডরীক ভক্তির উদয়॥ যত খানি আমি করিয়াছি অপরাধ। ততখানি করাইমুচিত্তের প্রসাদ॥ এপথে প্রবিষ্ট যত সব ভক্তগণ। উপদেষ্টা অবশ্য করেন একজন॥ এপথেত আমি উপদেষ্টা নাহি করি। ইহানেই স্থানে মন্ত্র উপদেশ ধরি॥ ইহানে অবিজ্ঞা যত করিয়াছি মনে। শিষ্যহৈলে সবদোষ ক্ষমিবে আপনে॥ এই ভাবি গদাধর মুকুন্দের স্থানে। দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে॥ শুনিয়া মুকুন্দ বড় সন্তোষ হইলা। ভালং বলি বড় শ্লাঘিতে লাগিলা॥ প্রহর দুইতে বিদ্যানিধি মহাধীর। বাহ্য হই বসিলেন হইয়া সুস্থির॥ গদাধর পণ্ডিতের নয়নের জলে। অন্তনাহি ধারা অঙ্গ তিতিল সকলে॥ দেখিয়া সন্তোষে বিদ্যানিধি মহাশয়। কোলে করি থুইলেন আপন হৃদয়॥ পরম সংভ্রমে রহিলেন গদাধর। মুকুন্দ কহেন তান

মনের উত্তর॥ ব্যবহার ঠাকুরাল দেখিয়া তোমার। পূর্ব্ব কিছু চিত্ত দুষি আছিল উহার ॥ এবেতার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিলা আপনে। মন্ত্রদীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে॥ বিষ্ণু ভক্ত বিরক্ত শৈশবে বিজ্ঞরীত। মাধব মিশ্রের কুল নন্দন উচিত ॥ শিশু হৈতে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর। গুরু শিষ্য যোগ্য পুণ্ডরীক গদাধর ॥ আপনে বুঝিয়া চিত্তে এক শুভদিনে। নিজ ইষ্টমন্ত্র দীক্ষা করাহ ইহানে। শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। আমারেত মহারত্ন মিলাইল বিধি ॥ করাইমু ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই। বহু জন্ম ভাগ্যেতে এমত শিষ্য পাই ॥ এই যে আইসে শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী। সর্ব্ব শুভ লগ্ন ইথি মিলিবেক আসি ॥ ইহাতে সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে তোমার। শুনি গদাধর হর্ষে হৈলা নমস্কার ॥ সে দিন মকুন্দ সঙ্গে হইয়া বিদায় আইলেন গদাধর যথা গৌর রায় ॥ বিদ্যানিধি আগমন শুনি বিশ্বম্ভর। অনন্ত হরিষ প্রভু হইলা অন্তর ॥ বিদ্যানিধি মহাশয় অলক্ষিতরূপে। রাত্রি করি আইলেন প্রভুর সমীপে ॥ সর্ব্ব সঙ্গ ছাড়ি একেশ্বর মাত্র হৈয়া। প্রভু দেখি মাত্র পড়িলেন মূর্চ্ছা হৈয়া ॥ দণ্ডবৎ প্রভুরে না পারিলা করিতে। আনন্দে মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে ॥ ক্ষণেক চৈতন্য পাই করিলা হুঙ্কার। কান্দে আপনাকে পুন করিয়া ধিক্কার ॥ কৃষ্ণরে জীবন কৃষ্ণরে মোর বাপ। মুঞি অপরাধিরে কতেক দেহ তাপ ॥ সর্ব্ব জগতের বাপ উদ্ধার করিলে। সবে মাত্র মোরে তুমি একলা বঞ্চিলে ॥ বিদ্যানিধি হেন কোন বৈষ্ণব না চিনে। সভেই কান্দেন মাত্র তাহার ক্রন্দনে ॥ নিজ প্রিয়তম জানি শ্রীভক্ত বৎসল। সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর ॥ পুণ্ডরীক বাপ বলি কান্দেন ঈশ্বর। বাপ দেখিলাম আজি নয়ণ গোচর॥ তখনে সে জানিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ। বিদ্যানিধি গোসাঞির হৈল আগ মন ॥ তখনে সে হৈল সর্ব্ব বৈষ্ণবের ক্রন্দ ন। পরম অদ্ভুত তাহা না জায় বর্ণন ॥ বিদ্যানিধি বক্ষে করি শ্রীগৌর সুন্দর। প্রেম জলে সিঞ্চিলেন তান কলেবর ॥ প্রিয়তম জানিয়া প্রভুর ভক্তগণে। প্রীত ভয় আপ্ততা সভার হৈল তানে ॥ বক্ষে হৈতে বিদ্যানিধি না ছাড়ে ঈশ্বরে। লিন হৈলা প্রভু যেন তাহার শরীরে ॥ প্রহরেক গৌরচন্দ্র আছেন নিশ্চলে। তবে প্রভু বাহ্য পাই ডাকি হরিবোলে ॥ আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছাসিদ্ধি কৈলেন আমার। আজি পাইলাম সর্ব্ব মনোরথ পার ॥ সকল বৈষ্ণব সঙ্গে করিলা মিলন। পুণ্ডরীক লই সভে করেন কীর্ত্তন ॥ ইহান পদবী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। প্রেম ভক্তি বিলাইতে গড়িলেন বিধি ॥ এইমত তান গুণ বর্ণিয়া২। উচ্চস্বরে হরিবোলে শ্রীভুজ তুলিয়া ॥ প্রভু বোলে আজি শুভ প্রভাত আমার। আজি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার ॥ নিদ্রাহইতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে। দেখিলাম প্রেমনিধি সাক্ষাত নয়নে ॥ শ্রীপ্রেম নিধির আসি হৈল বাহ্যজ্ঞান। তখনে সে প্রভু চিনি করিলা প্রণাম॥ অদ্বৈতদেবেরে আগেকরি নমস্কার। যথা যোগ্য

প্রেমভক্তি কৈলেন সভার॥ পরম আনন্দ হৈল সর্ব্ব ভক্তগণ। হেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রেম ধন॥ ক্ষণে যে হইল প্রেম ভক্তি আবির্ভাব। তাহা বর্ণিবার পাত্র ব্যাস মহাভাগ॥ গদাধর আজ্ঞা মাগিলেন প্রভু স্থানে। পুণ্ডরীক মুখে মন্ত্র গ্রহণ কারণে॥ না জানিয়া উহান অগম্য ব্যবহার। চিত্তে অবিজ্ঞান হই আছিল আমার॥ অতএব উহান আমি হইলাম শিষ্য। শিষ্য অপরাধ গুরু ক্ষমিব অবশ্য। গদাধর বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা। শীঘ্র কর শীঘ্র কর বলিতে লাগিলা॥ তবে গদাধর দেব প্রেম নিধি স্থানে। মন্ত্র দীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে॥ কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা। গদাধর শিষ্য তান ভক্তির এই সীমা॥ কহিলাম কিছু বিদ্যানিধির আখ্যান। এই মোর কাম্য যেন দেখাপাই তান॥ যোগ্য গুরু শিষ্য পুণ্ডরীক গদাধর। দুই কৃষ্ণ চৈতন্যের প্রিয় অনুচর॥ পুণ্ডরীক গদাধর দুইর মিলন। যে পড়ে যে শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহুজান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি মধ্যখণ্ডে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মিলনং সপ্তমোঽধ্যায়॥ ৭॥

অষ্টম অধ্যায় আরম্ভ॥

জয়২ শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বপ্রাণ। জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতের প্রেম ধাম॥ জয় শ্রীজগদীশ গোপী নাথের ঈশ্বর। জয় হউ যত গৌরচন্দ্র অনুচর॥ হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায়॥ অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব বৈষ্ণব মণ্ডল। মহানৃত্যগীত করে কৃষ্ণ কোলাহল॥ নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে। নিরন্তর বাল্যভাবে আর নাহি স্ফুরে॥ আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়। পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥ নিত্যানন্দ অনুভব জানে পতিব্রতা। নিত্যানন্দ সেবাকরে যেন পুত্র মাতা॥ এক দিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত। বসিয়া কহেন কথা কৃষ্ণের চরিত॥ পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর এই অবধূত কেনে রাখ নিরন্তর॥ কোন কুল কোন জাতি কিছুই না জানি। পরম উদার তুমি কহিলাম আমি॥ আপনার জাতি কুল যদি রক্ষা চাও। তবে ঝাট এই অবধূতেরে ঘুচাও॥ ঈষৎ হাসিয়া বোলে শ্রীবাস পণ্ডিত। আমারে পরীক্ষ প্রভু এনহে উচিত॥ দিনেকো যে তোমা ভজে সে আমার প্রাণ। নিত্যানন্দ তোর দেহ মোহতে প্রমাণ॥ মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে। জাতি প্রাণধন যদি মোর নাশকরে॥ তথাপি আমার চিত্তে নহিব অন্যথা। সত্য২ তোমারে কহিনু এইকথা॥ এতেক শুনিল যদি শ্রীবাসের মুখে। হুঙ্কার করিয়া প্রভু

উঠেতান বুকে ॥ প্রভুবোলে কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস । নিত্যানন্দ প্রতি তোর
এতেক বিশ্বাস ॥ মোরগপ্য নিত্যানন্দ জানিলা সে তুমি । তোমারে সন্তুষ্ট হঞা
বরদিয়ে আমি ॥ যদি লক্ষ্মী ভিক্ষাকরে নগরে নগরে । তথাপি দারিদ্র তোর নহি
বেক ঘরে ॥ বিড়াল কুক্কুর আদি বাড়ির তোমার । স্থির হইবেক ভক্তি আমাতে
সভার ॥ নিত্যনন্দ সমর্পিল আমি তোমারস্থানে । সর্ব্বমতে সম্বরণ করিবা আপনে
শ্রীবাসেরে বরদিয়া প্রভু গেলাঘর । নিত্যানন্দ ভ্রমে সব নদীয়া নগর ॥ ক্ষণেকে
গঙ্গার মাঝে এড়েন সাতার । মহাশ্রোতে লঞাযায় সন্তোষ অপার ॥ বালক সভের
সঙ্গেক্ষণে ক্রীড়াকরে । ক্ষণেযায় গঙ্গাদাস মুরারির ঘরে ॥ প্রভুর বাড়িতে ক্ষণে
যায়েন ধাইয়া । বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া ॥ বাল্যভাবে নিত্যনন্দ
আইর চরণ । ধরিবারে যায়ে আই করে পলায়ন ॥ একদিন আই রাত্রো দেখিল
স্বপনে । নিভৃতে কহিল পুত্র বিশ্বম্ভর স্থানে ॥ নিশি অবশেষে মুঞি দেখিনু স্বপন ।
তুমি আর নিত্যানন্দ এই দুইজন ॥ বৎসর পাঁচের দুই ছাওয়াল হইয়া । মারামারি
করি দুই বেড়াও ধাইয়া ॥ দুইজনে সান্তাইলে গোসাঞির ঘরে । রামকৃষ্ণ হঞা
দোহেঁ আইলা বাহিরে ॥ তানহাতে কৃষ্ণ তুমি লই বলরাম । চারিজনে মারামারি
মোর বিদ্যমান ॥ রামকৃষ্ণ ঠাকুর বোলয়ে ক্রুদ্ধহঞা । কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুই
বাহিরাও গিয়া ॥ এবাড়ী এঘর সব আমা দোঁহাকার । এসন্দেশ এদধিদুগ্ধ যত
উপহার ॥ নিত্যনন্দ বলয়ে সে কাল গেলবঞা । যেকালে খাইলে দধি নবনী লু
টিয়া ॥ ঘুচিল গোয়াল হৈল বিপ্র অধিকার । আপনা চিনিয়া সবছাড় উপহার ॥ প্রীতে
যদি না ছাড়িবা খাইবে মারণ । লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন জন ॥ রামকৃষ্ণ
বোলে আজি মোর দোষ নাই । বান্ধিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গ এইঠাঞি ॥ দোহাই কৃষ্ণে
র যদি করো আজি আন । নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ্জগর্জ্জ করে রাম ॥ নিত্যানন্দ
বোলে তোর কৃষ্ণেরে কিডর । গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর আমার ঈশ্বর ॥ এইমত কলহ
করয়ে চারি জনে । কাড়াকাড়ি করিসব করয়ে ভোজনে ॥ কাহার হাতের কেহো
কাঢ়ি লইযায় । কাহার মুখের কেহো মুখ দিয়া খায় ॥ জননী বলিয়া নিত্যানন্দ
ডাকে মোরে । অন্ন দেহ মাতামোরে ক্ষুধাবড় করে ॥ এতেক বলিতে মুঞি চেতন
পাইনু । কিছু না বুঝিনু মুঞি তোমারে কহিনু ॥ হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর শুনিয়া স্বপ
ন । জননীর প্রতি বলে মধুর বচন ॥ বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা । আর
কার ঠাঞি পাছে কহ এইকথা ॥ আমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেক বড় । মোর চিত্তে
তোমার স্বপ্নেতে হৈল দঢ় ॥ মুঞিদেখি বার বার নৈবেদ্য সব যে । আধা আধি
না থাকে না কহোঁকারে লাজে ॥ তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল ।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল ॥ হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামির বচ
নে । অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন কথা শুনে ॥ বিশ্বম্ভর বোলে মাতা শুনহ

বচন। নিত্যানন্দ আনি শীঘ্র করাহ ভোজন॥ পুত্রের বচনে শচী হরিষ পা ইলা। ভিক্ষার সামগ্রী যত করিতে লাগিলা॥ নিত্যানন্দ স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর। নিমন্ত্রণ গিয়া তানে করিলা সত্বর॥ আমার বাড়িতে আজি গোসাঞিের ভিক্ষা। চঞ্চলতা না করিবা করাইল শিক্ষা॥ কর্ণ ধরি নিত্যানন্দ বিষ্ণু বিষ্ণু বোলে। চঞ্চলতা করে যত পাগল সকলে॥ এবুঝি যে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল। আপনার মত তুমি দেখহ সকল॥ এত বলি দুই প্রভু হাসিতে হাসিতে। কৃষ্ণ কথা কহি কহি আইলা বাড়িতে॥ হাসিয়া বসিলা এক ঠাঁঞি দুইজন। গদাধর আদি আর পরমাপ্তগণ॥ ঈশানে দিলেন জল ধুইতে চরণ। নিত্যানন্দ সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন॥ কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ। এইমত দুই প্রভু করয়ে ভোজন॥ পরিবেশন করে আই মনের সন্তোষে। ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা দুই জন হাসে॥ আরবার আসিয়াত দুইজন দেখে। বৎসর পাঁচের শিশু দেখে পর তেকে॥ কৃষ্ণ শুক্লবর্ণ দেখে দুই মনোহর। দুইজনা চতুর্ভুজ দুই দিগম্বর॥ শঙ্খ চক্রগদাপদ্ম শ্রীহলমূষল। শ্রীবৎস কৌস্তুভ দেখে মকর কুণ্ডল॥ আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে। সকৃত দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে॥ পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবীর তলে। তিতিল বসন সব নয়নের জলে॥ অন্নময় সর্ব্ব ঘর হইল তখনে অপূর্ব্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে॥ আথেব্যথে মহাপ্রভু আচমন করি। গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি॥ উঠ২ উঠ মাতা স্থির কর চিত। কেন বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত॥ বাহ্য পাই আই আথেব্যথে কেশ বান্ধে। না বলয়ে কিছু আই গৃহমধ্যে কান্দে॥ দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে কম্পস্বেদ সর্ব্বগায়। প্রেমে পরিপূর্ণা হৈলা কিছু নাহি ভায়॥ ঈশানে করিলা সব গৃহ উপস্কার। যত ছিল অবশেষ সকল তাহার॥ সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান। চতুর্দ্দশ লোক মধ্যে মহাভাগ্যবান॥ এইমত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে। মর্ম্ম ভৃত্য বহি ইহা কেহ নাহি জানে॥ মধ্যখণ্ড কথা বড় অমৃতের খণ্ড। যে কথা শুনিলে খণ্ডে অন্তর পাষণ্ড॥ এইমত গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ মাঝে। কীর্ত্তন করেন সর্ব্ব ভকত সমাজে॥ যত২ স্থানে সব পার্ষদ জন্মিলা। অল্পে২ সভে নবদ্বীপেরে আইলা॥ সভে জানিলেন ঈশ্বরের অবতার। আনন্দ স্বরূপ চিত্ত হইল সভার॥ প্রভুর প্রকাশ দেখি বৈষ্ণব সকল। অভয় পরমানন্দ হইল বিহ্বল॥ প্রভুও সভারে দেখে প্রাণের সমান। সভেই প্রভুর পারিষদের প্রধান॥ বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণে। সে প্রভু সভারে করে প্রেম আলিঙ্গনে॥ নিরন্তর সভার মন্দিরে প্রভু যায়। চতুর্ভুজ ষড়্ভুজাদি বিগ্রহ দেখায়॥ ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস মুরারির ঘরে। আচার্য্য রত্নের ক্ষণে চলয়ে মন্দিরে॥ নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন সংহতি। প্রভু নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ নাহিকতি॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের বাল্য নিরন্তর। সর্ব্ব ভাবে আবেশিত প্রভু বিশ্বম্ভর॥ মৎস্য

কূর্ম্ম বরাহ বামন নরসিংহ। ভাগ্য অনুরূপ দেখে চরণের ভৃঙ্গ॥ কোন দিনে গোপী ভাবে করেন রোদন। কারে বলি রাত্রি দিন নাহিক স্মরণ॥ কোন দিন উদ্ধব অক্রূর ভাব হয়। কোন দিন রাম ভাবে মদিরা যাচয়॥ কোন দিন চতুর্মুখ ভাবে বিশ্বম্ভর। ব্রহ্মা স্তব পড়ি পড়ে পৃথিবী উপর॥ কোন দিন প্রহ্লাদ ভাবেতে স্তুতি করে। এইমত প্রভু ভক্তি সাগরে বিহরে॥ দেখিয়া আনন্দে ভাষে শচী জগন্মাতা। বাহিরায় পুত্র পাছে এইমনঃ কথা॥ আই বোলে বাপ যাই কর গঙ্গাস্নান। প্রভু বোলে বল মাতা জয় কৃষ্ণ রাম॥ যত কিছু বোলে শচী পুত্রেরে উত্তর। কৃষ্ণ বহি কিছু নাহি বোলে বিশ্বম্ভর॥ অচিন্ত্য আবেশ সেই বুঝন না যায়। যখনে যে হয়ে সেই অপূর্ব্ব দেখায়॥ একদিন আসি এক শিবের গায়ন। ডম্বুর বাজায় গায় শিবের কথন॥ আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে। গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥ শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর। হইলা শঙ্কর মূর্ত্তি দিব্য জটাধর॥ এক লম্ফে উঠি তার স্কন্ধের উপর। হুঙ্কার করিয়া বোলে মুঞি সে শঙ্কর॥ কেহ দেখে জটা শিঙ্গা ডম্বুরু বাজায়। বোল২ মহাপ্রভু বলয়ে সদায়॥ সে মহাপুরুষে যত শিব গুণ গাইল। পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল॥ সেই সে গাইল গীত নিরঅপরাধে। গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈল যার কান্ধে বাহ্য পাই নাম্বিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর। আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর॥ কৃতার্থ হইয়া সেই পুরুষ চলিল। হরি ধ্বনি সর্ব্বগণে মঙ্গল উঠিল॥ জয় পাই উঠে কৃষ্ণ ভক্তির প্রকাশ। ঈশ্বর সহিত সর্ব্ব দাসের বিলাস॥ প্রভু বোলে ভাই সব শুন মন্ত্র সার। রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমরা সভার॥ আজি হৈতে নিবন্ধিত করহ সকল। নিশায়ে করিব সভে কীর্ত্তন মঙ্গল॥ সংকীর্ত্তন করিয়া সকল গণ সনে। ভক্তি স্বরূপিনী গঙ্গা করিব মজ্জনে॥ জগত উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণ নাম পরমার্থে তোমরা সভার ধনপ্রাণ॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাষ। আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিলাস॥ শ্রীবাস মন্দিরে প্রতি নিশায়ে কীর্ত্তন। কোন দিন হয়ে চন্দ্রশেখর ভবন॥ নিত্যানন্দ গদাধর অদ্বৈত শ্রীবাস। বিদ্যানিধি মুরারি হিরণ্য হরিদাস॥ গঙ্গাদাস বনমালি বিজয়নন্দন। জগদানন্দ বুদ্ধিমন্ত খান নারায়ণ॥ কাশীশ্বর বাসুদেব রাম গরুড়াই। গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সকল তথাই॥ গোপীনাথ জগদীশ শ্রীমান শ্রীধর। সদাশিব বক্রেশ্বর শ্রীগর্ভ শুক্লাম্বর॥ ব্রহ্মানন্দ পুরুষোত্তম সঞ্জয়াদি যত। অনন্ত চৈতন্য ভৃত্য নাম জানি কত॥ সভেই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি। সপার্ষদ বহি আর কেহ নাহি তথি॥ প্রভুর হুঙ্কারে আর নিশা হরিধ্বনি। ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি॥ শুনিয়া পাষণ্ডী সব মরয়ে বল্‌গিয়া। নিশায়ে এগুলা খায় মদিরা আনিয়া॥ এগুলা সকল মধুবর্ত্তী সিদ্ধ জানে। রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে॥ চারি

প্রহর নিশা নিদ্রা যাইতে না পাই। বোল২ হুহুঙ্কার শুনিয়া সদাই॥ বল্গিয়া মরয়ে যত পাষণ্ডীর গণ। আনন্দে কীর্ত্তন করে শ্রীশচীনন্দন॥ শুনিলে কীর্ত্তন মাত্র প্রভুর শরীরে। বাহ্য নাহি থাকে পড়ে পৃথিবী উপরে॥ হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন নির্ভর। পৃথিবী হয়েন খণ্ড সভে পায় ডর॥ সে কমল শরীরে আছাড় ঘন দেখি। গোবিন্দ সঙরে আই বুঝে দুই আঁখি॥ প্রভু সে আছাড় খায় বৈষ্ণব আবেশে। তথাপিহ আই দুঃখ পায় স্নেহবশে॥ আ ছাড়ের আই না জানেন প্রতিকার। এই বাঞ্ছা করে কাকু করিয়া অপার॥ কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দেহ এইবর। যে সময়ে আছাড় খায়েন বিশ্বম্ভর॥ মুঞি যেন তাহা নাহি জানো সে সময়। হেন কৃপা কর মোরে কৃষ্ণ মহাশয়॥ যদ্যপিহ পরা নন্দে তান নাহি দুঃখ। তথাপিহ না জানিলে মোর বড় সুখ॥ আইর চিত্তের ইচ্ছা জানি গৌরচন্দ্র। সেইমত তাহানে দিলেন পরানন্দ॥ যতক্ষণ প্রভু করে হরি সংকীর্ত্তন। আইর না থাকে বাহ্য মাত্র ততক্ষণ॥ প্রভুর আনন্দ নৃত্যে নাহি অবসর। রাত্রি দিনে বেড়ি গায় সব অনুচর॥ কোন দিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ। সভেই গা য়েন নাচে শ্রীশচীনন্দন॥ কখন ঈশ্বর ভাবে প্রভুর প্রকাশ। কখন রোদন করে বলে মুঞি দাস॥ চিত্ত দিয়া শুন ভাই প্রভুর বিকার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় নাহিক যাহার॥ যেমতে করেন নৃত্য প্রভু গৌরচন্দ্র। যেমতে বা মহানন্দ গায়ে ভক্ত বৃন্দ॥ শ্রীহরিবাসরে হরি কীর্ত্তন বিধান। নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥ পুণ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ। উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ॥ উষঃ কাল হৈতে নৃত্যকরে বিশ্বম্ভর। যূথ২ হৈলসব গায়ন সুন্দর॥ শ্রীবাসপণ্ডিত লঞা এক সংপ্রদায়। মুকুন্দ লইয়া আরজন কথোগায়॥ লইয়া গোবিন্দদত্ত আর ক থোজন। গৌরচন্দ্র নৃত্যেসভে করেন কীর্ত্তন॥ ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী। অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলি॥ গদাধর আদি যত সজল নয়নে। আনন্দে বি হ্বল হৈলা প্রভুর কীর্ত্তনে॥ শুনহ চাল্লিশপদ প্রভুর কীর্ত্তন। যেবিকারে নাচে প্রভু জগত জীবন॥ ভাটিয়ারি রাগঃ॥ চৌদিগে গোবিন্দ ধ্বনি শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে। বিহ্বল হইলা সব পারিষদ সঙ্গে॥ হরি রাম রাম॥ ধ্রু॥ যখন কান্দয়ে প্রভু প্রহ রেক কান্দে। লোটায় ভুমিতে কেশ তাহা নাহি বান্ধে॥ সে ক্রন্দন দেখিহেন কোন কাষ্ঠ আছে। নাপড়ে বিহ্বল হঞা সে প্রভুর পাছে॥ যখন হাসয়ে প্রভু মহা অ ট্টহাস। সেই হয় প্রহরেক আনন্দ বিলাস॥ দাস্য ভাবে প্রভু নিজ মহিমা নাজা নে॥ জিনিলোঁ২ বলি উঠে ঘনে ঘনে॥ তথাহি॥ জিতং জিত মিতি আত্তি হর্ষে ণ কদাচিন্মুক্তো বদতিতদনু করণং করোতি জিতং জিত মিতি॥*॥ ক্ষণে২ আপ নে যে গায় উচ্চধ্বনি। ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥ ক্ষণে২ হয় অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডে র ভর। ধরিতে সমর্থ কেহো নহে অনুচর॥ ক্ষণে হয় তুলাহৈতে অত্যন্ত পাতল।

হরিষ করিয়া কান্দে বোলয়ে সকল ॥ প্রভুরে করিয়া কান্ধে ভাগবত গণ। পূর্ণা নন্দ হই করে অঙ্গনে ভ্রমণ ॥ যখনেবা হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত। কর্ণ মূলে সভে হরি বোলে অতিভীত ॥ ক্ষণে২ সর্ব্ব অঙ্গে হয় মহা কম্প। মহা শীতে বাজে যেন বালকের দন্ত ॥ ক্ষণে২ মহাস্বেদ হয় কলেবরে। মূর্ত্তিবতি গঙ্গা যেন আইলা শরীরে ॥ কখন বা দেখি অঙ্গ জলন্ত অনল। দিতেমাত্র মলয়জ শুখায় সকল ॥ ক্ষণে২ অদভুত বহে মহাশ্বাস। সমুখ ছাড়িয়া সভে হয় এক পাশ ॥ ক্ষণেযায় সভার চরণ ধরিবারে। পলায়ে বৈষ্ণবগণ চারিদিগে ডরে ॥ ক্ষণে নিত্যানন্দ অঙ্গে পৃষ্ঠদিয়া বসে। চরণ তুলিয়া সভাকারে চাহি হাসে ॥ বুঝিয়া ইঙ্গীত সব ভাগবতগণ। লুটায়ে চরণ ধূলি অপূর্ব্বরতন ॥ আচার্য্য গোসাঞি বোলে আরে আরে চোরা। ভাঙ্গিল সকল তোর ভারিভুরি মোরা ॥ মহানন্দে বিশ্বম্ভর গড়াগড়ি যায়। চারিদিগে ভক্তগণ কৃষ্ণগুণ গায় ॥ যখন উদ্দণ্ড প্রভু নাচে বিশ্বম্ভর। পৃথিবী কম্পিত হয় সবে পায় ডর ॥ কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশ্বম্ভর। যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর ॥ কখনো বা করে কোটি সিংহের হুঙ্কার। কর্ণ রক্ষা হেতু সবে অনুগ্রহ তাঁর ॥ পৃথিবীর আলগ হইয়া ক্ষণে র্জয়। কেহো দেখে কেহ বা দেখিতে নাহি পায় ॥ ভাবাবেশে পাকল নয়ানে যারে চায়। মহা ত্রাস পায় সেই হাসিয়া পলায় ॥ কৃষ্ণাবেশে চঞ্চল হইয়া বিশ্বম্ভর। না চেন বিহ্বল হঞা নাহি পরাপর ॥ ভাবাবেশে একবার ধরে যার পায়। আরবার পুনতার উঠয়ে মাথায় ॥ ক্ষণে যার গলাধরি করয়ে ক্রন্দন। ক্ষণেকে তাহার কান্ধে করে আরোহণ ॥ ক্ষণে হয় বাল্য ভাবে পরম চঞ্চল। মুখ বাদ্য বাহে যেন ছাওয়াল সকল ॥ চরণ নাচায় ক্ষণে খল খলি হাসে। জানুগতি চলেক্ষণে বালক আবেশে ॥ ক্ষণে২ হয় ভাব ত্রিভঙ্গ সুন্দর। প্রহরেক সেহো মতে আছে বিশ্বম্ভর ॥ ক্ষণে ধ্যানে করে কর মুরলীর ছন্দ। সাক্ষাত দেখিয়ে যেন বৃন্দাবনচন্দ্র ॥ বাহ্য পাই দাস্য ভাবে করয়ে ক্রন্দন। দন্তে তৃণ করি চাহে চরণ সেবন ॥ চক্রাকৃতি হইক্ষণে প্রহরেক ফিরে। আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ শিরে ॥ যখন যে ভাব হয় সেই অদভুত। নিজ প্রেমানন্দে নাচে জগন্নাথ সুত ॥ ঘন২ হিক্কা হয় সর্ব্ব অঙ্গ নড়ে। না পারে হইতে স্থির পৃথিবীতে পড়ে ॥ গৌর বর্ণ অঙ্গ ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি। ক্ষণে২ দুইগুণ হয় দুই আঁখি ॥ অলৌকিক হঞা প্রভু বৈষ্ণব আবেশে। যে বলিতে যোগ্য নহে তাহো প্রভু ভাষে ॥ পূর্ব্ব যে বৈষ্ণব দেখি প্রভু করি বোলে। এবেটা আমার দাস ধরে তার চুলে ॥ পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি ধরয়ে চরণে। তার বক্ষে উঠি করে চরণ অর্পণে ॥ প্রভুর আনন্দ দেখি ভাগবতগণ। অন্যোন্যে গলাধরি করয়ে ক্রন্দন ॥ সভার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা। আনন্দে গায়েন কৃষ্ণ সভে হই ভোলা ॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল। সংকীর্ত্তন সঙ্গে

দুষ্প্রাপ্য
বাহিরে যাইবেনা

সব হইল মিসাল॥ ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পুরিয়া আকাশ। চৌদিগের অমঙ্গল যায় সবনাশ॥ একোন অদ্ভুত যার সেবকের নৃত্য। সর্ব্ব বিঘ্ন নাশ হয় জগত পবিত্র॥ সে প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে। ইহার বা ফল কিবা বলিব পুরাণে॥ চতুর্দ্দিকে শ্রীহরি মঙ্গল সংকীর্ত্তন। মাঝে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন। যার নামানন্দে শিব বসন না জানে। যার নামে নাচে শিব সে নাচে আপনে॥ যার নামে বাল্মীক হইলা তপোধন। যার নামে অজামিল পাইল মোচন॥ যার নাম শ্রবণে সকল বন্ধ ঘুচে। হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে॥ যার নাম গাই শুক নারদ বেড়ায়। সহস্র বদন প্রভু যার নাম গায়॥ সর্ব্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম। সে প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান॥ হইল পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না হৈল। হেন মহা মহোৎসব দেখিতে না পাইল॥ কলিযুগ প্রশংসিল শ্রী ভাগবতে। এই অভিপ্রায় তার জানি ব্যাস হৈতে॥ নিজানন্দে নাচে মহা প্রভু বিশ্বম্ভর। চরণের তাল শুনি অতি মনোহর॥ ভাবাবেশে মালানাহি রহয়ে গালায়। ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায়॥ কোথায়ে রহিল প্রভুর অনন্ত শয়ন। দাস্য ভাবে ধূলি লুটি করয়ে রোদন॥ কোথায়ে রহিল বৈকুণ্ঠের সুখভার। দাস্য সুখে সবসুখ পাসরিল আর॥ কোথাগেল রমার বদন দৃষ্টি সুখ। বিরহি হইয়া কান্দে তুলি বাহু মুখ॥ শঙ্কর নারদ আদি যার দাস্য পাঞা। সর্ব্বৈশ্বর্য্য তিরস্করি ভ্রমে দাস হঞা॥ সেই প্রভু আপনেই দন্তে তৃণ করি। দাস্য যোগ মাগে সব সুখ পরিহরি॥ হেন দাস্যযোগ ছাড়ি যেবা অন্য চায়। অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষলাগি ধায়॥ সেবা কেনে ভাগবত পড়ে বা পড়ায়। ভক্তির প্রভাব নাহি যাহার জিহ্বায়॥ শাস্ত্রের না জানি মর্ম্ম অধ্যাপনা করে। গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥ এইমত শাস্ত্র বহে অর্থ নাহি জানে। অধম সভায়ে অর্থ অধম বাখানে॥ বেদে ভাগবতে কহে দাস্য বড়ধন। দাস্য লাগি রমা অজ ভবের যতন॥ চৈতন্যের বাক্যে যার নাহিক প্রমাণ। চৈতন্য নাহিক তার কি বলিব আন॥ দাস্য ভাবে নাচে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। চৌদিগে কীর্ত্তন ধ্বনি অতি মনোহর॥ শুনিতে২ ক্ষণে হয় মুরছিত। তৃণ করে তখনে অদ্বৈত উপনীত॥ আপাদ মস্তক তৃণে নিছিয়া লইয়া। নিজ শিরে থুই নাচে ভ্রূকুটি করিয়া॥ অদ্বৈতের ভক্তি দেখি সভার তরাস। নিত্যানন্দ গদাধরে দুইজনে হাস॥ নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র জগত জীবন। আবেশের অন্ত নাহি হয়ে ঘনেঘন॥ যাহানাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে। হেন সব বিকার প্রকাশে শচী সুতে॥ ক্ষণে২ সর্ব্বঅঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি। তিলার্দ্ধেক নোঙাইতে নাহিক শকতি॥ সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে হেনমত হয়। অস্থি মাত্র নাহি যেন নবনীত ময়॥ কখনো দেখিয়ে অঙ্গ গুণ দুই তিন। কখনো স্বভাব হৈতে অতিশয় ক্ষীণ॥ কখনোবা মত্ত যেন ঢুলি২ যায়। হাসিয়া দোলায় অঙ্গ আনন্দ

সদায়॥ সকল বৈষ্ণবে প্রভু দেখি একে একে। ভাবাবেশে পূর্ব্ব নাম ধরি ধরি ডাকে॥ হলধর শিব শুক নারদ প্রহ্লাদ। রমা অজ উদ্ধব বলিয়া করে নাদ॥ এইমত সভা দেখি নানামত বোলে। যেবা যেই বস্তু তাহা প্রকাশয়ে ছলে॥ অপরূপ কৃষ্ণাবেশ অপরূপ নৃত্য। আনন্দে নয়ন ভরি দেখে সব ভৃত্য॥ পূর্ব্বে যেই সাম্ভাইল বাড়ির ভিতরে। সেই মাত্র দেখে অন্য প্রবেশিতে নারে॥ প্রভুর আজ্ঞাতে দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার। প্রবেশিতে নারে অন্যজন নদীয়ার॥ ধাইয়া আইসে লোক কীর্ত্তন শুনিয়া। প্রবেশিতে নারে কহে দ্বারেতে রহিয়া॥ সহস্র২ লোক কলরব করে। কীর্ত্তন দেখিব ঝাট ঘুচাহ দুয়ারে॥ যতেক বৈষ্ণব সব কীর্ত্তনের রসে। নাজানে আপন দেহ অন্য বোল কিসে॥ যতেক পাষণ্ডী সব না পাইয়া দ্বার। বাহিরে থাকিয়া মন্দ বলয়ে অপার॥ কেহ বলে এগুলা সকল মাগি খায়। চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার না ঘুচায়॥ কেহ বলে সত্য সত্য এই যে উত্তর। নহিলে কেমতে ডাকে এ অষ্টপ্রহর॥ কেহ বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া। সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া॥ কেহ বলে ভালছিল নিমাঞি পণ্ডিত। তার কেনে নারায়ণ কৈল হেন চিত॥ কেহ বলে হেন বুঝি পূর্ব্ব অসংস্কার। কেহ বলে সঙ্গদোষ হইল তাহার॥ নিয়মিক বাপ নাহি তাতে আছে বাই। এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিলা নিমাঞি॥ কেহ বলে পাসরিল সবঅধ্যয়ন। মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ॥ কেহ বলে আরে ভাই সবহেতু পাইল। দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল॥ রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে। নানাবিধ দ্রব্য আইসে তাসভার সনে॥ ভক্ষ ভোজ্য গন্ধমাল্য নৈবেদ্য চন্দন। খাই তাসভার সঙ্গে বিবিধ রমণ॥ ভিন্নলোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ। এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানারঙ্গ॥ কেহ বলে কালিহউ যাইব দিয়ানে। কাঁকালি বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে॥ যে না ছিল রাজ্য দেশে আনিয়া কীর্ত্তন। দুর্ভিক্ষ হইল সব গেল চিরন্তন॥ দেবে হরিলেক বৃষ্টিজানিহ নিশ্চয়। ধান্য মরিগেল কড়ি উৎপন্ন না হয়॥ থানিয়াতি শ্রীবাসার করোঁ কালি কার্য্য। কালি বা কি করে তোর অদ্বৈত আচার্য্য॥ কোথাহৈতে আসি নিত্যানন্দ অবধূত। শ্রীবাসের ঘরে থাকি করে এতরূপ॥ এইমতে নানারূপে দেখায়েন ভয়। আনন্দে বৈষ্ণব সব কিছু না শুনয়॥ কেহ বলে ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য ধর্ম্ম। পড়িয়াও এগুলা করয়ে হেন কর্ম্ম॥ কেহ বলে এগুলা দেখিতে নাজুয়ায়। এগুলার সম্ভাষে সকল কার্য্য যায়॥ এনৃত্য কীর্ত্তন যদি ভাল লোক দেখে। সেহ অইমত হয় দেখ পরতেকে॥ পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাঞি পণ্ডিত। এগুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত॥ কেহ বলে আত্মা বিনা সাক্ষাৎ করিয়া। ডাকিলে কি কার্য্য হয় নাজানিল ইহা॥ আপন শরীর মাঝে আছে নিরঞ্জন। ঘরে হারাইয়া ধন চাহে গিয়া

বন॥ কেহ বোলে কোন কার্য্য পরেরে চর্চ্চিয়া। চল সভে ঘর যাই কিকার্য্য র হিয়া॥ কেহ বলে না দেখিনু নিজ কর্ম্ম দোষে। সে সব সুকৃতি তাসভারে দোষী কিসে॥ সকল পাষণ্ডী তারা এক চাপ হঞা। এহো সেই গণ হেন বলি যায় ধাঞা॥ ও কীর্ত্তন নাদেখিলে কি হইবে মন্দ। জন শত বেড়ি যেন করে মহান ন্দ॥ কোন জপ কোন তপ কোন তত্ত্ব জ্ঞান। তাহা না দেখিয়া করি নিজ কর্ম্ম ধ্যান॥ চালি কলা মুদ্গা দধি একত্র করিয়া। জাতি নাশ করি খায় একত্র হইয়া পরিহাসে আসি সভে দেখিবার তরে। দেখিয়া পাগল গুলা কোন কর্ম্ম করে॥ এতেক বলিয়া সভে চলিলেন ঘরে। এক যায় আর আসি বাজয়ে দুয়ারে॥ পাষ ণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়। গালাগালি করি সব হাসিয়া পড়য়॥ পুনঃ ধরি লই যায় যেবা নাহি দেখে। কেহবা নিবৃত্ত হয় কার অনুরোধে॥ কেহ বলে ভাই এই দেখিল শুনিল। নিনাঞি লইয়া সব পাগল হইল॥ দুর্দ্দরি উঠিয়া আছে শ্রীবাসের বাড়ি। দুর্গোৎসবে যেন সাড়ি সেই হুড়াহুডি॥ হইহই হায় হায় এইমা ত্র শুনি। ইহা সভা হৈতে হৈল অপযশ বাণী॥ মহা মহা ভট্টাচার্য্য সহস্র এথায় হেন চাঙ্গাইত গুলা বসে নদীয়ায়॥ শ্রীবাস বামনা এই নদীয়ায় হৈতে। ঘর ভাঙ্গি কালি নিয়া পেলাইমু স্রোতে। ও বামন ঘুচাইলে গ্রামের কুশল। অন্যথা যবনে গ্রাম করিবেক বল॥ এইমত পাষণ্ডী করয়ে কোলাহল। তথাপিহ সভে মহা সুকৃতি সকল॥ প্রভু সঙ্গে একত্র জন্মিলা এক গ্রামে। দেখিলেক শুনিলেক সেসব বিধানে॥ চৈতন্যের গণ সব মত্ত কৃষ্ণ রসে। বহির্ম্মুখ বাক্য কিছু কর্ণেনা প্রবেশে॥ জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী। অহর্নিশ গায় সভে হই কুতূহলী॥ অহর্নিশ ভক্ত সঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর। শান্তি নাহি কারো সব সত্য কলে বর॥ বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল। চৈতন্য আনন্দে সব কিছু না জানিল যেন মহা রাস ক্রীড়া কত যুগ গেল। তিলার্দ্ধেক হেন সব গোপিকা মানিল॥ এই মত অচিন্ত্য কৃষ্ণের পরকাশ। ইহা জানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যের দাস॥ একমতে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। নিশি অবশেষ মাত্র এক প্রহর॥ সালগ্রামশীলা সব নিজ কোলে করি। উঠিলা চৈতন্য চন্দ্র খট্টার উপরি॥ মড়২ করে খট্টা বিশ্বম্ভর ভরে। আথে ব্যথে নিত্যানন্দ খট্টা স্পর্শ করে॥ অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খট্টায়। না ভাঙ্গিল খট্টা দোলে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥ চৈতন্য আজ্ঞায় স্থির হইল কীর্ত্তন। ক হে আপনার তত্ত্ব করিয়া গর্জ্জন॥ কলি যুগে মুঞি কৃষ্ণ মুঞি নারায়ণ। মুঞি সেই ভগবান দেবকী নন্দন॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি মাঝে মুঞি নাথ। যত গায় সেই মুঞি তোরা মোর দাস॥ তোসভার লাগিয়া আমার অবতার। তোরা যেই দেহ সেই আহার আমার॥ আমারে যে দিয়া আছ সব উপহার। শ্রীবাস বলেন প্রভু সকল তোমার॥ প্রভু বোলে মুঞি ইহা খাইব সকল। অদ্বৈত বোলয়ে প্র

ভু বড়ই মঙ্গল ॥ করে২ প্রভুরে যোগায় সব দাসে। আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে ॥ দধি খায় দুগ্ধ খায় নবনীত খায়। আর কি আছয়ে আন বোলয়ে সদায় ॥ বিবধ সামগ্রী খায় শর্করা মিশ্রিত ॥ মুদ্গা নারিকেল খায় শস্যের সহিত ॥ কদলক চিপিটক ভর্জ্জিত তণ্ডুল। আরবার আন বলি খাইয়া বহুল ॥ ব্যব হারে দুইশত জনের আহার। নিমিষে খাইয়া বোলে কি আছয়ে আর ॥ প্রভু বোলে আন আন এথা কিছু নাঞি। ভক্তসব ত্রাশপাই সঙরে গোসা ঞি ॥ কর যোড় করি সব বোলে ভয় বাণী। তোমার মহিমা প্রভু আমরা কি জানি ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে যাহার উদরে। তারে কি করিব এই ক্ষুদ্র উপহারে ॥ প্রভু কহে ক্ষুদ্র নহে ভক্ত উপহার। ঝাট আন ঝাট আন কি আ ছয়ে আর ॥ কর্পূর তাম্বুল আছে শুনহ গোসাঞি। প্রভু বোলে তাহি দেহ কিছু চিন্তানাঞি ॥ আনন্দ হইল ভয়গেল সভাকার। যোগায় তাম্বূল সভে যার অ ধিকার ॥ হরিষে তাম্বূল যোগায়েন সর্ব্ব দাসে। হস্ত পাতি লয় প্রভু সভাপ্রতি হাসে ॥ সকল ভক্তের চিত্তে লাগয়ে তারাসে। অন্তর গম্ভীর প্রভু খানি খানি হাসে ॥ দুই চক্ষু পাক দিয়া করয়ে হুঙ্কার। নাড়া২ নাড়া প্রভু বোলে বারেবার ॥ মহাশান্তিকর্ত্তা হেন ভক্ত সব দেখে। হেন শক্তি নাহি কার হইব সম্মুখে ॥ নিত্যা নন্দ মহাপ্রভু শিরে ধরে ছাতি। জোড়হাতে অদ্বৈত সমুখে করে স্তুতি ॥ মহা ভয়ে জোড়হস্তে সব ভক্তগণ। হেটমাথা করি চিন্তে চৈতন্য চরণ ॥ এঐশ্বর্য্য শু নিতে যাহার হয় সুখ। অবশ্য দেখিব সেই চৈতন্য শ্রীমুখ ॥ যেখানে যে আছে সে আছয়ে সেই খানে। তদূর্দ্ধ হইতে কেহ নারে আজ্ঞাবিনে ॥ বরমাগ বোলে অদ্বৈতের মুখ চাহি। তোরলাগি অবতার মোর এইঠাঞি ॥ এইমত যতভক্ত দেখিয়া দেখিয়া। মাগ২ বোলে প্রভু হাসিয়া২ ॥ এইমত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য্য প্র কাশে। দেখি ভক্তগণ সুখসিন্ধুমাঝে ভাসে ॥ অচিন্ত্য চৈতন্য রঙ্গ বুঝান না যায়। ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য করি পুনঃ মূর্চ্ছাপায় ॥ বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু করয়ে ক্রন্দন। দাস্য ভাব প্রকাশ করয়ে অনুক্ষণ ॥ গলাধরি কান্দে সব বৈষ্ণব দেখিয়া। সভারে সম্ভা ষে ভাই বান্ধব বলিয়া ॥ লিখিতে না পারে কেহ হেন মায়া করে। ভৃত্যবিনু তান মায়া কে বুঝিতে পারে ॥ প্রভুর চরিত্র দেখি হাসে ভক্তগণ। সভেই বলেন অবতীর্ণ নারায়ণ ॥ কতোক্ষণে থাকি প্রভু খট্টার উপর। আনন্দ মূর্চ্ছিত হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ধাতুমাত্র নাহি পড়িলেন পৃথিবীতে। দেখিসব পারিষদ পড়ে চারি ভীতে ॥ সর্ব্বভক্তগণে যুক্তি করিতে লাগিলা। আমাসভা ছাড়িয়া বা ঠাকুর চলিলা ॥ যদি প্রভু এইমত নিষ্ঠুর ভাবকরে। আমরাও এইক্ষণে ছাড়িব শরী রে ॥ এতেক চিন্তিতে সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি। বাহ্য প্রকাশিয়া করে মহা হরিধ্বনি সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ কোলাহল। নাজানি বা কোনদিগে হইলা বিহ্বল ॥ এই

মত আনন্দ হয় নবদ্বীপ পুরে। প্রেমরসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥ এসকল পুণ্যকথা যে করে শ্রবণ। ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহু তার মন॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহুজান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি মধ্যখণ্ডে ভক্তদ্রব্য ভোজনং অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ *॥ ৮।

নবম অধ্যায় আরম্ভ॥

জয় জগন্নাথ শচীনন্দন চৈতন্য। জয় গৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন ধন্য॥ জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন। জয় শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসের প্রাণ ধন॥ জয় শ্রীজগদানন্দ হরিদাস প্রাণ। জয় বক্রেশ্বর পুণ্ডরীক প্রেমধাম॥ জয় বাসুদেব শ্রীগর্ভের প্রাণনাথ। জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টি পাত॥ ভক্ত গোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥ মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন একচিত্তে। মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র প্রকাশ যে মতে॥ এবে শুন চৈতন্যের মহাপরকাশ। যহি সর্ব্ব বৈষ্ণবের সিদ্ধি অভিলাষ॥ সাত প্রহরিয়া ভাব লোকে খ্যাতি যার। যহি প্রভু হইলেন সর্ব্ব অবতার॥ অদ্ভুত ভোজন যহি অদ্ভুত প্রকাশ॥ জনে২ বিষ্ণুভক্তি দানের বিলাস॥ রাজ রাজেশ্বর অভিষেক সেই দিনে করিলেন প্রভুরে সকল ভক্তগণে॥ একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌর সুন্দর। আইলেন শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘর॥ সঙ্গে নিত্যানন্দচন্দ্র পরম বিহ্বল। অল্পে২ ভক্তগণ মিলিলা সকল॥ আবেশিত চিত্ত মহাপ্রভু গৌররায়। পরম ঐশ্বর্য্য করি চতুর্দ্দিগে চায়॥ প্রভুর ইঙ্গীত বুঝিলেন ভক্তগণ। উচ্চঃস্বরে চতুর্দ্দিগে করেন কীর্ত্তন॥ অন্য২ দিন প্রভু নাচে দাস্যভাবে। ক্ষণেক ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া পুন ভাঙ্গে॥ সকল ভক্তের ভাগ্যে এদিন নাচিতে। উঠিয়া বসিলা বিষ্ণু খট্টা উপরিতে॥ আর সব দিন প্রভু ভাব প্রকাশিয়া। বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া॥ সাত প্রহরিয়া ভাবে ছাড়ি সর্ব্বমায়া। বসিলা প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হইয়া॥ যোড়হস্তে সমুখে সকল ভক্তগণ। রহিলেন পরম আনন্দযুক্ত মন॥ কি অদ্ভুত সন্তোষের হইল প্রকাশ। সভেই বাসেন যেন বৈকুণ্ঠ বিলাস॥ প্রভু বসিলেন যেন বৈকুণ্ঠের নাথ। তিলার্দ্ধেক মায়া মাত্র নাহিক কোথাত॥ আজ্ঞা হৈল বলমোরে অভিষেক গীত। শুনি গায় ভক্ত সব হই হরষিত॥ অভিষেক শুনি প্রভু মস্তক ঢুলায়। সভারে করেন কৃপা দৃষ্টি অমায়ায়॥ প্রভুর ইঙ্গীত বুঝিলেন ভক্তগণ। অভিষেক করিতে সভার হৈল মন॥ সর্ব্ব ভক্তগণে বহি আনে গঙ্গাজল। আগে ছাকিলেন দিব্য বস্ত্রে সকল॥ শেষে শ্রীকর্পূর চতুঃসম আদি দিয়া। সজ্জ করিলেন স

প্রেম যুক্ত হৈয়া ॥ মহা জয় জয় ধ্বনি শুনি চারিভীতে। অভিষেক মন্ত্র সভে লাগিলা পড়িতে ॥ সর্ব্বারাধ্য নিত্যানন্দ জয় জয় বলি। প্রভুর শ্রীশিরে জল দিয়া কুতুহলী॥ অদ্বৈত শ্রীবাস আদি যতেক প্রধান। পড়িয়া পুরুষ সুক্ত করায়েন স্নান ॥ গৌরাঙ্গের ভক্ত সব মহা মন্ত্রবতী। মন্ত্র পড়ি জল ঢালে হই হরষিত ॥ গোবিন্দাদি গায় অভিষেক সুমঙ্গল। কেহ কান্দে কেহ নাচে আনন্দ বিহ্বল ॥ পতিব্রতাগণে করে জয় জয় কার। আনন্দ স্বরূপ দেহ হইল সভার ॥ বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর। ভৃত্যগণে জলঢালে শিরের উপর ॥ নাম মাত্র অষ্টোত্তর শত ঘট জল। সহস্র ঘটেও অন্ত না পাই সকল ॥ দেবতা সকলে ধরি নরের আকৃতি। গুপ্তে অভিষেক করে যে হয় সুকৃতি ॥ যার পাদপদ্মে জল বিন্দু দিলে মাত্র। সেহো ধ্যানে সাক্ষাতে কে দিতে আছে পাত্র ॥ তথাপিহ তারে নাহি যমদণ্ড হয়। হেন প্রভু সাক্ষাতে সভার জল লয় ॥ শ্রীবাসের দাস দাসীগণে আনে জল। প্রভু স্নান করে ভক্ত সেবার এই ফল ॥ জল আনে এক ভাগ্যবতী দুখী নাম। আপনে ঠাকুর দেখি বোলে আন আন ॥ আপনে ঠাকুর তার ভক্তিযোগ দেখি। দুখী নাম ঘুচাইয়া থুই লেন সুখী ॥ নানা বেদ মন্ত্র পড়ি সর্ব্ব ভক্তগণ। স্নান করাইয়া অঙ্গ করেন মার্জ্জন ॥ পরিধান করাইয়া নূতন বসন। শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া দিব্য সুগন্ধিচন্দন ॥ বিষ্ণু খট্টা পাতিলেন উপস্কার করি। বসিলেন প্রভু নিজ খট্টার উপরি ॥ ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায়। কোনো ভাগ্যবন্ত রহি চামর ঢুলায় ॥ পূজার সামগ্রী লই সর্ব্ব ভক্তগণ। পূজিতে লাগিলা নিজ প্রভুর চরণ ॥ পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী গন্ধ পুষ্প ধূপ। প্রদীপ নৈবেদ্য বস্ত্র যথা অনুরূপ ॥ যজ্ঞসুত্র যথাযোগ্য বস্ত্র অলঙ্কার। পূজিলেন করিয়া ষোড়শ উপচার ॥ চন্দনে করিয়া লিপ্ত তুলসী মঞ্জরী। পুনঃ পুনঃ দেন সভে চরণ উপরি ॥ দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের বিধিমতে। পূজাকরি সভে স্তব লাগিলা পড়িতে ॥ অদ্বৈতাদি আসি যত পার্ষদ প্রধান। পড়িল চরণে করি দণ্ড পরণাম ॥ প্রেমনদী বহে সর্ব্বগণের নয়নে। স্তুতি করে সভে প্রভু অমায়ায় শুনে ॥ জয় জয় জয় সর্ব্ব জগতের নাথ। তৃপ্ত জগতেরে কর শুভ দৃষ্টি পাত ॥ জয় আদিহেতু জয় জনক সভার। জয় জয় সংকীর্ত্তন আরম্ভাবতার ॥ জয় জয় বেদ ধর্ম্ম সাধুজন ত্রাণ। জয়২ আব্রহ্ম স্তম্ভের মূলপ্রাণ ॥ জয়২ পতিত পাবন দীনবন্ধু। জয়২ পরমশরণ কৃপাসিন্ধু ॥ জয়২ ক্ষীরসিন্ধু মধ্যে গোপবাসী। জয়২ ভক্তহেতু প্রকট বিলাসী ॥ জয়২ অচিন্ত্য অগম্য আদিত্য। জয়২ পরম কোমল শুদ্ধ সত্য ॥ জয়২ বিপ্রকুল পাবন ভুষণ। জয় বেদ ধর্ম্ম আদি সভার জীবন ॥ জয়২ অজামিল পতিতপাবন। জয়২ পূতনা দুষ্কৃতি বিমোচন। জয়২ অদোষ দরশি রমাকান্ত। এইমত স্তুতি করে সকল মহান্ত ॥ পরম প্রকট রূপ প্রভুর প্রকাশ। দেখি পরানন্দে ডুবিলেন সর্ব্ব দাস ॥ সর্ব্ব মায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র। শ্রীচরণ দিলেন

পূজয়ে ভক্তবৃন্দ॥ দিব্য গন্ধ আনি কেহ লেপে শ্রীচরণে। তুলসী কমলে যুক্ত পূজে কোন জনে॥ কেহ রত্ন রজত সুবর্ণ অলঙ্কার। পাদপদ্মে দিয়া পুষ্প করে নমস্কার॥ পট্টনেতে শুক্লনীল সুপীত বসন। পাদপদ্মে দিয়া নমস্করে সর্ব্বজন॥ নানাবিধ ধাতু পাত্র দেই সর্ব্বজনে॥ না জানি কতেক আসি পড়ে শ্রীচরণে॥ যে চরণ পূজিবারে সভার ভাবনা॥ অজরমা শিবে করে যালাগি কামনা॥ বৈষ্ণবের দাস দাসীগণে তাহা পূজে। এইমত ফল হয় বৈষ্ণব যে ভজে॥ দুর্ব্বা ধান্য তুলসী লইয়া সর্ব্ব জনে॥ পাইয়া অভয় সভে দেন শ্রীচরণে॥ নানাবিধ ফল আনি দেন পদতলে। গন্ধ পুষ্প চন্দন চরণে কেহো ঢালে॥ কেহ পূজে করিয়া ষোড়শ উপচারে॥ কেহ বা ষড়ঙ্গ মতে যেন স্ফুরে যারে॥ কস্তুরি কুঙ্কুম শ্রীকর্পূর ফাগুধূলী। সভে শ্রীচরণে দেন মহা কুতূহলী॥ চম্পক মল্লিকা কুন্দ কদম্ব মালতী। নানা পুষ্পে শোভে শ্রীচরণ নখ পাঁতি॥ পরম প্রকাশ বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি। কিছু দেহ খাই প্রভু চাহেন আপনি॥ হস্ত পাতে প্রভু সব দেখি ভক্তগণ। যে যেমতে দেই সব করেন ভোজন॥ কেহ দেয় কদলক কেহ দেয় মুদ্গা। কেহ দধী ক্ষীর বা নবনী কেহ দুগ্ধ॥ প্রভুর শ্রীহস্তে সব দেয় ভক্তগণ। অমায়ায় মহাপ্রভু করেন ভোজন॥ ধাইল সকল লোক নগরে নগরে। কিনিয়া সকল দ্রব্য আনেন সত্বরে॥ কেহ দিব্য নারিকেল উপস্কার করি। শর্করা সহিত দেয় শ্রীহস্ত উপরি॥ নানাবিধ সন্দেশ প্রভুরে দেয় আনি। শ্রীহস্তে তুলিয়া প্রভু খায়েন আপনি॥ কেহ দেই মোয়াম্বুরা কর্কটিকা ফল। কেহ দেয় ইক্ষু কেহ দেয় গঙ্গাজল॥ দেখিয়া প্রভুর অতি আনন্দ প্রকাশ। দশবার পাঁচবার দেয় একো দাস॥ শতশত জনে বা কতেক দেয় জল। মহা যোগেশ্বর পান করেন সকল॥ সহস্র২ সহস্র ভাণ্ডে দধি ক্ষীর দুগ্ধ। সহস্র২ কান্দি কলা কত মুদ্গা॥ কতেক বা সন্দেশ কতেক ফল ফুল। কত বা সহস্র বাটা কর্পূর তাম্বুল॥ কি অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ্র। কেমতে খায়েন নাহি জানে ভক্তবৃন্দ॥ ভক্তের পদার্থ প্রভু খায়েন সন্তোষে। খাইয়া সভার জন্ম কর্ম্ম কহে শেষে॥ ততক্ষণে সেইভক্তের হয় সঙরণ। সন্তোষে আছাড় খায় করয়ে ক্রন্দন॥ শ্রীবাসেরে বোলে আরে পড়ে তোর মনে। ভাগবত শুনিস অমুক স্থানে২॥ পদে পদে ভাগবত প্রেম রসময়। শুনিয়া দ্রবিল অতি তোমার হৃদয়॥ উচ্চস্বর করি তুমি লাগিলা কান্দিতে। বিহ্বল হইয়া ভুমি পড়িলা ভূমিতে॥ অবুধ পড়ুয়া ভক্তি যোগ না বুঝিয়া। বলয়ে কান্দয়ে কেন না বুঝিল ইহা॥ বাহ্য নাহি জ্ঞান তুমি প্রমের বিকারে। পঢুয়া তোমারে নিল বাহির দুয়ারে॥ দেবানন্দ ইথে নাকরিল নিবারণ। গুরু যথা অজ্ঞ সেইমত শিষ্যগণ॥ বাহির দুয়ারে তোমা এড়িল টানিয়া। তবে তুমি আইলা পরম দুঃখ

পাঞা ॥ দুঃখ পাই মনে তুমি বিরলে বসিলা। আরবার ভাগবত চাহিতে লাগিলা ॥ দেখিয়া তোমার দুঃখ বৈকুণ্ঠ হইতে। আবির্ভাব হইলাম তোমার দেহেতে ॥ তবে আমি এই তোর হৃদয়ে বসিয়া। ক্রন্দন করাইনু আমি মনে পড়ে তাহা ॥ আনন্দ হইল দেহ শুনি ভাগবত। সবতিতি স্থান হৈল বরিষার মত ॥ সেই দিন আমি তোর হৃদয়ে বসিয়া। কান্দাইনু আপনার প্রেমযোগ দিয়া ॥ অনুভব পাইয়া বিহ্বল শ্রীনিবাস। গড়াগড়ী যায় কান্দে বহে ঘনশ্বাস ॥ এইমত অদ্বৈতাদি যতেক বৈষ্ণব। সভারে দেখিয়া করায়েন অনুভব ॥ আনন্দ সাগরে মগ্ন সব ভক্তগণ। বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল চর্ব্বন ॥ কোনো ভক্ত নাচে কেহো করে সংকীর্ত্তন। কেহ বলে জয় জয় শ্রীশচীনন্দন ॥ কদাচিৎ যে ভক্ত বা নাথাকে সে স্থানে। আজ্ঞা করি প্রভু তারে আনায় আপনে ॥ কিছু দেহ খাই বলি পাতেন শ্রীহস্ত। যেই যাহা দেন তাহা খায়েন সমস্ত ॥ খাইয়া বলেন প্রভু তোর মনে আছে। অমুক নিশায় আমি বসি তোর কাছে ॥ বিপ্ররূপে তোর জ্বর করিলাম নাশ। শুনিয়া বিহ্বল হঞা পড়ে সেই দাস ॥ গঙ্গাদাসে দেখি বোলে তোর মনে জাগে। রাজ ভয়ে পলাইস যবে নিশাভাগে ॥ পূর্ব্ব পরিকর সনে আসি খেয়াঘাটে। কোথাও নাহিক নৌকা পড়িল সঙ্কটে ॥ রাত্রি শেষ হৈল তুমি নৌকা না পাইয়া। কান্দিতে লাগিলা তুমি দুঃখিত হইয়া ॥ মোর অগ্রে যবনে স্পর্শিবে পরিবার। গাঙ্গে প্রবেশিতে চিত্ত হইল তোমার ॥ তবে আমি নৌকা নিয়া খিয়ারির রূপে। গঙ্গায়ে বাহিয়ে যাই তোমার সমীপে ॥ তবে নৌকা দেখি তুমি সন্তোষ হইলা। অতিশয় প্রীত করি বলিতে লাগিলা ॥ আয় ভাই আমারে রাখহ এইবার। জাতি প্রাণ ধন যত সকল তোমার ॥ রক্ষাকর পরিকর সঙ্গে কর পার। এক তঙ্কা এক জোড় বস্ত্র সে তোমার ॥ তবে তোমা সঙ্গে পরিকরে করি পার ॥ তবে পুন বৈকুণ্ঠে গেলাম আরবার ॥ শুনি ভাষে গঙ্গাদাস আনন্দ সাগরে। হেনলীলা করে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দরে ॥ গঙ্গায় হইতে পার চিন্তিলে আমারে। মনে পড়ে পার আমি করিল তোমারে ॥ শুনিয়া মূর্চ্ছিত দাস গড়াগড়ী যায়। এইমত কহে প্রভু অতি অমায়ায় ॥ বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর। চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবর ॥ কোন প্রিয়তম করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন। শ্রীকেশ সংস্কার করে অতি প্রিয়তম ॥ তাম্বূল যোগায় কেহ অতি প্রিয় ভৃত্য। কেহ গায় কেহ বা সমুখে করে নৃত্য ॥ এইমত সকল দিবস পূর্ণ হৈলা। সন্ধ্যা আসি পরম কৌতুকে প্রবেশিলা ॥ ধূপদীপ লইয়া সকলভক্তগণ। অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ততক্ষণ ॥ শঙ্খ ঘণ্টা করতাল মন্দিরা মৃদঙ্গ। বাজায়েন বহুবিধ উঠিল আনন্দ ॥ অমায়ায় বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র। কিছু নাহি বোলে যত করে ভক্তবৃন্দ ॥ নানা বিধ পুষ্প সভে পাদপদ্মে দিয়া। ত্রাহি প্রভু বলি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ কেহ

কাকু করে কেহ করে জয় ধ্বনি। চতুর্দ্দিগে আনন্দ ক্রন্দন মাত্র শুনি॥ কি অ ভুত সুখ হৈল নিশার প্রবেশে। যে আইসে সেই যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশে॥ প্রভুর হইল মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশে। যোড় হস্তে সমুখে রহিল সর্ব্বদাস॥ ভক্ত অঙ্গে অঙ্গ দিয়া পাদপদ্ম মেলি। লীলায়ে আছেন গৌরসিংহ কুতূহলী॥ বর মুখ হইলেন শ্রীগৌরসুন্দর। যোড় হস্তে রহিলেন সব অনুচর॥ সাত প্রহরিয়া ভাবে সর্ব্ব জনে২। অমায়ায় কৃপা প্রভু করেন আপনে॥ আজ্ঞা হৈল শ্রীধরেরে ঝাটগিয় আন। আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ বিধান॥ নিরবধি ভাবে মোরে বড় দুঃখ পাঞা। আসিয়া দেখুক মোরে ঝাট আন গিয়া॥ নগরের অন্তে গিয়া থাকহ বসিয়া। যে মোরে ডাকয়ে তারে আনিহ ধরিয়া॥ ধাইল বৈষ্ণবগণ প্রভুর ব চনে। আজ্ঞালই গেলা সেই শ্রীধর ভবনে॥ সেই শ্রীধরের কিছু শুনহ আখ্যান। খোলার পসার করি রাখে নিজ প্রাণ॥ একবার খোলা খোড় কিনিয়া আনয়। খানি২ করি তাহা কাটিয়া বেচয়॥ তাহাতে যে কিছু হয় দিবসে উপায়। তার অর্দ্ধ গঙ্গার নৈবেদ্য লাগি যায়॥ অর্দ্ধেক সওদায় হয় নিজ প্রাণ রক্ষা। এইমত হয় বিষ্ণু ভক্তির পরীক্ষা॥ মহা সত্যবাদী তিঁহো যেন যুধিষ্ঠির। যার যেই মূল্য বলে না বলে বাহির॥ মধ্যে২ যেবা জন তার তত্ত্ব জানে। তাহার বচনে মাত্র দ্রব্য খানি কিনে॥ এইমতে নবদ্বীপে আছে মহাশয়। খোলা বেচা জ্ঞান করি কেহ না চিনয়॥ চারি প্রহর রাত্রি নিদ্রানাহি কৃষ্ণ নামে। সর্ব্বরাত্রি হরি বোলে দীর্ঘল আহ্বানে॥ যতেক পাষণ্ডী বলে শ্রীধরের ডাকে। রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই দুই কর্ণ কাটে॥ মহা চাসা বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে। ক্ষুধায়ে ব্যাকুল হঞা রাত্রিজাগি মরে॥ এইমত পাষণ্ডী মরয়ে মন্দ বলি। নিজ কার্য্য করয়ে শ্রীধর কুতূহলী॥ হরি বলি ডাকিতে যে আছয়ে শ্রীধরে। নিশাভাগে প্রেম যোগে ডাকে উচ্চস্বরে॥ অর্দ্ধ পথ গেল মাত্র ভক্তগণ ধাঞা। শ্রীধরের ডাক শুনে তথাই থাকিয়া॥ ডাক অনুসারে গেলা ভাগবতগণ। শ্রীধরেরে ধরিয়া লইলা তৎক্ষণ॥ চল২ মহাশয় প্রভু দেখসিয়া। আমরা কৃতার্থ হই তোমা পরশিয়া॥ শুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্চ্ছিত। আনন্দে বিহ্বল হই পড়িলা ভূমিত॥ আথেব্যথে ভক্তগণ লইল তুলিয়া। বিস্তর আগেনিল আলগ করিয়া॥ শ্রীধর দেখিয়া প্রভু প্র সন্ন হইলা। আয়২ শ্রীধর বলি ডাকিতে লাগিলা॥ বিশ্বস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন। বহু জন্ম মোর প্রেমে তেজিলা জীবন॥ এহো জন্মে মোর সেবা ক রলা বিস্তর। তোমার খোলায় অন্ন খাইল নিরন্তর॥ তোমার হস্তের দ্রব্য খা ইল বিস্তর। পাসরিলা আমা সঙ্গে যে কৈলা উত্তর॥ যখনে করিলা প্রভু বিদ্যার বিলাস। পরম উদ্ধত হেন যখনে প্রকাশ॥ সেই কালে গূঢ় ভাবে শ্রীধরের সঙ্গে। খোলা বেচা কেনা ছলে কৈল বহু রঙ্গে॥ প্রতিদিন শ্রীধরের পসারেত

গিয়া। থোড় কলা মুল খোলা আনেন কিনিয়া॥ প্রতিদিন চারি দণ্ড কলহ করিয়া। তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অর্দ্ধ মূল্যদিয়া॥ সত্যবাদী শ্রীধর যা লইব তাহা বোলে। অর্দ্ধ মূল্যদিয়া প্রভু নিজ হস্তে তোলে॥ উঠিয়া শ্রীধর দাস করে কাড়াকাড়ী। এইমত শ্রীধর ঠাকুরে হুড়াহুড়ি॥ প্রভু বোলে কেনে ভাই শ্রীধর তপস্বী। অনেক তোমার অর্থ আছে হেনবাসী॥ আমার হাথের দ্রব্য লহ যে কাড়িয়া। এতদিন কে আমি না জানিস ইহা॥ পরমব্রহ্মণ্য শ্রীধর ক্রুদ্ধ নহে। বদন দেখিয়া সর্ব্ব দ্রব্য কাড়ি লয়ে॥ মদনমোহন রূপ গৌরাঙ্গ সুন্দর। ললাটে তিলক শোভে উর্দ্ধ মনোহর॥ ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল। প্রকৃতি নয়ন দুই পরম চঞ্চল॥ শুক্ল যজ্ঞসূত্র শোভে বেড়িয়া শরীর। সূক্ষ্মরূপ অনন্ত যে হেন কলেবর॥ অধরে তাম্বুল হাসে শ্রীধরে চাহিয়া। আরবার খোলা লয় আপনে তুলিয়া॥ শ্রীধর বলেন শুন ব্রাহ্মণঠাকুর। ক্ষমাকর মোরে মুঞি তোমার কুক্কুর॥ প্রভু বোলে জানি তুমি পরম চতুর। খোলা বেচ অর্থ তোমার আছয়ে প্রচুর॥ আর কি পসার নাহি বলয়ে শ্রীধরে। অল্প কড়িদিয়া তথা আন পাত খোলে॥ প্রভু বোলে যোগানিয়া আমি নাহি ছাড়ি। থোড় কলা দিয়া মোরে ভুমিলহ কৌড়ি॥ রূপ দেখি মুগ্ধ হইয়া শ্রীধর যে হাসে। গালিপাড়ে বিশ্বম্ভর পরম সন্তোষে॥ প্রত্যহ গঙ্গারে দ্রব্য দেহত কিনিয়া। আমারেবা কিছু দিলে মুল্যাতে ছাড়িয়া॥ যে গঙ্গা পূজহ তুমি আমি তান পিতা। সত্য২ তোমারে কহিল এই কথা॥ কর্ণ ধরি শ্রীধর শ্রীবিষ্ণু বিষ্ণু বোলে। উদ্ধত দেখিয়া তানে দেই পাত খোলে॥ এইমত প্রতিদিন করেন কন্দল। শ্রীধরের জ্ঞানে বিপ্র পরম চঞ্চল॥ শ্রীধর বলেন মুঞি হারিনু তোমারে। কড়ি বিনু কিছু দিমু ক্ষমহ আমারে॥ এক খণ্ড খোলা দিমু এক খণ্ড থোড়॥ এক খণ্ড কলামুল আর দোষ মোর॥ প্রভু বোলে ভাল ভাল আর নাহি দায়। শ্রীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খায়॥ কোটি হৈলে অভক্তের উলটি না চায়। ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়॥ এই লীলা করিব চৈতন্য হেন আছে। ইহার সে কারণে শ্রীধরে খোলা বেচে॥ এইলীলা লাগিয়া শ্রীধরেবেচে খোলা। কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলা॥ বিনি প্রভু জানাইলে কেহ নাহি জানে। সেই কথা প্রভু কর‌াইল সঙরণে॥ প্রভু বোলে শ্রীধর দেখহ রূপ মোর। অষ্ট সিদ্ধি দাস আজি করি দেঙ তোর॥ মাথা তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর। তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর॥ হাতে বংশী মোহন দক্ষিণে বলরাম। মহা জ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান॥ কমলা তাম্বুল দেয় হস্তের উপরে। পঞ্চমুখ চতুর্ম্মুখ আগে স্তুতি করে॥ মহাফণে ছত্র দেখে শিবের উপরে। সনক নারদ শুক দেখে জোড করে॥ প্রকৃতি স্বরূপ সব জোড় হস্ত করি। স্তুতি করে চতুর্দ্দিকে পরম সুন্দরী॥ দেখিবা মাত্র শ্রীধর হইলা মুরছিত। সেইমত ঢুলিয়া পড়িল পৃথিবীত॥ উঠ২ শ্রীধর প্রভুর

আজ্ঞা হইল। প্রভুর বোলেতে শ্রীধর চৈতন্য পাইল॥ প্রভু বোলে শ্রীধর আমার কর স্তুতি। শ্রীধর বলয়ে নাথ মুঞিমূঢ়মতি॥ কোন স্তুতি জানো মুঞি ছারের শকতি প্রভু বোলে তোর বাক্যেমাত্র মোরস্তুতি॥ প্রভুরআজ্ঞায় জগন্মাতা সরস্বতী। প্রবেশিলা জিহ্বায় শ্রীধর করে স্তুতি॥ জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর। জয়২ জয় নবদ্বীপ পুরন্দর॥ জয়২ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটিনাথ। জয়২ শচী পুণ্যবতী গর্ব্ভজাত জয়২ বেদ গোপ্য জয় দ্বিজরাজ। যুগে২ ধর্ম্ম পাল করি নানা সাজ॥ গূঢ় রূপে বোড়াইলে নগরে নগরে। বিনা তুমি না জানাইলে কেজানে তোমারে॥ তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম তুমি ভক্তি জ্ঞান। তুমি শাস্তা তুমি বেদ তুমি সর্ব্ব ধ্যান॥ তুমি ঋষি তুমি সিদ্ধি তুমি যোগ ভোগ। তুমি শ্রদ্ধা তুমি দয়া তুমি লোভ মোহ॥ তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি অগ্নি জল। তুমি সূর্য্য তুমি বায়ু তুমি ধন বল॥ তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি তুমি অজভব। তুমি বা হইবে কেনে তোমার এসব॥ পূর্ব্বে মোর স্থানে তুমি আপনে বলিলা। তোর গঙ্গা দেখ মোর চরণ সলিলা॥ তবু মোর পাপচিত্তে রহিল স্মরণ। না জানিল তোর দুই অমূল্য চরণ॥ যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল নগর। এখন হইলা নবদ্বীপ পুরন্দর॥ রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর ভিতরে। হেন ভক্তি নবদ্বীপে হইল বাহিরে॥ ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা জিনিল সমরে। ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে॥ ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা। ভক্তি বশে তুমি কান্ধে কৈলে ব্রজরামা॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি বহে যারে মনে। সে তুমি ছিদাম গোপ বহিলা আপনে॥ যাহা হৈতে আপনার পরাভব হয়। সেই বড় গোপ্যলোক কাহারে নাকয়॥ ভক্তিলাগি বড়স্থানে পরাভব পাঞা। জিনিয়া বেড়াও তুমি ভক্তি লুকাইয়া॥ সে মায়া হইল চূর্ণ আর নাহি লাগে। হেরদেখ সকল ভুবনে ভক্তি মাগে॥ সেকালে হারিলা দুই চারি জন স্থানে। একালে বান্ধিব তোমা সর্ব্ব জনে২॥ মহাশুদ্ধা সরস্বতী শ্রীধরের শুনি বিস্ময় পাইল সব বৈষ্ণবাগ্রগণি॥ প্রভু বোলে শ্রীধর বাছিয়া লহ বর। অষ্টসিদ্ধি দিমু আজি তোমার গোচর॥ শ্রীধর বলেন প্রভু আর ভাড়াইবা। নিশ্চিন্তে থাকহ তুমি আরনা পারিবা॥ প্রভু বোলে দরশন মোরব্যর্থ নহে। অবশ্য পাইব বর যেই চিত্তেলয়ে॥ মাগ২ পুনঃপুন বোলে বিশ্বম্ভর। শ্রীধর বলয়ে প্রভু এই দেহ বর॥ যে ব্রাহ্মণ কাড়িনিল মোর খোলা পাত। সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে২ নাথ॥ যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল। মোর প্রভু হউ তার চরণ যুগল॥ বলিতে২ প্রেম বাড়য়ে শ্রীধরে। দুই বাহু তূলি কান্দে মহা উচ্চস্বরে॥ শ্রীধরের ভক্তি দেখি বৈষ্ণব সকল। অন্যোন্যে কান্দেন সব হইয়া বিহ্বল॥ হাসি বোলে বিশ্বম্ভর শুনহ শ্রীধর। এক মহারাজ্যে করোঁ তোমারে ঈশ্বর॥ শ্রীধর বোলয়ে মুঞি কিছুই না চাঙ॥ হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাঙ॥ প্রভু বোলে

শ্রীধর আমার তুমি দাস। এতেকে দেখিলে তুমি আমার প্রকাশ॥ এতেকে তোমার মতি ভেদ না হইল। বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল॥ জয়২ ধ্বনি হৈল বৈষ্ণব মণ্ডলে। শ্রীধর পাইল বর শুনিল সকলে॥ ধন নাহি জন নাহি নাহিক পাণ্ডিত্য। কে চিনিব এসকল চৈতন্যের ভৃত্য॥ কিকরিব বিদ্যা ধন রূপে যশে কুলে। অহঙ্কার বাড়ি সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥ কলামূল বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা। কোটি কল্পে কোটীশ্বরে না পাইব তাহা॥ অহঙ্কার দ্রোহ মাত্র বিষয়েতে আছে। অধঃপাত ফল তার নাজানয়ে পাছে॥ দেখি মূর্খ দরিদ্রযে সুজনেরে হাসে। কুম্ভিপাক যায় সেই নিজকর্ম্ম দোষে॥ বৈষ্ণব চিনিতেপারে কাহার শকতি। আছয়ে সকল সিদ্ধি দেখিতে দুর্গতি॥ খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী। ভক্তি মাত্র নিল অষ্টসিদ্ধিকে উপেক্ষি॥ যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥ বিষয় মদান্ধ সব কিছুই না জানে। বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥ ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধি হ্রাস। নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥ শ্রীধর পাইল বর করিয়া স্তবন। ইহা যেই শুনে তার বন্ধ বিমোচন॥ প্রেম ভক্তি হয় কৃষ্ণ চরণারবিন্দে। সেই কৃষ্ণ পায় যে বৈষ্ণব নাহি নিন্দে॥ নিন্দায়ে নাহিক কার্য্য সবে পাপ লাভ। এতেকে না করে নিন্দা মহামহা ভাগ॥ অনিন্দুক হই যে সকৃত কৃষ্ণ বোলে। সত্য২ কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥ বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম। চৈতন্যের নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহুজান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি শ্রীমধ্যখণ্ডে মহাপ্রকাশ দর্শনং নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশম অধ্যায়॥

জয়২ মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। জয়২ নিত্যানন্দ অনাদি ঈশ্বর॥ হেনমতে প্রভু শ্রীধরেরে বর দিয়া। নাঢা২ নাঢাবোলে মস্তক ঢুলাইয়া॥ প্রভুবোলে আচার্য্য মাগহ নিজকার্য্য। যে মাগিনু তাহা পাইনু বলয়ে আচার্য্য॥ হুঙ্কার করয়ে জগন্নাথের নন্দন। হেনশক্তি নাহি কারো বলিতে বচন॥ মহা পরকাশ প্রভু বিশ্বম্ভর রায়। গদাধর যোগায় তাম্বুল প্রভু খায়॥ ধরণী ধরেন্দ্র নিত্যানন্দ ধরে ছত্র। সমুখে অদ্বৈত আদি সব মহাপাত্র॥ মুরারিরে আজ্ঞা হৈল মোর রূপ দেখ। মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক॥ দুর্ব্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর। বীরাসনে বসিআছে মহা ধনুর্দ্ধর। জানকী লক্ষ্মণ দেখে বামেতে দক্ষিণে। চৌদিগে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্র গণে। আপন প্রকৃতি বাসে যেহেন বানর। সকৃত দেখিয়া মূর্চ্ছ পাইল বৈদ্য

বর॥ মুর্চ্ছিত হইয়া বৈদ্য মুরারি পড়িলা। চৈতন্যের কান্দে পড়ি জড়প্রায় হৈলা। ডাকিবোলে বিশ্বম্ভর আরেরে বানরা। পাষরিলি তোরে পোড়াইল সীতাচোরা॥ ভুঞ্জিতার পুরিপুড়ি কৈলি বংশক্ষয়। সেই প্রভু আমি তোরে দিল পরিচয়॥ উঠ২ মুরারি আমার তুমি প্রাণ। আমি সেই রাঘবেন্দ্র তুমি হনুমান॥ সুমিত্রা নন্দন দেখ তোমার জীবন। যারে জীয়াইলে আনি গন্ধমাদন॥ জানকীর চরণে করহ নমস্কার। যার দুঃখ দেখি তুমি কান্দিলা অপার॥ চৈতন্যের বাক্যে গুপ্ত চৈতন্য পাইলা। দেখিয়া সকল প্রেমে কান্দিতে লাগিলা॥ শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রবে শুনি গুপ্তের ক্রন্দন। বিশেষে দ্রবিলা সব ভাগবতগণ॥ পুনরপি মুরারিরে বোলে বিশ্বম্ভর। তোমার যে অভিমত ইচ্ছি লহ বর॥ মুরারি বলয়ে প্রভু আর নাহি চাও। হেনকর প্রভু যেন তোর গুণ গাও॥ যেতেঠাঞি প্রভুকেনে জন্মনহে মোর। তথাই২ যেন স্মৃতি হয়ে তোর॥ জন্ম২ তোমার যে সব নিজদাস। তাসভার সঙ্গে যেন মোর হয়ে বাস॥ তুমি প্রভু আমিদাস ইহা নাহি যথা। হেনসত্য করপ্রভু নাপেলিহ তথা॥ সপার্ষদে তুমি যথা কর অবতার। তথাই২ দাস হইমু তোমার॥ প্রভু বোলে সত্য২ এইবর দিল। মহাজয় জয় ধ্বনি হইতে লাগিল॥ মুরারির প্রতিসব বৈষ্ণবের প্রীত। সর্ব্বজীবে কৃপালুতা মুরারি চরিত॥ যেতেস্থানে মুরারির যদি সঙ্গহয়। সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥ মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কার। মুরারির বল্লভ প্রভু সর্ব্ব অবতার॥ ঠাকুর চৈতন্য বোলে শুন সর্ব্ব জনে। সকৃত মুরারি নিন্দা করে যেই জনে॥ কোটি গঙ্গাস্নানে তার নাহিক উদ্ধার। গঙ্গাহরি নামে তার করিবে সংহার॥ মুরারি বসয়ে গুপ্তে উহান হৃদয়ে॥ এতেকে মুরারি গুপ্তনাম যোগ্য হয়ে॥ মুরারিরে কৃপাদেখি ভাগবতগণ। প্রেমযোগে কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন॥ মুরারিরে কৃপা কৈল শ্রীচৈতন্য রায়। ইহা যেই শুনে সেই প্রেম ভক্তি পায়॥ মুরারি শ্রীধরকান্দে সমুখে পড়িয়া। প্রভু সে তাম্বূল খায় গর্জ্জিয়া২ হরিদাস প্রতি প্রভু সদয় হইয়া। মোরে দেখ হরিদাস বলে ডাক দিয়া॥ এই মোর দেহহৈতে তুমি মোর বড়। তোমার যে জাতি সেই জাতি মোর দঢ়॥ পাপীষ্ঠ যবনে তোমা বড় দিল দুখ। তাহা সঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক॥ শুন২ হরিদাস তোমারে যখনে। নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে॥ দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে। নাম্বিনু বৈকুণ্ঠ হৈতে সভা কাটিবারে॥ প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারয়ে সকল। তুমি মনে চিন্ত তাহা সভার কুশল॥ আপনে মারণ খাও তাহা নাহি লিখ। তখনেহ তাসভারে মনে ভাল দেখ॥ তুমি ভাল দেখিলে না করোঁ মুঞি বল। তুলোচক্র তোমা লাগি সে হয় বিফল॥ কাটিতে না পারোঁ তোর সঙ্কল্প লাগিয়া। তোর পৃষ্ঠে পড়োঁতোর মারণ দেখিয়া॥ তোমার মারণ নিজ অঙ্গে করিলঙ। এই তার সাক্ষী আছে মিথ্যা নাহিকঙ॥ যেবাগৌণ ছিল

মোর প্রকাশ করিতে। ঝাট আইনু তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে ॥ তোমারে চিনিল মোর নাঢ়া ভালমতে। সর্ব্বভাবে মোরে বন্দী করিল অদ্বৈতে ॥ ভক্ত বা ঢাইতে নিজ ঠাকুর সেজানে। কিবা বোলে কিবা করে ভক্তের কারণে ॥ জ্বলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়। ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায় ॥ ভক্তবই কৃষ্ণ আর কিছুই নাজানে। ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে ॥ হেনকৃষ্ণ ভক্তনামে না পায় সন্তোষ। সেইসব পাপীরে লাগিল দৈবদোষ ॥ ভক্তের মহিমা ভাই দেখ চক্ষু ভরি। কি বলিলা হরিদাস প্রতি গৌরহরি ॥ প্রভু মুখে শুনি মহা করুণ বচন। মূর্চ্ছিত পড়িলা হরিদাস ততক্ষণ ॥ বাহ্য দূর গেল ভূমিতলে হরিদাস। আনন্দে ডুবিল তিলার্দ্ধেক নাহি শ্বাস ॥ প্রভু বোলে উঠ২ মোর হরিদাস। মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ ॥ বাহ্য পাই হরিদাস প্রভুর বচনে। কোথা রূপ দরশন করয়ে ক্রন্দনে ॥ সকল অঙ্গনে পড়ি গড়াপড়ি যায়। মহা শ্বাস বহে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় ॥ মহাবেশ হৈল হরিদাসের শরীরে। চৈতন্য করয়ে স্থির তভু নহে স্থিরে ॥ বাপ বিশ্বম্ভর প্রভু জগতের নাথ। পাতকীরে ত্রাণ কর পড়িল তোমাত ॥ নির্গুণ অধম সর্ব্বজাতি বহিষ্কৃত। মুঞিও কিবলিব সর্ব্ব জগতে বিদিত ॥ দেখিলে পাতক মোরে পরশিলে স্নান। মুঞিকি বলিব প্রভু তোমার আখ্যান ॥ একসত্য করিয়াছি আপন বদনে। যেজন তোমার করে চরণ স্মরণে ॥ কীট তুল্য হয় যদি তারে নাহি ছাড়। ইহাতে অন্যথা হৈলে নরেন্দ্রেরে পাড় ॥ এহোবল নাহি মোর স্মরণ বিহীন। স্মরণ করিতে মাত্র রাখ তুমি দীন ॥ সভামধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন। আনিল পাপীষ্ঠ দুর্য্যোধন দুঃশাসন ॥ সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা সঙরিলা। স্মরণ প্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা ॥ স্মরণ প্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত। তথাপিহ না জানিল সেসব দুরন্ত ॥ কোনো কালে পার্ব্বতীরে ডাকিনীর গণে। বেড়িয়া খাইতে কৈল তোমার স্মরণে ॥ স্মরণ প্রভাবে তুমি আবির্ভূত হঞা। করিলা সভার শান্তি বৈষ্ণবী তারিয়া ॥ হেন তোমার স্মরণ বিহীন মুঞি পাপ। মোরে তোর চরণে স্মরণ দেহ বাপ ॥ বিষ সর্পে অগ্নি জলে পাথরে বান্ধিয়া। পেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া ॥ প্রহ্লাদ করিল তোমার চরণে স্মরণ স্মরণ প্রভাবে সর্ব্ব কৃত্যা বিমোচন ॥ কার বা ভাঙ্গিল দন্ত কার তেজ নাশ ॥ স্মরণ প্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ ॥ পাণ্ডুপুত্র সঙরিল দুর্ব্বাসার ভয়ে ॥ অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা হইয়া সদয়ে ॥ চিন্তা নাহি যুধিষ্ঠির হের দেখ আমি ॥ আমি দিব মুনি ভিক্ষা বসি থাক তুমি ॥ অবশেষ এক শাক আছিল হাঁড়িতে। সন্তোষে খাইলে নিজ সেবক রাখিতে ॥ স্নানে সব ঋষির উদর মহা ফুলে। সেইমতে সব ঋষি পলাইলা ডরে ॥ স্মরণ প্রভাবে পাণ্ডু পুত্রের মোচন। এসব কৌতুক যত স্মরণ কারণ ॥ অখণ্ড পরম ধর্ম্ম এই সভাকার। তেঞিও চিত্ত নহে ইহা সভার উদ্ধার

অজামিল স্মরণের মহিমা অপার। সর্ব্ব ধর্ম্ম হীন তাহা বহি নাহি আর॥ দূত ভয়ে পুত্রস্নেহে দেখি পুত্র মুখ। স্মরণ হইল পুত্র নারায়ণ রূপ॥ সেই সঙরণে সব খণ্ডিল আপদ। তেঞি চিত্র নহে ভক্ত স্মরণ সম্পদ॥ হেন তোর চরণ স্মরণহীন মুঞি। তথাপিহ প্রভু মোরে না ছাড়িবি তুঞি॥ তোমা দেখিবারে মোর কোন অধিকার। এক বহি প্রভু কিছু ন চাহিমু আর॥ প্রভু বোলে বল বল সকল তোমার তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার॥ কর জোড করি বোলে পভু হরিদাস। মুঞি অল্পভাগ্য প্রভু করোঁ বড আশ॥ তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস। তার অবশেষে যেন হয়ে মোর গ্রাস॥ সেই সে ভজন মোর হউ জন্ম জন্ম। সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুল ধর্ম্ম॥ তোমার স্মরণ হীন পাপীজন্ম মোর। সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর॥ এহ মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয়। মহা পদ চাহোঁ যে আমার যোগ্য নয়॥ প্রভুরে নাথরে মোর বাপ বিশ্বম্ভর। মৃত মুঞি মোর অপরাধ ক্ষমাকর॥ শচীর নন্দন বাপ কৃপা কর মোরে। কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে॥ প্রেম ভক্তি ময় হৈলা প্রভু হরিদাস। পুনঃপুন করে কাকু না পূরয়ে আশ॥ প্রভু বোলে শুন শুন মোর হরি দাস। দিবসেকো যে তোমার সঙ্গে কৈল বাস॥ তিলার্দ্ধেক তুমি যার সঙ্গে কহ কথা। সে অবশ্য পাবে আমা নাহিক অন্যথা॥ তোমাকে যে করে শ্রদ্ধা আমাকে সে করে। নিরবধি আছি আমি তোমার শরীরে॥ তুমি হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল। তুমি আমা হৃদয়ে বান্ধিলা সর্ব্বকাল॥ মোর স্থানে মোর সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে। বিনি অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দানে॥ হরিদাস প্রতি বর দিলেন যখনে। জয়২ মহাধ্বনি উঠিল তখনে॥ জাতি কুল ক্রিয়াধনে কিছু নাহি করে। প্রেম ধন আর্ত্তি বিনা নাপাই কৃষ্ণেরে॥ যেতে কুলে কেনে বৈষ্ণবের জন্ম নহে। তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥ এইতার প্রমাণ যবন হরিদাস। ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দেখিল পরকাশ॥ যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবেরে জাতি বুদ্ধি করে। জন্ম২ অধম যোনিতে ডুবি মরে॥ হরিদাস স্তুতি বর শুনে যেই জন। অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণ প্রেমধন॥ এ বচন মোর নহে সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে। ভক্তাখ্যান শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়ে॥ মহাভক্ত হরিদাস জয়জয় জয়। হরিদাস স্মরণে সকল পাপ ক্ষয়॥ কেহ বলে চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস। কেহ বলে প্রহ্লাদের যেন পরকাশ॥ সর্ব্বমতে মহাভাগবত হরিদাস। চৈতন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে যাহার বিলাস॥ ব্রহ্মা শিব হরিদাস হেন ভক্ত সঙ্গ। নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥ হরিদাস স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ। গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরি দাসের মজ্জন॥ স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস। ছিণ্ডে সর্ব্ব জীবের অনাদি কর্ম্মপাশ॥ প্রহ্লাদ যেহেন দৈত্য কপি হনুমান। এইমত হরিদাস নীচজাতি নাম॥ হরিদাস কান্দে কান্দে মুরারি শ্রীধর। হাসিয়া তাম্বুল খায় প্রভু বিশ্বম্ভর॥

বসি আছে মহাজ্যোতি খট্টার উপরে। মহাজ্যোতি নিত্যানন্দ ছত্রধরে শিরে॥ অদ্বৈতের ভীতে চাহি হাসিয়া২। মনের বৃত্তান্ত তান কহে প্রকাশিয়া॥ শুন২ অদ্বৈত তোমারে নিশাভাগে। ভোজন করাইল আমি তাহা মনেজাগে॥ যখন আমার নাহি হয় অবতার। আমারে আনিতে শ্রম করিলা অপার॥ গীতা শাস্ত্র পঢাও বাখান ভক্তি মাত্র। বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥ যেশ্লো কের অর্থে নাহি পাও ভক্তিযোগ। শ্লোকেরে না দেহ দোষ ছাড় সর্ব্বভোগ॥ দুঃখ পাই শুইথাক করি উপবাস। তবে আমি তোমা স্থানে হই পরকাশ॥ তোমা র উপবাসে হয় মোর উপবাস। তুমি মোরে যেই দেহ সেই মোর গ্রাস॥ তিলা দ্ধেকো তোমার দুঃখ আমি নাহি সহি। স্বপ্নে আমি তোমার সহিত কথাকহি॥ উঠ২ আচার্য্য শ্লোকের অর্থ শুন। এই অর্থ এই পাঠ নিঃসন্দেহ জান॥ উঠিয়া ভোজনকর না কর উপাস। তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ॥ শন্তোষে উ ঠিয়া তুমি করহ ভোজন। আমি বলি তুমি যেন মানহ স্বপন॥ এইমত যেই যেই পাঠে দ্বিধাহয়। আসিয়া চৈতন্যচন্দ্র আপনে কহয়॥ যত রাত্রি স্বপ্ন হয় যেদিনে যেক্ষণে। যত শ্লোকসব প্রভু কহিলা আপনে॥ ধন্য২ অদ্বৈতের ভক্তির মহিমা। ভক্তির শক্তি কি বলিব এই তার সীমা॥ প্রভু বোলে সর্ব্বপাঠ কহিল তো মারে। এক পাঠ নাহি কহি আজি কহি তোরে॥ সংপ্রদায় অনুরোধে মূঢ় নাহি পড়ে। সর্ব্বতঃ পাণি পাদান্ত এই পাঠ পড়ে॥ আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট। সর্ব্বতঃ পাণি পাদান্ত এই সত্য পাঠ॥ তথাহি॥ সর্ব্বতঃ পাণি পাদান্তং সর্ব্বতোক্ষি শিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতি মল্লোকে সর্ব্বমাবৃত ভিষ্ঠতি॥ অতি গুহ্য পাঠ আমি কহিল তোমারে। তোমাবহি পাত্রকেবা আছে কহিবারে॥ চৈতন্যের গুপ্ত শিষ্য আচার্য্য গোসাঞি। চৈতন্যের সর্ব্বব্যাখ্যা আচার্য্যের ঠাঞি॥ শুনিয়া আচার্য্যপ্রেমে কান্দিতে লাগিলা। পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা॥ অদ্বৈত বলয়ে আর কি বলিব মুঞি। এইমোর মহত্ত্বযে মোর নাথ তুঞি॥ আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য্য গোসাঞি। প্রভুর প্রকাশ দেখি বাহ্য কিছু নাঞি॥ এসব কথায় যার নাহিক প্রতীত। অধঃপাত হয় তার জানিহ নিশ্চিত॥ মহাভাগবতে বুঝে অদ্বৈতের ব্যাখ্যা॥ আপনে চৈতন্য যারে করাইল শিক্ষা॥ বেদে যেন নানা মত করয়ে কথন। এইমত অদ্বৈতের দুর্জ্জেয় বচন॥ অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার। জানিহ ঈশ্বর সঙ্গে ভেদ নাহি যার। শরতের মেঘ যেন পরভাগ্য বর্ষে। সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি,নাহি তার দোষে॥ তথাহি॥ গিরয়োমু মুচুস্তোয়ঙ্কচিন্ন মুমুচুঃ শিবং। যথা জ্ঞানামৃতংকাল জ্ঞানিনো দদতেনরাঃ এইমত অদ্বৈতের কিছু দোষ নাঞি। ভাগ্যাভাগ্য বুঝি ব্যাখ্যা করে সর্ব্ব ঠাঞি॥ চৈতন্য চরণ সেবা অদ্বৈতের কাম। ইহাতে প্রমাণ সব বৈষ্ণব সমাজ॥ সর্ব্ব

ভাগবতের বচন অনাদরী। অদ্বৈতের সেবা করে নহে প্রিয়ঙ্করী॥ চৈতন্যেতে মহা মহেশ্বর বুদ্ধি যার। সেই সে অদ্বৈত প্রিয় অদ্বৈত তাহার॥ সর্ব্ব প্রভু গৌর চন্দ্র ইহা যেনা লয়। অক্ষয় অদ্বৈত সেবা ব্যর্থ তার হয়॥ শিরচ্ছেদ ভক্তি যেন করে দশানন। নামানয়ে রঘুনাথ শিবের কারণ॥ অন্তরে ছাড়িল শিব সে না জানে ইহা। সেবা হৈল ব্যর্থ মৈল সবংশে পুড়িয়া॥ ভালমন্দ শিবে ঝাট ভা ঙ্গিয়া না কহে। যার বুদ্ধি থাকে সেই চিত্তে বুঝি লয়ে॥ এইমত অদ্বৈতের চিত্তনা বুঝিয়া। বোলায় অদ্বৈত ভক্ত চৈতন্য নিন্দিয়া॥ না বোলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব কারণে। না ধরে বৈষ্ণব বাক্য মরে ভালমনে॥ যাহার প্রসাদে অদ্বৈ তের সর্ব্বসিদ্ধি। হেন চৈতন্যের কিছু নাজানয়ে শুদ্ধি॥ ইহা যারে বলি আইসে ধাঞা মারিবারে। এহোমায়া বলবতী কি বলিব তারে॥ প্রভুর যে অলঙ্কার ইহা নাহি জানে। অদ্বৈতের প্রভু গৌরচন্দ্র নাহি মানে॥ পূর্ব্বে যে আখ্যান হৈল সেই সত্য হয়। তাহাতে প্রতীত যার নাহি তার ক্ষয়॥ যত২ শুন যার মহত্ব বড়াঞি। চৈতন্যের সেবা হৈতে আর কিছু নাহি॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু যারে কৃপাকরে। যার যেন যোগ্য ভক্তি সেইসে আদরে॥ অহর্নিশ লওয়ায়ে ঠাকুর নিত্যানন্দ। বল ভাই সব মোর প্রভু গৌরচন্দ্র॥ চৈতন্য স্মরণ করি যা চার্য্যগোসাঞি। নিরবধি কান্দে আর কিছু স্মৃতিনাঞি॥ ইহা দেখি চৈতন্যতে যার ভক্তি নহে। তাহার আলাপে হয়ে সুকৃতির ক্ষয়ে॥ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বু দ্ধে যে অদ্বৈত গায়ে। সেই সে বৈষ্ণব কৃষ্ণ জন্ম২ পায়ে॥ অদ্বৈতের সেইসে একান্ত প্রিয়তর। এমর্ম্ম না জানে যত অধম কিঙ্কর॥ সভার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। একথায়ে অদ্বৈতের প্রীত বহুতর॥ অদ্বৈতের শ্রীমুখের এসকল কথা। ইহাতে সন্দেহ কছু না কর সর্ব্বথা॥ মধ্যখণ্ড কথা বড় অমৃতের খণ্ড। যে কথা শুনিলে সর্ব্বখণ্ডয়ে পাষণ্ড॥ অদ্বৈতেরে বলিয়া গীতার সত্য পাঠ। বিশ্বম্ভর লু কাইল ভক্তির কপাট॥ শ্রীভুজ তুলিয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর। সভে মোরে মাগ যার যেই লয় বর॥ আনন্দ হইলা সভে প্রভুর বচনে। যার যেন ইচ্ছা মাগে তাহার কারণে॥ অদ্বৈত বলয়ে প্রভু মোর এই বর। মূর্খ নীচ দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর॥ কেহ বলে মোর বাপ নাদেয় আসিবারে॥ তারচিত্ত ভালহউ এই দেহ বরে॥ কেহ বলে শিষ্য প্রতি কেহ পুত্র প্রতি। কেহ ভার্য্যা কেহ ভৃত্য যার যেই মতি॥ কেহ বলে আমার গুরুর হউ ভক্তি। এইমত বর মাগে যার যেই শক্তি॥ ভক্ত বাক্য সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর। হাসিয়া২ সভাকারে দিল বর॥ মুকুন্দ আছেন অন্তঃপটের ভিতরে। সমুখ হইতে শক্তি মুকুন্দ না ধরে॥ সভার মুকুন্দ প্রিয় পরম মহান্ত। ভালমতে জানে সেই সভার বৃত্তান্ত॥ নিরবধি কীর্ত্তন করয়ে প্রভু শুনে। কোনো জনে না বুঝে তথাপি দণ্ডকেনে॥ ঠাকুরেহ নাহি

ডাকে আসিতে না পারে। দেখিয়া জন্মিল দুঃখ সভার শরীরে॥ শ্রীবাস বলয়ে শুন জগতের নাথ। মুকুন্দ কিঅপরাধ করিল তোমাত॥ মুকুন্দ তোমার প্রিয় আমা সভার প্রাণ। কেবা নাহি দ্রবে শুনি মুকুন্দের গান॥ ভক্তিপরায়ণ সর্ব্বদিগে সাবধান। অপরাধ নাদেখিয়া কর অপমান॥ যদি অপরাধ থাকে তার শাস্তি কর। আপনার দাসে কেনে দুরে পরিহর॥ তুমি না ডাকিলে নারে সমুখ হইতে। দেখুক তোমারে প্রভু বল ভালমতে॥ প্রভু বোলে হেন বাক্য কভুনা বলিবা। ওবেটার লাগি কেহো কিছু না কহিবা॥ খড়লয় জাঠিলয় পূর্ব্বে যে শুনিলা। এই বেটা সেই হয় কেহ না চিনিলা॥ ক্ষণে দন্তে তৃণ লয় ক্ষণে জাঠিমারে। ওখড় জাঠিয়া বেটা না দেখিব মোরে॥ মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আরবার। বুঝিতে প্রভুর বাক্য কার অধিকার॥ আমরাত মুকুন্দের দোষ নাহি দেখি। তোমার অভয় পাদপদ্ম তুই সাক্ষী॥ প্রভু বোলে ওবেটা যখন যেথা যায়। সেই মত কথা কহি তাহাতে মিশায়॥ বাশিষ্ট পড়য়ে যখন বৈষ্ণবের সঙ্গে। ভক্তি যোগে নাচে গায় তৃণকরি দন্তে॥ অন্য সংপ্রদায় গিয়া যখন সান্ধায়। নামানয়ে ভক্তি জাঠি মারয়ে সদায়॥ ভক্তি হৈতে বড় আছে ইহা যে বাখানে। নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে॥ ভক্তি স্থানে ইহার হইল অপরাধ। এতেকে উহার হৈল দরশন বাদ॥ মুকুন্দ শুনয়ে সব বাহিরে থাকিয়া। না পাইব দরশন শুনিলেন ইহা॥ গুরু উপরোধে পুন না মানিনু ভক্তি। নাহি জানে মহাপ্রভু চৈতন্যের শক্তি॥ মনে চিন্তে মুকুন্দ পরম ভাগবত। এদেহ রাখিতে মোর নহেত যুগত॥ অপরাধি শরীর ছাড়িব আজি আমি। দেখিব কতেক কালে ইহা নাহি জানি॥ মুকুন্দ বলেন শুন ঠাকুর শ্রীবাস। কভুনি দেখিমু মুঞি বোলে প্রভু পাশ॥ কান্দয়ে মুকুন্দ দুই অঝর নয়নে। মুকুন্দের দুঃখে কান্দে ভাগবত গণে। প্রভু বোলে আর যদি কোটি জন্ম হয়। তবে মোর দরশন পাইব নিশ্চয়॥ শুনিল নিশ্চয় প্রাপ্তি প্রভুর শ্রীমুখে। মুকুন্দ সিঞ্চিত হৈলা পরানন্দ সুখে॥ পাইব২ করি করে মহা নৃত্য। আনন্দে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য॥ মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেই খানে। দেখিবেন হেন বাক্য শুনিয়া শ্রবণে॥ মুকুন্দ দেখিয়া প্রভু হাসে বিশ্বম্ভর। আজ্ঞা হৈল মুকুন্দেরে আনহ সত্বর॥ সকল বৈষ্ণব ডাকে আইসহ মুকুন্দ। নাজানে মুকুন্দ কিছু পাইয়া আনন্দ॥ প্রভু বোলে মুকুন্দ ঘুচিল অপরাধ। আইস আমারে দেখ ধরহ প্রসাদ॥ প্রভুর আজ্ঞাতে সভে আনিল ধরিয়া। পড়িল মুকুন্দ মহাপুরুষ দেখিয়া॥ প্রভু বোলে উঠ২ মুকুন্দ আমার। তিলার্দ্ধেকো অপরাধ নাহিক তোমার॥ সঙ্গ দোষ তোমার সকল হৈল ক্ষয়। তোর স্থানে আমার হইল পরাজয়॥ কোটি জন্মে পাবে হেন-বলিলাম আমি। তিলর্দ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি॥ অব্যর্থ আমার বাক্য তুমিসে

জানিলা। তুমি আমা সর্ব্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা ॥ আমার গায়ন তুমি থাক আমার সঙ্গে। পরিহাস পাত্র সঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে ॥ সত্য যদি তুমি কোটি অপরাধকর। সে সকল মিথ্যা তুমি মোর প্রিয় দৃঢ় ॥ ভক্তিময় তোমার শরীর মোর দাস। তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস ॥ প্রভুর আশ্বাস শুনি কান্দয়ে মুকুন্দ। ধিক্কার করিয়া বলে আপনারে মন্দ ॥ ভক্তি নামানিনু মুঞি এই ছার মুখে। দেখিলেই ভক্তি শূন্য কি পাইব সুখে ॥ বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন। যাহা দেখি বারে বেদে করে অন্বেষণ ॥ দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন। নাপাইল সুখ ভক্তি শূন্যের কারণ ॥ হেন ভক্তি নামানিল আমি ছার মুখে। দেখিলে কি হৈব আর মোর প্রেম সুখে ॥ যখনে চলিলা তুমি রুক্মিনী হরণে। দেখিল নরেন্দ্র তোমা গরুড় বাহনে ॥ মহা অভিষেক রাজ রাজেশ্বর নাম। দেখিল নরেন্দ্র তোমা মহা জ্যোতিরধাম ॥ ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাষ। বিদর্ভ নগরে তাহা করিল প্রকাশ ॥ তাহা দেখি মরে সব নরেন্দ্রেরগণ। না পাইল সুখ ভক্তি শূন্যের কারণ ॥ সর্ব্ব যজ্ঞ ময় রূপ কারুণ্য শূকর। আবির্ভাব হৈলা তুমি জলের ভিতর ॥ অনন্ত পৃথিবী লাগি আছয়ে দশমে। যে প্রকাশ দেখিতে বেদের অন্বেষণে ॥ দেখিলেক হিরণ্য অপূর্ব্ব দরশন। নাপাইল সুখ ভক্তি শূন্যের কারণ ॥ আর মহা প্রকাশ দেখিল তার ভাই। মহা গোপ্য হৃদয়েতে কমলার ঠাঞি ॥ অপূর্ব্ব নৃসিংহ রূপ কহে ত্রিভুবনে। তাহা দেখি মরে ভক্তি শূন্যের কারণে ॥ হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল। এবড় অদ্ভুত মুখ খসিনা পড়িল ॥ কুব্জা যজ্ঞ পত্নী পুর নারী মালাকার। কোথায় দেখিল তারা প্রকাশ তোমার ॥ ভক্তি যোগে তোমারে পাইল সেই সব। সেইখানে মরে কংস দেখি অনুভব ॥ হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল। এইবড় কৃপা তোর তথাপি রহিল ॥ যে ভক্তি প্রভাবে শ্রীঅনন্ত মহাবলি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে হই কুতুহলী ॥ সহস্র ফণায় এক ফণে বিন্দ যেন। যশে মত্ত প্রভু নাহি জানে আছে হেন ॥ নিরাশ্রয়ে পালন করেন সভাকার। ভক্তি যোগ প্রভাবে এসব অধিকার ॥ হেন ভক্তি নামানিনু মুঞি পাপ মতি। অশেষ জন্মেও মোর নাহি ভালগতি ॥ ভক্তি যোগে গৌরীপতি হইলা শঙ্কর। ভক্তি যোগে হইল নারদ মুনিবর ॥ বেদধর্ম্ম যোগে নানা শাস্ত্র করি ব্যাস। তিলার্দ্ধেক চিত্তে নাহি বাসয়ে প্রকাশ ॥ মহা গোপ্য ভক্তি যোগ বলিলা সংক্ষেপে। সবে এই অপরাধ চিত্তের বিক্ষেপে ॥ নারদের বাক্যে ভক্তি বরিলা বিস্তার। তবে মনে দুঃখ গেল তারিলা সংসার ॥ কীট হই নামানিনু মুঞি হেন ভক্তি। অবতার দেখিবারে কোন মোর শক্তি ॥ বাহু তুলি কান্দয়ে মুকুন্দ মহাদাস। চলিব শরীর যেন হেন বহে শ্বাস ॥ সহজে একান্ত ভক্তি কি কহিব সীমা। চৈতন্য প্রিয়ের মাঝে যাহার গণণা ॥ মুকুন্দের খেদ দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর। লজ্জিত হইয়া কিছু করেন

উত্তর॥ মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়ঙ্করী। যথা গাও তুমি তথা আমি অব তরী॥ তুমি যত কহিলে সকল সত্য হয়। ভক্তি বিনু আমারে দেখিলেও কিছু নয়॥ এই তোরে সত্য কহোঁ বড় প্রিয় তুঞি। বেদ মুখে বলিয়াছো যত কিছু মুঞি॥ যে যে কর্ম্ম কৈলে হয় যে যে দিব্য গতি। তাহা ঘুচাইতে নারে কাহার শকতি॥ মুঞি পারোঁ সকল অন্যথা করিবারে। সর্ব্ব বিধি উপর মোহর অধিকারে॥ মুঞি সত্য করিয়াছোঁ আপনার মুখে। মোর ভক্তি বিনাকোন কার্য্য নহে সুখে॥ ভক্তি নামানিলে হয় মোর মর্ম্ম দুঃখ। মোর দুঃখে ঘুচেতার দর শন সুখ॥ রজকেহ দেখিল মাগিল তারঠাঞি। তথাপি বঞ্চিত হৈল যাতে প্রেমনাঞি॥ আমা দেখিবারে সেই কত তপকৈল। কতকোটি দেহ সেই রজকে ছাড়িল॥ পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশনে। নাপাইল সুখ ভক্তি শূন্যের কারণে। মোরসেবকের ঠাঞি যার অপরাধ। মোর দরশনসুখ তার হয় বাদ॥ ভক্ত স্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি। ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন শক্তি॥ যতেক কহিলা তুমি সবমোর কথা। তোমার মুখেবা কেন আসিব অন্যথা॥ ভক্তি বিলাইমু মুঞি বলিল তোমারে। আগে প্রেম ভক্তি দিল তোর কণ্ঠস্বরে। যত দেখ আছে মোর বৈষ্ণব মণ্ডল। শুনিল তোমার গান দ্রবিল সকল॥ আমার যেমত তুমি বল্লভ একান্ত। এইমত ইউ তোরে সকল মহান্ত॥ যেখানে২ হয় মোর অবতার। তথায় গায়ন তুমি হইহ আমার॥ মুকুন্দের প্রতি যদি বরদান হৈল। মহাজয় জয় ধ্বনি তখনি হইল॥ হরি বোল হরি বোল জয় জগন্নাথ। হরি বলি নিবেদয়ে সভে তুলি হাত॥ মুকুন্দের স্তুতি বর শুনয়ে যেইজন। সেহো মুকুন্দের সঙ্গে হইব গায়ন॥ এসব চৈতন্য কথা বেদের নিগূঢ়। ইহাতে না গায় সুখ যত সব মূঢ়॥ শুনিলে এসব কথা যার হয় সুখ। অবশ্য দেখিব সেই চৈতন্যের মুখ॥ এইমত যত যত বৈষ্ণব মণ্ডল। সেই কৈল স্তুতি বর পাইল সকল॥ শ্রীবাস পণ্ডিত অতি মহা মহোদার। অতএব তান গৃহে এসব ব্যাভার॥ যার যেন মত ইষ্ট প্রভু আপনার। সেই দেখে বিশ্বম্ভর সেই অবতার॥ মহা মহা পরকাশ ইহারে সে বলি। এইমত করে গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥ এইমত দিনে দিনে প্রভুর প্রকাশ। সপত্নীকে চৈতন্যের দেখে যত দাস॥ বৈষ্ণবের কৃপা হয় হয় তাঁর দাস। সেই সে দেখিতে পায় এসব বিলাস॥ সেই নবদ্বীপে আর কত কত আছে। তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানি যোগী মাঝে মাঝে॥ যাবৎকাল গীতা ভাগবত কেহো পঢে। কেহোবা পঢায় স্বধর্ম্মেতে নাহি নড়ে॥ কেহো কেহো পরি শ্রম কেহো নাহি লয়। বৃথা অকুমার ধর্ম্মে শরীর শোষয়॥ সেইখানে হেন বৈকুণ্ঠের সুখ হৈল। বৃথা অভিমানি একোজন নাদেখিল॥ শাস্ত্র পঢ়িয়াও কেহো তাহা না জানিল। শ্রীবাসের দাস দাসী যাহারে দেখিল॥ মুরারি গুপ্তের দাসে

যে প্রসাদ পাইল। কেহো মাথা মুণ্ডাইয়া তাহা না দেখিল ॥ ধনে গুণে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি ॥ সেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল। যত ভট্টাচার্য্য একো জন না দেখিল ॥ দুষ্কৃতির সরোবরে কভু জল নহে। এমত প্রকাশে কি বঞ্চিত জীব হয়ে ॥ এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ। আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ ॥ অদ্যাপিহ চৈতন্য এসব লীলা করে যখনে যাহারে করে দৃষ্টি অধিকারে ॥ সেই দেখে আর দেখিবারে শক্তি নাই। নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতন্য গোসাঞি ॥ যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্ট ধ্যান করে। সেই মূর্ত্তি দেখায় ঠাকুর বিশ্বম্ভরে ॥ দেখাইয়া আপনে শিখায় সভাকারে। এসকল কথা ভাই শুনে পাছে আরে ॥ জন্ম২ তোমরা পাইলা মোর সঙ্গ। তোমা সভার ভৃত্যেহো দেখিব মোর রঙ্গ ॥ আপন গলার মালা দিল সভাকারে। চর্ব্বিত তাম্বূল আজ্ঞা হইল সভারে ॥ মহানন্দে খায় সভে হরষিত হৈয়া। কোটি চন্দ্র শারদ মুখের দ্রব্য পাঞা ॥ ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল। নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল ॥ শ্রীবাসের ভ্রাতৃ সুতা বালিকা অজ্ঞান। তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান ॥ পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ। সকল বৈষ্ণব তারে করে আশীর্ব্বাদ ॥ ধন্য২ এই সে সেবিল নারায়ণ। বালিকা স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন ॥ খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয়ে নারায়ণী। কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি তুমি ॥ হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব। কৃষ্ণ বলি কান্দে অতি বালিকা স্বভাব ॥ অদ্যাপিহ বৈষ্ণব মণ্ডলে যার ধ্বনি। চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী ॥ যারে যেন আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য। সেই আসি অবিলম্বে হয় উপসন্ন ॥ এসব বচনে যার নাহিক প্রতীত। সদা অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত ॥ অদ্বৈতের প্রিয় প্রভু চৈতন্য ঠাকুর। এসে অদ্বৈতের বড় মহিমা প্রচুর ॥ চৈতন্যের প্রিয়দেহ ঠাকুর নিতাই। এই সে মহিমা তান চারিবেদে গাই ॥ চৈতন্যের ভক্ত হেন নাহি যার নাম। যদি সেবা বস্তু তবে তৃণের সমান ॥ নিত্যানন্দ কহে মুঞি চৈতন্যের দাস। অহর্নিশি আর প্রভু না করে প্রকাশ ॥ তাহান কৃপাতে হয় চৈতন্যেতে রতি। নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ নাহি কতি ॥ আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। এবড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর ॥ ধরণী ধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ। দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ ॥ বলরাম প্রীতে গাই চৈতন্য চরিত। কর বলরাম প্রভু জগতের হিত ॥ চৈতন্যের দাস বই নিতাই না জানে। চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে ॥ নিত্যানন্দ কৃপায়ে সে গৌরচন্দ্র চিনি। নিত্যানন্দ প্রসাদে ভক্তের তত্ত্ব জানি ॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দ রায়। সভে নিত্যানন্দ স্থানে ভক্তি পদ পায় ॥ কোনোমতে করে যদি নিত্যানন্দে হেলা। আপনে চৈতন্য বোলে সেই জন গেলা ॥ আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব। মহিমার

অন্ত ইহা না জানয়ে সব॥ কাহারে না করে নিন্দা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে॥ নিন্দায়ে নাহিক লভ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কহে। সভার সম্মান ভাগবত ধর্ম্ম হয়ে॥ মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড। মহানিম্ব হেন বাসে যতেক পাষণ্ড॥ কেহো যেন শর্করায়ে নিম্ব স্বাদু পায়। তার দৈব শর্করার স্বাদ নাহি যায়॥ এইমত চৈতন্যের সদানন্দ যশ। শুনিতে না পায় সুখ সেই দৈব বশ॥ সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র। জানিহ সে খল জন জন্ম জন্ম অন্ধ॥ পক্ষি মাত্র যদি বলে চৈতন্যের নাম। সেহ সত্য যাইবেক শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম॥ জয় গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের জীবন। তোর নিত্যানন্দ মোর হউ প্রাণ ধন॥ যার২ সঙ্গে তুমি করিলা বিহার। সেসব গোষ্ঠীর পায়ে মোর নমস্কার॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহুজান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ *॥ ইতি শ্রীমধ্যখণ্ডে দশমোঽধ্যায়॥ *॥

একাদশ অধ্যায়॥

জয়২ বিশ্বম্ভর দ্বিজ কুলসিন্ধু। জয় হউ যত তোর চরণের ভৃঙ্গ॥ জয় শ্রীপরমানন্দ পুরীর জীবন। জয় দামোদর স্বরূপের প্রাণ ধন॥ জয় রূপ সনাতন প্রিয় মহাশয়। জয় জগদীশ গোপীনাথের হৃদয়॥ হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রীড়া করে নহে সর্ব্বজনের গোচর॥ নবদ্বীপে মধ্যখণ্ডে কৌতুক অনন্ত। ঘরে বসি দেখয়ে শ্রীবাস ভাগ্যবন্ত॥ নিষ্কপটে সেবিল প্রভুরে শ্রীনিবাস। গোষ্ঠী সঙ্গে দেখয়ে প্রভুর পরকাশ॥ শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি। বাপ বলি শ্রীবাসেরে করয়ে পীরিতি॥ অহর্নিশ বাল্য ভাবে বাহ্য নাহি জানে। নিরবধি মালিনীর করে স্তন পানে॥ কভো নাহি দুগ্ধ পরশিলে মাত্র হয়। এসব অচিন্ত্য শক্তি মালিনী দেখয়॥ চৈতন্যের নিবারণে কারে নাহি কহে। নিরবধি শিশু রূপ মালিনী দেখয়ে॥ প্রভু বিশ্বম্ভর বোলে শুন নিত্যানন্দ। কাহার সহিত পাছে কর তুমি দ্বন্দ্ব॥ চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে। শুনি নিত্যানন্দ বিষ্ণু সঙরণ করে॥ আমার চাঞ্চল্য তুমি কভো না পাইবা। আপনার মত তুমি কারে না বাসিবা॥ বিশ্বম্ভর বোলে আমি তোমা ভালে জানি। নিত্যানন্দ বোলে দোষ কহ দেখি শুনি॥ হাসি বোলে গৌরচন্দ্র কি দোষ তোমার। সব ঘরে অন্নবৃষ্টি কর অবতার॥ নিত্যানন্দ বোলে ইহা পাগলে সে করে। এ ছলায়ে ঘরে ভাত নাদিবে আমারে॥ আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও। অপকীর্ত্তি

আর কেনে বলিয়া বেড়াও ॥ প্রভু বোলে তোমার অপকীর্ত্তে লাজ পাই। সেই সে কারণে আমি তোমারে শিখাই ॥ হাসি বোলে নিত্যানন্দ বড় ভালভাল। চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সর্ব্বকাল ॥ নিশ্চয় বলিলা তুমি আমি সে চঞ্চল। এ বলিয়া মহাপ্রভু হাসে খল খল। আনন্দে না জানে বাহ্য কোন কর্ম্ম করে। দিগম্বর হই বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে ॥ যোড়ে২ লম্ফদেয় হাসিয়া২। সকলে অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া২ গদাধর শ্রীনিবাস হাসে হরিদাস। শিক্ষার প্রসাদে সভে দেখে দিগ বাস ॥ ডাকি বোলে বিশ্বম্ভর একি কর কর্ম্ম। গৃহস্থের ঘরেতে এমত নহে ধর্ম্ম ॥ এখনে বলিলা তুমি আমি কি পাগল। এইক্ষণে নিজবাক্য ঘুচিল সকল ॥ যার বাহ্য নাহি তার বচনে কি লাজ। নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দ সিন্ধু মাঝ ॥ আপনে ধরিয়া প্রভু পরায়ে বসন। এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন ॥ চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ সভে মানে। নিত্যানন্দ মত্ত সিংহ আর নাহি জানে ॥ আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়। পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায় ॥ নিত্যানন্দ অনুভব জানে পতিব্রতা। নিত্যানন্দ সেবা করে যেন পুত্র মাতা ॥ একদিন পিতলের বাটী নিল কাকে। উড়িয়া উঠিল কাক যে ডালেতে থাকে ॥ অদৃশ্য হইয়া কাক কোন রাজ্যে গেল। মহা চিন্তা মালিনীর চিত্তেতে জন্মিল ॥ বাটী থুইয়া কাক আইল আরবার। মালিনী দেখয়ে শূন্য বদন তাহার ॥ মহাতীব্র ঠাকুর পণ্ডিত ব্যবহার। শ্রীকৃষ্ণের ঘৃত পাত্র হৈল অপহার ॥ শুনিলে প্রমাদ হৈব হেন মনে গুণি। নাহিক উপায় কিছু কন্দেয়ে মালিনী ॥ হেন কালে নিত্যানন্দ আইলা সেই স্থানে। দেখয়ে মালিনী কান্দে নাহিক কারণে ॥ হাসি বোলে নিত্যানন্দ কান্দ কি কারণ। কোন দুঃখ বল সব করিব খণ্ডন ॥ মালিনী বলয়ে বাপ শুনহ কারণ। কৃষ্ণের ঘৃত পাত্র কাকে করিল হরণ ॥ নিত্যানন্দ বোলে মাতা চিন্তা পরিহর। আমি দিব বাটী তুমি ক্রন্দন সম্বর ॥ কাক প্রতি হাসি প্রভু বোলয়ে বচন। ওহে কাক বাটী ঝাট আনহ এখন ॥ সভার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি। তান আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কাহার শকতি ॥ শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক উঠি যায়। শোকাকুলী মালিনী কাকের দিগে চায় ॥ ক্ষণেকে উঠিয়া কাক অদৃশ্য হইল ॥ বাটী মুখে করি পুন সেইখানে আইল ॥ আনিয়া থুইল বাটি মালিনীর স্থানে। নিত্যানন্দ প্রভাব মালিনী ভাল জানে ॥ আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা অপূর্ব্ব দেখিয়া। নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া ॥ যেজন আনিল মৃত গুরুর নন্দন। যেজন পালন করে সকল ভুবন ॥ যমের ঘরেতে হৈতে যে আনিতে পারে। কাক স্থানে বাটী আনি কি মহত্ত্ব তারে ॥ যাহার মস্তকোপরি অনন্ত ভুবন। লীলায়ে না জানে ভর করয়ে পালন ॥ অনাদি অবিদ্যা ধ্বংশ হয় যার নামে। কি মহত্ত্ব তার বাটী আনি কাক স্থানে ॥ যে তুমি লক্ষ্মণ রূপে পূর্ব্বে বনবাসে। নিরন্তর রক্ষক আছিলা সীতা

পাশে ॥ তথাপিও তুমি মাত্র সীতার চরণ। ইহাবহি সীতা নাহি দেখিলে কেমন ॥ তোমার সেবানে রাবণের বংশনাশ। সে তোমার বাটী আনি একোন প্রকাশ ॥ যাহার চরণে পূর্ব্বে কালিন্দী আসিয়া। স্তবন করিল মহা প্রভাব দেখিয়া ॥ চতুর্দ্দশ ভুবন পালন শক্তি যার। কাকস্থানে বাটী আনি কি মহত্ব তার ॥ তথাপি তোমার কার্য্য অল্প নাহি হয়। যেই কর সেইসত্য চারিবেদে কয় ॥ হাসে নিত্যানন্দ তান শুনিয়া স্তবন। বাল্য ভাবে বোলে মুঞি করিব ভোজন ॥ নিত্যানন্দ দেখিলে তাহার স্তন ঝরে। বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তন পান করে ॥ এইমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত্র। আমি কি বলিব সব জগতে বিদিত ॥ করয়ে দুর্জ্ঞেয় কর্ম্ম অলৌকিক যেন। যে জানয়ে তত্ত্ব সে বাসয়ে সত্য হেন ॥ অহর্নিশ ভাবাবেশ পরম উদ্দাম। সর্ব্ব নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময় ধাম ॥ কিবা যোগি নিত্যানন্দ কিবা তত্ত্ব জ্ঞানী। যাহার যেমত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি ॥ যে সে কেন নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে। তভোসে চরণ ধন রহুক হৃদয়ে ॥ এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে নাথি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥ এইমতে আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে। নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষা করে ॥ একদিন নিজ গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর। বসি আছে লক্ষ্মী সঙ্গে পরম সুন্দর ॥ যোগায় তাম্বুল লক্ষ্মী পরম হরিষে। প্রভুর আনন্দ না জানয়ে রাত্রিশেষে ॥ যখন থাকয়ে লক্ষ্মী সঙ্গে বিশ্বম্ভর। শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর ॥ মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া। লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকয়ে বসিয়া ॥ হেন কালে নিত্যানন্দ আনন্দ বিহ্বল। আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল ॥ বাল্যভাবে দিগম্বর রহিলা দাণ্ডাইয়া। কাহারে না করে লাজ পরানন্দ পাঞা ॥ প্রভু বোলে নিত্যানন্দ কেনে দিগম্বর। নিত্যানন্দ হয় হয় করয়ে উত্তর ॥ প্রভু বোলে নিত্যানন্দ পরহ বসন। নিত্যানন্দ বোলে আজি আমার গমন ॥ প্রভু বোলে নিত্যানন্দ ইহা কেনে করি ॥ নিত্যানন্দ বোলে আর খাইতে না পারি ॥ প্রভু বোলে এক এড়ি কহ কেনে আর ॥ নিত্যানন্দ বোলে আমি গেনু দশবার। ক্রুদ্ধ হঞা বোলে প্রভু মোর দোষ নাঞি। নিত্যানন্দ বোলে প্রভু এথা নাহি আই ॥ প্রভু কহে কৃপা করি পরহ বসন। নিত্যনন্দ বোলে আমি করিব ভোজন ॥ চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রায়। এক শুনে আর বোলে হাসিয়া বেড়ায় ॥ আপনে উঠিয়া প্রভু পরায়ে বসন। বাহ্য নাহি হাসে পদ্মাবতীর নন্দন ॥ নিত্যানন্দ চরিত্র দেখিয়া আই হাসে। বিশ্বরূপ পুত্র হেন মনে মনে বাসে ॥ সেই মত বচন শুনয়ে সব মুখে। মাঝেং সেইরূপ আই মাত্র দেখে ॥ কাহারে না কহে আই পুত্রে স্নেহ করে। সমস্নেহ করে নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরে ॥ বাহ্য পাই নিত্যানন্দ পরিল বসন। সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন ॥ আই স্থানে পঞ্চক্ষীর সন্দেশ পাইয়া। খাইয়া বিথারি ফেলে নাচে মত্ত হৈয়া ॥ হায়২ বোলে আই কেন ফেলাইলা। নিত্যানন্দ বোলে

কেনে একঠাঞি দিলা॥ আই বোলে ঘরে আর নাহি কি খাইবা। নিত্যানন্দ বোলে চাহ অবশ্য পাইবা॥ ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে। সেই পঞ্চ সন্দেশ আইল কোন পাকে॥ আই বোলে সে সন্দেশ কোথায় পড়িল। ঘরের ভিতরে কোনপ্রকারে আইল॥ ধূলা ঘুচাইয়া সেই সন্দেশ লইয়া। হরিষে আইলা আই অপূর্ব্ব দেখিয়া॥ হাসি দেখে নিত্যানন্দ সেই নাড়ু খায়। আই বোলে বাপ ইহা পাইলা কোথায়॥ নিত্যানন্দ বোলে যাহা ছড়াঞা ফেলিলুঁ। তোর দুঃখ দেখি তাই চাহিয়া আনিলুঁ॥ অদ্ভুত দেখিয়া আই মনে মনে গুণে। নিত্যানন্দ মহিমা না জানে কোন জনে॥ আই বোলে নিত্যানন্দ কেনে মোরে ভাঁড়। জানিল ঈশ্বর তুমি মোরে মায়া ছাড়॥ বাল্য ভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ। ধরিবারে যায় আই করে পলায়ন॥ এইমত নিত্যানন্দ চরিত্র অগাধ। সুকৃতির ভাল দুষ্কৃতির কার্য্য বাধ॥ নিত্যানন্দ নিন্দা করে যে পাপীষ্ঠজন। গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন॥ বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শেষ মহীধর॥ যেতে কেন নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে। তভু সে চরণ ধন রহুক হৃদয়ে॥ বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম। মোর প্রভু হউ নিত্যানন্দ বলরাম॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহুজান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি শ্রীমধ্যখণ্ডে একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায় আরম্ভ॥

হেনমতে নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর সঙ্গে। নবদ্বীপে দুই জনে করে বহু রঙ্গে॥ কৃষ্ণানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দ রায়। নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায়॥ সভারে দেখিয়া প্রীত মধুর সম্ভাষ। আপনা আপনি নৃত্যবাদ্য গীত হাস॥ স্বানুভাবানন্দে ক্ষণে করেন হুঙ্কার। শুনিতে অপূর্ব্ব বুদ্ধি জন্ময়ে সভার॥ বর্ষাতে গঙ্গার ঢেউ কুম্ভীরে বেষ্ঠিত। তাহাতে ভাসয়ে তিলার্দ্ধেকো নাহি ভীত॥ সর্ব্বলোক দেখি তবে করে হায় হায়। তথাপি ভাসেন হাসি নিত্যানন্দ রায়॥ অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায়। না বুঝিয়া সর্ব্বলোক করে হায় হায়॥ আনন্দে মূর্চ্ছিত বা হয়েন কোনক্ষণ॥ তিন চারি দিবসেও না হয় চেতন॥ এইমত আর কত অচিন্ত্য কথন। অনন্ত মুখেও নারি করিতে বর্ণন॥ দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি আছে। আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে॥ বাল্যভাবে দিগম্বর হাস্য শ্রীবদনে। সর্ব্বদা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে॥ নিরবধি এই বলি করেন হুঙ্কার। মোর প্রভু নিমাঞি পণ্ডিত নদীয়ার॥ হাসি প্রভু দেখি তান মূর্ত্তি দিগ

ম্বর। মহাজ্যোতির্ম্ময় তনু দেখিতে সুন্দর॥ আথে ব্যথে প্রভু নিজ মস্তকের বাস। পরাইয়া থুইলেন তথাপিহ হাস॥ আপনে লেপিলা তান অঙ্গ দিব্য গন্ধে। শেষে মালা পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে॥ বসিতে দিলেন নিজ সম্মুখে আসন। স্তুতি করে প্রভু শুনে সর্ব্ব ভক্তগণ॥ নমো নিত্যানন্দ তুমি রূপ নিত্যানন্দ। এই তুমি নিত্যানন্দ রস মূর্ত্তিমন্ত॥ নিত্যানন্দ পর্য্যটন ভোজন বেভার। নিত্যানন্দ বিনা কিছু নাহিক তোমার॥ তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা। পরম সুসত্য তুমি যথা কৃষ্ণ তথা॥ চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহামতি। যে বোলেন যে করেন সর্ব্বত্র সম্মতি॥ প্রভু বোলে এক খানি কৌপীন তোমার। দেহ ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার॥ এত বলি প্রভু তান কৌপীন আনিয়া। ছোট করি চিরিলেন অনেক করিয়া॥ সকল বৈষ্ণব মণ্ডলীরে জনে জনে। খানি২ করি প্রভু দিলেন আপনে॥ প্রভু বোলে এবস্ত্র বান্ধহ সবে শিরে। অন্যের কি দায় ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে॥ নিত্যানন্দ প্রসাদে সে হয় বিষ্ণু ভক্তি। জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণ শক্তি॥ কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বহি নাই। সঙ্গী সখা শয়ন ভূষণ বন্ধু ভাই॥ বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র। সর্ব্বজন রক্ষক হন সর্ব্বজীব মিত্র॥ ইহান বেভার সব কৃষ্ণ রসময়। ইহানে সেবিলে কৃষ্ণ প্রেমভক্তি হয়॥ ভক্তি করি ইহান কৌপীন বান্ধ শিরে॥ মহাযত্নে ইহা পূজা কর গিয়া ঘরে॥ পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্ব্ব ভক্তগণ। পরম আদরে শিরে করিলা বন্ধন॥ প্রভু বোলে শুনহ সকল ভক্তগণ। নিত্যানন্দ পাদোদক করহ গ্রহণ॥ করিলে ইহান পাদোদক রস পান॥ কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয় ইথে নাহি আন॥ আজ্ঞা পাই সভে নিত্যানন্দের চরণ। পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ॥ পাঁচবার সাতবার একো জনে খায়। বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায়॥ আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌররায়। নিত্যানন্দ পাদোদক কৌতুকে লোটায়॥ সভে নিত্যানন্দ পাদোদক করি পান। মত্তপ্রায় হরি বলি করয়ে আহ্বান॥ কেহ বলে আজি ধন্য হইল জীবন। কেহো বলে আজি সব খণ্ডিল বন্ধন॥ কেহ বলে আজি হইলাম কৃষ্ণ দাস। কেহ বলে আজি ধন্য দিবস প্রকাশ॥ কোহো বলে পাদোদক বড় স্বাদু লাগে। এখনেই মুখের মিষ্টতা নাহি ভাঙ্গে॥ কিসে নিত্যানন্দ পাদোদকের প্রভাব। পান মাত্রে সভে হৈলা চঞ্চল স্বভাব॥ কেহো নাচে কেহো হাসে গড়াগড়ি যায়। হুঙ্কার গর্জ্জন কেহো করয়ে সদায়॥ উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের কীর্ত্তন। বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ॥ ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার। উঠিয়া লাগিলা নৃত্য করিতে আপার॥ নিত্যানন্দ স্বরূপ উঠিলা ততক্ষণ। নৃত্য করে দুই প্রভু বেড়ি সর্ব্বগণ॥ কার গায়ে কেবা পড়ে কেবা কারে ধরে। কেবা কার চরণের ধূলী লয় শিরে॥ কেবা কার গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন। কেবা কোনরূপ করে না যায় বর্ণন॥

প্রভু করিয়াও কারো কিছু ভয় নাঞিং। প্রভু ভৃত্য সকল নাচয়ে একঠাঞিং॥ নিত্যানন্দ চৈতন্যে করিয়া কোলাকোলী। আনন্দে নাচয়ে দুই মহা কুতূহলী॥ পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ পদতালে। দেখিয়া আনন্দে সর্ব্বগণে হরি বোলে॥ প্রেমরসে মত্ত দুই বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। নাচেন লইয়া সর্ব্বপ্রেম অনুচর॥ এসব লীলার কভো নাহি পরিচ্ছেদ। আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥ এইমত সর্ব্বদিন প্রভু নৃত্য করি। বসিলেন সর্ব্বগণ সঙ্গে গৌর হরি॥ হাথে তিন তালি দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর। সভারে কহেন অতি অমায়া উত্তর॥ প্রভু বোলে এই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে। যে করয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা সে করয়ে মোরে॥ ইহান চরণ ব্রহ্মা শিবের বন্দিত। অতএব ইহারে করিহ সভে প্রীত॥ তিলার্দ্ধেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে। ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥ ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায়। তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্ব্বথায়॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব ভক্তগণ। মহা জয় জয় ধ্বনি করিল তখন॥ ভক্তি করি যে শুনয়ে এসব আখ্যান। তার স্বামি হয় গৌরচন্দ্র ভগবান॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের এসকল কথা। যে দেখিল সে তাহানে জানয়ে সর্ব্বথা॥ এইমত কত নিত্যানন্দের প্রভাব। জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহা ভাগ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহুজান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ *॥ ইতি মধ্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ চরিত্রাস্বাদনং দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় আরম্ভ॥

আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ। বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্ম পালৌ বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

জয়২ মহাপ্রভু শ্রীগৌর সুন্দর। জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব সেব্য কলেবর॥ হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রীড়া করে নহে সর্ব্ব নয়ন গোচর॥ লোক দেখে পূর্ব্ব যেন নিমাঞি পণ্ডিত। অতিরিক্ত আর কিছু না দেখে চরিত॥ যখনে প্রবিষ্ট হয় সেবকের মেলে। তখনে ভাসেণ সেইমত কুতূহলে॥ যার যেন ভাগ্য তেন তাহারে দেখায়। বাহির হইলে পুনঃ আপনে লুকায়॥ এক দিন আচম্বিতে হেন হৈল মতি। আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি॥ শুন২ নিত্যানন্দ শুন হরিদাস। সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥ প্রতি ঘরে ঘরে এই কর গিয়া ভিক্ষা। কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বল কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥ ইহা বহি আর না বলিবে না বোলাইবা। দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা॥ তোমরা করিলে ভিক্ষা যেই না লইব। তবে আমি চক্র হস্তে সকল কাটিব॥ আজ্ঞা শুনি হাসে সব বৈষ্ণব মণ্ড

ল। অন্যথা করিতে আজ্ঞা কার আছে বল॥ আজ্ঞা শিরে করি নিত্যানন্দ হরি দাস। সেইক্ষণে চলিলা পথেতে আসি হাস॥ হেন আজ্ঞা যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে। তাহাতে অপ্রিত যার সে সুবুদ্ধি নহে॥ করয়ে অদ্বৈত সেবা চৈতন্য না মানে। অদ্বৈতেই তাহারে সংহারিব ভাল মনে॥ আজ্ঞা পাই দুইজনা কহে ঘরে ঘরে। বল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে॥ কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন। হেন কৃষ্ণ বল ভাই করি এক মন॥ এইমত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে। আথে ব্যথে আসি ভিক্ষা নিমন্ত্রণ করে॥ নিত্যানন্দ হরিদাস বলে এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥ এই বোল বলি দুইজন চলি যায়। যে হয় সুজন সেই বড সুখ পায়॥ অপরূপ শুনি লোক দুই জন মুখে। নানা জনে নানা কথা কহে নানা সুখে॥ করিব২ কেহো বলয়ে সন্তোষে। কেহো বলে দুইজন ক্ষিপ্ত মন্ত্র দোষে॥ যে গুলা চৈতন্য নৃত্যে নাপাইল দ্বার। তার বাড়ি গেলে মাত্র বলে মার২॥ তোমরা পাগল হইলা দুষ্ট সঙ্গ দোষে। আমাসভা পাগল করিতে আইস কিসে॥ ভব্য২ লোক সব হইল পাগল। নিমাঞি পণ্ডিত নষ্ট করিলে সকল॥ কেহ বলে দুইজন কিবা হয় চোর। ছলা করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘরঘর॥ এমত প্রকট কেনে করিব সুজনে। আরবার আইলে ধরি লইব দেয়ানে॥ শুনি২ নিত্যানন্দ হরিদাস হাসে। চৈতন্যের অজ্ঞা বলে না পায় তরাসে এইমত ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া। প্রতিদিন বিশ্বম্ভর স্থানে কহে গিয়া॥ এক দিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল। মহা দস্যুপ্রায় দুই মদ্যপ বিশাল॥ সেই দুই জনার কথা কহিতে অপার। তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর॥ ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ। ডাক চুরি পর গৃহ দহে সর্ব্বক্ষণ॥ দিয়ানে নাহিক দেখা বোলয়ে কোটাল। মদ্যমাংস বিনা আর নাহি যায় কাল॥ দুইজনে পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়। যে যাহারে পায় সেই তাহারে কিলায়॥ দূরে থাকি পথে লোক সব দেখে রঙ্গ। সেই খানে নিত্যানন্দ হরিদাস সঙ্গ॥ ক্ষণে দুইজনে প্রীত ক্ষণে ধরে চুলে। চকার বকার শব্দ উচ্চ করি বোলে॥ নদীয়ার বিপ্রের করিব জাতি নাশ। মদ্যের বিক্ষেপে কারো করয়ে আশ্বাস॥ সর্ব্ব পাপ সেই দুই শরীরে জন্মিল। বৈষ্ণবের নিন্দা পাপ সেবে না হইল॥ অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে। নহিল বৈষ্ণব নিন্দা এইসব পাকে॥ যে সভায়ে বৈষ্ণবের নিন্দা মাত্র হয়। সর্ব্ব ধর্ম্ম থাকিলেহ তার হয় ক্ষয়॥ সন্ন্যাসী সভায় যদি হয় নিন্দা কর্ম্ম। মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥ মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে। পর চর্চ্চকের গতি নাহি কভো ভালে॥ শাস্ত্র পড়িয়াও কারো কারো বুদ্ধি নাশ॥ নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥ দুইজনে কিলাকিলী গলাগলি করে। নিত্যানন্দ হরিদাস দেখে থাকি দূরে॥ কোনস্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনি। কোন

জাতি দুইজন এমতি বা কেনি॥ লোক বলে গোসাঞি ব্রাহ্মণ দুইজন। দিব্য পিতা মাতা মহা কুলেতে উৎপন্ন॥ সর্ব্ব কাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে। তিলার্দ্ধেকো দোষ নাহি এদোঁহার বংশে॥ এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম্ম। জন্মহৈতে করয়ে এতেক অপকর্ম্ম॥ ছাড়িল গোষ্ঠীয়ে বড় দুর্জ্জন দেখিয়া। মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া॥ এদুই দেখিয়া সব নদিয়া ডরায়। পাছে কারো কোনদিন বসতি পোড়ায়॥ হেন পাপনাহি যাহা করে দুইজনে। ডাকাচুরি মদ্যমাংস করয়ে ভোজনে॥ শুনি নিত্যানন্দ বড় কারুণ্য হৃদয়। দুইর উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥ পাতকী তারিতে প্রভু কৈল অবতার। এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ। প্রভাব না দেখে লোকে করে উপহাস॥ এদুইরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে। তবেসে প্রভাব দেখে সকল সংসারে॥ তবে হঙনিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস। এদুইরে করো যদি চৈতন্য প্রকাশ॥ এখন যেমন মত্ত অপনা নাজানে। এইমত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥ মোর প্রভু বলি যদি কান্দে দুইজন। তবেসে সার্থক হয় মোর পর্য্যোটন॥ যেযেজন এদুইর ছায়া পরশিয়া। বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান কৈল গিয়া॥ সেইসব জন যদি এদোহাঁরে দেখি। গঙ্গাস্নান হেন মানে তবে মোরে লিখি॥ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা অপার। পতিতের ত্রাণ লাগি যার অবতার॥ এসব চিন্তিয়া মনে হরিদাস প্রতি। বোলে হরিদাস দেখ দোহাঁর দুর্গতি॥ ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট ব্যবহার। এদোহার যমঘরে নাহি প্রতিকার॥ প্রাণান্তে মারিলে তোমা যে যবন গণে। তাহার করিলে তুমি ভাল মনে মনে॥ যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর মনে। তবে সে উদ্ধার পায় এই দুই জনে॥ তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে অন্যথা। আপনে কহিল প্রভু এই তত্ত্ব কথা॥ প্রভুর প্রতাপ সব দেখুক সংসার। চৈতন্য কহিল হেন দুইর উদ্ধার যেন গায় অজামিল উদ্ধার পুরাণে। সাক্ষাৎ দেখুক এবে এতিন ভুবনে॥ নিত্যানন্দ তত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে। পাইল উদ্ধার দুই জানিলেন মনে॥ হরিদাসে প্রভু বোলে শুন মহাশয়। তোমার যে ইচ্ছা সেই প্রভুর নিশ্চয়॥ আমারে ভাণ্ডাও যেন পশুরে ভাণ্ডাও। আমারে সে তুমি কেনে পুনঃ পুন খাও॥ হাসি নিত্যানন্দ তানে করি আলিঙ্গন। অত্যন্ত কোমল হই বলেন বচন॥ প্রভুর যে আজ্ঞা লঞা আমরা বেড়াই। তাহা হিক এইদুই মদ্যপের ঠাঞি॥ সভারে ভজিতে কৃষ্ণ প্রভুর নিদেশ। তারমধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ॥ বলিবার ভারমাত্র আমরা দুইর। বলিলে না লয় তবে জানে সেইবীর॥ বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে দুইর স্থানে। নিত্যানন্দ হরিদাস করিলা গমনে॥ সাধুলোকে মানাকরে নিকটে নাযাও। লাগালি পাইলে পাছে পরাণ হারাও॥ আমরা অন্তরে থাকি পরম তরাসে। তোমারা নিকটে যাহ কেমন সাহসে॥ কিসের সন্ন্যাসী জ্ঞান ও

দুইর ঠাঞি। ব্রহ্মবধে গোবধে যাহার অন্ত নাঞি॥ তাথাপিহ দুইজন কৃষ্ণ২ বলি। নিকটে চলিলা দুই মহা কুতূহলী॥ শুনিবারে পায় হেন নিকটে থাকিয়া। কহয়ে প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া॥ বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥ তোমা সভা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার। হেনকৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার॥ ডাকশুনি মাথা তুলি চাহে দুইজনে। মহাক্রোধে যেন দুই অরুণ লোচনে॥ সন্ন্যাসী আকার দুই মাথা তুলি চাহে। ধর২ ধরবলি ধরি বারে যায়ে॥ আথেব্যথে নিত্যানন্দ হরিদাস ধায়। রহ২ বলি দুই দস্যু পাছে যায়॥ ধাইয়া আইসে পাছে তর্জ্জ গর্জ্জ করে। মহাভয় পাই দুই প্রভু ধায়ে ডরে॥ লোক বলে এখানেই নিষেধ করিল। দুই সন্ন্যাসির আজি সঙ্কট পড়িল॥ যতেক পাষণ্ডী সব হাসে মনে মনে। ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে॥ রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ সুব্রাহ্মণ বলে। সেস্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে॥ দুইদস্যু ধায় দুই ঠাকুর পলায়। ধরিনু২ বলি নাগালি নাপায়॥ নিত্যানন্দ বোলে ভাল হৈল বৈষ্ণব আজি যদি প্রাণ রহে তবে পাইশব॥ হরিদাস বলে যাও আর কেনে বল। তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল॥ মদ্যপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ উপদেশ। অতএব তার শাস্তি প্রাণ অবশেষ॥ এতবলি ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া। দুই দস্যু পাছে ধায় গর্জ্জিয়া২॥ দোহাঁর শরীর স্থূল নাপারে ধাইতে। তথাপিও ধায় দুই মদ্যপ দেখিতে॥ দুই দস্যু বলে ভাই কোথারে যাইবা। জগা মাধার ঠাঞি কেমতে এড়াইবা॥ তোমরা নাজান এথা জগা মাধা আছে। খানিক রহ উলটিয়া হের দেখ পাছে॥ ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া। রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ গোবিন্দ বলিয়া॥ হরিদাস বলে আমি নাপারি চলিতে। জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল সহিতে॥ রাখিলেন কৃষ্ণ কাল যবনের ঠাঞি। চঞ্চলের বুদ্ধ্যে আজি পরাণ হারাই॥ নিত্যানন্দ বোলে আমি নহি যে চঞ্চল। মনে ভাবি বুঝ প্রভু তোমার বিহ্বল॥ ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ আজ্ঞা করে। তার বোলে বুলি সব ভ্রমি ঘরে ঘরে॥ কোথাও যে নাহি শুনি সেই আজ্ঞা তার। চোর ঢঙ্গ বহি লোক নাহি বলে আর॥ না করিলে আজ্ঞা তার সর্ব্বনাশ করে। করিলেও আজ্ঞা তার এই ফল ধরে॥ আপন প্রভুর দোষ নাহি জান তুমি। দুইজনে বলিলাম দোষভাগি আমি॥ হেনমতে দুইজনে আনন্দ কন্দল। দুই দস্যু ধায় পাছে দেখিয়া বিকল॥ ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ি। মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পাড়ে রড়া রড়ী॥ দেখা না পাইয়া দুই মদ্যপ রহিল, শেষে হুড়া হুড়ী দুই জনেই বাজিল॥ মদ্যের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল। আছিল বা কোন স্থানে কোথা বা রহিল॥ কথোক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চায়। কোথাগেল দুই দস্যু দেখিতে না পায়॥ স্থিরহই দুইজনা কোলা কোলী করে। হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু বিশ্বম্ভরে॥ বসিআছে মহাপ্রভু কমল

লোচন। সর্ব্বাঙ্গে সুন্দররূপ মদনমোহন॥ চতুর্দ্দিগে রহিয়াছে বৈষ্ণব মণ্ডল। অন্যোন্যে কৃষ্ণ কথা কহেন সকল॥ কহয়ে আপন তত্ত্ব সভামধ্যে রঙ্গে। শ্বেত দ্বীপ পতি যেন সনকাদি সঙ্গে॥ নিত্যানন্দ হরি দাস হেনই সময়। দিবস বৃত্তান্ত যত সমুখে কহয়॥ অপরূপ দেখিলাম আজি দুই জন। পরম মদ্যপ দুই বোলায়ে ব্রাহ্মণ॥ ভালরে বলিল তারে বল কৃষ্ণ নাম। খেদাড়িয়া আনিলে ভাগ্যে রহিল পরাণ॥ প্রভু বোলে কে সে দুই কিবা তার নাম। ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে হেন কাম॥ সমুখে আছিল গঙ্গা দাস শ্রীনিবাস। কহয়ে যতেক তার বিকর্ম্ম প্রকাশ॥ সে দুইর নাম প্রভু জগাই মাধাই। ব্রাহ্মণের পুত্র দুই জন্ম একঠাঞি॥ সঙ্গদোষে তাসভার হেন হৈল মতি। আজন্ম মদিরা বহি আর নাহি গতি॥ সে দুইর ভয়ে নদীয়ার লোকইরে। হেন নাহি যার ঘরে চুরি নাহি করে॥ সে দুইর পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি। আপনে সকল দেখ জানহ গোসাঞি॥ প্রভু বোলে জানোঁ জানো সেই দুই বেটা। খণ্ড২ করিব আইলে মোর এথা॥ নিত্যানন্দ বোলে খণ্ড খণ্ড কর তুমি। সেদুই থাকিতে কোথাও না যাইব আমি॥ কিসের বা এত তুমি করহ বড়াঞি। আগে সে দুইরে প্রভু গোবিন্দ বোলাই॥ স্বভাবে ধার্ম্মিকে বোলয়ে কৃষ্ণ নাম। এদুই বিকর্ম্ম বহি নাহি জানে আন॥ এই উদ্ধার যদি দিয়া ভক্তিদান। তবে জানি পাতকী পাবন হেন নাম॥ আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা। ততোধিক এদুইর উদ্ধারের সীমা॥ হাসি বোলে বিশ্বম্ভর হইব উদ্ধার। যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার॥ বিশেষ চিন্তহ তুমি সে দুইর মঙ্গল। অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল॥ শ্রীমুখের বাক্য শুনি ভাগবতগণ। জয়২ হরি ধ্বনি হইল তখন॥ হইল উদ্ধার সভে মানিল হৃদয়ে। অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কহে॥ চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়। আমি থাকি কোথা সেবা কোনদিগে যায়॥ বর্ষায় গঙ্গার ঢেউ কুম্ভীর বেড়ায়। সাতার এড়িয়া তারে ধরিবারে যায়॥ কুলে থাকি ডাক পাড়ি করি হায়২। সকল গঙ্গার মাঝে ডুবিয়া বেড়ায়॥ যদি বা কুলেতে উঠে ছাওয়াল দেখিয়া। মারিবার তরে শিশু যায় খেদাড়িয়া॥ তার পিতা মাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লঞা। তাসভা পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া॥ গোয়ালার ঘৃত দধি লইয়া পলায়। আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায়॥ সেইসে করয়ে কর্ম্ম যেই যুক্ত নহে। কুমারিকা দেখি বোলে মোহর বিবাহে॥ চড়িয়া ষাঁড়ের পিঠে মহেশ বোলায়। পরের গাবীর দুগ্ধ তাহা দুহি খায়॥ আমি শিখাইলে গালি পাড়য়ে তোমারে। কি করিতে পারে তোর অদ্বৈত আমারে॥ চৈতন্য বলিশ যারে ঠাকুর করিয়া। সেবাকি করিতে পারে আমারে আসিয়া॥ কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে। দৈবেং আজি রক্ষা পাইল পরাণে॥ মহা মাতোআল দুই পথে পড়িয়াছে। কৃষ্ণ উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে

মহাক্রোধে ধাইয়া আইসে মারিবার। জীবন রক্ষার হেতু প্রসাদ তোমার॥ হাসিয়া অদ্বৈত বোলে কোন চিত্র নহে। মদ্যপের উচিত মদ্যপ সঙ্গ হয়ে॥ তিন মাতোয়াল সঙ্গ একত্র উচিত। নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভীত॥ নিত্যানন্দ করিব সকল মাতোয়াল। ইহার চরিত্র মুঞি জানো ভালে ভাল॥*এই দেখ তুমি দিন দুই তিন ব্যাজে। সেই দুই মদ্যপ আনিব গোষ্ঠীমাঝে॥ বলিতে অদ্বৈত হই লেন ক্রোধাবেশ। দিগম্বর হই বোলে অশেষ বিশেষ॥ শুষিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণ ভক্তি। কেমনে নাচয়ে গায় দেখো তান শক্তি॥ দেখ কালি সেই দুই মদ্য প আসিয়া। নিমাই নিতাই দুই নাচিব মিলিয়া॥ একাকার করিবেক এই দুই জনে। জাতি লঞা তুমি আমি পালাই যতনে॥ অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে হরি দাস। মদ্যপ উদ্ধার চিত্তে হইলপ্রকাশ॥ অদ্বৈতের বাক্য বুঝে কাহার শকতি বুঝে হরিদাস প্রভু যার এই মতি॥ এবে পাপী সব অদ্বৈতের পক্ষ হঞা। গদাধর নিন্দা করে মরয়ে পুড়িয়া॥ যে পাপীষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়। অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥ সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে২। আইল যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে॥ দৈবযোগে সেইস্থানে করিলেক থানা। বেড়াইয়া বুলে সর্ব্ব ঠাঞি দেয় হানা॥ সকল লোকের চিত্তে হইল সশঙ্ক। কিবা বড় কিবা ধনি কিবা মহা রঙ্গ॥ নিশা হৈলে কেহ নাহি যায় গঙ্গাস্নানে। যদি যায় তবে দশ বিশের গমনে॥ প্রভুর বাড়ির কাছে থাকে নিশাভাগে। সর্ব্ব রাত্রি প্রভুর কীর্ত্তন শুনি জাগে॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে। মদ্যের বিক্ষেপে তাহা শুনে নাচে রঙ্গে॥ দূরে থাকি সব ধ্বনি শুনিবারে পায়। শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ খায়॥ যখন কীর্ত্তন রহে সেহো দুই রহে। শুনিয়া কীর্ত্তন পুন উঠিয়া নাচয়ে॥ মদ্য পানে বিহ্বল কিছু নাহি জানে। আছিল বা কোথায় আছি বা কোন স্থানে॥ প্রভুরে দেখিয়া বলে নিমাঞি পণ্ডিত। করাইলে সংপূর্ণ মঙ্গল চণ্ডীর গীত॥ গায়েন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাও। সকল আনিয়া দিব যথা যেই পাও॥ দুর্জ্জন দেখিয়া প্রভু দূরে২ যায়। আর পথ দিয়া লোক সভাই পলায়॥ একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া। রাত্রিতে আইসে দুই ধরিল বেড়িয়া॥ কেরে২ বলি ডাকে জগাই মাধাই। নিত্যানন্দ বলেন প্রভুর বাড়ি যাই॥ মদ্যের বিক্ষেপে বলে কি বা নাম তোর। নিত্যানন্দ বোলে অবধূত নাম মোর॥ বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়। মদ্যপের সঙ্গে কথা কহয়ে লীলায়॥ উদ্ধারিব দুইজন হেন আছে মনে। অতএব নিশাভাগে আইলা সে স্থানে॥ অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া। মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া॥ ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ সঙরে॥ দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে। আরবার মারিতে ধরিল তার হাথে॥ কেনে হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দৃঢ়।

দেশান্তরী মারিয়া কি হৈলে তমি বড়॥ এড়২ অবধৌত নামারিহ আর। সন্ন্যাসী মারিয়া কোন ভালই তোমার॥ আথে ব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা। সঙ্গো পাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা॥ নিত্যানন্দ অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে। হাসে নিত্যানন্দ সেই দুইর ভিতরে॥ রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে। চক্র২ চক্র প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥ আথে ব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল। জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল॥ প্রমাদ গনিল সব ভাগবতগণ। আথে ব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন॥ মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই। দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাই পাই॥ মোরে ভীক্ষা দেহ প্রভু এই শরীর। কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥ জগাই রাখিল ইহা বচন শুনিয়া। জগাইরে আলিঙ্গন কৈল সুখি হৈয়া॥ জগাইরে বোলে কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে। নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলা তুমি মোরে॥ যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ তাহা তুমি মাগ। আজি হৈতে হউ তোর প্রেম ভক্তি লাভ॥ জগাইরে বর শুনি বৈষ্ণব মণ্ডল। জয়২ হরিধ্বনি করিলা সকল॥ প্রেম ভক্তি হউ বলি যখন বলিলা। তখনে জগাই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥ প্রভু বোলে জগাই উঠিয়া দেখ মোরে। সত্য আমি প্রেম ভক্তি দান দিল তোরে॥ চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ধর। জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হই পড়িল জগাই। বক্ষে শ্রীচরণ দিল চৈতন্য গোসাঞি॥ পাইয়া চরণ ধন লক্ষ্মীর জীবন। ধরিল জগাই যে অমূল্য রতন॥ চরণে ধরিয়া কান্দে সুকৃতি জগাই। এমন অপূর্ব্ব করে চৈতন্য গোসাঞি॥ এক জীব দুই দেহ জগাই মাধাই। এক পুণ্য এক পাপ বৈসে এক ঠাঞি॥ জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল। মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল॥ আথে ব্যথে নিত্যানন্দ বসন এড়িয়া। পড়িল চরণ ধরি দণ্ডবৎ হৈয়া॥ দুইজনে একঠাঞি কৈল প্রভু পাপ। অনুগ্রহ কেনে প্রভু দেখি দুই ভাগ॥ মোরে অনুগ্রহ কর লও তোর নাম। আমার উদ্ধার করিবারে নারে আন॥ প্রভু বোলে তোর ত্রাণ নাহি দেখোঁ মুঞি। নিত্যনন্দ অঙ্গে রক্তপাত কৈল তুঞি॥ মাধাই বোলয়ে ইহা বলিতে না পার। আপনার ধর্ম্ম প্রভু আপনে কেনে ছাড়॥ বাণে বিন্ধিলেক তোমায় অসুরেরগণে। নিজ পদ তাসভারে তবে দিলে কেনে॥ প্রভু বোলে তাহা হৈতে তোর অপরাধ। নিত্যানন্দ অঙ্গে তুই কৈলি রক্তপাত॥ মোর হৈতে মোর নিত্যানন্দ দেহ বড়। তোর স্থানে এই সত্য কহিলাম দৃঢ়॥ সত্য যদি ঠাকুর কহিলা মোর স্থানে। বল হে নিষ্কৃতি মুঞি পাইব কেমনে॥ সর্ব্ব রোগ নাশ বৈদ্য চূড়ামণি তুমি। তুমি রাগ চিকিৎসিলে সুস্থ হই আমি॥ না কর কপট প্রভু সংসারের নাথ। বিদিত হইলা আর লুকাইবা কাত॥ প্রভু বোলে অপরাধ কৈলে তুমি বড়। নিত্যানন্দ চরণ ধরিয়া তুমি পড়॥ পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন। ধরিল অমূল্যধন

নিতাই চরণ॥ সে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ। রেবতী জানেন সেই চরণ প্রকাশ॥ বিশ্বম্ভর বোলে শুন নিত্যানন্দ রায়। পড়িল চরণে কৃপা করিতে যুয়ায়॥ তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত। তুমি সে ক্ষমিতে পার পড়িল তোমাত॥ নিত্যানন্দ বোলে প্রভু কি বলিব মুঞি। বৃক্ষ দ্বারে কৃপাকর সেহ শক্তি তুঞি॥ কোনো জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত। সবদিল মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত॥ মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই। মায়াছাড় কৃপা কর তোমার মাধাই॥ বিশ্বম্ভর বোলে যদি ক্ষমিলা সকল। মাধাইরে কোল দেহ হউক সফল॥ প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন॥ মাধাইর হৈল সব বন্ধ বিমোচন॥ মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা। সর্ব্বশক্তি সমন্বিত মাধাই হইলা॥ হেনমতে দুই জন পাইল মোচন। দুই জনে স্তুতি করে দুইর চরণ॥ প্রভু বোলে তোরা আর না করিস পাপ। জগাই মাধাই বলে আর নারে বাপ॥ প্রভু বোলে শুন২ তুমি দুইজন। সত্য আমি এই তোরে করিল মোচন॥ কোটি২ জন্মে যত আছে পাপ তোর আর যদি না করিস সব দায় মোর॥ তো দোহাঁর মুখে মুঞি করিব আহার। তোর দেহে হইবেক মোর অবতার। প্রভুর শুনিয়া বাক্য জগাই মাধাই। আনন্দে মূর্চ্ছিত হই পড়িলা তথাই॥ মোহগেল দুই জন আনন্দ সাগরে। বুঝি আজ্ঞাকরিলেন প্রভু বিশ্বম্ভরে॥ দুইজন তুলিলেহ আমার বাড়িতে। কীর্ত্তন করিব দুই জনের সহিতে॥ ব্রহ্মার দুর্ল্লভ আজি এদুইরে দিব। এদুইরে জগতের উত্তম করিব॥ এদুই পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান। এদুইরে বলিবেক গঙ্গার সমান॥ নিত্যানন্দ প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয়। নিত্যানন্দ ইচ্ছা সভে জানিহ নিশ্চয়। জগাই মাধাই সব বৈষ্ণব ধরিয়া। প্রভুর বাড়ির অভ্যন্তরে গেলা লঞা॥ আপ্তগণ সান্তাইলা প্রভুর সহিতে। পড়িল কপাট কারো শক্তি নাহি যাইতে॥ বসিলা আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। দুই পাশে শোভে নিত্যানন্দ গদাধর॥ সমুখে অদ্বৈত বৈসে মহা পাত্র রাজ। চরি দিগে বৈসে সব বৈষ্ণব সমাজ॥ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু হরি দাস। গরুড়াই রামাই শ্রীবাস গঙ্গাদাস॥ বক্রেশ্বর পণ্ডিত চন্দ্রশেখর আচার্য্য। এসব জানয়ে চৈতন্যের সব কার্য্য॥ অনেক মহান্ত আর চৈতন্য বেড়িয়া। আনন্দে ভাবিল জগাই মাধাই লইয়া॥ লোমহর্ষ মহা অশ্রু কম্প সর্ব্বগায়। জগাই মাধাই দুই গড়াগড়ি যায়॥ কার শক্তি বুঝে চৈতন্যের অভিমত। দুই দস্যু কৈল দুই মহা ভাগবত॥ তপস্বী সন্ন্যাসী করে পরম পাষণ্ড। এইমত লীলা তান অমৃতের খণ্ড॥ ইহাতে বিশ্বাস যার সেই কৃষ্ণ পায়। ইথে যার সন্দেহ সে অধঃপাতে যায়॥ জগাই মাধাই দুই জনে স্তুতিকরে। সভার সহিত শুনে গৌরাঙ্গ সুন্দরে॥ সুদ্ধা সরস্বতী দুইজনের জিহ্বায়। বসিল চৈতন্যচন্দ্র প্রভুর আজ্ঞায়॥ নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রকাশ একত্র। দেখিলেন দুইজনে

যার যেই তত্ত্ব ॥ সেই মতে স্তুতি করে দুই মহাশয়। যে স্তুতি শুনিলে কৃষ্ণ ভক্তি লভ্য হয় ॥ জয়২ মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর। জয়২ নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর ধর ॥ জয়২ নিজ নামা বিনোদ আচার্য্য। জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব্ব কার্য্য ॥ জয়২ জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন। জয়২ নিত্যানন্দ চৈতন্য শয়ন ॥ জয়২ শচী পুত্র করুণার সিন্ধু। জয়২ নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু ॥ জয় রাজ পণ্ডিত দুহিতা প্রাণেশ্বর। জয় নিত্যানন্দ কৃপাময় কলেবর ॥ সেইজয় প্রভু তুমি যত কর কাজ। জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র বৈষ্ণবাধি রাজ ॥ জয়২ শঙ্খচক্র গদাপদ্মধর। প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধৌত বর ॥ জয়২ অদ্বৈত জীবন গৌরচন্দ্র। জয়২ সহস্র বদন নিত্যানন্দ ॥ জয় গদাধর প্রাণ মুরারি ঈশ্বর। জয় হরি দাস বাসুদেব প্রিয় কর ॥ পাপী উদ্ধারিলে যত নানা অবতারে। পরম অদ্ভুত যাহা ঘোষয়ে সংসারে ॥ আমি দুই পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার। অল্পত্ব পাইল পূর্ব্ব মহিমা তোমার ॥ অজামিল উদ্ধারের যতেক মহত্ব। আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অল্পত্ব ॥ সত্য কহি আমি কিছু স্তুতি নাহি করি। উঠিতেই অজামিল মুক্তি অধিকারী ॥ কোটি ব্রহ্ম ধরি যদি তোমার নাম লয়। সদ্য মোক্ষ পদ তার বেদে সত্য কয় ॥ হেন নাম অজামিল কৈল উচ্চারণ। তেঞি চিত্র নহে অজামিলের মোচন ॥ বেদ সত্য পালিতে তোমার অবতার। মিথ্যা হয় বেদ তবে না কৈলে উদ্ধার ॥ এবে বুঝি দেখ প্রভু আপনার মনে। কতকোটি অন্তর আমরা দুই জনে ॥ নারায়ণ নাম শুনি অজামিল মুখে। চারি মহাজন আইল সেইজন দেখে ॥ আমি দেখিলাম তোমা রক্ত পাড়ি অঙ্গে। সঙ্গোপাঙ্গে অস্ত্র পারিসদগণ সঙ্গে ॥ গোপ্যকরি রাখিয়াছিলা এসব মহিমা। এবে ব্যক্ত হৈল তোমার মহিমার সীমা ॥ এবে সে হইল বেদ মহিমা বলবন্ত। এবে সে বড়াঞি করি গাইব অনন্ত ॥ এবে সে বিদিত হৈল গোপ্য গুণ গ্রাম। নির্লক্ষ উদ্ধার প্রভু ইহার সে নাম ॥ যদি বল কংস আদি যত দৈত্যগণ। তাহারাও দ্রোহ করি পাইল মোচন ॥ কতলক্ষ আছে তথি দেখ নিজ মনে। নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে ॥ তোমাসনে যুঝিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে ॥ ভয়ে তোমা নিরন্তর চিন্তিলেক মর্ম্মে ॥ তথাপি নারিল দ্রোহ পাপ এড়াইতে। পড়িল নরেন্দ্র সব বংশের সহিতে ॥ তোমারে দেখিতে নিজ জীবন ছাড়িল। তবে কোন মহাজনে তারে পরশিল ॥ আমারে পরশে এবে ভাগবতগণে। ছায়াছুঞি যে জন করিল গঙ্গাস্নানে ॥ সর্ব্বমতে প্রভু তোর এমহিমা বড়। কাহারে ভাণ্ডিবে সভে জানিলেক দৃঢ় ॥ মহাভক্ত গজরাজ করিল স্তবন। একান্ত শরণ দেখি করিলা মোচন ॥ দৈবে সে উপমা নহে তবে বা পূতনা। অঘ বক আদি যত কেহ নহে সীমা ॥ ছাড়িয়া সে দেহ তারা গেল দিব্যগতি। বেদে বিনে তাহা দেখে কাহার শকতি ॥ যে করিলা এই দুই পাতক শরীরে। সাক্ষাতে

দেখিল ইহা সকল সংসারে ॥ যতেক করিল তুমি পাতকী উদ্ধার। কারো কোনো রূপে লক্ষ আছে সভাকার ॥ নির্লখে তারিলা ব্রহ্মদৈত্য দুই জন ॥ তোমার কারুণ্য সব ইহার কারণ ॥ বলিয়া২ কান্দে জগাই মাধাই। এমত অপূর্ব্ব করে চৈতন্য গোসাঞি ॥ যতেক বৈষ্ণবগণ অপুর্ব্ব দেখিয়া। জোড় হস্তে সভে স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া ॥ যে স্তুতি করিল প্রভু এদুই মদ্যপে। তোর কৃপাবিনা ইহাজানে কার বাপে ॥ তোমার অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে। যখন যেরূপে কৃপা করহ যাহারে ॥ প্রভু বোলে এদুই মদ্যপ নহে আর। আজিহৈতে এই দুই সেবক আমার ॥ সভেমেলি অনুগ্রহ কর এদুইরে। জন্মে২ আর যেন আমানা পাসরে। যেরূপে যাহার ঠাই আছে অপরাধ। ক্ষমিয়া দুইর প্রতি করহ প্রসাদ ॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই মাধাই। সভার চরণ ধরি পডে সেই ঠাঞি ॥ সর্ব্ব মহাভাগবতে কৈল আশীর্ব্বাদ। জগাই মাধাই হৈল নির অপরাধ ॥ প্রভু বোলে উঠ উঠ জগাই মাধাই। হইলা আমার দাস আর চিন্তানাই ॥ তুমি দুই যত কিছু করিলা স্তবন। পরম সুসত্য কিছু না হয় খণ্ডন ॥ সশরীরে কভু কারো হেন নাহি হয়। নিত্যানন্দ প্রসাদেসে জানিহ নিশ্চয় ॥ তোসভার যত পাপ মুঞি নিনু সব। সাক্ষাতে দেখহ ভাই এই অনুভব ॥ দুই জন শরীরে পাতক নাহি আর। ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া আকার ॥ প্রভু বোলে তোমরা আমারে দেখকেন। অদ্বৈত বোলয়ে শ্রীগোকুলচন্দ্র যেন ॥ অদ্বৈত প্রতিভা শুনি হাসে বিশ্বম্ভর। হরি বলি ধ্বনি করে সব অনুচর ॥ প্রভু বোলে কালা দেখ এদুইর পাপে। কীর্ত্তন করহ সব যাউক নিন্দকে ॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য সভার উল্লাস। মহানন্দে হইল কীর্ত্তন পরকাশ ॥ নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ সঙ্গে। বেড়িয়া বৈষ্ণব সব যশ গায় রঙ্গে ॥ নাচয়ে অদ্বৈত যার লাগি অবতার। যাহার কারণে হৈল জগত উদ্ধার ॥ কীর্ত্তন করেন সভে দিয়া কর তালী। সভেই করেন নৃত্য হই কুতূহলী ॥ প্রভু প্রতি মহানন্দে কারো নাহি ভয়। প্রভু সঙ্গে কতলক্ষ ঠেলাঠেলী হয় ॥ বধূ সঙ্গে আই দেখে ঘরের ভিতরে। বসিয়া ভাষয়ে আই আনন্দ সাগরে ॥ সভেই পরমানন্দ দেখিয়া প্রকাশ। কাহার না ঘুচে কৃষ্ণাবেশের উল্লাস ॥ যার অঙ্গ পরশিতে রমা ভয় পায়। সে প্রভুর অঙ্গ সঙ্গে মদ্যপ নাচয় ॥ মদ্যপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞি। বৈষ্ণব নিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলঠাঞি ॥ নিন্দায়ে না বাড়ে ধর্ম্ম সবে পাপলাভ। এতেকেনা করে নিন্দা সব মহাভাগ ॥ দুই দস্যু দুই মহাভাগবত করি। গণের সহিতে নাচে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ নৃত্যাবেশে বসিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর। বসিলা চৌদিকে বেড়ি বৈষ্ণব মণ্ডল ॥ সর্ব্ব অঙ্গে ধূলা চারি অঙ্গুলী প্রমাণ। তথাপি সভার অঙ্গ নির্ম্মল গেয়ান ॥ পূর্ব্ববৎ কৈলা প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। হাসিয়া সভারে প্রভু বোলে বিশ্বম্ভর ॥ এদুইরে পাপী হেন

না করিবা মনে। এদুইর পাপ মুঞি লইনু আপনে॥ সর্ব্ব দেহে মুঞি করো বোলোঁ চলোঁ খাঙ। তার দেহ পড়ে যবে মুঞি চলি যাঙ॥ যে দেহেতে অল্প দুঃখে জীব ডাক ছাড়ে। মুঞি বিনা সেই দেহ পুড়িলেনা নড়ে॥ তবে যে জীবের দুঃখ করে অহঙ্কার। মুঞি করো বলি বলি পায় মহাপার॥ এতেকে যতেক কৈল এই দুই জনে। করিলাম আমি ঘুচাইলাম আপনে॥ ইহা জানি এদুইরে সকল বৈষ্ণব। দেখিবে অভেদ দৃষ্টে যেন তুমি সব॥ শুনি এই আজ্ঞা মোর যে হয় আমার। এদুইরে শ্রদ্ধা করি যে দিবে আহার॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত মধু আছে। সেহয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে॥ এদুইরে বটমাত্র দিবে যেইজন। তাহার কৃষ্ণের মুখে মধু সমর্পণ॥ এদুইজনেরে যে করিব পরিহাস। এদুইর অপরাধে তার সর্ব্বনাশ॥ শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কান্দে মহাপ্রেমে। জগাই মাধাই প্রতি করে পরণামে॥ প্রভু বোলে শুন সব ভাগবতগণে। চল সভে যাই ভাগীরথীর চরণে॥ সর্ব্বগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর। পড়িলা জাহ্নবী জলে বনমালাধর॥ কীর্ত্তন আনন্দে যত ভাগবত গণ। শিশু প্রায় চঞ্চল চরিত্র সর্ব্বক্ষণ॥ মহাভব্য বৃদ্ধ সব সেহ শিশু মতি। এইমত হয় বিষ্ণু ভক্তির শকতি॥ গঙ্গাস্নান মহোৎসব কীর্ত্তনের শেষে। প্রভু ভৃত্য বুদ্ধি গেল আনন্দ আবেশে॥ জল দেয় প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের গায়। কেহো নাহি পারে সভে হারিয়া পলায়॥ জলযুদ্ধ করে প্রভু যার যার সঙ্গে। কথোক্ষণ যুদ্ধকরি সভে দেয় ভঙ্গে॥ ক্ষণে কেলি অদ্বৈত গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দে। ক্ষণে কেলি হরিদাস শ্রীবাস মুকুন্দে॥ শ্রীগর্ভ সদাশিব মুরারি শ্রীমান। পুরুষোত্তম মুকুন্দ সঞ্জয় বুদ্ধিমান॥ বিদ্যানিধি গঙ্গাদাস জগদীশ রাম। গোপীনাথ হরিদাস গরুড় শ্রীমান॥ গোবিন্দ শ্রীধর কৃষ্ণানন্দ কাশীশ্বর। জগদানন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীশুক্লাম্বর॥ অনন্ত চৈতন্য ভৃত্য কত জানি নাম। বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ॥ অন্যোন্যে সর্ব্ব জন জলকেলি করে। পরানন্দরসে কেহো জিনে কেহো হারে॥ গদাধর গৌরাঙ্গে খানিক জলকেলি। নিত্যানন্দে অদ্বৈতে খানিক হয় মেলি॥ অদ্বৈত নয়নে নিত্যানন্দ কুতূহলী। নির্ঘাতে মারিল জল দিল মহাবলী॥ দুই চক্ষু অদ্বৈত মিলিতে নাহি পারে। মহা ক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে॥ নিত্যানন্দ মদ্যপে করিল চক্ষুকান। কোথা হইতে মদ্যপে হৈল উপস্থান॥ শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাঞি। কেথাকার অবধূতে আনি দিল ঠাঞি॥ শচীর নন্দন চোরা এতকর্ম্ম করে। নিরবধি অবধূত সংহতি বিহরে॥ নিত্যানন্দ বোলে মুখে নাহি বাসলাজ। সারিলে আপনে আর কন্দলে কিকাজ॥ গৌরচন্দ্র বোলে একবারে নাহি জানি। তিনবার হইলে সে হারিজিত মানি॥ আরবার জলযুদ্ধ অদ্বৈত নিতাই। কৌতুক লাগিয়া একদেহ দুইঠাঞি॥ দুইজনে জলযুদ্ধ কোহো নাহি পারে। একবার জিনে কেহো আর বার হারে॥ আর বার

নিত্যানন্দ সংভ্রম পাইয়া। দিলেন নয়নে জল নির্ঘাত করিয়া॥ অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ বোলে মাতালিয়া। সন্ন্যাসী না হয় কভু এব্রহ্মবধিয়া॥ পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত। কুল জন্ম জাতি কেহ নাজানে কোথাত॥ পিতা মাতা গুরু নাহি নাজানি কিরূপ। খায় পরে সকল বোলয়ে অবধূত॥ নিত্যানন্দ প্রতি স্তব করে ব্যপদেশে। শুনি নিত্যানন্দ প্রভু মনে মনে হাসে॥ সংহারিমো সকল মোহর দোষ নাই। এতবলি জলে ঝাপে আচার্য্য গোসাঞি॥ আচার্য্যের ক্রোধে হাসে ভাগবতগণ। ক্রোধে তত্ব কহে যেন শুনি কুবচন॥ হেন রস কলহের মর্ম্ম না বুঝিয়া। ভিন্ন জ্ঞানে নিন্দে বন্দে সে মরে পুড়িয়া॥ নিশ্চয় শ্রীগৌরচন্দ্র যারে কৃপা করে। সেই সে বৈষ্ণব বাক্য বুঝিবারে পারে॥ সেই কতক্ষণে দুই মহাকুতুহলী। নিত্যানন্দ অদ্বৈতে হইল কোলাকোলী॥ মহামত্ত দুই প্রভু গৌরচন্দ্র রসে। সকল গঙ্গার মাঝে নিত্যানন্দ ভাসে॥ হেন মতে জল কেলী কীর্ত্তনের শেষে। প্রতি রাত্রি সভা লঞা প্রভু করে রসে॥ এলীলা দেখিতে মনুষ্যের শক্তি নাই। সবে দেখে দেবগণ সঙ্গোপে তথাই॥ সর্ব্বগণে গৌরচন্দ্র গঙ্গাস্নান করি। কূলে উঠি সর্ব্বগণে বলে হরি হরি॥ সভারে দিলেন মালা প্রসাদ চন্দন। বিদায় হইলা সভে করিতে ভোজন॥ জগাই মাধাই সমর্পিল সভাস্থানে। আপন গলার মালা দিল দুইজনে॥ এসব লীলার কভো অবধি না হয়। আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র বেদে কয়॥ গৃহে আসি প্রভু ধুইলেন শ্রীচরণ। তুলসীর করিলেন চরণ বন্দন॥ ভোজন করিতে বসিলেন বিশ্বম্ভর। নৈবেদ্যান্ন আনি মায়ে করিলা গোচর॥ সর্ব্ব ভাগবতেরে করিয়া নিবেদন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ করেন ভোজন॥ পরম সন্তোষে মহা প্রসাদ পাইয়া। মুখ শুদ্ধি করি দ্বারে বসিলা আসিয়া॥ বধূ সঙ্গে দেখে আই নয়ন ভরিয়া। মহানন্দ সাগরেতে রহিল ডুবিয়া॥ আইর ভাগ্যের সীমা কেবলিতে পারে। সহস্রবদন প্রভু যদি শক্তি ধরে॥ প্রাকৃত শব্দেও যেই বলিবেক আই। আই শব্দ প্রভাবেও তার দুঃখ নাই॥ পুত্রের শ্রীমুখ দেখি আই জগন্মাতা। নিজদেহ আই নাহি জানে আছে কোথা॥ বিশ্বম্ভর চলিলেন করিতে শয়ন। তখনে বিদায় করে গুপ্ত দেবগণ॥ চতুর্ম্মুখ শঞ্চমুখ আদি দেবগণ। নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন॥ দেখিতে না পায় ইহা কেহ আজ্ঞাবিনে। সেই প্রভু অনুগ্রহে বোলে কারো স্থানে॥ কোনদিন বসিয়া থাকয়ে বিশ্বম্ভর। সমুখে আইলা মাত্র কোন অনুচর॥ ওইখানে থাক প্রভু বোলয়ে আপনে। চারি পাঁচ মুখগুলা লোটায়ে অঙ্গনে॥ পড়িয়া আছয়ে যত নাহি লেখাযোখা। তোমরা সভের কি এগুলা পায় দেখা॥ কর যোড করি বোলে সব ভক্তগণ। ত্রিভুবনে করে প্রভু তোমার সেবন॥ আমরা সভের কোন শক্তি দেখিবারে। বিনে প্রভু তুমি দিলে দৃষ্টি অধিকারে॥ এসব অদ্ভুত চৈতন্যের গুপ্ত কথা। সর্ব্ব সিদ্ধি হয়

ইহা শুনিলে সর্ব্বথা॥ ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে। অজ ভব নিতি আইসে গৌরাঙ্গের স্থানে॥ হেনমতে জগাই মাধাই পরিত্রাণ। করিল শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ॥ সভার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার। ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার॥ শূলপাণি সম যদি ভক্ত নিন্দাকরে। ভাগবত প্রমাণ তথাপি শীঘ্র মরে॥ তথাহি॥ মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃক্ লঙ্ক্ষত্যদূরাদপিঃ শূলপাণি ইত্যাদি॥ হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই। সে জনের অধঃপাত সর্ব্বশাস্ত্রে কহি॥ সর্ব্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম। বৈষ্ণবাপরাধে সেহো না মিলয়ে প্রাণ॥ পদ্ম পুরাণের এই পরম বচন। প্রেম ভক্তি হয় ইহা করিলে পালন॥ তথাহি॥ শতাং নিন্দানামঃ পরম মপরাধং বিতনুতে যত খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হা মিত্যাদি॥ যেবা শুনে দুই মহা দস্যুর উদ্ধার। তারে উদ্ধারিব গৌরচন্দ্র অবতার॥ ব্রহ্মদৈত্য পাবন গৌরাঙ্গ জয়জয়। করুণা সাগর প্রভু পরম সদয়॥ সহজ করুণা সিন্ধু মহা কৃপাময়। দোষ নাহি দেখে প্রভু গুণ মাত্র লয়॥ হেন প্রভু বিরহে যে পাপীর প্রাণ রহে। সবে পরমায়ু গুণ আর হেতু নহে॥ তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়। শ্রবণে বদনে যেন তোর যশ লয়॥ আমার প্রভুর সঙ্গে গৌরাঙ্গ সুন্দর। যথা বৈসে তথা যেন হঙ অনুচর॥ শ্রীচৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি জানি। যেতে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥ গণ সহে প্রভু পাদপদ্মে নমস্কার। ইথি অপরাধ কিছু নহুক আমার॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥ ইতি মধ্যখণ্ডে জগাই মাধাই উদ্ধারো ত্রয়োদশোঽধ্যায়॥ * ১৩॥ *॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়॥

চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ। নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন॥ আজ্ঞা বিনে কেহ ইহা দেখিতে না পারে। তারা শুনি সভে ঠাকুরের সেবা করে॥ সর্ব্ব দিন দেখে প্রভু যত লীলা করে। শয়ন করিলে প্রভু সভে চলে ঘরে॥ ব্রহ্মদৈত্য দুই রসে দেখিয়া উদ্ধার। আনন্দে চলিলা তাই করিয়া বিচার॥ এমত কারুণ্য আছে চৈতন্যের ঘরে। এমত জনের প্রভু করয়ে উদ্ধারে॥ আজি বড চিত্তে প্রভু দিলেন ভরসা। অবশ্য পাইব পার ধরিলাম আশা॥ অন্যোন্যে এইমত করি সংকথন। মহানন্দে চলিলা সকল দেবগণ॥ প্রভু স্থানে নিত্য আইসে যম ধর্ম্মরাজ। আপনে দেখিল প্রভু চৈতন্যের কাজ॥ চিত্রগুপ্ত স্থানে জিজ্ঞাসয়ে প্রভু যম। কিবা এদুইর পাপ কিবা উপশম॥ চিত্রগুপ্ত বলে শুন প্রভু যমরাজ।

এবিফল পরিশ্রমে আর কিবা কাজ ॥ লক্ষেক কায়স্থ যদি এক মাস পড়ি। তথাপি পাইতে অন্ত শীঘ্র হয় বড়ি॥ তুমি যদি শুন লক্ষ করিয়া শ্রবণ। তথাপি সে শুনিবারে তুমি সে ভাজন। এদুইর পাপ নিরন্তর দূতে কহে। লিখিতে কায়স্থ সব উৎপাৎ জন্ময়ে॥ এদুইর পাপ দূত কহে অনুক্ষণ। তাহালাগি দূতে কত খাইল মারণ॥ দূত বলে পাপ করে সেই দুই জনে। লেখাইতে ভার মোর মোরে মার কেনে॥ না লিখিলে হয় শাস্তি হেন লাগি লিখি। পর্ব্বত প্রমাণ গড়া আছে তার সাক্ষী॥ আমরাও কান্দিয়াছি ও দুই লাগিয়া। কেমতে বা এযাতনা সহিব আসিয়া॥ তিল মাত্র মহাপ্রভু সব কৈল দূর। এবে আজ্ঞা কর গড়া চিরিয়ে প্রচুর॥ কভো নাহি দেখে যম এমত মহিমা। পাতকী উদ্ধার যত তার এই সীমা॥ স্বভাব বৈষ্ণব যম মূর্ত্তিমন্ত ধর্ম্ম। ভাগবত ধর্ম্মের জানয়ে সব মর্ম্ম॥ যখনে শুনিলা চিত্রগুপ্তের বচন। কৃষ্ণাবেশে দেহ পাসরিলা ততক্ষণ॥ পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া রথের উপরে। কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে॥ আথে ব্যথে চিত্রগুপ্ত আদি যতগণ। ধরিয়া লাগি লাসভে করিতে ক্রন্দন॥ সর্ব্বদেব রথে যম কীর্ত্তন করিয়া। রহিল যমের রথ শোকাকুল হৈয়া॥ দুই ব্রহ্ম অসুরের মোচন দেখিয়া। সেই গুণ কর্ম্ম সভে চলিলা গাইয়া॥ শঙ্কর বিরিঞ্চি শেষে আদি দেবগণ। নারদাদি গায় সেই দুইর মোচন॥ কেহো২ না জানয়ে আনন্দ কীর্ত্তনে। কারুণ্য দেখিয়া কেহো করয়ে ক্রন্দনে॥ রহিয়াছে যম রথে দেখে দেবগণে। রহিল সকল রথ যম রথ স্থানে॥ শেষ ভব অজ নারদাদি ঋষিগণে। দেখে পড়িয়াছে যম দেব অচেতনে॥ বিস্মিত হইলা সভে নাজানি কারণ। চিত্রগুপ্ত কহিলেন সব বিবরণ॥ কৃষ্ণাবেশ হেন জানি অজ পঞ্চানন। কর্ণমূলে সভে মেলি করয়ে কীর্ত্তন॥ উঠিলেন যম দেব কীর্ত্তন শুনিয়া। চৈতন্য পাইয়া নাচে মহা মত্ত হৈয়া॥ উঠিল পরমানন্দ দেব সংকীর্ত্তন। কৃষ্ণের আবেশে নাচে সূর্য্যের নন্দন॥ যম নৃত্য দেখি নাচে সর্ব্ব দেবগণ। নারদাদি সঙ্গে নাচে অজ পঞ্চানন দেবগণ নৃত্য শুন সাবধান হৈয়া। অতিগুহ্য বেদে ব্যক্ত করিবেন ইহা॥ শ্রীরাগঃ॥ নাচেই ধর্ম্ম রাজ ছাড়িয়া সব কাজ কৃষ্ণাবেশে না জানে আপনা। স্মরিয়া শ্রীচৈতন্য বলেন ধন্য ধন্য পতিত পাবন ধন্য বানা॥ হুঙ্কার গর্জ্জনঃ পুলক মহাপ্রেম যমের ভাবের অন্ত নাই। বিহ্বল হঞা যম করে বহু ক্রন্দন সঙরিয়া জগাই মাধাই॥ ধ্রু॥ যমের যতেক গণ দেখিয়া যমের প্রেম আনন্দে পড়িয়া গড়ি যায়। চিত্রগুপ্ত মহাভাগ কৃষ্ণে বড় অনুরাগ মালসাট পুরি পুরি ধায়॥ নাচে প্রভু শঙ্কর হইয়া দিগম্বর কৃষ্ণাবেশে বসন না জানে। বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য জগত করয়ে ধন্য কহিয়া তারক রাম নামে॥ আনন্দে মহেশ নাচে জটাও নাহিক বান্ধে দেখি নিজ প্রভুর মহিমা। কার্ত্তিক গণেশ নাচে মহেশের পাছে পাছে সঙরিয়া

কারুণ্যের সীমা॥ নাচয়ে চতুরানন ভক্তি যার প্রানধন লইয়া সকল পরিবার। কস্যপ কর্দ্দম দক্ষঃ মনুসব মহামুখ্য পাছে নাচে সকল ব্রহ্মার॥ সভে মহা ভাগবত কৃষ্ণরসে মহামত্ত সভে করে ভক্তি অধ্যাপনা। বেড়িয়া ব্রহ্মার পাশে কান্দে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাসে সঙরিয়া প্রভুর করুণা॥ দেবঋষি নারদ নাচে রহিয়া ব্রহ্মার পাছে নয়নে বহয়ে প্রেমজল। পাইয়া যশের সীমা কোথবা রহিল বীণা নাজানয়ে আনন্দে বিহ্বল॥ চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য শুক দেব করে নৃত্য ভক্তির মহিমা শুকে জানে। লোটাইয়া পড়ে ধূলী জগাই মাধাই বলি করে বহু দণ্ড পরণামে॥ নাচে ইন্দ্র সুরেশ্বর মহাবীর বজ্রধর আপনারে করে অনুতাপ। সহস্র নয়নে ধার অবিরত বহে যার সকল হইল ব্রহ্মশাপ॥ প্রভুর মহিমা দেখি ইন্দ্রদেব বড সুখী গডাগডী যায় পরবশ। কোথাগেল বজ্রসার কোথায়ে কিরিটী হার ইহারে সে বলি কৃষ্ণরস॥ চন্দ্র সূর্য্য পবন কুবের বহ্নি বরুণ নাচে সব যত লোকপাল। সভেই কৃষ্ণের ভৃত্য কৃষ্ণরসে করে নৃত্য দেখিয়া কৃষ্ণের ঠাকুরাল॥ নাচে সব দেবর্ষে উলসিত মন হর্ষেঃ ছোট বড় না জানে হরিষে। বড় হয় ঠেলাঠেলীঃ তারা সব কুতুহলীঃ সত্য সুখ কৃষ্ণের আবেশে॥ নাচে প্রভু ভগবানঃ অনন্ত যাহার নামঃ বিনতা নন্দন করি সঙ্গে। সকল বৈষ্ণব রাজ, পালেন যাহার কাজ, আদি দেব সেহ নাচে রঙ্গে॥ অজভব নারদ, শুক আদি যত দেব, অনন্ত বেড়িয়া সভে নাচে। গৌরচন্দ্র অবতার, ব্রহ্ম দৈত্য উদ্ধার, সহস্র বদনগায় মাঝে॥ কেহ কান্দে কেহ হাসে, দেখি মহা পরকাশে, কেহ মুর্চ্ছা পায় সেই ঠাঞিরে। কেহ বলে ভাল ভাল, গৌরচন্দ্র ঠাকুরাল, ধন্য পাপী জগাই মাধাইরে॥ নৃত্যগীত কোলাহলে, কৃষ্ণ যশ মঙ্গলে, পূর্ণ হৈল সকল অকাশরে। মহাজয় জয় ধ্বনি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি, অমঙ্গল সব হৈল নাশরে॥ সত্য লোক আদি জিনি, উঠিল মঙ্গল ধ্বনি সর্গ মর্ত্য পূরিয়া পাতালরে। ব্রহ্ম দৈত্য উদ্ধার, বহি নাহি শুনি আর, প্রকট গৌরাঙ্গ ঠাকুরালরে॥ হেন মতে কৃষ্ণ রসে. মহাভাগবত সভে, দেবগণ চলিলেন পুরে। গৌরাঙ্গ চন্দ্রের রস, বিনি আর কোন যশ, কাহার বদনে নাহি স্ফুরে॥ জয়২ জগত মঙ্গল গৌরচন্দ্র জয়, সর্ব্ব জীব লোক নাথরে। করুণা যে উদ্ধারিলা, ব্রহ্ম দৈত্য যেন তেন, সভাপ্রতি কর দৃষ্টিপাতরে॥ জয়২ শ্রীচৈতন্য সংসার কর ধন্য পতিতপাবন ধন্য বানারে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ প্রভু বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গানরে॥ ইতি মধ্যখণ্ডে জগাইমাধাই উদ্ধারে দেবনর্ত্তনং চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়॥

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়। অচিন্ত্য অনন্ত লীলা করয়ে সদায়॥ এতসব

প্রকাশেও কেহো নাহি চিনে। সিন্ধু মধ্যে চন্দ্র যেন না জানিল মীনে॥ জগাই মা ধাই দুই চৈতন্য কৃপায়। পরম ধার্ম্মিকরূপে বসে নদীয়ায়॥ উষঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে। দুই লক্ষ কৃষ্ণ নাম লয় প্রতি দিনে॥ আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ। নিরবধি কৃষ্ণবলি করয়ে ক্রন্দন॥ পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার। কৃষ্ণের দুইত দেখে সকল সংসার। পূর্ব্বে যে করিল হিংসা তাহা সঙরিয়া। কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মুর্চ্ছিত হইয়া॥ গৌরচন্দ্র আরে বাপ পতিত পাবন। সঙরিয়া পুনঃপুন করয়ে ক্রন্দন॥ আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে! সঙরি চৈতন্য কৃপা দুইজন কান্দে॥ সর্ব্বগণসহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর। অনুগ্রহ আশ্বাস করয়ে নিরন্তর॥ আপনে বসিয়া প্রভু ভোজন করায়। তথাপিহ দুহেঁচিত্তে সোয়াথ নাপায়॥ বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া। পুনঃপুন কান্দে বিপ্র তাহা সঙরিয়া॥ নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ। তথাপি মাধাই চিত্তে নাপাই প্রসাদ॥ নিত্যানন্দ অঙ্গে মুঞি কৈনু রক্তপাত। ইহা বলি নিরন্তর করে আত্মঘাত যে অঙ্গে চৈতন্য চন্দ্র করয়ে বিহার। হেন অঙ্গে মুঞি পাপী করিনু প্রহার॥ মূর্চ্ছাগত হয়ে ইহা সঙরি মাধাই। অহর্নিশ কান্দে আর কিছু চিন্তা নাই॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বালক আবেশে। অহন্নিশ নদীয়ায় বুলে রাত্রি শেষে॥ সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। অভিমান নাহি সর্ব্ব নগরে বেড়ায়॥ এক দিন নিত্যানন্দ নিভৃতে পাইয়া। পড়িলা মাধাই দুই চরণে ধরিয়া॥ প্রেমজলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ। দন্তে তৃণ ধরি করে প্রভুর স্তবন॥ বিষ্ণুরূপে প্রভু তুমি করহ পালন। তুমি সে ফণায় ধর অনন্ত ভুবন॥ ভক্তির স্বরূপ প্রভু তোর কলেবর তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্ব্বতী শঙ্কর॥ তোমার সে ভক্তি যোগ তুমি কর দান। তোমাবহি চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন॥ তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী। লীলায়ে বহয়ে কৃষ্ণ হই কুতুহলী॥ তুমি সে অনন্ত মুখে কৃষ্ণগুণ গাও। সর্ব্ব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ভক্তি তুমি সে বুঝাও॥ তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ। তোমার সে যত কিছু চৈতন্য সম্পদ॥ তোমার সে কালিন্দী ভেদন কারী নাম। তোমা সেবি জনক পাইল দিব্য জ্ঞান॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম ময় তুমি পুরুষ পুরাণ। তোমারে সে বেদে বলে আদি দেব নাম॥ তুমিসে জগত পিতা মহা যোগেশ্বর। তুমিসে লক্ষ্মণচন্দ্র মহাধনুর্দ্ধর॥ তুমি সে পাষণ্ড ক্ষয় রসিক আচার্য্য। তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্ব্ব কার্য্য। তোমারে সে সেবি পূজ্য হইল মহামায়া। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চাহে তোমা পদছায়া॥ তুমি চৈতন্যের ভক্ত তুমি মহাভক্তি। যত কিছু চৈতন্যের তুমি মহা শক্তি॥ তুমি সঙ্গি তুমি সখা তুমি সে শয়ন। তুমি চৈতন্যের ছত্র তুমি প্রাণধন॥ তোমাবহি কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর। তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার॥ তুমি সে বরাহ প্রভু পতিতের ত্রাণ। তুমি সে সংহার সর্ব্ব

পাষণ্ডের প্রাণ॥ তুমিসে করহ সর্ব্ব বৈষ্ণবের রক্ষা। তুমি সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম করা হ যে শিক্ষা॥ তোমার কৃপায় সৃষ্টি করে অজদেবে। তোমার সে রেবতী বারুণী সদাসেবে॥ তোমার সে ক্রোধ মহারুদ্র অবতার। সেই দ্বারে কয় সর্ব্বসৃষ্টির সংহার॥ তথাহি॥ সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্র নিষ্কাম্যেতি জগত্রয়ং ইত্যাদি। *। সকল করিয়াও তুমি কিছু নাহি কর। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ তুমি বক্ষে ধর॥ পরম কোমল সুখ বিগ্রহ তোমার। যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ শয়ন বিহার॥ সেহেন শ্রীঅঙ্গে মুঞি করিনু প্রহার। মো অধিক দারুণ পাতকী নাহি আর॥ পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা। যে অঙ্গ সেবয়ে শিব জীবন করিয়া॥ যে অঙ্গ স্মরণে সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন। হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে আমার কারণ॥ চিত্রকেতু মহারাজ যে অঙ্গ সেবিয়া। সুখে বিহরয়ে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হঞা॥ হেন অঙ্গ মুঞিপাপী করিনু লংঘন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ॥ যে অঙ্গ সেবিয়া সনকাদি ঋষিগণ। পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ বিমোচন॥ যে অঙ্গ লংঘিয়া ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয়। যে অঙ্গ লংঘিয়া দ্বিবদের নাশ হয়॥ যে অঙ্গ লংঘিয়া জরাসন্ধ নাশগেল। আর মোর কুশল নাহি সে অঙ্গ লংঘিল॥ লংঘনের কি দায় যাহার অপমানে কৃষ্ণের শ্যালক রুক্মী তেজিল জীবনে॥ দীর্ঘ আয়ু ব্রহ্মা সম পাইয়াও সুত। তোমা দেখি না উঠিলহৈল ভস্মীভূত॥ যার অপমান করি রাজা দুর্য্যোধন। সবংশেতে প্রাণগেল নহিল রক্ষণ। দৈবযোগে ছিল তথা মহাভক্তগণ। তাহারা জানিল সব তোমার কারণ॥ কুন্তী ভীষ্ম যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন বিদুর। তাসভার বাক্যে পুন পাইলেক পুর॥ যার অপমান মাত্র জীবনের নাশ। মুঞি দারুণের কোন লোকে হৈব বাস॥ বলিতে২ প্রেমে ভাসয়ে মাধাই। বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িলা তথাই॥ যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ। পতিতের ত্রাণ লাগি যাহার প্রকাশ॥ শরণাগতেরে বাপ কর পরিত্রাণ। মাধাইর তুমি সে জীবন ধন প্রাণ॥ জয়২ জয় পদ্মাবতীর নন্দন। জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন॥ জয়২ অক্রোধ পরমানন্দ রায়। শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে জুয়ায়॥ দারুণ চণ্ডাল মুঞি কৃতঘ্ন গোখর। শর অপরাধ প্রভু মোর ক্ষমাকর॥ মাধাইর কাকুপ্রেম শুনিয়া স্তবন। হাসি নিত্যানন্দ রায় বলিলা বচন॥ উঠ২ মাধাই আমার তুমি দাস। তোমার শরীরে হৈব আমার প্রকাশ॥ শিশু পুত্র মারিলে কি বাপ দুঃখ পায়। এইমত তোমার প্রহার মোর গায়॥ তুমি যে করিলা স্তুতি ইহা যেই শুনে। সেহো ভক্ত হইবেক আমার চরণে॥ আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহ পাত্র। আমাতে তোমার দোষ নাহি তিলমাত্র॥ যে জন চৈতন্য ভজে সে আমার প্রাণ। যুগে২ তার আমি করি পরিত্রাণ॥ না ভজে চৈতন্য যবে মোরে ভজে গায়। মোর দুঃখে সেহো জন্মে জন্মে দুঃখপায়॥ এতবলি তুষ্টহৈয়া কৈলা আলিঙ্গন। সর্ব্বদুঃখ

মাধাইর হৈল বিমোচন॥ পুনঃ বলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ। আর এক প্রভু মোর আছে নিবেদন॥ সর্ব্বজীব হৃদয়ে বসহ প্রভু তুমি। হেন জীব বহু হিংসা করিয়াছি আমি॥ কারেবা করিল হিংসা কাহো নাহিচিনি। চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি॥ যাসভার স্থানে করিলাম অপরাধ। কোন রূপে তারা মোরে করিব প্রসাদ॥ যদি মোরে প্রভু তুমি হইলা সদয়। ইথে উপদেশ মোরে কর মহাশয়॥ প্রভু বোলে কহি শুন তোমারে উপায়। গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায়॥ সুখে লোক যখন করিব গঙ্গাস্নান। তখন তোমারে সভে করিবে কল্যাণ॥ অপরাধ ভঞ্জনী গঙ্গার সেবা কার্য্য। ইহাতে অধিক বা তোমার কোন ভাগ্য॥ কাকুকরি সভারে করিহ নমস্কার। তবে সব অপরাধ ক্ষমিব তোমার। উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণে। চলিলা প্রভুরে করি বহু প্রদক্ষিণে॥ কৃষ্ণ২ বলিতে নয়নে পড়ে জল। গঙ্গাঘাট সজ্জ করে দেখয়ে সকল॥ লোক দেখি করে বড অপূর্ব্ব গেয়ান। সভারে মাধাই করে দণ্ড পরণাম॥ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈনু অপরাধ। সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥ মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্ব্বজন। আনন্দে গোবিন্দ সভে করেণ স্মরণ॥ শুনিল সকল লোকে নিমাঞি পণ্ডিত। জগাই মাধাইর কৈল উত্তম চরিত॥ শুনিয়া সকল লোক হইল বিস্মিত। সভে বলে নর নহে নিমাঞি পণ্ডিত॥ না বুঝি নিন্দয়ে যত সকল দুর্জ্জন। নিমাঞি পণ্ডিত সত্য করয়ে কীর্ত্তন॥ নিমাঞি পণ্ডিত সত্য গোবিন্দের দাস। নষ্ট হৈব যে তারে করিব পরিহাস॥ এদুইর বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে। সেই বা ঈশ্বর কি ঈশ্বর শক্তি ধরে॥ প্রাকৃত মানুষ নহে নিমাঞি পণ্ডিত। এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত॥ এইমত নদীয়ার লোকে কহে কথা। আর লোক না মিসায় নিন্দা হয় যথা॥ পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই। ব্রহ্মচারী হেন খ্যাতি হইল তথাই॥ নিরবধি গঙ্গা দেখি থাকে গঙ্গাঘাটে। সহস্তে কোদালি লঞা আপনেই খাটে॥ অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য কৃপায়। মাধাইর ঘাট বলি সর্ব্বলোকে গায়॥ এইমত সৎকীর্ত্তি হইল দোঁহাকার। চৈতন্য প্রসাদে দুই দস্যুর উদ্ধার॥ মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড। যাহাতে উদ্ধার দুই পরম পাষণ্ড॥ মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সভার কারণ। ইহা শুনি পায় দুঃখ খল সেই জন॥ চারিবেদ গুহ্য ধন চৈতন্যের কথা। মন দিয়া শুন যে করিল যথা যথা॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥ ইতি মধ্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ প্রতি মাধাইর স্তুতি পঞ্চদশোঽধ্যায় ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

হেন মতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়। ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন করয়ে সদায়॥ দ্বার দিয়া নিশাভাগে করেন কীর্ত্তন। প্রবেশিতে নারে কোহো ভিন্ন লোক জন॥ এক দিন নাচে প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী। ঘরে ছিল লুকাইয়া শ্রীবাস শাশুড়ী॥ ঠাকুর পণ্ডিত আদি কেহ নাহি জানে। ডোল মুড়ি দিয়া আছে ঘরের এক কোণে॥ লুকাইলে কি হয় অন্তরে ভাগ্য নাঞি। অল্প ভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই॥ নাচিতে২ প্রভু বোলে ঘনেঘনে। উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণে॥ সর্ব্ব ভূত অন্তর্যামী জানেন সকল। জানিয়াও না কহে করয়ে কুতূহল॥ পুনঃ পুন নাচি বোলে সুখ নাহি পাই। কেহ বাকি লুকাইয়া আছে কোনঠাঞি॥ সর্ব্ব বাড়ি বিচার করিলা জনে জনে। শ্রীবাস চাহিল ঘর সকল আপনে॥ ভিন্ন কেহ নাহি বলি করয়ে কীর্ত্তন। উল্লাসে নাচয়ে প্রভু শ্রীশচী নন্দন॥ আর বার রহি বোলে সুখ নাহি পাই। আজি বা আমারে কৃষ্ণ অনুগ্রহ নাই॥ মহা ত্রাসে চিন্তে সব ভাগবতগণ। আমা সভা বিনা আর নাহি কোন জন॥ আমরাই কোন বা করিল অপরাধ। অতএব প্রভু চিত্তে না পায় প্রসাদ॥ আরবার ঠাকুর পণ্ডিত ঘরগিয়া। দেখে নিজ শাশুড়ী আছয়ে লুকাইয়া॥ কৃষ্ণাবেশে মহামত্ত ঠাকুর পণ্ডিত। যার বাহ্য নাহি তার কিসের গর্ব্বিত॥ বিশেষে প্রভুর বাদে কম্পিত শরীর। আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি করিল বাহির॥ কেহ নাহি জানে ইহা আপনে সে জানে। উল্লাসিত বিশ্বম্ভর নাচে ততক্ষণে॥ প্রভু বোলে এবে চিত্তে বাসি যে উল্লাস। হাসিয়া কীর্ত্তন করে পণ্ডিত শ্রীবাস॥ মহানন্দে হইল কীর্ত্তন কোলাহল। হাসিয়া পড়য়ে সব বৈষ্ণবমণ্ডল॥ নৃত্য করে গৌর সিংহ মহাকুতূহলী। ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী॥ চৈতন্যের লীলা কেবা দেখিবারে পারে। সেই দেখে যারে প্রভু দেন অধিকারে॥ এইমত প্রতিদিন হরি সংকীর্ত্তন। গৌরচন্দ্র করে নাহি দেখে সর্ব্বজন॥ আর এক দিন প্রভু নাচিতে নাচিতে। না পায় উল্লাস প্রভু চাহে চারিভীতে॥ প্রভু বোলে আজি কেনে সুখ নাহি পাই। কিবা অপরাধ হইয়াছে কার ঠাই॥ স্বভাব চৈতন্য ভক্ত আচার্য্য গোসাঞি। চৈতন্যের দাস্য বহি মনে আর নাঞি॥ যখনে খট্টায় উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর। চরণ অর্পয় সর্ব্ব শিরের উপর॥ যখনে ঠাকুর নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে। তখন অদ্বৈত সুখ সিন্ধু মাঝে ভাসে॥ প্রভু বোলে আরে নাড়া তুই মোর দাস। তখন অদ্বৈত পায় অনন্ত উল্লাস॥ অনন্ত গৌরাঙ্গ তত্ত্ব বুঝনে না যায়। সেইক্ষণে ধরে সর্ব্ব বৈষ্ণবের

পায়॥ দশনে ধরিয়া তৃণ করয়ে ক্রন্দন। কৃষ্ণরে বাপরে তুঞি মোহর জীবন॥ এমন ক্রন্দন করে পাষাণ বিদরে। নিরন্তর দাস্যভাবে প্রভু কেলি করে॥ খণ্ডিলে ঈশ্বর ভাব সভাকার স্থানে। অসর্ব্বজ্ঞ হেনপ্রভু জিজ্ঞাসে আপনে॥ কিছুনি চাঞ্চল্য মুঞি উপাধিক করো। বলিহ মোহরে যেন সেইক্ষণে মরো। কৃষ্ণ মোর প্রাণধন কৃষ্ণ মোর ধর্ম্ম। তোমার মোহর ভাই বন্ধু জন্ম জন্ম॥ কৃষ্ণ দাস্য বহি আর নাহি অন্য গতি। বুঝিহ মোহর পাছে হয়ে আর মতি॥ ভয়ে সব বৈষ্ণব করেন সঙ্গোপন। হেন প্রাণ নাহি কারো করিব কথন॥ এইমত যখনে আপনে আজ্ঞা করে। তখনে সে চরণ স্পর্শিতে সভে পারে॥ নিরন্তর দাস্যভাবে বৈষ্ণব দেখিয়া। চরণের ধূলি লয় সম্ভ্রমে উঠিয়া॥ ইহাতে বৈষ্ণবসব দুঃখ পায় মনে। অতএব সভারে করেন আলিঙ্গনে॥ গুরুবুদ্ধি অদ্বৈতেরে করে নিরন্তর। এতেকে অদ্বৈত পায় দুঃখ বহুতর॥ আপনেহ সেবিতে সাক্ষাতে নাহি পায়। উলটিয়া আরো প্রভু ধরে দুই পায়॥ যে চরণ মনেচিন্তে সে হৈল সাক্ষাৎ। অদ্বৈতের ইচ্ছা থাকি সদাই তাহাৎ॥ সাক্ষাতে না পারে প্রভু করিয়াছে রাগ। তথাপিহ চুরি করে চরণ পরাগ॥ ভাবাবেশে প্রভু যে সময়ে মূর্চ্ছা পায়। তখনে অদ্বৈত চরণের পাছে যায়॥ দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণের তলে। পাখালে চরণ দুই নয়নের জলে॥ কখনো বা নিছিয়া পুছিয়া লয় শিরে। কখনো বা ষডঙ্গ বিহিত পূজা করে॥ এহো কর্ম্ম অদ্বৈত করিতে পারে মাত্র। প্রভু করিয়াছে যারে মহা মহা পাত্র॥ অতএব অদ্বৈত সভার অগ্রগণ্য। সকল বৈষ্ণব বোলে অদ্বৈত সে ধন্য॥ অদ্বৈত সিংহের এই একান্ত মহিমা। এরহস্য নাহি জানে দুষ্টজনা জনা॥ এক দিন মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর নাচে। আনন্দে অদ্বৈত তান বুলে পাছে পাছে॥ হইল প্রভুর মূর্চ্ছা অদ্বৈত দেখিয়া। লেপিল চরণ ধূলী অঙ্গে লুকাইয়া॥ অশেষ কৌতুক জানে প্রভু গৌর রায়। নাচিতে২ প্রভু সুখ নাহি পায়॥ প্রভু কহে চিত্তে কেন না বাসোঁ উল্লাস। কার অপরাধে মোর না হয় প্রকাশ॥ কোন চোরে আমারে বা করিয়াছে চুরি। সেই অপরাধে আমি নাচিতে না পারি॥ কেহ জানি লইয়াছে মোর পদধূলী। সভে সত্য কহ [চিন্তা নাহি আমি বলি॥ অন্তর্যামি বচন শুনিয়া ভক্তগণ। ভয়ে মৌন সভে কিছু না বোলে বচন॥ বলিলে অদ্বৈত ভয় না বলিলে মরি। বুঝিয়া অদ্বৈত বোলে জোড হস্ত করি॥ শুন বাপ চোরে যদি সাক্ষাতে না পায়। তবে তারে আগোচরে লইতে জুয়ায়। মুঞি চুরি করিয়াছোঁ মোরে ক্ষম দোষ। আর না করিব যদি তোর অসন্তোষ॥ অদ্বৈতের বাক্যে মহাক্রুদ্ধ বিশ্বম্ভর। অদ্বৈত মহিমা ক্রোধে বোলয়ে বিস্তর॥ সকল সংসার তুমি করিয়া সংহার। তথাপিও চিত্তে নাহি বাস প্রতিকার॥ সংহারের অবশেষ রসে আছি আমি। মোরে সংহারিয়া তবে সুখে থাক তুমি॥ তপস্বী সন্ন্যাসী

যোগী জ্ঞানী খ্যাতি যার। কাহারে তুমি না কর শূলেতে সংহার॥ কৃতার্থ হইতে যে আইসে তোমাস্থানে। তাহারে সংহার কর ধরিয়া চরণে॥ মথুরানিবাসি এক পরম বৈষ্ণব। তোমার দেখিতে আইল চরণ ভৈরব॥ তোমা দেখি কোথা পাইবেক বিষ্ণুভক্তি। আর সংহারিলে তার চিরন্তন শক্তি॥ লইয়া চরণধূলি তারে কৈলে ক্ষয়। সংহার করিতে তুমি পরম নির্দ্দয়॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে ভক্তি যোগ। সকল তোমারে কৃষ্ণ দিল উপভোগ॥ তথাপিও তুমি চুরি কর ক্ষুদ্র স্থানে। ক্ষুদ্র সংহারিতে কৃপা নাহি বাস মনে॥ মহা ডাকাইত তুমি চোরের বড় চোর। তুমি সে করিলা চুরি প্রেম সুখ মোর। এইমত ছলে কহে সুসত্য বচন। শুনিয়া আনন্দে ভাসে ভাগবত গণ॥ তুমি সে করিলা চুরি আমি কি না পারি। হের দেখ চোরের উপরে করো চুরি॥ এত বলি অদ্বৈতেরে আপনে ধরিয়া। লোটায়ে চরণ ধূলী হাসিয়া হাসিয়া॥ মহাবলী গৌরসিংহ অদ্বৈত না পারে। অদ্বৈত চরণ প্রভু ঘষে নিজ শিরে॥ চরণ ধরিয়া বক্ষে অদ্বৈতেরে বোলে। হের দেখ চোর বান্ধিলাম নিজ কোলে॥ করিতে থাকয়ে চুরি চোর শতবার। বারেকে গৃহস্থ সব করয়ে উদ্ধার॥ অদ্বৈত বোলয়ে সত্য কহিলা আপনি। তুমি সে গৃহস্থ আমি কিছুই না জানি॥ প্রাণ বুদ্ধি মন দেহ সকল তোমার। কে রাখিবে প্রভু তুমি করিতে সংহার॥ হরিষের দাতা তুমি তুমি দেহ তাপ। তুমি শাস্তি করিলে রাখিবে কার বাপ॥ নারদাদি যায় প্রভু দ্বারকা নগরে। তোমার চরণ ধন প্রাণ দেখিবারে॥ তুমি তাসভার লও চরণের ধূলী। সেসব কিকরে প্রভু সেই আমি বলি॥ আপনার সেবক আপনে যবে খাও। কি করিব সেবক অপনে ভাবি চাও॥ কিদায় চরণ ধূলী সেরহুক পাছে। কাটিতে তোমার আজ্ঞা কোন জন আছে॥ তবে যে এমত কর নহে ঠাকুরালী। আমার সংহার হয় তুমি কুতূহলী॥ তোমার সে দেহ তুমি রাখ বা সংহার। যে তোমার ইচ্ছা প্রভু তাহি তুমি কর॥ বিশ্বম্ভর বোলে তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী। এতেক তোমার চরণের সেবা করি॥ তোমার চরণ ধূলী সর্ব্বাঙ্গে লেপিলে॥ ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণ প্রেম রস জলে। বিনা তুমি দিলে ভক্তি কেহো নাহি পায়। তোমার সে আমি হেনজানো সর্ব্বথায়॥ তুমি আমা যথা বেচ তথাই বিকাই। এই সত্য কহিলাম তোমার সে ঠাঞি॥ অদ্বৈতের প্রতি দেখি কৃপার বৈভব॥ অপূর্ব্ব চিন্তয়ে মনে সকল বৈষ্ণব। সত্য সেবিলেন প্রভু এ মহা পুরুষে। কোটি মোক্ষ তুল্য নহে এ কৃপার লেশে॥ কদাচিৎ এ প্রসাদ শঙ্করে সে পায়। যাহা করে অদ্বৈতেরে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥ আমরাও ভাগ্যবন্ত হেন ভক্ত স ঙ্গে। এ ভক্তের পদ ধূলী লৈব সর্ব্ব অঙ্গে॥ হেন ভক্ত অদ্বৈতেরে বলিতে হরি ষে। পাপী সব দুঃখপায় নিজ কর্ম্ম দোষে॥ সে কালে যে হৈল কথা সেই সত্যহয়

নামানে বৈষ্ণব বাক্য সেই যায় ক্ষয় ॥ হরিবোল বলি উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর। চতুর্দ্দিগে বেড়ি সব গায় অনুচর ॥ অদ্বৈত আচার্য্য মহা আনন্দে বিহ্বল। মহামত্ত হৈলা সেই পাসরি সকল ॥ তর্জ্জে গর্জ্জে আচার্য্য দাড়িতে দিয়া হাত। ভ্রুকুটি করিয়া নাচে শান্তিপুর নাথ ॥ জয় কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালি। অহর্নিশ গায় সভে হই কুতূহলী ॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম বিহ্বল। তথাপি চৈতন্য নৃত্য পরম কুশল ॥ সাবধানে চতুর্দ্দিগে দুই হস্ত তুলি। পড়িতে চৈতন্য ধরি রহে মহাবলী ॥ অশেষ আবেশে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। তাহা বর্ণিবার শক্তি কোন বা জিহ্বায় ॥ সরস্বতী সহিত আপনে বলরাম ॥ সেই সে ঠাকুর গায় পুরি মন স্কাম ॥ ক্ষণে২ মূর্চ্ছা হয় ক্ষণে ক্ষণে কম্প। ক্ষণে তৃণ লয় করে ক্ষণে মহাদম্ভ ক্ষণে হাস ক্ষণে শ্বাস ক্ষণে বা বিরস। এইমত প্রভুর আবেশে পরকাশ ॥ বীরাসন করিয়া ঠাকুর ক্ষণে বসে। মহা অট্ট২ করি মাঝেমাঝে হাসে ॥ ভাগ্য অনুরূপ কৃপা করয়ে সভারে। ডুবিলা বৈষ্ণব সব আনন্দ সাগরে ॥ সমুখে দেখয়ে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। অনুগ্রহ করে তারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ সেই শুক্লাম্বরের শুনহ কিছু কথা। নবদ্বীপে বসতি প্রভুর জন্ম যথা ॥ পরম সুধর্ম্মে রত পরম সুশান্ত। চিনিতে না পারে কেহ পরম মহান্ত ॥ নবদ্বীপে ঘরে ঘরে ঝুলি লঞা কান্ধে। ভিক্ষা করি অহর্নিশ কৃষ্ণ বলি কান্দে ॥ ভিখারী করিয়া জ্ঞান লোক নাহি চিনে। দারিদ্রের অবধি করয়ে ভিক্ষাটনে ॥ ভিক্ষা করি দিবসে যে কিছু ভিক্ষা পায়। কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি শেষে তবে খায় ॥ কৃষ্ণানন্দ প্রসাদে দারিদ্র নাহি জানে। বেড়ায় বলিয়া কৃষ্ণ সকল ভবনে ॥ চৈতন্যের কৃপামাত্র কে চিনিতে পারে। যখনে চৈতন্য অনুগ্রহ করে যারে ॥ পূর্ব্বে যেন আছিল দারিদ্র দামোদর। সেইমত শুক্লাম্বর বিষ্ণুভক্তিধর ॥ 'সেইমত কৃপাও করিলা বিশ্বম্ভর। যে রহে চৈতন্য নৃত্যে বাড়ির ভিতর ॥ ঝুলি কান্ধে করি বিপ্র নাচে মহারঙ্গে। দেখি হাসে প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥ বসিয়া আছয়ে প্রভু ঈশ্বর আবেশে। ঝুলি কান্ধে শুক্লাম্বর নাচে কান্দে হাসে ॥ শুক্লাম্বর দেখিয়া গৌরাঙ্গ কৃপাময়। আইস২ করি প্রভু বোলয়ে সদায় ॥ দারিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম। আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষু ধর্ম্ম ॥ আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাহি ॥ তুমি না দিলেও আমি বল করি খাই। দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি খাইল তোর। পাসরিশ কমলা ধরিল হস্ত মোর ॥ এতবলি হস্ত দিল ঝুলির ভিতর ॥ মুষ্টি২ তণ্ডুল চিবায়ে বিশ্বম্ভর ॥ শুক্লাম্বর বলে প্রভু কৈলে সর্ব্বনাশ। ও তণ্ডুলে খুদকোন বহুত প্রকাশ প্রভু বলে তোর খুদকোন মুঞি খাঙ। অভক্তের অমৃত উলটি নাহি চাঙ ॥ স্বতন্ত্র পরমানন্দ ভক্তের জীবন। চিবায় তণ্ডুল কে করিবে নিবারণ ॥ প্রভুর কারুণ্য দেখি সর্ব্বভক্তগণ। শিরে হাত দিয়া সভে করেন ক্রন্দন ॥ না জানি কে কোনদি

গে পড়য়ে কান্দিয়া। সভেই বিহ্বল হৈলা কারুণ্য দেখিয়া॥ উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের ক্রন্দন। শিশু বৃদ্ধ আদিকরি কান্দে সর্ব্বজন॥ দন্তে তৃণ করে কেহ কেহ নমস্করে। কেহ বলে কৃষ্ণ কভো না ছাড়িবা মোরে॥ গড়াগড়ী যায়েন সুকৃতি শুক্লাম্বর। তণ্ডুল খায়েন সুখে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর॥ প্রভু বোলে শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী তোমার হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বিহরি॥ তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন তুমি ভিক্ষায় চলিলে আমার পর্য্যোটন॥ প্রেম ভক্তি বিলাইতে মোর অবতার জন্ম২ তুমি প্রেম সেবক আমার॥ তোমারে দিলাম আমি প্রেম ভক্তি দান। নিশ্চয় জানিহ প্রেম ভক্তি মোর প্রাণ॥ শুক্লাম্বরে বর শুনি বৈষ্ণব মণ্ডল। জয়২ হরি ধ্বনি করিলা সকল॥ কমলা নাথের ভক্ত ঘরে ঘরে মাগে। এরসের মর্ম্ম জানে কোন মহাভাগে॥ দশ ঘরে মাগিয়া তণ্ডুল বিপ্রপায়। লক্ষ্মীপতি গৌরচন্দ্র তাহা কাড়ি খায়॥ মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যেন বিধি। বেদরূপে আপনে বলেন গুণনিধি বিনি সেই বিধি কিছু স্বীকার না করে। সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে॥ শুক্লাম্বর তণ্ডুল তাহার পরমাণ। অতএব সকল বিধি ভক্তির প্রমাণ॥ যত বিধি নিষেধ সর্ব্ব ভক্তি দাস। ইহাতে যাহার দুঃখ সেই যায় নাশ॥ ভক্তি বিধি মুল কহিলেন বেদব্যাস। সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ॥ মুদ্রা নাহি করে বিপ্র না দিল আপনে। তথাপি তণ্ডুল প্রভু খাইল যতনে॥ বিষয় মদান্ধসব এমর্ম্ম না জানে। সুতধন কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে॥ দেখি মূর্খ দারিদ্রযে বৈষ্ণবেরে হাসে। তার পূজা বিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না বাসে॥ তথাহি॥ নভজতি কুমনীষীণাং সহজ্যাং হরির ধনাত্ম ধন প্রিয়োরসজ্ঞঃ। সুতধন কুল কর্ম্মাণাং মদৈর্য্যে বিদধতি পাপম কিঞ্চনেষু সৎসু॥॥ * ॥ অকিঞ্চন প্রাণ কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্র গায়। সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ প্রভু তাহাতে দেখায়॥ শুক্লাম্বর তণ্ডুল ভোজন যেই শুনে। সেই প্রেম ভক্তি পায় চৈতন্য চরণে॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥ ইতি মধ্য খণ্ডে শুক্লাম্বরানুগ্রহো ষোড়শোহধ্যায়॥ ১৬॥

সপ্তদশ অধ্যায়॥

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। গূঢ় রূপে সংকীর্ত্তন করে নিরন্তর॥ যখন করয়ে প্রভু নগর ভ্রমণ। সর্ব্ব লোক দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন॥ ব্যবহার দেখি প্রভু যেন দম্ভময়। বিদ্যাবল দেখি পাষণ্ডীও করে ভয়॥ ব্যাকরণ শাস্ত্র সব বিদ্যার আধান। ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণ জ্ঞান॥ নগর ভ্রমণ করে প্রভু নিজ রঙ্গে। গূঢ়রূপে থাকয়ে সেবক সব সঙ্গে॥ পাষণ্ডী সকল বোলে নিমাঞি পণ্ডিত

তোমারে রাজার আজ্ঞা আইসে ত্বরিত ॥ লুকাইয়া নিশাভাগে করহ কীর্ত্তন। দেখি
তে না পায় লোক শাঁপে অনুক্ষণ ॥ মিথ্যানহে লোক বাক্য সংপ্রতি ফলিল। সুহৃদ
জ্ঞানে সে কথা তোমারে কহিল ॥ প্রভু বোলে অস্তু অস্তু এসব বচন। মোর
ইচ্ছা আছে করো রাজ দরশন ॥ পড়িনু সকল শাস্ত্র অলপ বয়সে। শিশু জ্ঞান
করি মোরে কেহ না জিজ্ঞাসে ॥ মোরে খোজে হেন জন কোথাও না পাও। যে
রাজন মোরে খোজে মুঞি তাহা চাও ॥ পাষণ্ডী বোলয়ে রাজা চাহিব কীর্ত্তন
না করে পাষণ্ডীত্ব চর্চ্চা রাজা সে যবন ॥ তৃণজ্ঞান পাষণ্ডীরে ঠাকুর না করে
আইলেন মহাপ্রভু আপন মন্দিরে ॥ প্রভু বোলে আজি হৈল প্রাষণ্ডী সম্ভাষ। কীর্ত্ত
ন করহ সব দুঃখ যাউ নাশ ॥ নৃত্য করে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। চতুর্দ্দিগে বেড়ি
গায় সব অনুচর ॥ রহিয়া২ বোলে আরে ভাই সব। আজি মোর কেনে নহে
প্রেম অনুভব ॥ নগরে হইল কিবা পাষণ্ড সম্ভাষ। এইবা কারণে নহে প্রেম
পরকাশ ॥ তুমি সব স্থানে বা হইল অবজ্ঞান। অপরাধ ক্ষমিয়া রাখহ মোর প্রাণ
মহাপাত্র অদ্বৈত ভ্রুকুটি করি নাচে। কেমতে হইব প্রেম অদ্বৈত শুষিয়াছে। মুঞি
নাহি পাও প্রেম না পায় শ্রীবাস। তিলি মালি সনে কর প্রেমের বিলাস ॥ অবধূত
তোমার প্রেমের হৈল দাস। আমি সে বাহির আরপণ্ডিত শ্রীবাস ॥ আমি সব
নহিলাম প্রেম অধিকারী। অবধূত আজি আশি হইল ভাণ্ডারী ॥ যদি মোরে প্রেম
যোগ না দেহ গোসাঞি। শুষিমো সকল প্রেম মোর দোষ নাঞি ॥ চৈতন্যের প্রেমে
মত্ত আচার্য্য গোসাঞি। কি বোলয়ে কিকরয়ে কিছু স্মৃতি নাঞি ॥ সর্ব্বমতে
কৃষ্ণ ভক্ত মহিমা বাড়ায় ॥ ভক্তগণে যথা বেচে তথাই বিকায় ॥ যে ভক্তি প্রভাবে
কৃষ্ণ বেচিবারে পারে। যে সে বাক্য বলিবেক কি চিত্র তাহারে ॥ নানারূপে
ভক্ত বাড়ায়েন গৌরচন্দ্র। কে বুঝিতেপারে তান অনুগ্রহ দণ্ড ॥ ঠাকুর বিষাদে না
পাইয়া প্রেমসুখ। হাথে তালিদিয়া নাচে অদ্বৈত কৌতুক ॥ অদ্বৈতের বাক্যশুনি প্র
ভু বিশ্বম্ভর। প্রভু আরকিছু না করিলা প্রত্যুত্তর ॥ সেইমতে নড়দিয়া ঘুচাইলা দ্বার
পাছে ধায় নিত্যানন্দ হরি দাস তাঁর ॥ প্রেম শূন্য শরীর থুইয়া কিবা কাজ। চি
ন্তিয়া পড়িলা প্রভু জাহ্নবীর মাঝ ॥ ঝাপ দিয়া ঠাকুর পড়িলা গঙ্গামাঝে। নিত্যা
নন্দ হরি দাস ঝাপ দিল পাছে ॥ আথে ব্যথে নিত্যানন্দ ধরিলেন কেশে। চরণ
যুগল ধরে প্রভু হরিদাসে ॥ দুই জনে ধরিয়া তুলিলা লঞা তীরে। প্রভু বোলে
তোমরাহ ধরিলে কিসেরে ॥ কি কাজে রাখিব প্রেম রহিত জীবন। কিসের বা
তোমরা ধরিলে দুই জন ॥ দুইজনে মহাকম্প আজি কিবা ফলে। নিত্যানন্দ
দিগচাহি গৌরচন্দ্র বোলে ॥ তুমি কেনে আমার ধরিলা কেশ ভারে। নিত্যা
নন্দ কহে কেন যাহ মরিবারে ॥ প্রভু বোলে জানি তুমি পরম বিহ্বল। নিত্যা
নন্দ বোলে প্রভু ক্ষমহ সকল ॥ যার শাস্তি করিবারে পার সর্ব্বমতে। তার

লাগি চল নিজ শরীর এড়িতে ॥ অভিমানে সেবকেরা বলিল বচন। প্রভুতা লইলে কি ভৃত্যের জীবন ॥ প্রেমময় নিত্যানন্দ বহে প্রেমজল। যার প্রাণ ধন বন্ধু চৈতন্য সকল ॥ প্রভু বোলে শুন নিত্যানন্দ হরি দাস। কার স্থানে কর পাছে আমার প্রকাশ ॥ আমা না দেখিলা বলি বলিবা বচন। আমার যে আজ্ঞা এই করিবা পালন ॥ মুঞি আজি সঙ্গোপে থাকিব এই ঠাঞি। কারে পাছে কহ যদি মোহর দোহাই ॥ এবলিয়া তবে নন্দনের ঘর যায়। এদুই সঙ্গোপ কৈল প্রভুর আজ্ঞায় ॥ ভক্ত সব না পাইয়া প্রভুর উদ্দেশ। দুঃখ ময় হৈল সভে শ্রীকৃষ্ণ আবেশ ॥ পরম বিরহে সভে করেন ক্রন্দন। কেহো কিছু না বোলয়ে পোড়ে সর্ব্ব মন ॥ সভার উপর যেন হৈল বজ্রপাত। মহা অপরদ্ধ হৈলা শান্তিপুর নাথ ॥ অপরদ্ধ হৈয়া প্রভু প্রভুর বিরহে। উপবাস করিগিয়া থাকিলেন গৃহে ॥ সভেই চলিলা ঘর শোকাকুল হৈয়া। গৌরাঙ্গ চরণ ধন হৃদয়ে বান্ধিয়া ॥ ঠাকুর আইলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে। বসিলা আসিয়া বিষ্ণু খট্টার উপরে ॥ নন্দন দেখিয়া গৃহে পরম মঙ্গল। দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া ভুমিতল ॥ সত্বরে দিলেন আনি নূতন বসন। তিতাবস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ প্রসাদ চন্দন মালা দিব্য অর্ঘ্য গন্ধ। চন্দনে ভুষিত কৈল প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ॥ কর্পূর তাম্বুল আনি দিলেন শ্রীমুখে ভক্তের পদার্থ প্রভু খায় নিজ সুখে ॥ পাষরিলা দুঃখ প্রভু নন্দন সেবায়। সুকৃতি নন্দন বসি তাম্বুল যোগায় ॥ প্রভু বোলে মোর বাক্য শুনহ নন্দন। আজি তুমি আমারে করিবে সঙ্গোপন ॥ নন্দন বোলয়ে প্রভু এবড় দুস্কর। কোথা লুকাইবা প্রভু সংসার ভিতর ॥ হৃদয়ে থাকিয়া না পারিলা লুকাইতে ॥ বিদিত করিলা তোমা ভক্ত তথা হৈতে। যে নারিল লুকাইতে ক্ষীর সিন্ধুমাঝে। সে কেমনে লুকাইব বাহির সমাজে ॥ নন্দন আচার্য্য বাক্য শুনি প্রভু হাসে। বঞ্চিলেন নিশি প্রভু নন্দন সম্ভাষে ॥ ভাগ্যবন্ত নন্দন অশেষ কথা রঙ্গে। সর্ব্বরাত্রি গোঙাইল ঠাকুরের সঙ্গে ॥ ক্ষণ প্রায় গেল নিশা কৃষ্ণ কথা রসে। প্রভু দেখে দিবস হইল পরকাশে ॥ অদ্বৈতের প্রতি দণ্ড করিয়া ঠাকুর। শেষে অনুগ্রহ মনে বাড়িল প্রচুর ॥ আজ্ঞা কৈল প্রভু নন্দন আচার্য্য চাহিয়া। একেশ্বর শ্রীবাস পণ্ডিত আনগিয়া ॥ সত্বরে নন্দন গেলা শ্রীবাসের স্থানে। আইলা শ্রীবাস লঞা প্রভু যেইখানে ॥ প্রভু দেখি ঠাকুর পণ্ডিত কান্দে প্রেমে। প্রভু বোলে চিন্তা কিছু নাকরিহ মনে ॥ সদয় হইয়া প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে। আচার্য্যের বার্ত্তা কহ আছেন কেমনে ॥ আরো বার্ত্তা লও বোলে পণ্ডিত শ্রীবাস। আচার্য্যের কালি প্রভু হৈল উপহাস ॥ আছি বারে আছে প্রভু সবে দেহ মাত্র। দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ ॥ অন্যজন হইলে কি আমরাই সহি। তোমার সে সভেই জীবন প্রভু বহি ॥ তোমা বিনা কালি

প্রভু সভার জীবন। মহাসোচ্য বাসিলাম আছে কিকারণ॥ যেন দণ্ড করিলা বচন অনুরূপ। এখনে আসিয়া হও প্রসাদ সমুখ॥ শ্রীরাসের বচন শুনিয়া কৃপাময় চলিলা অচার্য্য প্রতি হইয়া সদয়॥ মূর্চ্ছাগত আসি প্রভু দেখে আচার্য্যেরে॥ মহা অপরাধি হেন মানে আপনারে॥ প্রসাদে হইয়া মত্ত বুলি অহঙ্কারে॥ পইয়া প্রভুর দণ্ড কম্পা দেহ ভারে॥ দেখিয়া সদয় প্রভু বোলয়ে উত্তর। উঠহ আচার্য্য ফের আমি বিশ্বম্ভর॥ লজ্জায়ে অদ্বৈতকিছু না বোলে বচন। প্রেম যোগে মনে চিন্তে প্রভুর চরণ॥ আরবার বোলে প্রভু উঠহ আচার্য্য। চিন্তা নাহি উঠিকর আপ নার কার্য্য॥ অদ্বৈত বোলয়ে প্রভু করাইলে কার্য্য। যত কিছু বল মোরে সব প্রভু বাহ্য॥ তোরে প্রভু নিরন্তর লওয়াও কুমতি। অহঙ্কার দিয়া মোরে করাহ দুর্গতি॥ সভাকারে উত্তম দিয়াছ দাস্য ভাব। আমারে দিয়াছ প্রভু যত কিছু রাগ লওয়াও আপনে দণ্ড করহ আপনে। মুখে এক বল তুমি কর আর মনে॥ প্রাণ দেহ ধন মন সব তুমি মোর। এবে মোরে দুঃখ দিস ঠাকুরালী তোর॥ হেন কর প্রভু মোরে দাস্য ভাব দিয়া। চরণে রাখহ দাসীনন্দন করিয়া॥ শুনিয়া অদ্বৈ ত বাক্য প্রভু বিশ্বম্ভর। অকৈতবে কহে সর্ব্ব বৈষ্ণব গোচর॥ শুন২ আচার্য্য তোমাতে তত্ব কহি। ব্যবহার দৃষ্টান্ত দেখহ তুমি এহি॥ রাজপাত্র রাজ স্থানে চলয়ে যখনে। দ্বারি প্রহরি সব করে নিবেদনে॥ মহাপাত্র যদি গোচরিয়া রাজ স্থানে। জীব্য লই দিলে রহে গোষ্ঠীর জীবনে॥ যে মহা পাত্র স্থানে করে নিবে দন। রাজ আজ্ঞা হৈলে কাটে সেই সব জন॥ সব রাজ্য ভার দেই যে মহা পাত্রেরে। অপরাধে শোচ্য হাতেতার শাস্তি করে॥ এইমত কৃষ্ণ মহারাজ রাজেশ্বর। কর্ত্তা হর্ত্তা ব্রহ্মা শিব যাহার কিঙ্কর॥ সৃষ্টি আদি করিতেও দিয়াছেন শক্তি। শাস্তি করিতেও কেহ নাকরে দ্বিরুক্তি॥ রমাদি ভবাদি সভে কৃষ্ণদণ্ড পায় দোষ প্রভু সেবকের ক্ষময়ে সদায়॥ অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে। জন্মে২ দাস সেই বলিল তোমারে॥ উঠিয়া করহ স্নান কর আরাধন। নাহিক তোমার চিন্তা করহ ভোজন॥ প্রভুর বচন শুনি অদ্বৈত উল্লাস। দাসের শুনিয়া দণ্ড হৈলা বড়হাস। এখনে সে বলি প্রভু তোর ঠাকুরালী। নাচেন অদ্বৈত রঙ্গে দিয়া কর তালী॥ প্রভুর আশ্বাস শুনি আনন্দে বিহ্বল। পাবরিল পূর্ব্ব যত বিরহ সকল সকল বৈষ্ণব হৈলা পরম আনন্দ। তখনে হাসেন হরিদাস নিত্যানন্দ॥ এসব পরমানন্দ লীলা কথা রসে। কেহো২ বঞ্চিত হইল দৈব দোষে॥ চৈতন্যের প্রেম পাত্র শ্রীঅদ্বৈত রায়। এসম্পত্তি অল্প হেন বুঝয়ে মায়ায়॥ অল্প করি না মানি হ দাস হেন নাম। অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান॥ অগ্রে হয় মুক্তি তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ। তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥ এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্য করের সমাজে। মুক্ত সব লীলা তত্ব করি কৃষ্ণ ভজে॥ তথাহি॥ মুক্তা অপিলী

লয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ইত্যাদি॥ কৃষ্ণের সেবক সব কৃষ্ণ শক্তি ধরে অপরাধি হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে॥ হেন কৃষ্ণ ভক্ত নামে কোন শিষ্যগণ। অল্প হেন জ্ঞানে দ্বন্দ্ব করে অনুক্ষণ॥ সেসব দুস্কৃতি অতি জানহ নিশ্চয়। যাতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের পক্ষ নাহি লয়॥ সর্ব্ব প্রভু গৌরচন্দ্র ইথে দ্বিধা যার। কভো সে সুকৃতি নহে সেই দুরাচার॥ গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লয়্যা। কেহ বলে আমি রঘুনাথ ভাব গিয়া॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে শক্তি যার। চৈতন্য দাসত্ব বহি বড় নাহি আর॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে প্রভু বলরাম। সেহ প্রভু দাস্য কহে কেবা হয়ে আন॥ জয় জয় হলধর নিত্যানন্দ রায়। চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফুরে যাহার কৃপায়॥ তাহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি। যত কিছু বলি সব তাহান শকতি॥ আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর। এবড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহুজান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি মধ্যম খণ্ডে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশ অধ্যায় আরম্ভ॥

জয়২ জগত মঙ্গল গৌরচন্দ্র। দানদেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥ জয়২ ভকত বৎসল গুণধাম। জয়২ নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ॥ ভক্ত গোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয়২। শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তিলভ্য হয়॥ হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়। সংকীর্ত্তন সুখ প্রভু করয়ে সদায়॥ মধ্যখণ্ড কথাভাই শুন এক মনে। লক্ষ্মীকাছে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে॥ একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থানে। আজি নৃত্যকরিবাঙ অঙ্গের বন্ধানে॥ সদাসিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া। বলিলেন প্রভুকাছে সজ্জকর গিয়া॥ শঙ্খ কাঁচুলী পাটসাড়ী অলঙ্কার। যোগ্য২ করি সজ্জ কর সভাকার॥ গদাধর কাছিবেন রুক্মিনীর কাছ। ব্রহ্মানন্দতাল বুড়ী সখী সুপ্রভাত নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার। কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার॥ শ্রীবাস নারদ কাছ স্নানক শ্রীরাম। দিউড়িয়া হাড়ি মুঞি বলয়ে শ্রীমান॥ অদ্বৈত বলয়ে কে করিব পাত্রকাছ। প্রভু বোলে পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ॥ সত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্ত খান তুমি। কাছ গিয়া সজ্জা কর নাচিবাঙ আমি॥ আজ্ঞাশিরে করি সদাশিব বুদ্ধি মন্ত। গৃহে চলিলেন আনন্দের নাহি অন্ত॥ সেইক্ষণে কতিবারো চান্দয়া কাটিয়া। কাছ সজ্জ করিলেন সুছন্দ করিয়া॥ লইয়া সকল কাছ বুদ্ধিমন্ত খান॥ থুইলেন লঞা ঠাকুরের বিদ্যমান॥ দেখিয়া হইলা প্রভু সন্তোষিত মন। সকল বৈষ্ণব প্রতি বলিলা বচন॥ প্রকৃতি স্বরূপা নৃত্য হইব

আমার। দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার॥ সেই সে যাইব আজি বাড়ির ভিতরে। যেযে জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥ লক্ষ্মীবেসে অঙ্ক নৃত্য করিব ঠাকুর। সকল বৈষ্ণবের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর॥ শেষে প্রভু কথা খানি করিলেন দঢ়। শুনিয়া হইল সভে বিষাদিত বড়॥ সর্ব্বাদ্য ভুমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য্য। আজি নৃত্য দরশনে মোর নাহি কার্য্য। আমি সে অজিতেন্দ্রিয় না যাইব তথা। শ্রীবাস পণ্ডিত কহে মোর ওই কথা॥ শুনিয়া ঠাকুর বোলে ঈষৎ হাসিয়া। তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া॥ সর্ব্ব রঙ্গ চূড়ামণি চৈতন্য গোসাঞি॥ পুন আজ্ঞা করিলেন কারো চিন্তা নাঞি॥ মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা। দেখিয়া আমারে কেহ মোহ না পাইবা॥ শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত শ্রীবাস। সভার সহিত মহা পাইল উল্লাস॥ সর্ব্বগণ সহিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর। চলিলা আচার্য্য চন্দ্রশেখরের ঘর॥ আই চলিলেন নিজ বধূর সহিতে। লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভূত দেখিতে॥ যত আপ্ত বৈষ্ণবগণের পরিবার। চলিলা আইর সঙ্গে নৃত্য দেখিবার॥ শ্রীচন্দ্রশেখর ভাগ্য তার এই সীমা। যার ঘরে প্রভু প্রকাশিল এ মহিমা॥ বসিলা ঠাকুর সব বৈষ্ণব সহিতে। সভায়ে হইল আজ্ঞা স্বকাছ কাছিতে॥ কর জোড়ে অদ্বৈত বোলয়ে বারে বার। মোরে আজ্ঞা প্রভু কোন কাছ কাছিবার॥ প্রভু বোলে যত কাছ সকলি তোমার॥ ইচ্ছা অনুরূপে কাছ কাছ আপনার॥ বাহ্য নাহি অদ্বৈতের কি করিব কাছ॥ ভ্রুকুটি করিয়া বুলে শান্তি পুরনাথ॥ সর্ব্ব ভাবে নাচে মহা বিদুষক প্রায়। আনন্দ সাগর মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥ মহা কৃষ্ণ কোলাহল উঠিল সকল। আনন্দে বৈষ্ণব সব হইলা বিহ্বল॥ কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ। রামকৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ॥ প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরি দাস। মহা দুই গোঁপ করি বদন বিলাস॥ মহাপাগশিরে শোভে ধটী পরিধান। দেখিয়া সভার হৈল বিস্ময় গেয়ান॥ আরে২ ভাই সব হও সাবধান। নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ॥ হাথে নড়ি চারিদিগে ধাইয়া বেড়ায়। সর্ব্বাঙ্গে পুলক কৃষ্ণ সভারে জাগায়॥ কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ সেব বল কৃষ্ণ নাম॥ দম্ভ করি হরি দাস করয়ে আহ্বান॥ হরিদাসে দেখিয়া সকল গণ হাসে। কেতুমি এথায় কেনে সভেই জিজ্ঞাসে॥ হরি দাস বোলে আমি বৈকুণ্ঠ কোটাল। কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্ব্বকাল॥ বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা। প্রেম ভক্তি লোটাইব ঠাকুর সর্ব্বথা॥ লক্ষ্মীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে। প্রেমভক্তি লুটি আজি হও সাবধানে। এবলিয়ে দুই গোঁপ মুচুড়িয়া হাথে। নড় দিয়া বুলে গুপ্ত মুরারির সাথে॥ দুই মহাবিহ্বল কৃষ্ণের হয় দাস। দুইর শরীরে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥ ক্ষণেকে নারদ-কাছ কাছিয়া শ্রীবাস। প্রবেশিলা সভামাঝে করিয়া উল্লাস॥ মহাদীর্ঘ পাকাদাড়ি কোট

সর্ব্ব গায়। বীণা কান্ধে কুশ হস্তে চারিদিগে চায়॥ রামাই পণ্ডিত কক্ষেকরিয়া আসন। হাথে কমণ্ডলু পাছে করিলা গমন॥ বসিতে দিলেন রাম পণ্ডিত আসন। সাক্ষাত নারদ যেন দিল দরশন॥ শ্রীবাসের বেশ দেখি সর্ব্বগণ হাসে। করিয়া গম্ভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে॥ কেতুমি আইলা এথা কোনবা কারণ। শ্রীবাস কহয়ে শুন কহিয়ে বচন॥ আমার নারদ নাম কৃষ্ণের গায়ন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমি করিয়ে ভ্রমণ॥ বৈকুণ্ঠ গেলাম কৃষ্ণ দেখিবার তরে। শুনিলাম কৃষ্ণ গেলা নদীয়া নগরে॥ শূন্য দেখিলাম বৈকুণ্ঠের ঘরদ্বার। গৃহিণী গৃহস্থ নাহি নাহি পরিবার॥ নাপারি রহিতে শূন্য বৈকুণ্ঠ দেখিয়া। আইলাম আপন ঠাকুর সঙরিয়া॥ প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মী বেশ। অতএব এসভায়ে আমার প্রবেশ॥ শ্রীবাস নারদ তাঁর নিষ্ঠাবাক্য শুনি। হাসিয়া বৈষ্ণব সব করে জয়ধ্বনি॥ অভিন্ন নারদ যেন শ্রীবাস পণ্ডিত। সেই রূপ সেই বাক্য সেইসে চরিত॥ যত পতিব্রতা গণ সকল লইয়া। আই দেখে কৃষ্ণ সুধা রসেমগ্ন হৈয়া॥ মালিনীরে বলে আই এইনি পণ্ডিত। মালিনী বোলয়ে শুনি ঐ সুনিশ্চিত॥ পরম বৈষ্ণবী আই সর্ব্বলোকের মাতা। শ্রীবাসের মূর্ত্তি দেখি হইলা বিস্মিতা॥ আনন্দে পড়িলা আই হইয়া মূর্চ্ছিত। কোথাও নাহিক ধাতু সবে চমকিত॥ সত্বরে সকল পতিব্রতা নারীগণ। কর্ণমূলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে সঙরণ॥ সম্বিত পাইয়া আই গোবিন্দ সঙরে। পতিব্রতাগণে ধরে ধরিতে নাপারে॥ এইমত কি ঘর বাহিরে সর্ব্বজন। বাহ্যনাহি স্ফুরে সভে করেন ক্রন্দন॥ গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর। রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর॥ আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী আবেশে। বিদর্ভের সুতাহেন আপনারে বাসে॥ নয়নের জলে পত্র লিখিলা আপনে। পৃথিবী হইল পত্র অঙ্গুলী কলমে॥ রুক্মিণীর পত্র সপ্তশ্লোক ভাগবতে। যে আছে পড়য়ে তাহি কান্দিতে কান্দিতে॥ গীত বন্ধে শুন সাত শ্লোকের ব্যাখ্যান। যে কথা শুনিলে স্বামি হয় ভগবান॥ তথাহি। শ্রুত্বা গুণান্ ভুবন সুন্দর শৃণ্বতাংতে নির্ব্বিশ্য কর্ণ বিবরৈর্হরতোহঙ্গ তাপং। রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থ লাভং ত্বয়ি চ্যুতা বিশতি চিত্রমপত্রপংমে॥ *॥ কারুণ্য শারদারাগেন গীয়তে॥*॥ শুনিয়া তোমার গুণ ভুবন সুন্দর। দূরভেল অঙ্গ তাপ ত্রিবিধ দুস্কর॥ সর্ব্ব নিধি লাভ তোর রূপ দরশন। সুখে দেখে বিধি যারে দিলেক লোচন॥ শুনি যদু সিংহ তোর যশের বাখান। নির্ল্লজ্জ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া স্থান॥ কোন কুলবতী ধীরা আছে জগমাঝে। কাল পাই তোমার চরণ নাহি ভজে॥ বিদ্যাকুল শীল ধন রূপ বেশ ধামে। সকল বিফল হয় তোমার বিহনে॥ মোর ধার্ষ্ঠ্য ক্ষমা কর ত্রিদশের রায়। না পারি রাখিতে চিত্ত তোমাতে মিশায়॥ এতেকে বলিল তোর চরণ যুগল। মন প্রাণ বুদ্ধি তোহে অর্পিল সকল॥ পত্নী পদ দিয়া মোরে কর নিজ

দাসী। তোর ভাগে শিশুপাল নহুক বিলাসী॥ কৃপাকর মোরে পরিগ্রহ কর নাথ। যেন সিংহ ভাগ নহে শৃগালের হাথ॥ ব্রত দান গুরু বিপ্র দেবের অর্চ্চন। সত্য যদি সেবিয়াছো অচ্যুত চরণ॥ তবে গদাগ্রজ মোর হউ প্রাণেশ্বর। দূর হউ শিশুপাল এই মোর বর॥ কলি মোর বিবাহ হইব হেন আছে। আজি ঝাট আইস বিলম্ব কর পাছে॥ ধ্রু॥ গুপ্ত আসি রহিবে বিদর্ভপুর কাছে। শেষে সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গে আসিবে সমাজে॥ চৈদ্যসাল্ব জরাসন্ধ মথিয়া সকল। হরি লও মোরে দেখাইয়া বাহুবল॥ দর্প প্রকাশের প্রভু এই সে সময়। তোমার বনিতা শিশুপালে যোগ্য নয়॥ বিনি বন্ধু বধি মোরে হরিবা যেমনে। তাহার উপায় বলোঁ তোমার চরণে॥ বিবাহের পূর্ব্বদিনে কুল ধর্ম্ম আছে। নব বধূ চলি যায় ভবানীর কাছে॥ সেই অবসরে প্রভু হরিবা আমারে। নামারিবা বন্ধু দোষ ক্ষমিবা সভারে॥ যাহার চরণ ধূলী সর্ব্ব অঙ্গে স্নান। উমাপতি চাহে চাহে যতেক প্রধান॥ হেন ধূলী প্রসাদ না কর যদি মোরে। মরিব করিয়া ব্রত বলিল তোমারে যত জন্মে পাঙ তোর অমূল্য চরণ। তাবত মরিব শুন কমল লোচন॥ চল২ ব্রাহ্মণ সত্বর কৃষ্ণ স্থানে। কহ গিয়া এসকল মোর নিবেদনে॥ এইমত বোলে প্রভু রুক্মিণী আবেশে। সকল বৈষ্ণবগণ প্রেমে কান্দে হাসে॥ হেন রঙ্গ হয় চন্দ্র শেখর মন্দিরে॥ চতুর্দ্দিগে হরিধ্বনি শুনি উচ্চস্বরে॥ জাগ২ জাগ ডাকে প্রভু হরি দাস। নারদের বেশে নাচে পণ্ডিত শ্রীবাস॥ প্রথম প্রহরে এই কৌতুক বিশেষ দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর পরবেশ॥ সুপ্রভা তাহার সখী করি নিজ সঙ্গে। ব্রহ্মানন্দ তাহান বড়াই বুলে রঙ্গে॥ হাথে নড়ি কাঁখে ডালী নেত পরিধান। ব্রহ্মানন্দ যে হেন বড়াই বিদ্যমান॥ ডাকি বোলে হরি দাস কে সব তোমরা। ব্রহ্মানন্দ বোলে যাই মথুরা আমরা॥ শ্রীবাস বোলয়ে দুই কাহার বনিতা। ব্রহ্মানন্দ বোলে কেন জিজ্ঞাস বারতা॥ শ্রীবাস বোলয়ে জানিবারেতে জুয়ায়। হয় বলি ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায়॥ গঙ্গাদাস বোলে আজি কোথায় রহিবা। ব্রহ্মানন্দ বলে তুমি স্থান খানি দিবা॥ গঙ্গা দাস বোলে তুমি জিজ্ঞাসিলা ধর। জিজ্ঞাসিয়া কার্য্য নাহি ঝাট তুমি নড়॥ অদ্বৈত বোলয়ে এত বিচারে কি কাজ। মাতৃসম পরনারী কেনে দেহ লাজ॥ নৃত্যগীত প্রিয় বড় আমার ঠাকুর। এথায়ে নাচহ ধন পাইবা প্রচুর॥ অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম সন্তোষে। নৃত্যকরে গদাধর প্রেম পরকাশে॥ রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর। সময় উচিত গীত গায় অনুচর॥ গদাধর নৃত্য দেখি আছে কোন জন। বিহ্বল হইয়া নাহি করয়ে ক্রন্দন॥ প্রেম নদী বহে গদাধরের নয়নে। পৃথিবী হইয়া ষিক্ত ধন্য হেন মানে॥ গদাধর হৈলা যেন গঙ্গা মূর্ত্তিমতী। সত্য২ গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি॥ আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারবার। গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার॥ যে গায় যে দেখে সব ভাষিলেন প্রেমে। চৈতন্য

প্রসাদে কেহো বাহ্য নাহি জানে॥ হরি২ বলি কান্দে বৈষ্ণব মণ্ডল। সর্ব্বগণে হইল আনন্দ কোলাহল॥ চৌদিগে শুনিয়ে কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দন। গোপিকার বেশে নাচে মাধমনন্দন॥ হেনই সময়ে সর্ব্বপ্রভু বিশ্বম্ভর। প্রবেশ করিলা আদ্যা শক্তি বেশধর॥ আগে নিত্যানন্দ প্রভু বড়াইর বেশে। বঙ্ক২ করি হাঁটে প্রেম রসে ভাসে॥ মণ্ডলী হইয়া সর্ব্ব বৈষ্ণব রহিলা। জয়২ মহাধ্বনি করিতে লাগিলা কেহ নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর। হেন অলক্ষিত বেশ অতি মনোহর॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু প্রভুর বড়াই। তার পাছে প্রভু আর কিছু চিহ্ন নাই॥ অতএব সভে চিনিলেন প্রভু এই। বেশে কেহো চিনিতে না পারে প্রভু সেই॥ সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা। রঘুসিংহ গৃহিণী কি জানকী আইলা॥ কিবা মহালক্ষ্মী কিবা আইলা পার্ব্বতী। কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্ত্তিমতী॥ কিবা ভাগীরথী কিবা রূপবতী দয়া। কিবা সেই মহেশ মোহিনী মহামায়া॥ এইমতে অন্যোন্যে সর্ব্ব জনে জনে। নাচিনিয়া প্রভুরে আপনে মোহ মানে॥ আজন্ম ভরিয়া প্রভু দেখয়ে যাহারা তথাপি লখিতে নারে তিলার্দ্ধেকো তারা॥ অন্যের কি দায় আই না পারে চিনিতে আই বোলে লক্ষ্মী কিনা আইলা নাচিতে॥ অচিন্ত্য অব্যক্ত কিবা মহাযোগেশ্বরী ভকতি স্বরূপা হৈলা আপনে শ্রীহরি॥ মহামহেশ্বর পূর্ব্ব যেরূপ দেখিয়া। মহামোহ পাইলেন পার্ব্বতী লইয়া॥ তবে যে নহিল মোহ বৈষ্ণব সভার। পূর্ব্ব অনুগ্রহ আছে এই হেতু তার॥ কৃপা জলনিধি প্রভু হইলা সভারে। সভার জননী ভাব হইল অন্তরে॥ পরলোক হৈতে যেন আইলা জননী॥ আনন্দে নন্দন সব অপনা না জানি॥ এইমত অদ্বৈতাদি প্রভুরে দেখিয়া। কৃষ্ণপ্রেম সিন্ধু মাঝে বুলেন ভাসিয়া॥ জগত জননী ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর। সময় উচিত গীত গায় অনুচর হেন দড়াইতে কেহো নারে কোন জন। কোন প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ কখনো বোলয়ে বিপ্র কৃষ্ণ কি আইলা। তখন বুঝয়ে যেন বিদর্ভের বালা॥ নয়নে আনন্দ ধারা দেখিয়ে যখন। মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন দেখিয়ে তখন॥ ভাবাবেশে যখন বা অট্ট২ হাসে। মহাচণ্ডী হেন সভে বুঝিয়ে প্রকাশে॥ ঢলিয়া২ প্রভু নাচয়ে যখনে। সাক্ষাত রেবতী যেন কাদম্বরী পানে॥ ক্ষণে বোলে চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে। গোকুল সুন্দরী ভাব বুঝিয়া তখনে॥ বিরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি। সভে দেখে যেন মহা কোটি যোগেশ্বরী॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে। সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিনীর কাছে॥ ব্যপদেশে মহা প্রভু শিখায় সভারে। পাছে মোর শক্তি কোন জন নিন্দা করে॥ লৌকিক বৈদিক যত কিছু কৃষ্ণ শক্তি। সভার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি॥ দেবদ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ। গণ সহ কৃষ্ণ পূজা করিলে সে সুখ॥ যে শিখায় কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়। অভাগ্য পাপীষ্ঠমতি তাহা নাহি লয়॥ সর্ব্ব শক্তি স্বরূপে নাচয়ে

বিশ্বম্ভর। কেহ নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর॥ যে দেখে যে শুনে যেবা গায় প্রভুর সঙ্গে। সভেই ভাসেন প্রেম সাগর তরঙ্গে॥ এক বৈষ্ণবের যত নয়নের জল। সেই যেন মহাবন্যা ব্যাপিল সকল॥ আদ্য শক্তি বেশে নাচে প্রভু গৌর সিংহ। সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ॥ কম্প স্বেদ পুলক অশ্রুর অন্তনাই মূর্ত্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥ নাচেন ঠাকুর ধরি নিত্যানন্দ হাথ সে কটাক্ষ স্বভাব বলিতে শক্তি কাত॥ সমুখে দিউড়ি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান। চতুর্দ্দিগে হরি দাস করে সাবধান॥ হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর। পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবী উপর॥ কোথায়ে বা গেল বুড়ি বড়াইর সাজ। কৃষ্ণাবেশে বিহ্বল হইলা নাগরাজ॥ যেই মাত্র নিত্যানন্দ পড়িলা ভূমিতে। সকল বৈষ্ণবগণ কান্দে চারিভীতে॥ কি অদ্ভুত হৈল কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দন। সকল করায় প্রভু শ্রীশচী নন্দন॥ কারো গলাধরি কেহো কান্দে উর্দ্ধরায়। কাহার চরণ ধরি কেহো গড়ি যায়॥ ক্ষণেকে ঠাকুর গোপীনাথ কোলে করি। মহালক্ষ্মী ভাবে উঠে খট্টার উপরি॥ সম্মুখে রহিলা সভে যোড় হস্তকরি। মোর স্তব পড়বোলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ জননী আবেশ বুঝিলেন সর্ব্ব জনে। সেই রূপ সবে স্তুতি করে প্রভু শুনে॥ কেহ পড়ে লক্ষ্মী স্তব কেহো চণ্ডী স্তুতি। সভে স্তুতি করেন যাহার যেন মতি॥ জয়২ জগতজননী মহামায়া। দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া॥ জয়২ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটীশ্বরী। তুমি যুগে২ ধর্ম্ম রাখ অবতরী॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে তোমার মহিমা। বলিতে না পারে অন্যে কি দিবেক সীমা॥ জগত স্বরূপা তুমি তুমি সর্ব্বশক্তি। তুমি শ্রদ্ধা দয়া লজ্জা তুমি বিষ্ণু ভক্তি॥ যত বিদ্যা সকল তোমার মূর্ত্তি ভেদ। সর্ব্ব প্রকৃতির শক্তিতুমি কহে বেদ॥ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড গণের তুমি সর্ব্ব মাতা। কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা॥ তুমি জগত্রয় হেতু গুণ ত্রয়ময়ী। ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে কহি কহি॥ সর্ব্বাশ্রয়া তুমি সর্ব্ব জীবের বসতি। তুমি আদ্যা অবিকারা পরম প্রকৃতি॥ জগত জননী তুমি দ্বিতীয় রহিতা। মহীরূপে তুমি সর্ব্ব জীব পাল মাতা॥ জলরূপে তুমি সর্ব্ব জীবের জীবন। তোমা সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন॥ সাধুজন গৃহে তুমি লক্ষ্মীমূর্ত্তিমতী। অসাধুর ঘরে তুমি কাল রূপাকৃতি॥ তুমি সে করাহ ত্রিজগতে সৃষ্টি স্থিতি। তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি॥ তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র উদয়া। রাখহ জননী চরণের দিয়া ছায়া॥ সংসার মায়ায় মগ্ন জগত তোমার তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর॥ সভার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ দুঃখিত জীবেরে মাতা কর নিজদাস॥ ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্বভূত বুদ্ধি। তোমা সঙরিলে সর্ব্ব মন্ত্রাদির শুদ্ধি॥ এইমত স্তুতি করে সকল মহান্ত। বর মুখ মহাপ্রভু শুনয়ে নিতান্ত॥ পুন পুনঃ সভে দণ্ড প্রণাম করিয়া। পুন স্তুতি করে শ্লোক

পড়িয়া পড়িয়া॥ সভে লইলাম মাতা তোমার শরণ। শুভ দৃষ্টি কর তোর পদে রহু মন॥ এইমত সভেই করেন নিবেদন। ঊর্দ্ধ বাহু করি সভে করেন ক্রন্দন॥ গৃহমাঝে কান্দে সব পতিব্রতা গণ। আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর ভবন॥ আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে। হেনই সময়ে নিশি হৈল অবসানে॥ আনন্দে না জানে সভে নিশি হৈল শেষ। দারুণ অরুণ আসি তেল পরবেশ॥ পোহাইল নিশি মাত্র হৈল অবশান। বাজিল সভার বুকে যেন মহাবাণ॥ চমকিত হই সভে চারিদিগে চাহে। পোহাইল নিশি করি কান্দে উভরায়ে। কোটি পুত্র শোকেও এতেক দুঃখ নহে। যে দুঃখ জন্মিল সব বৈষ্ণবহৃদয়ে॥ যে দুঃখে বৈষ্ণবসব অরুণেরে চাহে। প্রভু প্রেম কৃপালাগি ভস্ম নাহি হয়ে॥ এরঙ্গ হইব হেন বিষাদ ভাবিয়া। অতএব গৌরচন্দ্র করিলেন ইহা॥ কান্দে সব ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া। পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া॥ যত নারায়ণী শক্তি জগতজননী। সেইসব হইয়াছে বৈষ্ণব গৃহিণী॥ অন্যোন্যে কান্দে সব পতিব্রতাগণ। সভেই ধরেণ শচীদেবীর চরণ॥ চৌদিগে উঠিল বিষ্ণুভক্তির ক্রন্দন। প্রেমময় হৈল চন্দ্রশেখর ভবন সহজেই বৈষ্ণবের ক্রন্দন উচিত। জন্ম জন্ম জানে যারা কৃষ্ণের চরিত॥ কেহো বলে আরে রাত্রি কেনে পোহাইলে। হেন রসে কেনে কৃষ্ণ বঞ্চিত করিলে চৌদিগে দেখিয়ে সব বৈষ্ণব ক্রন্দন॥ অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচী নন্দন॥ মাতা পুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ। এইমত সভারে দিলেন পুত্রভাব॥ মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া॥ স্তনপান করায়ে পরম স্নিগ্ধ হৈয়া॥ কমলা পার্ব্বতী দয়া মহানারায়ণী। আপনে হইলা প্রভু জগতজননী॥ সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা। আমি পিতা পিতামহ আমি ধাতামাতা॥ তথাহি॥ পিতামহস্যজগতো ধাতা মাত পিতামহঃ ইত্যাদি। ॥ আনন্দে বৈষ্ণব সব করে স্তন পান। কোটিং জন্ম জারা মহাভাগ্যবান॥ স্তনপানে সভার বিরহ গেল দূর॥ প্রেমরসে সভে মত্ত হইলা প্রচুর॥ এসব লীলার কভো অবধি না হয়। আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র বেদে কয়॥ মহারাজ রাজেশ্বর গৌরাঙ্গ সুন্দর। এহো রঙ্গ করিলেন নদীয়া ভিতর॥ লিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থূল সূক্ষ্ম আছে। সব চৈতন্যের রূপ ভেদ করে পাছে॥ ইচ্ছায়ে করয়ে কাছ ইচ্ছায়ে মিলায়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করয়ে লীলায়॥ ইচ্ছা ময় মহেশ্বর ইচ্ছা কাছ কাছে। তান ইচ্ছা নাহি করে হেন কোন আছে॥ তথাপি তাহান কাছ সকলি সুসত্য॥ জীব তারিবার লাগি এসব মহত্ব॥ ইহানা বুঝিয়া কোন পাপী জনা জনা। প্রভুরে বলে গোপী খাইয়া আপনা॥ অদ্ভুত গোপিকা নৃত্য চারি বেদ ধন॥ কৃষ্ণ ভক্তি হয় ইহা করিলে শ্রবণ॥ হইলা বড়াই বুড়ী প্রভু নিত্যানন্দ। সে লীলায়ে হেন লক্ষ্ম কাছে

গৌরচন্দ্র ॥ যখনে যেৰূপে গৌর সুন্দর বিহরে। সেই অনুৰূপ ৰূপ নিত্যানন্দ ধরে প্রভু হইলেন গোপী নিতাই বড়াই। কি বুঝিব ইহা যার অনুভব নাই ॥ কৃষ্ণ অনুগ্রহে সে এসব কর্ম্ম জানি। অল্পভাগ্যে নিত্যানন্দ স্বৰূপ নাচিনি ॥ কিবা যোগী নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী। যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি ॥ যে সে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে ॥ তথাপি সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে ॥ এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে নাথি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥ মধ্য খণ্ড কথা যেন অমৃত শ্রবণ। যহি লক্ষ্মী বেশে নৃত্য কৈল নারায়ণ ॥ নাচিল জননী ভাবে ভক্তি শিক্ষাইয়া। সভার পূরিল আশ স্তন পিয়াইয়া ॥ সপ্তদিন শ্রীআ চার্য্য রত্নের মন্দিরে। পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে ॥ চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুত একত্র যেন জ্বলে। দেখয়ে সুকৃতি সব মহাকুতুহলে ॥ যতেক আইসে লোক আচার্য্য মন্দিরে। চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহো নাহি ধরে ॥ লোকে বলে কিকার ণে আচার্য্যের ঘরে। দুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে ॥ শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মনে২ হাসে। কেহো আর কিছু নাহি করয়ে প্রকাশে ॥ হেন সে চৈতন্য মায়া পরম গহন ॥ তথাপিহ কেহো কিছু না বুঝে কারণ ॥ এমত অচিন্ত্য লীলা গৌরচন্দ্র করে। নবদ্বীপে সব ভক্ত সহিতে বিহরে ॥ শুন২ আরে ভাই চৈতন্যের কথা মধ্যখণ্ডে যেযে কর্ম্ম কৈল যথা যথা ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহুজান। বৃন্দা বন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ইতি মধ্যখণ্ডে রুক্মিন্যাবেশে সংকীর্ত্তন অষ্টাদশো ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশত্যধ্যায় আরম্ভ ॥

জয়২ বিশ্বম্ভর বৈষ্ণবের নাথ। ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাত ॥ হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রীড়া করে নহে সর্ব্ব নয়ন গোচর ॥ আপনে ভক্তের সব মন্দিরে মন্দিরে। নিত্যানন্দ গদাধর সংহতি বিহরে ॥ প্রভুর আন ন্দে পূর্ণ ভাগবত গণ। কৃষ্ণ পরিপূর্ণ দেখে সকল ভুবন ॥ নিরবধি সভার আন ন্দে নাহি বাহ্য। সংকীর্ত্তন বিনা আর নাহি কোন কার্য্য ॥ সভাহৈতে মত্ত বড় আচার্য্য গোসাঞি। অগাধ চরিত্র বুঝে হেন কেহ নাই ॥ জানে জনকথোক শ্রীচৈ তন্য কৃপায়। চৈতন্যের মহাভক্ত শান্তিপুর রায় ॥ বাহ্য হৈলে বিশ্বম্ভর সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে। মহাভক্তি করেন বিশেষ অদ্বৈতেরে ॥ ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুর নাথ। মনে২ গর্জ্জে চিত্তে না পায় সোয়াথ ॥ নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে। প্রভুত্ব ছাড়িয়া মোর চরণে সে ধরে ॥ বলে নাহি পারোঁ মুঞি প্রভু মহা

বলী। ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলী॥ ভক্তিবল সবে মোর আছয়ে উপায় ভক্তি বিনু বিশ্বম্ভর জিনন না যায়॥ তবে সে অদ্বৈত সিংহ নাম লোকে ঘোষে চূর্ণ করোঁ মায়াতার অশেষ বিশেষে॥ ভৃগুরে জিনিয়া আশ পাইয়াছে চোরা। ভৃগু হেন শত শত শিষ্য আছি মোরা॥ হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে। স্বহস্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে॥ ভক্তি বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার। হেন ভক্তি নামা নিমো এই মন্ত্র সার॥ ভক্তি না মানিলে ক্রোধে আপনা পাসরি। প্রভু মোর শাস্তি করিবেক চুলে ধরি॥ এই মন্ত্র চিন্তিয়া অদ্বৈত মহারঙ্গে। বিদায় হইল প্রভু হরি দাস সঙ্গে॥ কোন কোন কার্য্য করি গৃহেতে আইলা। আসিয়া মানস মন্ত্র করিতে লাগিলা॥ নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া। বাখানে বাশিষ্ট শাস্ত্র জ্ঞান প্রকাশিয়া॥ জ্ঞান বিনু কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণু ভক্তি। স্বতন্ত্র সভার প্রাণ জ্ঞান সর্ব্ব শক্তি॥ হেন জ্ঞান নাবুঝিয়া কোন কোনজন। ঘরে ধন হারাইয়া চাহে গিয়া বন॥ বিষ্ণুভক্তি দর্পণ লোচন হয় জ্ঞান। চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন কাম॥ আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্ব্বশাস্ত্র। বুঝিলাম সর্ব্ব অভিপ্রায় জ্ঞানমাত্র॥ অদ্বৈতচরিত্র ভাল বুঝে হরিদাস। ব্যাখ্যান শুনিয়া মহা অট্ট২ হাস॥ এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ। সুকৃতির ভাল দুষ্কৃতির কার্য্য বাধ॥ পর্ব্ব বাঞ্ছা কল্পতরু প্রভু বিশ্বম্ভর। অদ্বৈত সংকল্প চিত্তে হইল গোচর॥ এক দিন নগর ভ্রময়ে প্রভু রঙ্গে। দেখয়ে আপন সৃষ্টি নিত্যানন্দ সঙ্গে॥ আপনারে স্তুতি করিয়া বিধিমানে। মোর শিল্প চাহে প্রভু সদয় নয়নে॥ দুই চন্দ্র যেন দুই চলিয়াত যায়। মতি অনুরূপ ভেদ দরশন পায়॥ অন্তরীক্ষে থাকি সব দেখে দেবগণ। দুই চন্দ্র দেখি সব গুণে মনে মন॥ আপন লোকের হৈল বসুমতি জ্ঞান। চান্দ দেখি পৃথিবীরে হৈল স্বর্গভান॥ নরজ্ঞান আপনারে সভার জন্মিল। চন্দ্রের প্রভাবে নরে দেব বুদ্ধি হৈল॥ দুই চন্দ্র দেখি সভে করেন বিচার। কভোস্বর্গে নাহি দুই চন্দ্র অধিকার॥ কোন দেব বলে শুন বিচার আমার। মুলচন্দ্র এক এক প্রতিবিম্ব তার॥ কোন দেব বোলে হেন বুঝিয়া কারণ। ভাগচন্দ্র বিধি কিবা করিল যোজন॥ কেহো বোলে পিতা পুত্র একরূপ হয়। হেন বুঝি এক বুধ চন্দ্রের তনয়॥ বেদে নারে নিশ্চইতে যে প্রভুর রূপ। তাহাতে যে দেবমোহে এনহে কৌতুক॥ হেনমতে নগর ভ্রময়ে দুইজন। নিত্যানন্দ জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন॥ নিত্যানন্দ সম্বোধিয়া বোলে বিশ্বম্ভর। চল যাই শান্তিপুর আচার্য্যের ঘর॥ মহারঙ্গী দুই প্রভু পরম চঞ্চল সেই পথে চলিলেন আচার্য্যের ঘর॥ মধ্য পথে গঙ্গার সমীপে একগ্রাম। মল্লকর কাছে সে ললিত পুর নাম॥ সেই গ্রামে গৃহস্থ সন্ন্যাসী এক আছে। পথের সমীপে ঘর জাহ্নবীর কাছে॥ নিত্যানন্দ স্থানে প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা। কাহার

মণ্ডপ এ জানহ কার বাসা ॥ নিত্যানন্দ বোলে প্রভু সন্ন্যাসী আলয়। প্রভু বোলে তবে দেখি যদি ভাগ্য হয় ॥ হাসি গেলা দুই প্রভু সন্ন্যাসীর স্থানে। বিশ্বম্ভর করিলেন ন্যাসীরে প্রণামে ॥ দেখিয়া মোহন মূর্ত্তি দ্বিজের নন্দনে। সর্ব্বাঙ্গে সুন্দররূপ প্রফুল্ল বদনে ॥ সন্তোষে সন্ন্যাসী করে বহু আশীর্ব্বাদ। ধন বংশ সুবিবাহ হউ বিদ্যালাভ ॥ প্রভু বলে গোসাঞি এনহে আশীর্ব্বাদ। হেনবল তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ ॥ বিষ্ণুভক্তি আশীর্ব্বাদ অক্ষয় অব্যয়। যে বলিলা গোসাঞি তোমার যোগ্য নয় ॥ হাসিয়া গোসাঞি বলে পূর্ব্বে যে শুনিল। সাক্ষাতে তাহার আজি নিদান পাইল ॥ ভাল বলিতেই লোক ঠেঙ্গালএগ ধায়। এবিপ্র পুত্রের সেই মত ব্যবসায় ॥ ধন বর দিল আমি পরম সন্তোষে। কোথা গেল উপকার আরো আমা দোষে ॥ সন্ন্যাসী বোলয়ে শুন ব্রাহ্মণ কুমার। কেন তুমি আশীর্ব্বাদ নিন্দিলে আমার ॥ পৃথিবীতে জন্মিয়া যে না কৈল বিলাস। উত্তম কামিনী যার না হইল পাশ। যার ধন নাহি তার জীবনে কি কাজ। হেন ধন বর দিতে পাও তুমি লাজ ॥ হইলে বা বিষ্ণু ভক্তি তোমার শরীরে। ধন বিনা কি পাইবা তাহা কহ মোরে ॥ হাসে প্রভু সন্ন্যাসীর বচন শুনিয়া। শ্রীহস্ত দিলেন নিজ কপালে তুলিয়া ॥ ব্যপদেশে মহাপ্রভু সভারে শিখায়। ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছুই নাচায় ॥ শুন শুন গোসাঞি সন্ন্যাসী যে খাইব। নিজ কর্ম্মে যে আছে সে আপনে মিলব ॥ ধনবংশ নিমিত্ত সংসার কাম্য করে। বলতার ধন বংশ তবে কেন মরে ॥ জ্বরের নিমিত্ত কেহো কামনা না করে। তবে কেন জ্বর আসি পীড়য়ে শরীরে ॥ শুন২ গোসাঞি ইহার হেতু কর্ম্ম। কোনো মহা পুরুষে সে জানে এই মর্ম্ম ॥ বেদেও বুঝায় স্বর্গ বোলে জনা জনা। মূর্খ প্রতি হয় সেহো বেদের করুণা ॥ বিষয় সুখেতে বড লোকের সন্তোষ। চিত্ত বুঝি কহে বেদ বেদের কি দোষ ॥ ধন পুত্র পাই গঙ্গা স্নানে হরি নামে। শুনিয়া চলয়ে সব বেদের কারণে ॥ যে যে মতে গঙ্গাস্নান হরি নাম নৈলে। দ্রব্যের প্রভাবে ভক্তি হই বেক হেলে ॥ এই বেদ প্রভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে। কৃষ্ণ ভক্তি ছাড়িয়া বিষয় সুখে মজে ॥ ভাল মন্দ বিচারিয়া বুঝহ গোসাঞি। কৃষ্ণভক্তি ব্যতিরিক্ত আর বর নাঞি ॥ সন্ন্যাসীর পক্ষে শিক্ষা গুরু ভগবান। ভক্তিযোগ কহে বেদ করিয়া প্রমাণ ॥ যে কহে চৈতন্য চন্দ্র সেই সত্য হয়। পরনিন্দে পাপে জীব তাহা নাহি লয় ॥ হাসয়ে সন্ন্যাসী শুনি প্রভুর বচন। এবুঝি পাগল বিপ্র মন্ত্রের কারণ ॥ হেন বুঝি এইবা সন্ন্যাসী বুদ্ধি দিয়া। লইযায় ব্রাহ্মণ কুমার ভুলাইয়া ॥ সন্ন্যাসী বলয়ে হেনকাল সে হইল। শিশুর অগ্রেতে আমি কিছু না জানিল ॥ আমি করিলাম পৃথিবীর পর্য্যোটন। অযোধ্যা মথুরা মায়া বদরিকাশ্রম। গুজ্জরাট কাশী গয়া বিজয়া নগরী। সিংহল গেলাম আমি যত আছে পুরী ॥

আমিনা জনিল ভাল মন্দ হয় কায়। দুন্ধের ছাওয়াল আজি আমারে শিখায়॥ হাসি বোলে নিত্যানন্দ শুনহ গোসাঞিঃ। শিশুসঙ্গে তোমার বিচারে কার্য্য নাঞিঃ আমি সে জানিল সব তোমার মহিমা। আমারে দেখিয়া তুমি চিত্তে করক্ষমা॥ আপনার শ্লাঘা শুনি সন্ন্যাসী সন্তোষে। ভিক্ষা করিবার লাগি বলয়ে হরিষে॥ নিত্যানন্দ বোলে কার্য্য গৌরবে চলিব। কিছু দেহ স্নান করি পথেতে খাইব॥ সন্ন্যাসী বলয়ে স্নান কর এই খানে। কিছু খাই স্নিগ্ধ হই করহ গমনে॥ পাতকী তারিতে দুই প্রভু অবতার। রহিলেন দুই প্রভু সন্ন্যাসীর ঘর॥ জাহ্নবীর মজ্জনে ঘুচিল দুঃখ শ্রম। ফলাহার করিতে বসিলা দুইজন॥ দুগ্ধ আম্র পনষাদি করি কৃষ্ণসাথ। সেসব খায় দুই প্রভু সন্ন্যাসী শাক্ষাৎ॥ বামাপথি সন্ন্যাসী মদিরা পান করে। নিত্যানন্দ প্রতি তাহা কহে ঠারে ঠোরে॥ শুনহ শ্রীপাদ কিছু আনন্দ আনিব। তোমা হেন অতিথী বা কোথায়ে পাইব॥ দেশান্তরী ফিরি নিত্যানন্দ সবজানে। মদ্যপ সন্ন্যাসী হেন জানিলেন মনে॥ আনন্দ আনিব সন্ন্যাসী বোলে বারবার। নিত্যানন্দ বোলে তবে নড় সে আমার॥ দেখিয়া দোঁহার রূপ মদন সমান। সন্ন্যাসীর পত্নীচাহে জুড়িয়া ধেয়ান॥ সন্ন্যাসীরে নিরোধ করয়ে তার নারী। ভোজনেতে কেনে তুমি বিরোধ আচারী। প্রভু বোলে কি আনন্দ বোলয়ে সন্ন্যাসী। নিত্যানন্দ বোলয়ে মদিরা হেন বাসী॥ বিষ্ণু২ স্মরণ করয়ে বিশ্বম্ভর। আচমন করি প্রভু চলিলা সত্বর॥ দুইপ্রভু চঞ্চল গঙ্গায় ঝাপদিয়া। চলিলা আচার্য্য গৃহে গঙ্গায়ে ভাসিয়া॥ স্ত্রৈণ মদ্যপে প্রভু অনুগ্রহ করে। নিন্দুক বেদান্তি যদি তথাপি সংহরে॥ ন্যাসীহঞা মদ্যপীয়ে স্ত্রীসঙ্গ আচরে। তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥ বাকোবাক্য কৈল প্রভু শিখাইল ধর্ম্ম। বিশ্রাম করিয়া কৈল ভোজনের কর্ম্ম॥ না হয় এজন্মে ভাল হৈব আর জন্মে। সবে নিন্দুকেরে নাহি বাসে ভাল মর্ম্মে॥ দেখানাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী। তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসি॥ শেষ খণ্ডে যখন চলিলা প্রভু কাশী। শুনিলেক যত কাশী নিবাসি সন্ন্যাসী॥ শুনিয়া আনন্দ বড় হৈলা ন্যাসীগণ। দেখিব চৈতন্য বড় শুনি মহাজন সভেই বেদান্তি জ্ঞানী সভেই তপস্বী॥ আজন্ম কাশীতে বাস সভেই যশস্বী॥ একদোষে সকল গুণের গেল শক্তি। পড়ায়ে বেদান্ত না বাখানে বিষ্ণু ভক্তি॥ অন্তর্যামী গৌরসিংহ সব ইহা জানে। গিয়াও কাশীতে নাহি দিল দরশনে॥ রামচন্দ্র পুরীর মঠেতে লুকাইয়া। রহিলেন দুইমাস বারাণসী গিয়া॥ বিশ্বরূপ ক্ষৌরের দিবস দুই আছে। লুকাইয়া চলিলা দেখয়ে কেহো পাছে॥ পাছে শুনিলেন সব সন্ন্যাসীর গণ। চলিলেন চৈতন্য নহিল দরশন॥ সর্ব্ব বুদ্ধি হরিলেক এক নিন্দা পাপ॥ পাছেহ কাহার চিত্তে না জন্মিল তাপ॥ আরো বোলে আমরা সকল পূর্ব্বাশ্রমী। আমা সভা সম্ভাষিয়া বিনাগেল কেনী॥ দুই দিনলাগি কেনে স্বধর্ম্ম

ছাড়িয়া। কেনে গেলা বিশ্বরূপ ক্ষৌর লজ্ঞিয়া॥ ভক্তি হীন হইলে এমত বুদ্ধি হয়। নিন্দকের পূজা শিব কভো নাহি লয়॥ কাশীতে যে শিব নিন্দে সে শিবের দণ্ড্য। শিব অপরাধে বিষ্ণু নহে তার বন্দ্য॥ সভার করিব গৌর সুন্দর উদ্ধার। ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার॥ মদ্যপের ঘরে কৈল স্নান ভোজন। নিন্দক বেদান্তি না পাইল দরশন॥ চৈতন্যের দণ্ডে যার না জন্মিল ভয়। জন্মে২ সেই জীব যমদণ্ড্য হয়॥ অজভব অনন্ত কমলা সর্ব্ব মাতা। সভার শ্রীমুখে নিরন্তর যার কথা॥ হেন গৌরচন্দ্র যশে যার নহে মতি। ব্যর্থ তার সন্ন্যাস বেদান্ত পাঠে রতি॥ হেন মতে দুই প্রভু আপন আনন্দে। সুখে ভাসি চলিলেন জাহ্নবী তরঙ্গে॥ মহাপ্রভু নিরবধি করয়ে হুঙ্কার। মুঞি সেই মুঞি সেই বোলে বার বার॥ মোহরে আনিল নাড়া শয়ন ভাঙ্গিয়া। এখনে বাখানে জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া॥ তার শাস্তি করো আজ দেখ পরতেকে। কেমতে দেখুক আজি জ্ঞান যোগ রাখে॥ তর্জ্জে গর্জ্জে মহাপ্রভু গঙ্গা শ্রোতে ভাসে। মৌন হই নিত্যানন্দ মনে২ হাসে॥ দুই প্রভু ভাসি যায় গঙ্গার উপরে। অনন্ত মুকুন্দ যেন ক্ষীরোদ সাগরে॥ ভক্তি যোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল। বুঝিলেন চিত্তে মোর হইবেক ফল॥ আইসে ঠাকুর ক্রোধে অদ্বৈত জানিয়া। জ্ঞান যোগ বাখানে অধিক মত্ত হইয়া॥ চৈতন্য ভক্তের কে বুঝিতে পারে লীলা। গঙ্গা পথে দুই প্রভু আসিয়া মিলিলা॥ ক্রোধ মুখ বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ সঙ্গে। দেখয়ে অদ্বৈত দোলে জ্ঞানানন্দ রঙ্গে॥ প্রভু দেখি হরিদাস দণ্ডবৎ হয়। অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈত তনয়॥ অদ্বৈত গৃহিণী মনে মনে নমস্করে দেখিয়া প্রভুর মূর্ত্তি চিন্তিত অন্তরে॥ বিশ্বম্ভর তেজ যেন কোটি সূর্য্যময়। দেখিয়া সভার চিত্তে উপজিল ভয়॥ ক্রোধ মুখে বোলে প্রভু আরে২ নাড়া। বল দেখি জ্ঞান ভক্তি দুইতে কে বাড়া॥ অদ্বৈত বোলয়ে সর্ব্ব কাল বড় জ্ঞান। জ্ঞান যার নাহি তার ভক্তিতে কি কাম॥ জ্ঞান বড় অদ্বৈতের শুনিয়া বচন। ক্রোধে বাহ্য পাসরিল শচীর নন্দন॥ পিঁড়াইহতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া। স্বহস্তে কীলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥ অদ্বৈত গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা। সর্ব্বতত্ত্ব জানিয়াও করয়ে ব্যগ্রতা॥ বুঢ়াবিপ্র বুড়াবিপ্র রাখ২ প্রাণ। কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান এড়বুড়া বামনেরে আর কি করিবা। কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা পতিব্রতা বাক্য শুনি নিত্যানন্দ হাসে। ভয়ে কৃষ্ণ সঙরয়ে প্রভু হরিদাসে॥ ক্রোধে প্রভু পতিব্রতা বাক্য নাহি শুনে। তর্জ্জে গর্জ্জে অদ্বৈতেরে সদম্ভ বচনে শুইয়া আছিনু ক্ষীর সাগরের মাঝে। আরে নাড়া নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর কাজে ভক্তি প্রকাশিলি তুঞি আমারে আনিয়া। এবে বাখানিস জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া যদি লুকাইবি ভক্তি তোর চিত্তে আছে। তবে মোরে প্রকাশ করিলি কোন কাজে তোমার সঙ্কল্প মুঞি না করো অন্যথা। তুমি মোরে বিডম্বনা করহ সর্ব্বথা॥ অদ্বৈত

এডিয়া প্রভু বসিলা দুয়ারে। প্রকাশে আপন তত্ত্ব করিয়া হুঙ্কারে ॥ আরে২ কংস যে মারিল সেই মুঞি। আরে নাড়া সকল জানিস দেখ তুঞি ॥ অজভব শেষ রমা করে মোর সেবা। মোর চক্রে মরিল শৃগাল বাসুদেবা ॥ মোর চক্রে বারাণসী দহিল সকল। মোর বাণে মরিল রাবণ মহাবল ॥ মোর চক্রে কাটিল বাণের বাহুগণ। মোর চক্রে নরকের হইল মরণ ॥ মুঞি সে ধরিনু গিরিদিয়া বাম হাত। মুঞি সে আনিনু স্বর্গ হৈতে পারিজাত ॥ মুঞি সে ছলিনু বলি করিনু প্রসাদ। মুঞি সে হিরণ্য মারি করিনু প্রহ্লাদ ॥ এইমত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে। শুনিয়া অদ্বৈত প্রেম সিন্ধু মাঝে ভাসে ॥ শাস্তি পাই অদ্বৈত পরমানন্দ ময়। হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয় ॥ যেন অপরাধ কৈনু তেন শাস্তি পাইনু। ভালই করিলা প্রভু অল্পে এড়াইনু ॥ এখন সে ঠাকুরাল বুঝিয়া তোমার দোষ অনুরূপ শস্তি করিলে আমার ॥ ইহাতে সে প্রভুভৃত্যে চিত্তে বল পায়। বলিয়া আনন্দে নাচে শান্তিপুররায় ॥ আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল অঙ্গনে। ভ্রকুটি করিয়া বোলে প্রভুর চরণে ॥ কোথাগেল এবেমোর তোমার সে স্তুতি। কোথাগেল এবে সে তোমার ঢাঙ্গাইতি ॥ দুর্ব্বাসা না হও মুঞি যারে কদর্থিবে যার অবশেষ অন্ন সর্ব্বাঙ্গে লেপিবে ॥ ভৃগু মুনি না হও মুঞি যার পদধূলী। বক্ষে দিয়া হইবা শ্রীবৎস কুতুহলী ॥ মোর নাম অদ্বৈত তোমার শুদ্ধ দাস। জন্মে২ তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ ॥ উচ্ছিষ্ট প্রভাবে নাহি গণো তোর মায়া। করিলাত শাস্তি এবে দেহ পদছায়া ॥ এতবলি ভক্তি করে শান্তিপুরনাথ। পড়িলা প্রভুর পদ লইয়া মাথাত ॥ সংভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈল বিশ্বম্ভর। অদ্বৈতেরে কোলে করি কান্দয়ে নির্ভর ॥ অদ্বৈতের ভক্তি দেখি নিত্যানন্দ রায়। ক্রন্দন করয়ে যেন নদী বহি যায় ॥ ভুমিতে পড়িয়া কান্দে প্রভু হরি দাস। অদ্বৈত গৃহিণী কান্দে কান্দে যত দাস ॥ কান্দয়ে অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত তনয়। অদ্বৈত ভবন হৈল কৃষ্ণপ্রেম ময় ॥ অদ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বম্ভর। সন্তোষে আপনে দেন অদ্বৈতেরে বর ॥ তিলার্দ্ধেকো যে তোমার করয়ে আশ্রয়। সে কেনে পতঙ্গ কীট পশু পক্ষ নয় যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ। তথাপি তাহারে মুঞি করিব প্রসাদ ॥ বর শুনি কান্দয়ে অদ্বৈত মহাশয়। চরণে ধরিয়া কহে করিয়া বিনয় ॥ যে তুমি বলিলা প্রভু কভু মিথ্যানয়। মোর এক প্রতিজ্ঞা শুনহ মহাশয় ॥ যদি তোরে না মানিয়া মোরে ভক্তি করে। সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহারে ॥ যে তোমার পাদপদ্ম না করে ভজন। তোরে না মানিলে কভো নহে মোর জন ॥ যে তো মারে ভজে প্রভু সে মোর জীবন। না পারো সহিতে মুঞি তোমার লংঘন ॥ যদি মোর পুত্র হয় হয় বা কিঙ্কর। বৈষ্ণবাপরাধি মুঞি না দেখো গোচর ॥ তো মারে লংঘিয়া যদি কোটি দেব ভজে। সেই দেব তাহারে সংহারে কোনো

ব্যাজে ॥ মুঞি নাহি বলো এই বেদের বাখান। সুদক্ষিণ মরণ তাহার পরমাণ ॥ সুদক্ষিণ নামে কাশীরাজের নন্দন। মহা সমাধিয়ে শিব কৈল আরাধন ॥ পরম সন্তোষে শিবে বোলে মাগ বর। পাইবে অভীষ্ট অভিচারু যজ্ঞ কর ॥ বিষ্ণু ভক্তস্থানে যদি কর অপমান। তবে তোর যজ্ঞে সেই লইব পারণ ॥ শিব কহিলেক ব্যাজে সে ইহা না বুঝে। শিবাজ্ঞায়ে অবিলম্বে যজ্ঞগিয়া ভজে ॥ যজ্ঞহৈতে উঠে এক মহাভয়ঙ্কর। তিন কর চরণ ত্রিশির রূপধর ॥ তাল জংঘ পরমাণ বোলে বর মাগ। রাজা বোলে দ্বারকা পোড়াও মহাভাগ ॥ শুনিয়া দুঃখিত হৈল মহা শৈবমূর্ত্তি। বুঝিলেন ইহার ইচ্ছার নাহি পূর্ত্তি ॥ অনুরোধে গেলামাত্র দ্বরকার পাশে। দ্বারকা রক্ষক চক্র খেদাড়িয়া আইসে ॥ পালাইলে না এড়াই সুদর্শন স্থানে। মহাশৈব পড়ি বোলে চক্রের চরণে ॥ যারে পালাইতে নাহি পারিল দুর্ব্বাসা। নারিল রাখিতে অজ বিষ্ণু দিগবাসা ॥ হেন মহা বৈষ্ণব তেজের স্থানে মুঞি। কোথা পলাইব প্রভু যে করিস তুঞি ॥ জয়২ প্রভু মোর সুদর্শন নাম। দ্বিতীয় শঙ্করতেজ জয় কৃষ্ণ ধাম ॥ জয় মহাচক্র জয় বৈষ্ণব প্রধান। জয় দুষ্ট ভয়ঙ্কর জয় শিষ্টত্রাণ ॥ স্তুতি শুনি সন্তোষে বলিল সুদর্শন পোড়াগিয়া যথা আছে রাজার নন্দন ॥ পুন সেই মহাভয়ঙ্কর বাহুড়িয়া। চলিলা কাশীর রাজপুত্র পোড়াইয়া ॥ তোমারে লংঙ্ঘিয়া প্রভু শিবপূজা কৈল। অত এব তার যজ্ঞে তাহারে মারিল ॥ তেঞি সে বলিনু প্রভু যেতোমা লঙ্ঘিয়া। মো র সেবা করে তারে মারি পোড়াইয়া ॥ তুমি মোর প্রাননাথ তুমি মোর ধন। তুমি মোর পিতা মাতা তুমি বন্ধুজন ॥ যে তোরে লঙ্ঘিয়া করে মোর নমস্কার সেজন কাটিয়া শিব করে প্রতিকার ॥ সূর্য্য সাক্ষাৎ করিয়া রাজা সত্রাজিত। ভক্তি বশে সূর্য্য তান হইলেন মিত ॥ লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞা ভঙ্গ দুঃখে ॥ দুইভাই মারা যায় সূর্য্য দেখে সুখে ॥ বলদেব শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন ॥ তোমারে লঙ্ঘিয়া পায় সবংশে মরণ ॥ হিরণ্য কসিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার। লংঙ্ঘিয়া তোমারেগেল সবংশে সংহার ॥ শিরচ্ছেদে শিব পূজিয়াও দশানন। তোমা লঙ্ঘি পাইলেক সবংশে মরণ ॥ সর্ব্ব দেব মূল তুমি সভার ঈশ্বর। দৃশ্যাদৃশ্য যত সব তোমার কি ঙ্কর ॥ প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে। পূজা খাই সেই দাসে তাহারে সং হারে ॥ তোমা না জানিয়া যে শিবাদি দেব ভজে ॥ বৃক্ষ মূল কাটি যেন পল্লবেরে পূজে ॥ দেব বিপ্র যজ্ঞধর্ম্ম সর্ব্ব মূল তুমি। যে তোমা না ভজে তার পূজ্য নহি আমি মহা তত্ত্ব অদ্বৈতের শুনিয়া বচন। হুঙ্কার করিয়া বোলে শ্রীশচী নন্দন ॥ মোর এই সত্য শুন সভে মন দিয়া। যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া ॥ সে অধম জনে মেরে খণ্ডখণ্ড করে। তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি হেন পড়ে ॥ যে মোহর দাসের সকৃত নিন্দা করে। মোর নাম কল্পতরু তাহারে সংহারে ॥ অনন্তব্রহ্মাণ্ড

বাহিরে যাইবেনা

যত সব মোর দাস। এতেকে যে পরহিংসে যেই যায় নাশ ॥ তুমিত আমার নিজ দেহ হৈতে বড়। তোমারে লঙ্ঘিলে দৈবে না সহয়ে দৃঢ় ॥ সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক নিন্দা করে। অধঃপাত যায় সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তারে ॥ বাহু তুলি জগতেরে বোলে গৌর ধাম। অনিন্দক হই সভে বল কৃষ্ণনাম ॥ অনিন্দক হইয়ে সকৃত কৃষ্ণ বোলে। সত্য২ মুঞি তারে উদ্ধারিব হেলে ॥ এই যদি মহাপ্রভু বলিলা বচন। জয়২ জয় বোলে সর্ব্বভক্তগণ ॥ অদ্বৈত কান্দয়ে দুই চরণে ধরিয়া। প্রভু কান্দে অদ্বৈতেরে কোলেতে করিয়া ॥ অদ্বৈতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী। এইমত মহা চিন্ত্য অদ্বৈত কাহিণী ॥ অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার। জানি ঈশ্বরের সনে ভেদ নাহি তার ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈতে যে গালাগালী বাজে। সেই সে পরমানন্দ যদি জনে বুঝে ॥ দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষ্ণু বৈষ্ণবের বাক্য কর্ম্ম। তান অনুগ্রহে সে বুঝয়ে তান মর্ম্ম ॥ এইমত যত আর হইল কথন। নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভু আর যত গণ ॥ ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম সহস্রবদনে গায় এই গুণগ্রাম ॥ ক্ষণেকেই বাহ্য দৃষ্টি দিয়া বিশ্বম্ভর। হাসিয়া অদ্বৈত প্রতি বোলয়ে উত্তর ॥ কিছুনি চাঞ্চল্য মুঞি করিয়াছোঁ শিশু। অদ্বৈত বলয়ে উপাধিক নহে কিছু ॥ প্রভু বোলে শুন নিত্যানন্দ মহাশয়। ক্ষমিবা চাঞ্চল্য যদি মোর কিছু হয় ॥ নিত্যানন্দ চৈতন্য অদ্বৈত হরিদাস। পরস্পর চাহি সভা সভে হৈল হাস ॥ অদ্বৈত গৃহিণী মহাসতী পতিব্রতা। বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু যারে বোলে মাতা ॥ প্রভু বোলে শীঘ্র গিয়া করহ রন্ধন। কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর করিব ভোজন ॥ নিত্যানন্দ হরিদাস অদ্বৈতাদি সঙ্গে। গঙ্গাস্নানে বিশ্বম্ভর চলিলেন রঙ্গে ॥ সেসব আনন্দ বেদে বর্ণিব বিস্তর। স্নান করি প্রভু সভে আইলেন ঘর ॥ চরণ পাখালি মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। কৃষ্ণেরে করয়েদণ্ড প্রণাম বিস্তর ॥ অদ্বৈতপড়িলা বিশ্বম্ভর পদতলে। হরিদাস পড়িলা অদ্বৈত পদমূলে ॥ অপূর্ব্ব কৌতুক দেখি নিত্যানন্দ হাসে। ধর্ম্মসেতু যেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে ॥ উঠি দেখি ঠাকুর অদ্বৈত পদতলে। আথেব্যথে উঠি প্রভু বিষ্ণু বিষ্ণু বোলে ॥ অদ্বৈতের হাথেধরি নিত্যানন্দ সঙ্গে। চলিলা ভোজন গৃহে বিশ্বম্ভর রঙ্গে ॥ ভোজনে বসিলা তিন প্রভু এক ঠাঞি। বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ আচার্য্য গোসাঞি ॥ স্বভাব চঞ্চল তিন প্রভু নিজাবেশে উপাধিক নিত্যানন্দ অতি বাল্যাবেশে ॥ দ্বারে বসি ভোজন করেন হরিদাস। যার দেখিবার শক্তি সকল প্রকাশ ॥ অদ্বৈত গৃহিণী মহাসতী যোগেশ্বরী। পরিবেশন করেন সঙরে হরি হরি ॥ ভোজন করেন তিন ঠাকুর চঞ্চল। দিব্য অন্ন ঘৃত মুদ্গা পায়স সকল ॥ অদ্বৈত দেখিয়া হাসে নিত্যানন্দ রায়। এক বস্তু দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায় ॥ ভোজন হইল পূর্ণ কিছু মাত্র শেষ। নিত্যানন্দ হইলা পরম বাল্যাবেশ ॥ সব ঘরে অন্নছড়াইয়া হৈল হাস। প্রভু বলে হায় হায় হাসে হরি

দাস ॥ দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নিহেন জলে। নিত্যানন্দ তত্ত্ব কহে ক্রোধা বেশ ছলে ॥ জাতি নাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ। কোথাহৈতে আসি হৈল মদ্য পের সঙ্গ॥ গুরুনাহি বোলায়ে সন্ন্যাসী করি নাম। জন্মবা না জানিয়ে নিশ্চয় কোন গ্রাম ॥ কেহোত না চিনেন না জানি কোন জাতি। ঢুলিয়া২ বুলে যেন মাতাহাথী॥ ঘরে২ পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত। এখনে হইল আসি ব্রাহ্মণের সাথ॥ নিত্যানন্দ মদ্যপে করিব সর্ব্বনাশ। সত্য২ সত্য এই শুন হরিদাস ॥ ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইল দিগবাস। হাথে তালি দিয়া নাচে অট্ট অট্টহাস অদ্বৈত চরিত্র দেখি হাসে গৌর রায়। হাসে নিত্যানন্দ দুই অঙ্গুলী দেখায় শুদ্ধ হাস্যময় অদ্বৈতের ক্রোধাবেশ। কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু হাসয়ে বিশেষ ক্ষণেকে হইলা বাহ্য কৈল আঁচমন। পরস্পর আনন্দে করিলা আলিঙ্গন নিত্যানন্দ অদ্বৈতে হইল কোলাকোলী। প্রেমরসে দুই প্রভু মহাকুতূহলী ॥ প্রভু বিগ্রহের দুই বাহু দুই জন। প্রীতি বহি অপ্রীত নাহিক কোনক্ষণ ॥ তবে যে কলহ দেখ সে কৃষ্ণের লীলা। বালকের প্রায় বিষ্ণু বৈষ্ণবের খেলা ॥ হেনমতে মহাপ্রভু অদ্বৈত মন্দিরে। স্বানুভাবানন্দে কৃষ্ণ কীর্ত্তন বিহরে ॥ ইহা বলিবার শক্তি প্রভু বলরাম। অন্য নাহি জানয়ে এসব গুণগ্রাম ॥ সরস্বতী জানে বল রামের কৃপায়; সভার জিহ্বায় সেই ভাগবতী গায়॥ এসব কথার নাহি জানি অনুক্রম। যেতে মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম ॥ চৈতন্য প্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার। ইহাতে যেঅপরাধ ক্ষমহ আমার ॥ অদ্বৈতের গৃহে প্রভু বঞ্চি কথো দিন। নবদ্বীপে আইলা সংহতি করি তিন ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত তৃতীয় হরিদাস এই তিন সঙ্গে প্রভু আইলা নিজ বাস॥ শুনিলা বৈষ্ণব সব আইলা ঠাকুর ধাইয়া আইলা সব আনন্দে প্রচুর ॥ দেখি সর্ব্বতাপ হরে সে চান্দবদন। ধরিয়া চরণে সভে করয়ে ক্রন্দন ॥ বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু সভার জীবন। সভারে করিল প্রভু প্রেম আঙ্গিলন॥ সভেই প্রভুর নিজ বিগ্রহ সমান। সভেই উদার ভাগবতের প্রধান ॥ সভে করিলেন অদ্বৈতেরে নমস্কার। যার ভক্তি কারণে চৈতন্য অবতার ॥ আনন্দে হইলা মত্ত বৈষ্ণব সকল। সভে করি প্রভু সঙ্গে কৃষ্ণ কোলাহল॥ পুত্র দেখি আই হৈল আনন্দে বিহ্বল। বধূ সঙ্গে গৃহে করে গোবিন্দ মঙ্গল॥ ইহা বলিবার শক্তি সহস্রবদন। যে প্রভু আমার জন্ম জন্মের জীবন॥ দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যেন নাম ভেদ। এইমত ভেদ তিন্যানন্দ বলদেব অদ্বৈত গৃহেতে প্রভু কৈল যত কেলি। ইহা যেই শুনে সেহো পায় সেই মেলি শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহুজান। বৃন্দাবন দাস পহু পদযুগে গান॥ ইতি মধ্য খণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত গৃহবিলাসো ঊনবিংশোহধ্যায়॥ ১৯ ॥

বিংশতি অধ্যায়॥

জয়২ গৌরসিংহ শ্রীশচী কুমার। জয় সর্ব্ব তাপহর চরণ তোমার॥ জয় গদাধর প্রাণনাথ মহাশয়। কৃপা কর প্রভু যেন তোতে মন রয়॥ হেনমতে ভক্তগোষ্ঠী ঠাকুর দেখিয়া। নাচে গায় কান্দে হাসে প্রেম পূর্ণ হৈয়া॥ এইমতে প্রতিদিনে অশেষ কৌতুক। ভক্তসঙ্গে বিশ্বম্ভর করে নানারূপ॥ একদিন মহাপ্রভু নিত্যা নন্দ সঙ্গে। শ্রীনিবাস গৃহে বসি আছে নানারঙ্গে॥ আইলা মুরারি গুপ্ত হেনই সময়। প্রভুর চরণে দণ্ড পরণাম হয়॥ শেষে নিত্যানন্দেরে করিয়া পরণাম সমুখে রহিল গুপ্ত মহাজ্যোতির্ধাম॥ মুরারিগুপ্তেরে প্রভু বড় সুখিমনে। অক পটে মুরারিরে কহেন আপনে॥ যে করিলা মুরারি না হয় ব্যবহার। ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার॥ কোথা তুমি শিখাইবা যে না জানে। ব্যবহারে হেন ধর্ম্ম তুমি লঙ্ঘ কেনে॥ মুরারি বলয়ে প্রভু জানো কেনমতে। চিত্ত তুমি লওয়াইয়া আছে যেনমতে॥ প্রভু বোলে ভাল২ আজি যাহ ঘরে॥ সকল জানিবা কালি বলিব তোমারে। সম্ভ্রমে চলিলা গুপ্ত সত্বর হরিষে॥ শয়ন করিলা আপনার বাসে। স্বপ্ন দেখে মহাভাগবতের প্রধান। মল্ল বেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান। নিত্যানন্দ শিরে দেখে মহানাগ ফণা॥ করে দেখে শ্রীহল মূষল তান বানা। নিত্যানন্দ মূর্ত্তি দেখে যেন হলধর॥ শিরে পাখা ধরি পাছে যায় বিশ্বম্ভর। স্বপ্নে প্রভু হাসি কহে জানিলা মুরারি। আমি যে কনিষ্ঠ মনে বুঝহ বিচারি॥ স্বপ্নে দুই প্রভু হাসে মুরারি দেখিয়া। দুই ভাই মুরা রিরে গেলা শিখাইয়া॥ চৈতন্য পাইয়া গুপ্ত করয়ে ক্রন্দন। নিত্যানন্দ বলি শ্বাস ছাড়ে ঘনেঘন॥ মহাসতী মুরারি গুপ্তের পতিব্রতা। কৃষ্ণ২ কৃষ্ণ বোলে হই সচকিতা॥ বড়ভাই নিত্যানন্দ মুরারি জানিয়া। চলিলা প্রভুর স্থানে আনন্দিত হৈয়া॥ বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন॥ দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ প্রসন্ন বদন॥ আগে নিত্যানন্দের চরণে নমস্করি। পাছে বন্দে বিশ্বম্ভর চরণ মাধুরী॥ হাসি বোলে বিশ্বম্ভর মুরারি এ কেন। মুরারি বলয়ে প্রভু লওয়াইলে যেন॥ পবন কারণে যেন শুষ্ক তৃণ বলে। জীবের সকল ধর্ম্ম তোর শক্তি বলে॥ প্রভু বোলে মুরারি আমার প্রিয় তুমি। অতএব তোমারে ভাঙ্গিল মর্ম্ম আমি॥ কহে প্রভু নিজ তত্ত্ব মুরারির স্থানে। যোগায় তাম্বুল প্রিয় গদাধর বামে। প্রভু বোলে মোর দাস মুরারি প্রধান। এতবলি চর্ব্বিত তাম্বুল কৈল দান॥ সংভ্রমে মুরারি যোড়হস্ত করি লয়। খাইয়া মুরারি মহানন্দে মত্ত হয়॥ প্রভু বোলে মুরারি

সকালে ধোয় হাথ। মুরারি তুলিয়া হস্ত দিলেক মাথাত॥ প্রভু বোলে আরে বেটা জাতি গেল তোর। তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর॥ বলিতে প্রভু হৈল ঈশ্বর আবেশ। দন্ত কড়মড় করে বলয়ে বিশেষ॥ সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে। মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে॥ পড়ায় বেদান্ত মোর বিগ্রহ না মানে কুষ্ঠ করাইল অঙ্গে তভু নাহি জানে॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বসে তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥ সত্য কহো মুরারি আমার তুমি দাস যে না মানে মোর অঙ্গ সে যায় বিনাশ॥ অজ ভবানন্দ মাঝে বিগ্রহে সে সেবে যে বিগ্রহ প্রাণ করি পূজে সর্ব্বদেবে॥ পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥ সত্য২ করো তোরে এই পর কাশ সত্য মুঞি সত্য মোর দাস তার দাস॥ সত্য মোর লীলাকর্ম্ম সত্য মোর স্থান ইহা মিথ্যা বলে মোরে করে খান খান॥ যে যশ শ্রবণে আদি অবিদ্যা বিনাশ পাপি অধ্যাপকে বলে মিথ্যা সে বিলাস॥ যে যশ শ্রবণে রসে শিব দিগম্বর যাহা গায় অনন্ত আপনে মহীধর॥ যে যশ শ্রবণে শুক নারদাদি মত্ত। চারিবেদে বাখানে যে যশের মহত্ব॥ হেন পুণ্য কীর্ত্তি প্রতি অনাদর যার। সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার॥ গুপ্তলক্ষে সভারে শিখায় ভগবান। সত্য মোর বিগ্রহ সেবক লীলাস্থান॥ আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে শিখায়। ইহা যে না মানে সে আপনে নাশ যায়॥ ক্ষণেকে হইল বাহ্য দৃষ্টি বিশ্বম্ভর। পুন সে হইলা প্রভু আকিঞ্চন বর॥ ভাই বলি মুরারিরে কৈল আলিঙ্গন। বড় স্নেহ করি বলে সদয় বচন॥ সত্য তুমি মুরারি আমার শুদ্ধ দাস। তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ॥ নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে। দাস হইলেও সে মোহর প্রিয় নহে॥ ঘরে যাও গুপ্ত তুমি আমারে কিনিলা। নিত্যানন্দ তত্ত্ব গুপ্ত তুমিসে জানিলা॥ হেনমতে মুরারি প্রভুর কৃপা পাত্র। এক্রূপার পাত্র সবে হন মান মাত্র॥ আনন্দে মুরারি গুপ্ত ঘরেরে চলিলা। নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রভু হৃদয়ে রহিলা॥ অন্তরে বিহ্বল গুপ্ত চলে নিজ বাসে। এক বোলে আর করে খলখলী হাসে॥ পরম হরিষে বোলে করিব ভোজন। পতিব্রতা অন্ন আনি কৈল উপসন্ন বিহ্বল মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের রসে। খাও২ করি অন্ন ফেলে গ্রাসে২॥ ঘৃত মাখি অন্নসব পৃথিবীতে ফেলে। খাও২ খাও কৃষ্ণ এই বোল বলে॥ হাসে পতিব্রতা দেখি গুপ্তের ব্যভার। পুনঃ পুন অন্ন আনি দেয় বারে বার॥ মহাভাগবত গুপ্ত পতিব্রতা জানে। কৃষ্ণ বলি গুপ্তেরে করায় সাবধানে॥ মুরারি দিলে সে প্রভু করয়ে ভোজন। কভু না লঙ্ঘয়ে প্রভু গুপ্তের বচন॥ যত অন্ন দেয় গুপ্ত তাই প্রভু খায়। বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জানায়॥ বসিয়া আছেন গুপ্ত কৃষ্ণ নামানন্দে। হেন কালে প্রভু আইলা দেখি গুপ্ত বন্দে॥ পরম আনন্দে গুপ্ত

দিলেন আসন। বসিলেন জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন॥ গুপ্ত বলে প্রভু কেনে হৈল আগমন। প্রভু বলে বিষ্টম্ভের চিকিৎসা কারণ॥ গুপ্ত বলে কহ দেখি অজীর্ণ কারণ। কোন২ দ্রব্য কালি করিলা ভোজন॥ প্রভু বোলে আরেবেটা জানিবা কেমনে। খাও২ বলি অন্ন ফেলিলি যখনে॥ তুঞি পাসরিলি যদি তোর পত্নী জানে। তুঞি দিলি মুঞি বা না খাইব কেমনে॥ কি লাগি চিকিৎসা কর অন্যবা পাঁচন। বিষ্টম্ভ মোহর তোর অন্নের কারণ॥ জলপানে অজীর্ণ করিতে নারে বল। তোর অন্নে অজীর্ণ ঔষধ তোর জল॥ এতবলি ধরিলা মুরারির জলপাত্র। জল পিয়ে প্রভু ভক্তিরসে পূর্ণমাত্র॥ কৃপা দেখি মুরারি হইলা অচেতন। মহাপ্রেমে গুপ্তগোষ্ঠী করয়ে ক্রন্দন॥ হেন প্রভু হেন ভক্তি যোগ্যহেন দাস। চৈতন্য প্রসাদে হৈল ভক্তের প্রকাশ॥ মুরারি গুপ্তের দাস যে প্রসাদ পাইল। সেই নদীয়ায় ভট্টাচার্য্য না দেখিল॥ বিদ্যা ধন প্রতিষ্ঠা যে কিছুই না করে। বৈষ্ণবের প্রসাদে সে ভক্তিফল ধরে॥ যে সে কেনে নহে বৈষ্ণবের দাসী দাস। সর্ব্বোত্তম সেইএই বেদের প্রকাশ॥ এইমত মুরারিরে প্রতি দিনে২। কৃপা করে মহাপ্রভু আপনা আপনে॥ শুন২ মুরারির অদ্ভুত আখ্যান। শুনিলে মুরারি কথা ভক্তি পাই দান একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের মন্দিরে। হুঙ্কার করিয়া প্রভু নিজ মূর্ত্তি ধরে॥ শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম শোভে চারি করে। গরুড়২ বলি ডাকে বিশ্বম্ভরে॥ হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হইয়া। শ্রীবাস মন্দিরে আইলা হুঙ্কার করিয়া॥ গুপ্ত দেহে হৈল মহা বৈনতেয় ভাব। গুপ্ত বলে সেই মুঞি গরুড় মহাভাগ॥ গরুড় গরুড় বলি ডাকে বিশ্বম্ভর। গুপ্ত বলে মুঞি এই তোহর কিঙ্কর॥ প্রভু বোলে বেটা তুঞি মোহর বাহন। হয়২ হয় গুপ্ত বলয়ে বচন॥ গুপ্ত বলে পাসরিলা তোমারে লইয়া। স্বর্গ হৈতে পারিজাত আনিনু বহিয়া॥ পাসরিলা তোমালঞা গেনু বাণপুর। খণ্ডং কৈনু মুঞি স্কন্ধের ময়ুর॥ এইমোর স্কন্ধে প্রভু আরোহণ কর। আজ্ঞা কর নিমু কোন ব্রহ্মাণ্ড ভিতর॥ গুপ্তস্কন্ধে চড়ে প্রভু মিশ্রের নন্দন। জয়২ ধ্বনি হৈল শ্রীবাসভবন॥ স্কন্ধে কমলারনাথ গুপ্তের নন্দন। নড়দিয়া পাক ফিরে সকলঅঙ্গন॥ জয় হুলাহুলি দেয় পতিব্রতাগণ। মহাপ্রেমে ভক্তসব করয়ে ক্রন্দন॥ কেহো বোলে জয় জয় কেহো বলে হরি। কেহো বলে এইরূপ যেন না পাসরি কেহো মালসাট মারে পরম উল্লাসে। ভালিরে ঠাকুর বলি কেহো কেহো হাসে জয়২ মুরারি বাহন বিশ্বম্ভর। বাহু তুলি কেহো ডাকে করি উচ্চস্বর॥ মুরারির কান্ধে দোলে গৌরাঙ্গ সুন্দর। উল্লাসে ভ্রময়ে গুপ্ত বাড়ির ভিতর॥ সেই নবদ্বীপে হয় এসব প্রকাশ। দুষ্কৃতি না দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস॥ ধন কুল প্রতিষ্ঠায়ে কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥ জন্মে২ যে সব করিল আরাধন। সুখে দেখে এবে তার দাস দাসীগণ॥ যেবা দেখিলেক সেবা কৃপাকরি

কহে। তথাপিহ দুস্কৃতির চিত্ত নাহি লয়ে॥ মধ্যখণ্ডে গুপ্ত স্কন্ধে প্রভুর উত্থান সব অবতারে গুপ্ত সেবক প্রধান॥ এসব লীলায় কভো অবধি না হয়। আবির্ভাব তিরোভাব এই বেদে কয়॥ বাহ্য পাই নাম্বিলা গৌরাঙ্গ মহাধীর। গুপ্তের গরুড় ভাব হইল সুস্থির॥ বড়হ নিগূঢ় কথা কেহো২ জানে। গুপ্ত স্কন্ধে মহাপ্রভু কৈল আরোহণে॥ মুরারিরে কৃপা দেখি বৈষ্ণবমণ্ডল। ধন্য২ ধন্য বলি প্রশংসে সকল॥ ধন্য ভক্ত মুরারি সফল বিষ্ণুভক্তি। বিশ্বম্ভর লীলায় বহনে যার শক্তি। এইমত মুরারি গুপ্তের পুণ্য কথা। আর কত আছে যে যে কৈলা যথা যথা। একদিন মুরারি পরম শুদ্ধমতি। নিজ মনে মনে গুণে অবতার স্থিতি সঙ্গোপাঙ্গে আছয়ে যাবতঅবতার। তাবত চিন্তিয়া আমি নিজ প্রতিকার॥ নাবুঝি কৃষ্ণের লীলা কখন কি করে। তখনি সৃজিয়া লীলা তখনি সংহরে। যে সীতা লাগিয়া মরে বসংশে রাবণ॥ আনিয়া ছাড়িল সীতা কেমন কারণ॥ যে যাদব গণ নিজ প্রাণের সমান। সাক্ষাতে দেখয়ে তারা হারায়ে পরাণ॥ অতএব যাবত আছয়ে অবতার। তাবত আমার দেহ ত্যাগ প্রতিকার॥ দেহএড়িবার মোর এই সে সময়॥ পৃথিবীতে যাবত আছয় মহাশয়॥ এতেক নির্ব্বেদ গুপ্তচিন্তি মনে২। খরসান কাতি এক আনিল যতনে॥ আনিয়া থুইল কাতি গৃহের ভিতরে। নিশায়ে এড়িব দেহ হরিষ অন্তরে॥ সর্ব্ব ভূত হৃদয় ঠাকুর বিশ্বম্ভর। মুরারির চিত্তবিত্তে হইল গোচর॥ সত্বরে আইল প্রভু মুরারি ভবন সংভ্রমে করিল গুপ্ত চরণ বন্দন॥ আসনে বসিয়া প্রভু কৃষ্ণ কথা কয়। মুরারি গুপ্তেরে হই পরম সদয়॥ প্রভু বোলে গুপ্ত বাক্য ধরিবা আমার। গুপ্ত বলে প্রভু মোর শরীর তোমার॥ প্রভু বোলে এত সত্য গুপ্ত বোলে হয়। কাতি খানি মোরে দেহ প্রভু কাণে কয়॥ যে কাতি থুইলা দেহ ছাড়িবার তরে। তাহা আনি দেহ আছে ঘরেরভিতরে॥ হাহাকার করে গুপ্ত মহা দুঃখ মনে। মিথ্যাকথা কহিল তোমারে কোনজনে॥ প্রভু বোলে মুরারি বড়ত দেখি ভোল। পরে কহিলে কি অমি জানি হেন বোল॥ যে গড়িয়া দিল কাতি তাহা জানি আমি। তাহা জানি যথা কাতি থুইয়াছ তুমি॥ সর্ব্ব অন্তর্যামি প্রভু জানে সর্ব্বস্থান। ঘরেগিয়া কাটারি আনিল বিদ্যমান॥ প্রভুবোলে গুপ্ত এতোমার ব্যবহার। কোন দোষে আমা ছাড়িচাহ যাইবার॥ তুমিগেলে কাহারে লইয়া মোরখেলা। হেনবুদ্ধি তুমি কার স্থানে বা শিখিলা॥ এখনে মুরারি মোরে দেহ এইভিক্ষা। আরকভু হেনবুদ্ধি না করিবা শিক্ষা॥ কোলে করি মুরারিরে প্রভু বিশ্বম্ভর। হস্ত তুলি দিল নিজ শিরের উপর॥ মোর মাথা খাও গুপ্ত মোর মাথা খাও। যদি আরবার দেহ ছাড়িবারে চাও॥ আথে ব্যথে মুরারি পড়িলা ভূমিতলে। পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেমজলে সুকৃতি মুরারি কান্দে ধরিয়া চরণ। গুপ্ত কোলে করি কান্দে শচীর নন্দন॥ যে

সাদ মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করে। তাহা বাঞ্ছে রমা অজ অনন্ত শঙ্করে॥ এসব দেবতা চৈতন্যের ভিন্ন নহে। ইহারা অভিন্ন কৃষ্ণ বেদে এই কহে॥ সেই গৌরচন্দ্র শেষরূপে মহীধরে। চতুর্ম্মুখ রূপে সেই প্রভু সৃষ্টি করে॥ সংহারেও গৌরচন্দ্র ত্রিলোচন রূপে। আপনারে স্তুতি করে আপনার মুখে॥ ভিন্ন নাহি ভেদ নাহি এসকল দেবে এসকল দেব চৈতন্যের পদ সেবে॥ পক্ষ মাত্র যদি লয় চৈতন্যের নাম। সেহ সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম॥ সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র জানিহ সে দুষ্টগণ জন্ম জন্ম অন্ধ॥ যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার। এইমত নিন্দক সন্ন্যাসী দুরাচার॥ নিন্দুক সন্যাসী বাটোয়ারে নাহি ভেদ। দুইতে নিন্দক বড় দ্রোহী কহে বেদ॥ তথাহি॥ কপটঃ পতিতঃ শ্রেষ্ঠো স্ব একে ত্যবঃ স্বয়ং। বকাকৃতিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্য পরানপি। হরন্তি দস্যব কুট্যাং বিমোহ্যা স্ত্রৈনৃর্ণাং ধনং। পাবিত্রে রতি তীক্ষ্ণাগ্রে র্বানৈরেবং বকব্রতাঃ॥ *॥ ভালরে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে। সাধু নিন্দা শুনি মরি যায় ভালমতে॥ সাধু নিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়। জন্ম জন্ম অধঃপাত চারি বেদে কয়॥ বাটোয়ারে সবে মাত্র এক জন্ম মারে। জন্মে২ ক্ষণে২ নিন্দক সংহরে॥ অতএব নিন্দক সন্যাসী বাটোয়ার। বাটোয়ার হৈতে এ অনন্ত দুরাচার আব্রহ্ম স্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব। নিন্দামাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট কহে বেদ সব॥ অনিন্দক হয়ে সকৃত কৃষ্ণ বোলে। সত্য২ কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥ চারিবেদ পড়িয়াও যদি নিন্দাকরে। জন্ম২ কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে॥ ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধি নাশ। এই নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥ নামানে নিন্দক সব সে সব বিলাস॥ চৈতন্য চরণে যার আছে রতি মতি। জন্ম২ হয় যেন তাহার সংহতি॥ অষ্টসিদ্ধি যুক্ত চৈতন্যেতে ভক্তি শূন্য। কভু যেন না দেখি সে পাপি হীনপুণ্য॥ মুরারি গুপ্তেরে প্রভু শান্তনা করিয়া। চলিলা আপন ঘরে হরষিত হৈয়া॥ হেনমতে মুরারি গুপ্তেরে আত্ম ভাব। আমি কি বলিব ব্যক্ত তাহার প্রভাব॥ নিত্যানন্দ প্রভু মুখে বৈষ্ণবের তথ্য। কিছু২ শুনিলাম সভার মহত্য॥ জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ হউ মোর পতি। যাহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি॥ জয়২ জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন। তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণ ধন॥ মোর প্রাণ নাথের জীবন বিশ্বম্ভর। এবড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহু জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি মধ্যমণ্ডে শ্রীমুরারি গুপ্তাখ্যান বিংশতি অধ্যায়॥ ২০॥

একবিংশতি অধ্যায় ॥

জয়২ নিত্যানন্দ প্রাণ বিশ্বম্ভর। জয় গদাধর পতি অদ্বৈত ঈশ্বর॥ জয় শ্রীনিবাস হরিদাস প্রিয়কর। জয় গঙ্গাদাস বাসুদেবের ঈশ্বর॥ ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥ হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর॥ এক দিন প্রভু করে নগর ভ্রমণ। চারি দিগে যত আপ্ত ভাগবত গণ॥ সার্ব্বভৌম পিতা বিশারদ মহেশ্বর। তাহার জাঙ্গালে গেলা প্রভুবিশ্বম্ভর॥ সেই খানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস। পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাস॥ জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন। ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন॥ ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে। মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তি হীন দোষে॥ জানিবার যোগ্যতা আছয়ে শুনি তান। কোন অপরাধ নাহি কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥ দৈবে প্রভু ভক্ত সঙ্গে সেই পথে যায়। যেখানে তাহার ব্যাখ্যা শুনিবারে পায়॥ সর্ব্বভূত হৃদয় জানয়ে সর্ব্ব তত্ত্ব। না শুনয়ে ব্যাখ্যাভক্তি যোগের মহত্ত্ব॥ কোপে বোলে প্রভু বেটা কি অর্থ বাখানে। ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥ এবেটারে ভাগবতে কোন অধিকার। গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার॥ সবে পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়। প্রেমরূপ ভাগবত চারি বেদে কয়॥ চারি বেদ দধি ভাগবত নবনীত। মথিলেন শুকে খাইলেন পরীক্ষিত মোর প্রিয় শুকে সে জানেন ভাগবত। ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥ মুঞি মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে। যার ভেদ আছে তার নাশ ভালমতে॥ ভাগবত তত্ত্ব প্রভু কহে ক্রোধাবেশে। শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে॥ ভক্তি বিনু ভাগবত যে আর বাখানে। প্রভু বোলে সে অধমে কিছুই না জানে॥ নিরবধি ভক্তিহীন এবেটা বাখানে। আজি পুঁথি চিরি এই দেখ বিদ্যমানে॥ পুথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাবেশে যায়। সকল বৈষ্ণবগণ ধরিয়া রহায়॥ মহাচিন্ত্য ভাগবত শর্ব্বশাস্ত্র রায়। ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা তপ প্রতিষ্ঠায়॥ ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান। সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥ ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যায়। সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তি সার॥ সর্ব্ব গুণে দেবানন্দ পণ্ডিত সমান। পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান॥ সে সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম তাতেযে অন্যের গর্ব্ব তার শাস্তা যম॥ ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধি নাশ। নিন্দে অবধূত চাঁদ ত্রিদশের সার॥ এইমত প্রতিদিনে প্রভুবিশ্বম্ভর। ভ্রময়ে নগর সর্ব্ব সঙ্গে অনুচর॥ একদিন ঠাকুর পণ্ডিত সঙ্গে করি। নগর ভ্রময়ে বিশ্বম্ভর গৌরহরি

নগরের অন্তে আছে মদ্যপের ঘর। যাইতে পাইল গন্ধ প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ মদ্যগন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ। বলরাম ভাব হৈলা শচীর নন্দন॥ বাহ্য পাসরিয়া প্রভু করয়ে হুঙ্কার। উঠোঁ গিয়া শ্রীবাসেরে বোলে বারবার ॥ প্রভু বোলে শ্রীনিবাস এই উঠো গিয়া। মানা করে শ্রীনিবাস চরণে ধরিয়া॥ প্রভু বোলে মোরেও কি বিধি প্রতি ষেধ। তথাপিও শ্রীনিবাস করয়ে নিষেধ॥ শ্রীবাস বোলয়ে তুমি জগতের পিতা। তুমি ক্ষয় করিতে বা কে আর রক্ষিতা॥ না বুঝি তামার লীলা নিন্দিব যে জন। জন্মে২ দুঃখে তার হইব মরণ॥ নিত্য ধর্ম্মময় তুমি প্রভু সনাতন। এলীলা তোমার বুঝিবেক কোন জন॥ যদি তুমি উঠ গিয়া মদ্য পের ঘরে। প্রবিষ্ট হইব মুঞি গঙ্গার ভিতরে॥ ভক্তের সঙ্কল্প প্রভু না করে লঙ্ঘন। হাসে প্রভু শ্রীবাসের শুনিয়া বচন॥ প্রভু বোলে তোমার নাহিক যাতে ইচ্ছা। না উঠিব তোর বাক্য না করিব মিছা॥ শ্রীবাস বচনে সম্বরিয়া বামভাব ধীরে২ রাজাপথে চলে মহাভাগ॥ মদ্যপানে মত্তসব ঠাকুর দেখিয়া। হরি২ বোলে সব ডাকিয়া ডাকিয়া॥ কেহ বলে ভাল ভাল নিমাঞি পণ্ডিত। ভাল২ নাগে তোর তান নাট গীত॥ হরি বলি হাতে তালি দিয়া কেহ নাচে। উল্লাসে মদ্যপ কেহ যায় তান পাছে॥ মহা হরি ধ্বনি করে মদ্যপের গণে। এইমত হয় বিষ্ণু বৈষ্ণব দর্শনে॥ মদ্যপের চেষ্টা দেখি বিশ্বম্ভর হাসে। আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি পরকাশে॥ মদ্যপেও সুখ পায় চৈতন্য দেখিয়া। একলে নিন্দয়ে পাপি সন্ন্যাসী হইয়া॥ চৈতন্য চন্দ্রের যশে যার মনে দুঃখ। কোন জন্মে আশ্রমে নাহিক তার সুখ॥ যে দেখিল চৈতন্য চন্দ্রের অবতার। হউক মদ্যপ তভু তারে নমস্কার॥ মদ্যপের শুভ দৃষ্টি করি বিশ্বম্ভর। নিজাবেশে ভ্রমে প্রভু নগরে নগর॥ কতোদূরে দেখিয়া পণ্ডিত দেবানন্দ। মহাক্রোধে কিছু তারে বোলে গৌরচন্দ্র॥ দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীবাসের স্থানে। পূর্ব্ব অপরাধ আছে তাহা হৈল মনে॥ যে সময়ে নাহি কিছু প্রভুর প্রকাশ। প্রেমশূন্য জগত দুঃখিত সবদাস যদিবা পড়ায় কেহো গীতাভাগবত। তথাও না শুনে কেহো ভক্তি অভিমত॥ সে সময়ে দেবানন্দ পরম মহান্ত। লোকে বড় অপেক্ষিত বিরক্ত সুশান্ত॥ ভাগবত অধ্যাপনা করে নিরন্তর। অকুমার সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রতধর॥ দৈবে একদিন তথা গেলা শ্রীনিবাস। ভাগবত শুনিতে করিয়া অভিলাস॥ অক্ষরে২ ভাগবত প্রেমময়। শুনিয়া দ্রবিল শ্রীনিবাসের হৃদয়ে॥ ভাগবত শুনিয়া কান্দয়ে শ্রীনিবাস। মহা ভাগবত বিপ্র ছাড়ে ঘনশ্বাস॥ পাপীষ্ঠ পড়ুয়া বলে হইল জঞ্জাল। পড়িতে না পাই ভাই ব্যর্থ যায় কাল॥ সম্বরণ নহে শ্রীবাসের ক্রন্দন। চৈতন্যের প্রিয় দেহ জগতপাবন॥ পাপীষ্ঠ পড়ুয়া সব যুকতি করিয়া। বাহিরে এড়িল লঞা শ্রীবাসে টানিয়া॥ দেবানন্দ পণ্ডিত না কৈল নিবারণ। গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ।

বাহ্য পাই দুঃখেতে শ্রীবাস গেলা ঘর। তাহা সব জানে অন্তর্যামি বিশ্বম্ভর ॥ দেবানন্দ দরশনে হইল স্মরণ। ক্রোধে মুখ বোলে প্রভু শচীর নন্দন। অয়ে২ দেবা নন্দ বলি যে তোমারে। তুমি এবে ভাগবত পড়াও সভারে ॥ যে শ্রীবাস দেখিতে গঙ্গার মনোরথ। হেন জন শুনিবারে গেলা ভাগবত ॥ কোন অপরাধে তানে শিষ্য হাথাইয়া। বাড়ির বাহিরে লঞা এড়িলা টানিয়া ॥ ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণ রসে। টানিয়া ফেলিতে সে তাহারে যোগ্য আইসে ॥ বুঝিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত। কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ অভিমত ॥ পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়। তবে বহির্দ্দেশ গিয়া যে সন্তোষ পায় ॥ প্রেমময় ভাগবত পড়া ইয়া তুমি। তত খানি সুখ নাপাইলা কহি আমি ॥ শুনিয়া বচন দেবানন্দ বিপ্র বর। লজ্জায়ে রহিলা কিছু না করে উত্তর ॥ ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর। দুঃখিত দেবানন্দ চলিলা নিজ ঘর ॥ তথাপিও দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত। বচনেও প্রভু যারেকরিলেন দণ্ড ॥ চৈতন্যের দণ্ড মহাসুকৃতি সেপায়। যার দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠ লোকে যায় ॥ চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করিলয়। সেইদণ্ড তারে প্রেম ভক্তিযোগ হয় ॥ চৈতন্যের দণ্ডেযার চিত্তে নাহি ভয়। জন্মে২ সে পাপীষ্ঠ যমদণ্ড হয় ॥ ভাগ বত তুলসী গঙ্গায় ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিসনে ॥ জীবন্যাস করি লে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়। জন্ম মাত্র এচারি ঈশ্বর বেদে কয় ॥ চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি জানি। যেতেমতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥ চৈতন্যদাসের পায়ে মোর নমস্কার। ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড। যে কথা শুনিলে সব খণ্ডয়ে পাষণ্ড ॥ চৈতন্যের প্রিয় দেহ নিত্যানন্দ রায়। প্রভু ভৃত্য সঙ্গে যেন নাছাড়ে আমায় ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহু জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ইতি মধ্যখণ্ডে দেবানন্দ দণ্ডানুগ্রহো একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশতি অধ্যায় ॥

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর ॥ জয়২ গৌরচন্দ্র কৃপার সাগর। জয় শচী জগন্নাথনন্দন সুন্দর ॥ বাক্য দণ্ড দেবানন্দ পণ্ডিতেরে করি। আইলা আপন ঘর গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ দেবানন্দ পণ্ডিত চলিল নিজ বাসে। দুঃখ পাইলেন বিপ্র দুষ্ট সঙ্গ দোষে ॥ দেবানন্দ হেন সাধু চৈতন্যের ঠাঞি। সম্মুখ হইতে যোগ্য নহিল তথাই ॥ বৈষ্ণবের কৃপায়ে সে পাই বিশ্বম্ভর। ভক্তিবিনা জপতপ অকিঞ্চিত কর ॥ বৈষ্ণবের ঠাঞি যার হয় অপ

রাধ। কৃষ্ণ কৃপা হইলেও তার প্রেমাবাধ॥ আমি নাহি বলি এই বেদের বচন। সাক্ষাতেও কহিয়াছে শচীর নন্দন॥ যে শচীর গর্ব্ভে গৌরচন্দ্র অবতার বৈষ্ণবাপরাধ পূর্ব্ব আছিল তাহার॥ আপনে সে অপরাধ প্রভু ঘুচাইল। মায়েরে দিলেন প্রেম সভা শিক্ষাইল॥ এবড় অদ্ভুত কথা শুন সাবধানে। বৈষ্ণবা পরাধ ঘুচে ইহার শ্রবণে॥ একদিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর। উঠিয়া বসিল বিষ্ণু খট্টার উপর॥ নিজমূর্ত্তি শীলাসব করি নিজকোলে। আপনা প্রকাশে গৌরচন্দ্র কুতূহলে॥ মুঞি কলিযুগে কৃষ্ণ মুঞি নারায়ণ। মুঞি রামরূপে কৈনু সাগর বন্ধন॥ শুইয়া আছিনু ক্ষীরসাগর ভিতরে। মোর নিদ্রা ভাঙ্গিল সে নাঢার হুঙ্কারে প্রেমভক্তি বিলাইতে আমার প্রকাশ। মাগ২ আরে নাঢা মাগ শ্রীনিবাস॥ দেখি মহা পরকাশ নিত্যানন্দ রায়। ততক্ষণে তুলি ছত্র ধরিল মাথায়॥ বামদিগে গদাধর তাম্বূল যোগায়। চারিদিগে ভক্তগণ চামর ঢুলায়॥ ভক্তিযোগ বিলায় গৌরাঙ্গ মহেশ্বর। যাহারে যাহার প্রীত লয় সেই বর॥ কেহ বলে মোর বাপ বড় দুষ্টমতি। তার চিত্ত ভাল হৈলে মোর অব্যাহতি॥ কেহো মাগে গুরু প্রতি কেহো পুত্র প্রতি। কেহো শিষ্য কেহো পত্নী যার যথা রতি॥ ভক্তবাক্য সত্য কারী প্রভু বিশ্বম্ভর। বসিয়া সভারে দিল প্রেম ভক্তি বর॥ মহাশয় শ্রীনিবাস বোলেন গোসাঞি। আইরে দেয়াব প্রেম এই সভে চাই॥ প্রভু বোলে ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস। তানে নাহি দিব প্রেম ভক্তির বিলাস॥ বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ। অতএব তান হৈল প্রেম ভক্তি বাধ॥ মহা বক্তা শ্রীনিবাস বোলে আরবার। একথায়ে প্রভু দেহ ত্যাগ সে সভার॥ তুমি হেন প্রভু যার গর্ভে অবতার তার কি নহিব প্রেমযোগ অধিকার॥ সভার জীবন আই জগতের মাতা। মায়াছাড়ি প্রভু তানে হও ভক্তি দাতা॥ তুমি যার পুত্র প্রভু সে সর্ব্ব জননী। পুত্র স্থানে মায়ের কি অপরাধ গণি॥ যদি বা বৈষ্ণব স্থানে থাকে অপরাধ। তথাপিও খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ॥ প্রভু বোলে উপদেশ করিতে সে পারি। বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি॥ যে বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয় যার। পুন সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নহে আর॥ দুর্ব্বাসার অপরাধ অম্বরীশ স্থানে। তুমি জান দেখ ক্ষয় হইল যেমনে॥ নাঢ়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ। নাঢ়া ক্ষমিলে সে হয় প্রেমের প্রসাদ॥ অদ্বৈত চরণ ধূলী লইলে মাথায়। হইবেক প্রেমভক্তি আমার আজ্ঞায় তখনে চলিলা সভে অদ্বৈতের স্থানে। অদ্বৈতেরে কহিলেক সব বিবরণে॥ শুনিয়া অদ্বৈত করে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ। তোমারা লইতে চাহ আমার জীবন॥ যার গর্ভে মোহর প্রভুর অবতার। সে মোর জননী মুঞি পুত্র সে তাহার॥ যে আইর চরণ ধূলির আমি হই পাত্র। সে আইর প্রভাব না জানি তিলমাত্র॥ বিষ্ণু ভক্তি স্বরূপিণী আই পতিব্রতা। তোমারা বা মুখে কেনে আন হেন কথা॥ প্রাকৃত শব্দেও যেবা

বলিবেক আই। আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥ যেন গঙ্গা তেন আই কিছু ভেদ নাই। দেবকী যশোদা যেই সেই বস্তু আই॥ কহিতে আইর তত্ত্ব আচার্য্য গোসাঞি। পড়িলা আবিষ্ট হৈয়া বাহ্য কিছু নাই॥ বুঝিয়া সময় আই আইল বাহিরে। আচার্য্য চরণ ধুলী লইলেন শিরে॥ পরম বৈষ্ণবী আই মূর্ত্তিমতী ভক্তি। বিশ্বম্ভর গর্ভে ধরিলেন যার শক্তি॥ আচার্য্য চরণধুলী লইল যখনে। বিহ্বলে পড়িলা কিছু বাহ্য নাহি জানে॥ জয়২ হরিবোলে বৈষ্ণব সকল। অন্যোন্যে করয়ে চৈতন্য কোলাহল॥ অদ্বৈতের বাহ্য নাহি আইর প্রভাবে। আইর নাহিক বাহ্য অদ্বৈতানুরাগে॥ দোঁহার প্রভাবে দোঁহে হইলা বিহ্বল। হরি২ হরিবোলে বৈষ্ণব সকল হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর খট্টার উপরে। প্রসন্ন হইয়া প্রভু বোলে জননীরে॥ এখনে সে বিষ্ণু ভক্তি হইল তোমার। অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর॥ শ্রীমুখের অনুগ্রহ শুনিয়া বচন। জয়২ হরি ধ্বনি হইল তখন॥ জননীর লক্ষে শিক্ষা গুরু ভগবান। করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ সাবধান॥ শূলপানি সমযদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে। তথাপিও নাশ পায় কহে শাস্ত্র বৃন্দে॥ তথাহি॥ মহদ্বি সানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃক লজ্জ্যন্ত্য দুরাদপি শূলপাণিঃ॥*॥ ইহা না মানিয়া যে সুজন নিন্দা করে। জন্মে২ সে পাপীষ্ঠ দৈব দোষে মরে॥ অন্যের কি দায় গৌর সিংহের জননী। তাহারেও বৈষ্ণবাপরাধ করি গণি॥ বস্তু বিচারেতো সেহো অপরাধ নহে। তথাপিও অপরাধ করি প্রভু কহে॥ ইহানে সে অদ্বৈত নাম কোনো লোকে ঘোষে। অদ্বৈত বলিলেন আই কোন অসন্তোষে॥ সেহো কথা কহি শুন হই সাবধান। প্রসঙ্গে কহিয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান॥ প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ মহাশয়। ভুবন দুর্ল্লভ রূপ মহাতেজোময়॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ পরম সুধীর। নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর॥ তান ব্যাখ্যা বুঝে হেন নাহি নবদ্বীপে। শিশু রূপে থাকে প্রভু বালক সমীপে॥ এক দিন সভায়ে চলিলা মিশ্রবর। পাছে বিশ্বরূপ পুত্র পরম সুন্দর॥ ভট্টাচার্য্য সভায় চলিলা জগন্নাথ। বিশ্বরূপ দেখি বড় কৌতুক সভাত॥ নিত্যানন্দ রূপ প্রভু পরম সুন্দর। হরিলেন সর্ব্ব চিত্ত সর্ব্ব শক্তিধর॥ এক ভট্টাচার্য্য বলে কি পড় ছাওয়াল॥ বিশ্বরূপ বোলে কিছু২ সভাকার। শিশু জ্ঞানে কেহো কিছু না বলিল আর॥ মিশ্র পাইলেন দুঃখ শুনি অহঙ্কার। নিজকার্য্য করি মিশ্র চলিলেন ঘর। পথে বিশ্বরূপেরে মারিলা এক চড় যে পুথী পড়িস বেটা তাহা না বলিয়া। কি বোল বলিলি তুঞি সভামাঝে গিয়া॥ তোমারেত সভার হইল মূর্খ জ্ঞান। আমারেও দিলে লাজ করি অপমান॥ পরম উদার জগন্নাথ মহাভাগ। ঘরে গেলা পুত্রেরে করিয়া বড়রাগ॥ পুন বিশ্বরূপ সেই সভা মাঝে গিয়া। ভট্টাচার্য্য সব প্রতি বলেন হাসিয়া॥ তোমরাও আমারে জিজ্ঞাসা না করিলা। বাপের স্থানেতে আমা শাস্তি করাইলা॥ জিজ্ঞাসা করিতে

কাহার লয় মনে। সভে মেলি তাহা জিজ্ঞাসহ আমা স্থানে॥ হাসি বলে এক ভট্টাচার্য্য শুন শিশু। আজি যে পড়িলে তাহা বাখানহ কিছু॥ বাখানয়ে সূত্র বিশ্বরূপ ভগবান। সভার চিত্তেতে ব্যাখ্যা হইল প্রমাণ॥ সভেই বলেন সূত্র ভাল বাখানিলা। প্রভু বোলে ভাণ্ডাইনু কিছু না বুঝিলা॥ যত বাখানিল সব করিল খণ্ডন। বিস্ময় সভার চিত্তে হইল তখন॥ এইমতে তিনবার করিয়া খণ্ডন পুনঃ সেই তিনবার করিল স্থাপন॥ পরম সুবুদ্ধি করি সভে বাখানিল। বিষ্ণু মায়া মোহে কেহো তত্ত্ব না জানিল॥ হেন মতে নবদ্বীপে বৈসে বিশ্বরূপ ভক্তি শূন্য লোক দেখি না পাঁয় কৌতুক॥ ব্যবহার মদে মত্ত সকল সংসার। না কহে বৈষ্ণব যশ মঙ্গল বিচার॥ পুত্রাদির মহোৎসবে করে ধনব্যয়। কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণ ধর্ম্ম কেহো না জানায়॥ যত অধ্যাপক সব তকসে বাখানে। কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ পূজা কোহা নাহি জানে॥ যদিবা পড়ায় কেহো ভাগবতগীতা। সেহো না বাখানে ভক্তি করে শুষ্ক চিন্তা॥ সর্ব্ব স্থানে বিশ্বরূপ ঠাকুর বেড়ায়। ভক্তি যোগ না শুনিয়া বড় দুঃখ পায়॥ সকলে অদ্বৈত সিংহ পূর্ণ কৃষ্ণ শক্তি। পড়াইয়া বাশিষ্ট বাখানে কৃষ্ণ ভক্তি॥ অদ্বৈতের ব্যাখ্যা বুঝে হেন কোন আছে। বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য নদীয়ার মাঝে॥ চতুর্দ্দিগে বিশ্বরূপ পায় মহাদুঃখ। অদ্বৈতের স্থানে সবে পায় মহাসুখ॥ নিরবধি থাকে প্রভু অদ্বৈতের সঙ্গে। বিশ্বরূপ সহিত অদ্বৈত বৈসে রঙ্গে॥ পরম বালক প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। কুটিল কুন্তল বেশ অতি মনোহর মায়ে বোলে বিশ্বম্ভর যাহ নড়দিয়া॥ তোমার ভাইরে ঝাট ডাকি আনগিয়া। মায়ের আদেশে প্রভু ধায় বিশ্বম্ভর। সত্বরে আইলা যথা অদ্বৈতের ঘর॥ বসিয়াছে অদ্বৈত বেড়িয়া ভক্তগণ। শ্রীবাসাদি করিয়া যতেক মহাজন॥ বিশ্বম্ভর বোলে ভাই ভাত খাওসিয়া। বিলম্ব না কর বোলে হাসিয়া২॥ হরিল সভার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর। সভেই চাহেন রূপ পরম সুন্দর॥ মোহিত হইয়া চাহে অদ্বৈত আচার্য্য সেই মুখ চাহে সব পরিহরি কার্য্য॥ এইমত প্রতিদিন মায়ের আদেশে। বিশ্বরূপ ডাকিবার ছলেতে আইসে॥ চিন্তয়ে অদ্বৈত চিত্তে দেখি বিশ্বম্ভর। মোর চিত্ত হরে শিশু পরম সুন্দর॥ মোর চিত্ত হরিতে কি পারে অন্যজন। এইবা মোহর প্রভু মোহে মোর মন॥ সর্ব্বভূত হৃদয় ঠাকুর বিশ্বম্ভর। চিন্তিতে অদ্বৈত ঝাট চলি যায় ঘর॥ নিরবধি বিশ্বরূপ অদ্বৈতের সঙ্গে। ছাড়িয়া সংসার দুঃখ গোঙা য়েন রঙ্গে॥ বিশ্বরূপ কথা আদিখণ্ডেতে বিস্তর। অনন্ত চরিত্র নিত্যানন্দ কলে বর॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা সব ঈশ্বর সে জানে। বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী করিল কথোদিনে॥ জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য। চলিলা অনন্ত পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য॥ করি দণ্ড গ্রহণ চলিলা বিশ্বরূপ। আইর বিদরে নিরবধি শোকে বুক॥ মনেং গুণে আই হইয়া সুস্থির। অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিল বাহির॥ তথাপিও আই বৈষ্ণবাপরাধ ভয়ে

কিছু না বোলয়ে আই মনে দুঃখ পায়ে॥ বিশ্বম্ভর দেখি সব পাসরিল দুঃখ। প্রভুও মায়ের বড় বাড়ায়েন সুখ॥ দৈবে কথোদিনে প্রভু করিলা প্রকাশ। নিরবধি অদ্বৈতের সংহতি বিলাস॥ ছাড়িয়া সংসার সুখ প্রভু বিশ্বম্ভর। লক্ষ্মী পরিহরি থাকে অদ্বৈতেরঘর॥ না রহে গৃহেতে পুত্র হেন দেখি আই। এহোপুত্র নিল মোর আচার্য্য গোসাঞি॥ সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই। কে বলে অদ্বৈত দ্বৈত এবড় গোসাঞি॥ চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির। এহো পুত্র নাদিলেন করিবারে স্থির॥ অনাথিনী মোরেত কাহার নাহি দয়া। জগতেরে অদ্বৈত মোরে সে দ্বৈত মায়া॥ সবে এই অপরাধ আর কিছু নাই। ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঞি॥ একালে যে বৈষ্ণবেরে বড় ছোট বলে। নিশ্চিন্তে থাকুক সে জানিব কথো কালে॥ জননীর লক্ষে শিক্ষা গুরু ভগবান। বৈষ্ণবাপরাধ করায়েন সাবধান॥ চৈতন্য সিংহের আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন। না বুঝি বৈষ্ণব নিন্দে পাইব বন্ধন॥ একথার হেতু কিছু শুন মনদিয়া। যে নিমিত্ত গৌরচন্দ্র করিলেন ইহা॥ ত্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচী নন্দন। জানেন অদ্বৈতের হইবেক দুষ্টগণ অদ্বৈতেরে গাইবেক শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া। যত কিছু বৈষ্ণবের বচন নিন্দিয়া। যে বলিব অদ্বৈতেরে পরম বৈষ্ণব। তাহারেই বেড়িয়া লঙ্ঘিব পাপী সব॥ সেসবগণের পক্ষ অদ্বৈত ধরিতে। অতএব শক্তি নাহি এদণ্ড দেখিতে॥ সকল সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি বিশ্বম্ভর। জানেন বিলম্বে হইবেক বহুতর॥ অতএব দণ্ড দেখাইয়া জননীরে সাক্ষী করিলেন অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবেরে॥ বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যারগণ॥ তার রক্ষা সামর্থ নহিবে কোনজন॥ বৈষ্ণব নিন্দকগণ যাহার আশ্রয়। আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয়॥ বড় অধিকারী হয় আপনে এড়ায়। ক্ষুদ্র হৈলে গণ সহ অধঃপাত হয়॥ চৈতন্যের দণ্ড বুঝিবার শক্তি কার। জননীর লক্ষে দণ্ড করিল সভার॥ যেবা জন অদ্বৈতেরে বৈষ্ণব বলিতে। নিন্দা করে দ্বন্দ করে মরে ভালমতে॥ সর্ব্ব প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর মহেশ্বর। এই বড় স্তুতি যে তাহার অনুচর॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের নিস্কপট হঞা। কহিলেন গৌরচন্দ্র ঈশ্বর করিয়া নিত্যানন্দ প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি। নিত্যানন্দ প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি নিত্যানন্দ প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়। নিত্যানন্দ প্রসাদে সে বিষ্ণুভক্তি হয় নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ সেবকের মুখে। অহর্নিশ নিত্যানন্দ যশগায় সুখে। নিত্যানন্দ ভৃত্য সব দিগে সাবধান। নিত্যানন্দ ভৃত্যের চৈতন্য ধন প্রাণ॥ অল্প ভাগ্যে নাহি হই নিত্যানন্দ দাস। যাহারা লওয়ায় গৌর চন্দ্রের প্রকাশ॥ যে জন শুনয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান। সে হয় অনন্ত দাস নিত্যানন্দ প্রাণ॥ নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ অভেদ শরীর। আই ইহা জানে জানে আর কোন ধীর॥ জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের শয়ন। জয়২ নিত্যানন্দ সহস্র বদন॥ গৌড় দেশ ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ

রায়। কে পায় চৈতন্য বিনে তোমার কৃপায়॥ নিত্যানন্দ হেন প্রভু হারায় যাহার। কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার॥ হেন দিন হইব কি চৈতন্য নিতাই। দেখিব কি পারিষদ সঙ্গে এক ঠাই॥ আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর এবড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর॥ অদ্বৈত চরণে মোর এই নমস্কার। তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহুজান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি মধ্যখণ্ডে শ্রীশচীকে প্রেম দান দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গুণনিধি। জয় বিশ্বম্ভর জয় ভবাদির বিধি॥ জয়২ নিত্যানন্দ প্রিয় দ্বিজরাজ। জয়২ চৈতন্যের ভকত সমাজ॥ হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রীড়া করে নহে সর্ব্ব নয়ন গোচর॥ দিনে২ মহানন্দ নবদ্বীপ পুরী। বৈকুণ্ঠ নায়ক বিশ্বম্ভর অবতরি॥ প্রিয়তম নিত্যানন্দ সঙ্গে কুতূহলে। ভকত সমাজে নিজ নাম রসে খেলে॥ প্রতিদিন নিশাভাগে করয়ে কীর্ত্তন। ভক্ত বিনু থাকিতে না পায় অন্যজন॥ এতবড় বিশ্বম্ভর শক্তির মহিমা। ত্রিভুবনে লখিতে না পারে কেহো সীমা॥ অগোচরে দূরে থাকি মেলি দশে পাঁচে। মন্দমাত্র বোলে মম ঘর যায় পাছে॥ কেহ বলে কলিকালে কিসের বৈষ্ণব। যত দেখো হের পেটপোসাগুলা সব॥ কেহ বলে এগুলারে বান্ধি হাথ পায়॥ জলে পেলি জীয়ে যদি তবে ধন্যগায়॥ কেহ বলে আরে ভাই জানিল নিশ্চিত। গ্রাম খান লুটাইব নিমাঞি পণ্ডিত॥ ভয় দেখায়েন সভে দেখিবার তরে। অন্তরে নাহিক ভাগ্য চাতুর্য্যে কি করে॥ সংকীর্ত্তন করে প্রভু শচীর নন্দন। জগতের চিত্তবিত্ত করয়ে শোধন॥ দেখিতে নাপায় লোক করে অনুতাপ। সভেই অভাগ্য বলি ছাড়েন নিশ্বাস॥ কেহবা কাহার ঠাঞি পরিহার করে। সংগোপে কীর্ত্তন গিয়া দেখিবার তরে॥ প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ ইহা সর্ব্বদাসে জানে। এই ভয়ে কেহ কারে না লয় সে স্থানে॥ এক ব্রহ্মচারী সেই নবদ্বীপে বসে। তপস্বী পরম সাধু বসয়ে নির্দ্দোষে॥ সর্ব্বকাল পয়ঃ পান অন্ন নাহি খায়। শুনিতে কীর্ত্তন বিপ্র দেখিবারে চায়॥ প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীর্ত্তন। প্রবেশিতে নারে ভক্ত বিনা অন্য জন॥ সেই বিপ্র প্রতিদিন শ্রীবাসের স্থানে। নৃত্য দেখিবার তরে সাধয়ে আপনে তুমি যদি এক দিন কৃপাকর মোরে। আপনে লইয়া যাহ বাড়ির ভিতরে॥ তবে সে দেখিতে পাও পণ্ডিতের নৃত্য। লোচন সফল করো হও কৃতকৃত্য॥ এইমত

প্রতিদিন সাধয়ে ব্রাহ্মণ। আর দিনে শ্রীনিবাস বলেন বচন॥ তোমারেত জানি সর্ব্বকাল বড়ভাল। ব্রহ্মচর্য্যে ফলাহারে গোঙাইলা কাল॥ কোন পাপ নাহি জানি তোমার শরীরে। দেখিবার তোমারত আছে অধিকারে॥ প্রভুর সে আজ্ঞানাহি কেহো যাইবারে। সংগোপে থাকিবা এই বলিল তোমারে॥ এত বলি ব্রাহ্মণেরে লইয়া চলিলা। একদিগে আড়হই সংগোপে রহিলা॥ নৃত্য করে চতুর্দ্দশ ভুবনের নাথ। চতুর্দ্দিগে মহাভাগ্যবন্ত বর্গসাথ॥ কৃষ্ণরাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী। সভেমেলি গায় এই মহাকুতূহলী॥ নিত্যানন্দ গদাধর ধরিয়া বেড়ায় আনন্দে অদ্বৈত সিংহ চারিদিগে ধায়॥ পরানন্দ সুখে কেহো বাহ্য নাহি জানে বৈকুণ্ঠ নায়ক নৃত্য করয়ে আপনে॥ হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই। ইহা বহি আর কিছু শুনিতে না পাই॥ অশ্রুকম্প লোমহর্ষ সঘন হুঙ্কার। কে কহিতে পারে বিশ্বম্ভরের বিকার॥ সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি বিশ্বম্ভর রায়। জানে বিপ্র লুকা ইয়া আছয়ে এথায়॥ রহিয়া২ বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর। আজি কেন প্রেম যোগ নাপাও নির্ভর॥ কেহোজানি আসিয়াছে বাড়ির ভিতরে। কিছু নাহি বুঝ সভ্য কহ দেখি মোরে॥ ভয় পাই শ্রীনিবাস বোলয়ে বচন। পাষণ্ডের ইথে প্রভু নাহি আগমন॥ সবে এক ব্রহ্মচারী বড সুব্রাহ্মণ। সর্ব্বকাল পয়ঃপান নিষ্পাপ জীবন॥ দেখিতে তোমার নৃত্য শ্রদ্ধা তার বড॥ নিভৃতে আছয়ে প্রভু জানিয়াছ দৃঢ় শুনি ক্রোধাবেশে প্রভু বোলে বিশ্বম্ভর। ঝাট২ বাড়ির বাহিরেলএাকর॥ মোরনৃত্য দেখিতে উহার কোন শক্তি। পয়ঃপান করিলেকি মোতে হয় ভক্তি॥ দুইভুজ তুলি প্রভু অঙ্গুলী দেখায়। পয়ঃপানে কভো মোরে কেহো নাহি পায়॥ চণ্ডা লেহ মোহর শরণ যদি লয়। সেহো মোর মুঞি তার জানিহ নিশ্চয়॥ সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ। সেহ মোর নহে সত্য বলিল বচন॥ গজেন্দ্র বানর গোপে কিতপ করিল। বল দেখি তারা মোরে কিতপে পাইল॥ অসুরেহ তপ করে কি হয় তাহার। বিনে মোর শরণ নহিলে নহে পার॥ প্রভু বোলে পয়ঃ পানে মোরে নাহি পাই। সকল করিব চূর্ণ দেখিবে এথাই॥ মহা ভয়ে ব্রহ্মচারী হইলা বাহির। মনে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ মহাধীর॥ এই বড় ভাগ্য মুঞি যে কিছু দেখিনু। অপরাধ অনুরূপ শাস্তিও পাইনু॥ অদ্ভুত দেখিনু নৃত্য অদ্ভুত ক্রন্দন। অপরাধ অনুরূপ পাইনু তর্জ্জন॥ সেবক হইলে এইমত বুদ্ধি হয় সেবকে সে প্রভুর সকল দণ্ড শয়॥ এইমত চিন্তিয়া চলিতে বিপ্রবর। জানিলেন অন্তর্যামি শ্রীগৌর সুন্দর॥ ডাকিয়া আনিয়া পুন করুণাসাগর। পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর॥ প্রভু বোলে তপ করি না করিহ বল। বিষ্ণুভক্তি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জানিহ কেবল॥ হরিবলি সন্তোষে সকল ভক্তগণ। দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ততক্ষণ॥ শ্রদ্ধা করি শুনয়ে যেজন এ রহস্য। গৌরচন্দ্র প্রভু তারে মিলিব অবশ্য

ব্রহ্মচারী প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুর। আনন্দ আবেশ নৃত্য করেন প্রচুর ॥ সেই বিপ্র চরণে আমার নমস্কার। চৈতন্যের দণ্ড হৈল হেন বুদ্ধি যার ॥ এইমত প্রতি নিশা করয়ে কীর্ত্তন। দেখিবার শক্তি নাহি ধরে অন্যজন ॥ অন্তরে দুঃখিত সব লোক নদীয়ার। সভে পাষণ্ডিরে মন্দ বলয়ে অপার ॥ পাপীষ্ঠ নিন্দক বুদ্ধি নাশের লাগিয়া। হেন মহোৎসব দেখিবারে নারে গিয়া ॥ পাপীষ্ঠ পাষণ্ডী সব সবে নিন্দা জানে। বঞ্চিত হইয়া মরে এহেন কীর্ত্তনে ॥ পাপীষ্ঠ পাষণ্ডী লাগি নিমাঞি পণ্ডিত। ভালরে ও দ্বার নাহি দেয় কদাচিৎ ॥ তেঁহো সে কৃষ্ণের ভক্ত জানেন সকল। তাহার হৃদয় পুণ্য পরম নির্ম্মল ॥ আমরা সভের যদি তাঁকে ভক্তি থাকে। তবে নৃত্য দেখিব অবশ্য কোন পাকে ॥ কোন নগরিয়া বলে বসি থাক ভাই। নয়ন ভরিয়া দেখিবাঙ এই ঠাঞি ॥ সংসার উদ্ধার লাগি নিমাঞি পণ্ডিত। নদীয়ার মাঝে আসি হইলা বিদিত ॥ ঘরে২ নগরে২ প্রতিদ্বারে। করিবেন সংকীর্ত্তন বলিল তোমারে ॥ ভাগ্যবন্ত নগরিয়া সর্ব্ব অবতারে। পণ্ডিতের গণ সব নিন্দা করিমরে ॥ দিবস হইলে সব নগরিয়াগণ। প্রভু দেখিবার তরে করেন গমন ॥ কেহ বা নূতন দ্রব্য কার হাতে কলা। কেহো ঘৃত কেহ দধি কেহ দিব্য মালা ॥ লইয়া চলেন সভে প্রভু দেখিবারে। প্রভু দেখি সর্ব্বলোক দণ্ডবৎ করে ॥ প্রভু বোলে কৃষ্ণভক্তি হউক সবার। কৃষ্ণনাম গুণ বহি না বলিহ আর আপনে সভারে প্রভু করে উপদেশে। কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ॥ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ২ হরে২। হরে রাম হরে রাম রাম২ হরে২ ॥ প্রভু বোলে কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥ ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইব সভার। সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥ দশে পাঁচে মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া। কীর্ত্তন করহ সভে হাতে তালী দিয়া ॥ হরয়ে নমকৃষ্ণ যাদবায় নম গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥ কীর্ত্তন কহিনু এই তোমা সভাকারে। স্ত্রী পুত্রে বাপে মেলি করগিয়া ঘরে ॥ প্রভু মুখে মন্ত্র পাই সভার উল্লাস। দণ্ডবৎ করি সভে চলে নিজবাস ॥ নিরবধি সভেই জপেন কৃষ্ণ নাম। প্রভুর চরণ কায়মনে করি ধ্যান ॥ সন্ধ্যাহৈলে আপনার দ্বারে সবে মেলি। কীর্ত্তন করেন সভে দিয়া হাতে তালী ॥ এইমত নগরে২ সংকীর্ত্তন। করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন সভারে অসিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে। আপন গলার মালা দেই সভাকারে ॥ দন্তে তৃণ করি প্রভু পরিহার করে। অহর্নিশি ভাই সব ভজহ কৃষ্ণেরে ॥ প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে সর্ব্বজন। কায়মন বাক্য লইলেন সংকীর্ত্তন ॥ পরম আনন্দে সব নগরিয়াগণ। হাথে তালী দিয়া বোলে রাম নারায়ণ ॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্ব ঘরে। দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে ॥ সেই সব বাদ্যইবে কীর্ত্তন সময়ে। গায়েন বায়েন সভে আনন্দ হৃদয়ে ॥ হরিও রাম রাম হরিও রাম। এইমত

নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম॥ খোলাবেচা শ্রীধর যায়েন সেই পথে। দীর্ঘ করি হরি নাম বলিতে বলিতে॥ শুনিয়া কীর্ত্তন আরম্ভিলা মহানৃত্য। আনন্দে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য॥ দেখিয়া তাহার সুখ নগরিয়াগণ। বেড়িয়া চৌদিগে সভে করেন কীর্ত্তন॥ গড়াগড়ী যায়েন শ্রীধর প্রেম রসে। বহির্মুখ সকল দূরেতে থাকি হাসে॥ কোনো পাপী বলে হের দেখ ভাই সব। খোলা বেচা মিনসাও হইল বৈষ্ণব॥ পরিধান বস্ত্র নাহি পেটে নাহি ভাত। লোকেরে জানায় ভাব হইল আমাত॥ নগরিয়া গুলা বোলে মাগি খাই মরে। অকালেতে দুর্গোৎ সব আনিলেক ঘরে॥ এইমত পাষণ্ডীরা বল্‌গায়ে সদায়। প্রতিদিন নগরিয়াগণে কৃষ্ণ গায়॥ একদিন দৈবে কাজি সেই পথে যায়। মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়। হরি নাম কোলাহল চতুর্দ্দিগে মাত্র॥ নয়া সঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র কাজি বলে ধর ধর আজি করোঁ কার্য্য। আজি বা কি করে তোর নিমাঞি আচার্য আথেব্যথে পলাইল নগরিয়াগণ॥ মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন॥ যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে। ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে। কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া। করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥ ক্ষমা করি যাঙ আজি দৈবে হৈল রাতি। আর দিন নাগালি পাইলে লৈব জাতি॥ এই মত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া। নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া॥ দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া। হিন্দু কাজি সব আর মারে কদর্থিয়া॥ কেহ বলে হরিনাম লৈব মনে মনে। হুড়াহুড়ি বলিয়াছে কোন বা পুরাণে॥ লংঘিলে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়। জাতি করিয়াও এগুলার নাহি ভয়॥ নিমাঞি পণ্ডিত যে করেন অহঙ্কারে। সবচূর্ণ হইবেক কাজির দুয়ারে॥ নগরে নগরে যে বুলেন নিত্যানন্দ দেখ তার কোন দিন বাহিরায় রঙ্গ॥ উচিত বলিতে হই আমরা পাষণ্ড। ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড॥ ভয়ে কেহো কিছু নাহি করে প্রত্যুত্তর। প্রভু স্থানে গিয়া সভে কৈলেন গোচর॥ কাজির ভয়েতে আর না করি কীর্ত্তন। প্রতিদিন বুলে লই সহস্রেক জন॥ নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্য স্থানে। গোচরিল এই দুই তোমার চরণে॥ কীর্ত্তনের বাধ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র মূর্ত্তিধর॥ হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন। কর্ণ ধরি হরি বোলে নগরিয়াগণ প্রভু বোলে নিত্যানন্দ হও সাবধানে। এইক্ষণে চল সব বৈষ্ণবের স্থানে সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন। দেখি মোরে কোন কর্ম্ম করে কোন জন। দেখোঁ আজি পোড়াঙ কাজির ঘর দ্বার। কোন কর্ম্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার॥ প্রেমভক্তি বৃষ্টি আজি করিমু বিশাল। পাষণ্ডীরগণের হইমু আজি কাল॥ চল২ ভাই সব নগরিয়াগণ। সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা কয়হ কথন॥ কৃষ্ণের রহস্য আজি দেখিবেক যে। এক মহাদীপ লঞা আসিবেক সে॥ ভাঙ্গিয়

কাজির ঘর কাজির দুয়ারে। কীর্ত্তন করিব দেখো কোন কর্ম্ম করে॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস। মুঞি বিদ্যমানে ওকি ভয়ের প্রকাশ॥ তিলার্দ্ধেক ভয় কেহো না করিহ মনে। বিকালে আসিব ঝাট করিয়া ভোজনে॥ ততক্ষণে চলিলেন নগরিয়াগণ। আনন্দে ডুবিল সব কিসের ভোজন॥ নিমাঞি পণ্ডিত আজি নগরে নগরে। নাচিবেন ধ্বনি হৈল প্রতি ঘরে ঘরে॥ বাপে বান্ধিলেও পুত্র বান্ধে আপনার। কেহ কারে হরিবেনা পারে রাখিবার॥ তার বড় তার বড় সভেই বান্ধেন। বড়২ ভাণ্ডে তৈল করিয়া লয়েন॥ অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার। এ দিউড়ি সংখ্যা করিবার শক্তি কার॥ ইতিমধ্যে যেযে ব্যবহারে বড় হয় সহস্রেক সাজাইয়া কোনজনে লয়॥ হইল দিউড়ি ময় নবদ্বীপ পুর। স্ত্রীবাল বৃদ্ধের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর॥ এহো শক্তি অন্যের কি হয় কৃষ্ণ বিনে। তভু পাপী লোক না জানিল এতদিনে॥ ঈষৎ আজ্ঞায় মাত্র সর্ব্ব নবদ্বীপ। চলিল দিউড়ি লই প্রভুর সমীপ॥ শুনি সর্ব্ব বৈষ্ণব আইলা ততক্ষণ। সভারে করেন আজ্ঞা শচীর নন্দন॥ আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্য গোসাঞি। এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঞি॥ মধ্যে নৃত্য করি যাইবেন হরিদাস। এক সম্প্রদায় গাইবেন তান পাশ॥ তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাস পণ্ডিত। এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ভীত॥ নিত্যানন্দ দিগে চাহিলেন মাত্র প্রভু। নিত্যানন্দ বোলে তোমা না ছাড়িব কভু॥ ধরিয়া বুলিব প্রভু এই কার্য্য মোর। তিলেক হৃদয়ে পদ না ছাড়িব তোর স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু মোর কোন শক্তি। যথা তুমি তথা আমি এই মোর ভক্তি নিত্যানন্দ ধারা দেখি নিত্যানন্দ অঙ্গে। আলিঙ্গন করি রাখিলেন নিজ সঙ্গে॥ এই মত যার যেন চিত্তের উল্লাস। কেহ বা স্বতন্ত্র নাচে কেহো প্রভু পাশ॥ মন দিয়া শুন ভাই নগর কীর্ত্তন। যে কথা শুনিলে কর্ম্ম বন্ধের খণ্ডন॥ গদাধর বক্রেশ্বর মুরারি শ্রীবাস। গোপীনাথ জগদীশ বিপ্র গঙ্গাদাস॥ রামাই গোবিন্দানন্দ শ্রীচন্দ্র শেখর। বাসুদেব শ্রীগর্ভ মুকুন্দ শ্রীধর॥ গোবিন্দ জগদানন্দ নন্দন আচার্য্য। শুক্লাম্বর আদি যে যে জানে রহ কার্য্য॥ অনন্ত চৈতন্য ভৃত্য কেবা জানে নাম। বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ॥ সঙ্গোপাঙ্গে অস্ত্র পারিষদে প্রভু নাচে। ইহা বর্ণিবারে কি নরের শক্তি আছে॥ অবতার এমত কি আছে অদভুত। যাহা প্রকাশিলেন হইয়া শচী সুত॥ তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস। অপরাহ্ন আসিয়া হইল পরকাশ॥ ভকতগণের চিত্তে কি হৈল আনন্দ সভে সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে ভক্তবৃন্দ॥ নগরে নাচিব প্রভু কমলার কান্ত। দেখিয়া জীবের দুঃখ ঘুচিবে নিতান্ত॥ স্ত্রীবাল বৃদ্ধ কিবা স্থাবর জঙ্গম। সে নৃত্য দেখিলে সর্ব্ব বন্ধের মোচন॥ কাহার নাহিক বাহ্য আনন্দ আবেশ। গোধূলী সময় আসি হইল প্রবেশ॥ কোটি২ লোক আসি আছয়ে দুয়ারে। পরশিয়া

ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরি ধ্বনি করে॥ হুঙ্কার করিল প্রভু শচীর নন্দন। সুখে পরিপূর্ণ হৈল সভার শ্রবণ॥ হুঙ্কারের সুখে সভে হইলা বিহ্বল। হরি বলি সভে দীপ জ্বালিল সকল॥ লক্ষ কোটি দীপ সব চতুর্দ্দিগে জলে। লক্ষ কোটি লোক চারি দিগে হরিবোলে॥ কি শোভা হইল সে বলিতে শক্তিকার। কি সুখের না জানি হইল অবতার॥ কিবা চন্দ্র শোভা করে কিবা দিনমণি। কিবা তারাগণ জ্বলে কিছুই না জানি॥ সবে জ্যোতির্ম্ময় দেখি সকল আকাশ। জ্যোতি রূপে কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ॥ হরি বলি ডাকিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর। সকল বৈষ্ণবগণ হইলা সত্বর॥ করিতে লাগিলা প্রভু বেড়িয়া কীর্ত্তন। সভার অঙ্গেতে মালা শ্রীভাণ্ড চন্দন॥ করতাল মন্দিরা সভার শোভে করে। কোটি সিংহ জিনিয়া সভেই শক্তি ধরে॥ চতুর্দ্দিগে আপন বিগ্রহ ভক্তগণ। বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচী নন্দন॥ প্রভু মাত্র বাহির হইলা নৃত্য রসে। হরি বলি সর্ব্বলোক মহানন্দে ভাষে॥ সংসারের তাপ হরে শ্রীমুখ দেখিয়া। সর্ব্বলোক হরি বোলে আলগ হইয়া॥ জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্যের সীমা। হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥ তথাপিহ বলি তান কৃপা অনুসারে। অন্যথা সে রূপ কহিবারে কেবা পারে॥ জ্যোতির্ম্ময় কনক বিগ্রহ বেদ সার। চন্দন ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥ চাঁচর চিকুরে শোভে মালতির মালা মধুর২ হাসে জিনি সর্ব্বকলা। ॥ ললাটে চন্দন শোভে ফাল্গু বিন্দু সনে। বাহু তুলি হরি বোলে শ্রীচন্দ্র বদনে॥ আজানু লম্বিত মালা সর্ব্ব অঙ্গে দোলে। সর্ব্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম নয়নের জলে॥ দুই মহা ভুজ যেন কনকের স্তম্ভ। পুলকের শোভা যেন কনক কদম্ব॥ সুরঙ্গ অধর অতি সুন্দর দশন। শ্রুতি মূলে শোভা করে ভ্রুযুগ পত্তন॥ গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ হৃদয় সুপীন। তহি শোভে শুক্ল যজ্ঞ সূত্র অতিক্ষীণ॥ চরণার বিন্দে রমা তুলসীর স্থান। পরম নির্ম্মল সূক্ষ্ম বাস পরিধান॥ উন্নত নাসিকা সিংহ গ্রীব মনোহর। সভাহৈতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর॥ যে যে স্থানে থাকিয়া সকল লোক বলে। অই ঠাকুরের কেশ শোভে নানা ফুলে॥ এতেকে সে লোকের হইল সমুচ্চয়। সরিষাও পড়িলেও তলনাহি হয়॥ তথাপিহ হেন কৃপা হইল তখন। সভেই দেখেন সুখে প্রভুর বদন॥ প্রভুর শ্রীমুখ দেখি সব নারীগণ। হুলাহুলি দিয়া হরিবোলে অনুক্ষণ॥ কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে। পূর্ণ ঘট শোভে নারিকেল আম্র সারে॥ ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর। দধি দূর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর॥ এইমত নদীয়ার প্রতি দ্বারে দ্বারে। হেন নাহি জানো ইহা কোন জনে করে॥ বুলে স্ত্রীপুরুষ সব লোক প্রভু সঙ্গে। কেহো কাহা না জানে পরমানন্দ রঙ্গে॥ চোরের আছিল চিত্ত এই অবসরে। আজি চুরি করিয়াও প্রতি ঘরে ঘরে॥ সেহো চোর পাসরিল

ভাব আপনার॥ হরি বহি মুখে কারো না আইসে আর॥ হইল সকল পথ খই কড়ি ময়। কেবা করে কেবা পেলে হেন রঙ্গ হয়॥ স্তুতি হেন না মানিহ এসকল কথা। এইমত হয় কৃষ্ণ বিহরেণ যথা। নবলক্ষ প্রাসাদ দ্বারকার রত্নময়। নি মেষে হইল এই ভাগবতে কয়॥ যে কালে যাদব সঙ্গে সেই দ্বারকায়। জলকেলি করিলেন এই দ্বিজ রায়। জগতে বিদিত হয় লবন সাগর। ইচ্ছা মাত্র হইল অমৃত জলধর॥ হরিবংশে কহেন সে সব গোপ্যকথা। এতেকে সন্দেহ কিছু না করিহ এথা॥ সেই প্রভু নাচে নিজ কীর্ত্তনে বিহ্বল। আপনেই উপসন্ন সকল মঙ্গল। ভাগীরথী তীরে প্রভু নৃত্য করি যায়। আগে পাছে হরি বলি সর্ব্বলোক ধায়॥ আচার্য্যগোসাঞি আগে জনা কথোলঞা। নৃত্য করি চলিলেন পরানন্দ হঞা॥ তবে হরিদাস কৃষ্ণ সুখের সাগর। আজ্ঞায় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর তবে নৃত্য করিয়া চলিলা শ্রীনিবাস। কৃষ্ণ সুখে পরিপূর্ণ যাহার বিলাস॥ এইমত ভক্তগণ আগে নাচে গায়। সভারে বেড়িয়া এক এক সংপ্রদায়॥ সকল পশ্চাতে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। যায়েন করিয়া নৃত্য অতি মনোহর॥ মধুকণ্ঠ হইলেন সর্ব্ব ভক্তগণ। কভো নাহি গায় সেহো হইল গায়ন॥ মুরারি মুকুন্দ দত্ত রামাই গোবিন্দ। বক্রেশ্বর বাসুদেব আদি যত বৃন্দ॥ সভেই নাচেন প্রভু বেড়িয়া গায়েন। আনন্দে পুর্ণিত প্রভু সংহতি যায়েন॥ নিত্যানন্দ গদাধর যায় দুই পাশে। প্রেম সুধাসিন্ধু মাঝে দুই জন ভাসে॥ চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে। লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে॥ কোটি২ মহাতাপ জ্বলিতে লাগিল। চন্দ্রের কিরণ সর্ব্বশরীরে হইল॥ চতুর্দ্দিগে কোটি২ মহাদীপ জলে কোটি২ লোক চতুর্দ্দিগে হরি বোলে॥ দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অদ্ভুত বিকার। আ নন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার॥ ক্ষণে২ হয় প্রভু অঙ্গ ধুলাময়। নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয়॥ সেকম্প সে ঘর্ম্ম সেবা পুলক দেখিতে। কে আছে এমন হেন না পড়ে ভুমিতে॥ নগরে উঠিল মহা কৃষ্ণ কোলাহল। হরিবলি ঠাঞি২ নাচয়ে সকল॥ হরিও রাম রাম হরিও রাম। হরিবলি সকল নাচয়ে ভাগ্যবান॥ এইমত ঠাঞি২ মেলি দশপাঁচে। কেহো গায় কেহো বায় কেহো মাঝে নাচে॥ লক্ষ২ কোটি২ হৈল সংপ্রদায়। আনন্দে নাচিয়া সব নবদ্বীপ যায়॥ হরয়েনমঃ কৃষ্ণ যাদ বায়নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসুদন॥ কেহোঁ কাহা নাচয়ে হইয়া এক মেলি। দশে পাঁচে নাচে কঁহা দিয়া করতালী॥ দুইহাথ জোড়া দ্বীপে তৈলের ভাজনে। এবড় অদ্ভুত তালী দিলেন কেমনে॥ হেন বুঝি বৈকুণ্ঠ আইলা নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠ স্বভাব ধর্ম্ম পাইলেন লোকে॥ জীবেমাত্র চতুর্ভুজ হইয়া সকল। না জানিল হেন কৃষ্ণ আনন্দে বিহ্বল॥ হস্ত যে হইল চারি তাহো নাহি জানে। আপনার স্মৃতি গেল তবে তালি কেনে॥ হেন মতে বৈকুণ্ঠের সুখ নবদ্বীপে। নাচিয়ে

যায়েন সভে গঙ্গার সমীপে॥ বিজয় হইলা হরি নন্দ ঘোষের বালা। হরি২ হাথে বাঁশী গলে বনমালা॥ জয় হরিরাম হরিহরি॥ ধ্রু॥ এইমত কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্ব লোক। পাসরিলা দেহ ধর্ম্ম যত দুঃখ শোক॥ গড়াগড়ী যায় কেহো মালসাট মারে কাহার জিহ্বায় নানা মত বাক্যস্ফুরে॥ কেহো বোলে এবে কাজিবেটা গেল কোথা লাগ পাও এখনে ছিণ্ডিয়া পেলোমাথা। নড়দিয়া যায় কেহো পাষণ্ডী ধরিতে কেহো পাষণ্ডীর নামে কিলায় মাটিতে॥ না জানি বা কত জনে মৃদঙ্গ বাজায় না জানি বা মহানন্দে কতগণে গায়॥ হেন প্রেম বৃষ্টি হৈল সব নদীয়ায়। বৈকুণ্ঠ সেবক যাহা চাহে সর্ব্বথায়॥ যেসুখে বিহ্বল অজ অনন্ত শঙ্কর। হেন রসে ভাসে সর্ব্বনদীয়া নগর॥ গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়। সঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পারি ষদে নাচি যায়॥ পৃথিবীর আনন্দে নাহিক সমুচ্চয়। আনন্দ হইলা সর্ব্বাদগ পথময়॥ তিলমাত্র অনাচার হেন ভুমি নাই। পরম উত্তম হৈল সর্ব্ব ঠাঞিং২॥ নাচিয়া যায়েন প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। বেড়িয়া গায়েন চতুর্দ্দিগে অনুচর॥ অথপদ॥ তুয়ার চরণে মন লাগুহুরে॥ সারঙ্গ ধর তুয়ার চরণে মন লাগহুরে ॥ ধ্রু॥ চৈতন্য চন্দ্রের এই আদি সংকীর্ত্তন। ভক্তগণ গায় নাচে শ্রীশচীনন্দন॥ কীর্ত্তন করেন সভে ঠাকুরের সনে। কোন দিগে যাই ইহা কেহো নাহি জানে॥ লক্ষ কোটি লোকে যে করয়ে হরিধ্বনি। ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥ ব্রহ্মলোক শিব লোক বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত। কৃষ্ণ সুখে পূর্ণ হৈলা নাহি যার অন্ত॥ সপার্ষদে সর্ব্বলোক আইল দেখিতে। দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সভার সহিতে॥ চৈতন্য পাইয়া ক্ষণে সর্ব্ব দেবগণ॥ নররূপে মিসাইয়া করেন কীর্ত্তন॥ অজভব বরুণ কুবের দেবরাজ। যমসোম আদি যত দেবের সমাজ॥ ব্রহ্মসুর স্বরূপ অপূর্ব্ব দেখি রঙ্গ। সভে হৈলা নররূপে চৈতন্যের সঙ্গ॥ দেবনরে একত্র হইয়া হরিবোলে। আকাশ পূরিয়া সব মহাদীপ জলে। কদলক বৃক্ষ প্রতি দুয়ারে দুয়ারে। পূর্ণ ঘট ধান্য দুর্ব্বা দীপ আম্রসারে॥ নদীয়ায় সম্পত্তি বর্ণিতে শক্তিকার। অসংখ্য নগর ঘর চত্বর যাহার॥ একোজাতি লোক যাতে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ। ইহা সংখ্যা করিবেক কেমন অবুধ॥ অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা সকল একত্র লই থুইলেন তথা॥ স্ত্রীয়ে যত জয়কার দিয়া বোলে হরি। তাহি লক্ষবৎসরেও বর্ণিতে না পারি॥ যে সব দেখয়ে প্রভু নাচিয়া যাইতে। তারা আর চিত্ত বিত্ত না পারে ধরিতে॥ সে কারুণ্য শুনিতে সে ক্রন্দন দেখিতে। পরম লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে॥ বোল বোল বলি নাচে গৌরাঙ্গসুন্দর। সর্ব্ব অঙ্গে শোভে মালা অতি মনোহর॥ যজ্ঞসূত্র ত্রিকচ্ছ বসন পরিধান। ধুলায় ধুষর প্রভু কমল নয়ান॥ মন্দাকিনী হেন প্রেম ধারার গমন। চান্দের লাগয়ে মন দেখি সে বদন॥ সুন্দর নাসাতে বহে অবিরত ধার। অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার

হার ॥ সুন্দর চাঁচর কেশ বিচিত্র বন্ধন। তহি মালতীর মালা অতি সুশোভন
জনমে জনমে প্রভু দেহ এই দান। হৃদয়ে রহুক এই কেলি অবিরাম ॥ এইমত
বরমাগে সকল ভুবন। নাচিয়া যায়েন প্রভু শ্রীশচী নন্দন ॥ প্রিয়তম সব আগে
নাচি নাচি যায়। আপনি নাচয়ে পাছে বৈকুণ্ঠের রায় ॥ চৈতন্য প্রভু সে ভক্ত
বাড়াইতে জানে। যেন করে ভক্ত তেন করয়ে আপনে॥ এইমত মহাপ্রভু নাচি
তে নাচিতে। সভার সহিত আইসেন গঙ্গাপথে ॥ বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর নাচে সর্ব্ব নদীয়ায়।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ পুণ্যকীর্ত্তি গায় ॥ হরিবোল মুগধা গোবিন্দ বোলরে। যাহা
হৈতে নাহি হয় শমন ভয়রে ॥ ॥ ধ্রু ॥ এই সব কীর্ত্তনে নাচয়ে গৌরচন্দ্র। ব্রহ্মাদি
সেবয়ে যার পাদপদ্ম দ্বন্দ ॥ পাহিড়া রাগঃ॥ নাচে বিশ্বম্ভরঃ বৈকুণ্ঠ ঈশ্বরঃ ভা
গীরথী তীরে তীরে। যার পদধূলীঃ হই কুতুহলীঃ অনন্ত ধরেন শিরে॥ শিব শিব
বলিয়া নাচেন বিশ্বম্ভর। ॥ ধ্রু ॥ অপূর্ব্ব বিকারঃ নয়নে সুধারঃ হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি
হাসিয়া হাসিয়াঃ শ্রীভুজ তুলিয়াঃ বোলে হরিহরি বাণী ॥ মদন সুন্দরঃ গৌর কলে
বরঃ দিব্যবাস পরিধানে। চাঁচর চিকুরেঃ মালা মেনোহরে যেন দেখি পাঁচ বাণে
চন্দন চর্চ্চিতঃ শ্রীঅঙ্গ শোভিতঃ গলে দোলে বনমালা। ঢুলিয়া পড়য়েঃ প্রেমে
ধীর নয়েঃ আনন্দে শচীর বালা ॥ কাম সরাসনঃ ভ্রূযুগ পত্তনঃ ভালে মলয়জ
বিন্দু। মুকুতা দশনঃ শ্রীযুত বদনঃ প্রকৃতি করুণা সিন্ধু ॥ ক্ষণে শত শতঃ বিকার
অদ্ভুতঃ কত করিব নিশ্চয়ঃ। অশ্রু কম্প ঘর্ম্মঃ পুলক বৈবর্ণঃ নাজানি কতেক হয়
ত্রিভঙ্গ হইয়াঃ কবহু রহিয়াঃ অঙ্গুলী মুরলী যায়। জিনি মত্ত গজঃ চলই সহজ
দেখিয়া নয়ন জুড়ায় ॥ অতি মনোহরঃ যজ্ঞসূত্র ধরঃ সদয় হৃদয় শোভে
এবুঝি অনন্তঃ হই গুণবন্তঃ রহিলা পরশ লোভে॥ নিত্যানন্দ চাঁদঃ মাধব
নন্দনঃ শোভাকরে দুইপাশে। যত প্রিয়গণঃ করয়ে কীর্ত্তনঃ শভা চাহি চাহি
হাসে॥ যাহার কীর্ত্তনঃ করি অনুক্ষণঃ শিব দিগম্বর হৈলা। সে প্রভু বিহ
রেঃ নগরে নগরেঃ করিয়া কীর্ত্তন খেলা ॥ যে করয়ে বেশঃ যে অঙ্গ যে কেশঃ
কমলা লালন করে। সে প্রভু ধূলায়েঃ গাড়াগড়ী যায়ে প্রতি নগরে নগরে ॥ ১০ ॥
লক্ষকোটি দীপেঃ চন্দ্রের আলোকে না জানি কিভেল সুখে। সকল সংসারঃ
হরি বহি আর না বোলয়ে কারো মুখে ॥ অপূর্ব্ব কৌতুক দেখি সর্ব্বলোক আনন্দে
হইল ভোর। সভেই সভার চাহিরা বদন, বলে ভাই হরি বোল ॥ প্রভুর আনন্দ
জানে নিত্যানন্দ, যখন যেরূপ হয়ে। পড়িবার বেলে, দুই বাহু মেলে, যেন
অঙ্গে প্রভু রহে ॥ নিত্যানন্দ ধরি, বিরাসন করি, ক্ষণে মহাপ্রভু বসে। বাম
কক্ষে তালী, দিয়া কুতূহলী, হরি২ বলি হাসে ॥ অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে,
মুঞি দেব নারায়ণ। কংসাসুর মারি, মুঞি সে কংসারি, বলিরে ছলিয়া বামন
সেতু বন্ধ করি, রাবণ সংহরি, মুঞি সে রাঘব রায়। করিয়া হুঙ্কার, তত্ত্ব আপ

নার, কহে চারিদিগে চায়॥ কে বুঝে সে তত্ত্ব অচিন্ত্য মহত্ত্ব, সেইক্ষণে কহে আন। দন্তে তৃণ ধরি প্রভু২ বলি, মাগয়ে ভকতি দান॥ যখন যে করে, গৌরাঙ্গ সুন্দরে, সব মনোহর লীলা। আপন বদনে, আপন চরণে, অঙ্গুলি ধরিয়া খেলা বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর, সব নবদ্বীপে নাচে। শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম বেদে প্রকাশিব পাছে॥ মন্দিরা, মৃদঙ্গ, শঙ্খ করতাল, না জানি কতেক বাজে মহা হরিধ্বনি, চতুর্দ্দিগে শুনি, মাঝে শোভে দ্বিজরাজে॥ জয়২ জয়, নগর কীর্ত্তন, জয় বিশ্বম্ভর নৃত্য। বিংশতি পদগীতং চৈতন্য চরিত, জয় চৈতন্যের ভৃত্য॥ যেই দিগে চাহে, প্রভু বিশ্বম্ভর, সেই দিগে প্রেমেভাসে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ, গায় বৃন্দাবন দাসে ॥২০॥ শিব২ শিব বলি নাচে বিশ্বম্ভর। অতিসে মঙ্গল শিব শিবোচ্চারণ ॥ ধ্রু॥ হেন মহা রঙ্গে প্রতি নগরে নগর কীর্ত্তন করেন সর্ব্বলোকের ঈশ্বর॥ অবিচ্ছিন্ন হরি ধ্বনি সর্ব্বলোকে করে। ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুণ্ঠেরে॥ শুনিয়া বৈকুণ্ঠ নাথ প্রভু বিশ্বম্ভর সন্তোষে পূর্ণিত সব হয় কলেবর॥ পুনঃ পুন বোল বল বলে বিশ্বম্ভর উল্লাসে উঠয়ে প্রভু আকাশ উপর॥ মত্ত সিংহ জিনি একো তরঙ্গ প্রভুর। দেখিতে সভার হর্ষ বাড়য়ে প্রচুর॥ গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায় আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর রায়॥ আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি। তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি॥ বারোকো না ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া। গঙ্গার নগরদিয়া গেলা সিমলিয়া॥ লক্ষকোটি মহাদীপ চতুর্দ্দিগে জলে। লক্ষকোটি লোক চতুর্দ্দিগে হরি বোলে॥ চন্দ্রের আলোকে অতি অপূর্ব্ব দেখিতে। দিবানিশি এক কেহো নারে নিশ্চইতে॥ সকল দুয়ার শোভা করে সুমঙ্গলে। রম্ভাপূর্ণ ঘট আম্রসার দীপজলে॥ অন্তরীক্ষে থাকি যত শুদ্ধ দেবগণ। চম্পক মল্লিকা পুষ্প করে বরিষণ॥ পুষ্পবৃষ্টি হৈল নবদ্বীপ বসুমতি পুষ্পরসে জিহ্বারসে করিল উন্নতি॥ সুকুমার পদাম্বুজ প্রভুর জানিয়া। জিহ্বা প্রকাশিলা দেবী পুষ্পরূপ হঞা॥ আগে নাচে অদ্বৈত শ্রীবাস হরিদাস। পাছে নাচে গৌরচন্দ্র সকল প্রকাশ॥ যে নগরে প্রবেশ করয়ে গৌররায়। গৃহ বিত্ত পরিহরি শুনি লোক ধায়॥ দেখিয়া সে চন্দ্রমুখ জগত জীবন। দণ্ডবৎ হইয়া পডয়ে সর্ব্বজন॥ নারীগণ হুলাহুলী দিয়া বোলে হরি॥ স্বামি পুত্র গৃহ বিত্ত সকল পাসরি॥ অর্ব্বুদ২ সে নগর নদীয়ার। শ্রীকৃষ্ণের উন্মাদ হইল সভাকার॥ কেহো নাচে কেহো গায় কেহো বলে হরি। কেহো গড়াগড়ী যায় আপনা পাসরি॥ কেহো কেহো নানামত বাদ্য বাজায় মুখে। কেহো কারো কান্ধে উঠে পরানন্দ সুখে॥ কেহো কার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে। কেহো কারো চরণ আপন কেশে বান্ধে॥ কেহো দণ্ডবৎ হয় কাহার

চরণে। কেহো কোলাকোলী বা করয়ে কার সনে॥ কেহো বলে মুঞি এই নি মাঞি পণ্ডিত। জগত উদ্ধার লাগি হইনু বিদিত॥ কেহ বলে আমি শ্বেত দ্বীপের বৈষ্ণব। কেহ বলে আমি বৈকুণ্ঠের পারিষদ॥ কেহ বলে এবে কাজি বেটা গেল কোথা। নাগালি পাইলে আজি চূর্ণ করো মাথা॥ পাষণ্ডী ধরিতে কেহ নড়দিয়া যায়। ধর২ এই পাপ পাষণ্ডী পলায়॥ বৃক্ষের উপরে গিয়া কেহ কেহ চড়ে সুখে পুনঃ পুন গিয়া লাফদিয়া পড়ে॥ পাষণ্ডীরে ক্রোধ করি কেহ ভাঙ্গে ডাল কেহ বলে এই মুঞি পাষণ্ডীর কাল॥ অলৌকিক শব্দ কেহ উচ্চকরি বোলে যম রাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহ চলে॥ সেই খানে থাকি বলে আরে যমদূত বলগিয়া যথা আছে তোর সূর্য্যসুত॥ বৈকুণ্ঠ নায়ক অবতরি শচীঘরে। আপনে কীর্ত্তন করে নগরে২॥ যে নাম প্রভাবে তোর ধর্ম্মরাজ যম। যে নামে তরিল অজামিল বিপ্রাধম॥ হেন নাম সর্ব্ব মুখে প্রভু বোলাইল। যার উচ্চারিতে শক্তি নাহি সেহোত শুনিল॥ প্রাণি মাত্রে কারে যদি করে অধিকার। মোর দোষ নাহি তবে করিব সংহার॥ ঝাটগিয়া কয় যথা আছে চিত্র গুপ্ত। পাপীর লিখন সব ঝাট কর লুপ্ত॥ যে নাম প্রভাবে তীর্থরাজ বারাণসী। যাহাগায় শুদ্ধ সত্ত্ব শ্বেতদ্বীপ বাসী॥ সর্ব্ববন্দ্য মহেশ্বর যেনাম প্রভাবে। হেন নাম সর্ব্বলোক শুনে বোলে এবে॥ হেন নাম লহ ছাড় সর্ব্ব অপকার। ভজ বিশ্বম্ভর নহে করিব সংহার আর জন দশবিশে নড়দিয়া যায়। ধর২ কোথা কাজি ভাড়িয়া পলায়॥ কৃষ্ণের কীর্ত্তন যেযে পাপী নাহি মানে। কোথাগেল সে সকল পাষণ্ডী এখনে॥ মাটিতে কিলায় কেহো পাষণ্ডী বলিয়া। হরিবলি ধায় কেহো হুঙ্কার বরিয়া॥ এইমত কৃষ্ণের উন্মাদে সর্ব্বক্ষণ। কিবা বলে কিবা করে নাহিক স্মরণ॥ নগরিয়া সকলের উন্মাদ দেখিয়া। মরয়ে পাষণ্ডী সব জলিয়া পুড়িয়া॥ সকল পাষণ্ডী মেলি গুণে মনে মনে। গোসাঞি করেন কাজি আইসে এখনে॥ কোথা যায় রঙ্গঢঙ্গ কোথা যায় ডাক। কোথা যায় নাটগীত কোথা যায় হাক॥ কোথা যায় কলা পোতা ঘট আম্রসার। এসকল বচনের শোধিতবে ধার॥ যত দেখ মহাতাপ দিউড়ি সকল। যত দেখ হের সব ভাবক মণ্ডল॥ গণ্ডগোল শুনিয়া আইসে কাজি যবে সভার গঙ্গায় ঝাপ দেখি মাত্র তবে। কেহ বলে মুঞি তবে কুলিতে থাকিয়া॥ নগরিয়া সবদেও গঙ্গায়ে বান্ধিয়া॥ কেহ বলে চল যাই কাজিরে কহিতে। কেহ বলে যুক্ত নহে এমন করিতে॥ কেহ বলে ভাই সব এক যুক্তি আছে। সভে নড় দিয়া যাই ভাবকের কাছে॥ ওই আইসে কাজি বলি বচন তোলাই। তবে না রহিবে একজন এইঠাঞি॥ এইমত পাষণ্ডী আপনা খাইমরে। চৈতন্যের গণমত্ত কীর্ত্তন বিহরে॥ সভার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা। আনন্দে গায়েন কৃষ্ণ সভে হই ভোলা॥ নদীয়ার একান্তে নগর সিমলিয়া। নাচিতে২ প্রভু উত্তরিলাসিয়া

অনন্ত অর্ব্বুদ হরিহরি ধ্বনি শুনি। হুঙ্কার করিয়া নাচে দ্বিজকুল মণি॥ সে কমল নয়নে বা কত আছে জল। কতেক বা ধারাবহে পরম নির্ম্মল॥ কম্প ভাবে উঠে পড়ে অন্তরীক্ষ হৈতে। কান্দে নিত্যানন্দ প্রভু না পারে ধরিতে॥ শেষেবাযে হয়েমূর্চ্ছা আনন্দসহিতে॥ প্রহরেকো ধাতু নাহিসভে চমকিতে॥ এইমত অপূর্ব্ব দেখিয়া সর্ব্বজন। সভেই বলেন এপুরুষ নারায়ণ॥ কেহবলে নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন কেহ বলেযে সেহউ মনুষ্য নহেন॥ এইমত বলে যেনযার অনুভব। অত্যন্ত তার্কিক বলে পরম বৈষ্ণব॥ বাহ্য নাহি প্রভুর পরম ভক্তিরসে। বাহু তুলি হরিহরি বলি লোকঘোষে॥ শ্রীমুখের বচন শুনিয়া একবারে। সর্ব্বলোকে হরিধ্বনিকরে উচ্চঃস্বরে গৌরাঙ্গ সুন্দর যায় যে দিগে নাচিয়া। সেইদিগে সর্ব্বলোক চলয়ে ধাইয়া॥ কাজির বাড়ির পথ ধরিল ঠাকুর। বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর॥ কাজি বলে শুনি ভাই কি গীত বাদন। কিবা কার বিভা কিবা ভূতের কীর্ত্তন॥ মোর বোল লঙ্ঘিয়াকে করে হিন্দুয়ানি। ঝাট জানি আও তবে চলিব আপনি॥ কাজির আদেশে তার অনুচর ধায়। সমৃদ্ধ দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায়॥ অনন্ত অর্ব্বুদ লোকে বলে কাজিমার। ডরে পেলাইল ভবে বেঠন মাথার॥ নড়দিয়া কাজিরে কহিল ঝাট গিয়া। কিকর চলহ ঝাট যাই পলাইয়া॥ কোটি২ লোক সঙ্গে নিমাই আচার্য্য। সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কার্য্য॥ লাখ২ মহাতাপ দিয়ভিসব জলে। লাখ কোটি লোক মেলি হিন্দুয়ানি বোলে॥ দুয়ারে২ কলা ঘট আম্রসার। পুষ্প ময় পথ সব দেখি নদীয়ার॥ নাজানি কতেক খই কড়ি ফুল পড়ে। বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উপড়ে॥ এইমত নদীয়ার নগরে২ রাজা আসিতেও কেহো এমত না করে॥ সব ভাবকের বড় নিমাই পণ্ডিত। সভে চলে সে নাচিয়া চলে যেই ভীত। যে সকল নগরিয়া মারিল আমরা। আজি কাজি মার বলি আইসে তাহারা॥ এক যে হুঙ্কার করে নিমাই আচার্য্য। সেই সে হিন্দুর ভূত যে তাহার কার্য্য॥ কেহ বলে বামনা এতেক কান্দে কেন। বামনার দুই চক্ষে নদী বহে যেন॥ কেহ বলে বামনা আছাড় যত খায়। সেই দুঃখে কান্দে হেন বুঝিয়া সদায়॥ কেহ বলে বামনা দেখিতে লাগে ভয়। গিলিতে আইসে যেন দেখি কম্প হয়॥ কাজি বলে হেন দেখি নিমাঞি পণ্ডিত। বিবাহ করিতে বা চলিলা কোন ভিত॥ এবা নহে মোর লঙ্ঘি হিন্দুয়ানি করে। তবে জাতি নিমু আজি সভার নগরে॥ সর্ব্বলোক চূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর। আইলা নাচিতে যথা কাজির নগর॥ কোটি২ হরিধ্বনি মোহা কোলাহল। স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি পূরিল সকল॥ শুনিয়া কম্পিত কাজি গণ সহে ধায়। সর্প ভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥ পূরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভরগণে। ভয়ে কেহ পলাইতে দিগ নাহি জানে॥ মাথায় বান্ধিয়া পাগ কেহ সেই মেলে। অলক্ষিতে নাচয়ে

অন্তরে প্রাণ হালে॥ যার দাড়ি আছয়ে সে হঞা অধোমুখ। নাচে মাথা নাহি তোলে ডরে হালে বুক॥ অনন্ত অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে। আপনার দেহ মাত্র কেহ নাহি জানে॥ সভেই নাচেন সভে গায়েন কৌতুকে। ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া হরি বলে সর্ব্ব লোকে॥ আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর॥ ক্রোধে বলে প্রভু আরে কাজি বেটা কোথা। ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া পেলোঁ মাথা॥ নির্যবন করো আজি সকল ভুবন। পূর্ব্বে যেন বধিয়াছি সে কাল যবন॥ প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার। ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বোলে বারবার॥ সর্ব্বভূত অন্তর্যামি শ্রীশচী নন্দন। আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক হেন আছে কোন জন॥ মহামত্ত সর্ব্ব লোক চৈতন্যের রসে। ঘরে উঠিলেন সভে প্রভুর আদেশে কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গয়ে দুয়ার। কেহ লাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার॥ আম্র পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহ পেলে। কেহ কদলক বন ভাঙ্গি হরিবোলে॥ পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ২ লোক গিয়া। উপাড়িয়া পেলে সব হুঙ্কার করিয়া॥ পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া২। হরি বলি নাচে সব কর্ণমূলে দিয়া॥ একটি করিয়া পত্র সর্ব্ব লোকে নিতে। কিছু না রহিল আর কাজির বাড়িতে॥ ভাঙ্গিলেক যত সব বাহিরের ঘর। প্রভু বোলে অগ্নিদেহ বাড়ির ভিতর॥ পুড়িয়া মরুক সব গণের সহিতে। সর্ব্ববাড়ি বেড়ি অগ্নি দেহ চারিভীতে॥ দেখোঁ মোরে কি করে উহার নরপতি। দেখোঁ আজি কোনজনে করে অব্যাহতি॥ যমকাল মৃত্যু মোর সেবকের দাস। মোর দৃষ্টিপাতে হয় সভার প্রকাশ॥ সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার। কীর্ত্তন বিরোধি পাপী করিমু সংহার॥ সর্ব্ব পাতকীও যদি করয়ে কীর্ত্তন। অবশ্য তাহার মুঞি করিমু স্মরণ॥ তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী যে যে জন। সংহারিব যদি সব না করে কীর্ত্তন॥ অগ্নিদেহ ঘরে তোরা না করিহ ভয়। আজি সব যবনের করিমু প্রলয়॥ দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ সর্ব্ব ভক্তগণ। গলায়ে ধান্ধিয়া বস্ত্র পড়িলা তখন॥ ঊর্দ্ধ বাহু করিয়া সকল ভক্তগণ। প্রভুর চরণারবিন্দে করে নিবেদন॥ তোমার প্রধান অংশ প্রভু সঙ্কর্ষণ। তাহার অকালে ক্রোধ না হয় কখন॥ যেকালে হইব সর্ব্ব সৃষ্টির সংহার। সঙ্কর্ষণ ক্রোধে হয় রুদ্র অবতার॥ যে রুদ্রে সকল সৃষ্টি ক্ষণেকে সংহরে। শেষে তিহোঁ আসি মিলে তোমার শরীরে॥ অংশাংশের ক্রোধে যার সকল সংহরে সে তুমি করিলে ক্রোধ কোন জনে তরে॥ অক্রোধ পরমানন্দ তুমি বেদে গায় বেদ বাক্য প্রভু ঘুচাইতে না জুয়ায়॥ ব্রহ্মাদিও তোমার ক্রোধের নহে পাত্র সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র॥ করিলাত কাজির অনেক অপমান। আর যদি ঘাটে তবে সংহারিহ প্রাণ॥ জয় বিশ্বম্ভর জয় রাজরাজেশ্বর। জয় সর্ব্ব লোকনাথ শ্রীগৌরসুন্দর॥ জয়২ অনন্ত শয়ন রমাকান্ত। বাহু তুলি স্তুতি করে

সকল মহান্ত॥ হাসে মহাপ্রভু সর্ব্বদাসের বচনে। হরি বলি নৃত্য রসে চলিলা তখনে॥ কাজিরে করিয়া দণ্ড সর্ব্বলোক রায়। সংকীর্ত্তন রসে সর্ব্বগণ নাচি যায়॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল। রামকৃষ্ণ জয়ধ্বনি গোবিন্দ গোঁপাল কাজির ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব্ব নগরিয়া। মহানন্দে হরি বোলে যায়েন নাচিয়া॥ পাষণ্ডীর হইল পরম চিত্ত ভঙ্গ। পাষণ্ডী বিষাদ ভাবে বৈষ্ণবের রঙ্গ॥ জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী। গায়ে সব নগরিয়া দিয়া করতালী॥ জয় কোলাহল প্রতি নগরে২। ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ সাগরে॥ কেহ কোনদিগে নাচে কেবা গায় বায়। হেন নাহি জানি কেবা কোনদিগে ধায়॥ আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে ভক্তগণ। শেষে চলে মহাপ্রভু শ্রীশচী নন্দন॥ কীর্ত্তনীয়া ব্রহ্মা শিব অনন্ত আপনি। নৃত্য করে সর্ব্ব বৈষ্ণবের চূড়ামণি॥ ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে। সেই প্রভু কহিয়াছে কৃপায়ে আপনে॥ অনন্ত অর্ব্বুদ লোক সঙ্গে বিশ্বম্ভর। প্রবেশ করিলা শঙ্খ বণিক নগর॥ শঙ্খ বণিকের ঘরে উঠিল আনন্দ হরিবলি বাজায় মৃদঙ্গ ঘণ্টা শঙ্খ॥ পুষ্পময় পথে নাচি চলে বিশ্বম্ভর। চতুর্দ্দিগে জ্বলে দীপ পরম সুন্দর॥ সে চন্দ্রের শোভা কিবা কহিবারে পারি। যাহাতে কীর্ত্তন করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ প্রতি দ্বারে পূর্ণ কুম্ভরম্ভা আম্রসার। নারীগণে হরি বলি দেয় জয়কার॥ এইমত সকল নগরে শোভা করে। আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে॥ উঠিল মঙ্গলধ্বনি জয় কোলাহল। তন্তুবায় সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥ নাচে সব নগরীয়া দিয়া করতালী। হরিবোল মুকুন্দ গোপাল বনমালী॥ সর্ব্বমুখে হরি নাম শুনি প্রভু হাসে। হাসিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে॥ ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধর বাসরে। উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাহার দুয়ারে সব এক লোহপাত্র আছুয়ে দুয়ারে। কত ঠাঞি তালি তাহা চোরেও না হরে॥ নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর অঙ্গনে। জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে॥ ভক্ত প্রেম বুঝাইতে শ্রীশচীনন্দন। লোহপাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ॥ জলপিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার। কার শক্তি আছে তাহা নয় করিবার॥ মইলোঁ২ বলি ডাকয়ে শ্রীধরে। মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘরে॥ বলিয়া মুর্চ্ছিত হৈলা সুকৃতি শ্রীধর। প্রভু বোলে শুদ্ধ মোর আজি কলেবর॥ আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে। শ্রীধরের জলপান করিল যখনে॥ এখনে সে বিষ্ণু ভক্তি হইল আমার। কহিতে২ পড়ে নয়নে সুধার॥ বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণু ভক্তি হয়। সভারে বুঝায় প্রভু হইয়া সদয়॥ তথাহি॥ প্রার্থয়েদ্বৈষ্ণবাদন্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ। সর্ব্ব পাপ বিশুদ্ধার্থং তদভাবে জলংপিবেৎ॥ * ॥ ভক্তবাৎসল্য দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ। সভার উঠিল মহা আনন্দ ক্রন্দন॥ নিত্যানন্দ গদাধর পড়িলা কান্দিয়া। অদ্বৈত শ্রীবাস কান্দে ভূমিতে পড়িয়া॥ কান্দে হরিদাস গঙ্গাদাস

বক্রেশ্বর। মুরারি মুকুন্দ কান্দে শ্রীচন্দ্রশেখর॥ গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীগর্ভ শ্রীমান। কান্দে কাশীশ্বর শ্রীজগদানন্দ রাম॥ জগদীশ গোপীনাথ কান্দেন নন্দন শুক্লাম্বর গরুড় কান্দয়ে সর্ব্বজন॥ লক্ষকোটি লোক কান্দে শিরে দিয়া হাথ কৃষ্ণরে ঠাকুর মোর অনাথের নাথ॥ কি হৈল বলিতে নারি শ্রীধরের বাস। সর্ব্ব ভাবে প্রেম ভক্তি হইলা প্রকাশ॥ কৃষ্ণ বলি কান্দে সর্ব্ব জগত হরিষে। সংকল্প হইল সিদ্ধি গৌরচন্দ্র হাসে॥ দেখ ভাই সব এই ভক্তের মহিমা। ভক্তবাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা॥ লোহময় জলপাত্র বাহিরের জল। পরম আদরে পান কৈলেন সকল॥ পরমার্থে পান ইচ্ছা হইল যখনে। শুদ্ধামৃত ভক্ত জল হইল তখনে॥ ভক্তি বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল। পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্ম্মল॥ দাম্ভিকের রত্ন পাত্র দিব্য জল সনে। আছুক পিবার কার্য্য না দেখে নয়নে॥ যে সে দ্রব্য সেবকের সর্ব্বভাবে খায়। নৈবেদ্যাদি বিধির অপেক্ষা নাহি চায়॥ অল্প দেখি দাসেও না দিলে বলে খায়। তার সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ দার কায়॥ অবশেষে সেবকেরে করে আত্মসাথ। তার সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির শাক॥ সেবক কৃষ্ণের পিতা মাতা পত্নী ভাই। দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই॥ যেরূপে চিন্তয়ে দাসে সেই রূপ হয়। দাসে কৃষ্ণ করিবারে পারয়ে বিক্রয় সেবক বৎসল প্রভু চারি বেদে গায়। সেবকের স্থানে প্রভু প্রকাশ সদায়॥ নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব। হেন দাস্য ভাবে কৃষ্ণে কর অনুরাগ॥ অল্পহেন না মানিহ দাস হেন নাম। অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান॥ বহুকোটি জন্মেযে করিল নিজ ধর্ম্ম। অহিংসায়ে অমায়ায়ে করে নিজ কর্ম্ম॥ অহর্নিশি দাস্য ভাবে যে করে প্রার্থন। গঙ্গা লভ্য হয় কালে বলি নারায়ণ॥ তবে হয় মুক্ত সর্ব্ব বন্ধের বিনাশ। তবে সে হইতে পারে গোবিন্দের দাস॥ এই ব্যাখ্যাকরে ভাষ্য কারের সমাজে। মুক্ত সব লীলা তত্ব করি কৃষ্ণ ভজে॥ তথাহি সবসৈর্ভাষ্য কৃত্তি মুক্তা অপিলীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ *॥ অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর সমান। ভক্ত স্থানে পরাভব মানে ভগবান॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্তুতি মালা। ভক্ত হেন স্তুতির না ধরে কেহ কলা॥ দাস নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ সভার। ধরণী ধরেন্দ্র চাহে দাস অধিকার॥ এসব ঈশ্বর তুল্য স্বভাবেই ভক্ত। তথাপিহ ভক্ত হইবারে অনুরক্ত॥ হেন ভক্ত অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে পাপী সব দুঃখ পায় নিজ দৈব দোষে॥ কৃষ্ণের সন্তোষ বড় ভক্ত হেন নামে। কৃষ্ণচন্দ্র বহি ভক্তি আর কেবা জানে॥ উদর ভরণ লাগি এবে পাপী সব। লওয়ায়ে ঈশ্বর আমি মুলে জরদ্গব॥ গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া। কেহ বলে আমি রঘুনাথ ভাব গিয়া॥ কুক্কুরের ভক্ষদেহ ইহারে লইয়া। বোলয়ে ঈশ্বর বিষ্ণু মায়া মুগ্ধ হঞা॥ সর্ব্ব প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচী নন্দন। দেখ তান শক্তি এই

ভরিয়া নয়ন॥ ইচ্ছামাত্র কোটি২ সমৃদ্ধ হইল। কত কোটি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল॥ কেবা ক্রইলেক কলা প্রতি ঘরে২। কেবা গায়বায় কেবা পুষ্পবৃষ্টি করে॥ করিলেন মাত্র শ্রীধরের জলপান। কি হইল নাজানি প্রেমের অধিষ্ঠান ভকত বাৎসল্য দেখি ত্রিভুবন কান্দে। ভূমিতে লোটায় কেহ কেশ নাহি বান্ধে শ্রীধর কান্দয়ে তৃণ ধরিয়া দশনে। উচ্চ করি হরি বোলে সজল নয়নে॥ কি জল করিল পান ত্রিদশের রায়॥ নাচয়ে শ্রীধর কান্দে করে হায়২॥ ভক্ত জলপান করি প্রভু বিশ্বম্ভর। শ্রীধর অঙ্গনে নাচে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর॥ প্রিয়গণে চতুর্দ্দিগে গায় মহারসে। নিত্যানন্দ গদাধর শোভে দুই পাশে॥ খোলা বেচা সেবকের দেখ ভাগ্যসীমা। ব্রহ্মা শিব কান্দে যার দেখিয়া মহিমা॥ ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥ জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি। নগরে আইলা পুন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ নাচে গৌরচন্দ্র ভক্তি রসের ঠাকুর চতুর্দ্দিগে হরিধ্বনি শুনিয়া প্রচুর॥ সর্ব্ব লোক জিনিলে নবদ্বীপ শোভায়ে। হরি বোল শুনি মাত্র সভার জিহ্বায়ে॥ যে সুখে বিহ্বল শুক নারদ শঙ্কর। সে সুখে বিহ্বল সর্ব্ব নদীয়া নগর॥ সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়। গাদি গাছা পার ডাঙ্গা আদি দিয়া যায়॥ এক নিশা হেন জ্ঞান না করিহ মনে। কত কল্প গেল সেই নিশার কীর্ত্তনে॥ চৈতন্য চন্দ্রের কিছু অসম্ভাব্য নহে। ভ্রূভঙ্গে যাহার হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ে॥ মহাভাগ্যবানে সে এসব তত্ত্ব জানে। শুষ্ক তর্কবাদী পাপী কিছুই নামানে॥ যে নগরে নাচে বৈকুণ্ঠের অধিরাজ। তাহারা ভাসয়ে আনন্দের সিন্ধু মাঝ॥ সে হুঙ্কার সে গর্জ্জন সে প্রেমের ধার। দেখিয়া কান্দয়ে স্ত্রী পুরুষ নদীয়ার॥ কেহ বলে শচীর চরণে নমস্কার। হেন মহা পুরুষ জন্মিলা গর্ভে যার॥ কেহ বলে জগন্নাথ মিশ্র পুণ্যবন্ত। কেহ বলে নদীয়ার ভাগ্যের নাহি অন্ত॥ এইমত বলি সভে দেই জয়কার। সর্ব্ব লোকে হরি হরি নাহি বোলে আর॥ প্রভু দেখি সর্ব্ব লোক দণ্ডবৎ হঞা। পড়য়ে পুরুষ স্ত্রী যে বালক লইয়া শুভদৃষ্টি গৌরচন্দ্র করি সভাকারে। সানুভাবানন্দে প্রভু কীর্ত্তন বিহরে॥ এসব লীলার কভো নাহি পরিচ্ছেদ। আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥ যেখানে যে রূপে ভক্ত গণে করে ধ্যান। সেই রূপে সেই খানে প্রভু বিদ্যমান॥ তথাহি যদ্যদ্ধিয়াত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ *॥ অদ্যাপিও চৈতন্য এসব লীলা করে। যার ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে॥ মধ্যখণ্ড কথাবড় অমৃতের খণ্ড। যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড॥ ভক্তলাগি প্রভুর সকল অবতার। ভক্ত বহি কৃষ্ণ কর্ম্ম না জানে যে আর॥ কোটি জন্ম যদি যোগ যজ্ঞ তপ করে। ভক্তি বিনু কোন কর্ম্মে ফল নাহি ধরে॥ হেন ভক্তি বিনে ভক্ত সে বিনে না হয়। অতএব ভক্ত সেবা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ

রায়। চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফুরে যাহার কৃপায়॥ কেহ বলে নিত্যানন্দ বলরাম সম কেহ বলে চৈতন্যের বড় প্রিয়তম॥ কেহ বলে বড় তেজী অংশ অধিকারী। কেহ বলে কোন রূপ বুঝিতে না পারি॥ কিবা জীব নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী। যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥ যে সে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে। তভু সে চরণ ধন রহুক হৃদয়ে॥ এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে নাথি মারো তার শিরের উপরে॥ চৈতন্য প্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার। অবধূত চন্দ্র প্রভু হউক আমার॥ চৈতন্যের কৃপায়ে সে নিত্যানন্দ চিনি। নিত্যানন্দ জানাইলে গৌরচন্দ্র জানি॥ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র শ্রীরাম লক্ষ্মণ। নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপে সে চৈতন্যের ভক্তি। সর্ব্ব ভাবে করিতে ধরয়ে প্রভু শক্তি॥ চৈতন্যের যত প্রিয় সেবক প্রধান। তাহারা সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের আখ্যান॥ তবে সে দেখহ হের অন্যোন্যে বাজে। রঙ্গ করে গৌরচন্দ্র কেহ নাহি বুঝে॥ ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়। আর বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥ সর্ব্ব ভাবে ভজে কৃষ্ণ যে কারে না নিন্দে। সেই সব গণ পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে অদ্বৈত চরণে মোর এই নমস্কার। তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার॥ সর্ব্ব গোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলেই মধ্যখণ্ড ভক্তি লভ্য হয়॥ অদ্বৈতের পক্ষলঞা নিন্দে গদাধর। সে পাপিষ্ঠ কভু নহে অদ্বৈত কিঙ্কর॥ চৈতন্য চন্দ্রের কথা অমৃত মধুর। সকল জীবের মনে বাড়ুক প্রচুর॥ শুনিতে চৈতন্য কথা যার হয় সুখ। সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য শ্রীমুখ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহু জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি মধ্যখণ্ডে নগরকীর্ত্তন ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

চতুর্বিংশতি অধ্যায়॥

জয়২ জয় গৌর সিংহ মহাধীর। জয়২ সৃষ্টি পাল জয় দুষ্টবীর॥ জয় জগন্নাথ পুত্র শ্রীশচী নন্দন। জয় জয় জয় পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তন॥ জয় জয় শ্রীজগদানন্দের জীবন। জয় হরিদাস কাশীশ্বর প্রাণ ধন॥ জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু সর্ব্বতাত। যে বোলে তোমারে প্রভু তার হও নাথ॥ হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়। বিদিত কীর্ত্তন প্রভু হইলা সদায়॥ হেন সে হইলা প্রভু হরি সংকীর্ত্তনে। নাম শ্রুতি মাত্র প্রভু পড়ে যেতে স্থানে॥ কি নগরে কি চত্বরে কিবা জলস্থানে। নিরবধি অশ্রুধারা বহে শ্রীনয়নে॥ আপ্ত গণে রক্ষিয়া বুলেন নিরন্তর। ভক্তি রসময় হইলেন বিশ্বম্ভর॥ কেহো মাত্র কোন রূপে যদি বোলে হরি। শুনিলেই পড়ে

প্রভু আপনা পাসরি ॥ মহাকম্প অশ্রু হয় পুলক সর্ব্বাঙ্গে। গড়াগড়ী যায়েন নগরে মহারঙ্গে ॥ যে আবেশ দেখিতে ব্রহ্মাদি ধন্য হয়। তাহা দেখে নদীয়ার লোক সমুচ্চয় ॥ শেষে অতি মূর্চ্ছা দেখি মিলি সর্ব্বদাসে। আলগ করিয়া নিয়া চলিলা আবাসে ॥ তবে দ্বার দিয়া যে করেন সংকীর্ত্তন। সে সুখে পূর্ণিত হয় অনন্ত ভুবন ॥ যত সব ভাব হয় অকথ্য সকল। হেন নাহি বুঝি প্রভু কিসের বিহ্বল ॥ ক্ষণে বোলে মুঞি সেই মদন গোপাল। ক্ষণে বলে মুঞি কৃষ্ণদাস সর্ব্বকাল ॥ গোপী২ গোপীমাত্র কোনদিন জপে। শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহাকোপে ॥ কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহা দস্যুসে। শঠ ধৃষ্ট কি তব ভজে বা তাঁরে কে ॥ স্ত্রীজিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কাণ। লঙ্কেকর প্রায় নৈল বালির পরাণ ॥ কি কার্য্য আমার সেবা চোরের কথায়। যে কৃষ্ণ বলয়ে তারে খেদাড়িয়া যায় ॥ গোকুল২ মাত্র বোলে ক্ষণে ক্ষণে। বৃন্দাবন বৃন্দাবন জপে কোন দিনে ॥ মথুরা মথুরা কোন দিন বোলে সুখে। কোন দিন পৃথিবীতে নাথ অঙ্ক লেখে ॥ ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ আকৃতি। চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি ॥ ক্ষণে বোলে ভাই সব বড় দেখি বন। পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকেরগণ ॥ দিবসেরে বোলে রাতি রাত্রিরে দিবস। এইমত প্রভু হইলেন ভক্তিবশ ॥ প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ অন্যোন্যে গলাধরি করেন ক্রন্দন ॥ যে আবেশ দেখিতে ব্রহ্মার অভিলাষ সুখে তাহা দেখে যত বৈষ্ণবের দাস ॥ ছাড়িয়া আপন বাস প্রভু বিশ্বম্ভর। বৈষ্ণব সভের ঘরে থাকে নিরন্তর ॥ বাহ্য চেষ্টা ঠাকুর করেন কোন ক্ষণে। সে কেবল জননীর সন্তোষ কারণে ॥ সুখময় হইলেন সর্ব্ব ভক্তগণ। বিনি ঠাকুরেও সভে করেন কীর্ত্তন ॥ নিত্যানন্দ মত্ত সিংহ সর্ব্ব নদীয়ায়। ঘরে ঘরে বুলে প্রভু অনন্ত লীলায় ॥ প্রভু সঙ্গে গদাধর থাকেন সর্ব্বথা। অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব বৈষ্ণবের কথা ॥ এক দিন অদ্বৈত নাচেন গোপী ভাবে। কীর্ত্তন করেন সব মহা অনুরাগে ॥ আর্ত্তি করি নাচয়ে অদ্বৈত মহাশয়। পুনঃপুন দন্তে তৃণ করিয়া পড়য় ॥ গড়াগড়ী যায়েন অদ্বৈত প্রেম রসে। চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ গায়েন উল্লাসে দুই প্রহরেও নৃত্য নহে সম্বরণ। শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবতগণ ॥ সভে মেলি আচার্য্যেরে স্থির করাইয়া। বসিলেন চতুর্দ্দিগে আচার্য্য বেড়িয়া ॥ কিছু স্থির হঞা যদি আচার্য্য বসিলা। শ্রীবাস রামাই আদি সবে স্নানে গেলা ॥ আর্ত্তি যোগ অদ্বৈতের পুঃনপুন বাড়ে। একেশ্বর শ্রীবাসঅঙ্গনে গড়িপাড়ে ॥ কার্য্যান্তরে নিজগৃহে ছিলা বিশ্বম্ভর। অদ্বৈতের আর্ত্তি চিত্তেহইল গোচর ॥ ভক্ত আর্ত্তিপূর্ণকারী সদানন্দ রায়। আইলা অদ্বৈত যথা গড়াগড়ী যায়। অদ্বৈতেরআর্ত্তি দেখি ধরি তার করে। দ্বার দিয়া বসিলেন লঞা বিষ্ণু দ্বারে ॥ হাসিয়া ঠাকুর বোলে শুনহ আচার্য্য। তোমার ইচ্ছা বল কিবা চাহ কার্য্য ॥ অদ্বৈত বলয়ে তুমি

সর্ব্বদেব সার। তোমারেই চাহো প্রভু কি চাহিব আর॥ হাসি বোলে প্রভু আমি এইত সাক্ষাত। আর কি আমারে চাহ বলত আমাত অদ্বৈত বোলয়ে প্রভু কহিলা সুসত্য। এই তুমি সর্ব্ব বেদ বেদা ন্তের তত্ত্ব॥ তথাপি হরি ভব দেখিতে কিছু চাই। প্রভু বোলে কিবা ইচ্ছা বল মোর ঠাঁই॥ অদ্বৈত বলয়ে প্রভু পূর্ব্ব অর্জ্জুনেরে। যাহা দেখাই লে তাহা ইচ্ছাবড় ধরে॥ বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ। চতুর্দ্দিগে সৈন্য দেখে মহাযুদ্ধ পথ॥ রথের উপরে দেখে শ্যামল সুন্দর। চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদা পদ্মধর॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রূপ দেখে সেই ক্ষণে। চন্দ্র সূর্য্য সিন্ধু গিরি নদী উপ বনে॥ কোটি চক্ষু বহু মুখ দেখে পুনঃ২। সমুখে দেখেন স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন মহা অগ্নি যেন জলে সকল বদন। পোড়য়ে পাষণ্ড পতঙ্গ দুষ্টগণ॥ যে পাপীষ্ঠ পরনিন্দে পর দ্রোহ করে। চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সেই পড়ি মরে॥ এই রূপ দেখি তে অন্য কার শক্তি নাই। প্রভুর কৃপাতে দেখে আচার্য্য গোসাঞি॥ প্রেমসুখে অদ্বৈত কান্দেন অনুরাগে। দন্তে তৃণ করি পুনঃ পুন দাস্য মাগে॥ পরম আনন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায়। পর্য্যোটন সুখে ভ্রমে সর্ব্ব নদীয়ায়॥ প্রভুর প্রকাশ সব জানে নিত্যানন্দ। জানিলেন হইয়াছেন প্রভু বিশ্ব অঙ্গ॥ সত্বরে আইলা যথা আছেন ঠাকুর। বিষ্ণু গৃহে দ্বার দিয়া গর্জ্জেন প্রচুর॥ নিত্যানন্দ আগমন জানি বিশ্বম্ভর দ্বার ঘুচাইয়া প্রভু হইলা ভিতর॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রূপ নিত্যানন্দ দেখি। দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা বুঝি আখি॥ প্রভু বোলে উঠ নিত্যানন্দ মোর প্রাণ। তুমি সে জানহ মোর সকল আখ্যান॥ যে তোমারে প্রীত করে মুঞি সত্য তার। তোমা বহি প্রিয়তম নাহিক আমার॥ তুমি আর অদ্বৈত যে করে ভেদবুদ্ধি। ভালমতে নাজানে সে অবতার শুদ্ধি॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত দেখিয়া বিশ্বরায়। আনন্দে কা ন্দিয়া বিষ্ণু গৃহে গড়ি যায়॥ হুঙ্কার গর্জ্জন করে শ্রীশচী নন্দন। দেখ২ করিপ্রভু ডাকে ঘনে ঘন॥ প্রভু২ করি স্তুতি করে দুইজন। বিশ্ব মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দ ময় মন॥ এসব কৌতুক হয় শ্রীবাস মন্দিরে। তথাপি দেখিতে শক্তি অন্য নাহি ধরে॥ অদ্বৈতের শ্রীমুখের এসকল কথা। ইহা যে নামানয়ে সে দুষ্কৃতি সর্ব্বথা। সর্ব্ব মহেশ্বর গৌরচন্দ্র যে না বোলে। বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্ব কালে॥ আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। এই সে ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর॥ নব দ্বীপে হেন সব প্রকাশের স্থান। তথাপিহ ভক্ত বহি নাজানয়ে আন॥ ভক্তি যোগ২ ভক্তিযোগ ধন। ভক্তি সেই কৃষ্ণ নাম স্মরণ ক্রন্দন॥ কৃষ্ণ বলি কান্দিলে সে কৃষ্ণনাথ মিলে। ধনে কুলে কিছু নহে কৃষ্ণ না ভজিলে॥ মধ্যখণ্ড কথা বড় অমৃতের খণ্ড। যে কথা শুনিলে খণ্ডে অন্তর পাষণ্ড॥ দুই ঠাকুরের বিশ্বরূপ দরশন। ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণধন॥ ক্ষণেক সকল সম্বরিয়া গৌরচন্দ্র

চলিলেন নিজগৃহে লই ভক্তবৃন্দ ॥ বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দ। কাহার নাহিক বাহ্য পরম আনন্দ ॥ বিভব দর্শন সুখে মত্ত দুইজন। ধুলায়ে যায়েন গড়ি সকল অঙ্গন ॥ কেহো নাচে কেহ গায় দিয়া করতালী। ঢুলিয়া২ বুলে দুই মহা বলী ॥ এইমতে দুইজনে মহাকুতুহলী। শেষে দুইজনেতে বাজিল গালাগালী অদ্বৈত বোলয়ে অবধূত মাতালিয়া। এথা কোনজন তোকে আনিল ডাকিয়া ॥ দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি সাম্ভাইলে কেনে। সন্ন্যাসী করিয়া তোরে বলে কোনজনে হেন জাতি নাহি না খাইলা যার ঘরে। জাতি আছে হেন কোন জনে বলে তারে বৈষ্ণবের সভায়ে কেনে মহা মাতোয়াল। ঝাট নাহি পলাইলে নহিবেক ভাল নিত্যানন্দ বোলে আরে নাড়া বসি থাক। কিলাই না পাড়োঁ আছে দেখাই প্রতাপ অয়ে বুড়া বামন তোমারে ভয় নাই। আমি অবধূত চন্দ্র ঠাকুরের ভাই ॥ স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারি। পরম হংসের পথে আমি অধিকারী ॥ আমি মারিলেও তুমি কি বলিতে পার। আম্মা সনে তুমি অকারণে গর্ব্ব ধর ॥ শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে। দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বোলে ॥ মৎস্য খাও মাংস খাও কেমত সন্ন্যাসী। বস্ত্র এড়িলাম আমি এই দিগবাসী ॥ কোথা মাতা পিতা কোন দেশে বা বসতি। কে জানয়ে ইহা সে বলুক দেখি ইথি ॥ এক চোরা আসিয়া এতেক করে পাক। খাইমু শুষিমু সংহারিমু সব থাক ॥ তারেবলি সন্ন্যাসী যে কিছু নাহি চাহে। বোলয়ে সন্ন্যাসী দিনে তিনবার খায়ে ॥ শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই। কোথাকার অবধূতে আনিদিল ঠাঞি ॥ অবধূতে করিবে সকল জাতি নাশ। কোথাহৈতে মদ্যপের হৈল পরকাশ ॥ কৃষ্ণপ্রেম সুধারসে মত্ত দুইজন। অন্যোন্যে কলহ করয়ে সর্ব্বক্ষণ ॥ ইতি এক জনের হইয়া পক্ষযে অন্য জনে নিন্দা করে ক্ষয় যায় সে ॥ হেন প্রেম কলহের মর্ম্ম না জানিয়া। এক নিন্দে আঁর বন্দে সে মরে পুড়িয়া ॥ অদ্বৈতের পক্ষ হঞা নিন্দে গদাধর। সে অধম কভু নহে অদ্বৈত কিঙ্কর ॥ ঈশ্বরে ঈশ্বর সেই কলহের পাত্র। কে বুঝয়ে বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলামাত্র ॥ সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া ॥ যে কৃষ্ণ চরণ ভজে সে যায় তরিয়া ॥ ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয় ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ্র পহুজান। বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান ॥ * ॥ * ॥ * ॥ ইতি মধ্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত বিশ্বরূপ দর্শনং চতুর্বিং শোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশতি অধ্যায় ॥

জয়২ সর্ব্ব লোকনাথ গৌরচন্দ্র। জয় বেদ ধর্ম্ম বিপ্রন্যাসির মহেন্দ্র ॥ জয় শচী গর্ব্বরত্ন কারুণ্য সাগর ॥ জয়২ নিত্যানন্দ জয় বিশ্বম্ভর ॥ ভক্তগোষ্ঠী সহিত গোরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ মধ্যখণ্ড কথা ভক্তি রসের নিধান। নবদ্বীপে যে ক্রীড়া করিলা সর্ব্বপ্রাণ ॥ নিরবধি করে প্রভু হরি সংকীর্ত্তন আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশয়ে সর্ব্বক্ষণ ॥ নৃত্য করে মহাপ্রভু নিজ নামাবেশে। হুঙ্কার করিয়া মহা অট্ট২ হাসে ॥ প্রেমরসে নিরবধি গড়াগড়ী যায়। ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ পূর্ণিত ধূলায় ॥ প্রভুর আনন্দে আবেশের নাহি অন্ত। নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভাগ্যবন্ত ॥ বাহ্য হৈলে বৈসে সব ভাগবত লঞা। কোন দিন গঙ্গাজলে বিহরয়ে গিয়া ॥ কোন দিন নৃত্য করি বসেন অঙ্গনে। ঘরে স্নান করায়েন সর্ব্ব ভক্তগণে ॥ যতক্ষণ প্রভুর আনন্দ নৃত্য হয়। ততক্ষণ দুঃখী পুণ্যবতী জলবয় ॥ ক্ষণেকে দেখিয়া নৃত্য সজলনয়নে। পুনঃপুন গঙ্গাজল বহি২ আনে ॥ সারি করি চতুর্দ্দিগে এড়ে কুম্ভগণ। দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীশচী নন্দন ॥ শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে। প্রতি দিন গঙ্গাজল আনে কোন জনে ॥ শ্রীবাস বলয়ে প্রভু দুঃখী বহি আনে। প্রভু বোলে সুখী করি বল সর্ব্বজনে ॥ এজনের দুঃখী নাম কভো যোগ্য নহে। সর্ব্বকাল সুখী করি মোর চিত্তে লয়ে ॥ এতেক কারুণ্য শুনি প্রভুর শ্রীমুখে। কান্দিতে লাগিলা ভক্তগণ প্রেমসুখে ॥ সভে সুখী বলিলেন প্রভুর আজ্ঞায়। দাসী বুদ্ধি শ্রীবাস না করে সর্ব্বথায় ॥ প্রেম যোগে সেবা করিলে সে কৃষ্ণ পাই। মাথা মণ্ডাইলে যম দণ্ড না এড়াই ॥ কুলে রূপে ধনে বা বিদ্যায় কিছু নহে। প্রেম যোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে ॥ যতেক কহেন তত্ত্ব বেদে ভাগবতে। সব দেখায়েন গৌর সুন্দর সাক্ষাতে ॥ দাসী হইয়ে প্রসাদ দুঃখীরে হইল। বৃথা অভিমানী সব তাহা না দেখিল ॥ কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা। যার দাস দাসীর ভাগ্যের নাহি সীমা ॥ এক দিন নাচে প্রভু শ্রীবাস মন্দিরে। সুখেতে শ্রীবাস আদি সংকীর্ত্তন করে ॥ দৈবে ব্যাধি যোগে গৃহে শ্রীবাস নন্দন। পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ ॥ আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীশচী নন্দন। আচম্বিতে শ্রীবাস গৃহে উঠিল ক্রন্দন ॥ সত্বরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোক বাস ॥ পরম গম্ভীর ভক্ত মহা তত্ত্বজ্ঞানী। স্ত্রীগণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি ॥ তোমরাত সব জান কৃষ্ণের মহিমা। সম্বর ক্রন্দন সভে চিত্তে কর ক্ষমা ॥ অন্তকালে সকৃত শুনিলে যার নাম। অতি

মহাপাতকীও যায় কৃষ্ণ ধাম॥ হেন প্রভু আপনে সাক্ষাৎ করে নৃত্য। গুণ গায় যত তান ব্রহ্মাদিক ভৃত্য॥ এসময়ে যাহার হইল পরলোক। ইহাতে কি জুয়ায় করিতে আর শোক॥ কোনোকালে এশিশুর ভাগ্য পাই যবে। কৃতার্থ করিয়া আপনারে মানি তবে॥ যদিবা সংসার ধর্ম্মে নার সম্বরিতে। বিলম্বে কান্দিহ যার যেই লয় চিত্তে॥ অন্য কেহ যেন এ আখ্যান না শুনয়ে। পাছে ঠাকুরের নৃত্য সুখ ভঙ্গ হয়ে॥ কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়। তবেত গঙ্গায় প্রবেশিমু সর্ব্বথায়॥ সভে স্থির হইলেন শ্রীবাস বচনে। চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সংকীর্ত্তনে॥ পরানন্দে সংকীর্ত্তন করয়ে শ্রীবাস। পুনঃপুন বাড়ে আরো বিশেষ উল্লাস॥ শ্রীনিবাস পণ্ডিতের এমন মহিমা। চৈতন্যের পার্ষদের এই গুণ সীমা স্বানুভাবানন্দে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র। কতক্ষণে রহিলেন লই ভক্তবৃন্দ॥ পরস্পর শুনিলেন সর্ব্বভক্তগণ। পণ্ডিতের পুত্রের হৈল বৈকুণ্ঠ গমন॥ তথাপিও কেহ কিছু ব্যক্ত নাহি করে। দুঃখ বড় পাইলেন সভেই অন্তরে॥ সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌর সুন্দর। জিজ্ঞাসেন প্রভু সর্ব্ব জনের অন্তর॥ প্রভু বোলে আজি মোর চিত্ত কেন করে। কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে॥ পণ্ডিত বলেন প্রভু মোর কোন দুঃখ। যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ॥ শেষে আছিলেন যত সকল মহান্ত। কহিলেন পণ্ডিতের পুত্রের বৃত্তান্ত॥ সংভ্রমে বোলয়ে প্রভু কহ কত ক্ষণ। শুনিলেন চারিদণ্ড রজনী যখন॥ তোমার আনন্দ ভঙ্গ ভয়ে শ্রীনিবাস কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ॥ পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর। এবে আজ্ঞা দেহ কার্য্য করিতে সত্বর॥ শুনি শ্রীবাসের অতি অদ্ভুত কথন। গোবিন্দঃ প্রভু করেন স্মরণ॥ প্রভু বোলে হেন সঙ্গ ছাড়িবে কেমতে। এতবলি মহা প্রভু লাগিলা কান্দিতে॥ পুত্র শোক না জানিল যেমোহর প্রেমে। হেন সব সঙ্গমুঞি ছাড়িব কেমনে॥ এতবলি মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর। ত্যাগ বাক্য শুনি সব চিন্তে অনুচর॥ নাহি জানি কি প্রমাদ পড়য়ে কখন। অন্যোন্যেতে চিন্তয়ে সকল ভক্তগণ॥ গারি হস্ত ছাড়ি প্রভু করিব সন্ন্যাস। তবে ধ্বনি করি কান্দে ছাড়িয়া নিশ্বাস॥ স্থির হইলেন যদি ঠাকুর দেখিয়া। সৎকার করিতে শিশু যায়েন লইয়া॥ মৃত শিশু প্রতি প্রভু বোলেন বচন। শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি যাও কিকারণ শিশু বোলে প্রভু যেন নির্ব্বন্ধ তোমার। অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার মৃত শিশু উত্তর করয়ে প্রভু সনে। পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব্ব ভক্তগণে॥ শিশু বোলে এদেহেতে যতেক দিবস। নির্ব্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাম সেই সব॥ নির্ব্বন্ধ ঘুচিল আর রহিতে না পারি। এবে চলিলাম আর নির্ব্বন্ধিত পুরী॥ কে কাহার বাপ প্রভু কে কাহার নন্দন। সভে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন॥ যত দিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে। আছিলাম এবে চলিলাম অন্য পুরে॥ সপার্ষদে তোমার

চরণে নমস্কার। অপরাধ না লইহ বিদায় আমার॥ এতবলি নিরব হইলা শিশু কায়। এমত অপূর্ব্ব করে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥ মৃত পুত্র মুখে শুনি অপূর্ব্ব কথন আনন্দ সাগরে ভাসে সব ভক্তগণ॥ পুত্রশোক দুঃখগেল শ্রীবাস গোষ্ঠীর। কৃষ্ণ প্রেমানন্দে সুখে হইলা অস্থির॥ কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীনিবাস গোষ্ঠীর সহিতে। প্রভুর চরণ ধরি লাগিলা কান্দিতে॥ জন্মং তুমি পিতা মাতা পুত্র প্রভু। তোমার চরণ যেননা পাসরি কভু॥ যেখানে সেখানে প্রভু কেনে জন্ম নহে। তোমার চরণে যেন প্রেম ভক্তি হয়ে॥ চারি ভাই প্রভুর চরণে কাকুকরে। চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ কান্দে উচ্চস্বরে॥ কৃষ্ণ প্রেমে চতুর্দ্দিগে উঠিল ক্রন্দন। কৃষ্ণ প্রেমময় হৈল শ্রীবাস ভবন॥ প্রভু বোলে শুন শুন শ্রীবাস পণ্ডিত। তুমিত সকল জান সংসারের রীত এসব সংসার দুঃখ তোমারে কি দায়। যে তোমারে দেখে সেহো কভু নাহি পায় আমি নিত্যানন্দ দুই নন্দন তোমার। চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু নাভাবিহ আর॥ শ্রী মুখের পরম কারুণ্য বাক্য শুনি। চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করে জয় ধ্বনি॥ সর্ব্বগণ সহে প্রভু বালক লইয়া। চলিলেন গঙ্গাতীরে কীর্ত্তন করিয়া॥ যথোচিত ক্রিয়া করিকরি গঙ্গাস্নান। কৃষ্ণ বলি সভে গৃহে করিলা পয়ান॥ প্রভু ভক্তগণে সভে গেল নিজ ঘর। শ্রীবাসের গোষ্ঠী সভে হইলা বিহ্বল॥ এসব নিগূঢ় কথা যে করে শ্রবণ। অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণ প্রেম ধন॥ শ্রীবাসের চরণে রহুক নমস্কার গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ নন্দন যাহার॥ এসব অদ্ভুত সেই নবদ্বীপে হয়। তথাপিহ ভক্তবহি অন্য না জানয়॥ মধ্যখণ্ডে পরম অপূর্ব্ব সব কথা। মৃত শিশু তত্ত্বজ্ঞান কহিলেন যথা॥ হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর। বিহরয়ে সংকীর্ত্তন সুখ নিরন্তর॥ প্রেমসুখে প্রভুর সংসার নাহিস্ফুরে। অন্যের কি দায় বিষ্ণু পূজিতে না পারে॥ স্নান করি বসে প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজিতে। প্রেম জলে সকল শ্রীঅঙ্গ বস্ত্র তিতে॥ বাহির হইয়া প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া। পুন অন্য বস্ত্র পরি বিষ্ণু পূজে গিয়া॥ পুনঃ প্রেমানন্দ জলে তিতে সে বসন। পুন বাহিরাই অঙ্গ করে প্রক্ষালন॥ এইমত বস্ত্র পরিবর্ত্ত করে মাত্র। প্রেমে বিষ্ণু পূজিতেনা পারে তিলমাত্র শেষে গদাধর প্রতি বলিলেন বাক্য। তুমি কৃষ্ণ পূজ মোর নাহিক সে ভাগ্য এইমত বৈকুণ্ঠ নায়ক ভক্তিরসে। বিহরয়ে নবদ্বীপে রাত্রিয়ে দিবসে॥ একদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী স্থানে। কৃপায়ে তাহারে অন্ন মাগিলা আপনে॥ তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়। কিছু ভয়না করিহ বলিলাম দৃঢ়॥ এইমত মহাপ্রভু বোলে বারবার। শুনি শুক্লাম্বর কাকু করেন অপার॥ ভিক্ষুক অধম মুঞি পাপীষ্ঠ গর্হিত। তুমি ধর্ম্ম সনাতন মুঞিসে পতিত॥ মোরে কেথা দিবে প্রভু চরণের ছায়া। কীটতুল্য নহি প্রভু মোরে এত মায়া॥ প্রভু বোলে মায়া হেন না বাসিহ মনে। বড় ইচ্ছা বাসে মোর তোমার রন্ধনে॥ সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া

করহ বাসায়। আজি আমি মধ্যাহ্নে যাইব সর্ব্বথায়। তথাপিহ শুক্লাম্বর ভয় পাই মনে॥ যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সকল ভক্তগণে। সভে বলিলেন তুমি কেনে কর ভয়। পরমার্থে ঈশ্বরের কেহ ভিন্ন নয়॥ বিশেষ যে জন তানে সর্ব্বভাবে ভজে সর্ব্বকাল তান অন্ন আপনেই খোজে॥ দেখ না শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে। অন্ন মাগি খাইলেন স্বভাব কারণে॥ ভক্ত স্থানে মাগি খায় প্রভুর স্বভাব। দেহ গিয়া তুমি বড় করি অনুরাগ॥ তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস মনে। আলগোছে তুমি গিয়া করহ রন্ধনে॥ বড় ভাগ্য তোমার এমত কৃপা যারে। শুনি বিপ্র হরিষে আইলা নিজ ঘরে॥ স্নান করি শুক্লাম্বর অতি সাবধানে। সুবাসিত জল তপ্ত করিলা আপনে॥ তণ্ডুল সহিত তবে দিব্য গর্ভথোড়। আলগোছে দিয়া বিপ্র কৈল কর জোড়॥ জয় কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালী। বলিতে লাগিলা শুক্লাম্বর কুতুহলী॥ সেইক্ষণে ভক্ত অন্নের মা জগন্মাতা। দৃষ্টিপাত করিলেন মহাপতিব্রতা॥ ততক্ষণে সর্ব্বামৃত হইল সে অন্ন। স্নান করি প্রভু আসি হৈল উপসন্ন॥ সঙ্গে নিত্যানন্দ আদি আপ্ত কথোজন। তিতাবস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচী নন্দন॥ আপনে লইয়া অন্ন তান ইচ্ছা পালি। শুক্লাম্বর দেখিয়া হাসেন কুতু হলী॥ গঙ্গার অগ্রেতে ঘর গঙ্গার সমীপে। বিষ্ণু নিবেদন করিলেন বড় সুখে হাসি বলিলেন প্রভু আনন্দ ভোজনে। নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভৃত্যগণে॥ ব্রহ্মা দির যজ্ঞ ভোক্তা শ্রীগৌর সুন্দর। সেহো ধ্যানে এইমত সাক্ষাৎ দুষ্কর॥ হেন প্রভু বোলে জন্ম যাবৎ আমার। এমত অন্নেরস্বাদু নাহি পাই আর॥ কি গর্ভ থোড়ের স্বাদু না পারি কহিতে। আলগোছে এমত রান্ধিলে কোনমতে॥ তুমি হেন জন সে আমার বন্ধুকুল। তুমি সব লাগি সে আমার আদি মূল॥ শুক্লাম্বর প্রতি দেখি কৃপার বৈভব। কান্দিতে লাগিলা অন্যোন্যেতে ভক্ত সব॥ এইমত প্রভু পুনঃপুন আস্বাদিয়া। করিলেন ভোজন আনন্দযুক্ত হৈয়া॥ যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুক্লাম্বর। দেখুক অভক্ত যত পাপী কোটীশ্বর॥ ধনে জনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে গাই॥ বসিলেন প্রভু প্রেম ভোজন করিয়া। তম্বূল খায়েন কিছু হাসিয়া২॥ পত্র লই ভক্তগণ ভাষিলা আনন্দে। ব্রহ্মা শিব অনন্ত যে পত্র শিরে বন্দে॥ কি আনন্দ হইল সে ভিক্ষুকের ঘরে। এমত কৌতুক করে প্রভু বিশ্বম্ভরে॥ কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গ করিয়া কতক্ষণ। সেইখানে মহাপ্রভু করিলা শয়ন॥ ভক্তগণ করিলেন তথাই শয়ন তথি মধ্যে অদ্ভুত দেখয়ে এক জন॥ ঠাকুরের এক শিষ্য শ্রীবিজয় দাস। সে মহাপুরুষে কিছু দেখিলা প্রকাশ॥ নবদ্বীপে এমত নাহিক আখরিয়া। প্রভুর অনেক পুথি দিলেন লিখিয়া॥ আখরিয়া বিজয় করিয়া সভে ঘোষে। মর্ম্ম নাহি জানে লোক ভক্তি হীন দোষে॥ শয়নে ঠাকুর তান অঙ্গে দিলা হস্ত। বিজয়

দেখেন অতি অপূর্ব্ব সমস্ত ॥ হেম স্তম্ভ প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন। পরিপূর্ণ দেখে তহি রত্ন আভরণ॥ শ্রীরত্ন মুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে। না জানি কি কোটি সূর্য্য চন্দ্রমণি জ্বলে॥ আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ম্ময়। হস্ত দেখি পরানন্দ হইল বিজয়॥ বিজয় উদযোগ মাত্র করিলা ডাকিতে। শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু তাহার মুখেতে॥ প্রভু বোলে যত দিন মুঞি থাকো এথা। তাবৎ কাহারে পাছে কহ এই কথা॥ এত বলি হাসে প্রভু বিজয় চাহিয়া। বিজয় উঠিলা মহা হুঙ্কার করিয়া॥ বিজয়ের হুঙ্কারে উঠিলা ভক্তগণ। ধরেণ বিজয় কভো না যায় ধরণ কথোক্ষণ উন্মাদ করিয়া মহাশয়। শেষে হৈলা পরানন্দ মূর্চ্ছিত তন্ময়॥ ভক্ত সব বুঝিলেন বিভব দর্শন। সর্ব্বগণে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ সবারে জিজ্ঞাসে প্রভু কি বোল ইহার। আচম্বিতে বিজয়ের বড়ত হুঙ্কার॥ প্রভু বোলে জানিলাম গঙ্গার প্রভাব। বিজয়ের বিশেষে গঙ্গায় অনুরাগ॥ নহে শুক্লাম্বর গৃহে দেব অধিষ্ঠান। কিবা দেখিলেন ইহা কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥ এত বলি বিজয়ের অঙ্গে দিয়া হস্ত। চেতন করিল হাসে বৈষ্ণব সমস্ত॥ উঠিয়াও বিজয় হইল জড় প্রায়। সপ্ত দিন ভ্রমিলেন সর্ব্ব নদীয়ায়॥ না আহার না নিদ্রা বৃহতি দেহ ধর্ম্ম। ভ্রমেণ বিজয় কেহ নাহি জানে মর্ম্ম॥ কথো দিনে বাহ্য চেষ্টা জানিলা বিজয়। শুক্লাম্বর গৃহে সব হেন রঙ্গ হয়॥ শুক্লাম্বর ভাগ্য বলিবার শক্তি কার। গৌরচন্দ্র অন্ন পরিগ্রহ কৈল যার॥ এইমত ভাগ্যবন্ত শুক্লাম্বর ঘরে গোষ্ঠীর সহিত গৌর সুন্দর বিহরে॥ বিজয়েরে কৃপা শুক্লাম্বরান্ন ভোজন। ইহার শ্রবণে মাত্র মিলে ভক্তি ধন॥ হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর। সর্ব্ব দেব বন্দ্য লীলা করে নিরন্তর॥ এইমত প্রতি বৈষ্ণবের ঘরে২। প্রতি দিন নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে॥ নিরবধি প্রেমরসে শরীর বিহ্বল। তার নাম যত তাহি প্রকাশে সকল॥ মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বরাহ বামন। রঘুসিংহ বৌদ্ধ কল্কি শ্রীনন্দ নন্দন এই মত যতেক অবতার সকল। সব রূপ হয় প্রভু করি ভাব ছল॥ এসকল ভাব হই লুকায়ে তখনে। সবে না ঘুচিল রামভাব চিরদিনে॥ মহামত্ত হৈলা প্রভু হলধর ভাবে। মদ আন মদ আন মহা উচ্চ ডাকে॥ নিত্যানন্দ জানেন প্রভুর সমীহিত। ঘট ভরি গঙ্গাজল দিলা সাবহিত॥ হেন সে হুঙ্কার করে হেন সে গর্জ্জন। নবদ্বীপ আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন॥ হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড। পৃথিবীতে পড়িতে পৃথিবী হয় খণ্ড॥ টলমল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ড সহিতে। ভয় পায় ভক্ত সব সে নৃত্য দেখিতে॥ বলরাম বর্ণনা গায়েন সব গীত শুনিয়া হয়েন প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত॥ আর্জ্জ্যা তর্জ্জা পড়েন পরম মত্ত প্রায় ঢুলিয়া২ সব অঙ্গনে বেড়ায়॥ কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ হইল রাম ভাবে। দেখিতে২ কারো আর্ত্তি নাহি ভাঙ্গে॥ অতি অনির্ব্বচনীয় দেখি মুখচন্দ্র। ঘন ঘন ডাকে

নিত্যানন্দ২ ॥ কদাচিৎ কখন প্রভুর বাহ্য হয়। প্রাণ যায় মোর সবে এই কথ, কয় ॥ প্রভু বোলে বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ। মারিলেন দেখি হেন জেঠা বল রাম ॥ এতেক বলিয়া প্রভু হেন মূর্চ্ছা যায়। দেখি ত্রাসে ভক্তগণ কান্দে উচরায় যে ক্রীড়ন করে প্রভু সেই মহাস্তুত। নানা ভাবে নৃত্য করে জগন্নাথ সুত ॥ কখনো বা বিরহ প্রকাশ হেন হয়। অকথ্য অদ্ভুত প্রেম সিন্ধু যেন বয় ॥ হেন সে ভাবিয়া প্রভু করেন রোদন। শুনিতে বিদীর্ণ হয় অনন্ত ভুবন ॥ আপনার রসে প্রভু আপনে বিহ্বল। আপনা পাসরি যেন করেন সকল ॥ পূর্ব্বে যেন গোপী সব কৃষ্ণের বিরহে। পায়েন মরণ ভয় চন্দ্রের উদয়ে ॥ সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার। কান্দেন সবার গলাধরিয়া অপার ॥ ভাব বশে প্রভুর দেখিয়া বিহ্বলতা। রোদন করয়ে গৃহে শচী জগন্মাতা ॥ এইমত প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেম ভক্তি। মনুষ্য কে তাহা বর্ণিবারে ধরে শক্তি ॥ নানারূপ নাট্য প্রভু করে দিনে দিনে। যে ভাব প্রকাশ প্রভু করে দিনে২ ॥ এক দিন গোপী ভাবে জগৎ ঈশ্বর বৃন্দাবন গোপী২ বোলে নিরন্তর ॥ কোন যোগে তাহা এক পড়ুয়া আছিল। ভাব মর্ম্ম না জানিয়া সে উত্তর দিল ॥ গোপী২ কেনে বল নিমাঞি পণ্ডিত। গোপী২ ছাড়ি কৃষ্ণ বলহ ত্বরিত ॥ কি পুণ্য জন্মিবে গোপী গোপী নাম লৈলে। কৃষ্ণ নাম লইলে সে পুণ্য বেদে বলে ॥ ভিন্ন২ ভাব প্রভুর সে অজ্ঞে নাহি বুঝে। প্রভু বলে দস্যু কৃষ্ণ কোন জনে ভজে ॥ কৃতঘ্ন হইয়া বালি মারে দোষ বিনে। স্ত্রীজিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কানে ॥ সর্ব্বস্ব লইয়া বলি পাঠায়ে পাতালে। কি হইবে আমার তাহার নাম লৈলে ॥ এতবলি মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া। পড়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥ আথে ব্যথ পড়ুয়া উঠিয়া দিল নড়। পাছে ধায় মহাপ্রভু বোলে ধর২ ॥ দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ ঠেঙ্গা হাতে ধায়। সত্বরে সংশয় মানি পড়ুয়া পলায় ॥ ভিন্ন ভাবে ধায় প্রভু না জানে পড়ুয়া। প্রাণ লই মহাত্রাসে যায় পলইয়া ॥ আথে ব্যথে ধাইয়া প্রভুর ভক্তগণ। আনিলেন ধরিয়া প্রভুরে ততক্ষণ ॥ সবে মেলি স্থির করাইলেনপ্রভুরে। মহাভয়ে পড়ুয়া পলাইয়া গেল দূরে ॥ সত্বরে চলিলা যথা পড়ুয়ারগণ। সর্ব্ব অঙ্গে ঘর্ম্মশ্বাস বহে ঘনেঘন ॥ সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে সবে ভয়ের কারণ। কি জিজ্ঞাস আজি ভাগ্যে রহিল জীবন ॥ সবে বড় সাধু বলে নিমাঞি পণ্ডিত। দেখিতে গেলাম আমি তাহার বাড়িত ॥ দেখিলাম বসিয়া জপেন এই নাম। অহর্নিশ গোপী২ না বলয়ে আন ॥ তাতে আমি বলিলাম কি কর পণ্ডিত। কৃষ্ণ২ বল যেন শাস্ত্রের বিহীত ॥ এই বাক্য শুনি মহা ক্রোধে অগ্নি হৈয়া। ঠেঙ্গা হাতে আমা আনিলেক খেদাড়িয়া ॥ কৃষ্ণেরেও হইল যতেক গালাগালি। তাহা আর মুখে আমি আনিতে না পারি ॥ রক্ষা পাইলাম আজি পরমায়ু গুণে। কহিলাম এই আজুকার বিবরণে ॥ শুনিয়া হাসয়ে সব মহা মুর্খগণে। বলগীতে

লাগিলা যার যেই লয় মনে॥ কেহ বলে ভালত বৈষ্ণব বলে লোকে। ব্রাহ্মণ লং ঘিতে আইসেন মহা কোপে॥ কেহ বলে বৈষ্ণব বা বলিব কেমনে। কৃষ্ণ হেন নামত না বলে যে বদনে॥ কেহ বলে শুনিলাম অদ্ভুত আখ্যান। বৈষ্ণবে জপয়ে মাত্র গোপী২ নাম॥ কেহ বলে এতবা সম্ভ্রম কেনে করি। আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি॥ তিহো সে ব্রাহ্মণ আমরা কি বিপ্র নহি। তেহো মারিতে বা আমরা কেনে সহি॥ রাজাত নহেন তেঁহো মারিবেন কেনে। আমরাও সমরাও হও সর্ব্ব জনে॥ যদি তেহো মারিতে ধায়েন পুনর্ব্বার। আমরা সকল তবে না সহিব আর॥ তিহো নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র পুত্র। আমরাও নহি অল্প মানুষের সুত॥ হের সবে পড়িলাম কালি তার সনে। আজি তিহো গোসাঞি বা হইলা কেমনে॥ এইমত যুক্তি করিলেন পাপীগণ। জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন॥ এক দিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া। চতুর্দ্দিগে সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥ এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত॥ কেহ না বুঝিল অর্থ সবে চমকিত॥ করিল পিপ্‌পলি খণ্ড কফ নিবারিতে। উলটিয়া আর কফ বাড়িল দেহেতে॥ বলি অট্ট২ হাসে সর্ব্ব লোকনাথ। কারণ না বুঝি ভয় জন্মিল সভাত॥ নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর। জানিলেল প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর॥ বিষাদে হইয়া মগ্ন নিত্যানন্দ রায়। হইব সন্ন্যাসী রূপ প্রভু সর্ব্বথায়॥ এসুন্দর কেশের হইব অন্তর্দ্ধান দুঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল প্রাণ॥ ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ হস্তে ধরি নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহাশয়। তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয় নিশ্চয়॥ ভালে আইলাম আমি জগৎ তারিতে। তারণ নহিল আমি আইনু সংহারিতে॥ আমা দেখি কোথা পাইবেক বন্ধনাশ। এক গুণ বন্ধ আর হৈল কোটি পাশ॥ আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে। তখনেই পড়ি গেল অশেষ বন্ধনে॥ ভাল লোক রাখিতে করিনু অবতার। আপনে করিনু সব জীবের সংহার॥ দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুণ্ডাইয়া। ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্যাস করিয়া॥ যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে। ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে॥ তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ। এইমতে উদ্ধারিমু সকল ভুবন॥ সন্যাসীরে সর্ব্ব লোকে করে নমস্কার। সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার॥ সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে২। ভিক্ষা করি বুলো দেখি কে মোহরে মারে॥ তোমারে কহিনু এই আপন হৃদয়। গারিহস্ত সব মুঞি ছাড়িব নিশ্চয়॥ ইথে কিছু দুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে। বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস কারণে॥ যে রূপ করাহ তুমি সেই হই আমি। এতেক বিধান দেহ অবতার জানি॥ জগৎ উদ্ধার যদি চাহ করিবারে। ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে॥ ইথে তুমি দুঃখ না ভাবিহ কোন ক্ষণ। তুমিতো জানহ অবতারের

কারণ ॥ শুনি নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান। অন্তরে বিদীর্ণ হৈল মন দেহ প্রাণ॥ কোন বিধি দিব হেন না আইসে বদনে। অবশ্য করিব প্রভু জানিলে ন মনে॥ নিত্যানন্দ বলে প্রভু তুমি ইচ্ছাময়। যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে নিশ্চয় বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে। সেই সত্য যে তোমার আছয়ে অন্তরে সব্ব লোকপাল তুমিসর্ব্ব লোকনাথ। ভালহয় যেমতে সেবিদিত তোমাত ॥ যেরূপে করিবা প্রভু জগৎ উদ্ধার। তুমি সে জানহ তাহা কে জানয়ে আর ॥ স্বতন্ত্র পর মানন্দ তোমার চরিত্র। তুমি যে করিবা সেই হইব নিশ্চিত ॥ তাথাপিহ কহ সব সেবকের স্থানে। কেবা কি বলয়ে তাহা শুনহ আপনে ॥ তবে সে তোমার ইচ্ছা ধরিবে তাহারে। কে তোমার ইচ্ছা প্রভু বিরোধিতে পারে ॥ নিত্যানন্দ বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা। পুনঃপুন আলিঙ্গন করিতে লাগিলা ॥ এইমত নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করি। চলিলা বৈষ্ণব মাঝে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ গৃহ ছাড়িবেন প্রভু জানি নিত্যানন্দ। বাক্য নাহি স্ফুরে দেহে হইলা নিস্পন্দ ॥ স্থির হই নিত্যানন্দ মনে২ গুণে। প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে ॥ কেমতে বঞ্চিব আই কাল দিন রাতি। এতেক চিন্তিতে মূর্চ্ছা পায় মহামতি ॥ ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যা নন্দ রায়। নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায় ॥ মুকুন্দের বাসায়ে আইলা গৌর চন্দ্র। দেখিয়া মুকুন্দ হৈলা পরম আনন্দ ॥ প্রভু বোলে পাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল মুকুন্দ গায়েন প্রভু শুনিয়া বিহ্বল ॥ বোল২ হুঙ্কার করয়ে দ্বিজমণি। পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধ্বনি ॥ ক্ষণেকে করিলা প্রভু ভাব সম্বরণ। মুকুন্দের সঙ্গে তবে কহেন কথন ॥ প্রভু বোলে মুকুন্দ শুনহ কিছু কথা। বাহির হইমু আমি না রহিব এথা ॥ গারিহস্থ আমি ছাড়িবাঙ সুনিশ্চিত। শিখা সূত্র ছাড়িয়া চলিব যেতে ভীত ॥ শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনিয়া মুকুন্দ। পড়িলা বিরহে সব ঘুচিল আনন্দ ॥ কাকু করি বোলে যে মুকুন্দ মহাশয়। যদি প্রভু এমত সে করিবা নি শ্চয় ॥ দিন কতোক এইরূপে করহ কীর্ত্তন। তবে তুমি করিহ যেবা তোমার মন ॥ মুকুন্দের কাকু শুনি শ্রীগৌর সুন্দর। চলিলেন যথা যে আছেন গদাধর সম্ভ্রমে চরণ বন্দিলেন গদাধর। প্রভু বোলে শুন কিছু আমার উত্তর ॥ না রহিব গদাধর আমি গৃহবাসে। যেতে দিগে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে ॥ শিখা সূত্র আমি সর্ব্বথায় না রাখিব। মাথা মুণ্ডাইয়া যে সে দেশেরে চলিব ॥ শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধ্যান শুনি গদাধর। বজ্রপাত হৈল যেন শিরের উপর ॥ অন্তরে দুঃখিত হই বলে গদাধর। যতেক অদ্ভুত সব তোমার উত্তর ॥ শিখাসূত্র ঘুচাইলে সে কৃষ্ণ পাই। গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই ॥ মাথা মুণ্ডাইলে সে সকল দেখি হয়। তোমার সে মত এ বেদের মত নয় ॥ অনাথিনী মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে। প্রথমেই জ.নী বধের ভাগী হবে ॥ তুমি গেলে সর্ব্বথা জীবন নাহি

তান। সবে অবশিষ্ট আছ তুমি তান প্রাণ ॥ ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বরে প্রীত নহে। গৃহস্থে সে সবার প্রীতের স্থলি হয়ে ॥ তথাপিও মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও। যে তোমার ইচ্ছা তাই কর চলযাও ॥ এইমত আপ্ত বৈষ্ণবের স্থানে২ শিখাসূত্র ঘুচাইমু বলিলা আপনে ॥ সবেই শুনিয়া শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধ্যান। মূর্চ্ছিত পডয়ে কারু নাহি রহে জ্ঞান ॥ রাম কিরিরাগঃ ॥ করিবেন মহাপ্রভু শিখার মণ্ডন। শিখা সঙরিয়া কান্দে ভাগবতগণ ॥ ধ্রু ॥ কেহ বলে সে সুন্দর চাচর চিকুরে। আর মালাগাথিয়া কি না দিব উপরে ॥ কেহ বলে না দেখিয়া সেকেশ বন্ধন। কেমতে রহিব এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥ সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর। এতবলি শিরে কর হানয়ে অপার ॥ কেহ বলে সে সুন্দর কেশে আর বার। আমলকি দিয়া কিনা করিব সংস্কার ॥ হরি২ বলি কেহ ডাকে উচ্চস্বরে ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহুজান। বৃন্দাবন দাসতছু পদযুগে গান ॥ ইতি মধ্যখণ্ডে পঞ্চবিংশোঽধ্যায় ॥ ২৫ ॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস ॥

এইমত অন্যোন্যে সর্ব্ব ভক্তগণ। প্রভুর বিরহে সভে করেন ক্রন্দন ॥ কোথা যাইবেন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া। কোথা বা আমরা সব দেখিবাঙ গিয়া ॥ সন্ন্যাস করিলে গ্রামে না আসিব আর। কোন দেশে যায়েন বা করিয়া বিচার ॥ এইমত ভক্তগণ ভাবে নিরন্তরে। অন্ন পানি কারো নাহি রোচয়ে শরীরে ॥ সেবকের দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে। প্রসন্ন হইয়া প্রভু প্রবোধে সভারে ॥ প্রভু বোলে তোমরা চিন্তহ কি কারণ। তুমি সব যথা তথা আমি সর্ব্বক্ষণ ॥ তোমরা বা ভাব আমি সন্ন্যাস করিয়া। চলিবাঙ আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া ॥ সর্ব্বথা তোমরা ইহা না ভাবহ মনে। তোমা সভা আমি না ছাড়িব কোনক্ষণে ॥ সর্ব্বকাল তোমরা সকলে মোর সঙ্গ। এই জন্ম হেন না জানিবা জন্ম জন্ম ॥ এই জন্ম যেন তুমি সব আমা সঙ্গে। নিরবধি আছ সংকীর্ত্তন সুখ রঙ্গে ॥ এইমত আরো আছে দুই অবতার। কীর্ত্তন আনন্দ রূপ হইব আমার ॥ তাহাতেও তুমিসব এইমত রঙ্গে কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমাসঙ্গে ॥ লোক রক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস। এতেকে তোমারা সব চিন্তা কর নাশ ॥ এতেক বলিয়া প্রভু ধরিয়া সভারে। প্রেম আলিঙ্গন প্রভু পুনঃপুন করে ॥ প্রভু বাক্যে ভক্ত সব কিছু স্থির হৈলা। সভা প্রবোধিয়া প্রভু নিজ গৃহে গেলা ॥ পরম্পরায় সকল এ যতেক আখ্যান। শুনিয়া শচীর দেহে নাহি রহে প্রাণ ॥ প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা। হেন দুঃখ

জন্মিল না জানে আছে কোথা ॥ মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে। নিরবধি ধারাবহে নাপারে রাখিতে ॥ বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন। কহিতে লাগিল শচী করিয়া ক্রন্দন ॥ ভাটিয়ারি রাগ ॥ না যাইহ আরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ দেখিয়া ॥ কমল নয়ন তোমার শ্রীচন্দ্র বদন অধর সুরঙ্গ কুন্দ মুকুতা দশন ॥ অমিয়া বরিষে যেন সুন্দর বচন। কেমনে বাঁচিব নাদেখি গজেন্দ্র গমন ॥ অদ্বৈত শ্রীবাসাদি তোমার অনুচর। নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোষর ॥ পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে। গৃহে রহি সংকীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে ॥ ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ তোর অবতার। জননী ছাড়িবা কোন ধর্ম্ম বা বিচার ॥ তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা। কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা প্রেম শোকে কহে শচী শুনে বিশ্বম্ভর। প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ না করে উত্তর শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহুজান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা। বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা ॥ তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু। তুমি গেলে প্রাণ মুঞি সর্ব্বথা ছাড়িমু ॥ প্রাণের গৌরাঙ্গ হেন বাপ অনাথিনী ছাড়িতে না জুয়ায়। সভা লঞা কর নিজ অঙ্গনে কীর্ত্তন নিত্যানন্দ আছয়ে সহায় ॥ ধ্রু ॥ তোমার প্রেমময় দুটি আখি দীর্ঘ ভুজ দুই দেখি বচনেতে অমিয়া বরিষে। বিনী দীপে ঘর মোর তোর অঙ্গে উজোর রাঙ্গা পায়ে কত মধু বৈসে ॥ প্রেম শোকে কহে শচী বিশ্বম্ভর শুনে বসি যেন রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র জান বৃন্দাবন দাসে রস গায় ॥ এইমত বিলাপ করেন শচী মাতা। মুখ তুলি ঠাকুর না কহে কোন কথা ॥ বিবর্ণ হইলা শচী অস্থিচর্ম্ম সার। শোকা কুলী দেবী কিছু না করে আহার ॥ প্রভু দেখি জননীর জীবন না রহে। নিভৃতে বসিয়া কিছু গোপ্য কথা কহে ॥ প্রভু বোলে মাতা তুমি স্থির কর মন। শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন ॥ চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুণগ্রাম। কোন কালে আছিল তোমার প্রশ্নি নাম ॥ তথাও আছিলে তুমি আমার জননী। তবে তুমি স্বর্গে হৈলে অদিতি আপনি ॥ তবে আমি হইল বামন অবতার। তথাও আছি লা তুমি জননী আমার ॥ তবে তুমি দেবহুতি হৈলা আরবার। তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার ॥ তবেত কৌশল্যা আরবার হৈলে তুমি। তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি ॥ তবে তুমি মথুরায় দেবকী হইলা। কংসাসুর অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা ॥ তথাও আমার তুমি আছিলা জননী। তুমি সেই দেবকী দেব কী পুত্র আমি ॥ আর দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে। হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥ এইমত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে। তোমার আমার কভো ত্যাগ নহে মর্ম্মে ॥ অমায়া যে এই সব কহিলাম কথা। আর তুমি মনে দুঃখ না কর সর্ব্বথা

কহিলেন প্রভু অতি রহস্য কথন। শুনিয়া শচীর কিছু স্থির হৈল মন॥ এইমতে আছেন ঠাকুর বিশ্বম্ভর। সংকীর্ত্তন আনন্দ করেন নিরন্তর॥ স্বেচ্ছাময় মহেশ্বর কথন কিকরে। ঈশ্বরের মর্ম্ম কেহো বুঝিতে না পারে॥ নিরবধি পরানন্দ সংকীর্ত্তন রঙ্গে। হরিষে থাকেন সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে॥ পরানন্দে বিহ্বল সকল ভক্তগণ পাসরি রহিলা সভে প্রভুর গমন॥ সর্ব্ব দেবে ভাবেনযে প্রভুরে দেখিতে। ক্রীড়া করে ভক্তগণ সে প্রভু সহিতে॥ যেদিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে। নিত্যানন্দ স্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে॥ শুন২ নিত্যানন্দ স্বরূপ গোসাঞি। একথা কহিবা সভে পঞ্চজন ঠাঞি॥ এই সংক্রমন উত্তরায়ণ দিবসে। নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥ ইন্দ্রাণি নিকটে কাটোঙা নামে গ্রাম। তথা আছেন কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম॥ তাঁর স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত। এই পাঁচজনে মাত্র করিবা বিদিত॥ আমার জননী গদাধর ব্রহ্মানন্দ। শ্রীচন্দ্র শেখরাচার্য্য অপর মুকুন্দ॥ এই কথা নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে। কহিলেন প্রভু ইহা কেহ নাহি জানে॥ পঞ্চজন স্থানে মাত্র এসব কথন। কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন॥ সেই দিন প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে। সর্ব্ব দিন গোঙাইলা সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥ পরম আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন। সন্ধ্যায় করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন॥ গঙ্গা নমস্করিয়া বসিলা গঙ্গাতীরে। ক্ষণেক থাকিয়া পুন আইলেন ঘরে॥ আসিয়া বসিলা গৃহে শ্রীগৌর সুন্দর। চতুর্দ্দিগে বসিলেন সব অনুচর॥ সে দিন চলিব প্রভু কেহ নাহি জানে। কৌতুকে আছেন সভে ঠাকুরের সনে॥ বসিয়া আছেন প্রভু কমল লোচন। সর্ব্বাঙ্গে শোভিত মালা সুগন্ধি চন্দন॥ যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে। সভেই চন্দন মালা দুই দুই করে॥ হেন আকর্ষণ প্রভু করিলা আপনি কেবা কোন দিগে হৈতে আইসে না জানি॥ কতেক বা নগরিয়া আইসে দেখিতে। ব্রহ্মাদির শক্তি ইহা নাহিক লিখিতে॥ দণ্ড পরণাম হঞা পড়ে সর্ব্ব জন এক দৃষ্টে সভেই চাহেন শ্রীচরণ॥ আপন গলার মালা সভাকারে দিয়া। আজ্ঞা করে প্রভু সভে কৃষ্ণ গাও গিয়া॥ বল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥ যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকয়ে সভার। তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥ কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে। অহর্নিশি চিন্তকৃষ্ণ বলহ বদনে॥ এইমত শুভদৃষ্টি করি সভাকারে। উপদেশ কহি আজ্ঞা করে যাইবারে॥ এইমত কত যায় কত বা আইসে। কেহ কারে না চিনে আনন্দে সবে ভাষে॥ পূর্ণ হৈল শ্রীবিগ্রহ চন্দন মালায়। চন্দ্রে বা কতেক শোভা কহনে না যায়॥ প্রসাদ পাইয়া সভে হরষিত হঞা। উচ্চ হরিধ্বনি সভে যায়েন করিয়া॥ এক লাউ হাতে করি সুকৃতি শ্রীধর। হেনই সময়ে আসি হইলা গোচর লাউ ভেট দেখি হাসে শ্রীগৌর সুন্দরে। কোথায়ে পাইলা প্রভু জিজ্ঞাসে তাহারে

নিজ মনে জানে প্রভু আজি চলিবাঙ। এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাঙ। শ্রীধরের পদার্থ কি হইব অন্যথা। এলাউ ভোজন আজি করিব সর্ব্বথা॥ এতেক চিন্তিয়া ভক্ত বাৎসল্য রাখিতে। জননীরে বলিলেন রন্ধন করিতে॥ হেনই সময়ে আর কোন ভাগ্যবান। দুগ্ধ ভেট আনিয়া দিলেক বিদ্যমান॥ হাসিয়া ঠাকুর বোলে বড ভাল ভাল। দুগ্ধ লাউ পাক গিয়া করহ সকাল॥ সন্তোষে চলিলা শচী করিতে রন্ধন। হেন ভক্ত বাৎসল্য শ্রীশচী নন্দন। এইমতে মহানন্দে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর॥ কৌতুকে আছেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। সভারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর ভোজনে বসিলা আসি ত্রিদশ ঈশ্বর। ভোজন করিয়া প্রভু মুখ শুদ্ধি করি॥ চলিলা শয়ন ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। যোগ নিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর। নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর॥ আই জানে আজি প্রভু করিব গমন। আইর নাহিক নিদ্রা কান্দে অনুক্ষণ॥ দণ্ড চারি রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়া। উঠিলেন চলিবার সামগ্রী লইয়া॥ গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি। গদাধর বলেন চলিব সঙ্গে আমি॥ প্রভু বোলে আমার নাহিক কারু সঙ্গ। এক অদ্বিতীয় সে আমার সবে সঙ্গ॥ আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন। দুয়ারে আসিয়া রহিলেন ততক্ষণ জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর। বসিয়া কহেন প্রভু প্রবোধ উত্তর। বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন। পড়িলাম শুনিলাম তোমার কারণ॥ আপনার তিলার্দ্ধেক নাহি কৈলে সুখ। আজন্ম আমারে তুমি রাখিলে সম্মুখ॥ দণ্ডে২ যত তুমি করিলা আমার। আমি কোটিকল্পেও নারিব শোধিবার॥ তোমার সদ্গুণ্য সে তাহার প্রতিকার। আমি পুন জন্ম২ ঋণী সে তোমার॥ শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার। স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥ সংযোগ বিযোগ যত করে সেই নাথ। তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত॥ দশ দিনান্তরে বা কি এখনে আমি। চলিবাঙ কোন চিন্তা না করিহ তুমি॥ ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার। সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার॥ বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বার২। তোমার সকল ভার আমার২॥ যত কিছু বলে প্রভু সব শচী শুনে। উত্তর না করে কান্দে অঝোর নয়নে॥ পৃথিবী স্বরূপা হৈলা শচী জগন্মাতা কে বুঝিব কৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলা কথা॥ জননীর পদধূলী লই প্রভু শিরে। প্রদক্ষিণ করি তাঁরে চলিলা সত্বরে। চলিলেন বৈকুণ্ঠনায়ক গৃহ হইতে। সন্যাস করিয়া সব জীব উদ্ধারিতে॥ শুন২ আরে ভাই প্রভুর সন্যাস। যে কথা শুনিলে সর্ব্ব বন্ধ হয় নাশ॥ প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা। জড় হইলেন কিছু নাহি স্ফুরে কথা॥ ভক্ত সব না জানেন এসব বৃত্তান্ত। উষঃকালে স্নান করি যতেক মহান্ত॥ প্রভু নমস্করিতে আইলা প্রভু ঘরে। আসি সবে দেখে আই বাহির দুয়ারে॥ জড় প্রায় আই কিছু নাস্ফুরে উত্তর। নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর॥ ক্ষণেকে

বলিলা আই শুন বাপ সব। বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগি সকল বৈষ্ণব॥ এতেকে যে কিছু সব দ্রব্য আছে তান। তোমরা সবের হয় শাস্ত্র পরমাণ॥ এতেকে তোমরা সবে আপনে মেলিয়া। যেন ইচ্ছা তেন কর মুঞি যাঙ চলিয়া॥ শুনি মাত্র ভক্তগণ প্রভুর গমন। ভূমিতে পড়িলা সভে হই অচেতন॥ কি হইল সে বৈষ্ণবগণের বিষাদ। কান্দিতে লাগিলা সবে করি আর্ত্তনাদ॥ অন্যোন্যে সবেই সবার ধরি গলা। বিবিধ বিলাপ সবে করিতে লাগিলা কি দারুণ নিশি পোহাইল গোপীনাথ। বলিয়া কান্দেন সবে শিরে দিয়া হাথ না দেখিয়া সে শ্রীমুখ বঞ্চিব কেমনে। কিবা কার্য্য এবা আর পাপীষ্ঠ জীবনে আচম্বিতে কেন বা হইল বজ্রপাত। গড়াগড়ি যায় কেহো করে আত্মঘাত॥ সম্বরণ নহে ভক্তগণের ক্রন্দন। হইল ক্রন্দনময় প্রভুর অঙ্গন॥ যে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে। সেই আসি ডুবে মহা বিরহ সাগরে॥ কান্দে সব ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া। সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র পহুজান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ * ॥ কথোক্ষণে ভক্তগণ হই কিছু শান্ত। শচীদেবী বেড়ি সব বসিলা মহান্ত॥ কথোক্ষণে সর্ব্ব নবদ্বীপে হৈল ধ্বনি॥ সন্ন্যাস করিতে চলিলেন দ্বিজমণি॥ শুনি সর্ব্ব লোকের লাগিল চমৎকার ধাইয়া আইসে সর্ব্বলোক নদীয়ার॥ আসি সর্ব্বলোক দেখে প্রভুর বাড়িতে শূন্য বাড়ি সভে লাগিয়াছেন কান্দিতে॥ তখনে সেহায় হায় করে সর্ব্বলোক পরমনিন্দক পাষণ্ডীও পায় শোক॥ পাপিষ্ঠ আমরা না চিনিল হেন জন অনুতাপ ভাবি সভে করেন ক্রন্দন॥ ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নগরিয়াগণ। আরনা দেখিব বাপ সেচন্দ্র বদন॥ কেহ বলে চল ঘরে দ্বারে অগ্নি দিয়া। কানে পরি কুণ্ডল চলিব যোগী হঞা॥ হেন প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িল যখন। আর কেনে আছে আমাসভার জীবন॥ কি স্ত্রী পুরুষ যেশুনিল নদীয়ায়। সভেই বিষাদ বহি না ভাবয়ে আর॥ প্রভু সে জানয়ে যারে তারিব যেমতে। সর্ব্বজীব উদ্ধার পাইল হেনমতে॥ নিন্দা দ্বেষ যার যার মনেতে আছিল। প্রভুর বিরহে সর্ব্ব জীবের খণ্ডিল॥ সর্ব্বজীব নাথ গৌরচন্দ্র জয় জয়। ভাল রঙ্গে সভা উদ্ধারিলে দয়াময় শুন২ আরে ভাই প্রভুর সন্ন্যাস। যে কথা শুনিলে কর্ম্ম বন্ধ যায় নাশ॥ গঙ্গার হইয়া পার শ্রীগৌর সুন্দর। সেই দিনে আইলেন কণ্টক নগর॥ যারে২ আজ্ঞা প্রভু পূর্ব্বে করিছিলা। তাহারাও অল্পে২ আসিয়া মিলিলা॥ শ্রীঅবধূতচন্দ্র গদাধর মুকুন্দ। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আর ব্রহ্মানন্দ॥ আইলেন প্রভু যথা কেশব ভারতী। মত্তসিংহ প্রায় প্রিয় বর্গের সংহতি॥ অদ্ভুত দেহের জ্যোতি দেখিয়া তাহান। উঠিলেন কেশব ভারতী পুণ্যবান॥ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রভু তানে করজোড় করি স্তুতি করেন আপনে॥ অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়। পতিত

পাবন তুমি মহা কৃপাময়॥ তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণনাথ। নির বধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমাত॥ কৃষ্ণদাস্য বিনু যেন মোর নহে আন। হেন উপ দেশ তুমি মোরে দেহ দান॥ প্রেম জলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে। হুঙ্কার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে॥ গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি প্রিয়গণ। নিজাবে শে মত্ত নাচে শ্রীশচী নন্দন॥ অর্ব্বুদ২ লোক শুনি সেই ক্ষণে। আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথাহনে॥ দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম সুন্দর। একদৃষ্টে গান সভে করেন নির্ভর॥ অকথ্য অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে। তাহা কি কহিলে হয় অনন্ত বদনে॥ পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল। তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥ সর্ব্বলোক তিতিল প্রভুর প্রেম জলে। স্ত্রী পুরুষ বালবৃদ্ধ হরিহরি বলে ক্ষণে কম্প ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়। আছাড দেখিতে সর্ব্ব লোক পায় ভয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ নিজ দাস্যভাবে। দন্তে তৃণ করি সভাস্থানে দাস্যমাগে॥ সে কারুণ্য দেখিয়া কান্দয়ে সর্ব্ব লোক। পরমনিন্দক পাষণ্ডীও পায় শোক॥ কেমনে ধরিব প্রাণ ইহার জননী। আজি তানে পোহাইল কি কাল রজনী॥ কোন পুণ্য বতী হেন পাইলেক নিধি। কোন বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি॥ আমরা সভের প্রাণ বিদরে দেখিতে। ভার্য্যাবা জননী প্রাণ রাখিব কেমতে॥ এইমত নারীগণ দুঃখ ভাবি কান্দে। পড়িলেন সর্ব্ব জীব চৈতন্যের ফান্দে॥ ক্ষণেক সম্বরি নৃত্য বসে বিশ্বম্ভর। বসিলেন চতুর্দ্দিগে সব অনুচর॥ দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশব ভারতী। আনন্দ সাগরে পূর্ণ হই করে স্তুতি॥ যে ভক্তি তোমার আমি দেখিনু নয়নে। এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে॥ তুমি সে জগত গুরু জানিনু নিশ্চয়। তোমার গুরুর যোগ্য কভো কেহ নয়॥ তবু তুমি লোক শিক্ষা নিমিত্ত কারণে। করিবে আমারে গুরু হেন লয় মনে॥ প্রভু বোলে মায়া মোরে না কর প্রকাশ। হেন দীক্ষা দেহ যেন হও কৃষ্ণদাস॥ এইমত কৃষ্ণ কথা আনন্দ প্রসঙ্গে বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সভা সঙ্গে॥ পোহাইল নিশা সর্ব্ব ভুবনের পতি। আজ্ঞা করিলেন চন্দ্র শেখরের প্রতি॥ বিধি যোগ্য যত কর্ম্ম সব কর তুমি। তোমারেই প্রতিনিধি করিলাম আমি॥ প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর আচার্য্য। করিতে লাগিলা সর্ব্ব বিধি যোগ্য কার্য্য॥ নানা গ্রাম হৈতে সব নানা উপায়ন। আসিতে লাগিল অতি অকথ্য কথন॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি তাম্বুল চন্দন। পুষ্প যজ্ঞসূত্র বস্ত্র আনে সর্ব্বজন॥ নানাবিধ ভক্ষ দ্রব্য লাগিল আসিতে। হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন ভীতে॥ পরম আনন্দে সভে করে হরি ধ্বনি। ত্রিবিধ লোকের মুখে অন্য নাহি শুনি॥ তবে মহাপ্রভু সর্ব্ব জগতের প্রাণ। বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধ্যান॥ নাপিত বসিলা আসি সমুখে যখনে। ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখনে॥ খুর দিতে নাপিত সে চাচোর চিকুরে। হাত না

শেয় নাপিত ক্রন্দন মাত্র করে॥ নিত্যানন্দ আদিকরি যত ভক্তগণ॥ ভূমিতে পড়িয়া সভে করেন ক্রন্দন। ভক্তের কি দায় যত ব্যবহারি লোক। তাহারাও কান্দিতে লাগিলা করি শোক। কেহ বলে কোন বিধি সৃজিল সন্ন্যাস। এত বলি নারীগণ ছাড়ে মহাশ্বাস। অগোচরে থাকি সব কান্দে দেবগণ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ময় হইল ক্রন্দন। হেন সে কারুণ্য সব গৌরচন্দ্র করে। শুষ্ককাষ্ঠ পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে॥ এসকল লীলা জীব উদ্ধার কারণ। এই তার সাক্ষা দেখ কান্দে সর্ব্বজন॥ প্রেম রসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র। স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রুকম্প॥ বোল২ করি প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর। গায়েন মুকুন্দ প্রভু নাচে নিরন্তর॥ বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে। প্রেমরসে মহাকম্প বহে অশ্রু ধারে॥ বোল২ করি প্রভু করেন হুঙ্কার। ক্ষৌর কর্ম্ম নাপিত না পারে করিবার॥ কথংকথমপি সর্ব্বদিন অবশেষে। ক্ষৌর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে॥ তবে সর্ব্ব লোকনাথ করি গঙ্গাস্নান। আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান॥ সর্ব্বশিক্ষা গুরু গৌরচন্দ্র বেদে বলে। কেশব ভারতী স্থানে তাহা কহে ছলে॥ প্রভু কহে স্বপ্নে মোরে কোনো মহাজন। কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন॥ বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে। এতবলি প্রভু তান কর্ণে মন্ত্র কহে॥ ছলে প্রভু কৃপা করি তানে শিষ্য কৈল। ভারতীর চিত্তে মহাবিস্ময় জন্মিল॥ ভরতী বলেন এই মহামন্ত্র বর। কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর॥ প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব ভারতী। মনে২ চিন্তিতে লাগিলা মহামতী॥ চতুর্দ্দিগে হরি নাম সুমঙ্গল ধ্বনি॥ সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চুড়ামণি॥ পরিলেন অরুণ বসন মনোহর তাহাতে হইলা কোটি কন্দর্প সুন্দর॥ সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত। মালায়ে পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত॥ দণ্ডকমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্বল। নিরবধি নিজ প্রেম আনন্দে বিহ্বল॥ কোটি২ চন্দ্র জিনি শোভে শ্রীবদন। প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল নয়ন॥ কিবা ন্যাসীরূপ সেই হইল প্রকাশ। পূর্ণ করি তাহা বর্ণিবেন বেদ ব্যাস॥ সহস্র নামেতে যে কহিল বেদব্যাস। কোন অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস॥ এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজরাজ। এমর্ম্ম জানয়ে সব বৈষ্ণব সমাজ তথাহি॥ সন্ন্যাস কৃত্সমঃ শান্তোনিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ। তবে নাম থুইবারে কেশব ভারতী॥ মনে২ চিন্তিতে লাগিলা মহামতী॥ চতুর্দ্দশ ভুবনেত এমত বৈষ্ণব। আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব॥ এতেকে কোথাও নাহি থাকে হেন নাম। থুইলে সে ইহান আমার পূর্ণ কাম॥ মূলে ভারতীর শিষ্য ভারতী সে হয় ইহানেত তাহা থুইবার যোগ্যনয়॥ ভাগ্যবান ন্যাসীবর এতেক চিন্তিতে। শুদ্ধা সরস্বতী তান আইল জিহ্বাতে॥ পাইয়া উচিত নাম কেশব ভারতী। প্রভুবক্ষে হস্তদিয়া বলে শুদ্ধমতি॥ যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইলা। করাইলে চৈতন্য

কীর্ত্তন প্রকাশিলা ॥ এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। সর্ব্ব লোক তোমা হৈতে যাতে হইল ধন্য ॥ এই যদি ন্যাসীবরে বলিলা বচন। জয়ধ্বনি পুষ্প বৃষ্টি হইলা তখন ॥ চতুর্দ্দিগে মহাহরিধ্বনি কোলাহল। করিয়া আনন্দে ভাষে বৈষ্ণব সকল ॥ ভারতীরে সর্ব্ব ভক্ত করেন প্রণাম। প্রভুও হইলা তুষ্ট লইয়া স্বনাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম হইল প্রকাশ। দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সব দাস ॥ হেনমতে সন্ন্যাস করিয়া প্রভু ধন্য। প্রকাশিলা আত্মনাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ॥ এসকল কথার অবধি নাহি হয়। আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র বেদে কয় ॥ সর্ব্বকাল চৈতন্য সকল লীলা করে। কৃপায়ে যখন যে দেখায়েন যাহারে ॥ আর কত লীলারস হইল সে স্থানে। নিত্যানন্দ স্বরূপে সে সব তত্ব জানে ॥ তাহান আজ্ঞায় আমি কৃপা অনুরূপে। কিছু মাত্র সূত্র লিখিলাম এ পুস্তকে ॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার। ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ বেদে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদ ব্যাসে। বর্ণিবেন নামামত অশেষ বিশেষে ॥ এইমত মধ্যখণ্ডে প্রভুর সন্যাস। যে কথা শুনিলে হয় চৈতন্যের দাস ॥ মধ্যখণ্ডে ঈশ্বরের সন্যাস করণ। ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণ প্রেম ধন ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ এই দুই প্রভু। এই বাঞ্ছা ইহা যেন না পাসরিকভু ॥ হেন দিনহইব চৈতন্য নিত্যানন্দ। দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিগে ভক্তবৃন্দ আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। এবড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর ॥ মুখেও যে জন বলে নিত্যানন্দদাস। সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্যপ্রকাশ ॥ চৈতন্যের প্রিয়তম নিত্যানন্দরায়। প্রভু ভৃত্য সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায় ॥ জগতের প্রেমদাতা হেন নিত্যানন্দ। তান হৈয়া যেন ভজোঁ প্রভু গৌরচন্দ্র ॥ সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চান্দেরে ॥ কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়। এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়ে ॥ পক্ষ যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়। যত শক্তি থাকে ততদূর উড়ি যায় ॥ এইমত চৈতন্য কথার অন্ত নাই যার যত শক্তি সবে তত তত গাই ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ্র পহুজান। বৃন্দা বন দাস তছু পদযুগে গান ॥ * ॥ ইতি মধ্যখণ্ড সংপূর্ণ ॥ * ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ ॥

শরণং।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দৌ জয়তাং ॥

অথ শেষখণ্ড ॥

অবতীর্ণৌ স্বকারুণৌ পরিছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দৌদ্বৌ ভ্রাতরৌভজে॥ ১ ॥
নমস্ত্রিকাল সত্যায় জগন্নাথ সুতায়চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকল ত্রায়তেনমঃ ॥ ২ ॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লক্ষ্মীকান্ত। জয় জয় নিত্যানন্দ বল্লভ একান্ত ॥ জয়২ বৈকুণ্ঠঈশ্বর ন্যাসীরাজ। জয়২ জয় শ্রীভকত সমাজ ॥ জয়২ পতিতপাবন গৌরচন্দ্র। দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥ শেষখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিত্তে। নীল চলে গৌরচন্দ্র আইলা যেমতে॥ করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর। সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টক নগর॥ করিলেন প্রভু মাত্র সন্ন্যাস গ্রহণ। মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন ॥ ॥ বোল২ বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য। চতুর্দ্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য ॥ শ্বাস হাস স্বেদ কম্প পুলক হুঙ্কার। না জানি কতেক হয় অনন্ত বিকার॥ কোটি সিংহ প্রায় যেন বিশাল গর্জ্জন। আছাড় দেখিতে ভয় পায় সর্ব্বজন ॥ কোনদিগে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িলা। নিজ প্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হৈলা॥ নাচিতে২ প্রভু গুরুরে ধরিয়া। আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হঞা। পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ আলিঙ্গন। ভারতীর প্রেমভক্তি হইল তখন॥ পাকদিয়া দণ্ড কমণ্ডলু দূরে পেলি। সুকৃতি ভারতী নাচে হরি২ বলি॥ বাহ্য দূর গেল ভারতী র প্রেমরসে। গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না সম্বরে শেষে॥ ভারতীরে কৃপা হৈল প্রভুর দেখিয়া। সর্ব্বগণে হরিবলে ডাকিয়া২ ॥ সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভৃত্য॥ চারি বেদে ধ্যানে যারে দেখিতে দুষ্কর। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে ন্যাসীবর॥ কেশব ভারতী পায়ে বহু নমস্কার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ শিষ্যরূপ যার॥ এইমত সর্ব্ব রাত্রি গুরুর সংহতি। নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি॥ প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া। বলিলা গুরুর স্থানে বিষাদ করিয়া॥ অরুণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্ব্বথা। প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥ গুরু বলে আমিহ চলিব তোমা সঙ্গে। থাকিব তোমার সাতে

সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে॥ কৃপা করি প্রভু সঙ্গে লইলেন তানে। অগ্রে শুক্ল করিয়া চলিলা প্রভু বনে॥ তবে চন্দ্রশেখর আচার্য্য কোলেকরি। উর্চ্চঃস্বরে কান্দিতে লাগিলা গৌরহরি॥ গৃহে চল তুমি সর্ব্ববৈষ্ণবের স্থানে। কহিও সবারে আমি চলিলাম বনে গৃহে চল তুমি দুঃখ না ভাবিহ মনে। তোমার হৃদয়ে আমি বন্দি সর্ব্বক্ষণে॥ তুমি মোর পিতা মুঞি নন্দন তোমার। জন্ম২ তুমি প্রেম সংহতি আমার॥ এতেক বলিয়া তানে ঠাকুর চলিলা। মূর্চ্ছাগত হই চন্দ্রশেখর পড়িলা॥ কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি বুঝনে না যায়। অতএব সে বিরহে প্রাণ রক্ষা পায়॥ ক্ষণেকে চৈতন্য পাই শ্রীচন্দ্রশেখর। নবদ্বীপ প্রতি তিঁহো গেলা সে সত্বর॥ তবে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আইলা। সবাস্থানে কহিলেন প্রভু বনে গেলা॥ শ্রীচন্দ্রশেখর মুখে শুনি ভক্তগণ। আর্ত্তনাদে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ শুনিয়া হইল মাত্র অদ্বৈত মূর্চ্ছিত। প্রাণ নাহি দেহে প্রভু পড়িলা ভূমিত॥ শচী দেবী রহিলেন জড়প্রায় হঞা কৃত্রিম পুতলি যেন কাছে দাণ্ডাইয়া॥ ভক্ত পত্নী সব যত পতিব্রতা গণ। ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন॥ কোটি মুখ হইলেও সেসব বিলাপ। বর্ণিতে না পারি সে সভের অনুতাপ॥ অদ্বৈত বলয়ে মোর নারহে জীবন। বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ শুনি সে ক্রন্দন॥ অদ্বৈত বলয়ে আর কি কার্য্য জীবনে। সে হেন ঠাকুর মোর ছাড়িল যখনে॥ প্রবিষ্ট হইমু আজি সর্ব্বথা গঙ্গায়। দিনে লোক ধরিবেক চলিমু নিশায়॥ এইমত বিরহে সকল ভক্তগণ। সভার হইল বড় চিত্ত উচাটন॥ কোন মতে চিত্তে কেহো স্বাস্থ্য নাহি পায়। দেহ এড়িবারে সভে চাহেন সদায়॥ যদ্যপিও সভেই পরম মহাধীর। তভু কেহ কাহারে করিতে নারে স্থির॥ ভক্তগণে দেহ ত্যাগ ভাবিলা নিশ্চয়। জানি সভা প্রবোধি আকাশ বাণী হয়॥ দুঃখনা ভাবিহ অদ্বৈতাদি ভক্তগণ। সবে সুখে কর কৃষ্ণচন্দ্র আরাধন॥ সেই প্রভু এই দিন দুই চারি ব্যাজে। আসিয়া মিলিব তোমা সভার সমাজে দেহ ত্যাগ কেহ কিছু না ভাবিহ মনে। পূর্ব্ববৎ সভে বিহরিবে প্রভুসনে॥ শুনিয়া আকাশ বাণী সর্ব্ব ভক্তগণ। দেহ ত্যাগ প্রতি কিছু ছাড়িলেন মন॥ করি অবলম্বন প্রভুর গুণ নাম। শচী বেড়ি ভক্তগণ থাকে অবিরাম॥ তবে গৌরচন্দ্র ন্যাসির চূড়ামণি। চলিলা পশ্চিম মুখে করি হরি ধ্বনি॥ নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি। গবিন্দ পশ্চাতে অগ্রে কেশব ভারতী॥ চলিলেন মাত্র প্রভু মত্ত সিংহ প্রায়। লক্ষকোটি লোক কান্দি পাছে২ ধায়॥ চতুর্দ্দিগে লোক কান্দি বন ভাঙ্গি ধায়। সভারে করেন প্রভু কৃপা অমায়ায়॥ সবে গৃহে গিয়া ভাই লহ কৃষ্ণ নাম। সভার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন প্রাণ॥ ব্রহ্মা শিব শুকাদি যেরস বাঞ্ছা করে হেন রস হউ তোমা সভার শরীরে॥ বর শুনি সর্ব্বলোক কান্দে উচ্চস্বরে। পরবশ প্রায় সভে আইলেন ঘরে। রাঢে আসি গৌর চন্দ্র হইলা প্রবেশ। অদ্যপিহ

সেই ভাগ্যে ধন্য রাঢ় দেশ॥ রাঢ় দেশ ভূমি যত দেখিতে সুন্দর। চতুর্দ্দিগে অশ্বত্থমণ্ডলী মনোহর॥ স্বভাবে সুন্দর স্থান শোভে গাবিগণে। দেখিয়া আবিষ্ট প্রভু হৈলা সেইক্ষণে॥ বোল২ বোলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য। চতুর্দ্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য॥ হুঙ্কার গর্জ্জন করে বৈকুণ্ঠের রায়। জগতের লোক যত শুনি মূর্চ্ছা প্রায়॥ এইমত প্রভু ধন্য করি রাঢ দেশ। সর্ব্ব পথে চলিলেন করি নৃত্যাবেশ॥ প্রভু বলে বক্রেশ্বর আছেন যে বনে। তথায় যাইমু মুঞি থাকিব নির্জ্জনে॥ এতেক বলিয়া প্রেমাবেশে চলি যায়। নিত্যানন্দ আদিসভে পাছে২ ধায়॥ অদ্ভুত প্রভুর নৃত্য অদ্ভুত কীর্ত্তন। শুনিমাত্র ধাইয়া আইসে সর্ব্বজন॥ যদ্যপিও কোন দেশে নাহিক কীর্ত্তন। কেহ নাহি দেখে কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দন॥ তথাপি প্রভুর দেখি অদ্ভুত ক্রন্দন। দণ্ডবৎ হইয়া পড়য়ে সর্ব্বজন॥ তথিমধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত পামর। তারা বলে এতকেনে কান্দেন বিস্তর॥ সেই সবজন এবে প্রভুর কৃপায়। সেই প্রেম সঙরিয়া কান্দি গড়ি যায়॥ সকল ভুবন এবে গায় গৌরচন্দ্র তথাপিও সব নাহি জানে ভূতবৃন্দ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে বিমুখ যেজন। নিশ্চয় জানিহ সেই পাপীভূতগণ॥ হেনমতে নৃত্যরসে বৈকুণ্ঠের নাথ। নাচিয়া যায়েন সব ভক্তগণ সাথ॥ দিন অবশেষে প্রভু এক ধন্য গ্রামে। রহিলেন পুণ্যবন্ত ব্রাহ্মণ আশ্রমে॥ ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন। চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া শুইলা ভক্তগণ॥ প্রহর খানেক নিশা থাকিতে ঠাকুর। সভাছাড়ি পলাইয়া গেলা কথো দূর॥ শেষে সভে উঠিয়া চাহেন ভক্তগণ। না দেখিয়া প্রভু সবে করেন ক্রন্দন সর্ব্বগ্রাম বিচার করিয়া ভক্তগণ। প্রান্তর ভূমিতে তবে করিলা গমন॥ নিজ প্রেম রসে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর। প্রান্তরে রোদন করে করি উচ্চস্বর॥ কৃষ্ণরে প্রভুরে কৃষ্ণ ওরে মোর বাপ। বলিয়া রোদন করে সর্ব্বজীব নাথ॥ হেন সে ডাকিয়া কন্দে ন্যাসি চূড়ামণি। ক্রোশেকের পথ যায় রোদনের ধ্বনি॥ কথো দূরে থাকিয়া সকল ভক্তগণ॥ শুনিলা প্রভুর অতি অদ্ভুত ক্রন্দন॥ চলিলেন সবে ক্রন্দনের অনুসারে। দেখিলেন প্রভু সভে কান্দে উচ্চস্বরে॥ প্রভুর ক্রন্দনে কান্দে সর্ব্ব ভক্তগণ। মুকুন্দ লাগিলা তবে করিতে কীর্ত্তন॥ শুনিয়া কীর্ত্তন প্রভু লাগিলা নাচিতে। আনন্দে গায়েন সভে বেড়ি চারিভিতে॥ এইমত সর্ব্ব পথে নাচিয়া নাচিয়া। যায়েন পশ্চিম মুখে আনন্দিত হঞা॥ ক্রোশ চারি সকলে আছেন বক্রেশ্বর। সেই স্থানে ফিরিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর॥ নাচিয়া যায়েন প্রভু পশ্চিমাভিমুখে। পূর্ব্ব মুখ হইলেন প্রভু নিজ সুখে॥ পূর্ব্ব মুখে চলিয়া যায়েন নৃত্য রসে। প্রেমানন্দে মহাপ্রভু অট্ট২ হাসে॥ বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু নিজ কুতুহলে বলিতে লাগিলা চলিলাম নীলাচলে॥ জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে। নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে॥ এতবলি চলিলেন এই পূর্ব্ব মুখ। ভক্ত সবা

পাইলেন পরানন্দ সুখ ॥ তান ইচ্ছা তিহোঁ সে জানেন সব মাত্র। তান অনু গ্রহে জানে তান কৃপা পাত্র ॥ কি ইচ্ছায় চলিলেন বক্রেশ্বর প্রতি। কেনে বা না গেলা বুঝে কাহার শকতি ॥ হেন বুঝি করি প্রভু বক্রেশ্বর ব্যাজ। ধন্য করিলেন সর্ব্ব রাঢ়ের সমাজ ॥ গঙ্গা মুখ হইয়া চলিলা গৌরচন্দ্র। নিরবধি দেহে নিজ প্রেমের আনন্দ ॥ ভক্তিশূন্য সর্ব্ব দেশ না জানে কীর্ত্তন। কার মুখে নাহি কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ ॥ প্রভু বলে হেন দেশে আইলাম কেনে। কৃষ্ণ হেন নাম কার না শুনি বদনে ॥ কেন হেন দেশে মুঞি করিনু পয়ান। না রাখিব দেহ মুঞি ছাড়োঁ এই প্রাণ ॥ হেনই সময়ে ধেনু রাখে শিশুগণ। তার মধ্যে সুকৃতি আছয়ে এক জন ॥ হরিধ্বনি করিতে লাগিলা আচম্বিত। শুনিয়া হইলা প্রভু অতি হরষিত ॥ হরি বোল বাক্য প্রভু শুনি শিশুমুখে। বিচার করিতে লাগি লেন মহা সুখে ॥ দিন দুই চারি যত দেখিলাম গ্রাম। কাহার মুখেতে না শুনিনু হরি নাম ॥ আচম্বিতে শিশু মুখে শুনি হরি ধ্বনি। কি হেতু ইহার সভে কহ দেখি শুনি ॥ প্রভু বলে গঙ্গা কত দূর এথা হৈতে। সভে বলিলেন এক প্রহরের পথে ॥ প্রভু বলে এমহিমা কেবল গঙ্গার। অতএব এথা হরি নামের প্রচার গঙ্গার বাতাস আসিয়া লাগে এথা। অতএব শুনিলাম হরি গুণগাথা ॥ গঙ্গার মহিমা ব্যাখ্যা করিতে ঠাকুর। গঙ্গা প্রতি অনুরাগ বাড়িল প্রচুর ॥ প্রভু বলে আজি আমি সর্ব্বথা গঙ্গায়। মজ্জন করিমু এত বলি চলি যায় ॥ মত্ত সিংহ প্রায় চলিলেন গৌর সিংহ। পাছে ধাইলেন সব চরণের ভৃঙ্গ ॥ গঙ্গা দরশনা বেশে প্রভুর গমন। নাগালি না পায় কেহ যত ভক্তগণ ॥ সবে এক নিত্যানন্দ সিংহ করি সঙ্গে। সন্ধ্যাকালে গঙ্গা তীরে আইলেন রঙ্গে ॥ নিত্যানন্দ সঙ্গে করি গঙ্গায় মজ্জন। গঙ্গা২ বলি বহু করিলা স্তবন ॥ পূর্ণকরি করিলেন গঙ্গাজল পান পুনঃপুন স্তুতি করি করয়ে প্রণাম ॥ প্রেমরস স্বরূপ তোমার দিব্য জল। শিবসে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল ॥ সকৃত তোমার নাম করিলে শ্রবণ। তার বিষ্ণু ভক্তিহয় কিংপুন ভক্ষণ ॥ তোমার সে প্রসাদে শ্রীকৃষ্ণ হেন নাম। স্ফুরয়ে জীবের মুখে ইথে নাহি আন ॥ কীট পক্ষ কুক্কুর শৃগাল যদি হয়। তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয় ॥ তথাপি তাহার যত ভাগ্যের উপমা। অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা ॥ পতিত তারিতে তোমার অবতার। তোমার সমান তুমি বহি নাহি আর ॥ এইমত স্তুতি করে শ্রীগৌরসুন্দর। শুনিয়া জাহ্নবী দেবী লজ্জিত অন্তর ॥ যে প্রভুর পাদপদ্মে বসতি গঙ্গার। সে প্রভু করয়ে স্তুতি হেন অবতার ॥ যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের গঙ্গা প্রতি স্তুতি। তার হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে রতি মতি ॥ নিত্যানন্দ সংহতি সে নিশা সেই গ্রামে। আছিলেন কোন পুণ্য ন্তের ভবনে ॥ তবে আর দিনে কথোক্ষণে ভক্তগণ। আসিয়া পাইল সবে

প্রভুর দর্শন॥ তবে প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ করি সঙ্গে। নীলাচল প্রতি শুভ করিলেন রঙ্গে॥ প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি। সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥ শ্রীবাসাদিকরি যত সব ভক্তগণ। সভার করহ গিয়া দুঃখ বিমোচন॥ এই কথা গিয়া তুমি কহিও সভারে। আমি যাব নীলাচলচন্দ্র দেখিবারে॥ সভার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে। রহিবাঙ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের ঘরে॥ তাসভা লইয়া তুমি আসিবা সত্বর। আমি যাই হরিদাসের ফুলিয়া নগর॥ নিত্যানন্দে পাঠাইয়া শ্রীগৌর সুন্দর। চলিলেন মহাপ্রভু ফুলিয়া নগর। প্রভুর আজ্ঞায় মহা মত্ত নিত্যানন্দ। নবদ্বীপে চলিলেন পরম আনন্দ॥ প্রেমরসে মহা মত্ত নিত্যানন্দ রায়। হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়॥ মত্ত সিংহ প্রায় প্রভু আনন্দে বিহ্বল। বিধি নিষেধের পার বিহার সকল॥ ক্ষণেকে কদম্ববৃক্ষে করি আরোহণ। বাজায় মোহন বেনু ত্রিভঙ্গ মোহন॥ ক্ষণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায়। বৎস প্রায় হইয়া গাবীর দুগ্ধ খায়॥ আপনা আপনি সর্ব্ব পথে নৃত্য করে। বাহ্য নাহি জানে ডুবি আনন্দ সাগরে॥ কখন বা পথে বসি করয়ে রোদন। হৃদয় বিদরে তাহা করিতে শ্রবণ॥ কখন হাসেন অতি মহা অট্ট হাস। কখন বা শিরে বস্ত্র বান্ধি দিগবাস॥ কখন বা স্বানুভাবে অনন্ত আবেশে। সর্প প্রায় হইয়া গঙ্গার মাঝে ভাসে॥ অনন্তের ভাবে প্রভু গঙ্গার ভিতর। ভাসিয়া জায়েন অতি দেখি মনোহর॥ অচিন্ত্য অগণ্য নিত্যানন্দের মহিমা। ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় কারুণ্যের সীমা॥ এইমত গঙ্গা মধ্যে ভাসিয়া২। নবদ্বীপে প্রভুর ঘাটে উঠিলা আসিয়া॥ আপনা সম্বরি নিত্যানন্দ মহাশয়। প্রথমে উঠিলা আসি প্রভুর আলয়॥ আসিয়া দেখয়ে আই দ্বাদশ উপাস। সবে কৃষ্ণ ভক্তি বলে দেহে আছে শ্বাস॥ যশোদার ভাবে আই পরম বিহ্বল। নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমজল॥ যারে দেখে আই তাহারেই বার্ত্তা কহে। মথুরার লোক কি তোমরা সবহয়ে॥ কহ২ রাম কৃষ্ণ আছেন কেমনে বলিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা তখনে॥ ক্ষণে বলে আই ওই শুনি বেনু বাজে। অক্রূর আইলা কিবা পুন গোষ্ঠ মাঝে॥ এইমত আই কৃষ্ণ বিরহ সাগরে। ডুবিয়া আছেন বাহ্য নাহিক শরীরে॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু হেনই সময়ে। আইর চরণে আসি দণ্ডবৎ হয়ে॥ নিত্যানন্দ দেখি সব ভাগবতগণ। উচ্চস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ বাপ২ বলি আই হইলা মূর্চ্ছিত। না জানিযে কেবা কান্দে পড়ে কোন ভীত॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সবাকরি কোলে। সিঞ্চিলেন সভার শরীর প্রেমজলে॥ শুভবাণী নিত্যানন্দ কহেন সভারে। সত্বরে চলহ সবে প্রভু দেখিবারে॥ শান্তিপুর গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘরে॥ আমি আইলাম তোমা সভারে নিবারে॥ চৈতন্য বিরহে জীর্ণ সর্ব্ব ভক্তগণ। পূর্ণ হৈলা শুনি নিত্যানন্দের বচন

উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণ কোলাহল। সভেই হইলা অতি আনন্দে বিহ্বল ॥ যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস। সে দিবস হইতে আইর উপবাস ॥ দ্বাদশ উপাস তান নাহিক ভোজন। চৈতন্য প্রভাবে মাত্র আছয়ে জীবন ॥ দেখি নিত্যানন্দ বড দুঃখিত অন্তর। আইরে প্রবোধি কিছু কহেন উত্তর ॥ কৃষ্ণের রহস্য কোন না জানবা তুমি। তোমারে বা কিবা কহিবারে পারি আমি ॥ তিলার্দ্ধেকো চিত্তে নাহি করিহ বিষাদ। বেদেও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ ॥ বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ। সে প্রভু তোমার পুত্র সভার জীবন ॥ হেন প্রভু বুকে হাথ দিয়া আপনার। আপনে সকল ভার লইল তোমার ॥ ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার। মোরদায় প্রভু বলিয়াছে বার বার ॥ ভাল হয় যেমতে প্রভু সে সবজানে সুখে থাক তুমি দেহ সমর্পিয়া তানে ॥ শীঘ্র গিয়া কর মাতা কৃষ্ণের রন্ধন। আনন্দিত হউক সকল ভক্তগণ ॥ তোমার হস্তের অন্নে সভাকার আশ। তোমার উপবাসে সেকৃষ্ণের উপবাস ॥ তুমি যেনৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন। মোহর একান্ত তাহা খাইবার মন ॥ তবে আই শুনি নিত্যানন্দের বচন। বিরহ পাসরি গেলা করিতে রন্ধন ॥ কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি আই পুণ্যবতী। অগ্রে দীলা নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রতি ॥ তবে আই সর্ব্ব বৈষ্ণবের অগ্রে দিয়া। করিলেন ভোজন সভারে সন্তোষিয়া পরম আনন্দ হইলেন ভক্তগণ। দ্বাদশ উপাসে আই করিলা ভোজন ॥ তবে সর্ব্ব ভক্তগণ নিত্যানন্দ সঙ্গে ॥ প্রভু দেখিবারে সজ্জ করিলেন রঙ্গে ॥ এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপ বাসী। শুনিলেন গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী ॥ শুনিয়া অদ্ভুত নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। সর্ব্ব লোক হরি বলি বলে ধন্য২ ॥ ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া। দেখিতে চলিলা সব লোক হর্ষ হঞা ॥ কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু কি পুরুষ নারী। আনন্দে চলিলা সভে বলি হরি২ ॥ পূর্ব্বে যে পাষণ্ডী সব করিল নিন্দন। তাহারা সপরিবারে করিলা গমন ॥ গূঢ়রূপে নবদ্বীপে লভিলেন জন্ম। না বুঝিয়া নিন্দা করিলাম তান কর্ম্ম ॥ এবে লই গিয়া তান চরণে শরণ তবে সব অপরাধ হইব খণ্ডন ॥ এইমত বলি লোক মহানন্দে ধায়। হেন নাহি জানি লোক কত পথে যায় ॥ অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈল খেয়া ঘাটে। খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে ॥ কেহ বান্ধে ভেলা কেহ ঘট বুকে করে। কেহবা কলার গাছ ধরিয়া সাঁতারে ॥ কতবা হইল লোক নাহি সমুচ্চয়। যে যেমতে পারে সই মতে পার হয় ॥ সহস্র২ লোক এক নায়ে চড়ে। কথোদূর গিয়া মাত্র নৌকা ডুবি পড়ে ॥ তথাপিহ চিত্তে কেহ বিষাদ না করে। ভাসে সর্ব্ব লোক হরি বলে উচ্চস্বরে ॥ হেন সে আনন্দ জন্মিয়াছে যে অন্তরে। সর্ব্বলোক ভাসে মহা আনন্দ সাগরে ॥ যে না জানে সাঁতারিতে সেও ভাসে সুখে। ঈশ্বর প্রভাবে কুল পায় বিনা দুঃখে ॥ কতোদিগে লোক পার হয় নাহি জানি। সবে মাত্র চতুর্দ্দিগে শুনি

হরি ধ্বনি ॥ এইমত আনন্দে চলিলা সর্ব্ব লোক। পাসরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা গৃহ ধর্ম্ম শোক ॥ আইলা সকল লোক ফুলিয়া নগরে। ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া হরি বলে উচ্চস্বরে শুনিয়া অপূর্ব্ব অতি উচ্চ হরি ধ্বনি। বাহির হইলা সর্ব্বন্যাসী চূড়ামণি ॥ কি অপূর্ব্ব শোভা সে কহিল কিছু নয়। কোটি চন্দ্র যেন আসি করিল উদয় ॥ সর্ব্বদা শ্রীমুখে হরে কৃষ্ণ হরে হরে। বলিতে আনন্দ ধারা নিরবধি ঝরে ॥ চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব লোক দণ্ডবৎ হয়। কে কার উপরে পড়ে নাহি সমুচ্চয় ॥ কণ্টক ভূমিতে লোক নাহি করে ভয়। আনন্দিত সর্ব্ব লোক দণ্ডবৎ হয় ॥ সর্ব্বলোক ত্রাহি বলে হাত তুলি। এমত করয়ে গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥ অনন্ত অর্ব্বুদ লোক একত্র হইল। কি প্রান্তর কিবা গ্রাম সকল পূরিল ॥ নানা গ্রাম হৈতে লোক লাগিলা আসিতে। কেহ নাহি যায় ঘর সে মুখ দেখিতে হইতে লাগিল বড় লোকের গহন। গৌরাঙ্গ পূর্ণিত মন হৈল সর্ব্বজন ॥ দেখি গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর। সর্ব্বলোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর ॥ তবে প্রভু কৃপা দৃষ্টি করিয়া সভারে। চলিলেন শান্তিপুর আচার্য্যের ঘরে ॥ সম্ভ্রমে অদ্বৈত দেখি নিজ প্রাণ নাথ। পাদপদ্মে পড়িলেন হই দণ্ডবৎ ॥ আর্ত্তনাদে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন। না ছাড়েন প্রভুর অমূল্য পদধন ॥ শ্রীচরণ অভিষেক করে প্রেম জলে। আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন পদতলে ॥ দুইহস্তে তুলি প্রভু লইলেন কোলে। আচার্য্য ভাসিলা ঠাকুরের প্রেম জলে ॥ স্থির হই ঠাকুর বসিলা কথো ক্ষণে। উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত ভবনে ॥ দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈত তনয়। নাম শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহা জ্যোতির্ম্ময় ॥ পরম সর্ব্বজ্ঞ তিঁহো অকথ্য প্রভাব। যোগ্য অদ্বৈতের পুত্র সেই মহাভাগ ॥ ধূলাময় সর্ব্বঅঙ্গ হাসিতে২। জানিয়া আইলা প্রভু চরণ দেখিতে ॥ আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র পদতলে। ধূলার সহিত প্রভু লই লেন কোলে ॥ প্রভু বোলে অচ্যুত আচার্য্য মোর পিতা। সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই ভ্রাতা ॥ অচ্যুত বলেন তুমি দৈবে জীব সখা। সেবকে তোমার বাপ তার নাহি লেখা ॥ হাসে প্রভু ভক্তগণ অচ্যুত বচনে। বিস্ময় সভার বড় উপজিল মনে ॥ এসকল কথাত শিশুর কভু নহে। নাজানি জন্মিয়াছেন কোন মহাশয়ে হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত নিত্যানন্দ। আইলা নদীয়া হৈতে ভক্তবৃন্দ সঙ্গ ॥ শ্রীবা সাদি ভক্তগণ দেখিয়া ঠাকুর। লাগিলেন হরিধ্বনি করিতে প্রচুর ॥ দণ্ডবৎ হইয়া সকল ভক্তগণ। ক্রন্দন করেন সভে ধরি শ্রীচরণ। সভারে করিলা প্রভু আলি ঙ্গন দান। সভেই প্রভুর নিজ প্রাণের সমান ॥ আর্ত্তনাদে ক্রন্দন করয়ে ভক্তগণ শুনিয়া পবিত্র হয় সকল ভুবন ॥ কৃষ্ণপ্রেমানন্দে কান্দে যে সুকৃতি জন। সে ধ্বনি শ্রবণে সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন ॥ চৈতন্য প্রসাদে ব্যক্ত হৈল হেন ধন। ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ প্রেম ভুঞ্জে যেতে জন ॥ ভক্তগণ দেখি প্রভু পরম হরিষে। নৃত্য আর

ঙ্গিলা প্রভু নিজ প্রেমরসে ॥ সভেই গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ। বোল২ বলি প্রভু গর্জ্জে ঘনেঘন ॥ ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী। অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলী ॥ অশ্রু কম্প পুলক হুঙ্কার অট্টহাস। কিবা সে অদ্ভুত হৈল প্রেম পর কাশ ॥ কিবা সে মধুর পদ চালেন ভঙ্গিমা। কিবা সে শ্রীহস্ত চলে না দেখি উপ মা ॥ কি কহিব সেবা প্রেম ধারের মাধুরী। আনন্দে তুলিয়া বাহু বলে হরি হরি রসময় নৃত্য অতি অদ্ভুত কথন। দেখি পরানন্দে ডুবিলেন ভক্তগণ ॥ হারাইয়া ছিল প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ। হেন প্রভু পুনর্ব্বার দিল দরশন ॥ আনন্দে নাহিক বাহ্য কাহার শরীরে। প্রভু বেড়ি সভেই উল্লাসে নৃত্য করে ॥ কেবা কার গায়ে পড়ে কে কাহারে ধরে। কেবা কার চরণ ধরিয়া বক্ষে করে ॥ কারে কেবা ধরি কান্দে কেবা কিবা বোলে ॥ কেহ কিছু না জানে প্রেমের কুতূহলে ॥ সপার্ষদেনৃত্য করে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। এমত অপূর্ব্ব হয় পৃথিবী ভিতর ॥ হরি বল হরি বল হরি বল ভাই ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই। কি আনন্দ হইল সে অদ্বৈত ভবনে। সে মর্ম্ম জানেন সব সহস্র বদনে ॥ আপনে ঠাকুর সভা ধরি জনে জনে। সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে করে প্রেম আলিঙ্গনে ॥ পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন। বিশেষে আনন্দে ডুবিলেন ভক্তগণ ॥ হরিবলি সর্ব্বগণে করে সিংহনাদ। পুনঃ পুন বাড়ে আর সা ভার উন্মাদ ॥ সঙ্গোপাঙ্গে নৃত্যকরে বৈকুণ্ঠের পতি। পদভরে টলমল করে বসুমতী নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উদ্দাম। চৈতন্য বেড়িয়া নাচে মহাজ্যোতির্ধাম ॥ আ নন্দে অদ্বৈত নাচে করিয়া হুঙ্কার। সভেই চরণ ধরে যেথায় যাহার ॥ নবদ্বীপে যেন হৈল আনন্দ প্রকাশ। সেইমত নৃত্য গীত সকল বিলাস ॥ কথোক্ষণে মহাপ্রভু শ্রীগৌর সুন্দর। স্বানুভাবে বৈসে বিষ্ণু খট্টার উপর ॥ যোড়হস্তে সভে রহিলেন চারি ভিতে। প্রভু লাগিলেন নিজ তত্ত্ব প্রকাশিতে ॥ মুঞি কৃষ্ণ মুঞি রাম মুঞি নারায়ণ। মুঞি মৎস্য মুঞি কূর্ম্ম বরাহ বামন ॥ মুঞি পৃশ্নিগর্ভ হয়গ্রীব মহেশ্বর। মুঞি বৌদ্ধ কল্কি হংস মুঞি হলধর ॥ মুঞি নীলাচলচন্দ্র কপিল নৃসিংহ দৃশ্যাদৃশ্য সবমোর চরণের ভৃঙ্গ ॥ মোহর সে গুণগ্রাম বলে সর্ব্ববেদে। মোহরে সে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি সেবে ॥ মুঞি সর্ব্বকালরূপী ভক্তজন বিনে। সকল আ পদ খণ্ডে মোহর স্মরণে ॥ দ্রৌপদীরে লজ্জা হৈতে মুঞি উদ্ধারিনু। জতুগৃহে মুঞি পঞ্চপাণ্ডব রক্ষিনু ॥ বৃকাসুর বধি মুঞি রাখিনু শঙ্কর। মুঞি উদ্ধারিনু মোর গজেন্দ্র কিঙ্কর ॥ মুঞি সে করিনু প্রহ্লাদের বিমোচন। মুঞি সে করিনু গোপ বৃ ন্দের রক্ষণ ॥ মুঞি সে করিনু পূর্ব্ব অমৃত মথন। বঞ্চিয়া অসুর রক্ষা কৈনু দেবগণ মুঞি সে বধিনু মোর ভক্তদ্রোহি কংস। মুঞি করিনু দুষ্ট রাবণ নির্ব্বংশ ॥ মুঞি সে ধরিনু বামহাথে গোবর্দ্ধন ॥ মুঞি সে করিনু কালি নাগের দমন ॥ মুঞি করো সত্যযুগে তপস্যা প্রচার। ত্রেতাযুগে যজ্ঞলাগি মোর অবতার ॥ এই আমি অব

তীর্ণ হইয়া দ্বাপরে। পূজা ধর্ম্ম শিখাইনু সকল লোকেরে॥ কত মোর অবতার বেদেও না জানে। সংপ্রতি আইনু মুঞি কীর্ত্তন কারণে॥ কীর্ত্তন আরম্ভে প্রেম ভক্তির বিলাস। অতএব কলিযুগে আমার প্রকাশ॥ সর্ব্ববেদে পুরাণে আশ্রমে মোরে চাহে। ভক্তের আশ্রমে মুঞি থাকোঁ সর্ব্বদায়ে॥ ভক্তবহি আমার দ্বিতীয় আর নাঞি। ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥ যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার। তথাপিহ ভক্তবশ স্বভাব আমার। তোমরা সে জন্ম২ সংহতি আমার। তোমাসভা লাগি মোর সব অবতার॥ তিলার্দ্ধেকো আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া। কোথাহ না থাকি সভে সত্য জান ইহা॥ এই মত প্রভু তত্ত্ব কহে করুণায়। শুনি সব ভক্তগণ কান্দে ঊর্দ্ধরায়॥ পুনঃপুন সভে দণ্ড প্রণাম করিয়া। উঠেন পড়েন কাকু করেন কান্দিয়া॥ হেন সে আনন্দ হৈল অদ্বৈতের ঘরে। যে রস হইল পূর্ব্ব নদীয়া নগরে॥ পূর্ণ মনোরথ হইলেন ভক্তগণ। যতেক পূর্ব্বের দুঃখ হইল খণ্ডন॥ প্রভু সে জানেন ভক্ত দুঃখ খণ্ডাইতে। হেন প্রভু দুঃখী জীব না ভজে কেমতে॥ করুণাসাগর গৌরচন্দ্র মহাশয়। দোষ নাহি দেখে প্রভু গুণ মাত্র লয়॥ ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া মহা ধীর। বাহ প্রকাশিয়া প্রভু হইলেন স্থির॥ ভক্ত সব লই প্রভু গঙ্গাস্নানে গেলা বহুবিধ জাহ্নবীতে ক্রীড়ন করিলা॥ সভার সহিতে আইলেন করি স্নান। তুল সীরে প্রদক্ষিণ করি জল দান॥ বিষ্ণুগৃহে প্রদক্ষিণ নমস্কার করি। সভা লঞা ভোজনে বসিলা গৌরহরি॥ মধ্যে বসিলেন প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে। চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ বসিলেন রঙ্গে॥ সর্ব্বাঙ্গে চন্দন প্রভুর প্রসন্ন বদন। ভোজন করেন চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ॥ বৃন্দাবন মধ্যে যেন গোপগণ সঙ্গে। রাম কৃষ্ণ ভোজন করেন যেন রঙ্গে॥ সেই সব কথা প্রভু সভারে কহিয়া। ভোজন করেন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥ কার শক্তি আছে ইহা সব বর্ণিবারে। তাঁহার কৃপায় যেহ বোলায়ে যাহারে॥ ভোজন করিয়া প্রভু বসিলেন মাত্র॥ ভক্তগণে লুট করিলেন শেষ পাত্র॥ ভব্য তব্য লোক সব হৈলা শিশুমতি। এইমত হয় বিষ্ণু ভক্তির শকতি॥ যে সুকৃতি জনে শুনে এসব আখ্যান। তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র ভগবান॥ পুন প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ দরশন। পুনসে ঐশ্বর্য্য পুন নাম সংকীর্ত্তন॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রভু সংহতি ভোজন। ইহা যে শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান। বৃন্দাবন দাসতছু পদযুগে গান॥ ইতি শেষ খণ্ডে প্রথমোহধ্যায়॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়॥

জয়২ জয় গৌরচন্দ্র সর্ব্বপ্রাণ। জয় দুষ্টক্ষয়ঙ্কর জয় বিষ্ণুত্রাণ॥ জয় শেষরমা অজভবের ঈশ্বর। জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু ন্যাসিবর॥ ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥ হেন মতে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর শান্তিপুরে। করিলা অশেষ রঙ্গ অদ্বৈতের ঘরে॥ বহুবিধ অশেষ রহস্য কথারঙ্গে সুখে গোঙাইলা রাত্রি ভক্তগণ সঙ্গে॥ পোহাইল নিশা প্রভু করি নিজ কৃত্য বসিলেন চতুর্দ্দিগে বেড়ি সব ভৃত্য॥ প্রভু বলে আমি চলিলাম নীলাচলে। কিছু দুঃখ না ভাবিহ তোমরা সকলে॥ নীলাচলচন্দ্র দেখি আমি পুনর্ব্বার। আসিয়া হইব সঙ্গ তোমরা সভার॥ সভে গিয়া সুখে গৃহে করহ কীর্ত্তন। জন্মে২ তুমি সব আমার জীবন॥ ভক্তগণ বলে প্রভু যে তোমার ইচ্ছা। কার শক্তি তাহা করিবারে পারে মিথ্যা॥ তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়। সে রাজ্যে এ রাজ্যে কেহ পথ নাহি বয়॥ দুই রাজায় হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ। মহা দস্যু স্থানে২ পরম প্রমাদ॥ যাবৎ উৎপাত নাহি উপশম হয়। তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয়॥ প্রভু বলে যে সে কেনে উৎপাত না হয়। অবশ্য চলিব মুঞি কহিনু নিশ্চয়॥ বুঝিলেন অদ্বৈত প্রভুর চিত্তবিত্ত। চলিবেন নীলাচলে না হলা বিবর্ত্ত যোড়হস্তে সত্য কথা লাগিলা কহিতে। কে পারে তোমার পথ বিরোধ করিতে সর্ব্ব বিঘ্ন কিঙ্করের কিঙ্কর তোমার। তোমারে করিতে বিঘ্ন শক্তি আছে কার যখনে করিয়াছ চিত্ত নীলাচলে। তখনে চলিবা প্রভু মহা কুতূহলে॥ শুনিয়া অদ্বৈত বাক্য প্রভু সুখী হৈলা। পরম সন্তোষে হরি বলিতে লাগিলা॥ সেই ক্ষণে মহাপ্রভু মত্ত সিংহগতি। চলিলেন শুভ করি নীলাচল প্রতি॥ ধাইয়া চলিলা পাছে সব ভক্তগণ। কেহ নাহি পারে সম্বরিবারে ক্রন্দন॥ কথোদূরে গিয়া প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর। সভা প্রবোধেন বলি মধুর উত্তর॥ চিত্তে কেহ কোন কিছু না ভাবিহ ব্যথা। তোমাসভা আমি নাহি ছাড়িব সর্ব্বথা॥ কৃষ্ণনাম সভে লহ গিয়া বসি ঘরে। আমিহ আসিব দিন কথোক ভিতরে॥ এতবলি মহাপ্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে। প্রত্যেকে২ ধরি আলিঙ্গন করে॥ প্রভুর নয়ন জলে সর্ব্বভক্তগণ। সিঞ্চিত হইয়া অঙ্গ করেন ক্রন্দন॥ এইমত নানারূপে সভা প্রবোধিয়া। চলিলেন প্রভু দক্ষিণাভিমুখ হঞা॥ কান্দিতে২ সব প্রিয় ভক্তগণ। উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ॥ যেন গোপীগণ কৃষ্ণ মথুরা চলিলে ডুবিলেন মহাশোক সমুদ্রের জলে॥ যে রূপে রহিল তাহা সভার জীবন। সেই

মত বিরহে রহিলা ভক্তগণ॥ দৈবে সেই প্রভু ভক্তগণ সেই সব। উপমাও সেই২ সেই অনুভব॥ জীবন মরণ কৃষ্ণ ইচ্ছায়ে সে হয়। বিষ বা অমৃত ভখিলে ও কিছু নয়॥ যেমতে যাহারে কৃষ্ণ চন্দ্র রাখে মারে। তাহা বহি আর কেহ করিতে না পারে॥ হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে। চলিয়া যায়েন প্রভু নিজ কুতুহলে॥ নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ। সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ॥ পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সভা প্রতি। কি সম্বল আছে বল কাহার সংহতি॥ কেবা কি দিয়াছে কারে পথের সম্বল। নিষ্কপটে মোর স্থানে কহত সকল॥ সভে বলে প্রভু বিনা তোমার আজ্ঞায়। কার দ্রব্য লইতে বা শক্তি আছে কায়॥ শুনিয়া ঠাকুর বড় সন্তোষ হইলা। শেষে সেই লক্ষে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা॥ প্রভু বলে কার দ্রব্য কিছু না লইলা। তাহাতে আমার মন সন্তোষিত হৈলা॥ ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে দিনে লিখন। অরণ্যেতে আসি মিলে অবশ্য তখন॥ প্রভু যারে যে দিবস না লিখে তাহার। রাজপুত্র হউ তভু উপবাস তার॥ থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞাবিনে। অকস্মাৎ কন্দল করয়ে কার সনে॥ ক্রোধ করি বলে মুঞি না খাইব ভাত। দিব্য করিলেক নিজ শিরে দিয়া হাথ॥ অথবা সকল দ্রব্য হৈল বিদ্যমান। অচম্বিতে জ্বর দেহে হৈল অধিষ্ঠান॥ জ্বর বেদনায় কোথা থাকিল ভক্ষণ। অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছাসে কারণ ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নছত্র। ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে মিলিব সর্ব্বত্র॥ আপনে ঈশ্বর সর্ব্বজনেরে শিখায়। তাহাতে বিশ্বাস যার সেই সুখপায়॥ যেতে মতে কেনে কোটি যত্ন নাহি করে। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সে ফল ধরে॥ হেন মতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে। উত্তরিলা আসি আঠিসারা নগরেতে॥ সেই আঠি সারা গ্রামে মহা ভাগ্যবান। আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম॥ রহিলেন আসি প্রভু তাহার আলয়ে। কি কহিব আর তার ভাগ্য সমুচ্চয়ে॥ অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার। পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর॥ বৈকুণ্ঠের পতি আসি অতি থী হইলা। সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা॥ সর্ব্বগণ সহে প্রভু করি লেন ভিক্ষা। সন্ন্যাসীরে ভিক্ষুকের ধর্ম্ম করি শিক্ষা॥ সর্ব্ব রাত্রি কৃষ্ণ কথা কী র্ত্তন প্রসঙ্গে। আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে॥ শুভ দৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি। প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি হরি২॥ দেখি সর্ব্বতাপহর শ্রীচন্দ্র বদন হরি বলি সর্ব্বলোক ডাকে অনুক্ষণ॥ যোগেন্দ্র হৃদয়ে অতি দুর্ল্লভ চরণ। হেন প্রভু চলি যায় দেখে সর্ব্বজন॥ এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে। আইলেন ছত্রভোগ মহা কুতুহলে॥ সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শতমুখী। বহিতে আছেন সর্ব্বলোক করি সুখী॥ জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে। অম্বুলিঙ্গ ঘাট করি বলে সর্ব্বজনে॥ অম্বুলিঙ্গ শঙ্কর হইলা যে নিমিত্ত। সেই কথা কহি শুন হঞা এক

চিত্ত ॥ পূর্ব্বে ভগীরথ করি গঙ্গা আরাধন। গঙ্গা আনিলেন বংশ উদ্ধার কারণ গঙ্গার বিরহে শিব সেই ছত্রভোগে। বিহ্বল হইলা অতি গঙ্গা অনুরাগে ॥ গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িলা। জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা ॥ জগ ন্মাতা জাহ্নবীও দেখিয়া শঙ্কর। পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর ॥ শিব সে জানেন গঙ্গাভক্তির মহিমা। গঙ্গাও জানেন শিব ভক্তির যে সীমা ॥ গঙ্গাজল স্পর্শি শিব হৈলা জলময়। গঙ্গাও পাইয়া শিব করিলা বিনয় ॥ জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে। অম্বুলিঙ্গ ঘাট করি ঘোষে সর্ব্বজনে ॥ গঙ্গা শিব প্রভাবে সে ছত্রভোগ গ্রাম। হইল পরম ধন্য মহাতীর্থ নাম ॥ তথিমধ্যে বিশেষ মহিমা হৈল আর। পাইয়া সে চৈতন্যের চরণবিহার ॥ ছত্রভোগ গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গঘাটে শতমুখি গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে ॥ দেখিয়া হইলা প্রভু আনন্দে বিহ্বল। হরি বলি হুঙ্কার করেন কোলাহল ॥ আছাড় খায়েন নিত্যানন্দ কোলেকরি। সর্ব্বগণে জয়দিয়া বলে হরি২ ॥ আনন্দ আবেশে প্রভু সর্ব্বগণ লৈয়া। সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হঞা ॥ অনেক কৌতুকে প্রভু করিলেন স্নান। বেদব্যাস তাহা সর্ব্ব লিখিব পুরাণ ॥ স্নান করি মহাপ্রভু উঠিলেন কূলে। যেই বস্ত্র পরে সেই তিতে প্রেমজলে ॥ পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার। প্রভুর নয়নে বহে শতমুখি আর ॥ অপূর্ব্ব দেখিয়া সভে হাসে ভক্তগণ। হেন মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের ক্রন্দন সেই গ্রাম অধিকারী রামচন্দ্র খান। যদ্যপি বিষয়ী তভু মহাভাগ্যবান ॥ অন্যথা প্রভুর সঙ্গে দেখা তান কেনে। দৈবগতি আসিয়া মিলিলা সেইস্থানে ॥ দেখি য়া প্রভুর তেজ ভ্রমহৈল মনে। দোলা হৈতে সত্বরে নাম্বিলা সেইক্ষণে ॥ দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা ভূমিতলে। প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ জলে ॥ হাহা জগন্নাথ প্রভু বলে ঘনেঘন। পৃথিবীতে পড়ি ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন ॥ দেখিয়া প্রভুর আর্ত্তি রামচন্দ্র খান। অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ ॥ কোন মতে এ আর্ত্তির হয় সম্বরণ। কান্দে আর এইমত চিন্তে মনে মন ॥ ত্রিভুবনে হেন আছে দেখি সে ক্রন্দন। বিদীর্ণ না হয় কাষ্ঠ পাষাণের মন ॥ কিছু স্থির হই বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র খানের কেতুমি ॥ সম্ভ্রমে করিয়া দণ্ডবৎ করজোড়। বলে প্রভু দাস অনুদাস মুঞি তোর ॥ তবে শেষে সর্ব্বলোক লাগিলা কহিতে। এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ রাজ্যেতে ॥ প্রভু বলে তুমি অধিকারী বড় ভাল। নীলা চলে আমি যাই কেমতে সকাল ॥ বহয়ে আনন্দ ধারা কহিতে কহিতে। নীলা চলচন্দ্র বলি পড়িলা ভূমিতে ॥ রামচন্দ্র খান বলে শুন মহাশয়। যে আজ্ঞা তো মার সেই কর্ত্তব্য নিশ্চয় ॥ সবে প্রভু হই আছে বিষম সময়। সে দেশে এদে শে কেহপথ নাহি বয় ॥ রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে২। পথিক পাইলে জাসু বলি লয় প্রাণে ॥ কোন দিগ দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া। তাহাতে ডরাঙ প্রভু

শুন মনদিয়া॥ মুঞি সে নস্কর এথা সব মোর ভার। নাগালি পাইলে আগে শংসয় আমার॥ তথাপিহ যেতে কেনে প্রভু মোর নহে। যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিব নিশ্চয়ে॥ যদি মোরে ভৃত্যহেন জ্ঞান থাকে মনে। তবে আজি ভিক্ষা হেথা কর সর্ব্বজনে॥ জাতি প্রাণধন কেনে আমার নাযায়। রাত্রে আজি তোমা পাঠাইব সর্ব্বথায়॥ শুনিয়া হইলা সুখী বৈকুণ্ঠের নাথ। হাসি তারে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত॥ দৃষ্টিপাত্র তার সর্ব্ববন্ধক্ষয় করি। ব্রাহ্মণ আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি॥ ব্রাহ্মণ মন্দিরে হৈল পরম মঙ্গল। প্রত্যেকে পাইল সর্ব্ব সুকৃতির ফল॥ নানাযত্নে দৃঢ়ভক্তিযোগ চিত্ত হঞা। প্রভুর রন্ধন বিপ্র করিলেন গিয়া॥ নামে সে ঠাকুর মাত্র করেন ভোজন। নিজাবেশে অপকাশ নাহি একক্ষণ॥ ভিক্ষা করে প্রভু প্রিয়বর্গসন্তাষার্থ। নিরবধি প্রভুর ভোজন পরমার্থ॥ বিশেষে চলিলা যে অবধি জগন্নাথে। নামে সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে॥ নিরবধি জগন্নাথ প্রতি আর্ত্তি করি। আইসেন নবপথ আপনা পাসরি॥ কারে বলি রাত্রি দিন পথের সঞ্চার। কিবা জল কিবা স্থল কিবা পারাপার॥ কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি ভক্তিরসে। প্রিয়বর্গ রাখে নিরবধি রহি পাশে॥ যে আবেশ মহাপ্রভু করিলা প্রকাশ তাহা কে কহিতে পারে বিনা বেদব্যাস॥ ঈশ্বরের চরিত্র বুঝিতে শক্তি কার। কখন কিরূপে কৃষ্ণ করেন বিহার॥ কারে বা করেন আর্ত্তি কান্দেন বা কারে। এমর্ম্ম জানিতে শক্তি নিত্যানন্দ ধরে॥ নিজ ভক্তিরসে ডুবি বৈকুণ্ঠের রায়। আপনা না জানে প্রভু আপন লীলায়॥ আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনে। আপনে করিয়া আর্ত্তি লওয়ায়েন জনে॥ যদি কৃপাদৃষ্টি না করেন জীব প্রতি। তবে কার আছে তানে জানিতে শকতি॥ নিত্যানন্দ আদি সব প্রিয়বর্গ লঞা। ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥ কিছু মাত্র অন্ন প্রভু পরিগ্রহ করি। উঠিলেন হুঙ্কার করিয়া গৌরহরি॥ আবিষ্ট হইলা প্রভু করি আচমন। কত দূর জগন্নাথ বলে ঘনে ঘন॥ মুকুন্দ লাগিলা মাত্র কীর্ত্তন করিতে। আরম্ভিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে॥ পুণ্যবন্ত যতহ ছত্রভোগ বাসী। সভে দেখে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠবিলাসী অশ্রুকম্প হুঙ্কার পুলক স্তম্ভ ঘর্ম্ম। কত হয় কে জানে সে বিকারের মর্ম্ম॥ কিবা সে অদ্ভুত নয়নের প্রেমধার। ভাদ্রমাসে যেহেন গঙ্গার অবতার॥ পাকদিয় নৃত্য করিতে নয়নে ছুটে জল। তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥ ইহারে সে কহি প্রেমময় অবতার। এশক্তি চৈতন্যচন্দ্র বহি নাহি আর॥ এইমতে গেলা রাত্রি তৃতীয় প্রহর। স্থির হইলেন প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর॥ সকল লোকের চিত্তে যেন ক্ষণ প্রায়। সভার নিস্তার হৈল চৈতন্য কৃপায়॥ হেনই সময়ে কহে রাম চন্দ্র খান। নৌকা আসি ঘাটে প্রভু হৈল বিদ্যমান॥ তৎক্ষণে হরি বলি শ্রীগৌর সুন্দর। উঠিলেন গিয়া প্রভু নৌকার উপর॥ শুভদৃষ্টে লোকেরে বিদায় দিয়াঘরে

চলিলেন প্রভু নীলাচল নিজপুরে॥ প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়। কীর্ত্তন করেন প্রভু নৌকার বিজয়॥ অবুধ নাবিক বলে হইল সংশয়। বুঝিলাম আজি আর প্রাণ নাহিরয়॥ কূলে উঠিলে সেবাঘে লইয়া পলায়। জলে পড়িলে সে বোল কুম্ভিরেই খায়॥ নিরন্তর এপানিতে ডাকাইত ফিরে। পাইলেই ধন প্রাণ দুইনাশ করে॥ এতেকে যাবৎ উড্রদেশ নাহি পাই॥ তাবৎ নিরব হও শুনহ গোসঞি॥ সঙ্কোচ হইল সভে নাবিকের বোলে। প্রভু সে ভাসেন নিরবধি প্রেম জলে॥ ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু করিয়া হুঙ্কার। সভারে বলেন কেনে ভয়ঙ্কর কার॥ এই না সমুখে সুদর্শন চক্রফিরে। বৈষ্ণব জনের নিরবধি বিঘ্ন হরে॥ কিছু চিন্তা নাহি কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন। তোরা কিনা দেখ হের ফিরে সুদর্শন॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব ভক্তগণ। আনন্দে লাগিলা সভে করিতে কীর্ত্তন॥ ব্যপদেশে মহাপ্রভু কহেন সভারে। নিরবধি সুদর্শন ভক্তরক্ষা করে॥ যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসাকরে। সুদর্শন অগ্নিতে সে পাপি পুড়িমরে॥ বিষ্ণুচক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে কারশক্তি আছে ভক্তজনেরে লঙ্ঘিতে॥ এইমত শ্রীগৌর সুন্দর গোপ্য কথা। তান কৃপাযারেসেই বুঝয়ে সর্ব্বথা॥ হেনমতে মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন রসে। প্রবেশ হইলা প্রভু শ্রীউৎকল দেশে॥ উত্তরিলা গিয়া প্রভু শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে। নৌকাহৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে॥ প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র উড্রদেশে। ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেম রসে॥ আনন্দে ঠাকুর উড্রদেশে হই পার। সর্ব্বগণ সহিত হইলা নমস্কার॥ সেই স্থানে আছে তার গঙ্গাঘাট নাম। তহি গৌরচন্দ্র প্রভু করিলেন স্নান॥ যুধিষ্ঠির স্থাপিত মহেশ তথি আছে। স্নান করি তাঁরে নমস্করিলেন পাছে॥ উড্রদেশে প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র। গণসহে হইলেন পরম আনন্দ॥ এক দেব স্থানেতে থুইয়া সভাকারে। আপনে চলিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥ যার ঘরে গিয়া প্রভু হয় উপসন্ন। দর্শনেই সর্ব্ব চিত্ত হয়েন প্রসন্ন॥ আঁচল পাতেন মাত্র শ্রীগৌরসুন্দর সভেই তণ্ডুল আনিদেএন সত্বর॥ ভক্ষ দ্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে যার ঘরে। সন্তোষ হইয়া আনিদেএন প্রভুরে॥ জগতের অন্নপূর্ণা যে লক্ষ্মীর নাম। সে লক্ষ্মী মাগয়ে যার পাদপদ্মে স্থান। হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে। ন্যাসীরূপে ভিক্ষা ছলে জীবধন্য করে॥ ভিক্ষা করি প্রভু হই হরষিত মন। আইলেন যথা বসি আছে ভক্তগণ। ভিক্ষা দ্রব্য দেখি সভে লাগিলা হাসিতে। সভেই বলেন প্রভু পারিবা পোষিতে॥ সন্তোষে জগদানন্দ করিলা রন্ধন। সভার সংহতি প্রভু করিল ভোজন॥ সর্ব্বরাত্রি সেই গ্রামে করি সংকীর্ত্তন। উষঃকালে মহাপ্রভু করিলা গমন॥ কথোদূর গেলা মাত্র দানী দুরাচার। রাখি দান চাহেন না দেয় যাইবার॥ দেখিয়া প্রভুর তেজ পাইল বিস্ময়। জিজ্ঞাসিল কতেক তোমার লোক হয়॥ প্রভু বলে জগতে আমরে কেহ নহে। আমিহ কাহার নহি কহিল

নিশ্চয়ে ॥ এক আমি দুই নাহি সকল আমার। কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার ॥ দানী বলে গোসাঞি করহ শুভ তুমি। এসভার দান পাইলে ছাড়িদিব আমি ॥ শুভ করিলেন প্রভু গোবিন্দ বলিয়া। সভাছাড়ি কথো দূরে বসিলেন গিয়া ॥ সভা পরিহরি প্রভু করিলা গমন। হরিষ বিষাদ হইলেন ভক্তগণ ॥ দেখিয়া প্রভুর অতি নিরপেক্ষ খেলা। অন্যোন্যে সর্ব্বগণে হাসিতে লাগিলা ॥ পাছে প্রভু সভা ছাড়ি করেন গমন। এতেক বিষাদ আসি ধরিলেক মন ॥ নিত্যানন্দ সভা প্রবো ধেন চিন্তা নাই। আমা সভা ছাড়িয়া না যাবেন গোসাঞি ॥ দানী বলে তোম রাত সন্ন্যাসীর নহ। এতেকে যে আমারে উচিত দান দেহ ॥ কথো দূরে প্রভু সর্ব্ব পার্ষদ ছাড়িয়া। হেট মাথা করি মাত্র কান্দেন বসিয়া ॥ কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে শুনি সে ক্রন্দন। অদ্ভুত দেখিয়া দানী ভাবে মনে মন ॥ দানীবলে এপুরুষ নর কভু নহে। মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে ॥ সভারে জিজ্ঞাসে দানী প্রণতি করিয়া। কে তোমরা কার লোক কহত ভাঙ্গিয়া ॥ সভে বলিলেন অই ঠাকুর সভার। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম শুনিয়াছ যার ॥ সভেই উহান ভৃত্য আমরা সকল কহিতে সভার আঁখি বহি পড়ে জল ॥ দেখিয়া সভার প্রেম মুগ্ধ হৈল দানা দানীর নয়ন দুই বহি পড়ে পানী ॥ অস্তেবাস্তে দানী গিয়া প্রভুর চরণে। দণ্ডবৎ হই বলে বিনয় বচনে ॥ কোটি২ জন্ম যত আছিল মঙ্গল। তোমা দেখি আজি পূর্ণ হইল সকল ॥ অপরাধ ক্ষমাকর করুণা সাগর। চল নীলাচল গিয়া দেখহ সত্বর ॥ দানী প্রতি করি প্রভু শুভদৃষ্টিপাত। হরি বলি চলিলেন সর্ব্বজীব নাথ সভার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার। বিনাপাপী বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার ॥ অসুর দ্রবিল চৈতন্যের গুণ নামে। অত্যন্ত দুষ্কৃতি এতে কেও নাহি মানে ॥ হেনমতে নীলাচলে বৈকুণ্ঠের নাথ। আইসেন সভারে করিয়া দৃষ্টিপাত ॥ নিজ প্রেমানন্দে প্রভু পথ নাহি জানে। অহর্নিশ সুবিহ্বল প্রেমরস পানে ॥ এই মতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে। কথোদিনে উত্তরিলা সুবর্ণ রেখাতে ॥ সুবর্ণ রেখার জল পরম নির্ম্মল। স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব সকল ॥ স্নান করি স্বর্ণ রেখা নদী ধন্য করি। চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি ॥ রহিলা অনেক পাছে নিত্যা নন্দ চন্দ্র। সিংহতি তাহান সবে শ্রীজগদানন্দ ॥ কথোদূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া নিত্যানন্দস্বরূপের অপেক্ষা করিয়া ॥ চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রায়। বিহ্ব লের প্রায় ব্যবসায়সর্ব্বথায় ॥ কখন হুঙ্কারকরে কখন রোদন। ক্ষণে মহা অট্টহাস্য ক্ষণে বা গর্জ্জন ॥ ক্ষণে বা নদীরমাঝে এড়েন সাতার। ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গেধূলা মাখেন আপার ॥ ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেমরসে। চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্ব্বলোক বাসে ॥ আপনা আপনি নৃত্য করেন কখন। টলমল করয়ে পৃথিবী ততক্ষণ ॥ এ সকল কথা তানে কিছু চিত্র নয়। অবতীর্ণ আপনে অনন্ত মহাশয় ॥

নিত্যানন্দ কৃপায়ে এসব শক্তি হয়। নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহার হৃদয়॥ নিত্যা নন্দ স্বরূপ থুইয়া এক স্থানে। চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা অন্বেষণে॥ ঠাকু রেরদণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে। দণ্ড থুই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে কহে॥ ঠাকুরের দণ্ডে মন দিও সাবধানে। ভিক্ষা করি আমিহ আসিব এইক্ষণে॥ আস্তে ব্যস্তে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি করে। বসিলেন সেইস্থানে বিহ্বল অন্তরে॥ দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ রায়। দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায়॥ অহে দণ্ড আমি যারে বহয়ে হৃদয়ে। সে তোমারে বহিবেক এত যুক্ত নহে॥ এতবলি বলরাম পরম প্রচণ্ড। পেলিলেন দণ্ডভাঙ্গি করি তিনখণ্ড ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন ঈশ্বর সে জানে। কেন ভঙ্গিলেন দণ্ড জানিব কেমনে॥ গৌ রচন্দ্র জ্ঞাতা নিত্যানন্দের অন্তর। নিত্যানন্দেও জানেন শ্রীগৌর সুন্দর॥ যুগে২ দুই ভাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।দুহার অন্তর দুইজানে অনুক্ষণ॥ এক বস্তু দুইভাগ ভক্তি বুঝাইতে। গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে॥ বলরাম বিনা অন্য চৈতন্যের দণ্ড। ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড॥ সকল বুঝায় ছলে শ্রীগৌরসুন্দরে। যে জানয়ে মর্ম্ম সেই জন সুখে তরে॥ দণ্ড ভাঙ্গি নি ত্যানন্দ আছেন বসিয়া। ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিলা আসিয়া॥ ভগ্ন দণ্ডে দেখি মহা হইলা বিস্মিত॥ অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিন্তিত॥ বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে॥ নিত্যানন্দ বলেদণ্ড ধরিলেক যে॥ আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে। তাঁরদণ্ড ভাঙ্গিতে কি পারে অন্য জনে॥ শুনি বিপ্র আর না করিলা প্রত্যুত্তর। ভাঙ্গা দণ্ড লইমাত্র চলিলা সত্বর॥ বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌর সুন্দর। ভাঙ্গাদণ্ড পেলিদিল প্রভুর গোচর॥ প্রভু বলে কহ দণ্ড ভাঙ্গিল কেমনে। পথে নাকি কন্দল করিলা কার সনে॥ কহিলা জগদানন্দ পণ্ডিত সকল ভাঙ্গিলেক নিত্যানন্দ দণ্ড সুবিহ্বল॥ নিত্যনন্দ প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি কিলাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি॥ নিত্যানন্দ বলে ভাঙ্গিয়াছি বাসখান। না পার ক্ষমিতেকরো যে শাস্তি প্রমাণ॥ প্রভু বলে যহি সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান। সে তোমার মতে কিহইল বাস খান। কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা। মনে করে এক মুখে পাতে আরখেলা॥ এতেকে যে বুঝি বলে কৃষ্ণের হৃদয়। সেই সে সুবোধ ইহা জানিহ নিশ্চয়॥ মারিবেন যারেহেন আছয়ে অন্তরে। তাহারেও দেখি বেন মহা প্রীতকরে॥ প্রাণসম অধিকযেসব ভক্তগণ। তাহারেও দেখিযেন দিরপেক্ষ মন॥ এইমত অচিন্ত্য অগম্য লীলা মাত্র। তান অনুগ্রহে বুঝে তান কৃপাপাত্র॥ দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি। ক্রোধে নাগিলেন ব্যঞ্জিবারে গৌরহরি॥ প্রভুবলে সবে দণ্ড মাত্রছিল সঙ্গ। তাহা আজি কৃষ্ণের প্রসাদে হৈলভঙ্গ॥ এতেক আমার সঙ্গেকার সঙ্গনাই। তোমারা বা আগেচল কিবা আমি যাই॥ দ্বিরুক্তি

করিতে আজ্ঞা শক্তি আছে কার। সভেই হইলাযেন চিন্তিত অপার ॥ মুকুন্দ বলেন তবে তুমি চলআগে। আমরা সভের কিছু পাছে কৃত্য আছে ॥ ভাল বলি চলিলেন শ্রীগৌর সুন্দর। মত্তসিংহ প্রায় গতি লখিতে দুস্কর ॥ মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর গ্রামে ॥ বরাবর গেলা জলেশ্বরদেব স্থানে ॥ জলেশ্বর পূজিতে আছেন বিপ্রগণ। গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ মাল্য বিভূষণ ॥ বহুবিধ বাদ্য উঠিয়াছে কোলাহল। চতুর্দ্দিগে নৃত্যগীত পরম মঙ্গল ॥ দেখি প্রভু ক্রোধ পাসরিলেন সন্তোষে। সেই বাদ্যে প্রভু মিশাইলা প্রেমরসে ॥ নিজ প্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়া। নৃত্যকরে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হঞা ॥ শিবের গৌরব বুঝাইতে গৌরচন্দ্র। এতেক শঙ্কর প্রিয় সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ ॥ না মানে চৈতন্য পথ বোলায় বৈষ্ণব। শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তার সব ॥ করিতে আছেন নৃত্য জগত জীবন। পর্ব্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গর্জ্জন ॥ দেখি শিবদাস সব হইলা বিস্মিত। সভেই বলেন শিব হইলা বিদিত আনন্দে অধিক সভে করে গীত বাদ্য। প্রভুও নাচেন তিলার্দ্ধেক নাহি বাহ্য ॥ ভক্তগণ কতক্ষণে আসিয়া মিলিলা। আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা ॥ প্রিয়গণ দেখি প্রভু অধিক আনন্দে। নাচিতে লাগিলা বেড়ি গায় ভক্তবৃন্দে ॥ সে বিকার কহিতে বা শক্তি আছে কার। নয়নে বহয়ে সুরধুনী শতধার ॥ এবেসে শিবের পুরে হইল সফল। যহি নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর ॥ কথোক্ষণে প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়া। স্থির হইলেন প্রভু প্রিয়গোষ্ঠী লঞা ॥ সভাপ্রতি করিলেন প্রেম আলিঙ্গন। সভে হৈলা নির্ভর পরমানন্দ মন ॥ নিত্যানন্দ দেখি প্রভু লইলেন কোলে। বলিতে লাগিলা কিছু তাঁরে কুতুহলে ॥ কোথা তুমি আমারে করিবা সম্বরণ। যেমতে আমার রহে সন্ন্যাস গ্রহণ ॥ আর আমা পাগল করিতে তুমি চাও। আর যদি কর তুমি মোর মাথা খাও ॥ যেন কর তুমি আমা তেন আমি হই। সত্য২ এই আমি সভা স্থানে কই ॥ সভারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান। নিত্যানন্দ প্রতি সভে হও সাবধান ॥ মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ দেহ বড়। সত্য২ সভারে কহিনু এই দৃঢ় ॥ নিত্যানন্দ স্থানে যার হয় অপরাধ মোর দোষ নাহি তার প্রেম ভক্তি বাদ ॥ নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥ আত্ম স্তুতি শুনি নিত্যানন্দ মহাশয় লজ্জায়ে রহিলা প্রভু মাথা না তোলয় ॥ পরম আনন্দ হইলেন ভক্তগণ। হেন লীলা করে প্রভু শ্রীশচী নন্দন ॥ এইমতে জলেশ্বরে সে রাত্রি রহিয়া। উষঃকালে চলিলা সকল ভক্ত লঞা ॥ বাঁসধায়ে পথে এক শক্তিন্ন্যাসী বেশ। আসিয়া প্রভুরে পথে কৈলেন আদেশ ॥ শাক্ত হেন প্রভু জানিলেন নিজ মনে। সম্ভাষিতে লাগিলেন মধুর বচনে ॥ প্রভু বলে কহ২ কোথা তুমি সব। চিরদিনে আজি সবে দেখিব বান্ধব ॥ প্রভুর মায়ায় শাক্ত মোহিত হইলা। আপনার তত্ত্ব যত

কহিতে লাগিলা॥ যত২ শাক্ত বৈসে যত যত দেশে। সব কহে একে একে প্রভু শুনি হাসে॥ শাক্ত বলে চল ঝাট মঠেতে আমার। সভেই আনন্দ আজি করিব অপার॥ পাপী শাক্ত মদিরারে বলয়ে আনন্দ। বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ॥ প্রভু বলে আসিয়াছ আনন্দ করিতে। আগে গিয়া তুমি সজ্জ করহ ত্বরিতে। শুনিয়া চলিলা শাক্ত হই হরষিত॥ এইমত ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥ পতিতপাবন কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে কহে॥ অতএব শাক্ত সনে প্রভু কথা কহে। কেবল কি এশাক্তের হইল উদ্ধার॥ এশাক্ত পরশে অন্য শাক্তের নিস্তার॥ এইমত শ্রীগৌর সুন্দর ভগবান। নানা মতে করিলেন সর্ব্ব জীব ত্রাণ॥ হেনমতে শাক্তের সহিত রস করি। আইলা রেমণাগ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ রেমুনণায় দেখি নিজ মূর্ত্তি গোপীনাথ। বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্ত বর্গসাথ॥ আপনার প্রেম প্রভু পাসরি আপনা। রোদন করেন অতি করিয়া করুণা॥ সে কারুণ্য শুনিতে পাষাণ কাষ্ঠদ্রবে। এবে না দ্রবিলা ধর্ম্মধ্বজি গণ সনে॥ কথোদিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। আইলেন রাজপুর ব্রাহ্মণ নগর॥ যহি আদি বরাহের অদ্ভুত প্রকাশ। যার দরশনে হয় সর্ব্ব বন্ধ নাশ মহাতীর্থ বহে যাঁহা নদী বৈতরণী। যার দরশনে পাপ পলায় আপনি॥ জন্তু মাত্র যে নদীর হইলেই পার। দেবগণে দেখে চতুর্ভুজের আকার॥ নাভিগয়া বিরজা দেবীর যথা স্থান। লক্ষ২ বৎসরেও লৈতে নারি নাম॥ দেবালয় নাহি হেন নাহি তীর্থস্থান। কেবল দেবের বাস যাজপুর গ্রাম॥ প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে ন্যাসীমণি। স্নান করিলেন ভক্ত সংহতি আপনি॥ তবে প্রভু গেলা আদি বরাহ সম্ভাষে। বিস্তর করিলা নৃত্য গীত প্রেমরসে॥ বড় সুখী হৈলা প্রভু দেখিয়া যাজপুর। পুনঃ পুনঃ বাঢে আনন্দাবেশ প্রভুর॥ কে জানে কি ইচ্ছা তান ধরিলেন মনে। সভাছাড়ি একা পলাইলেন আপনে॥ প্রভু না দেখিয়া সভে হইলা বিকল দেবালয়ে চাহি২ বুলেন সকল॥ না পাইয়া কোথাও প্রভুর অন্বেষণ। পরম চিন্তিত হইলেন ভক্তগণ॥ নিত্যানন্দ বলে সভে স্থির কর চিত্ত। জানিলাম প্রভু গিয়াছেন যে নিমিত্ত॥ নিভৃতে ঠাকুর সব যাজপুর গ্রাম। দেখিয়া যতেক দেবালয় পুণ্যস্থান॥ সর্ব্ব ভক্তগণ যথা আছেন বসিয়া। আর দিনে সেই স্থানে মিলিলা আসিয়া॥ অস্তেব্যস্তে ভক্তগণ হরি২ বলি। উঠিলেন সভেই হইয়া কুতুহলী॥ সভাসহ প্রভু যাজপুর ধন্য করি। চলিলেন হরি বলি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ হেনমতে মহানন্দে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর। আইলেন কত দিনে কটক নগর॥ ভাগবতী মহানদী জলে করি স্নান। আইলেন প্রভু সাক্ষী গোপালের স্থান॥ দেখি সাক্ষী গোপালের লাবণ্য মোহন। আনন্দে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন॥ প্রভুবলি নমস্কার করেন স্তবন। অদ্ভুত করেন প্রেম আনন্দ ক্রন্দন॥ যার মন্ত্রে সকল মূর্ত্তিতে

বৈসে প্রাণ। সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র নাম॥ তথাপিও নিরবধি করে দাস্য লীলা। অবতার হৈলে হয় এইমত খেলা॥ তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর। গুপ্তকাশী বাস যথা করেন শঙ্কর॥ সর্ব্বতীর্থ জল যথা বিন্দুং আনি। বিন্দু সরোবর শিবে সৃজিলা আপনি॥ শিব প্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্য। স্নান করি বিশেষে করিলা অতিধন্য॥ দেখিলেন গিয়া প্রভু প্রকট শঙ্কর। চতুর্দ্দিগে শিবধ্বনি করে অনুচর॥ চতুর্দ্দিগে সারি২ ঘৃতদীপ জ্বলে। নিরবধি অভিষেক হইতেছে জলে॥ নিজপ্রিয় শঙ্করের দেখিয়া বিভব। তুষ্ট হইলেন প্রভু সকল বৈষ্ণব॥ যে চরণরসে শিব বসন না জানে। হেন প্রভু নৃত্যকরে শিব বিদ্যমানে॥ নৃত্য গীত শিব অগ্রে করিয়া আনন্দ। সেরাত্রি রহিলা সেই স্থানে গৌরচন্দ্র॥ সেইস্থান শিব পাইলেন যে নিমিত্তে। সেইকথা কহি শুন স্কন্ধ পুরাণেতে॥ কাশী মধ্যে পূর্ব্বে শিব পার্ব্বতী সহিতে। আছিলা অনেক কাল পরম নিভৃতে॥ তবে গৌরী সহে শিব গেলাত কৈলাশ। নররাজ গণে কাশী করিল বিলাস॥ তবে কাশীরাজ নামে হৈলা একরাজা। কাশীপুর ভোগকরে করি শিব পূজা॥ দৈবে আসি কালপাষ নাগিল তাহারে। উগ্রতপে শিব পূজে কৃষ্ণ জিনিবারে॥ প্রত্যক্ষ হইলা শিব তপের প্রভাবে। বরমাগ বলেন সে রাজা বর মাগে একবর মগোঁ প্রভু তোমার চরণে। যেন মুঞি কৃষ্ণ জিনিবারে পারোরণে॥ ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগাধ। কে বুঝে কিরূপে কারে করেন প্রসাদ॥ তারে বলিলেন রাজা চল যুদ্ধে তুমি। তোর পাছে সর্ব্বগণ সহে আছো আমি॥ তোরে জিনিবেক হেন কার শক্তি আছে। পশুপত অস্ত্রলই মুঞি তোর পাছে॥ পাইয়া শিবের বর সেই মূঢ়মতি। চলিলা হরিষে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি॥ শিব চলিলেন তার পাছে সর্ব্বগণে। তার পক্ষ হইযুদ্ধ করিবার মনে॥ সর্ব্বভূত অন্তর্যামী দেবকী নন্দন। সকল বৃত্তান্ত জানিলেন সেই ক্ষণ॥ জানিয়া বৃত্তান্ত নিজ চক্র সুদর্শন এড়িলেন মহাপ্রভু সভার দলন॥ কার অব্যাহতি নাহি সুদর্শন স্থানে। কাশীরাজ মুণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে॥ শেষে তার সম্বন্ধে সকল বারাণসী। পোড়াইয়া সকল করিল ভস্মরাশি॥ বারাণসী দহে দেখে ক্রুদ্ধ মহেশ্বর। পশুপত অস্ত্র এড়িলেন ভয়ঙ্কর॥ পশুপত অস্ত্র কি করিব চক্রস্থানে। চক্রতেজ দেখি পলাইলা সেইক্ষণে॥ তবে মহেশ্বর প্রতি যায়েন ধাইয়া। চক্রভয়ে শঙ্কর যায়েন পলাইয়া॥ চক্রতেজে ব্যাপিলেক সকল ভুবন। পলাইতে দিগ না পায়েন ত্রিলোচন॥ পূর্ব্বে যেন চক্রতেজে দুর্ব্বাসা পীড়িত॥ শিবেরে হইল এবে সেই সবরীত শেষে শিব বলিলেন সুদর্শন স্থানে। রক্ষা করিবেক হেন নাহি কৃষ্ণ বিনে॥ এতেক চিন্তিয়া বৈষ্ণবাগ্র ত্রিলোচন। ভয়ে ত্রস্ত হই গেলা গোবিন্দ শরণ॥ জয়২ মহাপ্রভু দেবকী নন্দন। জয় সর্ব্বব্যাপি সর্ব্ব জীবের শরণ॥ জয় জয় সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি সর্ব্ব

দাতা। জয়২ শ্রেষ্ঠ হর্ত্তা সভার রক্ষিতা॥ জয়২ অদোষ দরশি কৃপাসিন্ধু। জয়২ সন্তপ্ত জনের এক বন্ধু॥ জয়২ অপরাধ ভঞ্জন স্মরণ। দোষক্ষম প্রভু তোর লইনু স্মরণ॥ শুনি শঙ্করের স্তব সর্ব্বজীব নাথ। চক্রতেজ নিবারিয়া হইলা সাক্ষাৎ॥ চতুর্দ্দিগে শোভাকরে গোপ গোপীগণ। কিছু ক্রোধ হাস্যমুখে বলেন বচন॥ কেনে শিব তুমিত জানহ মোর, শুদ্ধি। এত কালে তোমার এমত কেনে বুদ্ধি। কোন কীট কাশী রাজা অধম নৃপতি। তার লাগি যুদ্ধ কর আমার সংহতি॥ এই যে দেখহ মোর চক্র সুদর্শন। তোমারেও না সহে যাহার পরাক্রম॥ ব্রহ্ম অস্ত্র পশুপত অস্ত্র আদি যত। পরম অব্যর্থ মহাঅস্ত্র আর কত॥ সুদর্শন স্থানে কার নাহি প্রতিকার। যার অস্ত্র তারে চাহে করিতে সংহার॥ হেনত না দেখি আমি পৃথিবী ভিতর। তোমা বই যে আমারে করে অনাদর॥ শুনিয়া প্রভুর কিছু সক্রোধ উত্তর। অন্তরে কম্পিত বড় হইলা শঙ্কর॥ তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ। কহিতে লাগিলা শিব আত্ম নিবেদন॥ তোমার অধীন প্রভু সকল সংসার। স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার॥ পবনে চালায় যেন সূক্ষ্ম তৃণগণ। এইমত অস্বতন্ত্র সকল ভুবন॥ যে করাও প্রভু তুমি সেই জীবকরে। হেন কেবা আছয়ে তোমার মায়া তরে॥ বিশে যে দিয়াছ প্রভু মোরে অহঙ্কার। আপনারে বড় বই নাহি দেখো আর॥ তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি। কি করিব প্রভু মুঞি অস্বতন্ত্রমতি॥ তোর পাদপদ্ম মোর একান্ত জীবন। অরণ্যে থাকিব চিন্তি তোমার চরণ॥ তথাপিও মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার। মুঞি কি করিব প্রভু যে ইচ্ছা তোমার॥ তথাপিহ প্রভু মুঞি কৈনু অপরাধ। সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥ এমত কুবুদ্ধি যেন মোর কভু নহে। এইবর দেহ প্রভু হইয়া সদয়ে॥ যেন অপরাধ কৈনু হই অহঙ্কার। হইল তাহার শাস্তি শেষ নাহি আর॥ এবে আজ্ঞা কর প্রভু থাকিব কোথায়। তোমা বই আর বা বলিব কার পায়॥ শুনি শঙ্করের বাক্য ঈষৎ হাসিয়া। বলিতে লাগিলা কিছু কৃপাযুক্ত হঞা॥ শুন শিব তোমারে দিলাম দিব্য স্থান। সর্ব্বগোষ্ঠী সহে তথা করহ পয়ান॥ একাম্বক নাম বন স্থান মনোহর। তথাও হইবা তুমি কোটি লিঙ্গেশ্বর॥ সেহ বারাণসী প্রায় সুরম্য নগরী সেই স্থানে আমার পরম গোপ্যপূরী॥ সেই স্থান শিব আজি কহি তোমাস্থানে সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে॥ সিন্ধুতীরে বটমূলে নীলাচল নাম ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম অতি রম্যস্থান॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে। তভোসে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥ সর্ব্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥ সেস্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি। তাহাতে বসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি॥ সভারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে। মরণ মঙ্গল

করি কহয়ে যে স্থানে॥ নিদ্রায়ে যে স্থানে সমাধির ফল হয়। শয়নে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়॥ প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ। কথা মাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥ হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল। মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥ নিজ নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম। তাহাতে যতেক বৈসে সে আমার সম॥ সেস্থানে নাহিক যমদণ্ড অধিকার। আমি করি ভাল মন্দ বিচার সভার॥ হেন যে আমার পুরী তাহার উত্তরে। তোমারে দিলাম স্থান রহিবার তরে॥ ভক্তিমুক্তিপ্রদ সেই স্থান মনোহর। তথাও বিখ্যাত হৈবা শ্রীভুবনেশ্বর॥ শুনিয়া অদ্ভুত পুরীমহিমা শঙ্কর। পুনঃ শ্রীচরণ ধরি করিলা উত্তর॥ শুন প্রাণনাথ মোর এক নিবেদন। মুঞি সে পরম অহঙ্কৃত সর্ব্বক্ষণ॥ এতেকে তোমারে ছাড়ি আমি অন্য স্থানে। থাকিলে কুশল মোর নহিব কখনে॥ তোমার নিকটে থাকি সবে মোর মন। দুষ্টসঙ্গ দোষে ভাল নহিব কখন॥ এতেকে আমারে যদি থাকে ভৃত্যজ্ঞান। তবে প্রভু ক্ষেত্রে মোরে দেহ এক স্থান॥ ক্ষেত্রের মহিমা শুনি শ্রীমুখে তোমার। বড় ইচ্ছা হৈল তথা থাকিতে আমার॥ নিরুঞ্চ হইয়া প্রভু সেবিব তোমারে। তথায় তিলেক স্থান দেহ প্রভু মোরে ক্ষেত্র বাস প্রতিমোর বড়লয় মন। এতবলি মহেশ্বর করেন ক্রন্দন॥ শিব বাক্যে তুষ্ট হই শ্রীচন্দ্রবদন। বলিতে লাগিলা তাঁরে করি আলিঙ্গন॥ শুন শিব তুমি মোর নিজদেহ সম। যে তোমার প্রিয় সে মোহর প্রিয়তম॥ যথা তুমি তথা আমি ইথে নাহি আন। সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম আমি স্থান। ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বথা আমার। সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার॥ একাম্রক বন তোমারে দিলাম আমি। তাহাতেও পরিপূর্ণ রূপে থাক তুমি॥ সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয়স্থান। মোর প্রীতে তথায় থাকিবে সর্ব্বক্ষণ॥ যে আমার ভক্ত হই তোমা অনাদরে। সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে॥ হেনমতে শিব পাইলেন সেই স্থান। অদ্যাপিও বিখ্যাত ভুবনেশ্বর নাম॥ শিব প্রিয় বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে। নৃত্যকরে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে॥ যত কিছু কৃষ্ণ কহিয়াছেন পুরাণে। এবে তাহা দেখায়েন সাক্ষাতে আপনে॥ শিবরাম গোবিন্দ বলিয়া গৌর রায়। হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়॥ আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র। শিব পুজা করিলেন লই ভক্ত বৃন্দ॥ শিক্ষাগুরু ঈশ্বরে শিক্ষা যেনা মানে। নিজ দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে॥ সেই সব গ্রামে প্রভু ভক্ত বৃন্দ সঙ্গে। শিবলিঙ্গ দেখি২ ভ্রমিলেন রঙ্গে॥ পরম নিভৃত এক দেখি শিব স্থান। সুখী হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান॥ সেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালয়। সব দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়॥ এইমতে সর্ব্ব পথে সন্তোষে আসিতে। উত্তরিলা আসি প্রভু কমলপুরেতে॥ দেউলের ধ্বজ মাত্র দেখিলেন দূরে

প্রবেশিলা প্রভু নিজ আনন্দ সাগরে ॥ অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার। বিশাল গর্জ্জন কম্প সর্ব্বদেহ তাঁর ॥ প্রাসাদের দিগে মাত্র চাহিতে২। চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে২ ॥ শ্রীমুখের অর্দ্ধশ্লোক শুন সাবধানে। যে লীলা করিলা গৌরচন্দ্র ভগবানে ॥ তথাহি। প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো মামালোক্য স্মিত সবদনেবাল মুর্ত্তিঃ ॥ * ॥ * ॥ প্রভু বলে দেখ প্রাসাদের অগ্র মুলে। হাসেন আমারে দেখি শ্রীবালগোপালে ॥ এই শ্লোক পুনঃপুন পড়িয়া২। আছাড় খায়েন প্রভু বিবশ হইয়া ॥ সে দিনের যে আছাড় যে আর্ত্তি ক্রন্দন। অনন্তের জিহ্বায় সে হয়েন বর্ণন ॥ চক্রপ্রতি দৃষ্টি মাত্র করেন সকলে। সেই শ্লোক পড়িয়া পড়েন ভুমিতলে। এইমত দণ্ডবৎ হইতে২। সর্ব্বপথ আইলেন প্রেম প্রকাশিতে ॥ ইহারে সে বলি প্রেমময় অবতার। এশক্তি চৈতন্য বহি অন্যে নাহি আর ॥ পথে যত দেখয়ে সুকৃতি নরগণ। তারা বলে এইত সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া আইসে ভক্তগণ। আনন্দ ধারায় পূর্ণ সভার নয়ন ॥ সবে চারি দণ্ডের পথ প্রেমের আবেশে। প্রহর তিনেতে আসি হইলা প্রবেশে ॥ আইলেন মাত্র প্রভু আঠার নালায়। সর্ব্বভাব সম্বরণ কৈলা গৌররায় ॥ স্থির হই বসিলেন প্রভু সভালঞা সভারে বলেন অতি বিনয় করিয়া। তোমরাত আমার করিলা বন্ধু কাজ। দেখা ইলে আনি জগন্নাথ মহারাজ ॥ এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে। আমি বা যাইব আগে তাহা বল মোরে ॥ মুকুন্দ বলেন তবে তুমি আগে যাও। ভাল বলি চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। মত্ত সিংহ গতি জিনি চলিলা সত্বর। প্রবিষ্ট হইল আসি পুরীর ভিতর ॥ প্রবেশ হইলা গৌরচন্দ্র নীলাচলে। ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেমজলে ॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা সার্ব্বভৌম সেই কালে। জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে ॥ হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত জীবন। দেখিলেন জগন্নাথ সুভদ্রা সঙ্কর্ষণ ॥ দেখি মাত্র প্রভু করি পরম হুঙ্কার। ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলেকরিবার ॥ লাফদেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল। চতুর্দ্দিগে ছুটে সবনয়নের জল ॥ ক্ষণেক পড়িলা হই আনন্দে মুর্চ্ছিত। কেবুঝয়ে ঈশ্বরের অগাধ চরিত ॥ অজ্ঞপড়িহারিসব উঠিল মারিতে। আস্তে ব্যস্তে সার্ব্বভৌম পড়িলা পৃষ্ঠেতে ॥ হৃদয়ে চিন্তেন সার্ব্বভৌম মহাশয়। এতশক্তি মনুষ্যের কোনকালে নয় ॥ এহুঙ্কার এগর্জ্জন এপ্রেমের ধার যতকিছু অলৌকিক শক্তির প্রচার ॥ এই জন হেনবুঝি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এইমত চিন্তে সার্ব্বভৌম অতিধন্য ॥ সার্ব্বভৌম নিবারণে সর্ব্ব পড়িহারি। রহিলেন দূরে সভে মহাভয় করি ॥ প্রভু সে হইয়াছেন অচেতন প্রায়। দেখিমাত্র জগন্নাথ নিজ প্রিয় কায় ॥ কি আনন্দে মগ্নহৈলা বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। বেদেও এসব তত্ত্ব জানিতে দুস্কর ॥ সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ব্যূহ রূপে। আপনে বসিয়াছেন সিংহাসনে সুখে আপনেই উপাসক হই করে ভক্তি। অতএব কে বুঝয়ে ঈশ্বরের শক্তি ॥ আপ

নার তত্ব প্রভু আপনে সে জানে। বেদে ভাগবতে এইমত সে বাখানে॥ তথাপি যে লীলা প্রভু করেন যখনে। তাহা কহে বেদে জীব উদ্ধার কারণে॥ মগ্ন হই লেন প্রভু বৈষ্ণব আবেশে। বাহ্য গেল দূর প্রেমসিন্ধু মাঝে ভাসে॥ আররিয়া সার্ব্বভৌম আছেন আপনে। প্রভুর আনন্দ মূর্চ্ছা না হয় খণ্ডনে॥ শেষে সার্ব্ব ভৌম যুক্তি করিলেন মনে। প্রভু লই যাইবারে আপন ভবনে॥ সার্ব্বভৌম বলে ভাই পড়িহারিগণ। সভে তুলিলহ এই পুরুষ রতন॥ পাণ্ডুবিজয়ের যত নিজ ভৃত্যগণ। সভে প্রভু কোলেকরি করিলা গমন॥ কে বুঝিব ঈশ্বরের চরিত্র গহন হেনরূপে সার্ব্বভৌম মন্দিরে গমন॥ চতুর্দ্দিগে হরিধ্বনি করিয়া২। বহিয়া২ আনেন সভে হরিষ হইয়া॥ হেনই সময়ে সর্ব্বভক্ত সিংহদ্বারে। আসিয়া মিলি লা সভে হরিষ অন্তরে॥ পরম অদ্ভুত সব দেখেন আসিয়া। পিপিলিকাগণ যেন অন্নখায় লঞা॥ এইমত প্রভুরে আনেক লোক ধরি। লইয়া যায়েন সভে মহা নন্দ করি॥ সিংহ দ্বারে নমস্করি সর্ব্বভক্তগণ। হরিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন সর্ব্ব লোক ধরি সার্ব্বভৌমের মন্দিরে। আনিলেন কপাট পড়িল তান দ্বারে প্রভুর আসিয়া যে মিলিলা ভক্তগণ। দেখি সার্ব্বভৌম তখন হরষিত মন॥ যথাযোগ্য সম্ভাষা করিয়া সভাসনে। বসিলেন সন্দেহ ভাঙ্গিল তত্তক্ষণে॥ বড় সুখী হৈলা সার্ব্বভৌম মহাশয়। আর তার কিবা ভাগ্য ফলের উদয়॥ যার কীর্ত্তি মাত্র সর্ব্ববেদে ব্যাখ্যা করে। অনায়াসে ঈশ্বর আইলা তার ঘরে॥ নিত্যানন্দ দেখি সার্ব্বভৌম মহাশয়। লইলা চরণ ধূলী করিয়া বিনয়॥ মনুষ্য দিলেন সার্ব্বভৌম সভাসনে। চলিলেন সভে জগন্নাথ দরশনে॥ যে মনুষ্য যায় জগন্নাথ দেখাইতে। নিবেদন করেন করিয়া যোড়হাতে॥ স্থির হই জগন্নাথ সভেই দেখিবা। পূর্ব্ব গোসাঞিঁর মত কেহ না করিবা॥ কিরূপ তোমারা কিছু না পারি বুঝিতে। স্থির হই দেখ তবে যাই দেখাইতে॥ যেরূপ তোমার করি লেক এক জনে। জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে॥ বিশেষে বা কি কহিব যে দেখিনু তান। সে আছাড়ে অন্যের কি দেহে রহে প্রাণ॥ এতেকে তোমা রা সব অচিন্ত্য কথন। সম্বরিয়া দেখিবা করিনু নিবেদন॥ শুনি সব হাসিতে লাগিলা ভক্তগণ। চিন্তা নাহি বলি সভে করিলা গমন॥ আসি দেখিলেন চতু র্ব্যূহ জগন্নাথ। প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ সাত॥ দেখি সভে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন। দণ্ডবৎ প্রদক্ষিণ করেন স্তবন॥ প্রভুর গলার মালা ব্রাহ্মণ আনিয়া দিলেন সভার গলে সন্তোষিত হঞা॥ আজ্ঞামালা পাঞা সভে সন্তোষিত মনে আইলা সত্বরে সার্ব্বভৌমের ভবনে॥ প্রভুর আনন্দ মূর্চ্ছা হইল যে মতে। বাহ্যনাহি তিলেক আছেন সেইমতে॥ বসিয়া আছেন সার্ব্বভৌম পদতলে। চতুর্দ্দিগে রামকৃষ্ণ ভক্তগণ বলে॥ অচিন্ত্য অগম্য গৌরচন্দ্রের চরিত। তিনপ্রহরেও বাহ্য নহে

কদাচিৎ॥ ক্ষণেকে উঠিলা সর্ব্ব জগত জীবন। হরিধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্ত গণ॥ স্থির হই প্রভু জিজ্ঞাসেন সভাস্থানে। কহ দেখি আজি মোর কোন বিব রণে॥ শেষে নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা। জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মুর্চ্ছা গেলা॥ দৈবে সার্ব্বভৌম আছিলেন সেই স্থানে। ধরি তোমা আনিলেন আপন ভবনে॥ আনন্দ আবেশে তুমি হই পরবশ। বাহ্য না জানিলা তিন প্রহর দিবস এই সার্ব্বভৌম নমস্করেন তোমারে। অস্তেব্যস্তে প্রভু সার্ব্বভৌমে কোলে করে প্রভু বলে জগন্নাথ বড় কৃপাময়। আনিলেন মোরে সার্ব্বভৌমের আলয়॥ পরম সন্দেহ চিত্তে আছিল আমার॥ কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার॥ কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করিলেন অনায়াসে। এতবলি সার্ব্বভৌমে চাহি প্রভু হাসে॥ প্রভু বলে শুন আজি আমার আখ্যান। জগন্নাথ আসি দেখিলাম বিদ্যমান॥ জগ ন্নাথ দেখি চিত্ত হইল আমার। ধরিয়ানি বক্ষ মাঝে থুই আপনার॥ ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি। তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি॥ দৈবে সার্ব্বভৌম আজি আছিল নিকটে। অতএব রক্ষা হৈল এ মহা শঙ্কটে॥ আজি হৈতে এই আমি বলি দড়াইয়া। জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া॥ অভ্য ন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব। গরুড়ের পাছে রহি দরশন করিব॥ ভাগ্যে আমি আজি না ধরিল জগন্নাথ। তবেত সঙ্কট আজি হইত আমাত॥ নিত্যান ন্দ বলে বড় এড়াইলে ভাল। বেলা নাহি এবে স্নান করহ সকাল॥ প্রভু বলে নিত্যানন্দ সম্বরিবা মোরে। এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥ তবে কতো ক্ষণে স্নান করি প্রেম সুখে। বসিলেন সভার সহিত হাস্য মুখে॥ বহুবিধ প্র সাদ সে আনিয়া সত্বর। সার্ব্বভৌম থুইলেন প্রভুর গোচর॥ মহাপ্রসাদেরে প্রভু করি নমস্কার। বসিলা ভুঞ্জিতে লই সর্ব্ব পরিবার॥ প্রভু বলে বিস্তর নাফরা মোরে দেহ। পীঠাপানা ছেনাবড়ি তোমরা সে লেহ॥ এইমত বলি প্রভু মহা প্রেমরসে। নাফরা খায়েন সর্ব্বভক্তগণ হাসে॥ জন্ম২ সার্ব্বভৌম প্রভুর পার্ষদ অন্যথা অন্যের নাহি হয় এ সম্পদ॥ সুবর্ণ থালির অন্ন আনিয়া আপনে। সার্ব্ব ভৌম দেন প্রভু করেন ভোজনে॥ সে ভোজনে যতেক হইল প্রেমরঙ্গ। * বেদ ব্যাস বর্ণিবেন সে সব প্রসঙ্গ॥ অশেষ কৌতুকে করিভোজন বিলাস। বসিলেন প্রভু ভক্তবর্গ চারিপাশ॥ নীলাচলে প্রভুর ভোজন মহারঙ্গ। ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যের সঙ্গ॥ শেষ খণ্ডে চৈতন্য আইলা নীলাচলে। এ আখ্যান শুনিলে ভাস য়ে প্রেমজলে॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥ ইতি শেষ খণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়॥ *॥ *॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায় ॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গুণধাম। জয়২ নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ॥ জয় জয় বৈকুণ্ঠের নায়ক কৃপাসিন্ধু। জয়২ ন্যাসী চূড়ামণি দিনবন্ধু॥ ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয়২। শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তিলভ্য হয়॥ শেষখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিত্তে। শ্রীগৌর সুন্দর বিহরিল যেন মতে॥ অমৃতের অমৃত শ্রীগৌরাঙ্গের কথা। ব্রহ্মা শিব যে অমৃত বাঞ্ছেন সর্ব্বথা॥ অতএব শ্রীচৈতন্যের কথার শ্রবণে সভার সন্তোষ হয় দুষ্টগণ বিনে॥ শুন শেষখণ্ড কথা চৈতন্য রহস্য। ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবা অবশ্য॥ হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে। আত্ম সংগোপন করি আছে কুতূহলে॥ যদি তিহোঁ ব্যক্ত না করেন আপনারে। তবে কার শক্তি আছে তানে জানিবারে॥ দৈবে একদিন সার্ব্বভৌমের সহিতে। বসিলেন প্রভু তানে লইয়া নিভৃতে॥ প্রভু বলে শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়। তোমারে কহিয়ে আমি আপন হৃদয়॥ জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাম আমি। উদ্দিশ্য আমার মূল এথা আছ তুমি॥ জগন্নাথ আমারে কি কহিবেন কথা॥ তুমিসে আমার বন্ধু জানিবে সর্ব্বথা॥ তোমাতে সে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি। তুমিসে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি॥ এতেকে তোমার আমি লইনু আশ্রয়। তাহা কর যেরূপে আমার ভাল হয়॥ কি বুদ্ধি করিব মুঞি থাকিব কিরূপে। যেমতে নাপড়ো মুঞি এসংসার কূপে॥ সব উপদেশ মোরে কহ অমায়ায়॥ তোমার সে আমি ইহা জান সর্ব্বথায়॥ এইমতে অনেক প্রকারে মায়া করি। সার্ব্বভৌম প্রতি কহিলেন গৌরহরি॥ না জানিয়া সার্ব্বভৌম ঈশ্বরের মর্ম্ম। কহিতে লাগিলা যে জীবের যত ধর্ম্ম॥ সার্ব্বভৌম বলেন কহিলা যত তুমি। সকল তোমার ভাল বাসিলাম আমি॥ যে তোমার হইয়াছে ভক্তির উদয়। অত্যন্ত অপূর্ব্ব সে কহিল কভো নয়॥ কৃষ্ণ কৃপা হইয়াছে তোমার উপরে। সবে একখানি করিয়াছ অব্যভারে॥ পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে। তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে॥ বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে। প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কার পাশে॥ দণ্ড ধরি মহাজ্ঞান হয় আপনারে। কাহারেও বল যোড়হস্ত নাহি করে॥ যার পদধূলী লৈতে বেদের বিহিত। হেন জনে নমস্করে তভু নহে ভীত॥ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বা বলিবা সেহ নহে। বুঝ এই ভাগবতে যেন মত কহে॥ তথাহি একাদশ স্কন্ধে॥ প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্চচাণ্ডাল গোখরান্। প্রবিষ্টো জীব কলয়াভত্রৈব ভগবানিতি॥

ব্রহ্মাণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্তকরি। দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি॥ এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সভারে প্রণতি। সেই ধর্ম্ম ধ্বজি যার ইথে নাহি রতি শিখাসূত্র ঘুচাইয়া সবে এই লাভ। নমস্কার করে আসি মহা মহাভাগ॥ প্রথমে শুনিলে এক এই অপচয়। এবে আর শুন সর্ব্বনাশ বুদ্ধিক্ষয়। জীবের স্বভাব ধর্ম্ম ঈশ্বর ভজন। তাহা ছাড়ি আপনারে বলে নারায়ণ॥ গর্ভবাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা। যাহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধি জ্ঞান শিক্ষা॥ যার দাস্য লাগি শেষ অজভব রমা। পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা॥ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় যাহার দাসে করে। লজ্জা নাহি হেন প্রভু বলে আপনারে॥ নিদ্রা হৈলে আপনাকে ইহাও না জানে। আপনারে নারায়ণ বলে হেন জনে॥ জগতের পিতা কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে কহে। পিতার ভক্তি সে করে যে সুপুত্র হয়ে॥ তথাহি শ্রীগীতায়াং পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহ॥ * ॥ গীতাশাস্ত্রে অর্জ্জুনেরে সন্ন্যাস করণ। শুন যে কহিয়াছেন নারায়ণ॥ তথাহি॥ আনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতিযঃ। সসন্ন্যাসী চযোগীচ ননিরগ্নির্ণচাক্রিয়ঃ ॥ * ॥ নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণ ভজন। তাহারে সে বলি যোগী সন্ন্যাস লক্ষণ॥ বিষ্ণুক্রিয়া না করিলে পরান্ন খাইলে। কিছু নহে সাক্ষাতেই এই বেদে বলে॥ তথাহি তদন স্মরং কর্ম্ম লক্ষণং॥ তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সাবিদ্যাতন্মতির্যয়া। হরির্দেহ ভৃতা মাত্মাস্বয়ংচ প্রভুরীশ্বর॥ তাহারে সে বলি কর্ম্ম ধর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীত জন্মে সম্মত সভার॥ তাহারে সে বলি বিদ্যামন্ত্র অধ্যয়ন। কৃষ্ণ পাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন॥ সভার জীবন কৃষ্ণ জনক সভার। হেন কৃষ্ণ যেনা ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥ যদি বল শঙ্করের মত সেহ নহে। তার অভিপ্রায় দাস্য তারি মুখে কহে॥ তথাহি শঙ্করাচার্য্য বাক্যং॥ যদ্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং নমামকীন স্তুং। সামুদ্রোহিতরঙ্গঃ ক্কচন সমুদ্রোনতারঙ্গ। অর্থ॥ যদ্যপিও জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাঞি। সর্ব্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্ব্ব ঠাঞি॥ তভো তোমা হৈতে সে হই য়াছি আমি। আমা হৈতে নাহি কভো হইয়াছ তুমি॥ যেন সমুদ্রের তরঙ্গ লোকে বলে। তরঙ্গের সমুদ্র না হয় কোনকালে॥ অতএব জগত তোমার তুমি পিতা ইহ লোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা॥ যাহা হৈতে হয় জন্ম যে করে পালন তারে যেনা ভজে বর্জ্য হয় সেই জন॥ এই শঙ্করের বাক্য এই অভিপ্রায়। ইহা না জানিয়া মাতা কি কাযো মুড়ায়॥ সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি নারায়ণ। বলিবেক প্রেমভক্তি যোগে অনুক্ষণ॥ না বুঝি শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়। ভক্তি ছাড়ি মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায়॥ অতএব তোমারে সে কহি এই আমি। হেন পথে প্রবিষ্ট হইলা কেনে তুমি॥ যদি কৃষ্ণ ভক্তিযোগে করিব উদ্ধার। তবে শিখা সূত্রত্যাগে কোন লভ্য তার॥ যদি বল মাধবেন্দ্র আদি মহাভাগ। তাহারাও শিখাসূত্র করি

য়াছে ত্যাগ॥ তথাপিও তোমারে সন্ন্যাস করিবার। এসময়ে কোনমতে হৈল অধিকার॥ সে সব মহান্ত শেষত্রিভাগ বয়েসে। গ্রাম্য রস ভুঞ্জিয়াসে করিলা সন্ন্যাসে॥ যৌবন প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার। কেমতে হইল সন্ন্যাসের অধিকার পরমার্থে সন্ন্যাসে কি করিব তোমারে। যে ভক্তি হইয়াছেন তোমার শরীরে যোগেন্দ্রাদি সভের যে দুর্ল্লভ প্রসাদ। তবে কেনে করিয়াছ এমর্ত্ত প্রসাদ॥ শুনি ভক্তিযোগ সার্ব্বভৌমের বচন। বড় সুখী হৈলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥ প্রভু বলে শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়। সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥ কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া। বাহির হইনু শিখা সূত্র মুড়াইয়া॥ সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি। কৃপাকর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥ প্রভু হই নিজ দাস মোহে হেন মতে। এ মায়ায় দাস প্রভু জানিব কেমতে॥ যদি তিহোঁ নাহি জানায়েন আপনারে। তবে কার শক্তি আছে জানিতে তাহারে॥ না জানিয়া সেবকে যতেক কথা কহে। তাহাতেও ঈশ্বরের মহাপ্রীত হয়ে॥ সর্ব্ব কাল ভৃত্য সঙ্গে প্রভু ক্রীড়া করে। সেবকের নিমিত্তে আপনে অবতারে॥ যেমতে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে। কৃষ্ণ সেই মত দাস ভজেন আপনে॥ এই তান স্বভাব শ্রীভকতবৎসল। ইহা তানে নিবারিতে কার আছে বল॥ হাসে প্রভু সার্ব্বভৌমে চাহিয়া চাহিয়া। না বুঝেন সার্ব্বভৌম মায়ামুগ্ধ হঞা॥ সার্ব্বভৌম বলেন আশ্রমে বড তুমি। শাস্ত্রমতে তুমি বন্দ্য উপাসক আমি॥ তুমি যে আমার স্তব কর যুক্ত নহে। তাহাতে আমার পাছে অপরাধ হয়ে॥ প্রভু বলে ছাডমোরে এস কল মায়া। সর্ব্বভাবে তোমার লইনু মুঞি ছায়া॥ হেনমতে প্রভু ভৃত্য সঙ্গে করে খেলা। কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা॥ প্রভু বলে মোর এক আছে মনোরথ। তোমার মুখেতে শুনিবাঙ ভাগবত॥ যতেক সংশয় চিত্তে আছয়ে আমার। তোমাবই ঘুচাইতে হেন নাহি আর॥ সার্ব্বভৌম বলে তুমি সকল বিদ্যায়। পরম প্রবীণ আমি জানি সর্ব্বথায়॥ কোন ভাগবত অর্থ না জানবা তুমি। তোমারে বা কোনরূপে প্রবোধিব আমি॥ তথাপিহ অন্যোন্যে ভক্তির বিচার। করিবেক সুজনের স্বভাব ব্যভার॥ বল দেখি সন্দেহ তোমার কোন স্থানে। আছে তাহা যথা শক্তি করিয়ে বাখানে॥ তবে শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ ঈষৎ হাসিয়া। বলিলেন এক শ্লোক অষ্ট আথরিয়া॥ তথাহি প্রথম স্কন্ধে॥ আত্মারামাশ্চমুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থং ভূতোগুণো হরিঃ॥ * ॥ সরস্বতী পতি গৌরচন্দ্রের অগ্রেতে। কৃপায় লাগিলা সার্ব্বভৌম বাখানিতে॥ সার্ব্বভৌম বলেন শ্লোকার্থ এই সভ্য। কৃষ্ণ পদে ভক্তি সে সভার মূলতত্ত্ব॥ সর্ব্বকাম পরিপূর্ণ হয় যে যে জন। অন্তরে বাহিরে যার নাহিক বন্ধন এবংবিধ মুক্ত সব করে কৃষ্ণ ভক্তি। হেন প্রভু গুণের স্বভাব মহাশক্তি॥ হেন

কৃষ্ণগুণ নাম মুক্ত সব গায়। ইথে অনাদর যার সেই নাশ যায়॥ এইরূপে নানা মত পক্ষ তোলাইয়া। ব্যাখ্যা করে সার্ব্বভৌম আবিষ্ট হইয়া॥ ত্রয়োদশ প্রকার শ্লোকার্থ বাখানিয়া। রহিলেন আর শক্তিনাহিক বলিয়া॥ ঈষৎ হাসিয়া গৌরচন্দ্র প্রভু কহে। যত বাখানিলে তুমি সব সত্য হয়ে॥ এবে শুন আমি কিছু করিয়া ব্যাখ্যান। বুঝ দেখি বিচারিয়া হয় কি প্রমাণ॥ তখনে বিস্মিত সার্ব্বভৌম মহাশয়। আরো অর্থ নরের শক্তিতে কভু হয়॥ আপনার অর্থ প্রভু আপনে বাখানে। তাহা কেহ কোন কল্পে উদ্দেশ না জানে॥ ব্যাখ্যা শুনি সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত। মনে ভাবে এই কিবা ঈশ্বর বিদিত॥ শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার। আত্মভাবে হইলা ষড়ভুজ অবতার॥ প্রভু বলে সার্ব্বসভৌম কি তোমার বিচার। সন্ন্যাসে আমার নাহি হয় অধিকার॥ সন্ন্যাসী কি আমি হেন তোর চিত্তে লয়। তোর লাগি আমি এথা হইনু উদয়॥ বহু জন্ম মোর প্রেমে তেজিলা জীবন। অতএব তোরে আমি দিনু দরশন॥ সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহর অবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুঞি বহি নাহি আর॥ জন্মং তুমি মোর শুদ্ধ প্রেম দাস। অতএব তোরে আমি হইনু প্রকাশ॥ সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব। তোর কিছু চিন্তা নাহি পড় মোর স্তব॥ অপূর্ব্ব ষড়্ভুজ মূর্ত্তি কোটি সূর্য্যময়। দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়॥ বিশাল করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন। ষড়্ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥ বড় সুখি প্রভু সার্ব্বভৌমেরে অন্তরে উঠ বলি শ্রীহস্ত দিলেন তান শিরে॥ শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র পাইল চেতন। তথাপি আনন্দ যত নাস্ফূরে বচন॥ করুণা সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। পাদপদ্ম দিলা তার হৃদয় উপর॥ শ্রীচরণ পাঞা সার্ব্বভৌম মহাশয়। হইলা কেবল পরানন্দ প্রেমময়॥ দৃঢ় করি পাদপদ্ম ধরি প্রেমানন্দে। আজি সে পাইনু চিত্তচোর বলি কান্দে॥ আত্মনাদে সার্ব্বভৌম করেন রোদন। ধরিয়া অপূর্ব্ব পাদপদ্ম রমা ধন প্রভু মোর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রাণনাথ। মুঞি অধমেরে প্রভু কর দৃষ্টিপাত॥ তোমারে সে মুঞি পাপী শিখাইনু ধর্ম্ম। না জানিয়া তোমার অচিন্ত্য শুদ্ধ মর্ম্ম॥ হেন কোন আছে প্রভু তোমার মায়ায়। মহাযোগেশ্বর আদি মোহ নাহি পায়॥ সে তুমি যে আমারে মোহলে কোন শক্তি। এবে দেখ তোমার চরণে প্রেমভক্তি জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রাণনাথ। জয়২ শচী পুণ্যবতী গর্ব্ভজাত॥ জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সর্ব্ব প্রাণ। জয়২ বেদ বিপ্র সাধু ধর্ম্মত্রাণ॥ জয়২ বৈকুণ্ঠাদি লোকের ঈশ্বর। জয়২ শুদ্ধসত্বরূপ ন্যাসীবর॥ পরমসুবুদ্ধি সার্ব্বভৌম মহামতি। শ্লোক পড়ি২ পুনঃ পুন করে স্তুতি॥ তথাহি॥ কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজংযঃ প্রাদুস্কর্ত্তুং কৃষ্ণ চৈতন্য নামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢং গাঢং নীয়তাং চিত্ত ভৃঙ্গ॥ *॥ কালবশে ভক্তি লুকাইয়া দিনেং। পুনর্ব্বার নিজ ভক্তি প্রকাশ কারণে

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম প্রভু অবতার। তাঁর পাদপদ্মে চিত্ত রহুক আমার॥ তথাহি বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপাদ্যে॥ * ॥ বৈরাগ্য সহিত নিজ ভক্তি বুঝাইতে যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তনু পুরুষ পুরাণ। ত্রিভুবনে নাহি যার অধিক সমান॥ হেন কৃপাসিন্ধুর চরণ গুণ নাম। স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম॥ এইমত সার্ব্বভৌম শত শ্লোক করি। স্তুতি করে চৈতন্যের পাদপদ্ম ধরি॥ পতিত তারিতে সে তোমার অবতার। মুঞি পতিতেরে প্রভু করহ উদ্ধার॥ বন্ধি করিয়াছ মোরে অশেষ বন্ধনে। বিদ্যাধনে কুলে তোমা জানিব কেমনে॥ এই এই কৃপাকর সর্ব্ব জীবনাথ। অহর্নিশ চিত্ত মোর রহুক তোমাত॥ অচিন্ত্য অগম্য প্রভু তোমার বিহার। তুমি না জানাইলে জানিতে শক্তি কার॥ আপনেই দারুব্রহ্মরূপে নীলাচলে। বসিয়া আছহ ভোজনের কুতুহলে আপনে প্রসাদকর আপনে ভোজন। আপনে আপনা দেখি করহ ক্রন্দন আপনে আপনাদেখি হও মহামত্ত। এতেকে কে বুঝে প্রভু তোমার মহত্ব॥ আপনে সে আপনারে জান তুমি মাত্র। আর জানে যে জন তোমার কৃপাপাত্র মুঞি ছার তোমারে বা জানিব কেমনে। যাতে মোহ মানে অজভব দেবগণে এইমত অনেক করিয়া কাকুর্ব্বাদ। স্তুতি করে সার্ব্বভৌম পাইয়া প্রসাদ॥ শুনিয়া ষড়্ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ। হাসি সার্ব্বভৌম প্রতি বলিলা বচন॥ শুন সার্ব্বভৌম তুমি আমার পার্ষদ। এতেকে দেখিলা তুমি এসব সম্পদ॥ তোমার নিমিত্তে মোর এথা আগমন। অনেক করিয়াছ তুমি মোর আরাধন॥ ভক্তির মহিমা তুমি যতেক কহিলা। ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা॥ যতেক কহিলা তুমি সব সত্য কথা। তোমার মুখেতে কেনে আসিব অন্যথা॥ শত শ্লোক করি তুমি যে কৈলে স্তবন। যে জনে করিব ইহা শ্রবণ পঠন॥ আমাতে তাহার ভক্তি হইব নিশ্চয়। সার্ব্বভৌম শতকে যে হেন কীর্ত্তি হয়॥ যে কিছু দেখিলা তুমি প্রকাশ আমার। সংগোপ করিবা পাছে জানে কেহ আর॥ যতেক দিবস মুঞি থাকো পৃথিবীতে। তাবত নিষেধ কৈনু কাহারে কহিতে॥ আমার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ চন্দ্র। ভক্তি করি তাহাঁর সেবিহ পদ দ্বন্দ্ব॥ পরম নিগূঢ় তিহো আমার বচনে। আমি যারে ব্যক্তকরি জানে সেই জনে॥ এই সব তত্ত্ব সার্ব্বভৌমেরে কহিয়া। রহিলেন আপন ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া॥ চিনি নিজ প্রভু সার্ব্বভৌম মহাশয়। বাহ্য নাহি আর হৈল পরানন্দ ময়॥ যে শুনয়ে এসব চৈতন্য গুণগ্রাম। সে যায় সংসার তরি গৌরচন্দ্র ধাম॥ পরম নিগূঢ় এসকল কৃষ্ণ কথা। ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা॥ হেন মতে করি সার্ব্বভৌমেরে উদ্ধার। নীলাচলে করে প্রভু কীর্ত্তন বিহার॥ নিরবধি নৃত্য গীত আনন্দ

আবেশে। রাত্রি দিন না জানেন কৃষ্ণ প্রেমরসে॥ নীলাচলবাসী যত অপূর্ব্ব দেখিয়া। সর্ব্ব লোকে হরি বলে ডাকিয়া২॥ প্রভুকে সচল জগন্নাথ লোকে বলে। হেন নাহি যে প্রভুরে দেখিয়া না ভোলে॥ যে পথে যায়েন চলি শ্রীগৌর সুন্দর। সেই দিগে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর॥ যে খানে পড়য়ে প্রভুর চরণ যুগল। সেই স্থানের ধুলি লুটি করয়ে সকল॥ ধুলি গুড়ি পায় মাত্র যে সুকৃতি জন। তাহার আনন্দ অতি অকথ্য কথন॥ কিবা সে বিগ্রহের সৌন্দর্য্য অনুপাম। দেখিতেই সর্ব্বচিত্ত হরে অবিরাম॥ নিরবধি শ্রীআনন্দ ধারা শ্রীনয়নে। হরে কৃষ্ণ নামমাত্র শুনি যে শ্রবণে॥ চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবর। মত্তসিংহ যিনি অতি গমন মন্থর॥ পথে চলিতেও ঈশ্বরের বাহ্য নাই। ভক্তিরসে বিহরেণ চৈতন্য গোসাঞি॥ কথোদিন বিলম্বে পরমানন্দ পুরী। আসিয়া মিলিলা তীর্থ পর্য্যোটন করি॥ দূরে প্রভু দেখিয়া পরমানন্দ পুরী। সম্ভ্রমে উঠিলা প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ প্রিয়ভক্ত দেখি প্রভু পরম হরিষে। স্তুতি করি নৃত্য করে মহাপ্রেম রসে॥ বাহুতুলি বলিতে লাগিলা হরি হরি। দেখিলাম নয়নে পরমানন্দ পুরী॥ আজি ধন্য লোচন সফল আজি জন্ম। সফল আমার আজি হৈল সর্ব্ব ধর্ম্ম॥ প্রভু বলে আজি মোর সফল সন্ন্যাস। আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ॥ এতবলি প্রিয় ভক্ত লই প্রভু কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে॥ পুরীর প্রভুর বোল শ্রীমুখ দেখিয়া। আনন্দে আছিলা আত্ম বিস্মৃতি হইয়া॥ কথোক্ষণে অন্যোন্যে করেন প্রণাম। পরমানন্দ পুরী চৈতন্যের প্রিয়ধাম॥ পরম সন্তোষ প্রভু তাহারে পাইয়া। রাখিলেন নিজ সঙ্গে পার্ষদ করিয়া॥ নিজ প্রভু পাইয়া পরমানন্দ পুরী। রহিলা আনন্দে পাদপদ্ম সেবা করি॥ মাধব পুরীর প্রিয়শিষ্য মহাশয়। শ্রীপরমানন্দ পুরী তনু প্রেমময়॥ দামোদর স্বরূপ মিলিলা কথোদিনে। রাত্রিদিনে যাহার বিহার প্রভু সনে॥ দামোদর স্বরূপ সংগীত রসময়। যার ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয়॥ দামোদর স্বরূপ পরমানন্দ পুরী। শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী॥ এইমতে নীলাচলে যে যে ভক্তগণ। অল্পে২ আসি সভে হইলা মিলন॥ যে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইলা। তাহারাও অল্পে২ আসিয়া মিলিলা॥ মিলিলা প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রেমের শরীর প্রেমানন্দ রামানন্দ দুই মহাধীর॥ দামোদর পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত। কতদিনে আসিয়া হইলা উপনীত॥ শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী নৃসিংহের দাস। যাহার শরীরে নৃসিংহের পরকাশ॥ কীর্ত্তন বিহরে নরসিংহ ন্যাসীরূপে। জানিয়া রহিলা আসি প্রভুর সমীপে॥ ভগবান আচার্য্য আইলা মহাশয়। শ্রবণেও যারে নাহি পরশে বিষয়॥ এইমত সেবক যতেক যথা ছিলা। সভেই প্রভুর পাশে আসিয়া মিলিলা॥ প্রভু দেখি সভার হইল দুঃখ নাশ। সভে করে প্রভু সঙ্গে কীর্ত্তন বিলাস

সন্ন্যাসীর রূপে বৈকুণ্ঠের অধিপতি। কীর্ত্তন করেন সর্ব্ব ভক্তের সংহতি। চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহাধীর। পরম উদ্দাম এক স্থানে নহে স্থির। জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে। পড়িছারি গণে কেহ রাখিতে না পারে॥ একদিন উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে। বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে॥ উঠিতেই পড়িহারি ধরিলেক হাতে। ধরিতে পড়িলা গিয়া হাত পাঁচসাতে॥ নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার। মালা লই পরিলেন গলে আপনার॥ মালা পরি চলিলেন গজেন্দ্র গমনে। পড়িহারি উঠিয়া চিন্তেন মনেমনে॥ এত অবধুতের মনুষ্যশক্তি নহে। বলরাম স্পর্শে কি অন্যের দেহ রহে॥ মত্তহস্তি ধরি মুঞি পারো রাখিবারে। আমি ধরিলেও কি মনুষ্য যাইতে পারে॥ হেন মুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিনু। তৃণ প্রায় হই গিয়া কোথায় পড়িনু॥ এইমত চিন্তে পড়িহারি মহাশয়। নিত্যানন্দ দেখিলেই করেন বিনয়॥ নিত্যানন্দ স্বরূপ সভারে বাল্য ভাবে। আলিঙ্গন করেন পরম অনুরাগে॥ তবে কথোদিনে গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীপতি। সমুদ্র তীরেতে আসি করিলা বসতি॥ সিন্ধুতীর স্থান অতি রম্যমনোহর। দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীগৌরসুন্দর চন্দ্রবতী রাত্রী বহে দক্ষিণ পবন। বৈসেন সমুদ্র কুলে শ্রীশচী নন্দন॥ সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে। নিরবধি হরে কৃষ্ণ বলে শ্রীবদনে॥ মালায়ে পূর্ণিত বক্ষ অতি মনোহর। চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া আছয়ে অনুচর॥ সমুদ্রের তরঙ্গ নিশায় শোভা অতি। হাসি দৃষ্টি করে প্রভু তরঙ্গের প্রতি॥ গঙ্গা যমুনার যত ভাগ্যের উদয়। তাহা পাইলেন ইবে সিন্ধু মহাশয়॥ হেনমতে সিন্ধুতীরে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। বসতি করেন লই সর্ব্ব অনুচর॥ সর্ব্বরাত্রি সিন্ধু তীরে পরম বিরলে কীর্ত্তন করেন প্রভু মহাকুতুহলে॥ তাণ্ডব পণ্ডিত প্রভু নিজ প্রেমরসে। করেন তাণ্ডব ভক্তগণ সুখে ভাসে॥ রোমহর্ষ অশ্রুকম্প হুঙ্কার গর্জ্জন। স্বেদ বহুবিধ বর্ণ হয় ক্ষণে ক্ষণ॥ যত ভক্তি বিকার সকল একবারে। পরিপূর্ণ হয় আসি প্রভুর শরীরে॥ যত ভক্তি বিকার সভেই মূর্ত্তিমন্ত। সভেই ঈশ্বর কলা মহাজ্ঞান বন্ত॥ আপনে ঈশ্বর নাচে বৈষ্ণব আবেশে। জানি সভে নিরবধি থাকে প্রভু পাশে॥ অতএব তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ প্রেমসনে। নাহিক গৌরাঙ্গ সুন্দরের কোন ক্ষণে॥ যতশক্তি ঈষৎ লীলায় করে প্রভু। সেহ আর অন্যেরে সম্ভব্য নহে কভু ইহাতে সে তান শক্তি অসম্ভব্য নয়। সর্ব্ব বেদে ঈশ্বরের এই তত্ত্ব কয়॥ যে প্রেম প্রকাশে প্রভু চৈতন্য গোসাঞি। তাহাবই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর নাঞি এতেকে যে শ্রীচৈতন্য প্রভুর উপমা। তাহাবই আর কারে দিতে নাহি সীমা সভে যারে শুভ দৃষ্টি করেন আপনে। সেই সে তাহান শক্তি ধরে তত্ত্ব জানে অতএব সর্ব্বভাবে ঈশ্বর শরণ। লইলে সে ভক্তি হয় খণ্ডয়ে বন্ধন॥ যে প্রভুরে অজভব আদি ঈশগণে। পূর্ণ হইয়াও নিরবধি ভাবে মনে॥ হেন প্রভু আপনে

সকলভক্তসঙ্গে। নৃত্যকরে আপনার প্রেমযোগ রঙ্গে॥ সেসব ভক্তের পায়েবহু নমস্কার। গৌরচন্দ্র সঙ্গে যার কীর্ত্তন বিহার॥ হেনমতে সিন্ধুতীরে শ্রীগৌরসুন্দর। সর্ব্ব রাত্রি নৃত্য করে অতিমনোহর॥ নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি। প্রভু গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥ কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যোটনে। গদাধর প্রভুরে নাছাড়ে একক্ষণে॥ গদাধর সমুখে পড়েন ভাগবত। শুনি হয় প্রভু প্রেমরসে মহামত্ত॥ গদাধর বাক্যে মাত্র প্রভু সুখী হয়। ভ্রমে গদাধর সঙ্গে বৈষ্ণব আলয়॥ একদিন প্রভু পুরী গোসাঞির মঠে। বসিলেন গিয়া তান পরম নিকটে॥ পরমানন্দ পুরীরে প্রভুর বড় প্রীত। পূর্ব্বে যেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন দুই মিত॥ কৃষ্ণ কথা বাক বাক্য রহস্য প্রসঙ্গে। নিরবধি পুরী সঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে॥ পুরী গোসাঞির কূপে ভাল নহে জল। অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানেন সকল পুরী গোসাঞিরে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি। কূপে জল কেমত হইল কহ শুনি পুরী বলে প্রভু বড় অভাগিয়া কূপ। জল হৈল যেন ঘোল কর্দ্দমের রূপ॥ শুনি প্রভু হায়২ করিতে লাগিলা। প্রভু বলে জগন্নাথ কৃপণ হইলা॥ পুরীর কূপের জল পরশিব যে। সর্ব্বপাপ থাকিলেও তরিবেক সে॥ অতএব জগন্নাথ দেবের মায়ায় নষ্ট জল হৈল যেন কেহ নাহি খায়॥ এতবলি মহাকূপে আপনে উঠিলা। তুলিয়া শ্রীভুজ দুই কহিতে লাগিলা॥ জগন্নাথ মহাপ্রভু মোর এই বর। গঙ্গাপ্রবেশুক এই কূপের ভিতর॥ ভোগবতী গঙ্গা যে আছেন পাতালেতে। তারে আজ্ঞ কর এই কূপে প্রবেশিতে॥ সর্ব্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি। উর্চ্চকরি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি॥ তবে কথোক্ষণে প্রভু বাসায় চলিলা। ভক্তগণ সভে গিয়া শয়ন করিলা॥ সেইক্ষণে গঙ্গাদেবী আজ্ঞা করি শিরে। পূর্ণ হই প্রবেশিলা কূপের ভিতরে॥ প্রভাতে উঠিয়া সভে দেখেন অদ্ভুত। পরম নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ কূপ॥ আশ্চর্য্য দেখিয়া হরি বলে ভক্ত গণ। পুরী গোসাঞি হইলা আনন্দে অচেতন॥ গঙ্গার বিজয় সভে বুঝিয়া কূপেতে। কূপ প্রদক্ষিণ সবে লাগিলা করিতে॥ মহাপ্রভু শুনিয়া আইলা সেই ক্ষণে। জল দেখি পরম আনন্দযুক্ত মনে। প্রভু বলে শুনহ সকল ভক্তগণ। এ কূপের জলে যেই করিব স্নপন। সত্য২ হৈব তার গঙ্গাস্নান ফল। কৃষ্ণ ভক্তি হৈব তার পরম নির্ম্মল। সর্ব্বভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি। উচ্চকরি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি। পুরী গোসাঞির কূপে সেই দিব্য জলে। স্নানপান করিলেন মহাকুতুহলে॥ প্রভু বলে আমিযে আছিযে পৃথিবীতে। নিশ্চয় জানিহ পুরী গোসাঞির প্রীতে॥ পুরী গোসাঞির আমি নহিক অন্যথা। পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্ব্বথা॥ সকৃতি যে দেখে পুরী গোসাঞিরে মাত্র। সেহ হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্র॥ পুরীর মহিমা প্রভু কহিয়া সভারে। কূপ ধন্য করি প্রভু চলি

লা বাসারে॥ ঈশ্বরে সে জানে ভক্ত মহিমা বাড়াতে। হেন প্রভু না ভজে কৃতঘ্ন কেনমতে॥ ভক্ত রক্ষা লাগি প্রভু করে অবতার। নিরবধি ভক্ত সঙ্গে করেন বিহার॥ অকর্ত্তব্য করে প্রভু সেবক রাখিতে। তার সাক্ষী বালিবধ সুগ্রীব নিমিত্তে॥ সেবকের দাস্য প্রভু, করে নিজানন্দে। অজয় চৈতন্য সিংহ জিনে ভক্ত বৃন্দে॥ ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু সমুদ্রের তীরে। সর্ব্ব বৈকুণ্ঠাদিনাথ কীর্ত্তনে বিহরে॥ বাসা করিলেন প্রভু সমুদ্রের তীরে। বিহরেণ প্রভু ভক্তি আনন্দ সাগরে॥ এই অবতারে সিন্ধু কৃতার্থ হইতে। অতএব লক্ষ্মী জন্মিলেন তাহা হৈতে॥ নীলাচল বাসির যে কিছু পাপ হয়। অতএব সিন্ধু স্নানে সব যায় ক্ষয়॥ অতএব গঙ্গাদেবী বেগবতী হঞা। সেই ভাগ্যে সিন্ধু তীরে মিলিলা আসিয়া॥ হেনমতে সিন্ধু তীরে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। বৈসেন সকল মতে সিন্ধু করি ধন্য॥ যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে। তথনে প্রতাপ রুদ্র নাহিক উৎকলে॥ যুদ্ধ রসে গিয়াছেন বিজয়া নগরে। অতএব প্রভু নাহি দেখিলা সেবারে॥ ঠাকুর থাকিয়া কথোদিন নীলাচলে। পুনঃ গৌড়দেশে আইলেন কুতুহলে॥ গঙ্গা প্রতি মহা অনুরাগ বাড়াইয়া। অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া॥ সার্ব্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যা বাচস্পতি নাম। শান্ত দান্ত ধর্ম্মশীল মহা ভাগ্যবান॥ সব পারিষদ সঙ্গে শ্রীগৌর সুন্দর আচম্বিতে আসি উত্তরিলা তার ঘর॥ বৈকুণ্ঠ নায়ক গৃহে অতিথি পাইয়া। পড়িলেন বাচস্পতি দণ্ডবৎ হঞা॥ হেন সে আনন্দ হৈল বিপ্রের শরীরে। কি বিধি করিব তাহা কিছুই না স্ফুরে॥ প্রভুও তাহানে করিলেন আলিঙ্গন। প্রভু বলে শুন কিছু আমার বচন॥ চিত্ত মোর হইয়াছে মথুরা যাইতে। কথোদিন গঙ্গাস্নান করিব এথাতে॥ নিভৃতে আমারে একখানি দিবা স্থান। যেন কথোদিন মুঞিকরোঁ গঙ্গাস্নান॥ তবে শেষে মোরে মথুরার চালাইবা। যদি মোরে চাহ ইহা অবশ্য করিবা॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য বিদ্যাবাচস্পতি। লাগিলেন কহিতে হইয়া নম্র মতি॥ বিপ্র বলে ভাগ্য সর্ব্ব বংশের আমার। যথায় চরণধূলি আইল তোমার সুখে থাক তুমি কেহ নাজানিব আর। মোর ঘর দ্বার যত সকল তোমার॥ শুনি তার বাক্য প্রভু সন্তোষ হইলা। তান ভাগ্যে কথোদিন সেখানে রহিলা॥ সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়। সর্ব্বলোকে শুনিলেক প্রভুর বিজয়॥ নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিগে হৈল ধ্বনি। বাচস্পতি ঘরে আইলেন ন্যাসীমণি॥ শুনিয়া লোকের হৈল চিত্তের উল্লাস। স্বশরীরে যেন হৈল বৈকুণ্ঠেতে বাস॥ আনন্দে সকল লোক বলে হরি২। স্ত্রী পুত্র দেখ গৃহ সকল পাসরি॥ অন্যোন্যে সর্ব্বলোকে করে কোলাহল। চল দেখি গিয়া তান চরণ যুগল॥ এতবলি সর্ব্ব লোক পরম উল্লাসে। চলিলেন কেহকারে রহিনা সম্ভাসে॥ অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলে হরি হরি চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ পথ নাহি পায় লোক লোকের গহনে। বন

ডাল ভাঙ্গিলোক দশদিগে চলে ॥ শুন২ আরে ভাই চৈতন্য আখ্যান। যেরূপে করিলা সর্ব্ব জীব পরিত্রাণ ॥ বনডাল কণ্ঠক ভাঙ্গিয়া লোক ধায়। তথাপি আনন্দে কেহ দুঃখ নাহি পায় ॥ লোকের গহনে যত অরণ্য আছিল। ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময় হৈল ॥ সর্ব্বদিগে লোক সব হরি বলি যায়। হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥ কেহ বলে মুঞি তান ধরিয়া চরণ। মাগিব যেমতে মোর খণ্ডিব বন্ধন ॥ কেহ বলে মুঞি তানে দেখিলে নয়নে। তবেই সকল পাপ মাগিব বা কেনে ॥ কেহ বলে মুঞি তান না জানি মহিমা। যত নিন্দা করিয়াছো তার নাহি সীমা ॥ এবে তান পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে। মাগিব কিরূপে মোর সে পাপ ঘুচয়ে ॥ কেহ বলে মোর পুত্র পরম জুয়ার। মোর এই বর যেন না খেলায় আর ॥ কেহ বলে মোর এই বর কায়মনে। তাঁর পাদপদ্মে যেন না ছাড়ো কখনে ॥ কেহ বলে ধন্য২ মোর এই বর। কভো যেন না পাসরো গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ এইমত বলিয়া আনন্দে সর্ব্বজন। চলিয়া যায়েন সভে পরানন্দ মন ॥ ক্ষণেকে আইলা সব লোক খেয়াঘাটে। খেয়ারী করিতে পার পড়িল সঙ্কটে ॥ নানাদিগে লোক খেয়ারিরে বস্ত্র দিয়া। পার হই যায় সভে আনন্দিত হঞা ॥ নৌকা যেনা পায় তারা নানা বুদ্ধি করে। ঘট বুকে দিয়া কেহ গঙ্গায় সাঁতারে ॥ কেহ বা কলার গাছ বান্ধি করে ভেলা। কেহ কেহ সাতারিয়া যায় করি খেলা ॥ চতুর্দ্দিগে সর্ব্বলোক করে হরিধ্বনি। ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি ॥ সত্বরে আসিয়া বাচস্পতি মহাশয়। করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয় ॥ নৌকার অপেক্ষা আর কেহ নাহি করে। নানামতে পার হয় যে যেমতে পারে হেন আকর্ষণ মন শ্রীচৈতন্য দেবে। এহো কি ঈশ্বর বিনে অন্যে কি সম্ভবে ॥ হেনমতে গঙ্গাপার হই সর্ব্বজন। সভেই ধরেন বাচস্পতির চরণ ॥ পরমসুকৃতি তুমি মহাভাগ্যবান। যার ঘরে আইলা চৈতন্য ভগবান ॥ এতেকে তোমার ভাগ্য কে বলিতে পারে। এখনে নিস্তার কর আমরা সভারে ॥ ভবকূপে পতিত পাপিষ্ঠ আমি সব। একগ্রামে না জানিল তান অনুভব ॥ এখনে দেখাও তান চরণ যুগল। তবে আমি পাপি সব হইয়া সফল ॥ দেখিয়া লোকের আর্ত্তি বিদ্যা বাচস্পতি। সন্তোষে রোদন করে বিপ্র মহামতি ॥ সভালই আইলেন আপন মন্দিরে। লক্ষকোটি লোক মহা হরিধ্বনি করে ॥ হরিধ্বনি মাত্র শুনি সভার বদনে। আর বাক্য কেহ নাহি বলে নাহি শুনে ॥ করুণা সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর। সভা উদ্ধারিতে হইয়াছেন গোচর ॥ হরিধ্বনি শুনি প্রভু পরম সন্তোষে। হইলেন বাহির পরম ভাগ্যবসে ॥ কিবা সে বিগ্রহের সৌন্দর্য্য মনোহর। সেরূপের উপমা সেই সে কলেবর ॥ সর্ব্বদায় প্রসন্ন শ্রীমুখ বিলক্ষণ। আনন্দ ধারায় পূর্ণ দুই শ্রীনয়ন ॥ ভক্তগণে লেপিয়াছে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন। মালায়

পূর্ণিত বক্ষ গজেন্দ্র গমন ॥ আজানু লম্বিত দুই শ্রীভুজ তুলিয়া। হরিবলি সিংহনাদ করেন গর্জ্জিয়া॥ দেখিয়া প্রভুরে চতুর্দ্দিগে সর্ব্বলোকে। হরিবলি নৃত্য সভে করেন কৌতুকে॥ দণ্ডবৎ হই সভে পড়ে ভূমিতলে। আনন্দ পাইয়া মগ্ন হরি হরি বলে॥ দুই বাহু তুলি সর্ব্বলোকে স্তুতি করে। উদ্ধারহ সব প্রভু আমি পাপিষ্ঠেরে॥ ঈষৎ হাসিয়া প্রভু সর্ব্বলোক প্রতি। আশীর্ব্বাদ করেন কৃষ্ণেতে হউ মতি॥ বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ হউ সভার জীবন ধন প্রাণ॥ সর্ব্বলোকে হরি বলে শুনি আশীর্ব্বাদ। পুনঃপুনঃ সভেই করেন কাকুর্ব্বাদ॥ জগত উদ্ধার লাগি তুমি গুঢ়রূপে। অবতীর্ণ হৈলা শচীগর্ব্ভ নবদ্বীপে॥ আমি সব পাপিষ্ঠ তোমারে না চিনিয়া। অন্ধকূপে পড়িলাম আপনা খাইয়া॥ করুণা সাগর তুমি পরহিতকারী। কৃপা কর আর যেন তোমা না পাসরি॥ এইমত সর্ব্বদিগে লোকে স্তুতি করে। হেন রঙ্গ করায়েন গৌরাঙ্গ সুন্দরে॥ মনুষ্যে হইল পরি পূর্ণ সর্ব্বগ্রাম। নগর চত্বর প্রান্তরেও নাহি স্থান। দেখিতে সভার পুনঃপুন আর্ত্তি বাড়ে। সহস্র২ লোক এক বৃক্ষে চড়ে॥ গৃহের উপর বা কতেক লোক চড়ে ঈশ্বর ইচ্ছায় ঘর ভাঙ্গিয়া না পড়ে॥ দেখি মাত্র সর্ব্বলোক শ্রীচন্দ্র বদন। হরি বলি সিংহনাদ করে ঘনে ঘন॥ নানা দিগ থাকি লোক আইসে সদায়। শ্রীমুখ দেখিয়া কেহ ঘর নাহি যায়॥ নানা রঙ্গ জানে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। লুকাইয়া গেলা প্রভু কুলিয়া নগর॥ নিত্যানন্দ আদি জনকথো সঙ্গে লঞা। চলিলেন বাচস্পতিরেও না কহিয়া॥ কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। তথা সর্ব্বলোক হৈল পরম কাতর॥ চতুর্দ্দিগে বাচস্পতি লাগিলা চাহিতে। কোথা গেলা প্রভু নাহি পায়েন দেখিতে॥ বিচার করিয়া বিপ্র প্রভু না দেখিয়া। কান্দিতে লাগিলা উর্দ্ধ বদন করিয়া॥ বিরলে আছেন প্রভু বাড়ির ভিতরে। •এই জ্ঞান হইয়াছে সভার অন্তরে॥ বাহির হয়েন প্রভু হরিনাম শুনি। অতত্রব সভে বলে মহাহরি ধ্বনি কোটি২ লোকে মহা হরিধ্বনি করে। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি সর্ব্বলোকপুরে॥ কথো ক্ষণে বাচস্পতি হইয়া বাহিরে। প্রভুর বৃত্তান্ত আসি কহিল সভারে॥ কথো রাত্রে কোনদিগে হেন নাহি জানি। আমা পাপীষ্ঠেরে বঞ্চিগেলা ন্যাসীমণি॥ সত্য কহি ভাইসব তোমা সভাস্থানে। না জানি চৈতন্য গিয়াছেন কোন গ্রামে॥ যত মতে বাচস্পতি কহেন লোকেরে। প্রতিত কাহার নাহি জন্ময়ে অন্তরে॥ লোকের গহন দেখি আছেন বিরলে। এইকথা সভে বাচস্পতি স্থানে বলে॥ কেহ২ ধরে বাচস্পতির চরণে। এক বার মাত্র তানে দেখিনু নয়নে॥ তবে সবে ঘর যাই আনন্দিত হঞা। এই বাক্য প্রভু স্থানে জানাইবা গিয়া॥ কভু নাহি লঙ্ঘিবেন তোমার বচন। যেমতে আমরা পাপী পাই দরশন॥ যত মতে বাচস্পতি প্রবোধিয়া কহে। কাহার চিত্তেতে আর প্রবোধনা হয়ে॥ কথোক্ষণে সর্ব্বলোক দেখা

না পাইয়া। বাচস্পতিরেও বলে মুখর হইয়া॥ ঘরে লুকাইয়া বাচস্পতি ন্যাসী মণি। আমা সভা ভাণ্ডে কহিয়া মিথ্যাবাণী॥ আমরা তরিলে বা উহান কোন দুঃখ। আপনেই তরিমাত্র এই কোন সুখ॥ কেহ বলে সুজনের এই ধর্ম্ম হয় সভার উদ্ধার করে হইয়া সদয়॥ আপনার ভাল হউ যেতে জনে দেখে। সুজন আপনা ছাড়িয়াও পররাখে॥ কেহ বলে ব্যভারেই মিষ্টদ্রব্য আনি। একা উপ ভোগ কৈলে অপরাধ গণি॥ এত মিষ্ট ত্রিভুবনে অতি অনুপাম। একেশ্বর ইহা কি করিতে আছে পান॥ কেহ বলে বিপ্র কিছু কপট হৃদয়। পর উপকারে তত নহেন সদয়॥ একে বাচস্পতি দুঃখী প্রভুর বিরহে। আরো সর্ব্বলোকেও দুর্জ্জন বাণী কহে॥ এইমতে দুঃখি বিপ্র পরম উদার। না জানেন কোনমতে হয় প্রতিকার॥ হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ। বাচস্পতি কর্ণমূলে কহিল বচন॥ চৈতন্যগোসাঞি গেলা কুলিয়া নগর। এবে যে জুয়ায় তাহা করহ সত্ব র॥ শুনিমাত্র বাচস্পতি পরম সন্তোষে। ব্রাহ্মণেরে আলিঙ্গন দিলেন হরিষে ততক্ষণে আইলেন সর্ব্ব লোক যথা। সভারেই আসি কহিলেন গোপ্য কথা॥ তো মারা সকল লোক তত না জানিয়া। দোষ আমা আমি থুইয়াছি লুকাইয়া॥ এবে এই শুনিলাম কুলিয়া নগরে। আছেন আসিয়া কহিলেন বিপ্রবরে॥ সভে চল যদি সত্য হয় এ বচন। তবে সে আমারে সভে বলিহ ব্রাহ্মণ॥ সর্ব্বলোক হরি বলি বাচস্পতি সঙ্গে। সেইক্ষণে সভে চলিলেন মহারঙ্গে॥ কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসীমণি। সেইক্ষণে সর্ব্ব দিগে হৈল মহাধ্বনি॥ সভে গঙ্গামধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়। শুনি মাত্র লোক সর্ব্ব মহানন্দে ধায়॥ বাচস্পতি গ্রামে যত গহন আছিল তার কোটি২ গুণে সকল পূরিল॥ কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় কথন। কেবল বর্ণিতে শক্তি সহস্র বদন॥ লক্ষ লক্ষ লোকবা আইল কোথা হৈতে। নাজানি কতেক পার হয় কতমতে॥ কতবা ডুবয়ে লোক গঙ্গার ভিতরে। তথাপি সভেই তরে জনেক না মরে॥ নৌকা ডুবিলেই মাত্র গঙ্গা হয় স্থল। হেন চৈতন্যের অনুগ্রহ ইচ্ছাবল॥ যে প্রভুর নাম গুণ সকৃত যে গায়। সংসার সাগর তরে বচ্ছ পদ প্রায়॥ হেন প্রভু সাক্ষাতে দেখিতে যে আইসে। তাহাতে বা গঙ্গা তরি বার চিত্র কিসে॥ লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে। সভে পার হয়েন পরম কুতুহলে॥ গঙ্গায় হইয়া পার আপনা আপনি। কোলাকুলী করেন করি য়া হরিধ্বনি॥ খেয়ারির কত বা হইল উপার্জ্জন॥ কত হাট বাজার বসায় কত জন॥ চতুর্দ্দিগে যার যেই ইচ্ছা সেই কেনে॥ হেন নাহি জানি ইহা করে কোন জনে॥ ক্ষণেকের মধ্যে নাম নগর প্রান্তর। পরিপূর্ণ হৈল স্থল নাহি অবসর অনন্ত অর্ব্বুদ লোক করে হরিধ্বনি। বাহির না হয় গুপ্ত আছে ন্যাসী মণি॥ ক্ষণে কে আইলা মহাশয় বাচস্পতি। তিঁহো নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি। কথে,

ক্ষণে মাত্র বাচস্পতি একেশ্বর। ডাকি আনিলেন প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর॥ দেখি মাত্র প্রভু বিশারদের নন্দন। দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ॥ চৈতন্যের অবতার বর্ণিয়া বর্ণিয়া। শ্লোক পড়ে পুনঃপুন প্রণতি হইয়া॥ সংসার উদ্ধার লাগি যে চৈতন্য রূপে। তারিলেন যতেক পতিত ভব কূপে॥ সে গৌরসুন্দর কৃপাসমুদ্রের প্রায়। জন্ম জন্ম চিত্তে মোর বসুক সদায়॥ সংসার সমুদ্রমগ্ন জগত দেখিয়া। নিরবধি বর্ষে প্রেম কৃপাযুক্ত হঞা॥ হেন যে অতুল কৃপাময় গৌরধাম স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম॥ এইমতে শ্লোক পড়ি করে বিপ্র স্তুতি। পুনঃ পুন দণ্ডবৎ হয় মহামতি॥ বিশারদ চরণে আমার নমস্কার। সার্ব্বভৌম বাচস্পতি নন্দন যাহার॥ বাচস্পতি দেখি প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। কৃপাদৃষ্টে বসিবারে বলিলা উত্তর॥ দাণ্ডাইয়া কর জুড়ি বলে বাচস্পতি। মোর এক নিবেদন শুন মহামতি॥ স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ তুমি মহাশয়। সর্ব্ব কর্ম্ম তোমার আপন ইচ্ছাময়॥ আপন ইচ্ছায় থাক চলহ আপনে। আপনে জানাও তেঞি লোকে তোমা জানে॥ এতেকে তোমার কর্ম্ম তুমি সে প্রমাণ। বিধিবা নিষেধ কে তোমারে দিব আন॥ সভে তোমা সর্ব্ব লোক তত্ত্ব না জনিয়া। দোষেন অন্তরে মোরেক্রুর যেবলিয়া॥ তোমারে আপন ঘরে মুঞি লুকাইয়া। থুইয়াছো লোকে বলে তত্ত্ব না জানিয়া॥ তুমি প্রভু তিলার্দ্ধেক বাহির হইলে। তবে মোরে ব্রাহ্মণ করিয়া লোক বলে॥ হাসিতে লাগিলা প্রভু ব্রাহ্মণ বচনে। তান ইচ্ছা পালিয়া চলিলা সেইক্ষণে॥ যেই মাত্র মহাপ্রভু বাহির হইলা। দেখি সভে আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈলা॥ চতুর্দ্দিগে লোক দণ্ডবৎহই পড়ে। যার যেন মতস্ফুরে সেই স্তুতি পড়ে অনন্ত অর্ব্বুদলোক হরিধ্বনি করে। ভাসিল সকললোক আনন্দসাগরে॥ সহস্রং কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায় স্থানেং সভেই পরমানন্দে গায়॥ অহর্নিশ পরানন্দে কৃষ্ণ নাম ধ্বনি সকল ভুবন পূর্ণ কৈলা ন্যাসীমণি॥ ব্রহ্মলোক শিবলোক আদি যত লোক। যে সুখের করুণা লেশে সভেই অশোক॥ যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মত্ত যে সুখের লেশে। পৃথিবীতে কৃষ্ণ প্রকাশিলা ন্যাসী বেশে॥ হেন সর্ব্ব শক্তি সমন্বিত ভগবান। যে পাপীষ্ঠ মায়া বশে বলে অপ্রমাণ॥ তার জন্ম কর্ম্ম বিদ্যা ব্রহ্মণ্য আচার। সবমিথ্যা সেই পাপী শোচ্য সভাকার॥ ভজ ভজ আরে ভাই চৈতন্য চরণে। অবিদ্যা বন্ধন খণ্ডে যাহার শ্রবণে॥ যাহার শ্রবণে সর্ব্ব তাপ বিমোচন। ভজ ভজ হেন ন্যাসীমণির চরণ॥ এইমত চতুর্দ্দিগে দেখি সংকীর্ত্তন। আনন্দে ভাসেন প্রভু লই ভক্তগণ॥ আনন্দ ধারায় পূর্ণ শ্রীগৌরসুন্দর। যেন চতুর্দ্দিগে বহে জাহ্নবীর জল বাহ্যনাহি পরানন্দ সুখে আপনার। সংকীর্ত্তন আনন্দ বিহ্বল অবতার॥ যেই সম্প্রদায় প্রভু দেখেন সমুখে। তাহাতেই নৃত্য করে পরানন্দে সুখে॥ তাহারা কৃতার্থ হেন মানে আপনারে। হেনমত রঙ্গ করে শ্রীগৌরসুন্দরে॥ বিহ্বলের

অগ্রগণ্য নিত্যানন্দ রায়। কখন ধরিয়া তাঁরে আপনে নাচায়॥ আপনে কখন নৃত্য করে তান সঙ্গে। আপনে বিহ্বল আপনার প্রেমরঙ্গে॥ নৃত্য করে মহা প্রভু করি সিংহনাদ। যে নাদ শ্রবণে খণ্ডে সকল বিষাদ॥ যার রসে মত্ত বস্ত্র না জানে শঙ্কর। হেন প্রভু নাচে সর্ব্বলোকের ভিতর॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় যার শক্তি বশে। সে প্রভু নাচয়ে পৃথীবিতে প্রেমরসে॥ যে প্রভু দেখিতে সর্ব্ববেদে কাম্য করে। সে প্রভু নাচয়ে সর্ব্ব জীবের গোচরে॥ এইমত সর্ব্বলোক মহানন্দে ভাসে। সংসার তরিল চৈতন্যের পরকাশে॥ যতেক আইসে লোক দশদিগ হৈতে। সভেই আসিয়া দেখে প্রভুরে নাচিতে॥ বাহ্যনাহি প্রভুর বিহ্বল প্রেম রসে। দেখি সর্ব্বলোক সুখসিন্ধুমাঝে ভাসে॥ কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল। উত্তম মধ্যম নীচ সভে পার হৈল॥ কুলিয়া গ্রামেতে চৈতন্যের পরকাশ। ইহার শ্রবণে সর্ব্ব কর্ম্ম বন্ধনাশ॥ সকল জীবেরে প্রভু দরশন দিয়া। সুখময় চিত্তবিত্ত সভার করিয়া॥ তবে সব আপন পার্ষদগণ লঞা। বসিলেন মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া॥ হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ। দৃঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ॥ বিপ্র বলে প্রভু মোর এক নিবেন। আছে তাহা কহি যদি ক্ষণে দেহ মন॥ ভক্তির প্রভাব মুঞি পাপী না জানিয়া। বিস্তর করিনু নিন্দা আপনা খাইয়া॥ কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব কি কীর্ত্তন। এইমত অনেক নিন্দিনু অনুক্ষণ॥ এবে প্রভু সেই পাপ কর্ম্ম সঙরিতে। অনুক্ষণ চিত্ত মোর দহে সর্ব্বমতে॥ সংসার উদ্ধার সিংহ তোমার প্রতাপ। বল মোর কিরূপে খণ্ডয়ে সেই পাপ॥ শুনি প্রভু অকৈতব বিপ্রের বচন। হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচীনন্দন॥ শুন বিপ্র বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ। সেই মুখে করি যবে অমৃত গ্রহণ বিষ হয় জীর্ণ দেহ হয়ত অমর। অমৃত প্রভাব হবে শুন সে উত্তর॥ না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন। সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন॥ পরম অমৃত এবে কৃষ্ণ গুণ নাম। নিরবধি সেই মুখে কর তুমি পান॥ যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব নিন্দন। সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব নিন্দন॥ সভা হৈতে ভক্তের মহিমা বাঢাইয়া। সংগীত কবিত্ব ভক্তি মত করগিয়া॥ কৃষ্ণ যশ পরানন্দে অমৃতে তোমার। নিন্দা বিষ যত সব করিব সংহার॥ এইসত্য কহি তোমা সভারে কেবল। নাজানিয়া নিন্দা যেবা করিলা সকল॥ আর যদি নিন্দা কর্ম্ম কভনা আচার। নিরন্তর বিষ্ণু বৈষ্ণবের স্তুতি কর॥ এসকল পাপ ঘুচে এইসে উপায় কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়॥ চল বিপ্র করগিয়া ভক্তের বর্ণন। তবে সে তোমার সব পাপ বিমোচন॥ সকল বৈষ্ণব শ্রীমুখের বাক্য শুনি। আনন্দে করেন জয়২ হরিধ্বনি॥ নিন্দা পাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত সার। কহিলেন শ্রীগৌর সুন্দর অবতার॥ এই আজ্ঞা যেনা মানে নিন্দে সাধুজন। দুঃখ সিন্ধুমাঝে

ভাসে সেই পাপীগণ॥ চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদসার। সুখে সেইজন হয় ভবসিন্ধু পার॥ বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ত্ব উপদেশ। ক্ষণেকে পণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ॥ গৃহ বাসে যখন আছিলা গৌরচন্দ্র। তখনে যতেক করিলেন পরানন্দ॥ সে সময়ে পরানন্দ পণ্ডিতের মনে। নহিল বিশ্বাস না দেখিল একারণে॥ দেখিবার যোগ্যতা আছয়ে পুনি তান। তবে কেনে না দেখিলা কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥ সন্ন্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা। তবে তান ভাগ্য হৈতে বক্রেশ্বর আইলা॥ বক্রেশ্বর পণ্ডিত চৈতন্য কৃপাপাত্র। ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র যার স্মরণেই মাত্র নিরবধি কৃষ্ণ প্রেমে বিগ্রহ বিহ্বল। যার নৃত্যে দেবাসুর মোহিত সকল॥ অশ্রু কম্প স্বেদ হাস্য পুলক হুঙ্কার। বৈবর্ণ্য আনন্দ মূর্চ্ছা আদি যে বিকার॥ চৈতন্য কৃপায় মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে। সকল আসিয়া বক্রেশ্বর দেহে মিলে॥ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের উদ্দাম বিকার। সকল কহিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥ দৈবে দেবনন্দ পণ্ডিতের ভক্তি বশে। রহিলেন তাহান আশ্রমে প্রেম রসে॥ দেখিয়া তাহান তেজ পুঞ্জ কলেবর। ত্রিভুবনে অতুলিত বিষ্ণুভক্তি ধর॥ দেবানন্দ পণ্ডিত পরম সুখী মনে। অকৈতব প্রেমে তানে করেন সেবনে॥ বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ। বেত্র হস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ॥ আপনে করেন সব লোক একভীতে। পড়িলে আপনে ধরি রাখেন কোলেতে॥ তাহার অঙ্গের ধূলা বড়ভক্তি মনে। আপনার সর্ব্ব অঙ্গে করেন লেপনে॥ তান সঙ্গে থাকি তান দেখিয়া প্রকাশ তখনে জন্মিলপ্রভু চৈতন্যেবিশ্বাস॥ বৈষ্ণব সেবারফল কহয়ে পরাণে। তান সাক্ষী এইসভে দেখ বিদ্যমানে॥ আজন্ম ধার্ম্মিক উদাসীন জ্ঞানবান। ভাগবত অধ্যাপনা বিনা নাহিআন॥ শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় নির্লোভ বিষয়ে। প্রায় আর কতেক বা গুণ তান হয়ে॥ তথাপিও গৌরচন্দ্র নহিল বিশ্বাস। বক্রেশ্বর প্রসাদে সে কুবুদ্ধি বিনাশ॥ কৃষ্ণ সেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়। ভাগবত আদি সব শাস্ত্রে কৈল দৃঢ়॥ তথাহি॥ সিদ্ধির্ভবতি বানেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাং। নিঃসংশয়ো স্তুত ভক্তপরিচর্য্যারতত্মনাং ॥ * ॥ এতেক বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়। ভক্তসেবা হৈতে সে সবেই কৃষ্ণ পায়॥ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে। গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে॥ বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ভগবান। দেবানন্দ পণ্ডিত হইলা বিদ্যমান॥ দণ্ডবৎ দেবানন্দ পণ্ডিত করিয়া। রহিলেন একদিগে সঙ্কোচিত হঞা॥ প্রভুও তাহানে দিখি সন্তোষিত হৈলা॥ বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিলা॥ পূর্ব্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ। সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ॥ প্রভুবলে তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর। অতএব তুমি হৈলা আমার গোচর॥ বক্রেশ্বরপণ্ডিত কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি। সেই কৃষ্ণপায় যে তাহারে করে ভক্তি॥ বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজঘর। কৃষ্ণ নৃত্যকরেন নাচিতে বক্রেশ্বর॥ যেতেস্থানে যদি বক্রে

শ্বর সঙ্গহয়। সেইস্থান সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময় ॥ শুনি বিপ্র দেবানন্দ প্রভুর বচন যোড়হস্তে লাগিলেন করিতে স্তবন ॥ জগত উদ্ধারলাগি তুমি কৃপাময়। নবদ্বীপমাঝে আসি হইলা উদয় ॥ মুঞি পাপী দেব দোষে তোমা না জানিনু। তোমারপরমানন্দে বঞ্চিতহইনু ॥ সর্ব্বভূতে কৃপালুতা তোমারস্বভাব। এইমাগো তোমাতেহউক অনুরাগ ॥ এক নিবেদন মোর তোমার চরণে। করিব উপায় প্রভু কহিবা আপনে মুঞি অসর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থলঞা। ভাগবত পড়াঙ আপনে অজ্ঞ হঞা॥ কিবা বাখানিব পড়াইব বা কেমনে। ইহা মোরে আজ্ঞা প্রভু করহ আপনে॥ শুনি তান বাক্য গৌরচন্দ্র ভগবান। কহিতে লাগিলা ভাগবতের প্রমাণ ॥ শুন বিপ্র ভাগবতে এই বাখানিবা ॥ ভক্তি বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা ॥ আদি মধ্য অন্ত্য ভাগবতে এই কয়। বিষ্ণু ভক্তি নিত্যসিদ্ধ অক্ষয় অব্যয় ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণু ভক্তি। মহাপ্রলয়েতে যার থাকে পূর্ণ শক্তি ॥ মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্যকরে নারায়ণে। হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে ॥ ভাগবত শাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে। তেঞি ভাগবতসম কোন শাস্ত্র নহে ॥ যেন রূপ মৎস্য কূর্ম্ম আদি অবতার। আবির্ভাব তিরোভাব যেন তাসভার ॥ এইমত ভাগবত কার কৃত নহে। আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়ে ॥ ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়। স্ফুর্ত্তিসেহ যেন মাত্র কৃষ্ণের কৃপায় ॥ ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায় এইমত ভাগবত সর্ব্ব শাস্ত্ররায় ॥ ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান। সেই না জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ ॥ অজ্ঞহই ভাগবতে যে লয় শরণ। ভাগবত অর্থ তার হয় দরশন ॥ প্রেম ময় ভাগবত কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ। তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ ॥ বেদ শাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস। তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ ॥ যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায়ে স্ফুরিল। ততক্ষণে চিত্ত বিত্ত প্রসন্ন হইল ॥ হেন গ্রন্থ পড়িকেহ শঙ্কটে পড়িল। শুন অকপটে বিপ্র তোমারে কহিল ॥ আদি মধ্য অবসানে তুমি ভাগবতে। ভক্তিযোগ মাত্র বাখানিহ সর্ব্বমতে ॥ তবে আর তোমার নহিব অপরাধ। সেইক্ষণে চিত্তেবিত্তে পাইবে প্রসাদ ॥ সকল শাস্ত্রেইমাত্র কৃষ্ণভক্তি কহে। বিশেষে শ্রীভাগবত কৃষ্ণরসময়ে ॥ চল তুমিযাহ অধ্যাপনা করগিয়া কৃষ্ণভক্তি অমৃত সভারে বুঝাইয়া ॥ দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভুর বাক্য শুনি। দণ্ডবৎ হইলেন ভাগ্য হেন মানি ॥ প্রভুর চরণ কায়মনে করি ধ্যান। চলিলেন বিপ্র করি বিস্তর প্রণাম ॥ সভারেই এই ভাগবতের ব্যাখ্যান। কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান ॥ ভক্তি যোগ মাত্র ভাগবতের ব্যাখ্যান। আদি মধ্য অন্তে কভু না বুঝায়ে আন ॥ না মানয়ে ভক্তি ভাগবত যে পড়ায়। ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে অপরাধ পায় ॥ মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত ভক্তিরস মাত্র। ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রেম পাত্র ॥ ভাগবত পুস্তক থাকয়ে যার ঘরে। কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে

ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়। ভাগবত পঠন শ্রবণ ভক্তিময়॥ দুইস্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র। গ্রন্থ ভাগবত আর কৃষ্ণ কৃপা পাত্র॥ নিত্য পূজে পড়ে শুনে চাহে ভাগবত। সত্য২ সেহ হইবেক সেই মত। হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতি পড়িয়া। নিত্যানন্দ নিন্দাকরে তত্ত্ব না জানিয়া॥ ভাগবত রস নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত। ইহা জানে যে হয় পরম ভাগ্যবন্ত॥ নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্র বদনে ভাগবত অর্থ সে গায়েন অনুক্ষণে॥ আপনেই নিত্যানন্দ অনন্ত যদ্যপি। তথা পিও পার নাহি পায়েন অদ্যাপি॥ হেন ভাগবত যেন অনন্তের পার। ইহাতে কহিল সব ভক্তিরস সার॥ দেবানন্দ পণ্ডিতের লক্ষে সভাকারে। ভাগবত অর্থ বুঝাইলেন ঈশ্বরে॥ এইমত যে যত আইসে জিজ্ঞাসিতে। সভারেই প্রতিকার কহেন স্বরীতে॥ কুলিয়া গ্রামেতে আসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। হেন নাহি যারে প্রভু না করিলা ধন্য॥ সর্ব্বলোক সুখী হৈলা প্রভুরে দেখিয়া। পুনঃপুন দেখে সভে নয়ন ভরিয়া॥ মনোরথ পূর্ণ করি দেখে সর্ব্বলোকে। আনন্দে ভাসয়ে পাসরিয়া দুঃখ শোকে॥ এসব বিলাস যে শুনয়ে হর্ষমনে। শ্রীচৈতন্য সঙ্গ পায় সেই সব জনে॥ যথা তথা জন্মুক সভার শ্রেষ্ঠ হয়। কৃষ্ণযশ শুনিলে কখন মন্দনয়॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ইতি শেষখণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ॥ ৩ ॥ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

জয়২ জয় কৃপাসিন্ধু গৌরচন্দ্র। জয়২ সকল মঙ্গল পদদ্বন্দ্ব॥ জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ন্যাসীরাজ। জয়২ চৈতন্যের শ্রীভক্ত সমাজ॥ হেনমতে প্রভু সর্ব্ব জীব উদ্ধারিয়া। মথুরায় চলিলেন ভক্ত গোষ্ঠী লঞা॥ গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু চলিলেন পথে। স্নান পানে পূরাণ গঙ্গার মনোরথে॥ গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম। ব্রহ্মাণ সমাজ তার রাম কেলি নাম॥ দিন চারি পাঁচ প্রভু সেই পুণ্য স্থানে। আসিয়া রহিলা যেন কেহ নাহি জানে॥ সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়। সর্ব্বলোক শুনিলেক চৈতন্য বিজয়॥ সর্ব্বলোক দেখিতে আইসে হর্ষ মনে। স্ত্রীবালক বৃদ্ধআদি সজ্জন দুর্জ্জনে॥ নিরবধি প্রভুর আবেশময় অঙ্গ। প্রেম ভক্তি বিনা আরনাহি কোন রঙ্গ॥ হুঙ্কার গর্জ্জনকম্প পুলক ক্রন্দন। নিরন্তর আছাড় পাড়েন যনে ঘন॥ নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন তিলার্দ্ধেক অন্য কর্ম্ম নাহি কোনক্ষণ॥ হেন সে ক্রন্দন প্রভু করেন ডাকিয়া লোক শুনে ক্রোশেকের পথেত থাকিয়া॥ যদ্যপিও ভক্তি রসে অজ্ঞ সর্ব্বলোক

তথাপিও প্রভু দেখি সভার সন্তোষ॥ দূরে থাকি সর্ব্বলোক দণ্ডবৎ করি। সভে মেলি উচ্চ করি বলে হরি হরি॥ শুনিমাত্র প্রভু হরি নাম লোক মুখে। বিশেষে উল্লাস বাড়ে প্রেমানন্দ সুখে॥ বোল বোল বোল প্রভু বলে বাহু তুলি। বিশেষে বলেন সভে হয় কুতুহলী॥ হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌর রায়। যবনেও বলে হরি অন্যের কিদায়॥ যবনেও দূরে থাকি করে নমস্কার। হেন গৌর চন্দ্রের কারুণ্য অবতার॥ তিলার্দ্ধেক প্রভুর নাহিক অন্যকর্ম্ম। নিরন্তর লওয়ায়েন সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম॥ চতুর্দ্দিগে হৈতে লোক আইসে দেখিতে। দেখিয়া কাহার চিত্ত নালয় যাইতে॥ সভে মেলি আনন্দে করেন হরিধনি। নিরন্তর চতুর্দ্দিগে আর নাহি শুনি॥ নিকটে যবন রাজ পরম দুর্ব্বার। তথাপিও চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার॥ নির্ভয় হইয়া সর্ব্বলোক বলে হরি। দুঃখ শোক ঘর দ্বার সকল পাসরি॥ কোতোয়াল গিয়া কহিলেক রাজস্থানে। এক ন্যাসী আসিয়াছ রামকেলি গ্রামে॥ নিরবধি করয়ে ভূতের সংকীর্ত্তন। নাজানি তাহার স্থানে মিলে কত জন॥ রাজা বলে কহ কহ সন্ন্যাসী কেমন। কিথায় কিনাম কেমন দেহের গঠন॥ কোতোয়াল বলে শুন শুনহ গোসাঞি। এমন অদ্ভুত কভু দেখি শুনি নাই॥ সন্ন্যাসির শরীরের সৌন্দর্য্য দেখিতে। কাম দেব মোহ হেন নাপারি বলিতে॥ জিনিয়া কনক কান্তি প্রকাণ্ড শরীর। আজানু লম্বিত ভুজ সুনাভি গভীর॥ সিংহ গ্রীব গজস্কন্ধ কমল নয়ন। কোটিচন্দ্র সে মুখের নাহি করি সম॥ সুরঙ্গ অধর মুক্তা জিনিয়া দশন। কাম শরাসন যেন ভ্রুভঙ্গ পত্তন॥ সুতুঙ্গ সুপীন বক্ষ লেপিত চন্দন। মহাকোটি তটে শোভে অরুণ বসন॥ রাতুল চরণ যেন কমল যুগল। দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্ম্মল। কোনবা রাজ্যের কোন রাজার নন্দন। জ্ঞান পাই ন্যাসী হই করয়ে ভ্রমণ॥ নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব্ব অঙ্গ। তাহাতে অদ্ভুত শুন আছাড়ের রঙ্গ॥ এক দণ্ডে পড়েন আছাড় শত শত। পাষাণ ভাঙ্গয়ে তভো অঙ্গ নহে ক্ষত॥ নিরন্তর সন্ন্যাসির ঊর্দ্ধ রোমাবলী। পনষের প্রায় যেন পুলক মুণ্ডলী॥ ক্ষণেং সন্ন্যাসির হেন কম্প হয়। সহস্র জনেও ধরিবারে শক্তি নয়॥ দুই লোচনের জল অদ্ভুত দেখিতে। কত নদী বহে হেন না পারি কহিতে॥ কখন বা সন্ন্যাসির হেন হাস্য হয়। অট্টং দুই প্রহরেও ক্ষমানয়॥ কখন মূর্চ্ছিত হয় শুনিয়া কীর্ত্তন। সভে ভয় পায় কিছু না থাকে চেতন॥ বাহু তুলি নিরন্তর বলে হরি নাম। ভোজন শয়ন কিছু নাহি আর কাম॥ চতুর্দ্দিগে থাকি লোক আইসে দেখিতে। কাহার না লয় চিত্ত ঘরেতে যাইতে॥ কত দেখিয়াছি আমি ন্যাসী যোগী জ্ঞানী। এমত অদ্ভুত কভো দেখি নাহি শুনি॥ কহিলাম এই মহ রাজ তোমা স্থানে। দেশ ধন্য হৈল এ পুরুষ আগমনে॥ নাখায় না লয় কার

না করে সম্ভাষ। সবে নিরবধি এক কীর্ত্তন বিলাস॥ যদ্যপি যবন রাজা পরম দুর্ব্বার। কথা শুনি চিত্তে বড় হৈল চমৎকার॥ কেশব খানেরে রাজা ডাকিয়া আনিয়া। জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্মিত হইয়া॥ কহত কেশব খান কেমত তোমার। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি নাম বল যার॥ কেমত তাহার কথা কেমত মনুষ্য কেমত গোসাঞি তিঁহ কহিবা অবশ্য॥ চতুর্দ্দিগে থাকি লোক তাহারে দেখিতে কি নিমিত্তে আইসে কহিবা ভাল মতে॥ শুনিয়া কেশব খান পরম সজ্জন। ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন॥ কেবলে গোসাঞি এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। দেশান্তরি গরিব বৃক্ষের তলবাসী। রাজা বলে গরিব না বল কভু তানে। মহাদোষ হয় ইহা শুনিলে শ্রবণে॥ হিন্দু যারে বলে কৃষ্ণ খোদায় যবনে। সেই তিঁহো নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে॥ আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা বহে। সর্ব্ব রাজ্যে শিরে বহে তিহো যেই কহে॥ এই নিজ রাজ্যেই আমার কত জনে। মন্দ করিবারে লাগি আছে মনে মনে॥ তাহারে সকল দেশ কায় বাক্য মনে। ঈশ্বর নহিলে বিনি অর্থে ভজে কেনে॥ ছয় মাস আজি আমি জিবিকা নাদিলে। নানা যুক্তি করিবেক সেবক সকলে॥ আপনার খাই লোক,তাহারে সেবিতে। চাহে তাহা কেহ নাহি পায় ভালমতে॥ অতএব তেঞি সত্য জানিহ ঈশ্বর। গরিব করিয়া তাঁরে না বল উত্তর॥ রাজা বলে এই যুক্তি বলিযে সভারে। কেহ যদি উপদ্রব করয়ে তাহারে॥ যেখানে তাহান ইচ্ছা থাকুন সেখানে। আপনার শাস্ত্র মত করুন বিধানে॥ সর্ব্বলোক লই সুখে করুণ কীর্ত্তন। বিরলে থাকুন কবা যেন লয় মন॥ কাজি বা কোটাল কিবা হউ কোন জন। যে কিছু বলিবে তার লইব জীবন॥ এই আজ্ঞা করি রাজা গেলা অভ্যন্তর। হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥ যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে। দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥ হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র। তথাপিও এবেনা মানয়ে যত অন্ধ॥ মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরে। চৈতন্যের গুণ শুনি পোড়য়ে অন্তরে॥ যার যশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ। যার যশে অবিদ্যা সমূহ করে চূর্ণ যার যশে শেষ রমা অজভব মত্ত। যার যশ গায় চারিবেদে করি তত্ত্ব॥ হেন শ্রীচৈতন্য বশে যার অসন্তোষ। সর্ব্বগুণ থাকিলেও তার সর্ব্বদোষ॥ সর্ব্ব গুণ হীন যদি চৈতন্য চরণ। স্মরণ করিলে যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন॥ শুন আরে ভাই সব শেষ খণ্ড লীলা। যে রূপে খেলিলা কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন খেলা॥ শুনিয়া রাজার মুখে সুসত্য বচন। তুষ্ট হইলেন যত সুসজ্জনগণ॥ সভে মেলি এক স্থানে নিভৃতে বসিয়া॥ মন্ত্রণা করিতে সভে লাগিলেন গিয়া॥ স্বভাবেই রাজা হয়ত কাল যবন। মহাতমো গুণ বৃদ্ধি হয় ঘনে ঘন॥ উড্রদেশে কোটিং প্রতিমা প্রাসাদ ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ॥ দৈবে আসি সত্ব গুণ উপজিল মনে। তেঞি

ভাল কহিলেক আমা সবা স্থানে॥ আর কোন পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে। আর বার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে॥ যদি কদাচিত বলে কেমন গোসাঞিঃ। আনগিয়া দেখিবারে চাহি এই ঠাঞিঃ॥ অতএব গোসাঞিরে পাঠাই কহিয়া। রাজার নিকট গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া॥ এই যুক্তি করি সভে এক সুব্রাহ্মণ। পাঠাইয়া সংগোপে দিলেন ততক্ষণ॥ নিজানন্দে মহাপ্রভু মত্ত সর্ব্বক্ষণ। প্রেমরসে নিরবধি হুঙ্কার গর্জ্জন॥ লক্ষ কোটি লোক মিলি করে হরিধ্বনি। আনন্দে নাচয়ে মাঝে প্রভু ন্যাসী মণি॥ অন্য কথা অন্য কার্য্য নাহি কোন ক্ষণ। অহর্নিশি বোলায়েন বলেন কীর্ত্তন॥ দেখিয়া বিস্মিত বড হইলা ব্রাহ্মণ। কথা কহিবারে অবসর নাহি ক্ষণ॥ অন্য জন সহিত কথার কোন দায়। নিজ পারিষদেই সম্ভাষা নাহি পায়॥ কিবা দিবা কিবা রাত্রি কিবা নিজ পর। কি বা জল কিবা স্থল কি গ্রাম প্রান্তর॥ কিছু নাহি জানে প্রভু নিজ ভক্তিরসে। অহর্নিশি নিজ প্রেমসিন্ধু মাঝে ভাসে॥ প্রভু সঙ্গে কথা কহিবার নাহি ক্ষণ। ভক্তবর্গ স্থানে কথা কহিল ব্রাহ্মণ॥ বিপ্র বলে তুমি সব গোসাঞিরগণ সময় পাইলে এই কহিয় কথন॥ রাজার নিকট গ্রাম কি কার্য্য রহিয়া। এই কথা সভে পাঠাইলেন কহিয়া॥ কহি এই কথা বিপ্র গেলা নিজ স্থানে। প্রভুরে করিয়া কোটি দণ্ড পরনামে॥ কথা শুনি ঈশ্বরের পারিষদগণে। সভে কিছু চিন্তা যুক্ত হইলেন মনে॥ ঈশ্বরের স্থানে সে কহিতে নাহি ক্ষণ। বাহ্য নাহি প্রকাশেন শ্রীশচীনন্দন॥ বোল২ হরি বোল হরি বোল হরি। এই মাত্র বলে প্রভু দুই বাহু তুলি॥ চতুর্দ্দিগে মহানন্দে কোটি২ লোকে। তালি দিয়া হরি বলে পরম কৌতুকে॥ যার সেবকের নাম করিলে স্মরণ। সর্ব্ববিঘ্ন দূর হয় খণ্ডয়ে বন্ধন॥ যাহার শক্তিতে জীব বলে করি চলে। পরংব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ যারে বেদে বলে॥ যাহার মায়ায় জীব পাসরি আপনা। বন্ধ হই পাইয়াছে সংসার যাতনা সে প্রভু আপনে সর্ব্বজীব উদ্ধারিতে। অবতরিয়াছে ভক্তিরসে পৃথিবীতে॥ কোন বা তাহানে রাজা কারে তার ভয়। যম কাল আদি যার ভৃত্য বেদে কয়॥ স্বচ্ছন্দ করেন সভা লই সংকীর্ত্তন। সর্ব্বলোক চূডামণি শ্রীশচীনন্দন॥ আছুক তাহার ভয় তাহাঁরে দেখিতে। যতেক আইসে লোক চতুর্দ্দিগহৈতে॥ তাহারাই কেহ ভয় না করে রাজারে। হেন সে আনন্দ দিয়াছেন সভাকারে॥ যদ্যপিও সর্ব্ব লোক পরম অজ্ঞান। তথাপিও দেখিয়া চৈতন্য ভগবান॥ হেন সে আনন্দ জন্মে লোকের শরীরে। যম করি ভয় নাহি কি দায় রাজারে॥ নিরন্তর সর্ব্ব লোক বলে হরিধ্বনি। কার মুখে আর কোন শব্দ নাহি শুনি॥ হেন মতে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। সংকীর্ত্তন করে সর্ব্ব লোকের ভিতর॥ মনে কিছু চিন্তা পাইলেন ভক্ত গণ। জানিলেন অন্তর্যামি শ্রীশচী নন্দন॥ ঈষৎ হাসিয়া কিছু বাহ্য প্রকাশিয়া।

লাগিলা কহিতে প্রভু মায়া ঘুচাইয়া॥ প্রভু বলে তুমি সব ভয় পাও মনে। রাজা আমা দেখিবারে নিবে কি কারণে॥ আমা চাহে হেন জন আমিও তাচাঙ। সবে আমা চাহে হেন কোথাও না পাঙ॥ তোমরা ইহাতে কেন ভয় পাও মনে। রাজা আমা চাহে আমি যাইব আপনে॥ রাজা বা আমারে কেনে বলিব চাহিতে। কিশক্তি রাজার এবা বোল উচ্চারিতে॥ আমি যদি বোলাই সে রাজার মুখেতে। তবে সে বলিব রাজা আমারে চাহিতে॥ আমা দেখিবারে শক্তি কোন বা তাহার বেদে অন্বেষিয়া দেখা না পায় আমার॥ দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ ভারতে। আমা অন্বেষয়ে কেহ না পায় দেখিতে॥ সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার। উদ্ধার করিব সর্ব্ব পতিত সংসার॥ যে দৈত্য যবনে মোরে কভো নাহি মানে। এযুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে॥ যতেক অদৃশ্য দুষ্ট যবন চণ্ডাল। স্ত্রী শূদ্র আদি যত অধম রাখাল॥ হেন ভক্তিযোগ দিব এযুগে সভারে। সুর মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে॥ বিদ্যাধন কুলজ্ঞান তপস্যার মদে। যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥ সেই সবজন হৈব এযুগে বঞ্চিত। সবে তারা নামানিব আমার চরিত॥ পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম। সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম। পৃথিবীতে আসিয়া আমিহ এই চাহো। খোজে হেন জন মোরে কোথাও না পাও। রাজা মোরে কোথা চাহিবেক দেখিবারে। একথা সকল মিথ্যা কহিল সভারে॥ বাহ্য প্রকাশিলা প্রভু এতেক কহিয়া। ভক্ত সব সন্তোষিত হইলা শুনিয়া॥ এইমত প্রভু কত দিনে সেই গ্রামে। নির্ভয়ে আছেন নিজ কীর্ত্তন বিধানে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তিকার। না গেলেন মথুরা ফিরিলা পুনর্ব্বার॥ ভক্ত সব স্থানে কহিলেন এই কথা। আমি চলিবাঙ নীলাচল চন্দ্র যথা॥ এতবলি স্বতন্ত্র পরমানন্দ রায়। চলিলা দক্ষিণ মুখে কীর্ত্তন লীলায়॥ নিজানন্দে রহিয়া রহিয়া গঙ্গাতীরে। কথোদিনে আইলেন অদ্বৈত মন্দিরে॥ পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য। আবিষ্ট হইয়া আছে ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য॥ হেনই সময়ে গৌরচন্দ্র ভগবান। অদ্বৈতের গৃহে আসি হৈলা অধিষ্ঠান॥ যে নিমিত্ত অদ্বৈত আবিষ্ট পুত্র সঙ্গে। সে বড়,অদ্ভুত কথা কহি শুন রঙ্গে॥ যোগ্য পুত্র অদ্বৈতের সেই সে উচিত শ্রীঅচ্যুতানন্দ নাম জগতে বিদিত॥ দৈবে একদিন এক উত্তম সন্ন্যাসী। অদ্বৈত আচার্য্য স্থানে মিলিলেন আসি॥ অদ্বৈত দেখিয়া ন্যাসী সঙ্কোচে রহিলা। ন্যাসীরে অদ্বৈত নমস্করি বসাইলা॥ অদ্বৈত বলেন ভিক্ষা করহ গোসাঞি। ন্যাসী বলে ভিক্ষা দেহ যাহা আমি চাই॥ কিছু মোর জিজ্ঞাসা আছয়ে তোমা স্থানে। মোর সেই ভিক্ষা তাহা কহিবা আপনে॥ আচার্য্য বলেন আগে করহ ভোজন। শেষে জিজ্ঞাসার তবে হইব কথন॥ ন্যাসী বলে আগে আছে জিজ্ঞাসা আমার। আচার্য্য বলেন বল যেই ইচ্ছা তোমার॥ সন্ন্যাসী বলেন এই কেশব ভারতী। চৈতন্যের

কে হয়েন কহ মোর প্রতি ॥ মনে২ চিন্তেন অদ্বৈত মহাশয়। ব্যবহার পরমার্থ দুই পক্ষ হয়॥ যদ্যপিও ঈশ্বরের পিতা মাতা নাঞি। তথাপিও দেবকী নন্দন করি গাই॥ পরমার্থে গুরুযে তাহন কেহ নাই। তথাপি যে করে প্রভু তাহা সভে গাই॥ প্রথমেই পরমার্থ কি কার্য্য কহিয়া। ব্যবহার করিয়াই যাই প্রবোধিয়া॥ এতভাবি বলিলা অদ্বৈত মহাশয়। কেশব ভারতী চৈতন্যের গুরু হয় দেখিতেছ গুরু তান কেশব ভারতী। আর কেনে তবে জিজ্ঞাসহ মোর প্রতি॥ এই মাত্র অদ্বৈত বলিতে সেইক্ষণে। ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইলা সেই স্থানে॥ পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর। খেলাখেলি সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূষর॥ অভিন্ন কার্ত্তিক যেন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। সর্ব্বজ্ঞ পরম ভক্ত সর্ব্বশক্তি ধর॥ চৈতন্যের গুরু আছে বচন শুনিয়া। ক্রোধাবেশে কহে কিছু হাসিয়া২॥ কি বলিলা বাপ বল দেখি আর বার। চৈতন্যের গুরু আছে বিচার তোমার। কোন বা সাহসে তুমি এমত বচন। জিহ্বায় আনিলা ইহা না বুঝি কারণ। তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল। হেন বুঝি এখানে সে কলি কাল হৈল॥ অথবা চৈতন্য মায়া পরম দুস্কর। যাহাতে পায়েন মোহ ব্রহ্মাদি শঙ্কর॥ বুঝিলাম বিষ্ণু মায়া হইল তোমারে। কেবা চৈতন্যের মায়া তরিবারে পারে॥ চৈতন্যের গুরুআছে বলিলা যখনে। মায়াবশ বিনা ইহা কহিলে কেমনে॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যবে চৈতন্য ইচ্ছায়। সব চৈতন্যের রোম কূপেতে মিশায়॥ জলক্রীড়া পরায়ণ চৈতন্য গোসাঞি বিহরেণ আত্মক্রীড়া আর দুই নাই॥ যত দেখ মহামুনি মহা অভিমান। উদ্দেশ না থাকে কার কোথা কার নাম॥ পুন সেই চৈতন্যর অচিন্ত্য ইচ্ছায়। নাভিপদ্মহৈতে ব্রহ্মা হয়েন লীলায়॥ ইহাও না থাকে দেখিতে কিছু শক্তি। অবশেষে করেন একান্ত ভাবে ভক্তি॥ তবে ভক্তিরসে তুষ্ট হইয়া তাহানে। তত্ত্ব উপদেশপ্রভুকহেন আপনে॥ তবে সেই ব্রহ্মা প্রভু আজ্ঞা করি শিরে। সৃষ্টি করি সেই জ্ঞান কহেন সভারে॥ সেই জ্ঞান সনকাদি পাই ব্রহ্মা হৈতে॥ প্রচার করেন তবে কৃপায় জগতে। যাহা হৈতে হয় আসি জ্ঞানের প্রচার॥ তার গুরু কেমতে বলহ আছে আর বাপতুমি তোমাহৈতে শিখিবাও কোথা। শিক্ষাগুরু হই কেনে বলহ অন্যথা॥ এত বলি শ্রীঅচ্যুতানন্দ মৌন হৈলা। শুনিয়া অদ্বৈত পরানন্দে প্রবেশিলা॥ বাপ২ বলি ধরি করিলেন কোলে। সিঞ্চিলেন অচ্যুতের অঙ্গ প্রেমজলে॥ তুমি সে জনকবাপ আমি সে তনয়। শিখাইতে পুত্ররূপে হইলা উদয়॥ অপরাধ করিনু ক্ষমহ বাপ মোরে। আর না বলিব এই কহিল তোমারে॥ আত্ম স্তুতি শুনি শ্রীঅচ্যুত মহাশয়। লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয়॥ শুনিয়াত সন্ন্যাসী শ্রীঅচ্যুতবচন। দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ॥ যেন পিতা তেন পুত্র অচিন্ত্য কথন। সন্ন্যাসী বলেন যোগ্য অদ্বৈত নন্দন॥ এইত ঈশ্বর শক্তি বহি অন্যনহে। বালকের মুখে কি

এমত কথা হয়ে॥ শুভ লগ্নে আইলাম অদ্বৈত দেখিতে। অদ্ভুত মহিমা দেখি লাম নয়নেতে॥ পুত্রের সহিত অদ্বৈতেরে নমস্করি। পূর্ণ হই ন্যাসী চলে বলি হরি হরি॥ ইহানে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত নন্দন। যে চৈতন্য পাদপদ্ম একান্ত শরণ॥ অদ্বৈতেরে ভজে গৌরচন্দ্রে করে হেলা। পুত্র হউ অদ্বৈতের তভো তেহোঁ গেলা। পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য। পুত্র কোলেকরি কান্দে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥ পুত্রের অঙ্গের ধুলা আপনার অঙ্গে। লেপেন অদ্বৈত অতি পরানন্দ রঙ্গে॥ চৈত ন্যের পার্ষদ জন্মিলা মোর ঘরে। এত বলি নাচে প্রভু তালি দিয়া করে॥ পুত্র কোলে করি নাচে অদ্বৈত গোসাঞি। ত্রিভুবনে যাহার ভক্তির সম নাঞি॥ পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত বিহ্বল। হেন কালে উপসন্ন সর্ব্ব সুমঙ্গল॥ সপার্ষদে শ্রীগৌরসুন্দর সেইক্ষণে। আসি আবির্ভাব হৈলা অদ্বৈত ভবনে॥ প্রাণনাথ ইষ্ট দেব দেখিয়া অদ্বৈত। দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা পৃথিবীত॥ হরি বলি শ্রীঅদ্বৈত করেন হুঙ্কার। পরানন্দে দেহ পাসরিলা আপনার॥ জয়২ ধ্বনি সব করে নারীগণে। উঠিলা পরমানন্দ অদ্বৈত ভবনে॥ প্রভুও করিয়া অদ্বৈতেরে নিজকোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে॥ পাদপদ্ম বক্ষে ধরি আ চার্য্য গোসাঞি। রোদন করেন অতি বাহ্য কিছু নাঞি॥ চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করেন ক্রন্দন। কি অদ্ভুত প্রেম সে না যায় বর্ণন॥ স্থির হই ক্ষণেকে অদ্বৈত মহা শয়। বসিতে আসন দিলা করিয়া বিনয়॥ বসিলেন মহাপ্রভু উত্তম আসনে চতুর্দ্দিগে শোভা করে পারিষদগণে॥ নিত্যানন্দে অদ্বৈতে হইল কোলাকোলী দুহাঁ দেখি অন্তরেতে দোঁহে কুতূহলী। আচার্য্যেরে নমস্করিলেন ভক্তগণ। আ চার্য্য সভারে কৈলা প্রেম আলিঙ্গন। যে আনন্দ উপজিল অদ্বৈতের ঘরে। বেদ ব্যাস বিনা তাহা কে বর্ণিতে পারে॥ ক্ষণেকে অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত কুমার। প্রভুর চরণে আসি হৈলা নমস্কার। অচ্যুতেরে কোলে করি শ্রীগৌরসুন্দর। প্রেম জলে ধুইলেন তান কলেবর॥ অচ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে। অচ্যুত প্রবিষ্ট হৈলা প্রভুর দেহেতে॥ অচ্যুতেরে কৃপা দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ। প্রেমে সভে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ যত চৈতন্যের প্রিয় পারিষদগণ। অচ্যুতেরে প্রিয় নহে হেন নাহি জন॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণের সমান। গদাধর পণ্ডি তের শিষ্যের প্রধান॥ ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত নন্দন। যেন পিতা তেন পুত্র উচিত মিলন॥ এইমত শ্রীঅদ্বৈত গোষ্ঠীর সহিতে। আনন্দে ডুবিলা প্রভু পাইয়া সাক্ষাতে॥ শ্রীচৈতন্য কথো দিন অদ্বৈত ইচ্ছায়। রহিলা অদ্বৈত ঘরে কী র্ত্তন লীলায়॥ প্রাণনাথ গৃহে পাই আচার্য্য গোসাঞি। না জানেন আনন্দে আছেন কোন ঠাঞি॥ কিছু স্থির হইয়া অদ্বৈত মহামতি। আই স্থানে লোক পাঠাইলা শীঘ্রগতি॥ দোলা লই নবদ্বীপে আইলা সত্বরে। আইরে বৃত্তান্ত কহে চলিবার তরে

প্রেমরস সমুদ্রে ডুবিয়া আছে আই। কি বলেন কি শুনেন বাহ্য কিছু নাই॥ সমুখে যাহরে আই দেখেন তাহারে। জিজ্ঞাসেন মথুরার বার্ত্তা কহ মোরে॥ রাম কৃষ্ণ কেমতে আছেন মথুরায়। পাপী কংস কেমত বা করে ব্যবসায়॥ চোর অক্রূরের কহ জান যে। রাম কৃষ্ণ মোর চুরি করি নিল সে॥ শুনিলাম পাপী কংস মরি গেল কেন। মথুরার রাজা কি হইল উগ্রসেন॥ রামকৃষ্ণ বলিয়া কখন ডাকে আই। ঝাট গাবী দোহ দুগ্ধ বেচিবারে যাই॥ হাথে বাড়ি করিয়া কখন আই ধায়। ধর২ সভে এই ননী চোরা যায়॥ কোথা পালাইবা আজি এড়িব বান্ধিয়া। এতবলি ধায় আই আবিষ্ট হইয়া॥ কখন বলেন আই সমুখে দেখিয়া চল যাই যমুনায় স্নান করি গিয়া॥ কখন যে উচ্চ করি করেন ক্রন্দন। পাষাণ দ্রবয়ে তাহা করিতে শ্রবণ॥ অবিচ্ছিন্ন ধারা দুই নয়নেতে ঝরে। সে কাকু শুনি য়া কষ্ঠ পাষাণ বিদরে॥ কখনো বা ধ্যানে কৃষ্ণ স্বসাক্ষাত করি। অট্টাট্ট হাসে আই আপনা পাসরি॥ হেন সে আনন্দ হাস্য অদ্ভুত পরম। দুই প্রহরেও কভো নহে উপশম॥ কখন যে আই হয় আনন্দে মূর্চ্ছিত। প্রহরেক ধাতু নাহি থাকে কদাচিৎ কখন বা হেন কম্প উপজে আসিয়া। পৃথিবীতে যেন কেহ তোলে আছাড়িয়া আইর যে কৃষ্ণাবেশ কি তার উপমা। আই বই অন্য আর নাহি তার সমা॥ গৌর চন্দ্র শ্রীবিগ্রহে যত কৃষ্ণ ভক্তি। আইরেও প্রভু দিয়াছেন সেই শক্তি॥ অতএব আইর যে ভক্তির বিকার। তাহা বর্ণিবেক সব হেন শক্তি কার॥ হেনমতে পরা নন্দ সমুদ্র তরঙ্গে। আইসে ভাসেন দিবানিশি প্রেমরঙ্গে॥ কদাচিত আইরে যে কিছু বাহ্য হয়। সেহ বিষ্ণু পূজা লাগি জানিহ নিশ্চয়॥ কৃষ্ণের প্রসঙ্গে আই আছেন বসিয়া। হেনই সময়ে শুভ বার্ত্তা হৈলাসিয়া॥ শান্তিপুরে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর। চল আই ঝাট গিয়া দেখহ সত্বর॥ বার্ত্তা শুনিযে সন্তোষ হইলেন আই। তাহার অবধি আর কহিবারে নাই॥ বার্ত্তা শুনি প্রভুর যতেক ভক্তগণ সভেই হইলা অতি পরানন্দ মন॥ গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুর প্রিয় পাত্র। আই লই চলিলেন সেইক্ষণ মাত্র॥ শ্রীমুরারি গুপ্ত আদি যত ভক্তগণ। সভেই আইর সঙ্গে করিলা গমন॥ সত্বরে আইলা শচী আই শান্তিপুরে। বার্ত্তা শুনিলেন প্রভু শ্রীগৌর সুন্দরে॥ শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু আইরে দেখিয়া। সত্বরে পড়িলা দূরে দণ্ডবৎ হঞা॥ পুনঃপুন প্রদক্ষিণ হইয়া২। দণ্ডবৎ হয় শ্লোক পড়িয়া২॥ তুমি বিশ্ব জননী কেবল ভক্তিময়ী। তোমারে যে গুণাতীত সত্বরূপা কহি॥ তুমি যদি শুভদৃষ্টি কর জীব প্রতি। তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতি মতি॥ তুমি সে কেবল মূর্ত্তিমতী কৃষ্ণ ভক্তি। যাহা হৈতে সব হয় তুমি সেই শক্তি॥ তুমি গঙ্গা দেব কী যশোদা দেব হূতি। তুমি প্রশ্নি অনশুয়া কৌশল্যা অদিতি॥ যত দেখি সব তোমা হৈতে সে উদয়। পালইতা তুমি সে তোমাতে লিনহয়॥ তোমার স্বভাব

বলিবারে শক্তি কার। সভাব হৃদয়ে পূর্ণ বসতি তোমার। শ্লোক বন্ধে এইমত করিয়া স্তবন। দণ্ডবৎ হয় প্রভু ধর্ম্ম সনাতন॥ কৃষ্ণ বহি ওকি পিতৃ মাতৃ গুরু ভক্তি। করিবারে ধরয়ে এমত কার শক্তি॥ আনন্দাশ্রু ধারা বহিতেছে সর্ব্বাঙ্গেতে। শ্লোক পড়ি নমস্কার করে বহুমতে॥ আই দেখিয়াও মাত্র গৌরাঙ্গ বদনে। পরানন্দে জড় হইলেন সেইক্ষণে॥ রহিয়াছে আই যেন কৃত্রিম পুতলি। স্তুতি করে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর কুতূহলী॥ প্রভু বলে কৃষ্ণ ভক্তি যে কিছু আমার। কেবল একান্ত সব প্রসাদে তোমার॥ কোটি দাস দাসের যে সম্বন্ধ তোমার। সেহ জন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার॥ বারেক যে জন তোমা করিব স্মরণ। তার কভো নহিবেক সংসার বন্ধন॥ সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী। তারাও হয়েন ধন্য তোমারে পরশি॥ তুমি যত করিয়াছ আমার পালন। আমার শক্তিয়ে তাহা নহিব শোধন॥ দণ্ডেং যত স্নেহ করিলে আমারে। তোমার সদগুণ: সে তাহার প্রতিকারে॥ এইমত স্তুতি প্রভু করেন সন্তোষে। শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাষে॥ আই জানে অবতীর্ণ প্রভু নারায়ণ। তখনে যে ইচ্ছা তান কহেন তেমন॥ কতোক্ষণে আই বলিলেন এই মাত্র। তোমার বচন বুঝে কেবা আছে পাত্র॥ প্রাণ হীন জন যেন সিন্ধু মাঝে ভাসে। শ্রোতে যথা লয় তথা চলয়ে অবশে॥ এইমত সর্ব্বজীব সংসার সাগরে। তোমার মায়ায় যে করায় তাহা করে॥ মুঞি এক বলোঁ বাপ তোমারে উত্তর। ভাল হয় যেমতে সে তোমার গোচর॥ স্তুতি প্রদক্ষিণ কিবা কর নমস্কার। মুঞিত না বুঝি কিছু যে ইচ্ছা তোমার॥ শুনিয়া আইর বাক্য সর্ব্ব ভাগবতে। মহা জয়২ ধ্বনি লাগিলা করিতে॥ আইর ভক্তির সীমা কে বলিতে পারে। গৌরচন্দ্র অবতার্ণ যাহার উদরে॥ প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই॥ আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥ প্রভু দেখি সন্তোষে পূর্ণিত হৈল আই। ভক্তগণ আনন্দে কাহার বাহ্য নাই॥ তখন যে হইল আনন্দ সমুচ্চয়। মনুষ্যের শক্তিতে কি তাহা কহা হয়॥ নিত্যানন্দ মহামত্ত আইর সন্তোষে। পরানন্দ সিন্ধুমাঝে ভাসেন হরিষে॥ দেবকীর স্তুতি পড়ি আচার্য্য গোসাঞি। আইরে করেন দণ্ডবৎ অন্তনাঞি॥ হরিদাস মুরারি শ্রীগর্ভ নারায়ণ। জগদীশ গোপিনাথ আদি ভক্তগণ॥ আইর সন্তোষে সভে হেন সে হইলা। পরানন্দে যে হেন সভেই মিশাইলা॥ এসব আনন্দ পাঠ শুনে যেইজন। অবশ্য মিলয়ে তারে প্রেম ভক্তি ধন॥ প্রভুরে দিবেন ভিক্ষা আই ভাগ্যবতী। প্রভুস্থানে অদ্বৈত লইয়া অনুমতি॥ সন্তোষে চলিলা আই করিতে রন্ধন। প্রেমযোগে চিন্তি গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥ কতেক প্রকারে আই করিলা রন্ধন। নাম নাহি জানি হেন রান্ধিলা ব্যঞ্জন॥ আই জানে প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে। বিংশতি প্রকার

শাক রান্ধিলা এতেকে ॥ এক আই ব্যঞ্জন প্রকার দশবিশে। রান্ধিলেন অতি২ চিত্তের সন্তোষে ॥ অশেষ প্রকার আই রন্ধন করিয়া। ভোজনের স্থানে তবে থুইলেন লঞা ॥ শ্রীঅন্নব্যঞ্জন সব উপস্কার করি। সভার উপর দিল তুলসী মঞ্জরী ॥ চতুর্দ্দিগে সারি করি শ্রীঅন্নব্যঞ্জন। মধ্যে পাতিলেন অতি উত্তম আসন ॥ আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন। সংহতি লইয়া সব পারিষদ গণ ॥ দেখি প্রভু অন্নব্যঞ্জনের উপস্কার। দণ্ডবৎ হইয়া করিলা নমস্কার ॥ প্রভুবলে এ অন্নের থাকুক ভোজন। এঅন্ন দেখিলে হয় বন্ধ বিমোচন ॥ কিরন্ধন ইহাতে ত কহিতে কিছু নহে। এ অন্নের গন্ধেও কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়ে ॥ বুঝিলাম কৃষ্ণ লই সব পরিবার। এ অন্ন করিয়াছেন আপনে স্বীকার ॥ এতবলি প্রভু অন্ন প্রদক্ষিণ করি। ভোজনে বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ নরহরি ॥ প্রভুর আজ্ঞায় সব পারিষদগণ বসিলেন চতুর্দ্দিগে দেখিতে ভোজন ॥ ভোজন করেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি। নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী ॥ প্রত্যেক২ প্রভু সকল ব্যঞ্জন। মহা আমোদিয়া নাথ করেন ভোজন ॥ সভাহৈতে ভাগ্যবন্ত শ্রীশাক ব্যঞ্জন। পুনঃপুন যাহা প্রভু করেন গ্রহণ ॥ শাকেতে দেখিয়া বড় প্রভুর আদর। হাসেন প্রভুর যত সব অনুচর ॥ শাকের মহিমা প্রভু সভারে কহিয়া। ভোজন করেন প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ প্রভু বলে এই যে অচ্যুত নামে শাক। ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ পটোল বাস্তুক কালশাকের ভোজনে। জন্ম২ বিহরয় বৈষ্ণবের সনে ॥ সালঞ্চা হেলঞ্চা শাক ভোজন করিলে। আরোগ্য থাকয়ে তারে কৃষ্ণভক্তি মিলে ॥ এই মত শাকের মহিমা প্রভু কহি। ভোজন করেন প্রভু আনন্দিত হই ॥ যতেক আনন্দ হৈল এদিনে ভোজনে। সবে ইহা জানে প্রভু সহস্র বদনে ॥ এই যশ সহস্র জিহ্বায় নিরন্তর। গায়েন অনন্ত আদি দেব মহীধর ॥ সেই প্রভু কলিযুগে অবধৌত রায়। সূত্র মাত্র লিখি আমি তাহান আজ্ঞায় ॥ বেদব্যাস আদিকরি যত মুনিগণ। এইসব যশ সভে করেন বর্ণন ॥ এযশের যদি করে শ্রবণ পঠন তবে সে জীবের খণ্ডে অবিদ্যা বন্ধন ॥ হেন রঙ্গে মহাপ্রভু করিয়া ভোজন। বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন ॥ আচমন করি মাত্র ঈশ্বর বসিলা। ভক্তগণ অবশেষ লুটিতে লাগিলা ॥ কেহবলে ব্রাহ্মণের ইহাতে কি দায়। শূদ্র আমি আমারে সে উচ্ছিষ্ট জুয়ায় ॥ আর কেহ বলে আমি নহি সে ব্রাহ্মণ। আড়ে থাকি লই কেহ করে পলায়ন ॥ কেহবলে শূদ্রেরে উচ্ছিষ্ট যোগ্য নহে। হয় নয় বিচারিয়া বুঝ শাস্ত্রে কহে ॥ কেহবলে আমি অবশেষ নাহি চাহি। সুধু পাতখানা মাত্র আমি লই বহি ॥ কেহ বলে আমি পাত ফেলি সর্ব্বকাল। তোমরা যে লও সে কেবল ঠাকুরালি ॥ এইমত কৌতুকে চপল ভক্তগণ। ঈশ্বর অধরামৃত করেন ভোজন আইর রন্ধন ঈশ্বরের অবশেষ। কারোবা ইহাতে লোভ না জন্মে বিশেষ ॥ পরা

নন্দে ভোজন করিয়া ভক্তগণ। প্রভুর সম্মুখে সভে করিলা গমন॥ বসিয়া আছেন প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর। চতুর্দ্দিগে বসিলেন সর্ব্ব অনুচর॥ মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সম্মুখে দেখিয়া। বলিলেন তারে কিছু ঈষৎ হাসিয়া॥ পড় গুপ্ত রাঘবেন্দ্র বর্ণি য়াছ তুমি। অষ্টশ্লোক করিয়াছ শুনিয়াছি আমি॥ ঈশ্বরের আজ্ঞা গুপ্ত মুরারি শুনিয়া। পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভাবাবিষ্ট হঞা॥ তথাহি॥ অগ্রেধনুর্দ্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গো জ্যেষ্ঠানুসেবন রতোবর ভূষণাঢ্যঃ শেষাখ্যধামবর লক্ষ্মণনাম যস্য রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ হত্বা খরশির সৌনপৌরুষবন্ধং শ্রীদণ্ডকার ণ্য বিভূষণ মেবকৃত্বা। সুগ্রীবমৈত্র মকরোদ্বিনিহত্যশক্রং রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ *॥ এইমত অষ্টশ্লোক মুরারি পড়িলা। প্রভুর আজ্ঞায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলা॥ দুর্ব্বাদলশ্যামল কোদণ্ড দীক্ষা গুরু। ভক্তগণ প্রতি অতি বাঞ্ছা কল্প তরু॥ হাস্যমুখ রত্নময় রাজসিংহাসনে। বসিয়া আছেন শ্রীজানকী দেবীবামে অগ্রে মহাধনুর্দ্ধর অনুজ লক্ষ্মণ। কনকের প্রায়দ্যুতি কনক ভূষণ॥ আপনে অনুজ হই শ্রীঅনন্ত ধাম। জ্যেষ্ঠের সেবনে রত শ্রীলক্ষ্মণনাম॥ সর্ব্বমহাগুরু হেন শ্রীরঘুনন্দন। জন্মং ভজো মুঞি তাহার চরণ॥ ভরথ শক্রঘ্নে দুই চামর ঢুলায় সমুখে কপীন্দ্রগণ পুণ্য কীর্ত্তি গায়॥ যে প্রভু করিলা গুহ চণ্ডালেরে মিত। জন্মং পাঙ যেন তাহার চরিত॥ গুরু আজ্ঞা শিরে ধরি ছাড়ি নিজ রাজ্য। বন ভ্রমিলেন যে করিতে সুরকার্য্য॥ বালি মারি সুগ্রীবেরে রাজ্য ভার দিয়া। মৈত্রপদ দিলা তারে করুণা করিয়া॥ যে প্রভু করিলা অহল্যার বিমোচন ভজো হেন ত্রিভুবন গুরুর চরণ॥ দুস্তর তরঙ্গ সিন্ধু ঈষৎ লীলায়। কপিদ্বারে যে বান্ধিলা লক্ষ্মণ সহায়॥ ইন্দ্রাদির অজিত রাবণ বংশগণে। যে প্রভু মারিল ভজো তাহার চরণে॥ যাহার কৃপায় বিভীষণ ধর্ম্মপর। ইচ্ছা নাহি তথাপি হইলা লঙ্কেশ্বর। যবনেও যার কীর্ত্তি শ্রদ্ধা করি শুনে॥ ভজো হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে দুষ্টক্ষয় লাগি নিরন্তর ধনুর্দ্ধর। পুত্রের সমান প্রজা পালনে তৎপর॥ যাহার কৃপায় সব অযোধ্যা নিবাসী। স্বশরীরে হইলেন শ্রীবৈকুণ্ঠ বাসী॥ যার নামরসে মহেশ্বর দিগম্বর। রমা যার পাদপদ্ম সেবে নিরন্তর॥ পরংব্রহ্ম জগন্নাথ বেদে যারে গায়। ভজো হেন সর্ব্ব গুরু রাঘবেন্দ্র পায়॥ এইমত অষ্টশ্লোক আপনার কৃত। পড়িলা মুরারি রাম মহিমা অমৃত॥ শুনি তুষ্ট হই তারে শ্রীগৌরসুন্দর পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর॥ শুন গুপ্ত এই তুমি আমার প্রসাদে। জন্মং রামদাস হও নির্ব্বিরোধে॥ ক্ষণেক যে করিবেক তোমার আশ্রয়। সেহ রাম পাদাম্বুজ পাইব নিশ্চয়॥ মুরারি গুপ্তেরে চৈতন্যের বর শুনি। সভেই করেন মহা জয়ং ধ্বনি॥ এইমত কৌতুকে আছেন গৌরসিংহ। চতুর্দ্দিগে শোভে সব চরণের ভৃঙ্গ॥ হেনই সময়ে কুষ্ঠরোগী একজন। প্রভুর সমুখে আসি দিলা দরশন

দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা আর্ত্তনাদে। দুই বাহু তুলি মহা আর্ত্তি করি কান্দে॥ সংসার উদ্ধার লাগি তুমি কৃপাময়। পৃথিবীর মাঝে আসি হইলা উদয়॥ পর দুঃখ দেখি তুমি স্বভাবে কাতর। এতেক আইনু মুঞি তোমার গোচর॥ কুষ্ঠরোগে পীড়িত জ্বালায় মুঞি মরো। বলহ উপায় মোরে কোন মতে তরো। শুনি মহাপ্রভু কুষ্ঠ রোগীর বচনে। বলিতে লাগিলা ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জনে॥ ঘচর মহাপাপী বিদ্য মান হৈতে। তোরে দেখিলেও পাপ জন্ময়ে লোকেতে॥ পরমধার্ম্মিক যদি দেখে তোর মুখ। সে দিবসে তাহার অবশ্য হয় দুখ॥ বৈষ্ণব নিন্দক তুঞি পাপী দুরাচার। ইহা হৈতে দুঃখ তোর কতো আছে আর॥ এই জ্বালা সহিতে না পার দুষ্টমতি। কেমতে করিবা কুম্ভিপাকেতে বসতি॥ যে বৈষ্ণব নামে হয় সংসার পবিত্র। ব্রহ্মাদি গায়েন যেই বৈষ্ণবচরিত্র॥ যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই। সে বৈষ্ণব পূজা হৈতে বড় আর নাঞি॥ শেষ রমা অজভব নিজদেহ হৈতে। বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় কহে ভাগবতে॥ তথাহি॥ নতথামে প্রিয়তমঃ আত্মযোনির্ণ শঙ্করঃ। নচসঙ্কর্ষণোন শ্রীনৈবাত্মাচ যথা ভবান॥ ঃঃ॥ হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন। সেই পায় দুঃখ জন্ম জীবন মরণ॥ বিদ্যা কুল তপ সব বিফল তাহার। বৈষ্ণবেরে নিন্দে যেযে পাপী দুরাচার॥ পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ। বৈষ্ণবের নিন্দাকরে যে পাপিষ্ঠ জন॥ যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়। যার দৃষ্টি মাত্র দশদিগে পাপ ক্ষয়॥ যে বৈষ্ণব জন বাহু তুলিয়া নাচিতে। সর্গের সকলবিঘ্ন ঘুচে ভালমতে॥ হেন মহাভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিত তুঞি পাপী নিন্দা কৈলি তাহান চরিত॥ এতেকে তোমার ইহ জ্বালা কোন কাজ। মূলশাস্তা পশ্চাৎ আছেন ধর্ম্মরাজ॥ এতেকে আমার দৃশ্যযোগ্য নহ তুমি তোমার নিস্কৃতি করিবারে নারি আমি॥ সেই কুষ্ঠরাগী শুনি প্রভুর উত্তর। দন্তে তৃণ ধরিবলে হইয়া কাতর॥ কিছু না জানিনু প্রভু আপনা খাইয়া। বৈষ্ণবেরে নিন্দা কৈনু প্রমত্ত হইয়া॥ অতএব তার শাস্তি পাইনু উচিত। এখন ঈশ্বর তুমি চিন্ত মোর হিত॥ সাধুর স্বভাব ধর্ম্ম দুঃখিরে উদ্ধারে। কৃত অপরাধিরেও সাধু কৃপাকরে॥ এতেকে তোমার মুঞি লইনু শরণ। তুমি উপেক্ষিলে উদ্ধারিব কোনজন॥ যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত সব তুমি জ্ঞাতা। প্রায়শ্চিত্ত বল মোরে তুমি সর্ব্ব পিতা॥ বৈষ্ণব জনের যেন নিন্দন করিনু। উচিত তাহার প্রভু শাস্তিও পাইনু॥ প্রভু বলে বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন। কুষ্ঠরোগ কোন তারে শাস্তি যে এখন॥ আপাতত ফল কিছু যে পাইলা মাত্র। আর কত আছে যম যাতনার পাত্র॥ চৌরাশি সহস্র যম যাতনা প্রত্যেকে। পুনঃপুন করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব নিন্দকে॥ চল কোষ্ঠী রোগী তুমি শ্রীবাসের স্থানে। সত্বরে পড়হ গিয়া তাহার চরণে॥ তাঁর ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ। নিস্কৃতি তোমারে তিহো করিলে

প্রসাদ। কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়। পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়॥ এই কহিলাম তোর নিস্তার উপায়। শ্রীবাস পণ্ডিত ক্ষমিলেই দুঃখ যায়॥ মহাসত্ত্ব বুদ্ধি তিঁহো তাঁরঠাঞি গেলে। ক্ষমিবেন সব তোরে নিস্তারিবে হেলে॥ শুনিয়া প্রভুর অতি সুসত্য বচন। মহা জয়২ ধ্বনি করে ভক্তগণ॥ সেই কুষ্ঠরোগী শুনি প্রভুর বচন। দণ্ডবৎ হইয়া চলিলা ততক্ষণ॥ সেই কুষ্ঠরোগী পাই শ্রীবাস প্রসাদ। মুক্ত হৈল খণ্ডিল সকল অপরাধ॥ যতেক অনর্থ হয় বৈষ্ণব নিন্দায়। আপনে কহিলা এই শ্রীবৈকুণ্ঠ রায়॥ তথাপিও বৈষ্ণবেরে নিন্দয়ে যেই জন। তার শাস্তা আছে শ্রীচৈতন্য নারায়ণ॥ বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে দেখহ গালাগালী। পরম আনন্দ ইথে কৃষ্ণ কুতুহলী॥ সত্যভামা রুক্মিণী যে গালা গালি যেন। পরমার্থে একতারা দেখি ভিন্নহেন॥ এইমত বৈষ্ণবে২ ভিন্ন নাই ভিন্ন করায়েন রঙ্গ চৈতন্য গোসাঞি॥ ইহাতেযে এক বৈষ্ণবের পক্ষলয়। আর বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥ এক হস্তে ঈশ্বরেরে সেবয়ে কেবল। আর হস্তে দুঃখ দিলে তার কি কুশল॥ এইমত সব ভক্তগণ কৃষ্ণের শরীর। ইহা বুঝে যে হয় পরম মহাধীর॥ অভেদ দৃষ্টিতে সব বৈষ্ণব ভজিয়া। যে কৃষ্ণ চরণ ভজে সে যায় তরিয়া॥ যে গায় যে শুনে এসকল পুণ্যকথা। বৈষ্ণবাপরাধ তার না জন্মে সর্ব্বথা॥ হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে। আছেন পরমানন্দে অদ্বৈতের ঘরে॥ মাধবেন্দ্র পুরীর আরাধনা পুণ্য তিথি। দৈবযোগে উপসন্ন হৈল আসি তথি॥ মাধবেন্দ্র অদ্বৈত যদ্যপি ভেদ নাঞি। তথাপি তাহান শিষ্য আচার্য্য গোসাঞি॥ মাধবেন্দ্রপুরী দেহে শ্রীগৌরসুন্দর। সত্য২ সত্য বিহরয়ে নিরন্তর মাধবেন্দ্র পুরীর অকথ্য বিষ্ণুভক্তি। কৃষ্ণের প্রসাদে সর্ব্বকাল পূর্ণ শক্তি॥ যেমতে অদ্বৈত শিষ্য হইলেন তান। চিত্ত দিয়া শুন সেই মঙ্গল আখ্যান॥ যে সময়ে না ছিল চৈতন্য অবতার। বিষ্ণুভক্তি শূণ্য সর্ব্ব আছিল সংসার॥ তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্য কৃপায়। প্রেম সুখ সিন্ধুমাঝে ভাসেন সদায়॥ নিরবধি দেহে তার হর্ষ অশ্রুকম্প। হুঙ্কার গর্জ্জন মহা হাস্য স্তম্ভ ঘর্ম্ম॥ নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য। আপনেও না জানেন কি করেন কার্য্য॥ পথে চলি যাইতেও আপনা আপনি। নাচেন পরম রঙ্গে করি হরিধ্বনি॥ কখন বা হেন সে আনন্দ মূর্চ্ছা হয়। দুই তিন প্রহরেও দেহে বাহ্য নয়॥ কখন বা বিরহে যে করেন রোদন গঙ্গাধারা বহে যেন অদ্ভুত কথন॥ কখন হাসেন অতি অট্ট অট্ট হাস পরানন্দ রসে ক্ষণে হয় দিগবাস॥ এইমত কৃষ্ণ সুখে মাধবেন্দ্র সুখী। সভে ভক্তিশূন্যলোক দেখি বড় দুঃখি॥ কৃষ্ণ যাত্রা মহোৎসব কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোনজন॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এইমাত্র জানে। মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥ দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি। তাহা যে

পূজেন সেহ মহা দম্ভ করি॥ ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে। মদ্যমাংসে দানো পূজে কোন কোন জনে॥ যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত। ইহা শুনিতে সে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥ অতিবড সুকৃতি যে স্নানের সময়ে। গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়ে॥ কারেবা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্ত্তন। কেনবা কৃষ্ণের নৃত্য কেনবা ক্রন্দন॥ বিষ্ণু মায়াবশে লোক কিছুই না জানে। সকল জগত বদ্ধ মহাতমগুণে॥ লোক দেখি দুঃখভাবি শ্রীমাধব পুরী। হেন নাহি তিলার্দ্ধে সম্ভাষা কারে করি॥ সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ। সেহ আপনারে মাত্র বলে নারায়ণ॥ এদুঃখে সন্ন্যাসী সঙ্গে না কহেন কথা। হেন স্থান নাহি কৃষ্ণ ভক্তি শুনি যথা॥ জ্ঞানী যোগী তপস্বী বিরক্ত খ্যাতি যার। কার মুখে নাহি দাস্যমহিমা প্রচার॥ যত অধ্যাপক সেই তর্কসে বাখানে। তারা বলে কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে॥ দেখিতে শুনিতে দুঃখে শ্রীমাধবপুরী। মনে২ চিন্তে বন বাস গিয়া করি॥ লোকমধ্যে ভ্রমি কেন বৈষ্ণব দেখিতে। কোথাও বৈষ্ণব নাম না শুনি জগতে॥ অতএব এসকল লোক মধ্য হৈতে॥ বনে যাই লোক যেন না পাই দেখিতে॥ এতেকে বন ভাল এসব লোক হৈতে॥ বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে॥ এইমতে মনদুঃখে ভাবিতে চিন্তিতে॥ ঈশ্বর ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত সহিতে বিষ্ণুভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার। অদ্বৈত আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার॥ তথাপি অদ্বৈত সিংহ কৃষ্ণের কৃপায়। প্রৌঢ় করি বিষ্ণুভক্তি বাখানে সদায়॥ নিরন্তর পড়ায়েন গীতা ভাগবত। ভক্তি বাখানেন মাত্র গ্রন্থের যে মত॥ হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয়। অদ্বৈতের গৃহে আসি হইলা উদয়॥ দেখিয়া অদ্বৈত তান বৈষ্ণব লক্ষণ। প্রণাম হইয়া পড়িলেন সেইক্ষণ॥ মাধবেন্দ্র পুরীও অদ্বৈত করি কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে॥ অন্যোন্যে কৃষ্ণ কথারসে দুই জন। আপনার দেহ কারো না হয় স্মরণ॥ মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেম অকথ্য কথন। মেঘ দরশনে মূর্চ্ছা পায় সেইক্ষণ॥ কৃষ্ণ নাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার। ক্ষণেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার॥ দেখিয়া তাহান বিষ্ণু ভক্তির উদয় বড়সুখি হইলা অদ্বৈত মহাশয়॥ তাঁর ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ। হেনমতে মাধবেন্দ্র অদ্বৈত মিলন॥ মাধবেন্দ্র পুরী আরাধনের দিবসে। সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করে অদ্বৈত হরিষে॥ দৈবে সেই পুণ্য তিথি আসিয়া মিলিলা। সন্তোষে অদ্বৈত সজ্জ করিতে লাগিলা॥ শ্রীগৌরসুন্দর সব পারিষদ সনে। বড় সুখী হইলেন সে পুণ্য দিনে॥ সেই তিথি পূজিবারে আচার্য্য গোসাঞি। যত সজ্জ করিলেন তার অন্তনাঞি॥ নানা দিগ হৈতে সব লাগিলা আসিতে। হেন নাহি জানি কে আইসে কোন ভীতে॥ মাধবেন্দ্র পুরী প্রতি প্রীতি সভাকার। সভেই লইল যথাযোগ্য অধিকার॥ আই লইলেন যত রন্ধনের ভার। আই বেড়ি সর্ব্ববৈষ্ণবের পরিবার

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সন্তোষ অপার। বৈষ্ণব পূজিতে লইলেন অধিকার॥ কেহ বলে আমি সব ঘষিব চন্দন। কেহ বলে মালা আমি করিব গ্রন্থন॥ কেহ বলে জল আনিবার মোর ভার। কেহ বলে মোর ভার স্থান উপস্কার॥ কেহবলে মুঞিঃ যত বৈষ্ণব চরণ। মোর ভার করিব সকল প্রক্ষালন॥ কেহ বান্ধে পাতকা চাদয়া কেহ টানে। কেহ ভাণ্ডারের দ্রব্য দেয় কেহ আনে॥ কথো জনে লাগিলেন করিতে কীর্ত্তন। আনন্দে করেন নৃত্য আর কথো জন॥ আর কথো জন হরি বোলয়ে কীর্ত্তনে। শংখঘণ্টা বাজায়েন আর কথো জনে॥ কথো জনে করে তিথি পূজি বারে কার্য্য। কেহবা হইলা তিথি পূজার আচার্য্য॥ এইমত পরানন্দ রসে ভক্তগণ। সভেই করেন কর্ম্ম যার যেই মন॥ খাওপিও লেহ দেহ আর হরি ধ্বনি। ইহা বই চতুর্দ্দিগে আর নাহি শুনি॥ শংখঘণ্টা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল। সংকীর্ত্তন সঙ্গে ধ্বনি বাজায় বিশাল॥ পরানন্দে কাহার নাহিক বাহ্য জ্ঞান। অদ্বৈত ভবন হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥ আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র পরম সন্তোষে। সম্ভারের সজ্জদেখি বুলেন হরিষে॥ তণ্ডুল দেখয়ে প্রভু ঘর দুই চারি। পর্ব্বতপ্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি২॥ ঘর পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালী। ঘর দুই চারি দেখে মুদ্গের বিয়লি॥ নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর পাঁচ সাত। ঘর দশ বারো প্রভু দেখে খোলা পাত॥ ঘর দুই চারি প্রভু দেখি চিপিটক। সহস্র২ কান্দি দেখে কদলক॥ না জানি কতেক নারিকেল গুয়াপান। কোথা হৈতে আসিয়া হইল বিদ্যমান॥ পটোল বার্ত্তাকু থোড় আলু শাক মান। কতঘর ভরিয়াছে নাহিক প্রমাণ॥ সহস্র২ ঘড়া দেখে দধি দুগ্ধ। ক্ষীর ইক্ষুদণ্ড অঙ্কুরের সনে মুগ্ধ॥ তৈল লবন ঘৃত কলস দেখে যত। সকল অনন্ত লিখিবারে পারি কত॥ অতি অমানুষি দেখি সকল সম্ভার। চিত্তে যেন প্রভুর হইল চমৎকার॥ প্রভু বলে-এসম্পত্তি মনুষ্যের নহে আচার্য্য মহেশ হেন মোর চিত্তে লয়ে॥ মনুষ্যের এমত কি সম্পত্তি সম্ভবে। এ সম্পত্তি সকল সম্ভবে মহাদেবে॥ বুঝিললাম আচার্য্য মহেশ অবতার। এইমত হাসি প্রভু বলে বার২॥ সম্ভার দেখিয়া প্রভুর মহাহর্ষ মন। আচার্য্যের প্রসংশা করেন অনুক্ষণ॥ একে২ দেখি প্রভু সকল সম্ভার। সংকীর্ত্তন স্থানেতে আইলা পুনর্ব্বার॥ প্রভু মাত্র আইলেন সংকীর্ত্তন স্থানে। পরানন্দ পাইলেন সর্ব্বভক্ত গণে॥ না জানি কে কোনদিগে নাচে গায় বায়। না জানি কে কোনদিগে মহানন্দে ধায়॥ সভে মেলি করে মহাজয় জয় ধ্বনি। বোল২ হরি বোল আর নাহি শুনি॥ সর্ব্ববৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দনে ভূষিত। সভার সুন্দরবক্ষ মালায় পূর্ণিত॥ সভেই প্রভুর পারিষদের প্রধান। সভে নৃত্য গীত করে প্রভু বিদ্যমান॥ মহানন্দে উঠিল শ্রীহরি সংকীর্ত্তন। যে ধ্বনি পবিত্র করে অনন্ত ভুবন॥ নিত্যানন্দ মহামত্ত প্রেম সুখময়। বাল্য ভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয়॥ বিহ্বল হইয়া অতি আচার্য্য গোসাঞিঃ

যত নৃত্য করিলেন তার অন্তনাঞি ॥ নাচিলেন অনেক ঠাকুর হরিদাস। সভেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস ॥ মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বশেষে। নৃত্যকরিলেন অতি অশেষ বিশেষে ॥ সর্ব্ব পারিষদ প্রভু আগে নাচাইয়া। শেষে নৃত্য করেন আপনে সভা লঞা ॥ মণ্ডলী করিয়া নাচে সর্ব্বভক্তগণ। মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচী নন্দন ॥ এইমত সর্ব্বদিন নাচিয়া গাইয়া। রহিলেন মহাপ্রভু সভারে লইয়া তবে শেষে আজ্ঞা মাগি অদ্বৈত আচার্য্য। ভোজনের করিতে লাগিলা সর্ব্ব কার্য্য বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন। মধ্যে প্রভু চতুর্দ্দিগে সর্ব্বভক্তগণ ॥ চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ যেন তারাময়। মধ্যে কোটিচন্দ্র যেন প্রভুর উদয় ॥ দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন। মাধবেন্দ্র আরাধন আইর রন্ধন ॥ মাধব পুরীর কথা কহিয়া। ভোজন করেন প্রভু সর্ব্ব ভক্ত লঞা ॥ প্রভু বলে মাধবেন্দ্র আরাধনা তিথী। ভক্তি হয় গোবিন্দে ভোজন কৈলে ইতি ॥ এইমত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন। বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন ॥ তবে দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য মালা। প্রভুর সম্মুখে আনি অদ্বৈত থুইলা ॥ তবে প্রভু নিত্যানন্দ স্বরূপেরে আগে। দিলেন চন্দন মালা মহা অনুরাগে ॥ তবে প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে জনে২। শ্রীহস্তে চন্দন মালা দিলেন আপনে ॥ শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ। সভার হইল পরানন্দময় মন ॥ উচ্চ করি সভেই করেন হরিধ্বনি। কিবা সে আনন্দ হৈল কহিতে না জানি ॥ অদ্বৈতের যে আনন্দ অন্ত নাহি তার আপনে বৈকুণ্ঠনাথ গৃহমধ্যে যার ॥ এসকল রঙ্গ প্রভু করিলেন যত। মনুষ্যের শক্তি ইহা বর্ণিবেক কত ॥ এক দিবসের যত চৈতন্য বিহার। কোটিবৎসরেও কেহ নারে বর্ণিবার ॥ পক্ষি যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়। যত দূর শক্তি তত দূর উড়ি যায় ॥ এইমত চৈতন্য যশের অন্তনাঞি। তিহো যত শক্তি দেন তত সভে গাই ॥ কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়। এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥ এসব কথার অনুক্রম নাহি জানি। যেতে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি। সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার। ইথে অপরাধ কিছু নাহউ আমার ॥ এসকল পুণ্য কথা যে করে শ্রবণ। যেবা পড়ে তারে মিলে কৃষ্ণ প্রেম ধন ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ইতি শেষখণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ॥

জয়২ শ্রীগৌর সুন্দর সর্ব্ব গুরু। জয়২ ভক্তজন বাঞ্ছাকল্পতরু ॥ জয়২ ন্যাসী মণি শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ। জীবপ্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥ ভক্ত গোষ্ঠী সহিতে

গৌরাঙ্গ জয়২। শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥ শেষখণ্ড কথা ভাই শুন এক মনে। শ্রীগৌরসুন্দর বিহরিলেন যেমনে॥ কথোদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে। আইলা কুমারহট্ট শ্রীবাস মন্দিরে॥ কৃষ্ণ ধ্যানানন্দে বসি আছেন শ্রীবাস। আচম্বিতে ধ্যানফল সমুখে প্রকাশ॥ নিজ প্রাণনাথ দেখি শ্রীবাস পণ্ডিত দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা পৃথিবীত॥ শ্রীচরণ বক্ষে করি পণ্ডিত ঠাকুর। উচ্চস্বরে দীর্ঘশ্বাসে কান্দেন প্রচুর॥ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসেরে করি কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নিজ প্রেম জলে॥ সুকৃতি শ্রীবাসগোষ্ঠী চৈতন্য প্রসাদে। সভে প্রভু দেখি ঊর্দ্ধ বাহু করি কান্দে॥ বৈকুণ্ঠনায়ক গৃহে পাইয়া শ্রীবাস। হেন নাহি জানেন কি জন্মিল উল্লাস॥ আপনে মাথায় করি উত্তম আসন। দিলেন বসিলা তথি কমল লোচন॥ চতুর্দ্দিগে বসিলেন পারিষদগণ। সভেই গায়েন কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ॥ জয়২ করে গৃহে পতিব্রতা গণ। হইল আনন্দময় শ্রীবাস ভবন॥ প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর। বার্ত্তা পাই আইলা আচার্য্য পুরন্দর॥ তাহানে দেখিয়া প্রভু পিতাকরি বলে। প্রেমাবেশে মত্ত তানে করিলেন কোলে॥ পরম সুকৃতি সে আচার্য্য পুরন্দর। প্রভু দেখি কান্দে অতি হই অসম্বর॥ বাসুদেব দত্ত আইলেন সেইক্ষণে। শিবানন্দ সেন আদি আপ্তবর্গ সনে॥ প্রভুর পরম প্রিয় বাসুদেব দত্ত। প্রভুর কৃপায় সে জানয়ে সর্ব্ব তত্ব॥ জগতের হিতকারী বাসুদেব দত্ত। সর্ব্বভূতে কৃপালু চৈতন্যরসে মত্ত॥ গুণগ্রাহি অদোষ দরশি সভা প্রতি। ঈশ্বরে বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতি মতি॥ বাসুদেব দত্ত দেখি শ্রীগৌর সুন্দর কোলেকরি লাগিলেন কান্দিতে নির্ভর॥ বাসুদেবদত্ত ধরি প্রভুর চরণে। উচ্চস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দনে॥ বাসুদেব দত্তের যতেক গুণ সীমা। বাসুদেব দত্তবই নাহিক উপমা॥ হেন সে প্রভুর প্রীতি দত্তের বিষয়। প্রভু বলে আমি বাসুদেবের নিশ্চয়॥ আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে হেন বোল। এশরীর বাসুদেব দত্তের কেবল॥ দত্ত আমা যথাবেচে তথাই বিকাই। সত্য২ ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥ বাসুদেব দত্তের বাতাস যার গায়। লাগিয়াছে তারে কৃষ্ণ রক্ষিব সদায়॥ সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণব সকলে। পরাজয় আমি বাসুদেব প্রেম বলে॥ বাসুদেব দত্তেরে প্রভুর কৃপা শুনি। আনন্দে বৈষ্ণবগণ করে হরিধ্বনি॥ ভক্ত বাড়াইতে গৌরসুন্দর সে জানে। যেনকরে ভক্ত তেন করেন আপনে॥ এইমত রঙ্গে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। কথোদিন রহিলেন শ্রীবাসের ঘর॥ শ্রীবাস রামাই দুই ভাই গুণ গায়। বিহ্বল হইয়া নাচে বৈকুণ্ঠের রায়॥ চৈতন্যের অতিপ্রিয় শ্রীবাস রামাঞি। দুই চৈতন্যের দেহ দ্বিধা কিছু নাঞি॥ সংকীর্ত্তন ভাগবত পাঠ ব্যবহারে। বিদূষকলীলয়ে কি অশেষ প্রকারে॥ জন্মারেন প্রভুর সন্তোষ শ্রীনিবাস। যার গৃহে প্রভুর সর্ব্বাদ পরকাশ॥ একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিতে

ব্যবহার কথা কিছু কহেন নিভৃতে॥ প্রভু বলে তুমি দেখি কোথাও না যাও কমতে বা কুলাইবা কেমতে কুলাও॥ শ্রীবাস বলেন প্রভু কোথাও যাইতে নালয় আমার চিত্ত কহিনু তোমাতে॥ প্রভু বলে পরিবার অনেক তোমার নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইবে সভার॥ শ্রীবাস বলেন যার অদৃষ্টে যে থাকে। সেই হইবেক মিলিবেক যেতে পাকে॥ প্রভুবলে তবে তুমি করহ সন্ন্যাস। তাহা না পারিব মুঞি বলেন শ্রীবাস॥ প্রভুবলে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিবা। ভিক্ষা করিতেও কারো দ্বারে না যাইবা॥ কেমতে করিবে পরিবারের পোষণ। কিছুত না বুঝি মঞি তোমার বচন॥ একালেতে কোথাও না গেলে না আইলে। বট মাত্র কাহারেও আসিয়া নামিলে॥ নামিলিল যদি আসি তোমার দুয়ারে। তবে তুমি কি করিবা বলহ আমারে॥ শ্রীবাস বলেন হাথে তিন তালি দিয়া। একদুই তিন এই কহিনু ভাঙ্গিয়া॥ প্রভুবলে এক দুই তিন যে কহিলা। কি অর্থ ইহার বল কেন তালি দিলা॥ শ্রীবাস বলেন এই দড়ান আমার। তিন উপবাসে যদি নামিলে আহার॥ তবে সত্য কহোঁ ঘট বান্ধিয়া গলায়। প্রবেশ করিমু প্রভু সর্ব্বথা গঙ্গায়॥ এইমাত্র শ্রীবাসের শুনিয়া বচন। হুঙ্কার করিয়া উঠে শ্রীশচী নন্দন॥ প্রভুবলে কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস। তোমার কি অন্ন দুঃখে হৈব উপ বাস॥ যদি কদাচিৎ বালক্ষ্মীও ভিক্ষা করে। তথাপিহ দারিদ্র নহিব তোরঘরে॥ আপনেও গীতাতে যে বলিয়াছো মুঞি। তাহা কি শ্রীবাস সব পাসরিলি তুঞি তথাহি॥ অনন্যশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যপাসতে। তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহাম্যহং॥ *॥ যেজন চিন্তয়ে মোরে অনন্য হইয়া। তারে ভিক্ষা দেও মুঞি মাথায় বহিয়া॥ যে মরে চিন্তয়ে নাহি যায় কার দ্বারে। আপনে আসিয়া সর্ব্ব সিদ্ধি তারে মিলে॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আপনে আইসে। তথাপিও না চাহেন নালয় মোর দাসে॥ মোর সুদর্শনচক্র রাখে মোর দাস। মহা প্রল য়েতে যার নাহিক বিনাশ॥ যে মোহর দাসেরও করয়ে স্মরণ। তাহারেও করো মুঞি পোষণ পালন॥ সেবকের দাস সে মোহর প্রিয় বড়। অনায়াশে সেই সে মোহরে পায় দড়॥ কোন চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ করি। মুঞি যার পোষ্টা আছোঁ সকল উপরি॥ সুখে শ্রীনিবাস তুমি বসি থাক ঘরে। আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে॥ অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর। জরাগ্রস্ত নহিব দোঁহা র কলেবর॥ রাম পণ্ডিতেরে ডাকি শ্রীগৌর সুন্দর। প্রভু বলে শুন রাম আমার উত্তর॥ জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীবাসের তুমি সর্ব্বথায়। সেবিবে ঈশ্বর বুদ্ধে আমার আ জ্ঞায়॥ প্রাণসম মোর তুমি শ্রীরাম পণ্ডিত। শ্রীবাসের সেবা না ছাড়িবা কদাচিৎ শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাস শ্রীরাম। অন্ত নাহি আনন্দে হইলা পূর্ণকাম॥ অদ্যা পিও শ্রীবাসের চৈতন্য কৃপায়। দ্বারে সব উপসন্ন হৈতেছে লীলায়॥ কি কহিব

দুষ্প্রাপ্য
বাহিরে যাইবে

শ্রীবাসের উদার চরিত্র। ত্রিভুবন হয় যার স্মরণে পবিত্র॥ সত্য সেবিলেন চৈতন্যেরে শ্রীনিবাস। যার ঘরে চৈতন্যের সকল বিলাস॥ হেন রঙ্গে শ্রীবাস মন্দিরে গৌররায়। রহিলেন কথোদিন শ্রীবাস ইচ্ছায়॥ ঠাকুর পণ্ডিত সর্ব্ব গোষ্ঠীর সহিতে। আনন্দে ভাসেন প্রভু দেখিতে দেখিতে॥ কথোদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে। তবে গেলা পানিহাটী রাঘব মন্দিরে॥ কৃষ্ণ কার্য্যে আছেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত। সমুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত॥ প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘব পণ্ডিত। দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা পৃথিবীত॥ দৃঢ় করি ধরি রমা বল্লভ চরণ আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন॥ প্রভুও রাঘব পণ্ডিতেরে করি কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে॥ হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব শরীরে। কোন বিধি করিবেন কিছুই নাস্ফুরে॥ রাঘবের ভক্তি দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ। রাঘবেরে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত॥ প্রভু বলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া। পাসরিনু সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া॥ গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়। সেই সুখ পাইলাম রাঘর আলয়॥ হাসি বলে প্রভু শুন রাঘব পণ্ডিত। কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত॥ আজ্ঞা পাই রাঘব পরম সন্তোষে। চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেম রসে॥ চিত্ত বিত্ত মানস যতেক আপনার। সেইমত পাক বিপ্র করিলা অপার আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন। নিত্যানন্দ সঙ্গে আর যত আপ্তগণ॥ ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত। সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রসংশে একান্ত॥ প্রভু বলে রাঘবের কি সুন্দর পাক। এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক॥ শাকেতে প্রভুর প্রীত রাঘব জানিয়া। রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ করিয়া॥ এইমত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন। বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন॥ রাঘব মন্দিরে শুনি শ্রীগৌরসুন্দর। গদাধর দাস ধাই আইলা সত্বর॥ প্রভুর পরম প্রিয় গদাধর দাস ভক্তি সুখে পূর্ণ যার বিগ্রহ প্রকাশ॥ প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে। শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তার শিরে॥ পুরন্দর পণ্ডিত পরমেশ্বর দাস। যাহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥ সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে। প্রভু দেখি প্রেম যোগে কান্দে দুইজনে॥ রঘুনাথ বৈদ্য আইলেন ততক্ষণে। পরম বৈষ্ণব অন্ত নাহি যার গুণে॥ এইমত যথা যত বৈষ্ণব আছিলা। সভেই প্রভুর স্থানে আসিয়া মিলিলা॥ পানিহাটী গ্রামে হৈল পরম আনন্দ। আপনে সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্দ্র॥ রাঘব পণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর। নিভৃতে করিলা কিছু মধুর উত্তর॥ রাঘব তোমারে আমি নিজ গোপ্য কহি। আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বহি॥ এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে। সেই করি আমি এই বলিল তোমারে॥ আমার সকল কর্ম্ম নিত্যানন্দ দ্বারে। এই আমি অকপটে কহিল তোমারে॥ যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই। তোমার ঘরেই সব জানিব

এথাই॥ মহাযোগেশ্বরে যাহা পাইতে দুর্ল্লভ। নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইবা সুলভ॥ এতেকে হইয়া তুমি মহাসাবধান। নিত্যানন্দ সেবিহ যে হেন ভগবান মকরধ্বজ কর প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র। বলিলেন সেবিহ তুমি শ্রীরাঘবানন্দ॥ রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার। সে কেবল সুনিশ্চয় জানিহ আমার॥ হেনমতে পানিহাটী গ্রাম ধন্য করি। আছিলেন কথোদিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরি॥ তবে প্রভু আইলেন বরাহ নগরে। মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥ সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে। প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥ শুনিয়া তাহার ভক্তি যোগের পঠন। আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥ বোল২ বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়॥ সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া। প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া॥ ভক্তির মহিমা শ্লোক শুনিতে২ পুনঃ পুনঃ আছাড় পড়েন পৃথিবীতে॥ হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ। আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোক পায় ত্রাস॥ এইমত রাত্রি তিন প্রহর অবধি। ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি॥ বাহ্য পাই বসিলেন শ্রীশচীনন্দন। সন্তোষে বিপ্রেরে করিলেন আলিঙ্গন॥ প্রভুবলে ভাগবত এমন পড়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে॥ এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য। ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য॥ বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি। সভে করিলেন মহা জয় জয় ধ্বনি॥ এইমত প্রতি গ্রামে গ্রামে গঙ্গাতীরে। রহিয়া২ প্রভু ভক্তের মন্দিরে॥ সভার করিয়া মনোরথ পূর্ণ কাম। পুনঃ আইলেন প্রভু নীলাচলস্থান গৌড়দেশে পুনর্ব্বার প্রভুরবিহার। ইহা যে শুনয়ে তারদুঃখ নহে আর॥ সর্ব্ব নীলাচল দেশে উপজিল ধ্বনি। পুনঃ আইলেন প্রভু ন্যাসীচূড়ামণি॥ মহানন্দে সর্ব্ব লোক জয়২ বলে। আইলা সচল জগন্নাথ নীলাচলে॥ শুনি সর্ব্ব উৎকলের পারিষদগণ। সার্ব্বভৌম আদি আইলেন সেইক্ষণ॥ চিরদিন প্রভুর বিরহে ভক্তগণ আনন্দে প্রভুরে দেখি করেন ক্রন্দন॥ প্রভুও সভারে মহাপ্রেমে করি কোলে সিঞ্চিলা সভার অঙ্গ নয়নের জলে॥ হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর কুতূহলে। রহিলেন কাশী মিশ্র গৃহে নীলাচলে॥ নিরন্তর নৃত্য গীত আনন্দ আবেশ। প্রকাশেন গৌরচন্দ্র দেখে সর্ব্বদেশ॥ কখন নাচেন জগমোহন সমুখে। তিলার্দ্ধেক বাহ্য নাহি নিজানন্দ সুখে॥ কখন নাচেন কাশী মিশ্রের মন্দিরে। কখন নাচেন মহা প্রভু সিন্ধুতীরে॥ এই মত নিরন্তর প্রেমের বিলাস। তিলার্দ্ধেক অন্য কথা নাহিক প্রকাশ॥ পানিশঙ্খ বাজিলে উঠেন সেইক্ষণ। কপাট খুলিলে জগন্নাথ দরশন॥ জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম। অকথ্য অদ্ভুত গঙ্গাধারা বহে যেন॥ দেখিয়া অদ্ভুত সর্ব্ব উৎকলের লোক। কার দেহে আর নাহি রহে দুঃখ শোক॥ যেদিগে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি যায়। সেই দিগে সর্ব্বলোক

হরি২ গায়॥ প্রতাপ রুদ্রের স্থানে হইল গোচর। নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌর সুন্দর॥ সেইক্ষণে শুনি মাত্র নৃপতি প্রতাপ। কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ॥ প্রভুরে দেখিতে সে রাজার বড় প্রীত। প্রভু সে না দেন দরশন কদাচিত॥ সার্ব্বভৌম আদি সভা স্থানে রাজা কহে। তথাপি প্রভুরে কেহ না জানায় ভয়ে॥ রাজা বলে তুমি সব যদি কর ভয়। অগোচরে আমারে দেখাহ মহাশয় দেখিয়া রাজার আর্ত্তি সর্ব্বভক্তগণে। সভে মেলি এই যুক্তি করিলেন মনে॥ যে সময়ে প্রভু নৃত্য করেন আপনে। বাহ্য জ্ঞান দৈবে নাহি থাকয়ে তখনে॥ রাজাত পরম ভক্ত সেই অবসরে। দেখিবেন প্রভুরে থাকিয়া অগোচরে এই যুক্তি সভে কহিলেন রাজা স্থানে। রাজা বলে যেতে মতে দেখিমাত্র তানে দৈবে একদিন নৃত্য করেন ঈশ্বর। শুনিমাত্র রাজা আইলেন একেশ্বর॥ আড়ে থাকি দেখে রাজা নৃত্য করে প্রভু। পরম অদ্ভুত যাহা নাহি দেখি কভু॥ অবিচ্ছিন্ন কত ধারা বহে শ্রীনয়নে। কম্পাস্বেদ বৈবর্ণ্য পুলক ক্ষণেক্ষণে॥ হেন সে আছাড় প্রভু পড়ে পৃথিবীতে। হেন নাহি যেবা ত্রাস না পায় দেখিতে॥ হেন সে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন। শুনিয়া প্রতাপ রুদ্র ধরেণ শ্রবণ॥ কখন করেন হেন রোদন বিরহে। রাজা দেখে পৃথিবীতে যেন নদী বহে॥ এইমত কত হয় অনন্ত বিকার। কত হয় কত যায় লেখা নাহি তার॥ নিরবধি দুই মহা বাহুদণ্ড তুলি। হরি বোল বলিয়া নাচেন কুতূহলী॥ এইমত নৃত্য প্রভু করি কথোক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বসিলেন সর্ব্বগণে॥ রাজাও চলিলা অলক্ষিতে সেইক্ষণ। দেখিয়া প্রভুর নৃত্য মহানন্দ মন॥ দেখিয়া অদ্ভুত নৃত্য অদ্ভুত বিকার। রাজার মনেতে হৈল সন্তোষ অপার॥ সবে এক খানি মাত্র ধরিলেক মন। সেই তান অনুগ্রহ হৈবার কারণ॥ প্রভুর নাসাতে যত দিব্যধারা বহে। নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লালা হয়ে॥ ধূলায় লালায় নাসিকার প্রেম ধারে। সকল শ্রীঅঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্ত্তন বিকারে॥ এসকল কৃষ্ণ ভাব না বুঝি নৃপতি। ঈষৎ সন্দেহ তান ধরিলেক মতি॥ কার স্থানে রাজা ইহা না করি প্রকাশ। পরম সন্তোষে রাজা গেলা নিজ বাস॥ প্রভুরে দেখিয়া রাজা মহা সুখী হঞা। থাকিলেন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া॥ আপনে শ্রীজগন্নাথ ন্যাসীরূপ ধরি। নিজে সংকীর্ত্তন নৃত্য করে অবতরি॥ ঈশ্বর মায়ায় রাজা মর্ম্ম নাহি জানে। সেই প্রভু জানাইতে লাগিলা আপনে॥ সুকৃতি প্রতাপ সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখে। স্বপ্নে গিয়াছেন জগন্নাথের সমুখে॥ রাজা দেখে জগন্নাথ অঙ্গ ধূলাময়। দুই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গাধারা বয় দুই শ্রীনাসায় জল পড়ে নিরন্তর। শ্রীমুখে পড়য়ে লালা তিতে কলেবর॥ স্বপ্নে রাজা মনে চিন্তে একি রূপ লীলা। বুঝিতে না পারি জগন্নাথের কি খেলা॥ জগন্নাথের চরণ স্পর্শিতে রাজা যায়। জগন্নাথ বলে রাজা এত নাজুয়ায়॥ কপূর

কস্তুরী গন্ধ চন্দন কুঙ্কুমে। লেপিত তোমার অঙ্গ সকল উত্তমে॥ আমার শরীর দেখ ধূলা লালা ময়। আমা পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয়॥ আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিলা। ঘৃণা কৈলে মোর অঙ্গে দেখি ধুলা লালা॥ সেই ধুলা লালা দেখ সর্ব্বাঙ্গে আমার। তুমি মহারাজা মহারাজার কুমার॥ আমারে স্পর্শিতে কি তোমার যোগ্য হয়। এতবলি ভৃত্যে চাহি হাসে দয়াময়॥ সেইক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে। চৈতন্য গোসাঞি বসি আছয়ে আপনে॥ সেইমত সকল শ্রীঅঙ্গ ধুলা ময়। রাজারে বলেন হাসি এতযোগ্য নয়॥ তুমিযে আমারে ঘৃণা করিগেলা মনে। তবে তুমি আমা পরশিবা কি কারণে॥ এইমত প্রতাপ রুদ্রেরে কৃপাকরি। সিংহাসনে বসি হাসে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ রাজার হইল কথোক্ষণে জাগরণ। পাইল চৈতন্য রাজা করেন ক্রন্দন॥ মহা অপরাধি মুঞি পাপী দুরাচার। না জানিনু চৈতন্য ঈশ্বর অবতার॥ জীবের বা কোন শক্তি তাহারে জানিতে। ব্রহ্মাদির মোহ হয় যাহার মায়াতে॥ এতেকে ক্ষমহ প্রভু মোর অপরাধ। নিজদাস করি মোরে করহ প্রসাদ॥ আপনে শ্রীজগন্নাথ চৈতন্য গোসাঞি। রাজা জানিলেন ইথে কিছু ভেদ নাঞি॥ বিশেষে উৎকণ্ঠা হৈল প্রভুরে দেখিতে। তথাপি না পারে কেহ দেখা করাইতে॥ দৈবে একদিন প্রভু পুষ্পের উদ্যানে। বসিয়া আছেন কথো পারিষদ সনে॥ একাকি প্রতাপ রুদ্র গিয়া সেই স্থানে। দীর্ঘ হই পড়িলেন প্রভুর চরণে॥ অশ্রুকম্প পুলক রাজার অন্ত নাঞি। আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন সেই ঠাঞি॥ বিষ্ণুভক্তি চিহ্ন প্রভু দেখিয়া রাজার। উঠ বলি শ্রীহস্ত দিলেন অঙ্গে তার॥ শ্রীহস্ত পরশে রাজা পাইল চেতন। প্রভুর চরণ ধরি করেন ক্রন্দন॥ ত্রাহি২ কৃপাসিন্ধু সর্ব্বজীব নাথ। মুঞি পাতকিরে কর শুভদৃষ্টিপাত॥ ত্রাহি২ স্বতন্ত্রবিহরি কৃপাসিন্ধু। ত্রাহি২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দীনবন্ধু। ত্রাহি২ সর্ব্ববেদে গোপ্য রমাকান্ত। ত্রাহি২ ভক্ত জন বল্লভ একান্ত॥ ত্রাহি২ মহাশুদ্ধ সত্ত্বরূপ ধারি। ত্রাহি ত্রাহি সংকীর্ত্তন লম্পট মুরারি॥ ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাত তত্ত্বগুণ নাম। ত্রাহি ত্রাহি পরম কোমল গুণ ধাম॥ ত্রাহি২ অজভব বন্দ্য শ্রীচরণ। ত্রাহি২ সন্ন্যাস ধর্ম্মের বিভূষণ॥ ত্রাহি২ শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু। এই কৃপাকর নাথ না ছাড়িবা কভু॥ শুনি প্রভু প্রতাপ রুদ্রের কাকুর্ব্বাদ। তুষ্ট হই প্রভু তারে করিলা প্রসাদ॥ প্রভু বলে কৃষ্ণ ভক্তি হউক তোমার। কৃষ্ণ কার্য্য বিনা তুমি না করিবা আর॥ নিরন্তর গিয়াকর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন। তোমার রক্ষিতা কৃষ্ণ চক্র সুদর্শন॥ তুমি সার্ব্বভৌম আর রামানন্দ রায়। তিনের নিমিত্ত মুঞি আইনু এথায়॥ সভে এক বাক্য মাত্র পালিবা আমার মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার॥ এবে যদি আমারে প্রচার কর তুমি। তবে এথাছাড়ি সত্য চলিবাঙ আমি॥ এতবলি আপন গলার মালা দিয়া। বিদায়

দিলেন তারে সন্তোষহইয়া ॥ চলিলা প্রতাপরুদ্র আজ্ঞাকরি শিরে। দণ্ডবৎ পুনঃপুন করিয়া প্রভুরে ॥ প্রভু দেখি নৃপতি হইলা পূর্ণ কাম। নিরবধি করেন চৈতন্যচন্দ্র ধ্যান ॥ প্রতাপ রুদ্রের প্রভুসহিত দর্শন। ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেম ধন ॥ হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে। রহিলেন কীর্ত্তন বিহার কুতূহলে ॥ উৎকলে জন্মিয়াছিলা যত অনুচর। সভেই চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর ॥ শ্রীপ্র দ্যুম্নমিশ্র কৃষ্ণ প্রেমেরসাগর। আত্মপদ যারে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর ॥ শ্রীপরমানন্দ মহা পাত্র মহাশয়। যারতনু শ্রীচৈতন্য ভক্তিরসময় ॥ কাশীমিশ্র পরম বিহ্বল কৃষ্ণ রসে। আপনে রহিলা প্রভু যাহার আবাসে। এইমত প্রভু সর্ব্ব ভৃত্য করি সঙ্গে নিরবধি গোঙায়েন সংকীর্ত্তন রঙ্গে ॥ যতং উদাসীন শ্রীচৈতন্য দাস। সভে করি লেন আসি নীলাচলে বাস ॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উদ্দাম। সর্ব্ব নীলাচলে ভ্রমে মহাজ্যোতির্ধাম ॥ নিরবধি পরানন্দ রসে উনমত্ত। লখিতে না পারে কেহ অবি জ্ঞাত তত্ত্ব ॥ সদায় জপেন নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ॥ স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দ মুখে অন্য ॥ রামচন্দ্রে যেন লক্ষ্মণের রতি মতি। সেইমত নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য প্রতি ॥ নিত্যানন্দ প্রসাদে সে সকল সংসার। অদ্যাপিও গায় শ্রীচৈতন্য অব তার ॥ হেনমতে মহাপ্রভু চৈতন্য নিতাই। নীলাচলে বসতি করেন দুই ভাই একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি। নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি ॥ প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি। সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥ প্রতিজ্ঞ করিল আমি আপনার মুখে। মূর্খ নীচ দারিদ্রে ভাসাব প্রেম সুখে ॥ তুমিও থাকিলে যদি মুনি ধর্ম্ম করি। আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি ॥ তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার। বলদেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার ॥ ভক্তি রস দাতা তুমি তুমি সম্বরিলে। তবে অবতার তুমি কেনবা করিলে ॥ এতে কে আমার বাক্য যদি সত্য চাও। তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও ॥ মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন। ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভারে মোচন ॥ আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দ চন্দ্র সেই ক্ষণে। চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে ॥ রামদাস গদাধর দাস মহাশয়। রঘুনাথ বৈদ্য ওঝা ভক্তিরসময় ॥ কৃষ্ণদাস পণ্ডিত পর মেশ্বর দাস। পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উল্লাস ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের যত আপ্ত গণ। নিত্যানন্দ সঙ্গে সবে করিলা গমন ॥ পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয় সর্ব্ব পারিষদ আগে কৈলা প্রেমময় ॥ সভার হইল আত্ম বিস্মৃতি অত্যন্ত। কার দেহে কত ভাব হয় নাহি অন্ত ॥ প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস। তান দেহে হইলেন গোপাল প্রকাশ ॥ মধ্যপথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া। আছিলা প্রহর তিন বাহু পাসরিয়া ॥ হইল রাধিকা ভাব গদাধর দাসে। দধি কে কিনিবে বলি অট্টং হাসে ॥ রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি। হইলেন মূর্ত্তিবতী যে হেন

রেবতী॥ কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস দুইজন। গোপাল ভাবে হৈহৈ করেন অনু ক্ষণ॥ পুরন্দর পণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে। মুঞিরে অঙ্গদ বলি লম্ফ দিয়া পড়ে এইমত নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত ধাম। সভারে দিলেন ভাব পরম উদ্দাম॥ দণ্ড পথ ছাড়ি সভে ক্রোশ দুই চারি। যায়েন দক্ষিণ বামে আপনা পাসরি॥ কথো ক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোক স্থানে। বল ভাই গঙ্গাতীরে যাইব কেমনে॥ লোক বলে হায় হায় পথ পাসরিলা। দুই প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা॥ লোক বাক্যে ফি রিয়া যায়েন যথা পথ। পুন পথ ছাড়িয়া যায়েন সেইমত॥ পুন পথ জিজ্ঞাসা করয়ে লোক স্থানে। লোক বলে পথ রহে দশক্রোশ বামে॥ পুন হাসি সভেই চলেন পথ যথা। নিজ দেহ না জানেন পথের কা কথা॥ দেহ ধর্ম্ম যত ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ। কাহার নাহিক পাই পরানন্দ সুখ॥ পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ। কে বর্ণিব কেবা জানে সকল অনন্ত॥ হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত ধাম। আইলেন গঙ্গাতীরে পানিহটী গ্রাম॥ রাঘব পণ্ডিত গৃহে সর্ব্বাদ্য আসিয় রহিলেন সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥ পরম আনন্দ হৈলা রাঘব পণ্ডিত। শ্রীমকর ধ্বজকর গোষ্ঠীর সহিত॥ হেনমতে নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে। রহিলেন সকল পার্ষদগণ সনে॥ নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার। বিহ্বলতা বই দেহে বাহ্য নাহি আর॥ নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইল অন্তরে। গায়ন সকল আসি মিলিলা সত্বরে। সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর। হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথি বী ভিতর॥ যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন। নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাপ্রিয়তম॥ মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই। গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্ব র নিতাই॥ হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল। পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল নিরবধি হরিবলি করয়ে হুঙ্কার। আছাড় দেখিতে লোক পায় চমৎকার॥ যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে। সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়য়ে পৃথিবীতে॥ পরিপূর্ণ প্রেমরস ময় নিত্যানন্দ। সংসার তারিতে করিলেন শুভারম্ভ॥ যতেক আছিল প্রেমে ভক্তির বিকার। সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার॥ কথোক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে। আজ্ঞা হৈল অভিষেক করিবার তরে॥ রাঘব পণ্ডিত আদি পারিষদগণে। অভিষেক করিতে লাগিলা সেইক্ষণে॥ সহস্র২ ঘট আনি গঙ্গা জল। নানা গন্ধ সুবাসিত করিয়া সকল॥ সন্তোষে সভেই দেন শ্রীমস্তকোপরি চতুর্দ্দিগে সভেই বলেন হরিহরি॥ সভেই পড়েন অভিষেক মন্ত্র গীত। পরম আনন্দে সভে হৈলা আনন্দিত॥ অভিষেক করাইয়া নূতন বসন। পরা ইয়া লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন॥ দিব্য বনমালা তুলসী সহিতে। পীন বক্ষ পূর্ণ করিলেন নানা মতে॥ তবে দিব্য খট্টা স্বর্ণে করিয়া ভুষিত। সম্মুখে আনিয়া করিলেন উপনীত॥ খট্টায় বসিলা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ। ছত্র ধরিলেন শিরে

শ্রীরাঘবানন্দ॥ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ। চতুর্দ্দিগে হৈল মহা আনন্দ ক্রন্দন॥ ত্রাহি ত্রাহি সভেই বলেন বাহু তুলি॥ কার বাহ্য নাহি সভে মহাকুতুহলী॥ স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায়। প্রেম বৃষ্টি দৃষ্টি করি চারিদিগে চায়॥ আজ্ঞা করিলেন শুন রাঘব পণ্ডিত। কদম্বের মালা ঝাট আনহ ত্বরিত বড়প্রীত আমার কদম্ব পুষ্প প্রতি। কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি॥ কর যোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে। কদম্ব পুষ্পের যোগ এসময়ে নহে॥ প্রভু বলে বাড়িগিয়া চাহ ভালমনে। কদাচিত ফুটিয়া আছয়ে কোনখানে॥ বাড়ির ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব। বিস্মিত হইলা দেখি মহা অনুভব॥ জাম্বিরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল। ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল॥ কি অপূর্ব্ব বর্ণ সেবা কি অপূর্ব্ব গন্ধ। সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় ভব বন্ধ॥ দেখিয়া কদম্ব পুষ্প রাঘব পণ্ডিত। বাহ্য গেল দূর হৈলা মহাআনন্দিত॥ আপনা সম্বরি মালা গাঁথিয়া সত্বরে। আনিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গোচরে॥ কদম্বের মালা দেখি নিত্যানন্দ রায় পরম সন্তোষে মালা দিলেন গলায়॥ কদম্ব মালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব। বিহ্বল হইলা দেখি মহা অনুভব॥ করযোড় করি সভে লাগিলা কহিতে। অপূর্ব্ব দূনার গন্ধ পাই চারিভিতে॥ সভার বচন শুনি নিত্যানন্দ রায়। কহিতে লাগিলা গোপ্য পরম কৃপায়॥ প্রভু বলে শুন সভে পরম রহস্য। তোমরা সকলে ইহা জানিবা অবশ্য॥ চৈতন্য গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন। নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন॥ সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনের মালা। এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা॥ সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্যদমনক গন্ধে। চতুর্দ্দিগে পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে তোমরা সভের নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে। আপনে আইলা প্রভু নীলাচলহৈতে॥ এতেকে তোমারা সব কার্য্য পরিহরি। নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপনা পাসরি॥ নিরবধি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র যশে। সভার শরীর পূর্ণ হউ প্রেমরসে॥ এতকহি হরি বলি করয়ে হুঙ্কার। সর্ব্বদিগে প্রেম দৃষ্টি করিয়া বিস্তার॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম দৃষ্টিপাতে। সভার হইল আত্ম বিস্মৃতি দেহেতে॥ শুন শুন আরে ভাই নিত্যানন্দ শক্তি। যে রূপে দিলেন সর্ব্ব জগতেরে ভক্তি॥ যে ভক্তি গোপিকাগণে কহে ভাগবতে। নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে॥ নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে। সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে॥ কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর ডালে চড়ে। পাতে২ বেড়ায় তথাপি নাহি পড়ে॥ কেহ২ প্রেম সুখে হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাম্ফদিয়া॥ কেহবা হুঙ্কার করি বৃক্ষ মূলে ধরি। উপাড়িয়া পেলে বৃক্ষ বলি হরি হরি॥ কেহবা গুয়ার বনে যায় লাম্ফদিয়া। গাছ পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া॥ হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম বল। তৃণ প্রায় উপাড়িয়া পেলায় সকল॥ অশ্রু কম্প

স্তম্ভ ঘর্ম্ম পুলক হুঙ্কার। স্বরভঙ্গ বৈবর্ণ্য গর্জ্জন সিংহসার ॥ শ্রীআনন্দ মূর্চ্ছা আদি যত প্রেম ভাব। ভাগবতে যত কহে কৃষ্ণ অনুরাগ ॥ সভার শরীরে পূর্ণ হইল সকল। হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম বল ॥ যে দিগে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয় সেই দিগে মহাপ্রেম ভক্তি বৃষ্টি হয় ॥ যাহারে চাহেন সেই প্রেম মূর্চ্ছা পায়। বস্ত্র না সম্বরে ভুমি পড়ি গড়ি যায় ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের ধরিবারে যায়। হাসে নিত্যানন্দ প্রভু বসিয়া খট্টায় ॥ যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান। সভাতে হইল সর্ব্বশক্তি অধিষ্ঠান ॥ সর্ব্বজ্ঞতা বাক্য সিদ্ধি হইল সভার। সভে হইলেন যেন কন্দর্প আকার ॥ সভে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া। সেই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া। এইরূপে পানিহাটী গ্রামে তিনমাস। নিত্যানন্দ প্রভু করে ভক্তির বিলাস ॥ তিনমাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে। দেহ ধর্ম্ম তিলার্দ্ধেক কারে নাহি স্ফুরে ॥ তিনমাস কেহনাহি করিল আহার। সভে প্রেম সুখে নৃত্যবহি নাহি আর ॥ পানিহাটি গ্রামে যত হৈল প্রেম সুখ। চারিবেদে বলিবেন সে সব কৌতুক ॥ এক দণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত। তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কার কত ॥ ক্ষণে২ আপনে করেন নৃত্য রঙ্গ। চতুর্দ্দিগে লই সব পারিষদ সঙ্গ কখনো বা আপনে বসিয়া বীরাসনে। নাচায়েন সকল ভকত জনে জনে ॥ এক সেবকের নৃত্যে হেনরঙ্গ হয়। চতুর্দ্দিগে দেখি যেনপ্রেম বন্যা বয় ॥ মহা ঝড়ে পড়ে যেন কদলক বন। এইমত প্রেম সুখে পড়ে সর্ব্বজন ॥ আপনে যে হেন মহা প্রভু নিত্যানন্দ। এইমত করিলেন সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ ॥ নিরবধি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সংকীর্ত্তন। করায়েন করেন লইয়া ভক্তগণ ॥ হেন সে লাগিলা প্রভু প্রকাশ করিতে সেই হয় বিহ্বল যে আইসে দেখিতে ॥ যে সেবক যখনে যে ইচ্ছা করে মনে। সেই আসি উপসন্ন হয় ততক্ষণে ॥ এইমত পরানন্দ প্রেম সুখ রসে। ক্ষণপ্রায় কেহ না জানিল তিনমাসে ॥ তবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কথোদিনে। অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে ॥ ইচ্ছামাত্র সর্ব্ব অলঙ্কার সেইক্ষণে। উপসন্ন আসিয়া হইল বিদ্যমানে ॥ সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর। নানাবিধ বহুমুল্য কতেক প্রস্তর ॥ মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার। সুকৃতি সকলে দিয়া করে নমস্কার কথোবা নির্ম্মিত কথো করিয়া নির্ম্মাণ। পরিলেন অলঙ্কার যেন ইচ্ছা তান ॥ দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়। পুষ্পকরি পরিলেন আত্ম ইচ্ছাময় ॥ সুবর্ণ মুদ্রিক রত্নে করিয়া খচন। দশ অঙ্গুলিতে শোভা করে বিভূষণ ॥ কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধদিব্য হার। মণিমুক্তা প্রবালাদি যত সর্ব্বসার ॥ রুদ্রাক্ষ বিরালাক্ষ সুবর্ণ রজতে। বান্ধিয়া ধরিলা কণ্ঠে মহেশের প্রীতে ॥ মুক্তা কসা সুবর্ণ করিয়া সুরচন দুই শ্রুতিমূলে শোভে পরম শোভন ॥ পাদপদ্মে রণিত নূপুর সুশোভন। তহু পরি মুক্তা শোভে জগত মোহন ॥ শুক্ল পট্ট নীল পীত বহুবিধ বাস। অপূর্ব্ব

শোভয়ে পরিধানের বিলাস॥ মালতি মল্লিকা জুতি চম্পকের মালা। শ্রীবক্ষে করয়ে শোভা আন্দোলন খেলা॥ গোরচনা সহিত চন্দন দিব্য গন্ধে। বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে॥ শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পট্টবাস। তদুপরি নানাবর্ণে মাল্যের বিলাস॥ প্রসন্নশ্রীমুখ কোটি শশোধরজিনি। হাসিয়া করেন নির বধি হরিধ্বনি॥ যে দিগে চাহেন দুই কমল নয়নে। সেইদিগে প্রেমরসে ভাসে সর্ব্ব জনে॥ রজতের প্রায় লৌহ দণ্ড সুশোভন। দুইদিগে করি তাতে সুবর্ণ বন্ধন। নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভে করে। পারিষদ সব ধরিলেন অলঙ্কারে অঙ্গদ বলয় মল্ল নূপুর সুহার। সিঙ্গা বেত্র বংশীছাদ দড়ি গুঞ্জাহার॥ এইমত নিত্যানন্দ স্বানুভাব রঙ্গে। বিহরেন সকল পার্ষদ করি সঙ্গে॥ তবে প্রভু সর্ব্ব পারিষদগণ মেলি। ভক্ত গৃহে করে প্রভু পর্য্যটন কেলি॥ জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম। সর্ব্বত্র ফিরেন নিত্যানন্দ জ্যোতিধাম॥ দরশন মাত্র সর্ব্বজীব মুগ্ধ হয়। নাম তত্ত্ব দুই নিত্যানন্দ রসময়॥ পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি॥ সর্ব্বস্ব দিবারে সেইক্ষণে হয় মতি॥ নিত্যানন্দের স্বরূপের শরীর মধুর সভারেই কৃপাদৃষ্টি করেন প্রচুর॥ কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তন বিনে॥ যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন। তথায় বিহ্বল হয় যত যত জন॥ গৃহস্থের শিশু কোন কিছুই না জানে। তাহারাও মহা মহা বৃক্ষধরি টানে॥ হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ পেলে উপাড়িয়া। মুঞিরে গোপাল বলি বেড়ায় ধাইয়া॥ হেন সে সামর্থ এক শিশুর শরীরে। শত জনে মি লিয়াও ধরিতে না পারে॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ বলি। সিংহনাদ করে শিশু হই কুতূহলী॥ এইমত নিত্যানন্দ বালক জীবন। বিহ্বল করিতে লাগি লেন শিশুগণ॥ মাসেকেও একশিশু না করে আহার। দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার॥ হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ। সভার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ॥ পুত্র প্রায় করি প্রভু সভারে ধরিয়া। করায়েন ভোজন আপন হস্ত দিয়া॥ কাহারেও বান্ধিয়া রাখেন নিজ পাশে। বান্ধেন মারেন তভু অট্ট২ হাসে॥ একদিন গদাধর দাসের মন্দিরে। আইলেন তান প্রীত করিবার তরে গোপী ভাবে গদাধর দাস মহাশয়। হইয়া আছেন অতি পরানন্দ ময়॥ মস্তকে ধরিয়া গঙ্গাজলের কলস। নিরবধি ডাকে কে কিনিবেরে গোরস॥ শ্রীবাস গো পাল মুর্ত্তি তান দেবালয়। আছেন পরম লাবণ্যের সমুচ্চয়॥ দেখি বাল গোপা লের মুর্ত্তি মনোহর। প্রীতে নিত্যানন্দ নৈলা বক্ষের উপর॥ অনন্ত হৃদয়ে দেখি শ্রীবাল গোপাল। সর্ব্বগণে হরিধ্বনি করেন বিশাল॥ হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ মল্লরায়। করিতে লাগিলা নৃত্য গোপাল লীলায়॥ দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ। শুনি অবধূত কৃষ্ণ পরম সন্তোষ॥ ভাগ্যবন্ত মাধবেরে হেন দিব্য ধ্বনি

শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধৌত মণি॥ এইরূপ লীলা তান নিজ প্রেমরঙ্গে সুকৃতি শ্রীগদাধর দাস করি সঙ্গে। গোপী ভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাসে। নিরবধি আপনাকে গোপী হেন বাসে॥ দানখণ্ড লীলা শুনি নিত্যানন্দ রায়। যে নৃত্য করেন তাহা বর্ণন না যায়॥ প্রেমভক্তি বিকারের যত আছে নাম। সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অনুপাম॥ বিদ্যুতের প্রায় নৃত্য গতির ভঙ্গিমা। কিবা সে অদ্ভুত ভুজ চালন মহিমা॥ কিবা সে নয়ন ভঙ্গি কি সুন্দর হাস। কিবা সে অদ্ভুত সব কম্পন বিলাস॥ একত্র করিয়া দুই চরণ সুন্দর। কি সে জোড়২ লম্ফ দেন মনোহর॥ যে দিগে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেম রসে। সেই দিগে স্ত্রী পুরুষে কৃষ্ণ সুখে ভাসে॥ হেন সে করেন কৃপাদৃষ্টি অতিশয়। পরানন্দে দেহ স্মৃতি কার না থাকয়॥ যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগেন্দ্রাদি মুনিগণে। নিত্যানন্দ প্রসাদে সে ভঞ্জে যেতে জনে॥ হস্তি সম জন না খাইলে তিন দিন। চলিতে না পারে দেহ হয় অতিক্ষীণ॥ এক মাস একোশিশু না করে আহার তথাপিহ সিংহপ্রায় সব ব্যবহার॥ হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দ রায়। তথাপি না বুঝে কেহ চৈতন্য মায়ায়॥ এইমত কথোদিন প্রেমানন্দ রসে। গদাধর দাসের মন্দিরে প্রভু বৈসে॥ বাহ্য নাহি গদাধর দাসের শরীরে। নিরবধি হরিবোল বলায় সভারে॥ সেই গ্রামে কাজি আছে পরম দুর্বার। কীর্ত্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার॥ পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয়। নিশাভাগে গেলা সেই কাজির আলয়॥ যে কাজির ভয়ে লোক পলায় অন্তরে। নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তার ঘরে॥ নিরবধি হরিধ্বনি করিতে করিতে। প্রবিষ্ট হইলা গিয়া কাজির বাড়িতে॥ দেখে মাত্র বসিয়া কাজির সর্ব্বগণে। বলিবারে কার কিছু না আইসে বদনে॥ গদাধর বলে আরে কাজি বেটা কোথা। ঝাট কৃষ্ণ বল নহে ছিণ্ডিবাঙ মাথা॥ অগ্নি হেন ক্রোধে কাজি হইলা বাহির। গদাধর দাস দেখি মাত্র হৈলা স্থির॥ কাজি বলে গদাধর তুমি কেনে এথা। গদাধর বলেন আছেরে কিছু কথা॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি। জগতের মুখে বোলাইলা হরিহরি॥ সবে তুমি মাত্র নাহি বল হরি নাম। তাহা বোলাইতে আইলাম তোমা স্থান॥ পরম মঙ্গল হরি নাম বল তুমি। তোমার সকল পাপে উদ্ধারিব আমি॥ যদ্যপিও কাজি মহা হিংসক চরিত। তাথাপি না বলে কিছু হইলা স্তম্ভিত॥ আসি বলে কাজি শুন দাস গদাধর। কালি বলিবাঙ হরি আজি যাহ ঘর॥ হরি নাম মাত্র শুনিলেন তার মুখে। গদাধর দাস পূর্ণ হৈলা প্রেম সুখে॥ গদাধর দাস বলে আর কালি কেনে এইত বলিলা হরি আপন বদনে॥ আরতোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণে। যখনে করিলা হরি নামের গ্রহণে॥ এত বলি পরম উন্মাদ গদাধর। হাথে তালিদিয়া নৃত্য করে বহুতর॥ কথোক্ষণে আইলেন আপন মন্দিরে। নিত্যানন্দ অধিষ্ঠান যাহার

শরীরে ॥ হেনমত গদাধর দাসের মহিমা। চৈতন্য পার্ষদ মধ্যে যাহার গণনা ॥ সে কাজির বাতাস নালয় সাধুজনে। পাইলেই জাতি মাত্র লয় সেইক্ষণে ॥ হেন কাজি দুর্ব্বার দেখিলে জাতি লয়। হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয় ॥ হেনজন পাসরিল সব হিংসা ধর্ম্ম। ইহারে সে বলি কৃষ্ণ আবেশের কর্ম্ম ॥ সত্য কৃষ্ণ ভাব হয় যাহার শরীরে। অগ্নি সর্প ব্যাঘ্রেও লংঘিতে নাহি পারে ॥ ব্রহ্মাদির অভিষ্ট যে সব কৃষ্ণভাব। গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ ॥ ইঙ্গীতে সেসব ভাব নিত্যানন্দ রায়। দিলেন সকল প্রিয়গণেরে কৃপায় ॥ ভজ ভাই হেন নিত্যানন্দের চরণ। যাহার প্রসাদে পাই চৈতন্য শরণ ॥ তবে নিত্যানন্দ মহা প্রভু কথোদিনে। শচী আই দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মনে ॥ শুভযাত্রা করিলেন নবদ্বীপ প্রতি। পারিষদ গণ সভে আইলা সংহতি ॥ তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে। পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে ॥ খড়দহ গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ রায়। যত নৃত্য করিলেন কহনে না যায় ॥ পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উন্মাদ। বৃক্ষের উপরে চড়ি করে সিংহনাদ যাহ নাহি শ্রীচৈতন্য দাসের শরীরে। ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে ॥ কভু লম্ফদিয়া উঠে ব্যাঘ্রের উপরে। কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লজ্যিতে না পারে ॥ মহা অজগর সর্প লই নিজ কোলে। নির্ভয়ে চৈতন্য দাস থাকে কুতূহলে ॥ ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়ে। হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয়ে ॥ সেবক বৎসল প্রভু নিত্যানন্দ রায়। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ রস ইঙ্গীতে ভুঞ্জায় ॥ চৈতন্য দাসের আত্ম বিস্মৃতি সর্ব্বথা। নিরন্তর কহেন আনন্দ মনঃকথা ॥ দুই তিন দিন ডুবি জলের ভিতরে। থাকেন কোথাও দুঃখ না হয় শরীরে ॥ জড় প্রায় অলক্ষিতে বেশ ব্যবহার। পরম উদ্দাম সিংহ বিক্রম অপার ॥ চৈতন্য দাসের যত ভক্তির বিকার। কত বা কহিতে পারি সকল অপার ॥ যোগ্য শ্রীচৈতন্য দাস মুরারি পণ্ডিত। যার বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়া নিশ্চিত ॥ অদ্বৈতের প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। যার ভক্তি প্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য ॥ জয় খড়্গ অদ্বৈতের যে চৈতন্য ভক্তি। যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্বশক্তি ॥ সাধু লোক অদ্বৈতের এমহিমা ঘোষে। কেহ ইহা অদ্বৈতের নিন্দা হেন বাসে ॥ সেওছারে বোলায় চৈতন্য দাস নাম। সেবা কেনে জানিবে অদ্বৈত গুণগ্রাম ॥ কথো দিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে। সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ সহে ॥ সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত ঋষি স্থান। জগত বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাটগ্রাম ॥ সেই গঙ্গা ঘাটে পূর্ব্ব সপ্ত ঋষিগণ তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ ॥ তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন। জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম ॥ প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী ঘাট সকল ভুবনে। সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় যাহার দর্শনে ॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম আনন্দে। সেই ঘাটে স্নান করিলেন ভক্তবৃন্দে ॥ উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে। রহিলেন তাহা প্রভু ত্রিবে

দীর তীরে ॥ কায় বাক্যমনে নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার। পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য আর জন্মে২ নিত্যানন্দ তাঁহার কিঙ্কর। জন্মে২ নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর ॥ যতেক বনিক কুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥ বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার। বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার ॥ সপ্ত গ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে। আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহরে ॥ বণিক সকলে নিত্যানন্দের চরণ। সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ ॥ বণিক সভের কৃষ্ণ ভজন দেখিতে মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু মহিমা অপার। বণিক অধম মূর্খ যে কৈল নিস্তার ॥ সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়। গণ সহে সংকীর্ত্তন করেন লীলায় ॥ সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার। শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥ পুর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে। সেইমত সুখ হৈল সপ্ত গ্রাম পুরে ॥ রাত্রি দিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রাভয়। সর্ব্বদিগে হৈল হরি সংকীর্ত্তনময় ॥ প্রতি ঘরে২ প্রতি নগরে নগরে। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিস্তারে নিত্যানন্দ স্বরূপের অবেশ দেখিতে। হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে ॥ অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহি যে যবন। তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ ॥ যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার। ব্রাহ্মণেও আপনারে করেন ধিক্কার ॥ জয়২ অবধূত চন্দ্র মহাশয়। যাহার কৃপাতে হেন সব রঙ্গ হয় ॥ এইমতে সপ্তগ্রামে আম্বুয়া মুলুকে। বিহরেণ নিত্যানন্দ স্বরূপ কৌতুকে ॥ তবে কথোদিনে আইলেন শান্তিপুরে। আচার্য্য গোসাঞি প্রিয় বিগ্রহের ঘরে ॥ দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ। হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন সুখ ॥ হরিবলি লাগিলেন করিতে হুঙ্কার। প্রদক্ষিণ দণ্ডবৎ করেন অপার ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপ অদ্বৈত করি কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে ॥ দোঁহে দোঁহা দেখি বড় হইলা বিবশ। জন্মিল অনন্ত অনিৰ্চ্চনীয় রস ॥ দোঁহে দোঁহা ধরিগড়ি যায়েন অঙ্গনে। দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহারচরণে ॥ কোটি সিংহ যিনি দোঁহে করে সিংনাদ। সম্বরণ নহে দুই প্রভুর উন্মাদ ॥ তবে কথোক্ষণে দুই প্রভু হৈল স্থির। বসিলেন এক স্থানে দুই মহাধীর ॥ করজোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি। সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি ॥ তুমি নিত্যানন্দ মুর্ত্তি নিত্যনন্দ নাম। নিত্যানন্দ তুমি চৈতন্যের গুণ গ্রাম ॥ সর্ব্বজীব পরিত্রাণ তুমি মহাহেতু। মহাপ্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্ম্মসেতু ॥ তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি। তুমি চৈতন্যের মাত্রধর পূর্ণশক্তি ॥ ব্রহ্মাশিব নারদাদি ভক্ত নাম যার। তুমি সে পরম উপদেষ্টা সভাকার ॥ বিষ্ণু ভক্তি সভেই লয়েন তোমা হৈতে। তথাপিহ অভিমান না স্পর্শে তোমাতে ॥ পতিত পাবন তুমি দোষদৃষ্টি শূন্য। তোমারে সে জানে যার আছে বহু পুণ্য ॥ সর্ব্ব যজ্ঞ ময় এই

বিগ্রহ তোমার। অবিদ্যা বন্ধন খণ্ডে স্মরণে যাহার॥ যদি তুমি প্রকাশ না কর আপনারে। তবে কার শক্তি আছে জানিতে তোমারে॥ অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর। সহস্র বদন আদি দেব মহীধর॥ রক্ষকুল হন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র। তুমি গোপাল পুত্র হলধর মূর্ত্তিবন্ত॥ মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে। তুমি অব- তীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে॥ যে ভক্তি বাঞ্ছায়ে যোগেশ্বর সব মনে। তোমাহৈতে তাহা পাইবেক যেতে জনে॥ কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা। আনন্দ আ- বেশে পাসরিলেন আপনা॥ অদ্বৈত সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব। এমর্ম্ম জানয়ে কোন কোন মহাভাগ॥ তবেযে দেখহ হের অন্যোন্যে বাজে। সেকেবল পরানন্দ যদি মনে বুঝে॥ অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার। জানিহ ঈশ্বর সনে ভেদ নাহি যার॥ হেন মতে দুই মহাপ্রভু মহা রঙ্গে। বিহরেন কৃষ্ণ কথা মঙ্গল প্রসঙ্গে॥ অনেক রহস্য করি অদ্বৈত সহিত। অশেষ প্রকারে তান জন্মাইয়া প্রীত॥ তবে অদ্বৈতের স্থানে লই অনুমতি। নিত্যানন্দ আইলেন নব দ্বীপ প্রতি॥ সেইমতে সর্ব্বাদ্য আইলা আই স্থানে। আসি নমস্করিলেন আইর চরণে॥ নিত্যানন্দ স্বরূপেরে দেখি শচী আই। কি আনন্দ পাইলেন তার অন্ত নাই॥ আই বলে বাপ তুমি সত্য অন্তর্যামী। তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাম আমি॥ মোর চিত্ত জানি তুমি আইলা সত্বর। কে তোমা চিনিতে পারে সংসার ভিতর॥ কথোদিন থাক বাপ নবদ্বীপ বাসে। যেন তোমা দেখো মুঞি দশে পক্ষে মাসে॥ মুঞি দুঃখিতের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে। দৈবে তুমি আসিয়াছ দুঃখিতা তারিতে॥ শুনিয়া আইর বাক্য হাসে নিত্যানন্দ। যে জানেন আইর ভাবের আদি অন্ত॥ নিত্যানন্দ বলে শুন আই সর্ব্ব মাতা। তোমারে দেখিতে আমি আসিয়াছি হেথা॥ মোর ইচ্ছা তোমা দেখো থাকিয়া হেথায়। রহিলাম নব দ্বীপে তোমার আজ্ঞায়॥ হেন মতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাষিয়া। নবদ্বীপে ভ্রমেণ আনন্দযুক্ত হঞা॥ নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি ঘরে ঘরে। সব পারিষদ সঙ্গে কীর্ত্তন বিহরে॥ নবদ্বীপে আসি মহা প্রভু নিত্যানন্দ। হইলেন কীর্ত্তন আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত॥ প্রতি ঘরে ঘরে সব পারিষদ সঙ্গে। নিরবধি বিহরেণ সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥ পরম মোহন সংকীর্ত্তন মল্লবেশ। দেখিতে সুকৃতি পায় আনন্দ বিশেষ॥ শ্রীম স্তকে শোভে বহু বিধ পট্টবাস। তদুপরি বহু বিধ মাল্যের বিলাস॥ কণ্ঠে বহু বিধ মণি মুক্তা স্বর্ণ হার। শ্রুতমূলে শোভে মুক্তা কাঞ্চন অপার॥ সুবর্ণের অঙ্গদ বলয় শোভা করে। না জানি কতেক মালা শোভে কলেবরে॥ গোরোচনা চন্দনে লেপিত সর্ব্ব অঙ্গ। নিরবধি বাল গোপালের প্রায় রঙ্গ॥ কি অপূর্ব্ব লৌহদণ্ড ধরেন লীলায়। পূর্ণ দশ অঙ্গুলি সুবর্ণ মুদ্রিকায়॥ শুক্ল নীল পীত পট্ট বহুবিধ বাস। পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস॥ বেত্রবংশী

পাচনী জঠরতটে শোভে। যার দরশনে ধ্যানে জগমন লোভে॥ রজত নূপুর মল্ল শোভে শ্রীচরণে। পরম মধুর ধ্বনি গজেন্দ্র গমনে॥ যেদিগে চাহেন মহা প্রভু নিত্যানন্দ॥ সেই দিগে হয় কৃষ্ণ রস মূর্ত্তিমন্ত॥ হেনমতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে। আছেন চৈতন্য জন্মভুমি নবদ্বীপে॥ নবদ্বীপ যেহেন মথুরা রাজধানী॥ কত২ লোক আছে অন্ত নাহি জানি॥ হেনসব সুজন আছেন যাহা দেখি। সর্ব্ব মহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী॥ তথিমধ্যে দুর্জ্জনেও কতো কতো বৈসে। সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তার ছায়ার পরশে॥ তাহারাও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায়। কৃষ্ণে রতি মতি হৈল অতি অমায়ায়॥ আপনে চৈতন্য কথো করিলা মোচন। নিত্যানন্দ দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন॥ চোর দস্যু অধম পতিত নাম যার। নানামতে নিত্যা নন্দ কৈলেন উদ্ধার॥ শুন২ নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান। চোর দস্যু যেমতে করিল পরিত্রাণ॥ নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণ কুমার। তাঁহার সমান চোর দস্যু নাহি আর॥ যত চোর দস্যু তার মহা সেনাপতি॥ নাম সে ব্রাহ্মণ অতি পরম কুমতি॥ পরবধে দয়ামাত্র নাহিক শরীরে। নিরন্তর দস্যুগণ সংহতি বিহরে॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের অঙ্গে অলঙ্কার। সুবর্ণ প্রবাল মণি মুক্তা দিব্যহার॥ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি বহুবিধ ধন। হরিতে হইল দস্যু ব্রাহ্মণের মন॥ মায়া করি নিরবধি নিত্যা নন্দ সঙ্গে। ভ্রময়ে তাহার ধন হরিবার রঙ্গে॥ অন্তরে পরম দুষ্ট বিপ্র ভাল নহে। জানিলেন নিত্যানন্দ অনন্ত হৃদয়ে॥ হিরণ্য পণ্ডিত নামে এক সুব্রাহ্মণ সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা অকিঞ্চন॥ সেই ভাগ্যবন্তের মন্দিরে নিত্যানন্দ। থাকি লা বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ॥ সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ পরম দুষ্ট মতি। লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি॥ আরে ভাই সব আর কেনে দুঃখ পাই। চণ্ডীমায়ে নিধি মিলাইল এই ঠাঞি॥ এই অবধূতের অঙ্গেতে অলঙ্কার। সোনা মুক্তা হিরাকসা বহি নাহি আর॥ কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি। চণ্ডীমায়ে এক ঠাঞি মিলাইল আনি॥ শূন্য বাড়ি মাঝে থাকে হিরণ্যের ঘরে। কাটিয়া আনিব এক দণ্ডের ভিতরে॥ ঢাল খাড়া লই সভে হও সমবায়। আজি গিয়া হানা দিব কথোক নিশায়॥ এইমত যুক্তি করি সব দস্যুগণ। সভে নিশাভাগ করি করিল গমন॥ খাড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে। আসিয়া মিলিলা নিত্যানন্দ যেই স্থানে॥ এক স্থানে রহিয়া সকল দস্যুগণ। আগে চর পাঠাইয়া দিল একজন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু করেন ভোজন। চতুর্দ্দিগে হরিনাম লয় ভক্তগণ। কৃষ্ণানন্দ মত্ত নিত্যানন্দ ভৃত্যগণ। কেহ করে সিংহনাদ কেহবা গর্জ্জন॥ ক্রন্দন করয়ে কেহ পরানন্দ রসে। কেহ করতালি দিয়া অট্টঅট্ট হাসে॥ হইহই হায় হায় করে কোন জনে। কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি সভে সচেতনে॥ চরে আসি কহিলেক দস্যুগণ স্থানে। ভাত খায় অবধূত জাগে সর্ব্বজনে॥ দস্যুগণ

বলে সভে শুউক খাইয়া। আমরাও বসি সভে হানাদিব গিয়া॥ বলিলা সকল দস্যু এক বৃক্ষতলে। পরধন লইবেক এই কুতুহলে॥ কেহ বলে মোহর সোনার টারবালা। কেহ বলে মুঞি নিব মুকুতার মালা॥ কেহ বলে মুঞি নিব কর্ণ আভরণ। সর্ণহার নিমু মুঞি বলে কোন জন॥ কেহ বলে মুঞি নিব রজত নূপুর। সভে এই মনঃ কলা খায়েন প্রচুর॥ হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায়। নিদ্রা ভগবতী আসি চাপিলা সভায়॥ সেই খানে ঘুমাইলা সব দস্যুগণ। নিদ্রায়ে হইলা সভে মহা অচেতন॥ প্রভুর মায়ায় হেন হইল মোহিত। রাত্রি পোহাইল ভভো নাহিক সম্বিত॥ কাক রবে জাগিলা সকল দস্যুগণ। রাত্র নাহি দেখি সভে হৈলা দুঃখি মন॥ আস্তেব্যস্তে ঢাল খাঁড়া পেলাইয়া বনে। সত্বরে চলিলা সব দস্যু গঙ্গাস্নানে॥ শেষে সব দস্যুগণ নিজ স্থানে গেলা। সভেই সভারে গালি পাড়িতে লাগিলা॥ কেহ বলে কলহ করহ কেনে আর। লজ্জা ধর্ম্ম চণ্ডী আজি রাখিল সভার॥ কেহ বলে তুঞি আগে শুইলি পড়িয়া। কেহ বলে তুঞি বড় আছিলি জাগিয়া॥ দস্যু সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ দুরাচার। সে বলয়ে কলহ করহ কেনে আর॥ যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়। এক দিন গেলে কি সকল দিন যায়॥ বুঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে। বিনি চণ্ডী পূজি সভে গেনু যে কারণে॥ ভাল করি আজি সভে মদ্যমাংস দিয়া। চল সভে একঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া॥ এতেক করিয়া যুক্তি পাপী দস্যুগণ। মদ্যমাংস দিয়া সভে করিলা পূজন॥ আর দিন দস্যুগণ কাছি নানা অস্ত্র। আইলেন বীর ছান্দে পরি নীল বস্ত্র॥ মহা নিশা সর্ব্ব লোক আছেন শয়নে। হেনই সময়ে বেড়িলেক দস্যুগণে॥ বাড়ির নিকট থাকি দস্যুগণ দেখে। এহো বুঝি অবধূত পদাতিক রাখে॥ চতুর্দ্দিগে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ। নিরবধি হরিধ্বনি করেন গ্রহণ॥ পরম প্রকাণ্ড মূর্ত্তি সভেই উদ্দণ্ড। নানা অস্ত্রধারি সভে পরম প্রচণ্ড॥ সর্ব্বদস্যুগণ দেখে তার একোজনে। শত জন মারিতে পারয়ে সেইক্ষণে॥ তাসভার গলে মালা সর্ব্বাঙ্গে চন্দন। নিরবধি করিতেছেন নাম সংকীর্ত্তন॥ নিত্যানন্দ মহা প্রভু আছেন শয়নে। চতুর্দ্দিগে কৃষ্ণ গায় সেইসব গণে॥ দস্যুগণ দেখি বড় হইলা বিস্মিত। বাড়ী ছাড়ি সভে বসিলেন এক ভীত॥ সর্ব্ব দস্যুগণে যুক্তি লাগিলা করিতে। কোথাকার পদাতিক আইল এথাতে॥ কেহ বলে অবধূত কেমতে জানিয়া। কাহার পাইক আনিয়াছে যে মাগিয়া॥ কেহ বলে ভাই অবধূত বড় জ্ঞানী। মাঝে২ অনেক লোকের মুখে শুনি॥ জ্ঞানবান কিবা অবধূত মহাশয়। আপনার রক্ষা কিবা আপনে করয়॥ অন্যথা যে সব দেখি পদাতিকগণ। মানুষের প্রায় যত না দেখি একজন॥ হেনবুঝি এইসব শক্তির প্রভাবে। গোসাঞি করিয়া তানে কহে লোক সভে॥ আর কেহবলে তুমি বসিথাক ভাই। যেথায় যেপরে সেবা কেমত গো

সাঞি ॥ সকল দস্যুর সেনাপতি যেব্রাহ্মণ। সেবলয়ে জানিলাম সকল কারণ॥ যত২ লোকজন চারিদিগহৈতে। সভে আইসেন অবধূতেরে দেখিতে॥ কোনদিগহৈতে কোন বিশ্বাস নস্কর। আসিয়াছে তার পদাতিক বহুতর॥ অতএব পদাতিক সকল ভাবক। এই সে কারণে হরি হরি করে জপ॥ এবা নহে কোন পদাতিক আনি থাকে। তবে কতদিন এড়াইব এই পাকে॥ অতএব চল সভে আজি ঘরে যাই। চাপেচুপে দিনদশ বসি থাক ভাই॥ এতবলি সব দস্যুগণ গেল ঘরে। অবধূত চন্দ্র প্রভু স্বচ্ছন্দ বিহরে॥ নিত্যানন্দ চরণ ভজয়ে যে যে জনে। সর্ব্ব বিঘ্ন খণ্ডে তাহা সভার স্মরণে॥ হেন নিত্যানন্দ প্রভু বিহরে আপনে। তাহানে করিতে বিঘ্ন পারে কোন জনে॥ অবিদ্যা খণ্ডয়ে যার দাসের স্মরণে। সে প্রভুরে বিঘ্ন করিবেক কোন জনে॥ সর্ব্বগণ সহে বিঘ্ননাথ যার দাস। যার অংশ রুদ্র করে জগত বিনাশ॥ যার অংশ চলিতে ভুবন কম্প হয়। হেন প্রভু নিত্যানন্দ কারে তান ভয়॥ সর্ব্ব নবদ্বীপে করে স্বচ্ছন্দ কীর্ত্তন। স্বচ্ছন্দ করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন॥ সর্ব্বঅঙ্গে অমূল্য সকল অলঙ্কার। যেন দেখি বলদেব নন্দের কুমার॥ কর্পূর তাম্বুল প্রভু করেন ভোজন। ঈষৎ হাসিয়া মোহে ত্রিজগত মন॥ অভয় পরমানন্দ বুলে সর্ব্বস্থানে। অভয় পরমানন্দ ভক্ত গোষ্ঠী সনে আরবার যুক্তি করি পাপী দস্যুগণে। আইলেন নিত্যানন্দ চন্দ্রের ভবনে॥ দৈবে সেইদিন মহাঘোর অন্ধকার। মহাঘোর নিশা নাহি লোকের সঞ্চার॥ মহা ভয়ঙ্কর নিশাচর দস্যুগণ। দশ পাঁচ অস্ত্র একোজনের কাছন॥ প্রবিষ্ট হইয়া মাত্র বাড়ির ভিতরে। সভে হৈলা অন্ধ কেহ চাহিতে না পারে॥ কিছু নাহি দেখে অন্ধ হৈল দস্যুগণে। সভে হইলেন হত প্রাণ বুদ্ধি মনে॥ কেহ গিয়া পড়ে গড়খাইর ভিতরে। জোঁকে পোকে ভাসে ডাঁসে কামড়াই মারে॥ উচ্ছিষ্ট গর্ত্তেতে কেহো২ গিয়া পড়ে। তথাও মরয়ে বিছা পোকের কামড়ে॥ কেহো২ পড়ে গিয়া কাঁটার ভিতরে। সর্ব্বঅঙ্গে ফুটে কাঁটা নড়িতে না পারে॥ খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন। হস্ত পদ ভাঙ্গিলেক করয়ে ক্রন্দন॥ সেই খানে কারো২ গায় হৈল জ্বর। সর্ব্ব দস্যুগণ চিন্তা পাইল অন্তর॥ হেনই সময়ে ইন্দ্র পরম কৌতুকি। করিতে লাগিলা মহা ঝড় বৃষ্টি তথি॥ একে মরে দস্যুগণ জোকপোকের কামড়ে। বিশেষে মরয়ে আর মহাবৃষ্টি ঝড়ে॥ শিলা বৃষ্টিপাত সর্ব্ব অঙ্গের উপরে। প্রাণ নাহি যায় ভাসে দুঃখের সাগরে॥ হেন সে পড়য়ে এক মহা ঝনঝনা। ত্রাসে মূর্চ্ছাপায় সভে পাসরি আপনা॥ মহাবৃষ্টে দস্যুগণ তিতে নিরন্তর। মহাশীতে সভার কম্পিত কলেবর॥ অন্ধ হইয়াছে কিছু না পায় দেখিতে। মরে দস্যুগণ মহাঝড় বৃষ্টি শীতে॥ নিত্যানন্দ দ্রোহি আসি য়াছে এজানিয়া। ক্রোধে ইন্দ্র অধিক মারয়ে দুঃখ দিয়া॥ কথোক্ষণে দস্যু

সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ। অকস্মাৎ ভাগ্যে তার হইল স্মরণ ॥ মনে ভাবে বিপ্র নিত্যানন্দ নর নহে। সত্য সে ঈশ্বর মনুষ্যেও সত্য কহে ॥ একদিন মোহি লেন সভারে নিদ্রায়। তথাপিহ না বুঝিনু ঈশ্বর মায়ায় ॥ আর দিন অদ্ভুত পদাতিকগণ। দেখিলাম তভু মোর নহিল চেতন ॥ যোগ্য মুঞি পাপীষ্ঠের এসব দুর্গতি। হরিতে প্রভুর ধন যেন কৈল মতি ॥ এমহা সঙ্কটে মোর গতি নাহি আর। নিত্যানন্দে অবিশ্বাস জন্মিল আমার ॥ এত ভাবি বিপ্র নিত্যানন্দের চরণ। চিন্তিয়া একান্ত ভাবে লইল শরণ ॥ সে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর সেইক্ষণে কোটি অপরাধির নিস্তার ॥ কারুণ্য শারদারাগেণ গীয়তে ॥ রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবাল গোপাল। রক্ষ রক্ষ প্রভু মোরে সর্ব্বজীব পাল ॥ যে জন আছাড় প্রভু পৃথিবীতে খায়। পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায় ॥ এই মত যে তোমাতে অপরাধ করে। শেষে সহে তোমার স্মরণে দুঃখে তরে ॥ তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব্ব অপরাধ। পতিত জনের তুমি করহ প্রসাদ ॥ তথাপি যদ্যপি আমি ব্রহ্মঘ্ন গোবধী। মোহে বড় আর প্রভু নাহি অপরাধী ॥ সর্ব্ব মহাপাতকিও তোমার শরণ। লইলে খণ্ডয়ে তার সকল বন্ধন ॥ জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ। অন্তেও তুমি সে প্রভু কর পরিত্রাণ ॥ এশঙ্কট হৈতে প্রভু কর আজি রক্ষা। যদি জীঙ প্রভু তবে হৈল এই শিক্ষা ॥ জন্ম জন্ম প্রভু তুমি মুঞি তোর দাস। কিবা জীঙ মরো এই হউ মোর আশ ॥ কৃপাময় নিত্যা নন্দ চন্দ্র অবতার। শুনি করিলেন দস্যুগণের উদ্ধার ॥ এইমত চিন্তিতে সকল দস্যুগণ। সভার হইল দুই চক্ষু বিমোচন ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের স্মরণ প্রভাবে। ঝড় বৃষ্টি আর কার দেহে নাহি লাগে ॥ কথো ক্ষণে পথ দেখে সব দস্যুগণ। মৃত প্রায় হই সভে করিলা গমন ॥ সভে ঘরগিয়া সেই মতে দস্যুগণ। গঙ্গাস্নান করিলেন গিয়া সেইক্ষণ ॥ দস্যু সেনাপতি বিপ্র কান্দিতে২। নিত্যানন্দ চরণে আইলা সেইমতে ॥ বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ। পতিত জনেরে করি শুভ দৃষ্টিপাত ॥ চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি। আনন্দে হুঙ্কার করে অবধৌত মণি ॥ সেই মহা দস্যু বিপ্র হেনই সময়ে। ত্রাহি বলি বাহু তুলি দণ্ডবৎ হয়ে ॥ আপাদ মস্তক পুলকিত সর্ব্ব অঙ্গ। নিরবধি অশ্রুধারা বহে মহাকম্প ॥ হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি বিপ্র করে। বাহ্য নাহি জানে ডুবি আনন্দ সাগরে ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া। আপনা আপনি নাচে হরষিত হঞা ॥ ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিতপাবন। বাহু তুলি এইমত বলে ঘনে ঘন ॥ দেখি হইলেন সভে পরম বিস্মিত। এমত দস্যুর কেনে এমত চরিত ॥ কেহ বলে মায়াবা করিয়া আসিয়াছে। কোন পাক করিয়া বা হানাদেয় পাছে ॥ কেহ বলে নিত্যানন্দ পতিত পাবন। কৃপায় ইহার বা হইল

ভাল মন॥ বিপ্রের অনন্ত প্রেম বিকার দেখিয়া। জিজ্ঞাসিলা নিত্যানন্দ ঈষৎ হাসিয়া॥ প্রভুবলে শুন বিপ্র কি তোমার রীত। বড়ত তোমার দেখি অদ্ভুত চরিত॥ কি দেখিলা কি শুনিলা কৃষ্ণ অনুভব। কিছু চিন্তানাহি অকপটে কহ সব শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ। কহিতে না পারে কিছু করয়ে ক্রন্দন॥ গড়াগড়ি যায় বিপ্র সকল অঙ্গনে। হাসে কান্দে নাচে গায় আপনা আপনে॥ সুস্থির হইয়া বিপ্র তবে কথোক্ষণে। কহিতে লাগিলা সব প্রভু বিদ্যমানে॥ এই নদীয়ায় প্রভু বসতি আমার। নাম সে ব্রাহ্মণ সব চণ্ডাল আচার॥ নিরন্তর দুষ্ট সঙ্গে করি ডাকা চুরি। পরহিংসা বহি জন্মে আর নাহি করি॥ আমা দেখি সর্ব্ব নবদ্বীপ কাঁপে ডরে। কিবা পাপ নাহি হয় আমার শরীরে॥ দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার। তাহা হরিবার চিত্ত হইল আমার॥ একদিন সাজি বহু লই দস্যুগণ। হরিতে আইনু মুঞি শ্রীঅঙ্গের ধন॥ সে দিন নিদ্রায় প্রভু মোহিলা সভারে। তোমার মায়ায় নাহি জানিনু তোমারে॥ আর দিন নানা মতে চণ্ডীকা পূজিয়া। আইলাম খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল কাছিয়া॥ অদ্ভুত মহিমা দেখিলাম সেই দিনে। সর্ব্ব বাড়ী আছে বেড়ি পদাতিকগণে॥ একৈক পদাতি যেন হস্তিগণ প্রায়। আজানুলম্বিত মালা সভার গলায়॥ নিরবধি হরি ধ্বনি সভার বদনে। তুমি আছ এই গৃহে আনন্দ শয়নে॥ হেন সে পাপীষ্ঠ চিত্ত আমরা সভার। তভো নাহি বুঝিলাম মহিমা তোমার॥ কার পদাতিক আসিয়াছে কোথাহৈতে। এত ভাবি সে দিন গেলাম সেইমতে॥ তবে কথোদিন ব্যাজে কালি আইলাম। আসিয়াই মাত্র দুই চক্ষু খাইলাম॥ বাড়িতে প্রবিষ্ট হই সব দস্যুগণে। অন্ধ হই সভে পড়িলাম নানা স্থানে॥ কাঁটা জোক পোকে ঝড় বৃষ্টি শীলাপাতে। সভে মরি কারো শক্তি নাহিক যাইতে॥ মহা যমযাতনা হইল যদি ভোগ। তবে শেষে সভার হইল ভক্তিযোগ॥ তোমার কৃপায় সভে তোমার চরণ। করিনু একান্ত ভাবে সভেই স্মরণ॥ তবে হৈল সভার লোচন বিমোচন। হেন মহাপ্রভু তুমি পতিতপাবন॥ আমি সব এড়াইনু এসব যাতনা এ তোমার স্মরণের কোন বা মহিমা॥ যাহার স্মরণে খণ্ডে অবিদ্যা বন্ধন। অনায়াসে চলি যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন॥ কহিয়া২ বিপ্র কান্দে ঊর্দ্ধরায়। হেন লীলা করে প্রভু অবধৌত রায়॥ শুনিয়া সভার হৈল মহাশ্চর্য্য জ্ঞান। ব্রাহ্মণের প্রতি সভে করেন প্রণাম॥ বিপ্র বলে প্রভু এবে আমার বিদায়। এদেহ রাখিতে আর মোরে নাহি ভায়॥ যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়। সেই মোর প্রায়শ্চিত্ত মরিব গঙ্গায়॥ শুনি অতি অকৈতব বিপ্রের বচন। তুষ্ট হইলেন প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ॥ প্রভু বলে বিপ্র তুমি ভাগ্যবান বড়। জন্ম২ কৃষ্ণের সেবক তুমি দৃঢ়॥ নহিলে এমত কৃপা করিবেন কেনে। এ প্রকাশ অন্যে কি দেখয়ে ভক্ত

বিনে॥ পতিত তারণ হেতু চৈতন্য গোসাঞি। অবতরি আছেন ইহাতে অন্য নাঞি॥ শুন বিপ্র যতেক পাতক কৈলি তুঞি। আর যদি না করিস সব নিমু মুঞি॥ পরহিংসা ডাকাচুরি সব অনাচার। ছাড় গিয়া সব তুমি না করিহ আর ধর্ম্ম পথে গিয়া তুমি লও হরিনাম। তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ॥ যত চোর দস্যু সব ডাকিয়া আনিয়া। ধর্ম্ম পথ সভারে লওয়াও তুমি গিয়া॥ এতবলি আপন গলার মালা আনি। তুষ্ট হই ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি॥ মহা জয় জয় ধ্বনি হইল তখন। বিপ্রের হইল সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন॥ কাকু করে বিপ্রবর চরণে ধরিয়া। ক্রন্দন করয়ে অতি ডাকিয়া ডাকিয়া॥ প্রভু মোর নিত্যানন্দ পাতকী পাবন। মুঞি পাতকিরে দেহ চরণে শরণ॥ তোমার হিংসাতে হৈল মোর এই মতি। মুঞি পাপীষ্ঠের কোন লোকে হৈবে গতি॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু করুণা সাগর। পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর॥ চরণারবিন্দ পাই মস্তকে প্রসাদ ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ॥ সেই বিপ্র দ্বারে যত চোর দস্যুগণ। ধর্ম্ম পথে লইলেন চৈতন্য শরণ॥ ডাকাচুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার। সভে লইলেন অতি সাধু ব্যবহার॥ সভেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ। সভে লইলেন বিষ্ণু ভক্তি যোগ দক্ষ॥ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত কৃষ্ণগায় নিরন্তর। নিত্যানন্দ প্রভু হেন করুণা সাগর॥ অন্য অবতারে কেহ ঝাট নাহি পায়। 'নিরবধি নিত্যানন্দ চৈতন্য লওয়ায়॥ যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ স্বরূপ না মানে। তাহারে লওয়ায় সেই চোর দস্যুগণে॥ যোগেশ্বর সব বাঞ্ছে যে প্রেম বিকার। যে অশ্রু যে কম্প যেবা পুলক হুঙ্কার॥ চোর ডাকাইতের হইল যেন ভক্তি। দেখ দেখ অবধূত চন্দ্রের এ শক্তি ভজ ভজ ভাই হেন প্রভু নিত্যানন্দ। যাহার প্রসাদে পাই প্রভু গৌরচন্দ্র॥ যে শুনয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান। তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র ভগবান॥ দস্যুগণ মোচন যে চিত্ত দিয়া শুনে। নিত্যানন্দ চৈতন্য দেখিবে সেই জনে॥ হেনমতে নিত্যানন্দ স্বরূপ কৌতুকে। বিহরেন অভয় পরমানন্দ সুখে॥ নিজানন্দে সকল পার্ষদগণ সঙ্গে। প্রতি গ্রামে গ্রামে ফিরেণ সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥ খানা চৌতা বড গাছি আর দোগাছিয়া। গঙ্গার ওপার কভো যায়েন কুলিয়া॥ বিশেষ সুকৃতি অতি বডগাছি গ্রাম। নিত্যানন্দ স্বরূপের বিহারের স্থান॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের পারিষদগণ। নিরবধি সভেই পরমানন্দ মন॥ কারো কানো কর্ম্ম নাহি সংকীর্ত্তন বিনে। সভার গোপাল ভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥ বেত্রবংশী সিঙ্গাছাঁদ দড়ি গুঞ্জাহার। তাড় খাড়ু গায়ে পায়ে নূপুর সভার॥ নিরবধি সভার শরীরে কৃষ্ণ ভাব। অশ্রুকম্প পুলক যতেক অনুরাগ॥ সভার সৌন্দর্য্য যেন অভিন্ন মদন। নিরবধি সভেই করেন সংকীর্ত্তন॥ পাইয়া অভয় স্বামি প্রভু নিত্যানন্দ। নিরবধি কোতুকে থাকেন ভক্তবৃন্দ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের দাসের

মহিমা। শত বৎসরেও করিবারে নারি সীমা॥ তথাপিহ নাম কহি জানি যার যার। নামমাত্র স্মরণেও তরিয়া সভার॥ যার যার সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার সভে নন্দগোষ্ঠী গোপ গোপী অবতার॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের নিষেধ লাগিয়া। পূর্ব্বনাম না লিখিল বিদিত করিয়া॥ পরম পার্ষদ রামদাস মহাশয়। নিরবধি ঈশ্বর ভাবে সে কথা কয়॥ যার বাক্য কেহ ঝাট নাপারে বুঝিতে। নিরবধি গৌরচন্দ্র যার হৃদয়েতে॥ সভার অধিক ভাবগ্রস্ত রামদাস। তার দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিনমাস॥ প্রসিদ্ধ চৈতন্য দাস মুরারি পণ্ডিত। যার খেলা মহাসর্প ব্যাঘ্রের সহিত॥ রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি। যার দৃষ্টিপাতে হয় কৃষ্ণে রতি মতি॥ প্রেম ভক্তি রসময় গদাধর দাস। যার দরশন মাত্র সর্ব্ব পাপ নাশ॥ প্রেম রস সমুদ্র সুন্দরানন্দনাম। নিত্যানন্দ স্বরূপের পার্ষদ প্রধান॥ পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্দাম। যাহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম॥ গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান। কায়মন বাক্যে নিত্যানন্দ যার প্রাণ॥ পুরন্দর পণ্ডিত পরম দান্ত শান্ত। নিত্যানন্দ স্বরূপের বল্লভ একান্ত॥ নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বর দাস যাহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস॥ ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ। যাহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ॥ প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস। যাহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ॥ যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেম রসময়। নিরবধি নিত্যানন্দ যাহার সদয়॥ জগদীশ পণ্ডিত পরম জ্যোতির্ধাম। সপার্ষদে নিত্যানন্দ যার ধন প্রাণ পণ্ডিত পুরুষোত্তম নবদ্বীপে জন্ম। নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম্ম॥ পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বসতি। যাহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি॥ রাঢ়ে জন্ম মহাশয় বিপ্র কৃষ্ণ দাস। নিত্যানন্দ পারিষদ যাহার বিলাস॥ প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণ দাস ত্রিভুবনে। গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে॥ সদাশিব কবিরাজ মহা ভাগ্যবান। যার পুত্র পুরুষোত্তম দাস নাম॥ বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে। নিত্যানন্দচন্দ্র যার হৃদয়ে বিহরে॥ উদ্ধারণ দত্ত মহাবৈষ্ণব উদার। নিত্যানন্দ সেবায় যাহার অধিকার॥ মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহান্ত। পরমানন্দ উপাধ্যায় বৈষ্ণব একান্ত॥ চতুর্ভুজ পণ্ডিতনন্দন গঙ্গাদাস। পূর্ব্ব যার ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস॥ আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ পরম উদার। পূর্ব্ব রঘুনাথপুরী নাম খ্যাতি যার॥ প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়। পূর্ব্ব যার ঘরে নিত্যানন্দের আলয়॥ বড়গাছি নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস। যাহার গ্রামেতে নিত্যানন্দের বিলাস কৃষ্ণদাস দেবানন্দ দুই শুদ্ধমতি। মহান্ত আচার্য্যচন্দ্র নিত্যানন্দগতি॥ গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয়। বাসুদেব ঘোষ অতি প্রেমরসময়॥ যত ভৃত্য নিত্যানন্দচন্দ্রের সহিতে। শতবৎসরেও তাহা নাপারি লিখিতে॥ সহস্র২ এক সেবকেরগণ। নিত্যানন্দ প্রসাদে তাহারা গুরু সম॥ শ্রীচৈতন্যরসে সভে পরম উদ্দাম। সভার চৈতন্য

নিত্যানন্দ ধন প্রাণ॥ কিছু মাত্র আমি লিখিলাম জানিবারে। সকল বিদিত হৈব বেদব্যাস দ্বারে॥ সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস। অবশেষে পাত্র নারায়ণী গর্ব্ভজাত॥ হেনমতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দচন্দ্র। সর্ব্ব দাস সহে করে কীর্ত্তন আনন্দ॥ বৃন্দাবন মধ্যে যেন করিলেন লীলা। সেইমতে নিত্যানন্দ স্বরূপের খেলা॥ অকৈতব রূপে সর্ব্ব জগতের প্রতি। লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে রতি মতি॥ সঙ্গে পারিষদগণ পরম উদ্দাম। সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে মহা জ্যোতিঃ ধাম অলঙ্কার মালায় পূর্ণিত কলেবর। কর্পূর তাম্বুল শোভে সুরঙ্গ অধর॥ দেখি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিলাস। কেহো সুখ পায় কারো না জন্মে বিশ্বাস॥ সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ। চৈতন্যের সঙ্গে তান পূর্ব্ব অধ্যয়ন॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বিলাস। চিত্তে তান কিছু জন্মিয়াছে অবিশ্বাস। চৈতন্য চন্দ্রেতে তার বড দৃঢ় ভক্তি। নিত্যানন্দ স্বরূপের না জানেন শক্তি॥ দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে। তথাই আছেন কথোদিন কুতূহলে॥ প্রতিদিন যায় বিপ্র শ্রীচৈতন্য স্থানে। পরম বিশ্বাস তান প্রভুর চরণে॥ দৈবে একদিন সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে। চিত্তে ইচ্ছা কিছু করিলেন জিজ্ঞাসিতে॥ বিপ্র বলে প্রভু মোর এক নিবেদন। করিব তোমার স্থানে যদি দেহ মন॥ নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত। কিছুত না বুঝো মুঞি করেন কিরূপ॥ সন্ন্যাসী আশ্রম তান বলে সর্ব্বজন। কর্পূর তাম্বুল সে ভোজন সর্ব্বক্ষণ॥ ধাতু দ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে। সোনা রূপা মুক্তা সে সকল কলেবরে॥ কাসায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস। ধরেণ চন্দন মালা সদায় বিলাস॥ দণ্ড ছাড়ি লোহ দণ্ড ধরেণ বা কেনে। শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥ শাস্ত্রমত মুঞি তান না দেখি আচার। এতেকে মোহর চিত্তে সন্দেহ অপার॥ বড লোক করি তানে বলে সর্ব্বজনে। তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে॥ যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে। কি কর্ম্ম তাহার প্রভু কহ শ্রীবদনে॥ সুকৃতি ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভক্ষণে। অমায়ায় প্রভু তবে কহিলেন তানে। শুন বিপ্র যদি মহা অধিকারী হয়। তবে তার দোষ গুণ কিছু নাহিলয়॥ তথাহি॥ মনস্যেকান্ত ভক্তানাং গুণ দোষোদ্ভবাগুণা। সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাং॥ পদ্ম পত্রে কভোযেন নাহি লাগে জল। এইমত নিত্যানন্দ সরূপ নির্ম্মল॥ পরমার্থে কৃষ্ণ চন্দ্র তাহান শরীরে। নিশ্চয় জানিহ বিপ্রসর্ব্বদা বিহরে॥ অধিকারীবই করেতাহার আচার। দুঃখপায় সেইজন পাপজন্মে তার॥ রুদ্রবিনে অন্যে যদি করে বিষ পান। সর্ব্বথায় মরে সর্ব্ব পুরাণ প্রমাণ॥ তথাহি॥ নৈতৎ সমাচরেজ্জতু মনসাপি হ্যনীশ্বর বিনিশ্যত্যা চরন্মৌঢ্যা যথা রুদ্রোযুষং বিষং॥ ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরা ণাঞ্চ সাহসং। তেজীয়সাং নদোষায় বহ্নে সর্ব্ব ভুজোযথা॥ এতেকে যে না জানিয়া

নিন্দে তান কর্ম্ম। নিজ দোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম ॥ গর্হিত করয়ে যদি মহা অধিকারী। নিন্দায় কিদায় তারে হাসিলেই মরি ॥ ভাগবত হৈতে সেএসব তত্ত্বজানি তাহা যদি বৈষ্ণব গুরুর মুখে শুনি॥ মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয়। চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেনকয় ॥ এককালে রাম কৃষ্ণ গেলেন পঢ়িতে। বিদ্যা পূর্ণ করি চিত্ত করিলাআসিতে ॥ কিদক্ষিণা দিব বলিলেন গুরুপ্রতি। তবে পত্নী সঙ্গে গুরু করিলা যুকতি ॥ মৃত পুত্র মাগিলেন রাম কৃষ্ণ স্থানে। তবে রাম কৃষ্ণ গেলা যম বিদ্যমানে ॥ আজ্ঞা য়াশগুর সর্ব্ব কর্ম্ম ঘুচাইয়া। যমালয় হৈতে পুত্র দিলেন আনিয়া ॥ পরম অদ্ভুত শুনি এসব আখ্যান ॥ দৈবকীও মাগিলেন মৃত পুত্র দান দৈবে রাম কৃষ্ণ একদিন সম্বোধিয়া। কহেন দৈবকী অতি কাতরা হইয়া ॥ শুন শুন রাম কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর। তুমি দুই আদি নিত্য শুদ্ধ কলেবর ॥ সর্ব্ব জগতের পিতা তুমি দুইজন। আমি জানি তুমি দুই পরম কারণ। জগতের উৎপত্তি বা স্থিতিবা প্রলয়। তোমার অংশের অংশ হৈতে সব হয় ॥ তথাপিও পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার। হইয়াছ মোর পুত্ররূপে অবতার। যমঘর হৈতে যেন গুরুর নন্দন আনিয়া দক্ষিণা দিলা তুমি দুইজন ॥ মোরছয় পুত্র যে মরিল কংসহৈতে। বড়চিত্ত হয় তাহা সভারে দেখিতে ॥ কতকাল গুরুপুত্র আছিল মরিয়া। তাহাযেন আনিলা স্বশক্তি প্রকাশিয়া ॥ এইমত আমারেও কর পূর্ণকাম। আনি দেহ মোরে মৃত পুত্র ছয়জন ॥ শুনি জননীর বাক্য কৃষ্ণসঙ্কর্ষণ। সেইক্ষণে চলিগেলা বলির ভবন ॥ নিজ ইষ্টদেব দেখি বলি মহারাজ। মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দ সিন্ধু মাঝ ॥ গৃহপুত্র দেহবৃত্ত সকল বান্ধব। সেইক্ষণে পাদপদ্মে আনিদিলা সব ॥ লোমহর্ষ অশ্রু পাত পুলক আনন্দে। স্তুতি করি পাদপদ্ম ধরি বলে কান্দে ॥ জয় জয় প্রকট অনন্ত সঙ্কর্ষণ। জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোকুল ভূষণ ॥ জয় সাংখ্য গোপাচার্য্য হলধর নাম জয় জয় কৃষ্ণ ভক্ত পূর্ণ মনস্কাম॥ যদ্যপিও শুদ্ধসত্ব দেবঋষি গণ। তাসভার দুর্ল্লভ তোমার দরশন ॥ তথাপি হেনসে প্রভু কারুণ্য তোমার। তমোগুণ অসুরেও হয় সাক্ষাৎকার ॥ অতএব শত্রুমিত্র নাহিক তোমাতে। বেদেও কহেন ইহা দেখিও সাক্ষতে ॥ মরিতে যে আইল লইয়া বিষস্তন। তাহারেও পাঠাইলেন বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ অতএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে। বেদে শাস্ত্রে যোগেশ্বর সভেও না পারে ॥ যোগেশ্বর সভে যার মায়া নাহি জানে। মুঞিও পাপী অসুরে বা জানিব কেমনে ॥ এই কৃপা কর মোরে সর্ব্ব লোকনাথ। গৃহ অন্ধ কূপে মোরে না করিহ পাত ॥ তোর দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া। শান্ত হই বৃক্ষ মূলে পড়ি থাকো গিয়া ॥ তোমার দাসের মেলে কর মোরে দাস। আরযেন চিত্তে মোর না থাকয়ে আশ ॥ রামকৃষ্ণ পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে। এইমত স্তুতি করে বলি মহাশয়ে ॥ ব্রহ্মলোক শিবলোক যে চরণোদকে। পবিত্র করিতেছেন ভাগীরথী

রূপে॥ হেন পুণ্য জল বলি গোষ্ঠীর সহিতে। পান করে শিরে ধরে ভাগ্যোদয় হৈতে॥ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার। পাদপদ্মে দিয়া বলি করে নমস্কার আজ্ঞা কর প্রভু মোরে শিখাও আপনে। যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে॥ যে করয়ে প্রভু আজ্ঞা পালন তোমার। সেইজন হয় বিধি নিষেধের পার॥ শুনিয়া বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা। যে নিমিত্ত আগমন কহিতে লাগিলা॥ প্রভু বলে শুন শুন বলি মহাশয়। যে নিমিত্ত আইলাম তোমার আলয়॥ আমার মায়ের ছয় পুত্র পাপী কংসে। মারিলেক সেই পাপে সেহো গৈল শেষে॥ নিরবধি সেই পুত্র শোক সঙরিয়া। কান্দেন দেবকী দেবী দুঃখিতা হইয়া॥ তোমার নিকটে আছে সেই ছয় জন। তাহানিব জননীর সন্তোষ কারণ। সে সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধদেবগণ। তাসভার এত দুঃখ শুন যে কারণ॥ প্রজাপতি মরিচিযে ব্রহ্মার নন্দন। পূর্ব্বে তার পুত্রছিল এই ছয় জন॥ দৈবে ব্রহ্মা কাম বশে হইয়া মোহিত। লজ্জা ছাড়ি কন্যা প্রতি করিলেন চিত॥ তাহা দেখি হাসিলেন সেই ছয়জন। সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেইক্ষণ॥ মহান্তের কর্ম্মেরে করিল উপহাস। অসুরযোনিতে পাইলেন গর্ব্ভবাস॥ হিরণ্য কসিপু জগতের দ্রোহি করে। দেব দেহ ছাড়ি জন্মিলেন তার ঘরে॥ তথাও ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয়জন। নানা দুঃখ যাতনায় পাইল মরণ॥ তবে যোগমায়া ধরি পুন আরবার। দেবকীর গর্ব্ভে লঞা কৈলেন সঞ্চার॥ ব্রহ্মারে যে হাসিলেন সেই পাপহৈতে। সেহো দেহে দুঃখ পাইলেন নানামতে॥ জন্ম হৈতে অশেষ প্রকার যাতনায়। ভাগিনা তথাপি মারিলেন কংস রায়॥ দেবকী এসব গুপ্য রহস্য না জানি। তানভারে কান্দেন আপন পুত্র মানি॥ এই ছয় পুত্র জননীরে দিব দান। এই কার্য্য লাগি আইলাম তোমা স্থান॥ দেবকীর স্তনপানে সেই ছয়জন। শাপহৈতে মুক্ত হইবেন ততক্ষণ॥ প্রভু বলে শুন শুন বলি মহাশয়। বৈষ্ণবের কর্ম্মেরে হাসিলে হেন হয়॥ সিদ্ধ সব পাইলেন এতেক যাতনা। অসিদ্ধ জনের দুঃখ কি কহিবো সীমা॥ যে দুষ্কৃতি হেন বৈষ্ণবের নিন্দাকরে। জন্ম জন্ম সেই নিরবধি দুঃখে মরে॥ শুন বলি এই শিক্ষা করাই তোমারে। কভো জানি নিন্দা হাস্য কর বৈষ্ণবেরে॥ মোর পূজা মোর নাম গ্রহণ যে করে। মোর ভক্ত নিন্দে যদি তভোবিঘ্ন ধরে॥ মোর ভক্ত প্রতি প্রেম ভক্তি করেযে। নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পার সে॥ তথাহি॥ সিদ্ধির্ভবতি বানেতিসংশয়োহচ্যুত সেবিনাং নিঃসংশয় স্তুতদ্ভক্ত পরিচর্য্যারতাত্মনাং॥ *॥ মোর ভক্ত না পূজে আমারে পূজে মাত্র। সে দাম্ভিক নহে মোর প্রসাদের পাত্র তথাহি॥ অর্চ্চয়িত্বাতুগোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তিযে॥ নতে বিষ্ণু প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকাজনাঃ। তুমি বলি মোর প্রিয়সেবক সর্ব্বথা। অতএব তোমারে কহিনু

গোপ্য কথা ॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য বলি মহাশয়। অনন্ত আনন্দযুক্ত হইলা হৃদয় ॥ সেইক্ষণে ছয় পুত্র আজ্ঞা শিরে ধরি। সম্মুখে দিলেন আনি পুরস্কার করি ॥ তবে রামকৃষ্ণ প্রভু লই ছয়জন। জননীরে আনিয়া দিলেন ততক্ষণ মৃত পুত্র দেখিয়া দেবকী সেইক্ষণে। স্নেহে স্তন সভারে দিলেন হর্ষমনে ॥ ঈশ্বরের অবশেষ স্তন করিপান। সেইক্ষণে সভার হইল দিব্যজ্ঞান ॥ দণ্ডবৎ হই সভে ঈশ্বর চরণে। পড়িলেন সাক্ষাতে দেখয়ে সর্ব্বজনে ॥ তবে প্রভু কৃপা দৃষ্টি সভায়ে করিয়া। শিখাইতে লাগিলেন সদয় হইয়া। চল২ দেবগণ যাহ নিজ বাস। মহন্তেরে আর জানি কর উপহাস ॥ ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা ঈশ্বর সমান। মন্দকর্ম্ম করিলেও মন্দ নহে তান ॥ তাহানে হাসিয়া এত পাইলে যাতনা। হেন বুদ্ধি নহু আর করিহ কামনা ॥ ব্রহ্মা স্থানে গিয়া মাগি লহ অপরাধ। তবে সভে চিত্তে পুনঃ পাইবা প্রসাদ ॥ ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনি সেই ছয়জন। পরম আদরে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ ॥ পিতা মাতা রামকৃষ্ণ পদে নমস্করি। চলিলেন সর্ব্বদেবগণে নিজপুরী ॥ কহিলাম এই বিপ্র ভাগবত কথা। নিত্যানন্দ প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্ব্বথা ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম অধিকারী। অল্প ভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি ॥ অলৌকিক চেষ্টা বা যে কিছু দেখ তান। তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ ॥ পতিতের ত্রাণ লাগি তান অবতার। তাহা হৈতে সর্ব্বজীব হইব উদ্ধার ॥ তাহান আচার বিধি নিষেধের পার। তাহানে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥ না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ। পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাদ ॥ চল তুমি বিপ্র শীঘ্র নবদ্বীপে যাও। এই কথা কহি তুমি সভারে বুঝাও ॥ পাছে তাঁরে কেহ কোন রূপে নিন্দা করে। তবে আর তার রক্ষা নাহি যমঘরে ॥ যে তাহারে প্রীত করে সে করে আমারে। সত্য২ সত্য বিপ্র কহিল তোমারে ॥ যদি বা যবনী পাণি নিত্যানন্দ ধরে। তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে ॥ তথাহি ॥ গৃহ্নীয়া যবনী পাণীং বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ং ব্রহ্মাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ পদাম্বুজং ॥ ঃঃ ॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য সেই ব্রাহ্মণ। পরম আনন্দ যুক্ত হইলেন মন ॥ নিত্যানন্দ প্রতি বড় জন্মিল বিশ্বাস তবে আইলেন নবদ্বীপে নিজবাস ॥ সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি নবদ্বীপে। সর্ব্বাদ্য আইলা নিত্যানন্দের সমীপে ॥ অকৈতবে কহিলেন নিজ অপরাধ। প্রভুও শুনিয়া তানে করিলা প্রসাদ ॥ হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের ব্যবহার। বেদগুহ্য লোক গুহ্য যাহার আচার ॥ পরমার্থে নিত্যানন্দ পরম যোগেন্দ্র। যারে কহি আদি দেব ধরণী ধরেন্দ্র ॥ সহস্র বদন নিত্যানন্দ কলেবর। চৈতন্যের কৃপাবিনা জানিতে দুষ্কর ॥ কেহ বলে নিত্যানন্দ যেন বলরাম। কেহ বলে চৈতন্যের বড় প্রেমধাম ॥ কেহ বলে মহা তেজী অংশ অধিকারী। কেহ বলে কোন

স্বরূপ বুঝিতে না পারি ॥ কিবা জীব নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী। যার যেন মত ইচ্ছা নাবলয়ে কেনি ॥ সে আমার প্রভু জন্মজন্ম আমি দাস। তাহান চরণে মোর এই অভিলাষ ॥ এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে নাথি মারো তার শিরের উপরে ॥ হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ। দেখিব বেষ্টিত কি সকল ভক্তবৃন্দ ॥ জয়২ জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র। মিলাও মিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ॥ তথাপিহ এই কৃপাকর গৌরহরি। নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমা না পাসরি ॥ যথা যথা তুমি দুই কর অবতার। তথা তথা দাস্য মোর হই অধিকার ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহু জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ইতি শেষখণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

অধ্যায় ॥

জয়২ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র। জয়২ শ্রীসেবা বিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥ জয়২ অদ্বৈত শ্রীবাস প্রিয় ধাম। জয় গদাধর শ্রীজগদানন্দ প্রাণ ॥ জয় শ্রীপরমানন্দ পুরীর জীবন। জয় দামোদর স্বরূপের প্রাণ ধন ॥ জয় বক্রেশ্বর পণ্ডিতের প্রিয় কারী জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মনোহারী ॥ জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ। জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টি পাত ॥ হেত মতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ পুরে। বিহরেণ প্রেম ভক্তি আনন্দ সাগরে ॥ নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন কীর্ত্তন। কৃষ্ণ নৃত্য গীত হৈল সভার ভজন ॥ গোপশিশুগণ সঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে। যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুল নগরে ॥ সেই মত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি। কীর্ত্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী ॥ ইচ্ছাময় নিত্যানন্দ চন্দ্র ভগবান। গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান। আই স্থানে হইলেন সন্তোষে বিদায়। নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য ইচ্ছায় পরম বিহ্বল পারিষদ সব সঙ্গে। আইলেন শ্রীচৈতন্য নাম গুণ রঙ্গে ॥ হুঙ্কার গর্জ্জন নৃত্য আনন্দ ক্রন্দন। নিরবধি করে সবপারিষদগণ ॥ এইমত সর্ব্বপথে প্রেমানন্দরসে। আইলেন নীলাচল কথোক দিবসে ॥ কমল পুরেতে আসি দেউল দেখিয়া। পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম ধার। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি করেন হুঙ্কার ॥ আসিয়া রহিলা এক পুষ্পের উদ্যানে কে বুঝে তাহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে ॥ নিত্যানন্দ বিজয় জানিয়া গৌরচন্দ্র একেশ্বর আইলেন ছাড়ি ভক্তবৃন্দ ॥ ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ। সেই স্থানে বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র ॥ প্রভু আসি দেখে নিত্যানন্দ ধ্যান পর। প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর ॥ শ্লোক বন্দে নিত্যানন্দ মহিমা বর্ণিয়া। প্রদক্ষিণ করেন

প্রভু প্রেম পূর্ণ হঞা॥ শ্রীমুখের শ্লোক শুন নিত্যানন্দ স্তুতি। যে শ্লোক শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি॥ তথাহি॥ গৃহ্নীয়াৎ যবনী পাণীং বিশেদ্বাশৌণ্ডিকালয়ং তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ পদাম্বুজং॥ * ॥ মদিরাযবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য বলে গৌরচন্দ্র॥ এই শ্লোক পড়ি প্রভু প্রেম বৃষ্টি করি। নিত্যা নন্দ প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি॥ নিত্যানন্দ স্বরূপ জানিয়া সেইক্ষণে। উঠিলেন হরি বলি পরম সম্ভ্রমে॥ দেখি নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন। কি আনন্দ হৈল তাহা না জায় বর্ণন। হরি বলি সিংহনাদ লাগিলা করিতে। প্রেমানন্দে আছাড পডেন পৃথিবীতে॥ দুইজনে প্রদক্ষিণ করিলা দুহারে। দুহেঁ দণ্ডবৎ হই পডে দুজনারে॥ ক্ষণে দুই প্রভু করে প্রেম আলিঙ্গন। ক্ষণে গলা ধরি করে আনন্দ ক্রন্দন॥ ক্ষণে পরানন্দে গডি যায় দুইজন। মহামত্ত সিংহ জিনি দুহাঁর গর্জন॥ কি অদ্ভুত প্রেম সে করেন দুইজনে। পূর্ব্বে যেন শুনি য়াছি শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥ দুই জনে শ্লোক পডিবর্ণেন দুহারে। দুহাঁরেই দুহেঁ যোড হস্তে নমস্কারে॥ অশ্রুকম্প হাস্য মূর্চ্ছাপুলক বৈবর্ণ। কৃষ্ণ ভক্তি বিকারের যত আছে মর্ম্ম॥ ইহাবই দুই শ্রীবিগ্রহে আর নাই। সব করে করায়েন চৈতন্য গোসাঞি॥ কি অদ্ভুত প্রেম ভক্তি হইল প্রকাশ। নয়ন ভরিয়া দেখে যে একান্ত দাস॥ তবে কথোক্ষণে প্রভু যোড হস্ত করি। নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে গৌর হরি॥ নাম রূপ তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত। শ্রীবৈষ্ণব ধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত যত কিছু তোমার অঙ্গের অলঙ্কার। সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ অবতার॥ স্বর্ণ মুক্তা রূপা কসা রুদ্রাক্ষাদি রূপে। নববিধ ভক্তি ধরিয়াছ নিজ সুখে॥ নীচ জাতি পতিত অধম যত জন। তোমাহৈতে সভার হইল বিমোচন॥ যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বনিক সভেরে। তাহাবাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে॥ স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়। হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয়॥ তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার। মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস অবতার॥ বাহ্য নাহি জান তুমি সংকীর্ত্তন সুখে। অহর্নিশ কৃষ্ণ গুণ তোমার শ্রীমুখে॥ কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর। তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ বিলাসের ঘর॥ অতএব তোমারে যে জনে প্রীত করে। সত্য২ কৃষ্ণ কভো না ছাড়িব তারে॥ তবে কথোক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয় বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয়॥ প্রভু হই তুমি যে আমারে কর স্তুতি এতোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি॥ প্রদক্ষিণ কর কিবা কর নমস্কার। কিবা মার কিবা রাখ যেইচ্ছা তোমার॥ কোন বা বক্তব্য প্রভু আছে তো মার স্থানে। কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য দরশনে॥ মন প্রাণ সভার ঈশ্বর প্রভু তুমি। তুমি যে করাহ সেইরূপ করি আমি॥ আপনে আমারে তুমি দণ্ড ধরাইলা। আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা॥ তার খাড়ুবেত্রবংশী সিঙ্গাছান্দ দড়ি

ইহাসে ধরিয়া আমি মুনিধর্ম্ম ছাড়ি॥ আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ সভারেই দিলা তপ ভক্তি আচরণ॥ মুনিধর্ম্ম ছাড়াইয়া কি কৈলে আমারে ব্যবহারি জনে সে সকলে হাস্য করে॥ তোমার নর্ত্তক আমি নাচাও যেরূপে। সেইরূপে নাচি আমি তোমার কৌতুকে॥ নিগ্রহ কি অনুগ্রহ তুমি সে প্রমাণ। বৃক্ষ দ্বারে কর তভো তোমার সে নাম॥ প্রভু বলে তোমার যে দেহে অলঙ্কার। নববিধ ভক্তিবই কিছু নহে আর॥ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি নমস্কার। এই সে তোমার সর্ব্বকাল অলঙ্কার॥ নাগবিভূষণ যেন ধরেণ শঙ্করে তাহা নাহি সর্ব্ব জনে বুঝিবারে পারে॥ পরমার্থে মহাদেব অনন্ত জীবন। নাগ ছলে অনন্ত ধরেণ অনুক্ষণ॥ না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ। যতেক নিন্দয়ে তার হয় কার্য্য বাদ॥ আমিত তোমার অঙ্গে ভক্তি রসবিনে। অন্য নাহি দেখোঁ কহোঁ কায় বাক্য মনে॥ নন্দ গোষ্ঠী সব তুমি বৃন্দাবন সুখে। ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন কৌতুকে॥ ইহা দেখি যে সুকৃতি চিত্তে পায় সুখ। সে অবশ্য দেখিবেক কৃষ্ণের শ্রীমুখ॥ বেত্র বংশী সিঙ্গা গু। হার মাল্য গন্ধ। সর্ব্বকাল এইরূপ তোমার শ্রীঅঙ্গ॥ যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি। শ্রীদাম সুদাম প্রায় লয় মোর মতি বৃন্দাবন ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ। সকল তোমার সঙ্গে লয়মোর মন॥ সেই ভাব সেই কান্তি সেই সব শক্তি। সর্ব্বদেহে দেখি সেই নন্দ গোষ্ঠী ভক্তি॥ এতেক যে তোমারে তোমার সেবকেরে। প্রীত করে সত্য সত্য সে করে আমারে॥ স্বানুভাবানন্দে দুই মুকুন্দ অনন্ত। কি রূপে কি কহে কে জানিব তার অন্ত॥ কথো ক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া। বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া॥ ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা। বেদেসে ইহান তত্ত্ব জানেন সর্ব্বথা॥ নিত্যানন্দে চৈতন্যে যখনে দেখা হয়। প্রায় আর কেহ নাহি থাকে সে সময়॥ কি করেন আনন্দ বিগ্রহ দুই জনে। চৈতন্য ইচ্ছায় কেহ না থাকে তখনে॥ নিত্যানন্দ স্বরূপেও প্রভু ইচ্ছা জানি। একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যাসী মণি॥ আপনারে প্রভু যেন না করেন ব্যক্ত। এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দ তত্ত্ব॥ সুকমল দুর্বিজ্ঞেয় ঈশ্বর হৃদয়। বেদ শাস্ত্রে ব্রহ্মাদিক সভে এই কয়॥ না বুঝি না জানি মাত্র সভে গায় গাথা। লক্ষ্মীর এই সে বাক্য অন্যের কাকথা॥ এইমত ভাবরঙ্গে চৈতন্য গোসাঞি এক কথা না কহেন এক জন ঠাঞি॥ হেন সে তাহার রঙ্গ সভেই মানেন। আমার অধিক প্রীত কারে না বাসেন॥ আমারে সে কহেন সকল গোপ্য কথা। মুনি ধর্ম্ম করি কৃষ্ণ ভজিব সর্ব্বথা॥ বেত্রবংশী বর্হা পুচ্ছ গুঞ্জা ছাঁদ দড়ি। ইহা বা ধরেণ কেনে মুনি ধর্ম্ম ছাড়ি॥ কেহ বলে ভক্তি নাম যতেক প্রকার। বৃন্দাবনে গোপ ক্রীড়া অধিক সভার॥ গোপ গোপী ভক্তি সর্ব্বতপস্যার ফলে। যাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা শিব ঈশ্বর সকলে॥ অতি কৃপা পাত্রসে গোকুল ভক্তি পায়॥ যে ভক্তি বাঞ্ছেন

প্রভু শ্রীউদ্ধবরায়॥ তথাহি॥ বন্দেনন্দ ব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণু মভীক্ষ্ণস। যাসাং হরি কথোদ্গীতং পনাতি ভুবন ত্রয়ং॥ ঃঃ॥ এইমত বৈষ্ণব যে করেন বিচার। সর্ব্বত্র শ্রীগৌরচন্দ্র করেন স্বীকার॥ অন্যোন্যে বাজায়েন আনন্দ ইচ্ছায়। হেন রঙ্গে মহা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥ কৃষ্ণের কৃপায় সভে আনন্দ বিহ্বল॥ কখন কখন বাজে আনন্দ কন্দল॥ ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হঞা। অন্য ঈশ্বরেরে নিন্দে সেই অভাগিয়া॥ ঈশ্বরের অভিন্ন সকল ভক্তগণ। দেহের যে হেন বাহু অঙ্গুলি চরণ॥ তথাপিহ সর্ব্ব বৈষ্ণবের এই কথা। সভার ঈশ্বর কৃষ্ণ চৈতন্য সর্ব্বথা॥ নিয়ন্তা পালক চেষ্টা দুর্বিজ্ঞেয় তত্ত্ব। সভে মেলি এই মাত্র গায়েন মহত্ব॥ আবির্ভাব হৈতেছেন যে সব শরীরে। তাসভার অনুগ্রহে ভক্তিফল ধরে॥ সর্ব্বজ্ঞাতা সর্ব্ব শক্তি দিয়াও আপনে। অপরাধে শাস্তিও করেন ভালমনে॥ ইথি মধ্যে সকলে বিশেষ দুই প্রতি। নিত্যানন্দে অদ্বৈতেরে না ছাড়েন স্তুতি॥ কোটি অলৌকিক যদি এদুই করেন। তথাপিও গৌরচন্দ্র কিছুনা বলেন॥ এইমত কথোক্ষণ পরানন্দ করি। অবধূতচন্দ্র সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ তবে নিত্যানন্দ স্থানে হইয়া বিদায়। বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥ নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম হর্ষমনে। আনন্দে চলিলা জগন্নাথ দরশনে॥ নিত্যানন্দ চৈতন্যে যে হেন দরশন। ইহার শ্রবণে সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন॥ জগন্নাথ দেখি মাত্র নিত্যানন্দ রায়। আনন্দে বিহ্বল হই গড়াগড়ি যায়॥ আছাড় পাড়েন প্রভু প্রস্তর উপরে। শতজনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥ জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা দর্শন। সভাদেখি নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন॥ সভার গলার মালা বাহ্মণে আনিয়া পুনঃপুন দেন সভে প্রভাব জানিয়া॥ নিত্যানন্দ দেখি যত জগন্নাথ দাস। সভার জন্মিল অতি পরম উল্লাস॥ যে জনে না চিনে সে জিজ্ঞাসে কারো ঠাঞি। সভে কহে এই কৃষ্ণ চৈতন্যের ভাই॥ নিত্যানন্দ স্বরূপো সভারে করি কোলে। সিঞ্চি লা সভার অঙ্গ নয়নের জলে॥ তবে জগন্নাথ দেখি হর্ষ সর্ব্বগণে। আনন্দে চলিলা গদাধর দরশনে॥ নিত্যানন্দে গদাধরে যে প্রীত অন্তরে। তাহা কহি বার শক্তি ঈশ্বর সে ধরে॥ গদাধর ভবনে মোহন গোপীনাথ। আছেন যে হেন নন্দ কুমার সাক্ষাৎ॥ আপনে চৈতন্য তানে করিয়াছে কোলে। অতি পাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি ভুলে॥ দেখি শ্রীমুরলী মুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা। নিত্যানন্দ আনন্দ অশ্রুর নাহি সীমা॥ নিত্যানন্দ বিজয় জানিয়া গদাধর। ভাগবত পাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর॥ দুহেমাত্র দেখিয়া দুহার শ্রীবদন। গলাধরি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ অন্যোন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার। অন্যোন্যে দুহে বলে মহিমা দুহার কেহ বলে আজি হৈল লোচন নির্ম্মল। কেহ বলে জন্ম আজি আমার সফল বাহ্যজ্ঞান নাহি কিছু প্রভুর শরীরে। দুই প্রভু হাসে ভক্তি আনন্দ সাগরে॥ হেন

সে হইল প্রেম ভক্তির প্রকাশ। দেখি চতুর্দ্দিগে পড়ি কান্দে সব দাস॥ কি অদ্ভুত প্রেম নিত্যানন্দ গদাধরে। একের প্রিয় আরে সম্ভাষ না করে॥ গদাধর দেবের সঙ্কল্প এইরূপ। নিত্যানন্দ নিন্দকের না দেখেন মুখ॥ নিত্যানন্দ স্বরূ পের প্রীত যার নাঞি। দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত গোসাঞি॥ তবে দুই প্রভু স্থির হই এক স্থানে। বসিলেন চৈতন্য মঙ্গল সংকীর্ত্তনে॥ তবে গদাধরদেব নিত্যানন্দ প্রতি। নিমন্ত্রণ করিলেন আজি ভিক্ষা ইথি॥ নিত্যানন্দ গদাধরে দিবার কারণে। একমোন চাউল আনিয়াছেন যতনে॥ অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেব যোগ্য সর্ব্বমতে। গোপীনাথ লাগি আনিয়াছে গৌড় হৈতে॥ আর একখানি বস্ত্র রঙ্গিম সুন্দর। দুই আনি দিলা গদাধরের গোচর॥ গদাধর এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন। শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন॥ তণ্ডুল দেখিয়া হাসে পণ্ডিত গোসা ঞি। নয়নেতে এমত তণ্ডুল দেখি নাঞি॥ এতণ্ডুল গোসাঞি কি বৈকুণ্ঠ থাকিয়া আনিয়াছ গোপীনাথ দেবের লাগিয়া॥ লক্ষ্মীমাত্র এ তণ্ডুল করেনরন্ধন। কৃষ্ণসে ই হার ভোক্তা তবে ভক্তগণ॥ আনন্দে তণ্ডুল প্রসংশেন গদাধর। বস্ত্রলই গেলা গো পীনাথের গোচর॥ দিব্য রঙ্গবস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে। দিলেন দেখিয়া শোভা ভাষেন অনেন্দে॥ তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা। আপন টোটার শাক তুলি বারে গেলা॥ কেহকরে নাহি দৈবে হইয়াছে শাক। তাহা তুলি আনিয়া করিলা এক পাক॥ তেঁতুলি বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল। তাহা আনি বাটি তায় দিল লোন জল তার এক ব্যঞ্জন করিলা আম্লনাম॥ রন্ধন করিলা গদাধর ভাগ্যবান। গোপীনাথ অগ্রে লঞা ভোগ লাগাইলা। হেন কালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা॥ প্রসন্ন শ্রীমুখ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি। বিজয় হইয়া গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥ গদাধর গদাধর ডাকে গৌরচন্দ্র। সম্ভ্রমে বন্দেন গদাধর পদদ্বন্দ্ব॥ হাসিয়া বলেন প্রভু কেনে গদাধর। আমি কিনা হই নিমন্ত্রণের ভিতর॥ আমিত তোমার দুইহৈতে ভিন্ন নই নাদিলেও তোমারা বলেতে আমি খাই॥ নিত্যানন্দ দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ তোমার রন্ধন মোর ইথে আছে ভাগ॥ কৃপা বাক্য শুনি নত্যানন্দ গদাধর। মগ্ন হইলেন সুখ সাগর ভিতর॥ সন্তোষে প্রসাদ আনি দেব গদাধর। থুইলেন গৌরচন্দ্র প্রভুর গোচর॥ সর্ব্ব টোটা ব্যাপিলেক অন্নের সৌগন্ধে। ভক্তি করি প্রভু পুনঃ পুনঃ অন্নবন্দে॥ প্রভু বলে তিন ভোগ সমান করিয়া। ভুঞ্জিব প্রসাদ অন্ন একত্র বসিয়া॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে। বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে॥ দুই প্রভু ভোজন করেণ দুই পাশে। সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন ব্যাঞ্জন প্রসংশে॥ প্রভু বলে এঅন্নের গন্ধেও সর্ব্বথা। কৃষ্ণ ভক্তি হয় ইথে নাহিক অন্যথা॥ গদাধর কিতোমার মনোহর পাক। আমিত এমন কভু নাহি খাই শাক গদাধর কি তোমার বিচিত্র রন্ধন। তেঁতুলি পত্রের কর এমত ব্যঞ্জন॥ বুঝি

লাম বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি। তবে আর আপনারে লুকাওবা কেনি ॥ এইমত মহা নন্দে হাস্য পরিহাসে। ভোজন করেণ তিনি প্রভু প্রেমরসে ॥ এতিন জনের প্রীতি এতিনে সেজানে। গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কর স্থানে ॥ কথোক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন। চলিলেন পত্রস্রুট কৈল ভক্তগণ ॥ এ আনন্দ ভোজন যে পড়ে বা যেশুনে। কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ পায় সেই সবজনে ॥ গদধর শুভদৃষ্টি করেন যাহারে। সেই সে জানয়ে নিত্যানন্দ স্বরূপেরে ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপে যাহার প্রীতি মনে। লওয়ায়েন গদাধর জানে সেই জনে ॥ হেনমতে নিত্যা নন্দ প্রভু নীলাচলে। রহিলেন গৌরচন্দ্র সঙ্গে কুতূহলে ॥ তিনজনে একত্রে থাকেন নিরন্তর। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ গদাধর। জগন্নাথ একত্র দেখেন তিনজনে। আনন্দ বিহ্বল সভে মাত্র সংকীর্ত্তনে ॥ এবে শুন বৈষ্ণব সভার আগ মন। আচার্য্য গোসাঞি আদি যত প্রিয়গণ ॥ শ্রীরথ যাত্রার আসি হইল সময় নীলাচলে ভক্ত গোষ্ঠী হইলা বিজয় ॥ ঈশ্বর আজ্ঞায় প্রতি বৎসরে২। সভে আইসেন রথ যাত্রা দেখিবারে ॥ আচার্য্য গোসাঞি অগ্রে করি ভক্তগণ। সভে নীলাচল প্রতি করিলা গমন ॥ চলিলেন ঠাকুর পণ্ডিত শ্রীনিবাস। যাহার মন্দি রে হইল চৈতন্য বিলাস ॥ চলিলা আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্র শেখর। দেবীভাবে যার গৃহে নাচিলা ঈশ্বর ॥ চলিলেন হরিষে পণ্ডিত গঙ্গাদাস। যাহার স্মরণে হয় কর্ম্ম বন্ধ নাশ ॥ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চলিলা আনন্দে। উচ্চস্বরে যারে স্মরি গৌরচন্দ্র কান্দে চলিলেন আনন্দে পণ্ডিত বক্রেশ্বর। যে নাচিতে কীর্ত্তনীয়া শ্রীগৌরসুন্দর ॥ চলিলা প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী মহাশয়। সাক্ষাৎ নৃসিংহ যার সঙ্গে কথা কয় ॥ চলিলেন আনন্দে ঠাকুর হরিদাস। আর হরিদাস যার সিন্ধুকূলে বাস ॥ চলিলেন বাসুদেব দত্ত মহা শয়। যারস্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয় ॥ চলিলা মুকুন্দদত্ত কৃষ্ণেরগায়ন। শিবানন্দ সেনা আদি লৈয়া আপ্তগণ ॥ চলিলা গোবিন্দানন্দ আনন্দে বিহ্বল। দশদিগ হয় যার স্মরণে নির্ম্মল ॥ চলিলা গোবিন্দদত্ত মহা হর্ষমনে। প্রধান কীর্ত্তন যে করেন প্রভু সনে ॥ চলিলেন আখরিয়া শ্রীবিজয় দাস। রত্নবাহু যারে প্রভু করি লা প্রকাশ ॥ সদাশিব পণ্ডিত চলিল শুদ্ধমতি। যার ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি ॥ পুরুষোত্তম সঞ্জয় চলিলা হর্ষমনে। যে প্রভুর মুখ্যশিষ্য পূর্ব্ব অধ্যয়নে হরি বলি চলিলেন পণ্ডিত শ্রীমান। প্রভু নৃত্যে দিউটি ধরেন সাবধান নন্দন আচার্য্য চলিলেন প্রীত মনে। নিত্যানন্দ যার গৃহে আইলা প্রথমে ॥ হরি ষে চলিলা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। যার অন্ন মাগি খাইলেন গৌরহরি ॥ অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধরে। যার জলপান কৈলা শ্রীগৌর সুন্দরে ॥ চলিলেন লেখক পণ্ডিত ভগবান। যার দেহে কৃষ্ণ হঞা ছিলা অধিষ্ঠান ॥ গোপীনাথ পণ্ডিত আর শ্রীগর্ভ পণ্ডিত। চলিলেন দুই কৃষ্ণ বিগ্রহ নিশ্চিত ॥ চলিলেন বন মালী

পণ্ডিত মঙ্গল। যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহল মুষল॥ জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত। আনন্দে চলিলা দুই কৃষ্ণ রসে মত্ত॥ পূর্ব্বে শিশুরূপে প্রভু যে দুইর ঘরে নৈবেদ্য খাইলা আনি শ্রীহরি বাসরে॥ চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়। আজন্ম চৈতন্য আজ্ঞা যাহার বিষয়॥ হরিষে চলিলা শ্রীআচার্য্য পুরন্দর। বাপবলি যারে ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর॥ চলিলেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত উদার। গুপ্তে যার ঘরে হৈল চৈতন্য বিহার॥ ভবরোগ বৈদ্য সিংহ চলিলা মুরারি। গুপ্তে যার দেহে বৈসে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ চলিলেন গরুড়াই পণ্ডিত হরিষে। নাম বলে যারে না লংঘিল সর্পবিষে॥ চলিলেন গোপীনাথ সিংহ মহাশয়। অক্রূর করিয়া যারে গৌরচন্দ্র কয়॥ প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীরাম পণ্ডিত। চলিলেন নারায়ণ পণ্ডিত সহিত আই দরশনে শ্রীপণ্ডিত দামোদর। আসিছিলা আই দেখি চলিলা সত্বর॥ অনন্ত চৈতন্য ভক্ত কত জানি নাম। চলিলেন সভে হই আনন্দের ধাম॥ আই স্থানে ভক্তি করি বিদায় হইয়া। চলিলা অদ্বৈত সিংহ ভক্তগোষ্ঠী লঞা॥ যে যে দ্রব্য জানেন প্রভুর পূর্ব্ব প্রীত। সবে সব নৈলা প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত॥ সর্ব্ব পথে সংকীর্ত্তন আনন্দ করিতে। আইলেন পবিত্র করিতে সর্ব্ব পথে॥ উল্লাসেতে হরি ধ্বনি করে ভক্তগণ। শুনিয়া পবিত্র হয় ত্রিভুবন জন॥ পত্নী পুত্র দাস দাসীগণের সহিতে। আইলেন পরানন্দে চৈতন্য দেখিতে॥ যেস্থানে রহেন আসি সভে বাসাকরি সেই স্থানে হয় যেন শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥ শুন শুন আরে ভাই মঙ্গল আখ্যান। যাহা গায় মহাপ্রভু শেষ ভগবান॥ এইমত রঙ্গে মহাপুরুষ সকলে। সকল মঙ্গলে আইলেন নীলাচলে॥ কমল পুরেতে ধ্বজ প্রাসাদ পাইয়া। পড়িলেন কান্দি সভে দণ্ডবৎ হঞা॥ প্রভুও জানিয়া ভক্তগোষ্ঠীর বিজয়। আগে বাড়িবারে চিত্ত হৈল ইচ্ছাময়॥ অদ্বৈতের প্রতি অতি প্রীতযুক্ত হঞা। অগ্রে মহাপ্রসাদ দিলেন পাঠাইয়া॥ কি অদ্ভুত প্রীত সে তাহার নাহি অন্ত। প্রসাদ চলয়ে তারে কটক পর্য্যন্ত॥ শয়নে আছিনু ক্ষীরসাগর ভিতরে। নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাঢ়ার হুঙ্কারে অদ্বৈত নিমিত্ত মোর এই অবতার। এইমত মহাপ্রভু বলে বারবার॥ এতেকে ঈশ্বর তুল্য যতেক মহান্ত। অদ্বৈত সিংহেরে ভক্তি করেন একান্ত॥ আইলা অদ্বৈত শুনি শ্রীবৈকুণ্ঠ পতি। আগু বাড়িলেন প্রিয় গোষ্ঠীর সংহতি॥ নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরী গোসাঞি। চলিলেন আনন্দে কাহার বাহ্য নাই॥ সার্ব্বভৌম জগদানন্দ কাশী মিশ্রবর। দামোদর স্বরূপ শ্রীপণ্ডিত শঙ্কর॥ কাশীশ্বর পণ্ডিত আচার্য্য ভগবান। শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রেম ভক্তির প্রধান॥ পাত্র শ্রীপরমানন্দ রায় রামানন্দ। চৈতন্যের দ্বারপাল সুকৃতি গোবিন্দ॥ ব্রহ্মানন্দ ভারতী শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ বৈদ্য শিবানন্দ নারায়ণ॥ অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ। বাণীনাথ শিখিমাহাতি আদি ভক্তবৃন্দ॥ অনন্তচৈতন্য ভৃত্য কত জানি নাম। [illegible]

বড় সভে করিলা পয়ান॥ পরানন্দে সভে চলিলেন প্রভু সঙ্গে। বাহ্য দৃষ্টি বাহ্য জ্ঞান নাহি কার অঙ্গে॥ শ্রীঅদ্বৈত সিংহ সর্ব্ব বৈষ্ণব সহিতে। আসিয়া মিলিল প্রভু আঠারোনালাতে॥ প্রভুও আইলা নরেন্দ্রের আগুয়ান। দুই গোষ্ঠী দেখ দেখি হৈল বিদ্যমান॥ দূরে দেখি দুই গোষ্ঠী অন্যোন্যেতে সব। দণ্ডবৎ হই সব পড়িলা বৈষ্ণব॥ দূরে অদ্বৈতেরে দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ। অশ্রুমুখে করিতে লাগিলা দণ্ডবৎ॥ শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি নিজ প্রাণনাথ। পুনঃপুন হইতে লাগিলা প্রণিপাত॥ অশ্রুকম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার। দণ্ডবৎ বহি কিছু নাহি দেখি আর॥ দুই গোষ্ঠী দণ্ডবৎ কেবা কারে করে। সভেই চৈতন্যরসে বিহ্বল অন্তরে॥ কিবা ছোট কিবা বড় জ্ঞানী বা অজ্ঞানী। দণ্ডবৎ করি সভে করে হরিধ্বনি॥ ঈশ্বর করেন ভক্ত সঙ্গে দণ্ডবৎ। অদ্বৈতাদি প্রভুও করেন সেইমত॥ এইমত দণ্ডবৎ করিতে২। দুই গোষ্ঠী একত্র হইলা ভালমতে॥ এখানে যে হইল আনন্দ দরশন উচ্চ হরিধ্বনি উচ্চ আনন্দ ক্রন্দন॥ মনুষ্যে কি পারে ইহা করিতে বর্ণন। সবে বেদ ব্যাস কিম্বা সহস্র বদন॥ অদ্বৈত দেখিয়া প্রভু লইলেন কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে॥ শ্লোক পড়ি অদ্বৈত করেন নমস্কার। হইলেন অদ্বৈত আনন্দ অবতার॥ যত সজ্জ আনিছিলা প্রভু পূজিবারে। সব পাসরিলা কিছুই নাহি স্ফুরে॥ আনন্দে অদ্বৈত সিংহ করেন হুঙ্কার। আনিলোঁ২ বলি ডাকে বার২॥ হেন সে হইল অতি উচ্চ হরিধ্বনি। কোন লোক পূর্ণ নহে হেনত না জানি॥ বৈষ্ণবের কি দায় অজ্ঞান যত জন। তাহারাও বলে হরি করয়ে ক্রন্দন॥ সর্ব্বভক্ত গোষ্ঠী অন্যোন্যে গলাধরি। আনন্দে ক্রন্দন করে বলে হরি২। অদ্বৈতেরে সভে করিলেন নমস্কার। যাহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য অবতার মহা উচ্চধ্বনি করি হরি সংকীর্ত্তন। দুই গোষ্ঠী করিতে লাগিলা ততক্ষণ॥ কোথা কেবা নাচে কেবা কোন দিগে গায়। কেবা কোন দিগে পড়ি গড়াগড়ি যায়॥ প্রভু দেখি সভে হৈলা আনন্দে বিহ্বল। প্রভুও নাচেন মাঝে সকল মঙ্গল॥ নিত্যানন্দে অদ্বৈতে করিয়া কোলাকোলি। নাচে দুই মত্ত সিংহ হই কুতূহলী॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে প্রভু ধরি জনে জনে। আলিঙ্গন করেন পরম প্রীতমনে॥ ভক্তনাথ ভক্তবশ ভক্তের জীবন। ভক্তগলা ধরি প্রভু করেন ক্রন্দন॥ জগন্নাথ দেবের আজ্ঞায় সেইক্ষণ। সহস্র সহস্র মালা আইল চন্দন॥ আজ্ঞা মালা দেখি হর্ষ শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] দিলা শ্রীঅদ্বৈত সিংহের গলায়॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের অঙ্গে শ্রীহস্তে আপনে [illegible]পূর্ণ করিলেন মালায় চন্দনে॥ দেখিয়া প্রভুর কৃপা সর্ব্ব ভক্তগণ। বাহু তুলি উচ্চস্বরে করেন ক্রন্দন॥ সভেই মাগেন বর শ্রীচরণ ধরি। জন্ম জন্ম যেন প্রভু তোমানা পাসরি॥ কি মনুষ্য পশু পক্ষ ঘরে যাই যথা। তোমার চরণ যেন দেখিয়ে সর্ব্বথা॥ এই বর দেহ প্রভু করুণাসাগর। পাদপদ্ম ধরি কান্দে সব

অনুচর॥ বৈষ্ণব গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ। দূরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে ক্রন্দন
তা সভার প্রেম ধারে অন্ত নাহি পাই। সভেই বৈষ্ণবী শক্তি [illegible] নাই॥
জ্ঞান ভক্তি যোগে সভে পতির সমান। কহিয়া আছেন শ্রীচৈতন্য ভগবান॥ এই
মত বাদ্য গীত নৃত্য সংকীর্ত্তনে। আইলেন সভেই চলিয়া প্রভু সনে॥ হেন সে'
হইল বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ। হেন নাহি যার দেখি না হয় উল্লাস॥ হেন কালে
রাম কৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ। জল কেলী করিবারে আইলা নরেন্দ্র॥ হরিধ্বনি
নৃত্য গীত মঙ্গল কাহাল। শঙ্খ ভেরী জয়ঢাক বাজায়ে বিশাল॥ সহস্র২ ছত্র
পতাকা চামর। চতুর্দ্দিগে শোভাকরে পরমসুন্দর॥ মহা জয় জয় শব্দ মহা হরি
ধ্বনি। ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি॥ রাম কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহা কুতুহলে
উত্তরিলা আসি সভে নরেন্দ্রের জলে॥ জগন্নাথ গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য গোষ্ঠী সনে
মিসাইলা তারাও ভুলিলা সংকীর্ত্তনে॥ দুই গোষ্ঠী এক হই হইল আনন্দ। কি বৈকুণ্ঠ
সুখ আসি হৈল মূর্ত্তিমন্ত॥ চতুর্দ্দিগে লোকের আনন্দে অন্ত নাঞি। সব করে
করায়েন চৈতন্য গোসাঞি॥ রাম কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়। চতুর্দ্দিগে
ভক্তগণ চামর ঢুলায়॥ রাম কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়। দেখিয়া সন্তোষ
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়॥ প্রভুও সকল ভক্ত লই কুতুহলে। ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন
নরেন্দ্রের জলে॥ শুন ভাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার। যেরূপে নরেন্দ্র জলে করি
লা বিহার॥ পূর্ব্বে যমুনায় যেন শিশুগণ মেলি। পরস্পর করে ধার হইয়া মণ্ডলী
গৌড়দেশে জলকেলী আছে কয়ানামে। সেই জল ক্রীড়া আরম্ভিলেন প্রথমে
কয়া কয়া বলি করতালি দেন জলে। জলে বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব সকলে॥ গো
কুলের শিশু ভাব হইল সভার। প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র অবতার॥ বাহ্য নাহি
কারো সভে হইলা বিহ্বল। নির্ভয় ঈশ্বর দেহে সভে দেন জল॥ অদ্বৈত চৈতন্য
দুহে জল পেলাপেলি। প্রথমে লাগিলা দুহেঁ মহা কুতুহলী॥ অদ্বৈত হারেণ
ক্ষণে ক্ষণেবা ঈশ্বর। নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর॥ নিত্যানন্দ গদাধর
শ্রীপুরী গোসাঞি। তিন প্রভু জল যুদ্ধ কারো হারি নাই॥ গুপ্তে দত্তে জল
ক্রীড়া লাগে বারেবার। পরানন্দে দুইজনে করেন হুঙ্কার॥ দুই সখা বিদ্যানিধি
স্বরূপ দামোদর। হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর॥ শ্রীবাস শ্রী রামহরি
দাস বক্রেশ্বর। গঙ্গাদাস গোপীনাথ শ্রীচন্দ্র শেখর॥ এইমতে অন্যোন্যে দেন
সভে জল। চৈতন্য আনন্দে সভে হইলা বিহ্বল॥ শ্রীগোবিন্দ রাম কৃষ্ণ বিজয়
নৌকায়। লক্ষ২ লোক জলে আনন্দে বেড়ায়॥ সেই জলে বিষয়ী সন্যাসী ব্রহ্ম
চারী। সভেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া করি॥ হেন সে চৈতন্য মায়া সে স্থানে
আসিতে। কারো শক্তি নাহি কেহ না পায় দেখিতে॥ অল্প ভাগ্যে শ্রীচৈতন্য
গোষ্ঠী নাহি পাই॥ কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥ ভক্তি বিনা কেবল

বিদ্যায় তপস্যায়। কিছু নাহি হয় সবে দুঃখমাত্র পায়॥ সাক্ষাৎ দেখহ এই সেই নীলাচলে। এতেক চৈতন্য সংকীর্ত্তন কুতুহলে॥ যত মহা মহা নাম সন্ন্যাসী সকল। দেখিতেও ভাগ্য কারো না হয় কেবল॥ আরো বলে চৈতন্য বেদান্ত পাঠ ছাড়ি। কি কার্য্য বা করেন কীর্ত্তন হুড়াহুড়ি॥ সর্ব্বদায় প্রাণীর মাত্র সে যতি ধর্ম্ম। নাচিব গাইব এ কি সন্ন্যাসীর কর্ম্ম॥ তাহাতেই সে সব উত্তম ন্যাসীগণ। তারা বলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাজন॥ কেহ বলে জ্ঞানী কেহ বলে বড় ভক্ত। প্রসংশেন সভে কেহ না জানেন তত্ত্ব॥ এইমতে জলক্রীড়া রঙ্গ কুতুহল। করেন ঈশ্বর সঙ্গে বৈষ্ণব সকল॥ পূর্ব্বে যেন জল ক্রীড়া হৈল যমুনায় এই সব ভক্ত এই শ্রীচৈতন্য রায়॥ যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্ণবী যমুনা। নরেন্দ্র জলের হৈল সেই ভাগ্য সীমা॥ এসব ক্রীড়ার কভো নাহি পরিচ্ছেদ। অবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ॥ এসকল লীলা জীব উদ্ধার কারণে। কর্ম্মবন্ধ ছিণ্ডে ইহা শ্রবণে পঠনে॥ তবে প্রভু জলক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া। জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সভা লঞা॥ জগন্নাথ দেখি প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ। লাগিলা করিতে সভে আনন্দ ক্রন্দন॥ জগন্নাথ দেখি প্রভু হয়েন বিহ্বল। আনন্দ ধারায় অঙ্গ তিতিল সকল॥ অদ্বৈতাদি ভক্তগোষ্ঠী দেখিল সন্তোষে। কেবল আনন্দ সিন্ধু মধ্যে সভে ভাসে॥ দুই দিগে সচল নিশ্চল জগন্নাথ। দেখি দেখি ভক্ত গোষ্ঠী হয় দণ্ডবৎ॥ কাশি মিশ্র আনি জগন্নাথের গলার। মালা দিয়া অঙ্গ ভূষা কৈলেন সভার॥ মলালেন প্রভু মহা ভয় ভক্তি করি। শিক্ষা গুরু নারায়ণ ন্যাসী বেশ ধরি॥ বৈষ্ণব তুলসী গঙ্গা প্রসাদের ভক্তি। তিহোঁ সে জানেন অন্যে না ধরে সে শক্তি॥ বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখায়ে সাক্ষাৎ। গৃহাশ্রমী বৈষ্ণবেও করে দণ্ডপাত॥ সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তার। পিতা আসি পুত্রেরে করেন নমস্কার॥ অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সভার বন্দিত। সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত॥ তথাপি আশ্রম ধর্ম্মছাড়ি বৈষ্ণবেরে। শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে॥ তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া। যেরূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া। এক ক্ষুদ্রভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া। তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া প্রভু বলে তুলসীরে মুঞি না দেখিলে। ভাল নাহি বাসো যেন মৎস্য বিনাজলে তবে চলে সঙ্খ্যানাম করিয়া গ্রহণ। তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন॥ পথেও চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া। পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া॥ শঙ্খ্যানাম লইতে যে স্থানে প্রভু বৈসে। তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥ তুলসীরে দেখেন জপেন সঙ্খ্যানাম। এ ভক্তিযোগের তত্ব কে বুঝিবে তান॥ পুনঃ সেই সংখ্যানাম সংপূর্ণ করিয়া। চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া॥ শিক্ষাগুরু নারায়ণ য করায়ে শিক্ষা। তাহা যে মানয়ে সেই জন পায় রক্ষা॥ *জগন্নাথ দেখি জগ

ন্নাথ নমস্করি। বাসায় চলিলা গোষ্ঠী সঙ্গে গৌরিহরি॥ যে ভক্তের যেন রূপ চিত্তের বাসনা। সেই রূপ সিদ্ধকরে মনের কামনা॥ পুত্রপ্রায় করি সভা রাখিলেন কাছে। নিরবধি ভক্ত সব থাকে প্রভু পাশে॥ যতেক বৈষ্ণব গৌড়দেশ নীলাচলে। একেত্র থাকেন সভে কৃষ্ণ কুতুহলে॥ শ্বেতদ্বীপ বাসী করি যতেক বৈষ্ণব। চৈতন্য প্রসাদে দেখিলেক লোক সব॥ শ্রীমুখে অদ্বৈতচন্দ্র বার বার কহে। এ সব বৈষ্ণব দেবতার দৃশ্য নহে॥ ক্রন্দন করিয়া কহেন চৈতন্য চরণে। বৈষ্ণব দেখিল প্রভু তোমার কারণে॥ এসব বৈষ্ণব অবতারে অবতরি। প্রভু অবতারে ইহা সভা অগ্রে করি॥ যেরূপে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ। যেরূপ লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন॥ তাহারা যেরূপে প্রভু সঙ্গে অবতরে॥ বৈষ্ণবেরে সেইরূপ আজ্ঞা প্রভুকরে॥ অত এব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই। সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই॥ কর্ম্ম বন্ধ জন্ম বৈষ্ণবের কভো নহে। পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে॥ তথাহি॥ যথা সৌমিত্রি ভরতো যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ। তথাতে নৈব জায়ন্তে মর্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া॥ পুনস্তে নৈব যাস্যন্তি তদ্বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদং। নকর্ম্ম বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥ * ॥ হেনমতে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তগণ। প্রেমে পূর্ণ হইয়া থাকেন সর্ব্বক্ষণ॥ ভক্তি করি যে শুনয়ে এসব আখ্যান। ভক্ত সঙ্গে তারে মিলে গৌর ভগবান॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান। বৃন্দাবন দাসতছু পদযুগে গান॥ ইতি শেষখণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

সপ্তম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রমাকান্ত। জয় সর্ব্ব বৈষ্ণবের বল্লভ একান্ত। জয় জয় কৃপাময় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ। জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥ হেনমতে ভক্ত গোষ্ঠী ঈশ্বরের সঙ্গে। থাকিলা পরমানন্দে সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥ যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীত পূর্ব্ব শিশুকালে। সকল জানেন সব বৈষ্ণবমণ্ডলে॥ সেই সব দ্রব্য সভে প্রেম যুক্ত হঞা। আনিয়াছেন প্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া॥ সেই সব দ্রব্য প্রীতে করিয়া রন্ধন। ঈশ্বরেরে আসিয়া করেন নিমন্ত্রণ॥ শ্রীলক্ষ্মীর অংশ সব বৈষ্ণবগৃহিণী। কি বিচিত্র রন্ধন করেন নাহি জানি॥ নিরবধি সভার নয়নে প্রেমধার। কৃষ্ণ নামে পরিপূর্ণ বদন সভার॥ পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জনে। নবদ্বীপে শ্রীবৈষ্ণবী সভে তাহা জানে॥ প্রেমযোগে সেই মত করেন রন্ধন। প্রভুও পরম প্রেমে করেন ভোজন॥ একদিন শ্রীঅদ্বৈত সিংহ মহামতি। প্রভুরে বলিলা আজি ভিক্ষা মোর ইথি॥ মুষ্টেক তণ্ডুল প্রভু রান্ধিমু আপনে। হস্ত মোর সাত্যহউ তোমার

রন্ধনে ॥ প্রভু বলে যে জন তোমার অন্নখায়। কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায় ॥ আচার্য্য তোমার অন্ন আমার জীবন। তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন ॥ তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন। মাগিয়াও খাইতে আমার হয় মন ॥ শুনিয়া প্রভুর ভক্তবাৎসল্যতা বাণী। কিআনন্দে অদ্বৈত ভাসেন নাহিজানি ॥ পরম সন্তোষে প্রভু বাসায় আইলা। প্রভুর ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা ॥ লক্ষ্মী অংশে জন্ম অদ্বৈতের পতিব্রতা। লাগিলা করিতে কার্য্য হই হরষিতা ॥ প্রভুর প্রীতের দ্রব্য গৌড়দেশ হৈতে। যত আনিয়াছেন সব লাগিলেন দিতে ॥ রন্ধনে বসিলা শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়। চৈতন্যচন্দ্রেরে করি হৃদয়ে বিজয় ॥ পতিব্রতা ব্যঞ্জনের পরি পাটী করে। কতেক প্রকার করে যেন চিত্তে স্ফুরে ॥ শাকেতে ঈশ্বর বড় প্রীত ইহা জানি। নানা শাক দিলেন প্রকার দশআনি ॥ আচার্য্য রান্ধেন পতিব্রতা কর্ম্ম করে। দুই জন ভাসে যেন আনন্দসাগরে ॥ অদ্বৈত বলেন শুন কৃষ্ণদাস মাতা তোমার কহিয়ে আমি এই মনঃ কথা ॥ যত কিছু এই মোরা করিনু সম্ভার। কোন রূপে সব প্রভু করেন স্বীকার ॥ যদি আসিবেন সন্যাসীর গোষ্ঠী লঞা। কিছু না খাইব তবে জানি আমি ইহা ॥ অপেক্ষিত যত২ মহান্ত সন্যাসী। সভেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করে আসি ॥ সভেই প্রভুরে করে পরম অপেক্ষা। প্রভু সঙ্গে সভে আসি প্রীতে করে ভিক্ষা ॥ অদ্বৈত চিন্তয়ে মনে হেন পাক হয়। একেশ্বর প্রভু আজি কর শ্রীবিজয় ॥ তবে আমি ইহা সব পারো খাওয়াইতে। একামনা মোর সিদ্ধ হয় কোনমতে ॥ এমইত মনে চিন্তে গোসাঞি আচার্য্য। রন্ধন করেন মনে ভাবেন সে কার্য্য ॥ ঈশ্বর করিয়া সংখ্যা নামের গ্রহণ। মধ্যাহ্লাদি ক্রিয়া করি বারে হৈল মন ॥ যে সব সন্যাসীপ্রভুসঙ্গে ভিক্ষাকরে। তারাসব চলিলা মধ্যাহ্লকরি বারে ॥ হেনকালে মহাঝড় বৃষ্টি আচম্বিত। আরম্ভিলা দেবরাজ অদ্বৈতের হিত ॥ শিলাবৃষ্টি চতুর্দ্দিগে বাজেঝনঝনা। অসম্ভব বাতাসবৃষ্টির নাহিসীমা ॥ সর্ব্বদিগ অন্ধ কার হইল ধূলায়। বাসায় যাইতে কেহ পথ নাহি পায় ॥ হেন ঝড়বহে কেহ স্থির হৈতে নারে। কেহ নাহি জানে কোথা লঞা যায়কারে ॥ সবে যথাশ্রীঅদ্বৈত করেন রন্ধন। তথা মাত্রহয় অল্পঝড় বরিষণ ॥ যতন্যাসী ভিক্ষাকরে প্রভুর সংহতি। না হিক উদ্দেশ কার কেবাগেলা কতি ॥ ওথা অদ্বৈত সিংহ করিয়া রন্ধন। উপস্করি থুইলেন শ্রীঅন্নব্যঞ্জন ॥ ঘৃত দধি দুগ্ধসর নবনী পীষ্টক। নানাবিধ শর্করা সন্দেশ কদলক ॥ সভার উপরে দিয়া তুলসী মঞ্জরী। ধ্যানে বসিলেন আনিবারে গৌর হরি ॥ একেশ্বর প্রভু আইসেন যেনমতে। এইরূপ মনেধ্যান লাগিলা করিতে সত্য গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের ইচ্ছাময়। একেশ্বর মহাপ্রভু হইলা বিজয় ॥ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলি প্রেম সুখে। প্রত্যক্ষ হইলা আসি অদ্বৈত সম্মুখে ॥ সম্ভ্রমে অদ্বৈত পাদপদ্মে নমস্করি। আসন দিলেন বসিলেন গৌরহরি ॥ ভিন্নসঙ্গ কেহ নাহি

ঈশ্বর কেবল। দেখিয়া অদ্বৈত হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥ হরিষে করেন পত্নি সহিতে সেবন। পাদপ্রক্ষালিয়া দিল শ্রীঅন্নব্যঞ্জন॥ বসিলেন মহাপ্রভু আনন্দ ভোজনে। অদ্বৈত করেন পরিবেশন আপনে॥ যতেক ব্যঞ্জন দেন অদ্বৈত হরিষে প্রভুও করেন পরিগ্রহ প্রেমরসে॥ যতেক ব্যঞ্জন প্রভু ভোজনকরেন। সকলের কিছুং অবশ্য রাখেন॥ অদ্বৈতের প্রতি প্রভু বলেন হাসিয়া। কেনে রাখি ব্যঞ্জন জানহ তুমি ইহা॥ কতেক ব্যঞ্জন খাই চাহি জানিবার। অতএব কিছুং রাখিযে সভার। হাসিয়া বলেন প্রভু শুনহ আচার্য্য। কোথায় শিখিলা এত রন্ধনের কার্য্য॥ আমিত এমন কভু নাহি খাই শাক। সকল বিচিত্রযত করিয়াছ পাক॥ যত দেন অদ্বৈত সকল প্রভুখায়। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥ দধি দুগ্ধঘৃতসর সন্দেশ অপার। যতদেন সব প্রভু করেন স্বীকার॥ ভোজন করেন শ্রীচৈতন্য ভগবান। অদ্বৈত সিংহের করি পূর্ণ মনস্কাম॥ পরিপূর্ণ হৈল যদি প্রভুর ভোজন। তখনে অদ্বৈতকরে ইন্দ্রের স্তবন॥ আজিইন্দ্র জানিনু তোমার অনুভব। আজি জানিলাম তুমি নিশ্চয় বৈষ্ণব॥ আজি হৈতে তোমারে দিলাম পুষ্প জল। আজি হৈতে আমা তুমি কিনিলা কেবল॥ প্রভু বলে আজি যে ইন্দ্রের বড় স্তুতি। কি হেতু ইহার কহ দেখি মোর প্রতি॥ অদ্বৈত বলেন তুমি করহ ভোজন। কি কার্য্য তোমার ইহা করিয়া শ্রবণ॥ প্রভু বলে আর কেনে লুকাও আচার্য্য। যত ঝড বৃষ্টি সব তোমার সে কার্য্য॥ ঝড়ের সময় নহে তবে অকস্মাৎ। মহা ঝড় মহা বৃষ্টি মহা শিলাপাত॥ তুমি ইচ্ছা করিয়া সে এসব উৎপাত। করাইয়া আছ তাহা জানিনু সাক্ষাৎ॥ যে লাগি ইন্দ্রের দ্বারে করা ইলা ইহা। তাহা কহি এই আমি বিদিত করিয়া॥ সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি করিলে ভোজন। কিছু না খাইব আমি এই তোমার মন॥ একেশ্বর আইলে আমারে সকল খাওয়াইয়া নিজ ইচ্ছা করিবা সফল॥ অতএব এসকল উৎপাত সৃজিয়া। নিষেধিলে ন্যাসীগণ মনে আজ্ঞা দিয়া॥ ইন্দ্র আজ্ঞাকারি এতোমার কোন শক্তি। ভাগ্য সে ইন্দ্রের যে তোমারে করে ভক্তি॥ কৃষ্ণ না করেন যার সঙ্কল্প অন্যথা। যে কহিতে পারে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ সর্ব্বথা॥ কৃষ্ণচন্দ্র যার বাক্য করেন পালন। কি অদ্ভুত তারে এই ঝড় বরিষণ॥ যমকাল মৃত্যুযার আজ্ঞাশিরে ধরে। যার পদ বাঞ্ছে যোগেশ্বর মুনীশ্বরে॥ যেতোমা স্মরণে সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন। কি বিচিত্র তার এই ঝড় বরিষণ॥ তোমা জানে হেনজন কে আছে সংসারে। তুমি কৃপা করিলে সে ভক্তি ফল ধরে॥ অদ্বৈত বলেন তুমি সেবক বৎসল। কায়মন বাক্য আমি ধরি এই বল॥ সর্ব্বকাল সিংহ আমি তোর ভক্তি বলে। এইবর মোরে না ছাড়িবা কোন কালে॥ এইমত দুই প্রভু বাক বাক্য রসে। ভোজন সংপূর্ণ হইল আনন্দ বিশেষে॥ অদ্বৈতের শ্রীমুখের এসকল কথা। সত্য সত্য সত্য ইথে নাহিক অন্যথা॥

শুনিতে এসব কথা প্রীত যার নয়। সে অধম অদ্বৈতের অদৃশ্য নিশ্চয় ॥ হরি শঙ্করের যেন প্রীত সত্য কথা। অবুধ প্রাকৃত জানেনা বুঝে সর্ব্বথা ॥ একের অপ্রীতে হয় দোহার অপ্রীত। হরিহরে যেনতেন চৈতন্য অদ্বৈত ॥ নিরবধি অদ্বৈত এসব কথা কহে। জগতের ত্রাণ লাগি কৃপালু হৃদয়ে ॥ অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার। জানিহ ঈশ্বর সনে ভেদ নাহি তার ॥ ভক্তিকরি যে শুনয়ে এসব আখ্যান। কৃষ্ণে ভক্তি হয় তার সর্ব্বত্র কল্যাণ ॥ অদ্বৈত সিংহের করি পূর্ণ মনস্কাম। বাসায় চলিলা শ্রীচৈতন্য ভগবান ॥ এইমত শ্রীবাসাদির সব ভক্ত ঘরে। ভিক্ষা করি সভারেই পূর্ণ কাম করে ॥ সর্ব্ব গোষ্ঠী লই নিরবধি সংকীর্ত্তন। নাচায়েন নাচেন আপনে অনুক্ষণ ॥ দামোদর পণ্ডিত আইরে দেখিবারে। গিয়াছিলা আই দেখি আইলা সত্বরে ॥ দামোদর দেখি প্রভু আনিয়া নিভৃতে। আইর বৃত্তান্ত লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে ॥ প্রভু বলে তুমিযে আছিলা তানকাছে। সত্য কহ আইর কি বিষ্ণুভক্তিআছে ॥ পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর। শুনি ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর ॥ কি বলিলা গোসাঞিঃ আইর ভক্তি আছে। ইহাও জিজ্ঞাস প্রভু তুমি কোন কাজে ॥ আইর প্রসাদে সে তোমার কৃষ্ণভক্তি। যত কিছু তোমার সকল তার শক্তি ॥ যে কিছু তোমার বিষ্ণু ভক্তির উদয়। আইর প্রসাদে সেত জানিহ নিশ্চয় ॥ অশ্রুকম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার। যতেক আছয়ে বিষ্ণু ভক্তির বিকার ॥ ক্ষণেকে আইর দেহে নাহিক বিরাম। নিরবধি শ্রীবদনে স্ফুরে কৃষ্ণ নাম ॥ আইর ভক্তির কথা জিজ্ঞাস গোসাঞিঃ। বিষ্ণুভক্তি যারে বলে সেই দেহ আই ॥ মূর্ত্তিমতী ভক্তি আই কহিল তোমারে। জানিয়াও মায়া করি জিজ্ঞাস আমারে ॥ প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই। আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই ॥ দামোদর মুখে শুনি আইর মহিমা। গৌরচন্দ্র প্রভুর আনন্দে নাহি সীমা ॥ দামোদর পণ্ডিতেরে ধরি প্রেম বশে। পুনঃপুন আলিঙ্গন করেন সন্তোষে ॥ আজি দামোদর তুমি আমারে কিনিলা। মনের বৃত্তান্ত সব আমারি কহিলা যত কিছু বিষ্ণুভক্তি সম্পত্তি আমার। আইর প্রসাদে সব দ্বিধা নাহি তার ॥ তাহান ইচ্ছায় আমি আছি পৃথিবীতে। তান ঋণ আমি কভো নারিব শোধিতে ॥ আই স্থানে বন্ধ আমি শুন দামোদর। আইরে দেখিতে আমি আসি নিরন্তর ॥ দামোদর পণ্ডিতেরে প্রভু কৃপাকরি। ভক্ত গোষ্ঠী সঙ্গে বসিলেন গৌরহরি ॥ আইর যে ভক্তি আছে জিজ্ঞাসে ঈশ্বরে। সে কেবল শিক্ষা করায়েন জগতেরে ॥ বান্ধবের বার্ত্তা যেন জিজ্ঞাসে বান্ধবে। কহ বন্ধু সব কি কুশলে আছে সভে ॥ কুশল শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিবারে। ভক্তি আছে করি বার্ত্তা লয়েন সভারে ॥ ভক্তিযোগ থাকে তবে সকলকুশল। ভক্তিবিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল ॥ ধন যশ ভোগ যার আছয়ে সকল। ভক্তি যার নাহি তার সব অমঙ্গল ॥ অদ্য খাদ্য নাহি যার দরিদ্রের

অন্ত। বিষ্ণুভক্তি থাকিলে সেই সে ধনবন্ত॥ ভিক্ষা নিমন্ত্রণ ছলে প্রভু সভা স্থানে। ব্যক্ত করি ইহা কহিয়াছেন আপনে॥ ভিক্ষা নিমন্ত্রিলে প্রভু বলেন হাসিয়া। চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া॥ তথা ভিক্ষা আমার যে হয় লক্ষেশ্বর। শুনি সুব্রাহ্মণ সব চিন্তিত অন্তর॥ বিপ্রগণ স্তুতি করি বলেন গোসাঞি লক্ষের কি দায় সহস্রেক কারোনাঞি॥ তুমিও না কৈলে ভিক্ষা গার্হস্থ আমার তখনেই পুড়িয়া হউক ছারখার॥ প্রভু বলে জান লক্ষেশ্বর বলি কারে। প্রতি দিন লক্ষ নাম যে গ্রহণ করে॥ সে জনের নাম আমি বলি লক্ষেশ্বর। তথা ভিক্ষা আমার না যাই অন্য ঘর॥ শুনিয়া প্রভুর কৃপা যত বিপ্রগণে। চিন্তা ছাড়ি সভে মহানন্দ হৈলা মনে॥ লক্ষ নাম লৈব প্রভু তুমি কর ভিক্ষা। মহাভাগ্য এমত করাও তুমি শিক্ষা॥ প্রতিদিন লক্ষ নাম সব বিপ্রগণে। লয়েন চৈতন্য চন্দ্র ভিক্ষার কারণে॥ হেনমতে ভক্তিযোগ লওয়ায়ে ঈশ্বরে। বৈকুণ্ঠ নায়ক ভক্তি সাগরে বিহরে॥ ভক্তি লওয়াইতে শ্রীচৈতন্য অবতার। ভক্তি বিনা জিজ্ঞাসা না করে প্রভু আর॥ প্রভু বলে যে জনের কৃষ্ণ ভক্তি আছে। কুশল মঙ্গল তার নিত্য থাকে পাছে॥ যার মুখে ভক্তির মহত্ব নাহি কথা॥ তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্ব্বথা॥ নিজ গুরু শ্রীকেশব ভারতীর স্থানে। ভক্তি জ্ঞান দুই জিজ্ঞসিলা এক দিনে॥ প্রভু বলে জ্ঞান ভক্তি দুইতে কে বড়। বিচারিয়া গোসাঞি কহত করি দৃঢ়॥ কথোক্ষণ ভারতী বিচার করি মনে। কহিতে লাগিলা গৌরসুন্দরের স্থানে॥ ভারতী বলেন মনে বিচারিল তত্ব। সভাহৈতে দেখি বড় ভক্তির মহত্ব প্রভু বলে জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড়কেনে। জ্ঞান বড় করিয়াসে কহে ন্যাসীগণে॥ ভারতী বলেন তারা না বুঝি বিচার। মহাজন পথেসে গমন সভাকার॥ বেদে শাস্ত্রে মহাজনে পথসে লওয়ায়। তাহা ছাড়ি অবুধে সে আর পথেযায়॥ ব্রহ্মা শিব নারদ প্রহ্লাদ ব্যাস শুক। সনকাদিনন্দ যুধিষ্ঠির পঞ্চরূপ॥ প্রিয়ব্রত পৃথুধ্রুব অক্রুর উদ্ধব। মহাজন হেন নাম যত আছে সব॥ ভক্তি সেমাগেন সভে ঈশ্বরচরণে॥ জ্ঞান বড় হৈলে ভক্তি মাগে কিকারণে। বিনি বিচারিয়া কিসে সব মহাজন। মুক্তিছাড়ি ভক্তি কেনে মাগে অনুক্ষণ॥ সভার বচন এই পুরাণ প্রমাণ। কি বর মাগিলা ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থান॥ তথাহি॥ তদস্তু মেনাথ সভুরি ভাগোভবেত্র বান্যত্র তুবা তিরশ্চাং। যে না হমেকোহপিভবজ্জনানাং ভূত্বানিসেবে তব পাদ পল্লবং॥ *॥ কিবা ব্রহ্ম জন্ম কিবা হউ যথা তথা। দাস হই যেন তোমা সেবিয়ে সর্ব্বথা॥ এই মত যত মহাজন সম্প্রদায়। সভেই সকল ছাড়ি ভক্তি মাত্র চায়॥ তথাহি॥ নাথ যোনি সহস্রেষু যেষুং ব্রজাম্যহং। তেষুতেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদাত্বয়ি॥ *॥ স্বকর্ম্ম ফল ভোদিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহং। তস্যাং তস্যাং হৃষিকেশ ত্বয়ি ভক্তি দৃঢ়াস্তুমে॥ *॥ তথাহি। কর্ম্মাভিভ্র্যাম্য মাণানাং যত্রক্কাপীশ্বরেচ্ছয়া

মঙ্গলাচরিতৈ র্দানৈরতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ * ॥ অতএব সর্ব্বমতে ভক্তি সে প্রধান মহাজন পথ সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ তথাহি ॥ তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ নাসা বৃষির্যস্যমতং নভিন্নং। ধর্ম্মস্যতত্ত্বং পিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ সপন্থা॥ * ॥ ভক্তি বড় শুনি প্রভু ভারতীর মুখে। হরি বলি গর্জ্জিতে লাগিলা প্রেম সুখে॥ প্রভু বলে আমি কথোদিন পৃথিবীতে। থাকিলাম সত্য এই কহিল তোমাতে॥ যদি তুমি জ্ঞান বড বলিতা আমারে। প্রবেশিতোঁ আজি তবে সমুদ্র ভিতরে॥ সন্তোষে ধরেন প্রভু গুরুর চরণে। গুরুও প্রভুরে নমস্করে প্রীত মনে॥ প্রভু বলে যার মুখে নাহি কৃষ্ণ কথা। তপশিখা সূত্র ত্যাগ তার সব বৃথা॥ ভক্তি বিনা প্রভুর জিজ্ঞাসা নাহি আর। ভক্তিরসময় শ্রীচৈতন্য অবতার॥ রাত্রিদিন কেহো না জানেন ভক্তগণ। সর্ব্বদা করেন নৃত্য কীর্ত্তন গর্জ্জন॥ এক দিন অদ্বৈত সকল ভক্তপ্রতি। বলিলেন পরানন্দে মত্ত হই অতি॥ শুন ভাই সব এক কর সমারায়। মুখ ভরি গাইব আজি শ্রীচৈতন্য রায়॥ আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই। সর্ব্ব অবতার ময় চৈতন্য গোসাঞি॥ যে প্রভু করিল সর্ব্ব জগত উদ্ধার। আমা সভালাগি যে প্রভুর অবতার॥ সর্ব্বত্র আমরা যার প্রসাদে পূজিত। সংকীর্ত্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত। নাচি আমি তোমরা চৈতন্য যশ গাও। সিংহ হই বল পাছে মনে ভয় পাও॥ প্রভু সে আপনা লুকায়েন নিরন্তর। ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন সভার এই ডর॥ তথাপি অদ্বৈত বাক্য অলংঘ্য সভার। গাইতে লাগিলা শ্রীচৈতন্য অবতার॥ নাচেন অদ্বৈত সিংহ আনন্দে বিহ্বল। চতুর্দ্দিগে গায় সভে চৈতন্য মঙ্গল॥ নব অবতারের শুনিয়া নাম যশ। সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিবশ॥ আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি। বোলাইয়া নাচে প্রভু জগত নিস্তারি॥ শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর। দীন দুঃখিতের বন্ধু মোরে দয়াকর॥ অদ্বৈত সিংহের শ্রীমুখের এই পদ ইহার কীর্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ॥ কেহ বলে জয়২ শ্রীশচীনন্দন। কেহ বলে জয় গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥ জয় সংকীর্ত্তন প্রিয় শ্রীগৌর গোপাল। জয় ভক্তজন প্রিয় পাষণ্ডীর কাল॥ নাচেন অদ্বৈত সিংহ পরম উদ্দাম। সবে এক চৈতন্যের গুণ কর্ম্ম নাম॥ শ্রীরাগঃ॥ পুলক রচিত গায়ঃ সুখে গড়াগড়ি যায়ঃ দেখরে চৈতন্য অবতার। বৈকুণ্ঠনায়ক হরিঃ দ্বিজরূপে অবতরিঃ সংকীর্ত্তনে করেন বিহার॥ কনক জিনিয়া কান্তিঃ শ্রীবিগ্রহ শোভা ভাতিঃ আজানুলম্বিত ভুজ সাজে। ন্যাসীবর রূপ ধরঃ আপন রসে বিহ্বলঃ না জানি কেমনে সুখে নাচে॥ ধ্রু॥ জয় শ্রীগৌর সুন্দরঃ করুণার সিন্ধুময়ঃ জয় বৃন্দাবন রায়রে। জয়২ সম্পতিঃ নবদ্বীপ পুরন্দরঃ চরণ কমলে দেহ ছায়ারে॥ এই সব কীর্ত্তন করেন ভক্তগণ। নাচেন অদ্বৈত ভাবি প্রভুর চরণ॥ নব অবতারের নূতন পদ শুনি। উল্লাসে বৈষ্ণব সব করে হরিধ্বনি॥ কি অ

অদ্ভুত হইল সে কীর্ত্তন আনন্দ। সবে তাহা বর্ণিতে পারেন নিত্যানন্দ॥ পরম উদ্দাম শুনি কীর্ত্তনের ধ্বনি। শ্রীবিজয় আসিয়া হইলা ন্যাসীমণি॥ প্রভু দেখি ভক্ত সব অধিক হরিষে। গায়েন অদ্বৈত নৃত্য করেন উল্লাসে॥ আনন্দে প্রভুরে কেহ নাহি করে ভয়। সাক্ষাতে গায়েন সভে চৈতন্যবিজয়॥ নিরবধি দাস্যভাবে প্রভুর বিহার মুঞি কৃষ্ণ দাস বই না বলয়ে আর॥ হেন কার শক্তি নাহি সমুখে তাহানে। ঈশ্বর করিয়া বলিবেক দাস বিনে॥ তথাপিও সভে অদ্বৈতের বল ধরি। গায়েন নির্ভর হঞা শ্রীচৈতন্য হরি॥ ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আত্ম স্তুতি শুনি। লজ্জা যেন পাইতে লাগিলা ন্যাসী মণি॥ সভা শিক্ষাইতে শিক্ষাগুরু ভগবান। বাসায় চলিলা শুনি আপন কীর্ত্তন॥ তথাপি কাহার চিত্তে না জন্মিল ভয়। বিশেষে গায়ন আরো চৈতন্য বিজয়॥ আনন্দে কাহার বাহ্য নাহিক শরীরে। সভে দেখে প্রভু আছে কীর্ত্তন ভিতরে॥ মত্ত প্রায় সভে শ্রীচৈতন্য যশ গায়। সুখে শুনে সুকৃতি দুষ্কৃতি দুঃখপায়॥ শ্রীচৈতন্য যশে প্রীত না হয় যাহার। ব্রহ্মচর্য্যে সন্ন্যাসে বা কি কার্য্য তাহার॥ এইমত পরানন্দ সুখে ভক্তগণ। সর্ব্ব কাল করেন শ্রীহরি সংকীর্ত্তন॥ এসব আনন্দ ক্রীড়া পড়িলে শুনিলে। এসব গোষ্ঠীতে আসিয়াও সেহো মিলে॥ নৃত্যগীত করি সভে মহা ভক্তগণ। আইলেন প্রভুর করিতে দরশন॥ শ্রীচৈতন্য প্রভু নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া। সভারে দেখাই ভয় আছেন সুতিয়া॥ সুকৃতি গোবিন্দ জানাইলেন প্রভুরে। বৈষ্ণব সকল আসিয়াছেন দুয়ারে গোবিন্দেরে আজ্ঞা হৈল সভারে আনিতে। শয়নে আছেন না চাহেন কারো ভীতে॥ ভয়যুক্ত হইয়া সকল ভক্তগণ। চিন্তিতে লাগিলা গৌরচন্দ্রের চরণ ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু শ্রীভক্তবৎসল। বলিতে লাগিলা ভয়ে বৈষ্ণব সকল॥ অয়েং শ্রীনিবাস পণ্ডিত উদার। আজি তুমি সব কি করিলা অবতার॥ ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্ত্তন। কি গাইলা আমারেত বুঝাহ এখন॥ মহা বক্তা শ্রীনিবাস বলেন গোসাঞি। জীবের স্বতন্ত্রতা ভক্তি মূলে কিছু নাঞি॥ যেন করায়েন যে বোলায়েন ঈশ্বরে। সেই আজি বলিলাম কহিল তোমারে॥ প্রভু বলে তুমি সব হইয়া পণ্ডিত। লুকায়ে যে কেনে তারে করহ বিদিত॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য পণ্ডিত শ্রীবাসে। হস্তে সূর্য্য আচ্ছাদিয়া মনেং হাসে॥ প্রভু বলে কি সঙ্কেত কৈলে হস্ত দিয়া। তোমার সঙ্কেত তুমি কহত ভাঙ্গিয়া। শ্রীবাস বলেন হস্তে সূর্য্য ঢাকিলাম। তোমারে বিদিত করি এই কহিলাম॥ হস্তে কি কখন পারি সূর্য্য আচ্ছাদিতে। সেইমত অসম্ভব তোমা লুকাইতে॥ সূর্য্য যদি হস্তে বা হয়েন আচ্ছাদিত। তভো তুমি লুকাইতে নার কদাচিত॥ তুমি কিবা লুকাইবা পৃথিবী ভিতরে। যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরদ সাগরে॥ হেমগিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত। তোমার নির্ম্মল যশে পূরিল দিগন্ত॥ যত্ব্রহ্মাদি পূর্ণ হৈল

তোমার কীর্ত্তনে। কতজনে গায় দণ্ড করিবা কেমনে॥ সর্ব্বকাল ভক্ত যশ বাড়ায়ে ঈশ্বরে। হেনকালে অদ্ভুত হইল আসি দ্বারে॥ সহস্র২ জন নাজানি কোথার। জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবার॥ কেহবা ত্রিপুরা কেহো চাটী গ্রাম বাসী। শ্রীহট্টিয়া কেহ কেহোবা বঙ্গদেশী॥ সহস্র২ লোক করেন কীর্ত্তন শ্রীচৈতন্য অবতার করিয়া বর্ণন॥ জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বনমালী। জয়২ নিজ ভক্তি রস কুতুহলী॥ জয়২ পরম ন্যাসীরূপ ধারী। জয়২ সংকীর্ত্তন লম্পট মুরারি॥ জয়২ দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠ বেহারি। জয়২ সর্ব্বজগতের উপকারী॥ জয় কৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীশচীর নন্দন। এইমত গাই নাচে শত সংখ্যাজন॥ শ্রীবাস বলেন প্রভু এবে কি করিবা। সকল সংসার গায় কোথা লুকাইবা॥ মুঞিও কি শিখা এগাছো এসব লোকেরে। এইমত গায় প্রভু সকল সংসারে॥ অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ। করুণায়ে হইয়াছ জীবেরে সাক্ষাৎ॥ লুকাও আপনে তুমি প্রকাশ আপনে। যারে অনুগ্রহ কর জানে সেই জনে॥ প্রভু বলে তুমি নিজ শক্তি প্রকাশিয়া। বোলাও লোকের মুখে জানিলাম ইহা॥ তোমারে হারিনু আমি শুনহ পণ্ডিত। জানিলাম তুমি সর্ব্বশক্তি সমন্বিত॥ সর্ব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভৃত্যজয়। এ তান স্বভাব বেদে ভাগবতে কয়॥ হাস্য মুখে সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে গৌর রায়। বিদায় দিলেন সভে চলিলা বাসায়॥ হেন সে চৈতন্যদেব শ্রীভক্ত বৎসল। ইহানে সে কৃষ্ণ করি গায়েন সকল॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি যতেক প্রাধান সভে বলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভগবান॥ এসকল ঈশ্বরের বচন লংঘিয়া। অন্যেরে বলয়ে কৃষ্ণ সেই অভাগিয়া॥ শেষশায়ী লক্ষ্মিকান্ত শ্রীবৎস লাঞ্ছন। কৌস্তুভ ভূষণ আর গরুড় বাহন॥ এসব কৃষ্ণের ছত্র জানিহ নিশ্চয়। গঙ্গা আর কারো পাদ পদ্মে না জন্ময়॥ শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা অন্য নাসম্ভবে। এই কহে বেদে শাস্ত্রে সকল বৈষ্ণবে॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের বাক্য যে আদরে লয়। সেই সব জন পায় সর্ব্বত্র বিজয়॥ হেনমতে মহাপ্রভু শ্রীগৌর সুন্দর। ভক্ত গোষ্ঠী সঙ্গে বিহরেন নিরন্তর॥ প্রভু বেড়ি ভক্তগণ বৈসেন সকল। চৌদিগে শোভয়ে যেন চন্দ্রের মণ্ডল॥ মধ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যাসী চূড়ামণি। নিরবধি কৃষ্ণ কথা করি হরিধ্বনি॥ হেনই সময়ে দুই মহা ভাগ্যবান। হইলেন আসিয়া প্রভুর বিদ্যমান॥ শাকর মল্লিক আর রূপ দুই ভাই। দুই প্রতি কৃপাদৃষ্টে চাহিলা গোসাঞি॥ দূরেথাকি দুই ভাই দণ্ডবৎ করি। কাকুর্ব্বাদ করেন দশনে তৃণ ধরি॥ জয়২ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। যাহার কৃপায় হৈল সর্ব্ব লোক ধন্য॥ জয়দীন বৎসল জগত হিতকারী। জয়২ পরম সন্ন্যাসী রূপধারী॥ জয়২ সংকীর্ত্তন বিনোদ অনন্ত। জয়২ জয় সর্ব্ব আদি মধ্য অন্ত॥ আপনে হইয়া শ্রীবৈষ্ণব অবতার। ভক্তি দিয়া উদ্ধারিলা সকল সংসার॥ তবে প্রভু মোরে না উদ্ধারো কোন কাজে। মুঞি কি না হউ প্রভু সংসারের মাঝে॥

আজন্ম বিষয় ভোগে হইয়া মোহিত। না ভজিনু তোমার চরণ নিজ হিত ॥ তো
মার ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠী না করিণু। তোমার কীর্ত্তন নাকরিণু না শুনিনু ॥ রাজ
পাত্র করি মোরে বঞ্চনা করিলা। তবে মোরে মনুষ্য জন্ম বা কেনে দিলা ॥ যে
মনুষ্য জন্ম লাগি দেব কাম্য করে। হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু মোরে ॥ এবে
এই কৃপা কর অমায়া হইয়া। বৃক্ষ মূলে পড়ি থাকো তোর নাম লঞা ॥ যে
তোর প্রিয় ভক্ত লওয়ায় তোমারে। অবশেষে পাত্র যেন হও তার দ্বারে ॥ এই
মত রূপ সনাতন দুই ভাই। স্তুতি করে শুনে প্রভু চৈতন্য গোসাঞি ॥ কৃপা দৃষ্টে
প্রভু তবে দুইরে চাহিয়া। বলিতে লাগিলা অতি সদয় হইয়া ॥ প্রভু বলে
ভাগ্যবন্ত তুমি দুইজন। বাহির হইলা ছিণ্ডি অশেষ বন্ধন। বিষয় বন্ধনে বন্ধ
সকল সংসার। সে বন্ধন হৈতে তুমিদুই হৈলা পার ॥ প্রেম ভক্তি বাঞ্ছাযদিকরহ এ
খানে। তবেধরি পডএই অদ্বৈত চরণে ॥ ভক্তির ভাণ্ডারী শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়। অদ্বৈ
তের কৃপায়ে সে কৃষ্ণ ভক্তি হয় ॥ শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা দুই মহাজনে। দণ্ডবৎ পড়ি
লেন অদ্বৈত চরণে ॥ জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিত পাবন। মুঞি দুই পতিতেরে
করহ মোচন ॥ প্রভু বলে শুন২আচার্য্য গোসাঞি। কলিযুগে এমত বিরক্ত
ঝাট নাঞি ॥ রাজ্য সুখ ছাডি কাঁথা করঙ্গ লইয়া। মথুরায় থাকেন কৃষ্ণের
নাম লঞা ॥ অমায়ায় কৃষ্ণ ভক্তি দেহ এদোহাঁরে। জন্ম২ যেন আর কৃষ্ণ না পাসরে
ভক্তির ভাণ্ডারি তুমি বিনে ভক্তি দিলে। কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ ভক্ত কৃষ্ণ কারে মেলে
অদ্বৈত বলেন প্রভু সর্ব্ব দাতা তুমি। তুমি আজ্ঞা করিলে সে দিতে পারি আমি
প্রভু আজ্ঞা দিলে সে ভাণ্ডারি দিতে পারে। এইমত যারে কৃপা কর যার দ্বারে
কায়মন বচনে মোহর এই কথা। এদুইর প্রেম ভক্তি হউক সর্ব্বথা ॥ শুনি প্রভু
অদ্বৈতের কৃপাযুক্ত বাণী। উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি ॥ দবির খাসেরে
ভক্ত বলিতে লাগিলা। এখনে তোমার কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি হৈলা ॥ অদ্বৈ
তের প্রসাদে সে হয় কৃষ্ণ ভক্তি। জানিহ অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি ॥ কথো
দিন জগন্নাথ শ্রীমুখ দেখিয়া। তবে দুই ভাই মথুরাতে থাক গিয়া ॥ তোমা
সভা হৈতে যত রাজস তামস। পশ্চিমা সভারে গিয়া দেহ ভক্তিরস ॥ আমিহ
দেখিব গিয়া মথুরামণ্ডল। আমি থাকিবার স্থান করিহ বিরল ॥ শাকর মল্লিক
নাম ঘুচাইয়া তান। সনাতন অবধূত থুইলেন নাম ॥ অদ্যাপিও দুই ভাই রূপ
সনাতন। চৈতন্য কৃপায় হৈল বিদিত ভুবন ॥ যার যত কীর্ত্তি ভক্তি মহিমা উদার
চৈতন্য চন্দ্র সে সব করয়ে প্রচার ॥ নিত্যানন্দ তত্ত্ব কিবা অদ্বৈতের তত্ত্ব। যত
মহাপ্রিয় ভক্ত গোষ্ঠীর মহত্ত্ব ॥ চৈতন্য প্রভু সে সব করিলা প্রকাশে। সেই প্রভু
সব ইহা কহেন সন্তোষে ॥ যে ভক্ত যে বস্তু যার যেন অবতার। বৈষ্ণব বৈষ্ণবী
যার অংশে জন্ম যার ॥ যার যেনমত পূজা যার যে মহত্ত্ব। চৈতন্য প্রভু সে সব

করিলেন ব্যক্ত॥ এক দিন প্রভু বসিয়াছেন প্রকাশে। অদ্বৈত শ্রীবাস আদি
ভক্ত চারি পাশে॥ শ্রীবাস পণ্ডিতেরে ঈশ্বর আপনে। আচার্য্যের বার্ত্তা জিজ্ঞা
সেন তান স্থানে॥ প্রভু বলে শ্রীনিবাস কহত আমারে। কিরূপ বৈষ্ণব তুমি
বাস অদ্বৈতেরে॥ মনে ভাবি বলিলা শ্রীবাস মহাশয়। শুক বা প্রহ্লাদ যেন
মোর মনে লয়॥ অদ্বৈতের উপমা প্রহ্লাদ শুক যেন। শুনি প্রভু ক্রোধে শ্রীবা
সেরে মারিলেন॥ পিতা যেন পুত্রেরে শিক্ষাইতে স্নেহে মারে। এইমত
একচড় হৈল শ্রীবাসেরে॥ কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস। মোহর নাড়া
রে কহ শুক বা প্রহ্লাদ॥ যে শুকেরে মুক্ত তুমি বল সর্ব্বমতে। কালিকার
বালক শুক নাঢ়ার অগ্রেতে॥ এতবড বাক্য মোর নাঢ়ারে বলিলি। আজি বড
শ্রীবাস আমারে দুঃখ দিলি॥ এতবলি ক্রোধে হাতে দিপ যষ্টি লঞা। শ্রীবাসেরে
মারিবারে জান খেদাঢ়িয়া॥ সম্ভ্রমে উঠিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়। ধরিলা প্রভুর
হস্ত করিয়া বিনয়॥ বালকেরে বাপ শিখাইবা কৃপা মনে। কে আছে তোমার
ক্রোধপাত্র ত্রিভুবনে॥ আচার্য্যের বাক্যে প্রভু ক্রোধ করিদূর। আবেশে কহেন
তার মহিমা প্রচুর॥ প্রভুবলে তোহর বালক শিশু মোর। এতেক সকল ক্রোধ
দূর গেল মোর॥ মোর নাঢ়া জানিবারে আছে হেনজন। যে মোহরে আনি
লেক ভাঙ্গিয়া শয়ন॥ প্রভু বলে অয়ে শ্রীনিবাস মহাশয়। মোহর নাঢ়ারে এই
তোমার বিনয়॥ শুক আদি করি সব বালক উহার। নাঢ়ার পাছে সে জন্ম জা
নিহ সভার॥ অদ্বৈত লাগিয়া মোর এই অবতার। মোর কর্ণে বাজে আসি না
ঢ়ার হুঙ্কার॥ শয়নে আছিনু মুঞি ক্ষীরদসাগরে। জাগাই আনিল মোরে নাঢ়ার
হুঙ্কারে॥ শ্রীবাসের অদ্বৈতের প্রতি বড প্রীত। প্রভু বাক্য শুনি হৈলা অতি
হরষিত॥ মহাভয়ে কুণ্ঠ হই বলেন শ্রীবাস। অপরাধ করিনু ক্ষমহ মোর নাথ॥
তোমার অদ্বৈত তত্ত্ব জানহ তুমিসে। তুমি জানাইলে সে জানয়ে অন্য দাসে॥
আজি মোর মহা ভাগ্য সফল মঙ্গল। শিক্ষাইয়া আমারে আপনে কৈল ফল॥
এখনে সে ঠাকুরলী বলিয়ে তোমার। আজি বড মনে বল বাজিল আমার॥ এই
মোর মনের সঙ্কল্প আজি হৈতে। মদিরা যবনী যদি ধরেন অদ্বৈতে॥ তথাপি
করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্রতি। কহিল তোমারে প্রভু সত্য করি অতি॥ তুষ্ট হই
লেন প্রভু শ্রীবাস বচনে॥ পূর্ব্ব প্রায় আনন্দে বসিলা তিন জনে॥ পরম রহস্য
এসকল পুণ্য কথা। ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়া সর্ব্বথা॥ যার যেন প্রভাব যাহার
যেন ভক্তি। যেবা আগে যেবা পাছে যার যেন শক্তি॥ সভার সর্ব্বজ্ঞ এক প্রভু গৌর
রায়। আর জানে যে তাহারে ভজে অমায়ায়॥ বিষ্ণু তত্ত্ব যেন অবিজ্ঞাত বেদ
বাণী। এইমত বৈষ্ণবের তত্ত্ব নাহি জানি॥ সিদ্ধ বৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যাভার।
নাবুঝি নিন্দিয়া মরে সকল সংসার॥ সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যাভার। সা

ক্ষাতে দেখহ ভাগবত কথাসার॥ বৈষ্ণব প্রধান ভৃগু ব্রাহ্মণ নন্দন। অহর্নিশ মনে ভাবে যাহার চরণ॥ সে প্রভুর বক্ষে করিলেন পদাঘাত। তথাপি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ দেখহ সাক্ষাৎ॥ প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান। যে নিমিত্ত ভৃগু করিলেন হেন কাম॥ পূর্ব্বে সরস্বতী তীরে মহা ঋষিগণ। আরম্ভিলা মহা যজ্ঞ পুরাণ শ্রবণ॥ সভে শাস্ত্র কর্ত্তা সভে মহা তপোধন। অন্যান্যে লাগিল ব্রহ্ম বিচার কথোন॥ ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর তিনজন মাঝে। কে প্রধান বিচারেণ মুনির সমাজে॥ কেহ বলে ব্রহ্মাবড় কেহ মহেশ্বর। কেহ বলে বিষ্ণু বড় সভার উপর॥ পুরাণেই নানা মত করেন কথন। শিববড কোথাও কোথাও নারায়ণ॥ তবে সব ঋষিগণ মিলিয়া ভৃগুরে। আদরিলা প্রমাণ এতত্ত্ব জানিবারে॥ ব্রহ্মার মানস পুত্র তুমি মহাশয়। সর্ব্ব মত তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তত্ত্বময়॥ তুমি ইহা জানগিয়া করিয়া বিচার। সন্দেহ ভঞ্জহ আসি আমা সভাকার॥ তুমিযে কহিবা সেই সভার প্রমাণ। তবে ভৃগু চলিলেন আগে ব্রহ্মা স্থান॥ ব্রহ্মার সভায় গিয়া ভৃগুমুনিবর। দম্ভ করি রহিলেন ব্রহ্মার গোচর॥ পুত্র দেখি ব্রহ্মা বড় সন্তোষহইলা। সকল কুশল জিজ্ঞাসিবারে লাগিলা॥ সত্য পরীক্ষিতে ভৃগু ব্রহ্মার নন্দন। শ্রদ্ধাকরি না শুনেন বাপের বচন॥ স্তুতি বা গৌরব বা বিনয় নমস্কার। কিছু না করেন পিতা পুত্র ব্যবহার॥ দেখিয়া পুত্রের অনাদর ব্যভার। ক্রোধে ব্রহ্মা আইলেন অগ্নি অবতার॥ ভস্ম করিবেন হেন ক্রোধে অগ্নি হৈলা॥ দেখিয়া পিতার মূর্ত্তি ভৃগু পলাইলা॥ সভে বুঝাইলেন ব্রহ্মার পায়ে ধরি। পুত্রেরে কি গোসাঞি এমত ক্রোধ করি॥ তবে পুত্র স্নেহে ব্রহ্মা ক্রোধ পাসরিলা। জল পাইলেন অগ্নি সুশাম্য হইলা॥ তবে ভৃগু ব্রহ্মারে বুঝিয়া ভালমতে। কৈলাশে আইলা মহেশ্বর পরীক্ষিতে॥ ভৃগু দেখি মহেশ্বর আনন্দিত হঞা। উঠিলা পার্ব্বতী সঙ্গে আদর করিয়া॥ জ্যেষ্ঠ ভাই গৌরবে আপনে ত্রিলোচন। প্রেমযোগে উঠিলা করিতে আলিঙ্গন॥ ভৃগু বলে মহেশ পরশ নাহি কর। যতেক পাষণ্ড বেশ সব তুমি ধর॥ ভূত প্রেত পিচাশ অস্পৃশ্য যত আছে। হেন সব পাষণ্ড রাখ তুমি কাছে॥ যতেক উৎপাত সেই ব্যভার তোমার। ভস্মাস্থি ধারণ কোন শাস্ত্রের আচার॥ তোমার পরশে স্নান করিতে জুয়ায়। দূরে থাক দূরে থাক অয়ে ভূত রায়॥ পরীক্ষা নিমিত্তে ভৃগু বলেন কৌতুকে। কভু শিব নিন্দা নাহি ভৃগুর শ্রীমুখে॥ ভৃগু বাক্যে মহা ক্রোধ হই ত্রিলোচন। ত্রিশূল তুলিয়া লইলেন ততক্ষণ॥ জ্যেষ্ঠ ভাই ধর্ম্ম পাসরিলেন শঙ্কর। হইলেন যেহেন সংহার মুর্ত্তিধর শূল তুলিলেন শিব ভৃগুরে মারিতে। অস্তেব্যস্ত দেবী আসি ধরিলেন হাতে॥ চরণে ধরিয়া বুঝায়েন মহেশ্বরী। জ্যেষ্ঠ ভাইরে কি প্রভু এত ক্রোধ করি॥ দেবী বাক্যে লজ্জা পাই রহিলা শঙ্কর। ভৃগুও চলিলা শ্রীবৈকুণ্ঠ কৃষ্ণঘর॥ শ্রীরত্নখট্টার

প্রভু আছেন শয়নে। লক্ষ্মীসেবা করিতে আছেন শ্রীচরণে॥ হেনই সময়ে ভৃগু আসি অলক্ষিতে। পদাঘাত করিলেন প্রভুর বক্ষেতে॥ ভৃগু দেখি মহা প্রভু সম্ভ্রমে উঠিয়া। নমস্করিলেন প্রভু মহা প্রীত হঞা॥ লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু ভৃগুর চরণ। সন্তোষে করিতে লাগিলেন প্রক্ষালন। বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন। শ্রীহস্তে তাহার অঙ্গে লেপেন চন্দন॥ অপরাধি প্রায় যেন হইয়া আপনে। অপরাধ মাগিয়া লয়েন তার স্থানে॥ তোমার শুভ বিজয় আমি নাজানিয়া। অপ রাধ করিয়াছি ক্ষম মোরে ইহা॥ এই যে তোমার পাদোদক পুণ্য জল। তীর্থেরে করয়ে তীর্থ হেন সুনির্ম্মল॥ যতেক ব্রহ্মাণ্ড বৈসে আমার দেহেতে। যতলোক পাল সব আমার সহিতে॥ পাদোদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র। অক্ষয় হইয়া রহু তোমার চরিত্র॥ এই যে তোমার শ্রীচরণ চিহ্ন ধুলী। বক্ষে রাখিলাম আমি হই কুতুহলী॥ লক্ষ্মীসঙ্গে নিজবক্ষে দিনু আমি স্থান। বেদে যেন শ্রীবৎসলাঞ্ছন বলে নাম॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য বিনয় ব্যভার। কাম ক্রোধ লোভ মোহ সকলের পার॥ দেখি মহা ঋষি পাইলেন চমৎকার। লজ্জিত হইয়া মাথা নাতোলেন আর॥ যাহা করিলেন সে তাহার কর্ম্মনয়। আবেশের কর্ম্ম ইহা জানিহ নিশ্চয়॥ বাহ্য পাই প্রীত শ্রদ্ধা দেখিতে দেখিতে। ভক্তিরসে পূর্ণ হই লাগিলা নাচিতে॥ হাস্য কম্প ঘর্ম্ম মুর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার। ভক্তিরসে মগ্ন হইলা ব্রহ্মার কুমার॥ সভার ঈশ্বর কৃষ্ণ সভার জীবন। এই সত্য বলি নাচে ব্রহ্মার নন্দন॥ দেখিয়া কৃষ্ণের শান্তি বিনয় ব্যভার। বিপ্র ভক্তি যে কোথাও না সম্ভবে আর॥ ভক্ত্যে জড়হৈলা বাক্য না আইসে বদনে। আনন্দাশ্রু ধারামাত্র বহে শ্রীনয়নে॥ সর্ব্বভাবে ঈশ্বরেরে দেহ সমর্পিয়া। পুনঃ মুনি সভা মধ্যে মিলিয়া আসিয়া॥ ভৃগু দেখি সভে হৈলা আনন্দ অপার। কহ ভৃগু কার কোন দেখিলে ব্যভার॥ তুমি যেই কহ সেই সভার প্রমাণ। তবে সব কহিলেন ভৃগু ভগবান॥ ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর তিনের ব্যভার। সকল কহিয়ে এই কহিলেন সার॥ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ। সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন॥ সভার ঈশ্বর কৃষ্ণ জনক সভার। ব্রহ্মা শিব করেন যাহার অধিকার॥ কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সভার নারায়ণ। নিঃসন্দেহ ভজ গিয়া তাহার চরণ॥ ধর্ম্মজ্ঞান পুণ্য কীর্ত্তি ঐশ্বর্য্য বিরক্তি। আত্মশ্রেষ্ঠ মধ্যম যতেক যার শক্তি॥ সকল কৃষ্ণের ইহা জানিহ নিশ্চয়। অতএব গাও ভজ কৃষ্ণের বিজয় সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ চৈতন্য ভগবান। কীর্ত্তন বিহার ইহা আছে বিদ্যমান॥ ভৃগুর বচন শুনি সব ঋষিগণ। নিঃসন্দেহ হৈলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ॥ ভৃগুরে পূজিয় বলেন সব ঋষিগণ। সংশয় ছিণ্ডিলা তুমি ভাল কৈলা মন॥ কৃষ্ণভক্তি সভে লই লেন দৃঢ় মনে। ভক্ত রূপে ব্রহ্মা শিব পূজেন যতনে॥ সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষয় ব্যভার। কিহিলাম ইহা বুঝিবারে শক্তিকার॥ পরীক্ষিতে কর্ম্ম কিনা ছিল কিছু

আর। তার লাগি করিলেন চরণ প্রহার॥ সৃষ্টিকর্ত্তা ভৃগুদেব যার অনুগ্রহে। কি সাহসে চরণ দিলেন সে হৃদয়ে॥ অবোধ অগম্য অধিকারির ব্যভার। ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর॥ মূলে কৃষ্ণ প্রবেশি ভৃগুর হৃদয়েতে। করাইলা ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে॥ জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর একর্ম্ম কভো নয়। কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারী ভক্ত জয়॥ বিরিঞ্চি শঙ্করো বাড়াইতে কৃষ্ণ জয়॥ ভৃগুরে হইলা ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয়। ভক্ত সব যেন গায় নৃত্য কৃষ্ণ জয়। কৃষ্ণ বাড়ায়েন ভক্ত জয় অতিশয়॥ অধিকারি বৈষ্ণবের না বুঝি ব্যভার। যে জন নিন্দয়ে তার নাহিক নিস্তার॥ অধম জনের যে আচার যেন ধর্ম্ম। অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥ কৃষ্ণ কৃপায় সে ইহা জানিবারে পারে। এসব সঙ্কটে কেহ মরে কেহ তরে॥ সবে ইথি দেখি এক মহা প্রতিকার। সভার করিব স্তুতি বিনয় ব্যভার॥ যোগ্য হই লইবেক কৃষ্ণের শরণ। সাবধানে শুনিবেক মহান্ত বচন॥ তবে কৃষ্ণ তারে দেন হেন দিব্যমতি। সর্ব্বত্র নিস্তার পায় না ঠেকয়ে কথি॥ ভক্তি করি যে শুনে চৈতন্য অবতার। সেই সব জন সুখে পাইব নিস্তার॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি শেষ খণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়॥ *॥ ৭॥ *॥

অষ্টম অধ্যায়।

জয়২ গৌরচন্দ্র শ্রীবৎসলাঞ্ছন। জয় শচী রত্নগর্ভ ধর্ম্ম সনাতন॥ জয়২ সংকীর্ত্তন প্রিয় গৌরাঙ্গ গোপাল। জয় শিষ্ট জন প্রিয় জয় দুষ্টকাল॥ ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥ হেনমতে বৈকুণ্ঠ নায়ক ন্যাসী রূপে। বিহরেণ ভক্তগোষ্ঠী লইয়া কৌতুকে॥ এক দিন বসিয়া আছেন প্রভু সুখে। হেনকালে শ্রীঅদ্বৈত আইলা সম্মুখে॥ বসিলেন অদ্বৈত প্রভুরে নমস্করি। হাসি অদ্বৈতেরে জিজ্ঞাসেন গৌরহরি॥ সন্তোষে বলেন প্রভু কহত আচার্য্য। কোথাহৈতে আইলা করিলা কোন কার্য্য॥ অদ্বৈত বলেন দেখিলাম জগন্নাথ। তবে আইলাম এই তোমার সাক্ষাত॥ প্রভু বলে জগন্নাথ শ্রীমুখ দেখিয়া তবে আর কি করিলা কহ দেখি তাহা॥ অদ্বৈত বলেন আগে দেখি জগন্নাথ তবে করিলাম প্রদক্ষিণ পাঁচ সাত॥ প্রদক্ষিণ শুনি প্রভু হাসিতে লাগিলা। হাসি প্রভু বলে তুমি হারিলা হারিলা॥ আচার্য্য বলেন কি সামিগ্রী হারিবারে। লক্ষণ দেখাহ তবে জিনিহ আমারে॥ প্রভু বলে শুনহ সামিগ্রী হারিবার। তুমি যে

করিলা পদক্ষিণ ব্যবহার ॥ যতক্ষণ তুমি পৃষ্ঠ দিগেরে চলিলা। ততক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা ॥ আমি যতক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ। আমার লোচন আর না যায় কোথাত ॥ কি দক্ষিণে কিবা বামে কিবা প্রদক্ষিণে। আর নাহি দেখোঁ জগন্নাথ মুখবিনে ॥ কর যোড় করি বলে আচার্য্য গোসাঞি। এরূপে সকল হারি তোমার সে ঠাঞি ॥ একথার অধিকারী আর ত্রিভুবনে। সত্য কহিলাম এই নাহি তোমা বিনে ॥ তুমি সে ইহার প্রভু এক অধিকারী। একথায় তোমারে সে আজি আমি হারি ॥ শুনিয়া হাসেন প্রভু বৈষ্ণব মণ্ডল। হরি বলি উঠিল মঙ্গল কোলাহল ॥ এইমত প্রভুর চরিত্র সর্ব্ব কথা। অদ্বৈতেরে অতি প্রীত করেন সর্ব্বথা ॥ একদিন গদাধরদেব প্রভু স্থানে। কহিলেন পূর্ব্ব মন্ত্র দীক্ষার কারণে ॥ ইষ্টমন্ত্র আমিযে কহিনু কার প্রতি। সেই হৈতে আমার নাস্ফুরে ভাল মতি ॥ সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্বার। তবে মন প্রসন্নতা হইব আমার ॥ প্রভু বলে তোমার যে উপদেষ্টা আছে। সাবধান তথা অপরাধ হয় পাছে মন্ত্রেরে কি দায় প্রাণ আমার তোমার। উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার ॥ গদাধর বলে তিহোঁ না আছেন এথা। তাঁর পরিবর্ত্ত তুমি করহ সর্ব্বথা ॥ প্রভু বলে তোমার যে গুরু বিদ্যানিধি। অনায়াসে তোমারে মিলাঞা দিব বিধি ॥ সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি জানেন সকল। বিদ্যানিধি শীঘ্র গতি আসিবে উৎকল ॥ এথাই দেখিবা দিন দশের ভিতরে। আইসেন কেবল আমারে দেখিবারে ॥ নিরবধি বিদ্যানিধি হয় তোর মনে। বুঝিলাম তুমি আকর্ষিয়া আন তানে ॥ এইমত প্রভু প্রিয় গদাধর সঙ্গে। তান মুখে ভাগবত শুনি থাকে রঙ্গে ॥ গদাধর পড়েন সমুখে ভাগবত শুনিয়া প্রকাশে প্রভু প্রেমভাব যত ॥ প্রহ্লাদ চরিত্র আর ধ্রুবের চরিত্র। সতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত ॥ আর কার্য্য নাহিক প্রভুর অবসর। নাম গুণ বলেন শুনেন নিরন্তর ॥ ভাগবত পাঠে গদাধরের বিষয়। দামোদর স্বরূপ কিন্নর নিন্দয় ॥ একেশ্বর দামোদর স্বরূপ গুণ গায়। বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥ অশ্রুকম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুকল হুঙ্কার। যত কিছু আছে প্রেম ভক্তির বিকার ॥ মূর্ত্তিমন্ত সভে থাকে ঈশ্বরের স্থানে। নাচেন চৈতন্যচন্দ্র ইহা সভাসনে ॥ দামোদর স্বরূপের উচ্চ সংকীর্ত্তনে শুনিলে না থাকে বাহ্য পড়ে সেইক্ষণে ॥ সন্ন্যাসী পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়। দামোদর স্বরূপ সম প্রিয় কেহ নয় ॥ যত প্রীত ঈশ্বেরপুরী গোসাঞিরে। দামোদর স্বরূপেরে তত প্রীত করে ॥ দামোদর স্বরূপ সংগীত রসময়। যার ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয় ॥ অলক্ষিত রূপে কেহ চিনিতে না পারে। কপটির রূপে যেন বুলেন নগরে ॥ কীর্ত্তন করিতে যেন তম্বুর নারদ। একা প্রভু নাচায়েন কি আর সম্পদ ॥ সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র। আর নাহি এক পুরী গোসাঞি সে মাত্র ॥ দামোদর স্বরূপ পরামানন্দপুরী। সন্ন্যাসী পার্ষদে এই দুই অধিকারী ॥

নিরবধি নিকটে থাকেন দুই জন। প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ॥ পুরী ধ্যান পর দামোদরের কীর্ত্তন। ন্যাসী দেহে ন্যাসীরূপে বাহু দুই জন॥ অহর্নিশ গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তন রঙ্গে। বিহরেণ দামোদর স্বরূপের সঙ্গে॥ কি শয়নে কি ভোজনে কিবা পর্য্যোটনে। দামোদর প্রভু না ছাড়েন কোনক্ষণে॥ পূর্ব্বাশ্রমে পুরুষোত্তমাচার্য্য নাম তান। প্রিয় সখা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নাম॥ ৺ চলিতেও প্রভু দামোদর গানে। নাচেন বিহ্বল হঞা পথ নাহি জানে॥ এ[illegible] দামোদর স্বরূপ সংহতি। প্রভু সে আনন্দে পড়েন না জানেন কতি॥ কিবা জল কিবা স্থল কিবা বন ডাল। কিছু না জানেন প্রভু গর্জ্জন বিশাল॥ একা স্বরূপ দামোদর কীর্ত্তন করেন। প্রভুরেও বনে ডালে পড়িতে ধরেণ॥ দামোদর স্বরূপের ভাগ্যের যে সীমা। দামোদর স্বরূপ সে তাহার উপমা॥ এক দিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া পড়িলা কুপের মাঝে আছাড় খাইয়া॥ দেখিয়া অদ্বৈত আদি সম্ভ্রম পাইয়া ক্রন্দন করেন সভে শিরে হাত দিয়া॥ কিছু না জানেন প্রভু প্রেম ভক্তিরসে। বালকের প্রায় যেন কূপে পড়িভাসে॥ সেইক্ষণে কুপ হৈলা নবনীতময়। প্রভুর শ্রীঅঙ্গ কিছু ক্ষত নাহি হয়॥ একোন অদ্ভুত যার ভক্তির প্রভাবে। বৈষ্ণব নাচিতে অঙ্গে কণ্টক না লাগে॥ তবে অদ্বৈতাদি মিলি সর্ব্ব ভক্তগণে। তুলিলেন প্রভুরে ধরিয়া সেইক্ষণে॥ পড়িলা কুপেতে প্রভু তাহা নাহি জানে। কি বোল কি কথা প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে॥ শ্রীমুখের শুনি অতি অমৃত বচন। আনন্দে ভাসয়ে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ॥ এইমত ভক্তিরসে ঈশ্বর বিহরে। বিদ্যানিধি আইলেন জানিয়া অন্তরে॥ চিত্তে মাত্র করিতে ঈশ্বর সেইক্ষণে। বিদ্যানিধি আসিয়া দিলেন দরশনে॥ বিদ্যানিধি দেখি প্রভু হাসিতে লাগিলা। আইলা আইলা বাপ বলিতে লাগিলা॥ প্রেমনিধি প্রেমে হৈলা আনন্দে বিহ্বল। পূর্ণ হৈল হৃদয়ের সকল মঙ্গল॥ শ্রীভক্তবৎসল গৌরচন্দ্র নারায়ণ। প্রেমনিধি বক্ষে করি করেন ক্রন্দন॥ সকল বৈষ্ণব বৃন্দ কান্দে চারিভিতে। বৈকুণ্ঠ স্বরূপ সুখ মিলন সভাতে॥ ঈশ্বর সহিতে যত আছে ভক্তগণ। প্রেমনিধি প্রতি প্রেম বাড়ে অনুক্ষণ॥ দামোদর স্বরূপ তাহার পূর্ব্ব সখা। চৈতন্যের অগ্রে দুই জনে হৈল দেখা॥ দুই জনে চাহেন দুহার পদধূলী। দুহে ধরাধরি ঠেলা ঠেলি পেলাপেলি॥ কেহ কারে নাহি পারেন দুই মহাবলী। করায়েন হাসায়েন গৌর কুতুহলী॥ তবে বাহ্য পাই প্রভু বিদ্যানিধি প্রতি। কহে নীলাচলে কথোদিন করো স্থিতি॥ শুনি প্রেমনিধি মহা সন্তোষ হইলা। ভাগ্য হেন মানি প্রভু নিকটে রহিলা॥ গদাধর দেব ইষ্টমন্ত্র পুনর্ব্বার। প্রেমনিধি স্থানেতে কৈলেন স্বীকার॥ আর কি কহিব প্রেমনিধির মহিমা। যার শিষ্য গদাধর এই প্রেম সীমা॥ যার কীর্ত্তি বাখানে অদ্বৈত শ্রীনিবাস। যার কীর্ত্তি বলেন মুরারি হরিদাস॥ হেন নাহি বৈষ্ণব যে তাহানে বাখানে। পুণ্ডরীক সর্ব্বভক্ত

কায় বাক্যে মানে॥ অহঙ্কার তান দেহে নাহি তিলমাত্র। না জানি অদ্ভুত কি চৈতন্য কৃপা পাত্র॥ যেরূপে কৃষ্ণের প্রিয় পাত্র বিদ্যানিধি। গদাধর শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি॥ বিদ্যানিধি রাখি প্রভু আপন নিকটে। বাসা দিলা যমেশ্বর সমুদ্রের তটে॥ নীলাচলে রহিয়া দেখেন জগন্নাথ। দামোদর স্বরূপের বড় প্রেমপাত্র॥ দুইজনে জগন্নাথ দেখে এক সঙ্গে। অন্যোন্যে থাকেন শ্রীকৃষ্ণকথার রঙ্গে॥ যাত্রা আসি বাজিল ওঢন ষষ্ঠীনাম। লওয়া বস্ত্র পরে জগন্নাথ ভগবান সে দিন মাণ্ডুয়া বস্ত্র পরিলা ঈশ্বরে। তান যেন ইচ্ছা সেইমত দাসে করে॥ শ্রীগৌর সুন্দর লই সর্ব্ব ভক্তগণ। আইলা দেখিতে যাত্রা শ্রীবস্ত্র ওঢন॥ মৃদঙ্গ মুহুরি শঙ্খ দুন্দুভী কাহাল। ঢাক দগড় কাড়া বাজয়ে বিশাল॥ সেই দিনে নানাবস্ত্র পরেন অনন্ত। ষষ্ঠী হৈতে লাগি হয় মকর পর্য্যন্ত॥ বস্ত্র লাগি হইতে লাগিলা রাত্রি শেষে। ভক্তগোষ্ঠী সহিত দেখিয়া প্রেমে ভাসে॥ আপনেই উপাসক উপাস্য আপনে। কে বুঝে তাহান মন তান কৃপা বিনে॥ এই প্রভু দারুরূপে বৈসে যোগাসনে। ন্যাসীরূপে ভক্তিযোগ করেন আপনে॥ পট্টনেতে শুক্লপীত নীল নানাবর্ণে। দিব্য বস্ত্র দেন মুক্তা রচিত সুবর্ণে॥ বস্ত্রলাগি হৈলে দেন পুষ্প অলঙ্কার। পুষ্পের কঙ্কন শ্রীকিরিটি পুষ্প হার॥ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ যোড়শোপচারে। পূজাকরি ভোগ দিলা বিবিধ প্রকারে॥ তবে প্রভু যাত্রা দেখি সর্ব্ব গোষ্ঠী সঙ্গে। আইলা বাসায় প্রেমানন্দ সুখ রঙ্গে॥ বাসায়ে বিদায় কৈলা বৈষ্ণব সভেরে। বিরলে রহিলা নিজানন্দে একেশ্বরে॥ যার যে বাসায় সভে করিল গমন। বিদ্যানিধি দামোদরে সঙ্গ অনুক্ষণ॥ অন্যোন্যে দুহার যতেক মনঃকথা নিষ্কপটে দুহে কহে দুহারে সর্ব্বথা॥ মাণ্ডুয়া বসন যে ধরিলা জগন্নাথে। সন্দেহ জন্মিল বিদ্যানিধির ইহাতে॥ জিজ্ঞাসিলা দামোদর স্বরূপের স্থানে॥ মাণ্ডুয়া বসন ঈশ্বরেরে দেন কেনে॥ এদেশত শ্রুতি স্মৃতি সকল প্রচারে। তবে কেনে বিনা ধৌতে মাণ্ড বস্ত্র পরে॥ দামোদর স্বরূপ কহেন এই কথা। দেশাচারে ইথে দোষ না লয়েন এথা॥ শ্রুতি স্মৃতি যে জানে সে না করে সর্ব্বথা। এ যাত্রায় এইমত সর্ব্বকাল এথা॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি নাথাকে অন্তরে। তবে দেশ রাজা কেনে নিষেধ না করে॥ বিদ্যানিধি বলে ভাল করুক ঈশ্বরে। ঈশ্বরের যে কর্ম্ম সেরকে কেনে করে॥ পূজা পণ্ডা পশুপাল পড়ি ছাবে হারা। অপবিত্র বস্ত্র কেনে ধরেবা ইহারা॥ জগন্নাথ ঈশ্বর সম্ভবে সব তানে তান আচরণ কি করিব সর্ব্বজনে॥ মাণ্ড বস্ত্র স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি। ইহারা না করে কেনে হইয়া সুবদ্ধি॥ রাজা পাত্র অবুধ যে ইহা না বিচারে। রাজাও মাণ্ডুয়া বস্ত্র দেন নিজ শিরে॥ দামোদর স্বরূপ বলেন শুন ভাই। হেন বুঝি ওঢন যাত্রায় দোষ নাই॥ পরং ব্রহ্ম জগন্নাথ রূপ অবতার। বিধিবা নিষেধ

এথা না করি বিচার॥ বিদ্যানিধি বলে ভাই শুন এক কথা। পরং ব্রহ্ম জগন্নাথ বিগ্রহ সর্ব্বথা॥ তান দোষ নাহি বিধি নিষেধ লঙ্ঘিলে। এগুলাও ব্রহ্ম হৈল থাকি নীলাচলে॥ ইহারাও ছাড়িলেক লোক ব্যবহার। সভে হইলেন ব্রহ্মরূপ অবতার॥ এত বলি সর্ব্ব পথে হাসিয়া২॥ যায়েন যে হেন হাস্যাবেশ যুক্ত হঞা॥ দুই সখা হাতা হাতি করিয়া হাসেন। জগন্নাথ দাসেরও আচার দোষেণ॥ সভে না জানেন সর্ব্ব দাসের স্বভাব। কৃষ্ণ সে জানেন যার যত অনুরাগ॥ ভ্রম করায়েন কৃষ্ণ আপন দাসেরে। ভ্রমচ্ছেদ করে পাছে সদায় অন্তরে॥ ভ্রম করাইলা বিদ্যানিধিরে আপনে। ভ্রমচ্ছেদ কৃপায়ে শুনিবা এইক্ষণে॥ এই মত রঙ্গে ঢঙ্গে দুই প্রিয় সখা। চলিলেন কৃষ্ণকার্য্যে যার যথা বাস॥ ভিক্ষা করি আইলেন শ্রীগৌরাঙ্গের স্থানে। প্রভু স্থানে আসি সভে থাকিলা শয়নে॥ সকল জানেন প্রভু চৈতন্য গোসঞি। জগন্নাথ রূপে স্বপ্নে গেলা তান ঠাঞি॥ অদ্ভুত দেখিলা বিদ্যানিধি মহাশয়। জগন্নাথ আসি হৈলা সমুখে বিজয়॥ ক্রোধ রূপ জগন্নাথ বিদ্যানিধি দেখে। আপনে ধরিয়া তাঁরে চড়ালেন মুখে॥ দুই ভাই মিলি চড় মারে দুই গালে। হেন দৃঢ় চড়ায়ে অঙ্গলি গালে ফুলে॥ দুঃখ পাই প্রেমনিধি কৃষ্ণ রক্ষ বলে। অপরাধ ক্ষম বলি পড়ে পদতলে॥ কোন অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞি। প্রভু বলে তোর অপরাধের অন্ত নাঞি। মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাঞি॥ সকল জানিলা তুমি রহি এই ঠাঞি॥ তবে কেনে রহিয়াছ জাতি নাশা স্থানে। জাতি রাখি চল তুমি আপন ভবনে॥ আমিযে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ। তাহাতেই ভাব অনাচারের নির্ব্বন্ধ আমারে করিয়া ব্রহ্ম সেবক নিন্দিয়া। মাণ্ডুয়া কাপড় স্থানে দোষ দৃষ্টি দিয়া স্বপ্নে বিদ্যানিধি মহাভয় পাই মনে। ক্রন্দন করেন মাথা ধরি শ্রীচরণে সব অপরাধ প্রভু ক্ষম পাপিষ্ঠেরে। ঘাটিলো২ এই বলিল তোমারে॥ যে মুখে হাসিনু প্রভু তোর সেবকেরে। সে মুখের শাস্তি প্রভু ভাল কৈলে মোরে ভাল দিন হৈল মোর আজি সুপ্রভাত। মুখ কপালের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাথ প্রভু বলে তোরে অনুগ্রহের লাগিয়া। তোমারে করিনু শাস্তি সেবক দেখিয়া স্বপ্নে প্রেমনিধি প্রতি প্রেম দৃষ্টি হঞা। রাম কৃষ্ণ দেউলে আইলা দুইভায়া স্বপ্নদেখি বিদ্যানিধি জাগিয়া উঠিলা। সবগালে চড় দেখি হাসিতে লাগিলা শ্রীহস্তের চড়ে সব ফুলিয়াছে গাল। দেখি প্রেমনিধি বলে বড় ভাল২॥ যেন কৈনু অপরাধ তার শাস্তি পাইনু। ভালই কৈলেন প্রভু অল্পে এড়াইনু॥ দেখ২ এই বিদ্যানিধির মহিমা। সেবকেরে দয়া যত তার এই সীমা॥ পুত্র যে প্রদ্যুম্ন তাহারেও হেনমতে। চড় নামারেণ প্রভু শিক্ষার নিমিত্তে॥ জানকী রুক্মিণী সত্যভামা আদি যত। ঈশ্বর ঈশ্বরী আর আছে কত২॥ সাক্ষাতেই নারে

যার অপরাধ হয়। স্বপ্নের প্রসাদ শাস্তি দৃশ্য কভো নয়॥ স্বপ্নে দণ্ড পায় কিবা অর্থ লাভ হয়। জাগিলে পুরুষ সে সকল কিছু নয়॥ শাস্তিবা প্রসাদ স্বপ্নে যারে প্রভু করে। সে যদি সাক্ষাতে লোক দেখে ফল ধরে॥ তারে বড় ভাগ্যবান নাহিক সংসারে। স্বপ্নেও নাকহে কিছু অভক্ত জনেরে॥ সাক্ষাতে সে এই সভে বুঝহ বিচারে। এইযে যবন গণে নিন্দা হিংসা করে॥ তাহারাও স্বপ্ন অনুভব মাত্র চায়। নিন্দা হিংসা করে দেখি স্বপ্ন নাহি পায়॥ যবনের কিদায় যে ব্রাহ্মণ সজ্জন॥ তারা যত অপরাধ করে অনুক্ষণ॥ অপরাধ হৈলে দুই লোকে দুঃখ পায়। স্বপ্নেও অভক্ত পাপীষ্ঠেরে না শিখায়॥ স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রভু করেন যাহারে। সেই মহাভাগ্য হেন মানে আপনারে॥ সাক্ষাতে আপনে স্বপ্নে মারিল যাহারে। এপ্রসাদ বেদে লিখি শ্রীপ্রেমনির্ধিরে॥ তবে পুণ্ডরীক দেব উঠিলা প্রভাতে। চড়ে গাল ফুলিয়াছে দেখে দুই হাথে॥ প্রতিদিন দামোদর স্বরূপ আসিয়া। জগন্নাথ দেখে দোহেঁ এক সঙ্গ হঞা॥ প্রত্যহ আইসে স্বরূপ সে দিন আইলা। আসিয়া তাহানে কিছু কহিতে লাগিলা॥ সকালে আইস জগন্নাথ দরশনে। আজি শয্যা হৈতে না উঠহ কি কারণে॥ বিদ্যানিধি বলে ভাই হেতাই আইস। সব কথা কব মোর এথা আসি বৈস॥ দামোদর আসি দেখে তার দুই গাল। ফুলিয়াছে চড় চিহ্ন দেখেন বিশাল॥ দামোদর স্বরূপ জিজ্ঞাসে একি কথা। কেনে গাল ফুলিয়াছে কি পাইলে ব্যথা॥ হাসিয়া বলেন বিদ্যানিধি মহাশয়। শুন ভাই কালি গেল যতেক সংশয়॥ মাণ্ডুয়া কাপড যে করিনু অবিজ্ঞান। তার শাস্তি দেখ এই গালে বিদ্যমান॥ আজি স্বপ্নে আসি জগন্নাথ বলরাম। দুইদণ্ড চডায়েন নাহিক বিশ্রাম মোর পরিধান বস্ত্র করিলি নিন্দন। এই বলি গালে চডায়েন দুইজন॥ গালে যত বাজিয়াছে অঙ্গুলির অঙ্গুরি। ভালমতে উত্তর করিতে নাহি পারি॥ এ লজ্জায় কাহার সম্ভাষা নাহি করি। গাল ভাল হৈলে সে বাহির হৈতে পারি॥ এতকথা অন্যত্র কহিতে যোগ্য নহে। বড ভাগ্য হেন ভাই মানিনু হৃদয়ে॥ ভাল শাস্তি পাইনু অপরাধ অনুরূপে। এ নহিলে পডিতাম মহাঅন্ধকূপে॥ বিদ্যানিধি প্রতি দেখি স্নেহের উদয়। আনন্দে ভাসেন দামোদর মহাশয়॥ সখার সম্পদে হয় সখার উল্লাস। দুইজনে হাসেন পরমানন্দ হাস॥ দামোদর স্বরূপ বলেন শুন ভাই। এমত অদ্ভুত দণ্ড দেখি শুনি নাঞি॥ স্বপ্নে আসি শাস্তি করে আপন সাক্ষাতে! আর শুনি নাই সবে দেখিনু তোমাতে॥ হেনমতে দুই সখা ভাসেন সন্তোষে। রাত্রিদিন না জানেন কৃষ্ণকথারসে॥ হেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রভাব ইহারে সে গৌরচন্দ্র প্রভু বলে বাপ॥ পাদস্পর্শ ভয়েনা করেন গঙ্গাস্নান। সভে গঙ্গা দেখেন করেন জলপান॥ এভক্তের নাম লঞা গৌরাঙ্গ ঈশ্বর। পুণ্ডরীক

নাম ধরি কান্দেন বিস্তর॥ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চরিত্র শুনিলে। অবশ্য তাহারে কৃষ্ণ পাদপদ্ম মিলে॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি চৈতন্য ভাগবতে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি উপাখ্যানে শেষখণ্ড সম্পূর্ণ॥ । শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায়নমঃ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥ শ্রীশ্রীঅদ্বৈত চন্দ্রায় নমঃ॥ শ্রীগৌর ভক্তবৃন্দেভ্যোনমঃ॥ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥ শ্রীশ্রীললিতাদি শখীবৃন্দেভ্যোনমঃ॥ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল বাসীভ্যো নমঃ॥ শ্রীশ্রীনবদ্বীপবাসীভ্যো নমঃ॥

ইতি চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ

সমাপ্ত॥

বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত পুস্তক সকল জ্ঞানারুণোদয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

মনুসংহিতা।

কুল্লূক ভট্টের টীকার সহিত গৌড়ীয় সাধুভাষায় উৎকৃষ্ট কাগজে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে মনুসংহিতার দুই অধ্যায় এক খণ্ড মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে মূল্য ১৷৹ টাকা।

আত্মবোধ।

শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্ত শাস্ত্র এবং তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা উপযোগী উক্ত গ্রন্থ নানা যুক্তিরসহিত অনুবাদিত হইয়াছে মূল্য ।৵৹ আনামাত্র।

কৃষ্ণলীলারসোদয়।

পয়ারাদি নানা ছন্দে উক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়া এতৎ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে মূল্য ৷৹ আনা।

রাসবিলাস।

শ্রীমদ্ভাগবতীয় রাসপঞ্চাধ্যায়ের মূল সুলোলিত পদ্য ছন্দে প্রাচীন রীতিতে রচিত মূল্য ৷৹ আনা।

কবিতারত্নাকর।

যে সমস্ত এক পদ কবিতা সকলে কহিয়া থাকেন তাহার চারিচরণ একত্র করিয়া অর্থের সহিত মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে মূল্য ৷৹ আনা।

সঙ্গীতচন্দ্রিকা।

অর্থাৎ নানা রাগরাগিণী সংযুক্ত গানসমূহ মূল্য ।৹ আনা।

মিণ্টনকর্ত্তৃক বিরচিত সুখদ উদ্যান ভ্রষ্টনামক কাব্য।

বঙ্গভাষায় পদ্যছন্দে উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড রচিত হইয়াছে মূল্য ।৹ আনা